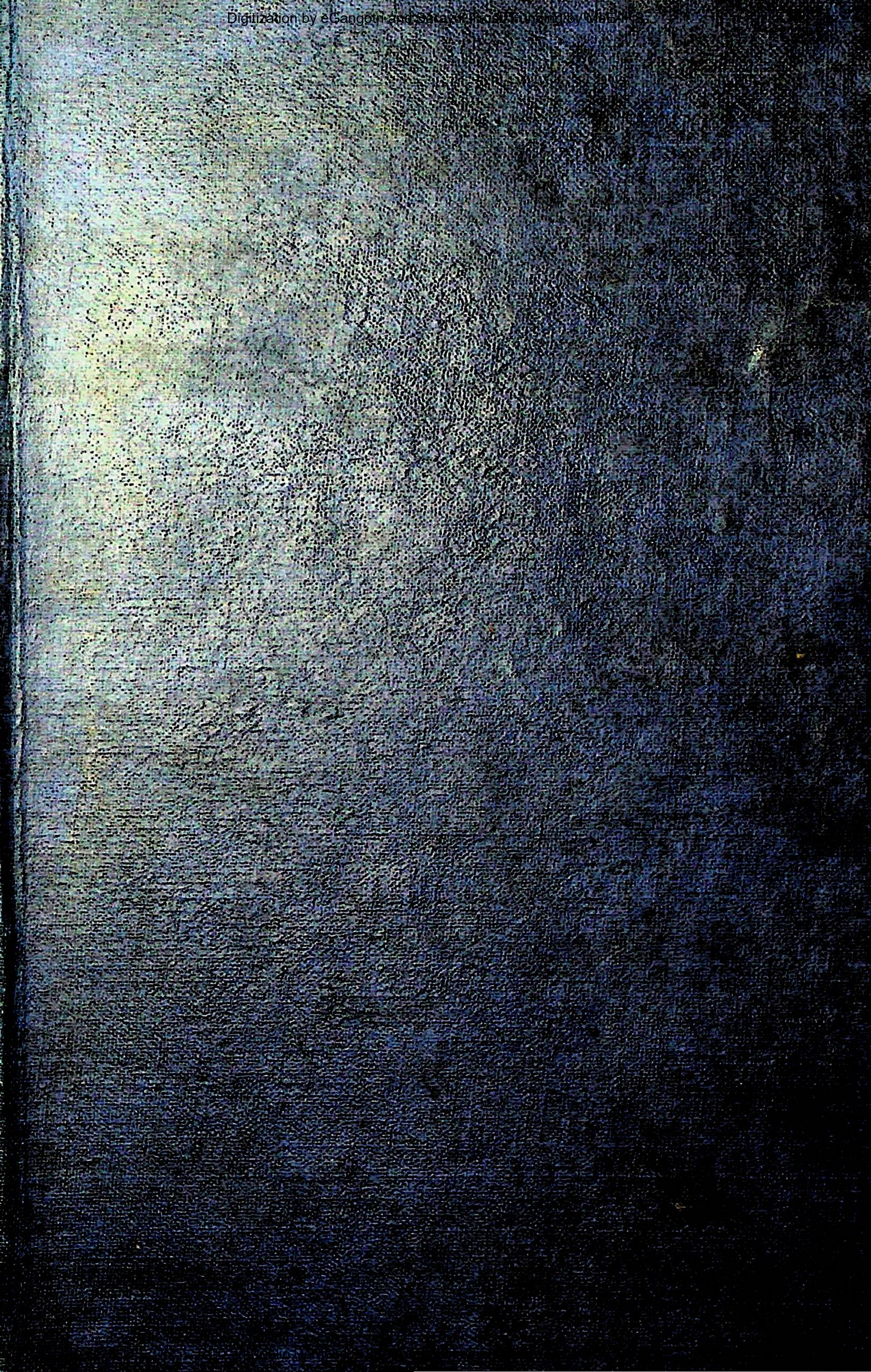




সামবেদ-সংহিতা।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ।)

মূল-গেয়গান-মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-
সায়ণভাষ্য-টীপ্পনী-মর্ম্মার্থঞ্চ সমেতা।

* * *

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩৩ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দশমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১ ২
অক্রান্ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মং জনয়ন্
৩ ১র ২র ৩ ২
প্রজা ভুবনস্য গোপাঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎ
২র ৩ ১র ২র
সোমো বাবৃধে স্বানো অদ্রিঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভুবনস্য' (ত্রিলোকস্য, বিশ্বস্য) 'বিধর্ম্মন্' (ধারয়ন, ধারণকারী) 'গোপাঃ' (রক্ষকঃ, দেবঃ—সর্ব্বস্য ইতি যাবৎ) 'প্রজাঃ' (লোকান্) 'জনয়ন্' (জনয়তি, সৃজতি); 'প্রথমে' (প্রথমে জাতঃ, আদিভূতঃ) 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবদসীমঃ) সঃ 'অক্রান্' (সর্ব্বং অতিক্রামতি;

সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ ভগবান্ বিশ্বং সৃজতি রক্ষতি চ—ইতি ভাবঃ; 'অধিসানঃ' (অভিবিচ্যমানঃ; বর্ষণশীলঃ, কামনাপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্বানঃ' (অভিষূয়মাণঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অদ্রিঃ' (পাপনাশায় পাষাণবৎকঠোরঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অব্যে' (জ্ঞানযুক্তে) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); নিত্যসত্যমুলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রহৃদয়ে বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ উপজায়তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের ধারণকারী সকলের রক্ষক দেবতা লোকদিগকে সৃজন করেন; আদিভূত সমুদ্রবদসীম তিনি সমস্তকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন; (ভাব এই যে, সকলের অধিপতি ভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি ও রক্ষা করেন); কামনাপূরক, বিশুদ্ধ, পাপনাশে পাষাণবৎ কঠোর, অভীষ্টবর্ষক, মহান্ সত্ত্বভাব জ্ঞানযুক্ত পবিত্রহৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্র হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়)॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমুদ্রঃ'। যস্মাদাপঃ সম্রবন্তি স সমুদ্রঃ। অপাং বর্ষকঃ, 'গোপাঃ' স্বামিত্বেন সর্ব্বস্য রক্ষকঃ সোমঃ 'প্রথমে' বিস্তৃতে 'ভুবনস্য' উদকস্য 'বি ধর্ম্মন্' বিধারকেঽন্তরিক্ষে প্রজাঃ 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'অক্রান্' সর্ব্বমভিক্রামতি। ক্রমতের্লুঙি তিপীড়ভাবে বৃদ্ধৌ চ কৃতায়াং সিজ্‌লোপে মকারস্য 'মোনোধাতোঃ (৮।২।৬৪)'—ইতি নকারে রূপং। 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা, 'শ্বানঃ' অভিষূয়মাণঃ, 'অদ্রিঃ' আদরণশীলঃ, 'সঃ' সোমঃ অধিকং 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে অবিভবে পবিত্রে 'বৃহৎ' প্রভূতং 'ববৃধে' বর্দ্ধতে। 'গোপাঃ'—'রাজা'—ইতি পাঠৌ, 'অদ্রিঃ'—'ইন্দুঃ'—ইতি চ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন আছে। তিনি বিশ্ব সৃজন করেন, এবং এই বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তিনি অনন্ত। জগতে এমন কিছু নাই যাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে—তিনি অতুলনীয়। তাঁহা হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই প্রতিরূপ। অনন্ত অসীম তিনি—এই সান্ত বিশ্বের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সত্ত্বভাবলাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে। সেই উপায়—হৃদয়ের পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বভাব মানুষের পরম অভীষ্ট প্রদান করে। মানবের চরম কাম্য বস্তু মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় - এই সত্ত্বভাবের প্রভাবে। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্ত্বভাবেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন আছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অনেক পদেরই কোন ব্যাখ্যা দেন নাই, এবং যে সকল পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও অসম্পূর্ণ। নিরুক্তকার যাস্ক এবং বিবরণকার প্রত্যেকেই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা অনেক স্থলেই বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। (১০অ -১খ -১সূ -১সা)॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
মৎসি বায়ুমিষ্টয়ে রাধসে নো

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মৎসি মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
মৎসি শর্দ্ধো মারুতং মৎসি দেবান্

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৎসি দ্যাবাপৃথিবী দেব সোম॥ ২॥

• *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে সত্ত্বভাব! অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং, অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়ুং' (বায়ুদেবং, আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'মৎসি' (মাদয়, তৃপ্তং কুরু); 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রভূতঃ তথা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের চত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৬খ —৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

অভীষ্টবর্ধকঃ দেবৌ) 'মৎসি' (আনন্দং প্রযচ্ছ, তর্পয়); 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেকদেবস্য বলং, বিবেকশক্তিং) 'মৎসি' (মাদয়, উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ) তথা 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'মৎসি' (মাদয়, সঞ্জীবিতান্ কুরু); হে 'দেব'! 'রাধসে' (পরমধনলাভায়) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকস্থিতান্ সর্ব্বান্ ইতি ভাবঃ) 'মৎসি' (মাদয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্মাকং হৃদিস্থিতেন সত্ত্বভাবেন বয়ং দেবত্বং লভেম—মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম; সর্ব্বে জীবাঃ পরমানন্দং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ–১খ–১সূ–২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়স্থিত হে সত্ত্বভাব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তির জন্য আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে তৃপ্ত কর; মিত্রভূত এবং অভীষ্টবর্ধক দেবদ্বয়কে তর্পণ কর; বিবেকশক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর; এবং দেবভাবসমূহকে সঞ্জীবিত কর; হে দেব! পরমধনলাভের জন্য দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকলকে পরমানন্দ প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন দেবত্ব লাভ করি—মোক্ষপ্রাপ্ত হই; সকলজীব পরমানন্দলাভ করুক।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম। ত্বং বায়ুং 'মৎসি' মাদয়। কিমর্থং? 'নঃ' অস্মাকং 'ইষয়ে' ঈষণীয়ায় অন্নায় 'রাধসে' ধনায় চ। তথা পবিত্রেণ পূয়মানস্ত্বং 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ চ 'মৎসি' তর্পয়সি। কিঞ্চ 'মারুতং' মরুতাং স্বভূতং শর্দ্ধো বলঞ্চ মৎসি। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'মৎসি' হর্ষয়। হে 'দেব' স্তোতব্য! হে সোম! 'দ্যাবাপৃথিবী' চ 'মৎসি' মাদয়। এতান্ হর্ষযুক্তান্ কৃত্বা অস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'রাধসেনঃ' - 'রাধসেচ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১২৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! ক্ষরণকালে তুমি যজ্ঞকার্য্য ও অন্নের জন্য ইন্দ্রকে মত্ত কর; মিত্র ও বরুণ এবং বায়ুকে মত্ত কর।. মরুৎগণের দলকে মত্ত কর; হে সোমদেব! সকল দেবতাকে মত্ত কর। দ্যুলোক ও ভূলোকে মত্ত কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক অর্থাৎ সোমরস সম্বন্ধীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—সমস্ত দেবতা তোমাকে পান করিয়া মত্ত হউন, দ্যুলোকভূলোকের

অর্থাৎ সমস্ত জীবের মত্ততা উৎপন্ন হউক। সোমরসের প্রভাবে সকলে মাতাল হইয়া যাউক, সমগ্রবিশ্ব সোমরসে ডুবিয়া যাউক! প্রার্থনাটা নিতান্ত মন্দ নয়। সমস্ত লোক মাতাল হউক,—এরূপ প্রার্থনা খুব অধঃপতিত মাতালের মুখ দিয়াও সম্ভবতঃ বাহির হইবে না। সমস্ত দেবতাকে ছাড়াইয়া একেবারে দ্যুলোকভূলোকবাসী সকলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে! যাহা হউক, আমরা যে অর্থে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাউক।

'সোম' অথবা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের প্রার্থনা? সমস্ত দেবতাকে আনন্দিত, তৃপ্ত করিবার জন্য। তাহার উদ্দেশ্য কি? 'ইষ্টয়ে', অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য। সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে কিরূপে? তাহার উত্তর এই প্রার্থনার মধ্যেই নিহিত আছে।

ভগবান্ এক, বহু তাঁহারই অভিব্যক্তি-মাত্র। সেই বহুকেই এই মন্ত্রের মধ্যে আরাধনা করা হইয়াছে। "আমাদের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন ভগবানের পূজা করা হয়, তিনি যেন সেই পূজোপহার কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ (১০অ—১খ—১সূ—২সা)। *

—o—

তৃতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১র
মহত্তৎ সোমো মহিষশ্চকারাপাং
২র   ৩ ২
যগর্ভোঽবৃণীত দেবান্।
১ ২৩ ২   ৩   ১ ২   ৩   ১র   ২র ৩   ২ ৩
অদধাদিন্দ্রে পবমান ওজোঽজনয়ৎ সূর্য্যো
২   ৩ ১ ২
জ্যোতিরিন্দুঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যঃ) 'মহৎ' (মহান্) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ, তেজসম্পন্নঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অপাং গর্ভঃ' (উদকানাং গর্ভভূতঃ জনয়িতৃত্বাৎ, অমৃতোৎপাদনং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (করোতি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'তৎ' (সঃ) সত্ত্বভাবঃ 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'অবৃণীত' (বৃণোতি, তৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবঃ অমৃতং তথা দেবভাবং সাধকস্য হৃদয়ে উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ; 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সত্ত্বভাবঃ 'ইন্দ্রে' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতৌ দেবে, ভগবতি ইত্যর্থঃ); 'ওজঃ' (শক্তিং) 'অদধাৎ' (প্রযচ্ছতি, সত্ত্বভাবঃহি ভগবতঃ পরমশক্তিঃ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়তি; সত্ত্বভাবাৎ জ্ঞানস্য শক্তিঃ বিকশিতা ভবতি ইত্যর্থঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ হি সর্ব্বশক্তেঃ মূলকারণং—ইতি ভাবঃ (১০অ—১খ—১সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে মহান্ তেজসম্পন্ন সত্ত্বভাব অমৃতোৎপাদন করেন, সেই সত্ত্বভাব দেবভাবসমূহের সহিত মিলিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃত এবং দেবভাবকে সাধকের হৃদয়ে উৎপাদন করেন); পবিত্রকারক সত্ত্বভাব ভগবানে শক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই ভগবানের পরমশক্তি; সত্ত্বভাব জ্ঞানেতে তেজ উৎপাদন করেন, অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে জ্ঞানের শক্তি বিকশিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবই সকল শক্তির মূল কারণ।)। (১০অ—১খ—,সূ—.সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ 'মহৎ' প্রভূতং তৎ কর্ম্ম 'চকার' অকরোৎ। কিন্তৎ কর্ম্ম ? 'অপাং গর্ভঃ' উদকানাং গর্ভভূতঃ। জনয়িতৃত্বাজ্জন্যত্বাচ্চ। 'সঃ' সোমঃ 'দেবান্' 'আবৃণীত' সমভজত—ইতি যৎ তৎ কৃতবানিতি। কিঞ্চ, 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'ওজঃ' তৎপানেন জন্যং বলং 'ইন্দ্রে' 'অদধাৎ'। তথা 'ইন্দুঃ' 'সূর্য্যঃ' 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'অজনয়ৎ'। ৩।

* * *

তৃতীয় (১২৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা ভগবানের পরমশক্তি। এই শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও পরিচালিত হইতেছে। সত্ত্বভাবের কল্যাণে মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয়, তাই সত্ত্বভাবকে অমৃতের জনয়িতা বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত দেবভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ। তাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে মানুষ দেবভাবাপন্ন হয়েন।

এই মহাশক্তির বলেই মানুষের অন্য সর্ব্ববিধ শক্তি লাভ হয়। জ্ঞান ও পূর্ণজ্যোতিতে বিকশিত হয়, কর্ম্মশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্ত্বভাবের বলে মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হয়—

তদ্দ্বারা তিনি আপনার চরমলক্ষ্য অভিমুখে চলিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই নিত্য-সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'মহিষঃ' পদে আমরা 'মহিমান্বিতঃ' 'তেজোসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার 'মহিষাঃ' পদে পূর্ব্বে (৩প ৫অ—২খ—২সা) 'মৃগাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে 'মহান্ পূজ্যঃ' অর্থই গৃহীত হইয়াছে॥ (১০অ—১খ—১সূ—৩সা)। *

—— * ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২　৩ n　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২n৩৪৫
১। হায়ি। উহুবায়ি। অক্রা ৩ ৪ ঔহোবা। সমু। দ্রা ৩ ঃ প্রথ। মেবিধর্ম্মান্।

৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫
জনা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্‌প্রা। জা ৩ ভুব। নস্তগোপাঃ। বৃষা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২n৩র ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র ৫　১র
পবায়ি। ত্রে ৩ অধি। স্তানোঅব্যায়ি। বৃহা ৩ ৪ ঔহোবা। সোমো।

২র১র　২　২　৪　৩ ২　৩র ৪র৫
বাবৃধে। স্বা ৩ ৪ ৩। নো ৩ আ ৫ দ্রা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র　২ ১ র২n৩৪৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২১র　২n৩৪ ৫
বায়ুম্। ইষ্টয়েরাধসেনাঃ। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। মিত্রা। বরুণা। পূয়মানাঃ।

৩ ২　৩র৪র৫　১　২র ১　২ ৩৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫
মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা। শর্দ্ধো। মারুতম্। মৎসিদেবান্। মৎসা ৩ ৪ ঔহোবা।

১র　২ ১ র　২　২　৪　৩ ২　৩র৪র৫
দ্যাবা। পৃথিবী। দা ৩ ৪ ৩ য়ি। বা ৩ সো ৫ মা ৬ ৫ ৬। মহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১
তৎসো। মো ৩ মহি। বশ্চকারা। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। যদ্গা। ভো ৩ অবৃ।

২n৩ ৪৫　৩ ২　৩র৪র৫　১র　২　১　২n৩৪ ৫
ণীতদেবান্। অদা ৩ ৪ ঔহোবা। ধাদায়ি। ন্দ্রে ৩ পব। মানওজাঃ।

২　n　৩ ২　৩র৪র৫　১　২র১র　২
হায়ি। উহুবায়ি। অজা ৩ ৪ ঔহোবা। নয়াৎ। স্থূরিয়ে। জ্যো ৩ ৪ ৩।

২　৪
তী ৩ রা ৫ য়িন্দু ৬ ৫ ৬ ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ঊনবিংশী বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৭খ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২র র ২ র ১ ২ ৪ ২৩১১১১
২। হাউহোবা ৩ হায়ি। আক্রান্সমুদ্রা ৩ প্রা। থমে ৩ বী ৩। ধর্ম্মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্।

২ ৩র ১ ২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র ৩র ১
জনয়ন্প্রজা ৩ ভূ। বনা ৩ স্তা ৩। গোপা ২ ৩ ৪ ৫। বৃষাপবিত্রে ৩ আ।

২ ৪ ২৩১১১১ ২ র৩র ১ ২ ৪
ধিনা ৩ নো ৩। অব্যা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বৃহৎসোমো ৩ বা। বৃধেন্থ ৩ বা ৩।

২র ২ র ২ ২র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১
নোঅভ্রা ৩ ২ উ। মৎসিবায়ু৺৩ মায়ি। ষ্টয়েরা ৩ ধা ৩। দেনা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২ ৩র ১ ২র ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২ ৩র ১
মৎসিমিত্রা ৩ বা। রুণাপূ ৩ য়া ৩। মানা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। মৎসিশর্দ্ধো ৩ মা।

২ ৪ ২র৩১ ১ ১ ১ ২ র৩র ১ ২র ৪
রু তস্মা ৩ ৎ দী ৩। দেবান্ ৩ ৪ ৫ ন্। মৎসিস্তাবা ৩ পা। থিবীদে ৩ বা ৩।

২র ২ র৩র ১ ২ ৪ ২র^৩১ ১ ১ ১
সোমা ৩ ২ উ। মহত্তৎসোমো ৩ মা। হিষা ৩ শ্চা। কারা ২ ৩ ৪ ৫।

২র ৩র ১ ১ ৪ ২র৩১ ১ ১ ১ ২ র ৩র ১
অপাংযদ্গর্ভো ৩ আ। বৃণী ৩ ভা ৩। দেবা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। অদধাদিন্দ্রে ৩ পা।

২ ৪ ২রn৩ ১ ১ ১ ১ ২র র ২ ৩র ১
বমা ৩ না ৩ঃ। ওজা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাউহোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎস্থ ৩ রী।

২র ৪ ১ ১ ১ ১
য়েজ্যো ৩ তী ৩ঃ। ইন্দা ৩ ২ উবা ৩ ৪ ৫।

* • *

২র র ২ র ২৩৪ ২
৩। হাউহোবা ৩ হায়ি। অক্রান্ৎসমুদ্রঃপ্রথমে ৩ ৪ ৩ বিধর্ম্মন্। জনয়ন্-

র ২৩র৫র ২র র ২র ৩৫ ২
প্রজাভুবনা ৩ ৪ ৩ স্যগোপাঃ। বৃষাপবিত্রেঅধিসা ৩ ৪ ৩ নো অব্যায়ি। বৃহৎ-

র রর র ৩র ৩৫ ৪র ২ র র
সোমোবাবৃধেসুবা ৩ ৪ ৩ নোঅদ্রায়ি। নোজা ৫ ভ্রাউ। মৎসিবায়ুমিষ্টয়েরা

২৩র৫ ২ র র ২৩র৫ ২ রর
৩ ৪ ৩ ধসেনঃ। মৎসিমিত্রাবরুণাপূ ৩ ৪ ৩ য়মানঃ। মৎসিশর্দ্ধোমারুতস্মা

২৩র৫র ২ রর র ২৩র৫ ৪
৩ ৪ ৩ ৎসিদেবান্। মৎসিস্তাবাপৃথিবীদে ৩ ৪ ৩ বসোম। বসো ৫ মাউ।

২ র র ২৩র৫ র ২৩৫
মহত্তৎসোমোমহিষা ৩ ৪ ৩ শ্চকারম্। অপাংযদ্গর্ভোঅবৃণী ৩ ৪ ৩ তদেবান্।

২ র র ২৩র৫ ২র র ২ র র
অদধাদিন্দ্রেপবমা ৩ ৪ ৩ নওজাঃ। হাউতোবা ৩ হায়ি। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো

২ ৩ ৫ ৪
৩ ৪ ৩ তিরিন্দুঃ। ত্তিরা ৫ য়িন্দাউ। বা॥

*

১ -- ১র ২ ১ ২ র ১ -- ১ --
৪। হোঙ্ ২। ৩। অক্রান্ৎসমুদ্রঃপ্রথ। মেবিধার্ম্মা ২ ন্। ধার্ম্মা ২ ন্।

১ ১ ২১র ২ ১ -- ১ -- ১২র ১২র
ধার্ম্মায়ন্। জনয়ন্প্রজাভুব। নস্তগোপা ২ ঃ। গোপা ২ ঃ। বৃষাপবিত্র-

১২১র২র ১ — ১ — ১ — ২১ র র২র র র
অধিসানোঅব্যা ২ য়ি। আব্যা ২ য়ি। আব্যা ২ য়ি। বৃহৎসোমোবাবৃধেস্বা।

র ১ — ১ — ১ — ১ ২র ১২১ র ২ ১ --
নোআত্রা ২ য়ি। আদ্রা ২ য়ি। আর্দ্রা ২ য়ি। মৎলিগাগ্নুমিষ্টয়ে। রাধসেনা ২ ঃ।

১ — ১ -- ১ ২ ১র ২র র ১ -- ১ --
সেনা ২। সেনা ২ঃ। মৎলিমিত্রাবরুণা। পূয়মানা ২ঃ। মানা ২ঃ।

১ -- ১ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ — ১ —
মানা ২ঃ। মৎলিশর্দ্ধোমারুতম্। মৎসিদেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্। দেবা ২ ন্।

১ ২১রর২ ১র ২র ১ -- ১ — ১ — ২ ১ ২র ২
মৎলিত্থাবাপৃথিবী। দেবসোমা ২। সোমা ২। সোমা ২। মহত্তৎসোমোমহি।

১ -- ১ -- ১ -- ২র ২ র র ১ —
ষশ্চকারা ২। কারা ২। কারা ২। অপাযদ্গর্ভোঅব্র্ণীতদায়িবা ২ ন্।

১ — ১ — ১ ২র১২র ১ ২র ১ — ১ --
দায়িবা ২ ন্। দায়িবা ২ ন্। অদধাদিন্দ্রেপব। মানওজা ২ঃ। ওজা ২ঃ।

১ — ১ ২ ১র২র১র ২ ১ — ১ — ১
ওজা ২ঃ। অজনয়ৎসূর্য্যেজ্যো। তিরামিন্দূ ২ঃ। আয়িন্দূ ২ঃ। আয়িন্দূ ২ঃ।

১ -- ১ ন ২ ৫রর ৩ ১ ১ ১ ১
হোঙ্ ২। ২। হোয়া ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫। *

---

* এই পুস্তকান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "হাউহুবায়িবাসিষ্ঠম্" (২) "মহানামরাজম্" (৩) "বৈশ্বজ্যোতি-ষোত্তরম্" এবং (৪) "বাৎসপ্রম্"।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ৫র ২র ৩ ১ ২
এষ দেবো অমর্ত্ত্যঃ পর্ণবীরিব দীয়তে।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অভি দ্রোণান্যাসদম্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ, নিত্যঃ) 'এষঃ' (অয়ং, মোক্ষদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'পর্ণবীরিব' (পক্ষী যথা বেগেন গচ্ছতি তদ্বৎ শীঘ্রবেগেন) 'দ্রোণানি' (হৃদয়রূপ-পাত্রাণি, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'আসদং' (আগচ্ছতি অপিচ 'দীয়তে' (শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপ্নোতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

নিত্য, মোক্ষদায়ক ভগবান্, পক্ষী যেমন বেগে গমন করে, সেইরূপ শীঘ্রবেগে আমাদিগের হৃদয়কে অভিলক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ হৃদয়ে) আগমন করেন এবং শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণরহিতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান্ 'অভি' লক্ষ্য 'আসদং' আসত্তুং আসদনার্থং 'পর্ণবীরিব' যথা পক্ষী তথা বেগেন 'দীয়তে' গচ্ছতি। 'দীয়তে'—'দীয়তি'—ইতি পাঠৌ। (১০—১খ—২সূ—১সা)॥

প্রথম (১২৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা দ্বারা সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর একটা আংশিক চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। তাহা

এই।—"মরণরহিত এই সোমদেব দ্রোণকলসাভিমুখে উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন।" সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহির করা হইয়াছে, নীচে দ্রোণকলস স্থাপিত রহিয়াছে। ছাকুনির উপর সোমরস রক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহা ছাকুনির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কলসের মধ্যে পতিত হইতেছে। পতনের এই বেগকে বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্যই যেন 'পর্ণবীরিব' উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। পাখী যেমন দ্রুতবেগে আপনার আশ্রয়স্থল কুলায়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে সোমরস দ্রোণকলসের মধ্যে ধাবিত হইতেছে।

কিন্তু সোমরসকে মরণরহিত বলিবার তাৎপর্য্য কি ? মরণরহিত অর্থাৎ নিত্য, অবিনশ্বর। জাগতিক ধ্বংসশীল বস্তু সোমরসকে নিত্য বলাতে অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রে এই অসঙ্গতি দোষ নাই। ভগবান নিত্য অবিনশ্বর। ভগবৎশক্তিরও কখনও ধ্বংস নাই, বিলয় নাই—উহা অনাদি অনন্ত। মন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে,—তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, আমরা যেন তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করি - প্রার্থনায় এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। আমরা হীন পতিত বলিয়া কি আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত হইব ? এস প্রভো, এস, আমাদের হৃদয়ে আগমন কর। তোমার পুণ্য পাদস্পর্শে আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক। তোমার জন্যই যেন হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিয়াছি। হয় তো বা তাহা তোমার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তুমিই দয়া করিয়া তাহা পবিত্র করিয়া দিবে, তোমার উপযুক্ত করিয়া লইবে বলিয়া যে কত আশায় বসিয়া আছি। ওগো প্রাণের দেবতা, আমাদের অসম্পূর্ণতা, দীনতা কি তোমার অপরিজ্ঞাত! অন্তর্যামী-রূপে তুমি তো সকলই অবগত আছ। আমাদের হীনতা-কালিমা দূরীভূত করিয়া দাও, তোমার অধম সন্তানকে তোমার অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর। ওগো, দীনদয়াল, আমরা যে শক্তির অভাবে, সাধনার অভাবে তোমা হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছি। শীঘ্র এস দেব!, আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করিয়া লও, আমাদিগকে আর দূরে রাখিও না। আমাদের হৃদয়কে তোমার আবাসভূমিতে পরিণত কর। এস, এস দেব! এই হীন পঙ্কিল হৃদয়ে আগমন কর, আমরা চিরদিনের জন্য পরাশান্তি লাভ করি।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনার ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অমর্ত্ত্যঃ' পদের অর্থ মরণরহিত, অর্থাৎ যাঁহার, ধ্বংস নাই। জগতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর সমস্ত ধ্বংসশীল, সুতরাং 'অমর্ত্ত্যঃ এষঃ দেবঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিতে পারে। আমরা তাই 'দেবঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—ভগবান্। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১০অ—১খ—২সূ—১সা)॥*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
এষ বিপ্রৈরভিষ্টুতোঽপো দেবো বি গাহতে।
২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রৈঃ' (মেধাবিভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'অভিষ্টুতঃ' (স্তুতঃ, আরাধিতঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'দধৎ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'অপঃ' (অমৃতং) 'বি গাহতে' (বিশেষেণ প্রাবিশয়তি, সম্যক্‌রূপেণ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুগ্রহেণ সাধকাঃ পরমধনং তথা অমৃতং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-১খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত ভগবান সাধককে পরমধন এবং অমৃত সম্যক্‌রূপে প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে সাধকগণ পরমধন এবং অমৃত প্রাপ্ত হয়েন।); (১০অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রৈঃ' মেধাবিভিঃ স্তোতৃভিঃ 'অভিষ্টুতঃ' আভিমুখ্যেন স্তুতঃ 'দেবঃ' স্তোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি ধনানি 'দধৎ' ধারয়ৎ প্রযচ্ছৎ। 'অপঃ' বসতীবরী 'বি গাহতে' প্রবিশতি॥ (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ দুইটি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে—"বিপ্রৈঃ অভিষ্টুতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক আরাধিত। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ কি? জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন, অজ্ঞান লোক তাঁহার আরাধনা করে না, ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়?

জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জ্ঞানিগণ জ্ঞানজ্যোতিতে আপনাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করিতে পারেন, অজ্ঞান ব্যক্তি কাচ-কাঞ্চনের প্রভেদ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানিগণ আপনাদের অন্তর্দৃষ্টিবলে জীবনের প্রকৃত চরম মঙ্গল জ্ঞাত হইয়া তৎসাধনার্থ ভগবদারাধনায় নিয়োজিত হয়েন।

ভগবৎ পূজা ভগবানের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনাঙ্গ দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা তাঁহাদের সাধন-প্রভাবে মোক্ষ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এবং উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট হয়েন। 'জ্ঞানিগণ ভগবানকে আরাধনা করেন'—বলিলে ভগবানের মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় না। উহাতে জ্ঞানিগণের অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পরিচয় কি ভাব প্রকাশ করে? ভগবানের পূজা আরাধনার দ্বারা মানুষ যে পবিত্রতা ও মহৎ ভাবের অধিকারী হয়, তাহাই তাহাকে উচ্চতর লোকে লইয়া যায়। ভগবানের মহত্ত্ব, তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা ধারণা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সেই মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে। যাহার অথবা যে বস্তুর চিন্তা করা যায়, চিন্তাকারী সেই ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত অবিরত মানসিক সান্নিধ্যবশতঃ তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন; চিন্তাকারীর মানসিক গতি-প্রবৃত্তি চিন্তিত বিষয়ের অনুগামী হয়—ইহা মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ভগবানের ধ্যানধারণা ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করাতে সাধকের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির আবির্ভাব হয়, ভগবানের সহিত অন্তরের যোগ হইয়া থাকে।

ভগবান্ যাহাতে মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, মানুষের সহিত যাহাতে মানুষের যোগ হয় অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহাই সাধনার উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। সাধকগণ সেই আরাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা দ্বারা ভগবানের ভাবধারা মানবের অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠে। সুতরাং সাধক তাঁহার আপনার সত্তা সেই বিশ্বসত্তা ভগবানের মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ হয়েন। এই যে মহতী প্রাপ্তি—এই যে আত্মবিলীন, তাহা ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবান্ সাধককে তাঁহার ঐকান্তিক সাধনব্যাকুলতার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধি প্রদান করেন। জ্ঞানিগণ ভগবানের কৃপায় এই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

এই ভগবৎপ্রাপ্তিই অমৃতত্ব। নশ্বর মানুষ যখন আপনার ক্ষুদ্রসত্তা অনন্ত সত্তায় বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। নদী যখন মহাসমুদ্রে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তখন মহাসমুদ্রের মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। তখন তাহার ধ্বংসের ভয় থাকে না। কারণ, মহাসমুদ্রে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়াই—উৎপত্তিকারণে আপনাকে হারাইয়া ফেলাই—মহতি প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তি। জ্ঞানিগণ সেই অমৃতত্ব, অনন্তত্বই লাভ করেন। মন্ত্রে ইহাই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে, এই সত্যবর্ণনের মধ্যে একটী উদ্বোধনাও আছে। তাহা এই যে,—"হে মোহান্ধ মানব! সেই পরমদেবতাকে পাইবার জন্য তাঁহার চরণে আত্মবিলয়

করিবার জন্য, আরাধনাপরায়ণ হও; মানবজীবনের তাহাই চরম কাম্য, তাহাই চরম পরিণতি ॥ (১০অ – ১খ – ২সূ – ২সা) ॥ *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ০ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২
এষ বিশ্বানি বার্য্যা শূরো যন্নিব সত্বভিঃ
১ ২
পিবমানঃ সিষাসতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'শূরঃ' (বীরঃ, সর্ব্বশক্তিমান্ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'সত্বভিঃ' (বলৈঃ সহ, আত্মশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'যন্নিব' (গচ্ছন্নিব, অস্মান্ প্রাপয়ন্ ইতি ভাবঃ) বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'বার্য্যা' (বরণীয়ানি ধানানি, পরমধনানি) 'সিষাসতি' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমকারুণিকঃ ভগবান্ সর্ব্বলোকেভ্যঃ পরমধনং দাতুমিচ্ছতি – ইতি ভাবঃ। (১০অ -১খ ২সূ – ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতা আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রাপ্ত করাইয়া সর্ব্ববিধ পরমধন দান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরমকারুণিক ভগবান্ সর্ব্বলোককে পরমধন দান করিতে ইচ্ছা করেন।)। (১০অ—১খ—২সূ—৩সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'শূরঃ' বীরঃ 'এষঃ' সোমঃ 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'বার্য্যা' বরণীয়ানি ধনানি 'সত্বভিঃ' 'বলৈঃ' 'যন্তি চ' গচ্ছন্তি চ 'সিষাসতি' অস্মদর্থং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। ৩।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১২৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সর্ব্ব জীবের জন্য আশার মহতী বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভয় নাই মানব! জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের জন্য পরমমঙ্গল বিধান করিবেন। তিনি তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন, একটু অগ্রসর হও, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর; তিনি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিবেন। ঐ শুন, বেদ বলিতেছেন, - "বিশ্বানি বার্য্যা সিষাসতি" - তিনি তোমাকে পরমধনের অধিকারী করিবার জন্য সদা উদ্বুদ্ধ রহিয়াছেন। পিতা যেমন পরম স্নেহে সন্তানের জন্য আপনার সকল ধন রাখিয়া যান, অথবা তাহাকে প্রদান করেন, তেমনি বিশ্বপিতা তোমাকে তাঁহার অনন্ত স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। তুমি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেই সে ধন তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন। সেই পরমবস্তু লাভ করিবার উপযোগিতা লাভ কর; নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

ভগবান্ মানুষকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য, আপানার পরমধনের অধিকারী করিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন,—ইহার অপেক্ষা মানবের পক্ষে আশার বাণী আর কি হইতে পারে?

ভগবান যে মানুষকে শুধু দিতে চাহেন, তাহা নহে; তাঁহার করুণা অজস্রধারে মানবের শিরে অবিরত বর্ষিত হইতেছে। যাঁহার শক্তি আছে, যিনি সেই করুণা ধারা গ্রহণ ও ধারণ করিবার উপযোগী অধিকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহা লাভ করেন। সূর্য্যরশ্মি তো সর্ব্বত্রই সমানভাবে পতিত হয়! তবে কেবলমাত্র সূর্য্যকান্ত মণিই সেই রশ্মিসম্পাতে অগ্নিবিকীরণ করে কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নয়, শক্তির উপযুক্ত আধারই শক্তি ধারণ করিতে পারে। নিজের মধ্যে সেই শক্তি-ধারণের সামর্থ্য লাভ করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। সাধনার দ্বারা যখন হৃদয় পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হয়, তখনই তাহা ভগবৎশক্তি ধারণ করিবার উপযোগিতা লাভ করে। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের যে অভয়বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এই প্রশ্ন আসে। পৃথিবীতে এই ভেদ-বৈষম্যের মূল কারণ—শক্তি-বিকাশের তারতম্য। শক্তি-বীজ সকলের মধ্যেই আছে। মূলতঃ সকল মানুষই সমান। কেবল মাত্র শক্তিবিকাশের পার্থক্যের জন্যই জগতে এত বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাই কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞান, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যাত্মা হয়। ভগবান্ মানুষকে তাঁহার পরমধন দান করিবার জন্য ব্যগ্র সত্য, তাঁহার করুণা-ধারা অবিরত জগতে প্রবাহিত হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহা লাভ করিবার শক্তি থাকা চাই—মন্ত্রে এই ভাবও নিহিত আছে।

ভগবান্ মানুষের সহিত মিলিত হইতে অর্থাৎ তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। মানুষ যেমন আপনার সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল; ভগবানও তেমনি আগ্রহে তাঁহার সন্তানকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক। মোটের উপর মন্ত্রে ভগবানের অপার করুণা এবং মোক্ষদায়িকা শক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনয়ন করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"ক্ষরণশীল এই বীর সোম স্ববলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন।" এই ব্যাখ্যার দ্বারা কি ভাব প্রকাশ করা হইল, তহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যাহা হউক, আমাদের ভাব মর্ম্মানুসারিণীতেই প্রকাশিত হইয়াছে। (১০অ-১খ-২সূ-৩সা)।০

———:০:———

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
এষ দেবো রথর্যতি পবমানো দিশস্যতি।
৩ ১ ২ ৩ ২
আবিষ্কৃণোতি বগ্বনুম্॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

—'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'রথর্যতি' (অস্মভ্যং রথং, সৎকর্ম্মসাধনং দাতুং ইচ্ছতি—পরমাভীষ্টং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ), তথা 'বগ্বনুং' (শব্দং জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'আবিষ্কৃণোতি' (প্রকটয়তি—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া লোকেভ্যঃ পরমাভীষ্টং পরাজ্ঞানং চ প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ-১খ-২সূ-৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক ভগবান্ আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধন কামনা করেন, অপিচ আমাদিগকে পরমাভীষ্ট প্রদান করেন এবং আমাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রকটিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপরাবশ হইয়া লোকদিগকে পরম অভীষ্ট পরাজ্ঞান প্রদান করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমো 'দেবঃ' 'রথর্য্যতি' অস্মদীয়ং যাগং প্রত্যাগমনায় রথং কাময়তে। 'দিশন্তি' আগত্য চাস্মভ্যমভিলষিতং প্রযচ্ছতি। 'বগ্নুং' আবিষ্কৃণোতি অভিষূয়মাণঃ প্রকটয়তি। 'দিশন্তি'—'দিশন্তি' ইতি পাঠৌ। (১০অ—১খ—২য়—৪র্থা)।

* * *

চতুর্থ (১২৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবন্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান মানুষকে সৎকর্ম্ম-সাধনরত দেখিতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ মানুষ সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা মোক্ষলাভের উপযোগিতা লাভ করুক, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। অপিচ, তিনি মানুষকে তাহার পরমাভীষ্ট দান করিতে ইচ্ছুক। মানুষ তাহার জীবনের পরম ও চরম কাম্য-বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হউক, ভগবান তাহাই ইচ্ছা করেন। শুধু তাই নয়, মানবের হৃদয়ে তিনি পরাজ্ঞানও প্রদান করেন। মন্ত্রের এই অংশত্রয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমতঃ নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে। সেই অনুবাদটী এই,—"এই ক্ষরণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন, এবং শব্দ করেন।" প্রচলিত মতানুসারে 'সোমদেব' অর্থে সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে বুঝাইয়া থাকে। মন্ত্রের মধ্যে সোমদেবের কোনও উল্লেখ নাই। এখানে সোমরসকে আনয়ন করায় অর্থসঙ্গতি কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। প্রচলিত মতানুসারে 'সোমরস' তরল পদার্থ। সেই তরল সোমরস রথ কামনা করেন কিরূপে? সোমরসের রথের কি প্রয়োজন? সোমরস্ কি কোন প্রাণী যে, তাহার রথে চড়িয়া যাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে? আর উহাকে যদি রূপক বলিয়াই মনে করা যায়, তাহাতেই বা কি ভাব প্রকাশিত হয়? তাই আমরা দেখিতেছি যে, প্রচলিত ব্যাখ্যা দ্বারা মন্ত্রের কোনও সুষ্ঠু অর্থই পাওয়া যায় না। ব্যাখ্যায় পরের অংশ,—"(তিনি) অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন।" সোমরসের অভিলাষদায়িকা শক্তি সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানুষের পরম ও চরম অভিলাষ পূরণ করা দূরে থাকুক, মাদক-দ্রব্য তাহা নষ্টই করে। সুতরাং মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ব্যাখ্যার প্রথমাংশ—"ভগবান্ আমাদিগের সৎকর্ম্ম কামনা করেন।" মানবের মুক্তি লাভের জন্য সৎকর্ম্মসাধন একান্ত প্রয়োজনীয়। সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা মানুষের হৃদয় হইতে অসৎ প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়, কর্ম্মাগ্নিতে পাপ মলিনতা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। মানুষ যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, সেই কর্ম্মানুযায়ী বুদ্ধিও তাহার হয়। অর্থাৎ তাহার মনোবৃত্তি কর্ম্মাভিমুখী হয়, সৎপথে

পরিবর্ত্তিত হয়। কর্ম্ম যখন মানুষের সমগ্র মনকে অধিকার করে, তখন সেই কর্ম্মসাধনোপযোগী মনোভাবই মানুষকে অধিকার করে। সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় মনোভাবও সৎ হয়। সুতরাং সাধকের মন হইতে অসৎপ্রবৃত্তিগুলি বিদায় লইতে বাধ্য হয়। তাহার মন পবিত্র হয়, মোক্ষলাভোযোগী হয়। মোক্ষদাতা ভগবান্ সেই জন্যই তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মপরায়ণতা ইচ্ছা করেন।

শুধু তাই নয়, তিনি যেমন ইচ্ছা করেন যে, মানব সৎকর্ম্মান্বিত হউক; তেমনি তাহাকে তাহার জীবনের পরমাভীষ্টও দান করিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ তিনি উপযুক্ত সাধককে তাহার অভীষ্ট বস্তু প্রদান করেন। সেই উপযুক্ততা লাভের জন্যই সৎকর্ম্মসাধনের প্রয়োজন। তাই এই দুইটীই একত্র গ্রথিত আছে।

এই সঙ্গে আরও একটী বস্তু—সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পরমবস্তুর প্রয়োজন। ভগবান মানবের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের তৃতীয়াংশের মর্ম্ম। সৎকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। তাই সমগ্র মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—যিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ, ভগবান্ তাঁহাকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহার পরম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। * (১অ—১খ-২সূ-৪সা)॥

——:০:——

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২   ৩ ১   ২ ৩ ২   ৩   ১ ২   ৩ ১ ২

এষ দেবো বিপন্যুভিঃ পবমান ঋতায়ুভিঃ

২ ৩ ১ ২

হরির্ব্বাজায় মৃজ্যতে ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'ঋতায়ুভিঃ' (সৎকর্ম্মসাধকৈঃ, যদ্বা—সত্যকামৈঃ) 'বিপন্যুভিঃ' (স্তোতৃভিঃ) 'বাজায়' (শক্তিলাভায়, আত্মশক্তিপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মৃজ্যতে' (অলংক্রিয়তে, আরাধিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ আত্মশক্তিলাভায় ভগবদারাধনাপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১খ—২সূ—৫সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতায় নবম মণ্ডলের তৃতীয়-সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ-অষ্টক, সপ্তম-অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পাপহারক ভগবান, সৎকর্ম্মসাধক (অথবা সত্যকাম) স্তোতাগণের দ্বারা আত্মশক্তিলাভের জন্য আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলকঃ। ভাব এই যে,—সাধকগণ আত্মশক্তিলাভের জন্য ভগবদারাধনা-পরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—৫সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' 'সোমঃ' 'দেবঃ' 'বিপস্যুভিঃ' 'স্তোতৃভিঃ' 'ঋতায়ুভিঃ' যজ্ঞকামৈঃ সত্য কামৈর্ব্বা 'হরিঃ' অশ্ব ইব 'বাজায়' সংগ্রামার্থং 'মৃজ্যতে' স্তুতিভিরলংক্রিয়তে। ৫॥

* * *

পঞ্চম (১২৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। আত্মশক্তি লাভের জন্য সাধকগণ—প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মান্বিত জনগণ, ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ ক্ষরণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাউক।

ভাষ্যকার প্রথমেই সোমরসকে মন্ত্রের কেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা সোমরসের কোনও সন্ধান পাই নাই। সোমরসের সঙ্গে 'হরিঃ' পদ থাকিলেই অন্যত্র ভাষ্যকার উহার অর্থ করেন 'হরিদ্বর্ণঃ' অথবা 'হারকঃ'। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন 'অশ্ব'। আবার এই অশ্বকে যুদ্ধাশ্বে পরিণত করিবার জন্য মন্ত্রান্তর্গত 'বাজায়' পদের অর্থ করা হইয়াছে, 'সংগ্রামার্থং' অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধাশ্ব অসজ্জিত অবস্থায় সংগ্রামস্থলে যায় না। সুতরাং তাহার জন্য সাজসজ্জাও চাই। সেই জন্যই যেন 'মৃজ্যতে' পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'অলঙ্ক্রিয়তে' অর্থাৎ অলঙ্কার দ্বারা সাজান হয়। মূলে আছে—কেবল মাত্র 'হরিঃ' পদ। কিন্তু তাহার অর্থ করা হইয়াছে—'অশ্বঃ ইব'। সোমরস তো আর অশ্ব নয়। সুতরাং অশ্বের সঙ্গে তুলনা দেওয়ার জন্য 'ইব' শব্দ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এত গোলমাল করিয়া মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল,—"সোমরসকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন।" অর্থাৎ যুদ্ধাশ্ব যেমন সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে যায়, সোমও তেমনি অলঙ্কৃত হইয়া সংগ্রামার্থে যান। আচ্ছা, সোমরস কোন যুদ্ধক্ষেত্রে কাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে? কেনই বা যুদ্ধ করিবে? তরল মাদকদ্রব্য কাহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? যদি রূপক

বলিয়া ব্যাখ্যাটীকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই রূপকের মর্ম্ম কি? মাদকদ্রব্য যে মানবের কি উপকার সাধন করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে আমরা অসমর্থ। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ—১খ—২সূ ৫সা)॥

—০—

ষষ্ঠং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ দেবো বিপা কৃতোঽতিহ্বরা৺সি ধাবতি।
১ ২ ৩ ১ ২
পবমানো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অদাভ্যঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ দেবঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বিপা কৃতঃ' (স্তুতিভিঃ আরাধিতঃ সন্) 'হ্বরাংসি' (শত্রূন্) 'অতিধাবতি' (হন্তুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ প্রার্থনয়া প্রীতঃ সন্ লোকানাং রিপূন্ বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ। (১০অ ১খ-২সূ-৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক অজাতশত্রু ভগবান্ স্তুতির দ্বারা আরাধিত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনার দ্বারা প্রীত হইয়া লোকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করেন)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপা' অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ ২৷৫৷৯)। অঙ্গুল্যা 'কৃতঃ' অভিষুতঃ 'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'হ্বরাংসি' শত্রূন্ 'বি ধাবতি' হন্তুমভিগচ্ছতি। (১০অ ১খ—২সূ ৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (১২৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, মূলমন্ত্রের সহিত ব্যাখ্যার কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত এই সোমদেব ক্ষরিত ও অভিষুত হইয়া গমন করেন।" ভাষ্যাদির সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য আছে, কোন কোন পদের ব্যাখ্যা এই অনুবাদে প্রদত্ত হয় নাই। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

ভাষ্যকার পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'এবঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'সোমঃ' অর্থাৎ সোমরস। কিন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের 'বিপশ্চিদ্ভিঃ' পদে 'স্তোতৃভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রের 'বিপা' পদে 'অঙ্গুলি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সোমরসের' প্রস্তুত প্রণালীর সহিত ঐক্য রাখিবার জন্য 'বিপা' পদের অর্থব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। তাহাতে 'বিপা কৃতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত'। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই অভিষবণ ক্রিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হয় না। অথবা যদি বলা হয় যে, সোমরসের অভিষবণ ক্রিয়ার সময় অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সোমরস প্রস্তুতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াতেই অঙ্গুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে কোন একটা বিশেষ অর্থ নিরূপণ করিবার জন্যই ভাষ্যকার 'বিপা' পদের অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অর্থ—সোমরস প্রস্তুত কিন্তু মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং আমরা এখানে সোমরসাত্মক কোনও অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যাদিতে 'সোমরস' অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতির দিক হইতে বিরোধ ঘটিয়াছে। মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, সোমরস অভিষুত হইয়া শত্রুনাশের জন্য গমন করেন, অর্থাৎ শত্রুনাশ করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'হ্বরাংসি' পদের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার তাহা পরিত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। বিশেষতঃ 'গমন করেন' অর্থদ্বারা 'অতি ধাবতি' পদের ভাব পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনুবাদকার মন্ত্রের প্রচলিত ভাবও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভাষ্যকারকৃত ব্যাখ্যাতেও মন্ত্রের ভাব রক্ষিত হয় নাই। 'এষঃ' পদের অর্থে যদি 'সোমকেই' গ্রহণ করা যায়, তবে সেই সোম শত্রুদিগকে হনন করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? সোমরসের শত্রুকে? তাহা কি পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা? মাদকদ্রব্যের শত্রু তাহাই হওয়া সম্ভবপর। যদি তাই হয়, তবে সেই পবিত্রতাও প্রভৃতিকে নাশ করিবার জন্যই কি সাধক মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন? আর যদি বলা হয় যে, মানুষের শত্রু নাশ করিতে যাইতেছেন, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—মদ্য মানুষের শত্রু নাশ করে কিরূপে? সে নিজেই যে মানুষের ভীষণ শত্রু! তাই আমাদের ধারণা সোমরস অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের মূলভাব নষ্ট করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, 'এষঃ দেবঃ' পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করে। তিনিই অহিংসিত—অজাতশত্রু। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, কিন্তু তিনিই মানবের শত্রুবিনাশ করেন, মানবকে রিপুজয়ী করেন। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। (১০অ-১৪-২সূ ৬সা)। *

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

এষ দিবং বি ধাবতি তিরো রজাᳲসি ধারয়া।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানঃ কনিক্রদৎ ॥ ৭ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ-শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) লোকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (তিরস্কৃত্য, অপসৃত্য) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকবৎ উন্নত-হৃদয়ং) 'বি ধাবতি' (প্রধাবতি, গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেন লোকাঃ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি—মোক্ষং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ ১৪ ২সূ ৭সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞান প্রদান করতঃ লোকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া ধারারূপে দ্যুলোকের ন্যায় উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে লোকগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে।)। (১০অ—১৪খ—২সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধারয়া' 'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' অভিষূয়মাণঃ শব্দং কুর্ব্বন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ যজ্ঞাৎ 'দিবং' স্বর্গং প্রতি 'বি ধাবতি'। (১০অ-১৪-৩সূ-৭সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সপ্তম (১২৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মোক্ষপ্রাপক শক্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তিনি সাংসারিক রজোতমঃজনিত উদ্বেগজড়তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া উচ্চতর লোকে—দ্যুলোকে গমন করিতে পারেন। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"ক্ষরণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন।" 'রজাংসি' পদে ভাষ্যকার 'লোকান্' অর্থাৎ 'মানুষ সকলকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'তিরঃ' পদের অর্থ 'তিরস্কুর্ব্বন্'। তাই এই দুই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্'—বাংলা প্রচলিত ব্যাখ্যা—"লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া"। সোমরস লোকসমূহের সহিত কেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, আর লোকসমূহ যে কিরূপে পরাভূত হইল, তাহা বুঝা যায় না। মানুষ মদের প্রভাবে হতজ্ঞান হয়, আপনার মনুষ্যত্ব বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া পশুর অধম হইয়া পড়ে, ইহাই কি সোমরসের জয়লাভ? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ কি সোমরসের এই শক্তিই কীর্ত্তন করিতে চাহেন? তাহা যদি না হয় তবে 'লোকান্ তিরস্কুর্ব্বন্' অথবা 'লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া' প্রভৃতি বাক্যাংশ সমূহের অর্থই বা কি? আবার সোমরস লোকসমূহকে কেবলমাত্র পরাভূত করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি নিজে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করেন। অবশ্য সেই সঙ্গে পরাভূত লোক-সমূহকেও স্বর্গে লইয়া যান কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই তো গেল, বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা!

এখন আমরা মন্ত্রের কি ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই দেখা যাউক। 'রজাংসি' পদ 'রজঃ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। 'রজঃ' বলিতে মানবের অন্তরস্থিত রজোভাবকে লক্ষ্য করে। যে ভাবের প্রাবল্য হইলে মানুষ নানাবিধ কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যে ভাব রাগ-দ্বেষাদি-জনক, সেই ভাবই রজোভাব। সত্ত্বরজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের মধ্যে রজঃ ভাব তমোগুণ অপেক্ষা উচ্চস্তরের বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ রজের চাঞ্চল্য তমের মৃত্যুজনক জড়তার অপেক্ষা ভাল। রজোকে হয়তঃ সাংসারিক কাজে লাগান যাইতে পারে। কিন্তু তমঃ কেবলমাত্র অধঃপতনেরই সহায়। কিন্তু সাধনার উচ্চস্তরে যাইতে হইলে এই রজঃকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে "রজাংসি তিরঃ" অর্থাৎ "রজোভাবকে অপসৃত করিয়া"। শুদ্ধসত্ত্ব রজোভাবের অস্তিত্বও সহ্য করিতে পারে না। তমঃ ও রজঃ যখন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আধিপত্য স্থাপিত হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। 'শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকপ্রাপ্ত হয়, ইহার অর্থই এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে দ্যুলোকে লইয়া যায়,—মোক্ষপ্রদান করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১০অ—১খ—২দ—৭সা)। *

* এই—সামমন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্ত। অষ্টমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ দিবং ব্যাসরত্তিরো রজা৺স্যস্তৃতঃ।

১ ২ ৩ ২
পবমানঃ স্বধ্বরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'অস্তৃতঃ' কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'স্বধ্বরঃ' (সুযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সাধকানাং সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতা ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রজাংসি' (রজোভাবং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (অপসৃত্য) 'দিবং' (দ্যুলোকং তেষাং দ্যুলোকবদুন্নত হৃদয়ং) 'ব্যাসরত্তি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পবিত্রকারকঃ অজাতশত্রুঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান মোক্ষং প্রাপয়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক, অজাতশত্রু, সাধকদিগের সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতা, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের রজোভাব অপসৃত করিয়া, তাহাদিগের দ্যুলোক উন্নত হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পবিত্রকারক অজাতশত্রু শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে মোক্ষ প্রাপ্ত করান।) ॥ (১০অ—১খ—২সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' ক্ষরন্ 'এষঃ' সোমঃ 'স্বধ্বরঃ' সুযজ্ঞঃ 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতশ্চ সন্ 'রজাংসি' লোকান্ 'তিরঃ' তিরস্কুর্ব্বন্ যজ্ঞাৎ 'দিবং' প্রতি 'ব্যাসরৎ' বিসরত্তি গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (১২৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অনুরূপ। পূর্ব্ব মন্ত্রের "রজাংসি তিরঃ" পদদ্বয় বর্ত্তমান মন্ত্রে ও আছে, এবং মন্ত্রের এই দুই পদ উপলক্ষে প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"ক্ষরণশীল

এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন।" আবার সেই লোক-সমূহকে পরাভূত করা! এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব মন্ত্রেই যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

'স্বধ্বরঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সুযজ্ঞঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; তাই, শুদ্ধসত্ত্বকে 'স্বধ্বরঃ' বলা হইয়াছে। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আলোচনা করা হইয়াছে। (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

—:o:—

নবমঃ সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ প্রত্নেন জন্মনা দেবো দেবেভ্যঃ সুতঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
হরিঃ পবিত্রে অর্ষতি॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রত্নেন জন্মনা' (আদিভূতেন জন্মহেতুনা; সৃষ্টেঃ আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অর্ষতি' (আরোচতে, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১খ—২সূ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৃষ্টির আদিভূত প্রসিদ্ধ দ্যুতিমান্ পাপহারক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং ।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দেবঃ' স্তোতমানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'প্রত্নেন' পুরাণেন 'জন্মনা' জননেন 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'পবিত্রে' স্থাতুং 'অর্ষতি' গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (১২৬২) সামের মর্ম্মার্থ ;

সত্ত্বভাব ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। পবিত্রতা, পবিত্র হৃদয়ের অনুসন্ধান করে। সাধকগণ সাধনাগ্নি দ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ের অপবিত্রতা মলিনতা ভস্মীভূত করেন। তাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় সত্ত্বভাব—সাধক ও ভগবানের মধ্যে মিলন-সেতু। সত্ত্বভাবের প্রভাবে সাধক ভগবানের চরণ সমীপে উপনীত হইতে পারেন।

সত্ত্বভাব সৃষ্টির আদিভূত। দুই দিক দিয়া এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি,—সত্ত্বভাবেই বিশ্বের সৃষ্টি; সুতরাং এই দিক্ দিয়া সত্ত্বভাবকে সমস্ত সৃষ্টির আদিভূত বলা যায়। আবার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির আদিভূত কারণ সত্ত্বভাব।

ভগবৎশক্তি সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই পাপনাশক। ভগবানের পুণ্যস্পর্শসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে পাপ তাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই পরমধন সত্ত্বভাবের অধিকারী হয়েন, তিনি অনায়াসেই এই পাপমোহ-প্রলোভনপূর্ণ সংসারের ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের মহিমাই বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১০অ ১খ ২সূ - ৯সা) । *

—:০:—

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ উ স্য পুরুব্রতো জজ্ঞানো জনয়ন্নিষঃ।
১ ২ ৩ ৩ ২
ধারয়া পবতে সুতঃ ॥ ১০ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (২প—৩খ - ১সূ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'পুরুব্রতঃ' (বহুকর্ম্মাঃ) 'এষঃ স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞানঃ' (জায়মানঃ, উৎপাদিত, প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিঃ) 'জনয়ন্' (উৎপাদয়ন্, প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন) 'পবতে' (ক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ঃ মন্ত্রঃ। সাধকাঃ প্রভূতপরিমাণঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ পবিত্র বহুকর্ম্মা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করতঃ নিশ্চিতরূপে প্রভূতপরিমাণে সাধকদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রভূত-পরিমাণে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'এষ উ স্য' এষ চ স সোমঃ 'পুরুব্রতঃ' বহুকর্ম্মা 'জজ্ঞানঃ' জায়মান এব 'ইষঃ' অন্নানি 'জনয়ন্' উৎপাদয়ন্ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ধারয়া' 'পবতে' ক্ষরতি। (১০অ-১খ-২সূ-১০সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

দশম (১২৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্বের কয়েকটী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমরা সাধকের প্রাপ্তির স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হইব।

শুদ্ধসত্ত্ব—'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা। শুদ্ধসত্ত্ব বহুকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন কিরূপে? ইহার অর্থ এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সেই শক্তি উন্মেষিত হয়, তিনি স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে সর্ব্ববিধ সাধনাঙ্গকে লক্ষ্য করে। সুতরাং 'পুরুব্রতঃ' অর্থাৎ বহুকর্ম্মা বলাতে শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপই প্রকটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষণ—'সুতঃ' অর্থাৎ পবিত্র। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতার আধার। শুধু তাই নয়; পবিত্রস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। সত্ত্বভাব যাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা কালিমা সমস্তই দূরীভূত হয়, ভস্মীভূত হয়। তাই সত্ত্বভাব—'সুতঃ' বা বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধকারক।

মন্ত্রান্তর্গত 'জজ্ঞানঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'যজ্ঞানঃ' পদের অর্থ— 'উৎপদ্যমানঃ', 'জায়মানঃ' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে— শুদ্ধসত্ত্ব উৎপদ্যমান হয় কিরূপে? তাহা তো স্বতঃবর্ত্তমান। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের তো উৎপত্তি বিনাশ নাই, তবে তাহা আবার জন্মে কিরূপে? আরও একটা প্রশ্নের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। জ্ঞান তো অনাদি অনন্ত, উহাও তো স্বতঃবর্ত্তমান। তবে কাহারও মধ্যে জ্ঞানসঞ্চারের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? সত্ত্বভাব অথবা জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান আছে সত্য; মানুষের হৃদয়েও তাহার বীজ নিহিত আছে সত্য; কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেই জ্ঞানবীজ অথবা সত্ত্বভাব পরিস্ফুট হয়, যে পর্য্যন্ত না তাহা সাধকের হৃদয়ে বিকাশলাভ করে, সেই পর্য্যন্ত তাহা দ্বারা সাধকের কোন উপকারই সাধিত হয় না। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা কোনও বিশিষ্ট সাধকের মনে নূতনভাবে বিকাশলাভ করে বলিয়াই তৎসম্বন্ধে 'জজ্ঞানঃ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অনাদি অনন্ত হইলেও সত্ত্বভাব-সম্বন্ধে এই পদ অনন্ত ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কারণ অনন্ত অতীতকাল হইতে লোক যেমন সাধনায় ব্যাপৃত হইতেছে, অনন্ত ভবিষ্যতেও তেমনি হইবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সেই এক ঘটনা, জ্ঞানোদয় সত্ত্বভাবোদয়, প্রাতনিয়তই সজ্ঘটিত হইতেছে। সুতরাং উহা যেমন নিত্যপুরাতন, তেমনি চিরনূতন। এখানেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে 'জজ্ঞানঃ' পদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদিতে এই মন্ত্রের যে ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"এই বহুকর্ম্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিষুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।" (১০অ - ১খ - ২সূ ১০সা)।০

—— * ——

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এষ ধিয়া যাত্যণ্ব্যা শূরো রথেভিরাশুভিঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একবিংশ-বর্গের অন্তর্গত)।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ' (বিক্রান্তঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অণ্ব্যা' (সূক্ষ্মতময়া) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রাপ্নোতি সাধকং ইতি যাবৎ); তথা 'আশুভিঃ' (আশুমুক্তিদায়কৈঃ) 'রথেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'ইন্দ্রস্য নিষ্কৃতং' (ভগবতঃ সামীপ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে, ততঃ তৎশুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সূক্ষ্মবুদ্ধি অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন, তারপর সেই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে ভগবৎ সামীপ্য প্রাপ্ত হয়েন)॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ 'অণ্ব্যা' অঙ্গুল্যা অভিষুতঃ 'ধিয়া' কর্ম্মণা অতিগচ্ছতি। কীদৃশং? ইতি উচ্যতে—'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং স্বর্গাখ্যং প্রতি 'আশুভিঃ' শীঘ্রগামিভিঃ 'রথেভিঃ' রথৈঃ 'গচ্ছন্' ইন্দ্রেণ রথেঽবস্থাপ্য স্ব-স্থান-নয়নাঙ্গুল্যা অভিষূয়মাণঃ সন্ হোম-দ্বারা অগ্নিং গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সাধকের সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। আমরা পৃথক্‌ভাবে এই উভয় অংশের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় পরিষ্কাররূপে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। মন্ত্রের উভয় অংশেই মন্ত্রের ভাষা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, তাহাতে মনে হয়—সত্ত্বভাবই বুঝি সৎকর্ম্ম সাধন করে, অথবা ভগবৎসমীপে গমন করে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সাধক সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।

মন্ত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধসত্ত্ব অনুগ্রহবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধককে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। সুতরাং ভগবান যখন কৃপা করিয়া সাধককে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন, তখন শুদ্ধসত্ত্বই সাধককে অনুগ্রহ করিয়াছেন, বলা যায়। ভগবানের অনুগ্রহ-বুদ্ধিই এখানে তাঁহার শক্তি; তাহাই শুদ্ধসত্ত্বের উপর আরোপ করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধক আশুমুক্তিদায়ক সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহার ফলে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। এখানে সাধকের কর্ম্মই তাঁহার প্রধান কর্ম্মনিয়ামক শুদ্ধসত্ত্বের উপর আরোপিত হয়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন।

মন্ত্রান্তর্গত 'অণ্ব্যা' পদের ভাষ্যার্থ—'অঙ্গুল্যা' অর্থাৎ অঙ্গুলি দ্বারা। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'সূক্ষ্মতময়া'। 'অণ্ব্যা' পদ 'অণু' শব্দ হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ 'সূক্ষ্ম' স্ত্রীলিঙ্গান্ত 'অণ্ব্যা' পদের তাই শব্দার্থ—'সূক্ষ্ময়া বা সূক্ষ্মতময়া'। এখানে 'সূক্ষ্মবুদ্ধি' দ্বারা বিশেষ-বিচার-বুদ্ধিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধককে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। এই দান ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। এই জন্যই 'অণ্ব্যা ধিয়া' পদদ্বয়ের "সূক্ষ্মতময়া বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলি দ্বারা অভিষুত হইয়া কর্ম্মবলে শীঘ্রগামী রথের সাহায্যে ইন্দ্রের নির্ম্মিত (স্বর্গস্থানে) গমন করিতেছেন।" ভাষ্যাদি-প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং তদনুসারেই শব্দার্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সোমরস যে কি কর্ম্ম সম্পন্ন করে, আর রথের দ্বারা যে কিরূপে তাহা স্বর্গে গমন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সে যাহা হউক, আমাদের মত-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। (১০প্র—২খ—১সূ—১সা)। *

——*——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ পুরূ ধিয়ায়তে বৃহতে দেবতাতয়ে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যত্রামৃতাস আশত॥ ২॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন্ সৎকর্ম্মণি) 'অমৃতাসঃ' (অমৃতপ্রাপকাঃ—দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'আশতঃ' (ব্যাপ্নুবন্তি, বর্ত্তমানাঃ সন্তি ইত্যর্থঃ) তস্মৈ 'বৃহতে' (মহতে) 'দেবতাতয়ে' (যজ্ঞায়, সৎকর্ম্মসাধনায়) 'এবঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্বঃ ইতি ভাবঃ) সাধকানাং 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং) 'ধিয়ায়তে' (ধিয়ং, সদ্বুদ্ধিং প্রযচ্ছতি) । নিত্যসত্য মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সদ্বুদ্ধিপ্রভাবেণ অমৃতপ্রাপকং সৎকর্ম্ম সাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সৎকর্ম্মে অমৃতপ্রাপক দেবভাবসমূহ বর্ত্তমান থাকেন, সেই মহৎ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের প্রভূতপরিমাণ সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সদ্বুদ্ধি প্রভাবে অমৃতপ্রাপক সৎকর্ম্ম সাধন করেন) ॥ (১০অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এবঃ' সোমঃ 'পুরু' বহুলং, 'ধিয়ায়তে' ধিয়ং কর্ম্ম ইচ্ছতি। ধী-শব্দাৎ যাকারোপজনঃ (৭।১.৩৯)। যদ্বা দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া (৩.১৮৫) ছান্দসশ্চালুক্। কস্মৈ ? 'বৃহতে' মহতে 'দেবতাতয়ে' যজ্ঞায় 'যত্র' যস্মিন্ যজ্ঞে 'অমৃতাসঃ' অমৃতাঃ দেবাঃ 'অশত' ব্যাপ্নুবন্তি তদর্থং। 'আশত'—'আসত'— ইতি পাঠৌ ॥ (১০অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সাধকগণ সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রযত্নপর হয়েন। সেই সৎকর্ম্মের সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—'যত্র অমৃতাসঃ আশত' অর্থাৎ যেখানে, যে সৎকর্ম্মে দেবভাবসমূহ বর্ত্তমান থাকে। তাহার মর্ম্ম এই যে,—সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা সাধকের হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হয়। সাধক সৎকর্ম্মে রত হইলে, সেই কর্ম্মপ্রভাবে, তদুপযোগী মনোবৃত্তিও লাভ করেন অর্থাৎ মনও পবিত্র হয়,—ভগবদভিমুখী হয়। ভগবৎপ্রাপ্তিই অমৃতলাভ। সুতরাং যে কর্ম্মের দ্বারা মন ভগবদভিমুখী হয়, ভগবানের চরণে পৌঁছায়, সেই কর্ম্মকেই অমৃতপ্রাপক বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সৎকর্ম্মসাধন প্রবৃত্তি জন্মে—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজনে। যখন মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন মানুষ স্বতঃই ধর্ম্মপথে, পবিত্র পথে, নিজেকে পরিচালিত করে। তাঁহাদের অন্তরস্থিত সদ্বুদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয়,—তখনই তাহা

কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব 'পুরু ধিয়ায়তে'—প্রভূত পরিমাণ সদ্বুদ্ধি, সংপ্রবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দেন। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই সাধক সদ্বুদ্ধি লাভ করেন।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব অবগত হওয়া যাইবে। "যে বৃহৎ যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন।" (১—২খ-১সূ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এতং মৃজন্তি মর্জ্জ্যমুপ দ্রোণেষ্বায়বঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র

প্রচক্রাণং মহীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিঃ) 'প্রচক্রাণং' (কুর্ব্বাণং, প্রাবিণং, দাতারং ইত্যর্থঃ) 'মর্জ্জ্যং' (শোধনীয়ং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং—সত্ত্বভাবং) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—সাধকাঃ) 'দ্রোণেষু' (হৃদয়রূপকলসেষু, হৃদয়েষু) 'উপমৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ধারয়ন্তি বা ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ-১সূ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহতী সিদ্ধিদাতা, শোধনীয় প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে সাধকগণ হৃদয়ে বিশুদ্ধ (ধারণ) করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে উৎপাদন করেন।)। (১০অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ 'এতং' সোমং 'মর্জ্জ্যং' 'উপমৃজন্তি' নিষ্পীড়য়ন্তীত্যর্থঃ। কুত্র? 'দ্রোণেষু' দ্রোণকলশেষু। কীদৃশং? 'মহীঃ ইষঃ' মহান্ত্যন্নানি 'প্রচক্রাণং' কুর্ব্বাণং প্রভূত-রস-প্রাবিণমিত্যর্থঃ॥ (১০অ-২খ-১সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

---*---

মন্ত্রে সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গে তৎসম্বন্ধে একটী বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে—'মর্জ্জ্যং' অর্থাৎ মার্জ্জনীয়, শোধনীয়-যাহাকে শোধন করিতে হইবে অথবা যাহা শোধন করার যোগ্য। ভাষ্যকার এই বিশেষণটীকে সোমরসের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ করা হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, -"মনুষ্যগণ এই মার্জ্জনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রভূত রস প্রদান করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাতে একটী সমস্যার উদয় হইতেছে। ব্যাখ্যাকার স্পষ্টতঃই মন্ত্রকে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই সোমরস প্রস্তুতের যে প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বর্ণনার সহিত তাহার সঙ্গতি হইতেছে না। সোমকে প্রস্তরফলক দ্বয়ের মধ্যে নিষ্পীড়িত করা হয়, তাহার পর সেই নিষ্পীড়িত সোমলতা হইতে রস বাহির করা হয়, অবশেষে ছাঁকিয়া দ্রোণকলসে রক্ষিত হয়,—ইহাই মোটামোটী সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর সারকথা। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনুবাদকার বলিতেছেন—"সোমকে দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিতেছে।" দ্রোণকলসে নিষ্পীড়িত করিবে কিরূপে? কলসের ভিতর কি সোমলতাকে নিষ্পীড়িত করা হয়? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রচলিত মতবাদের দিক দিয়াও মন্ত্রার্থ সঙ্গত হয় নাই। ভাষ্যকারও এক পথই অনুসরণ করিয়াছেন। কাজে কাজেই উভয় ব্যাখ্যাতেই অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়।

এই অসঙ্গতির প্রধান কারণ মন্ত্রে সোমরসের অধ্যাহার। মূলে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং প্রকৃতপক্ষে কোন প্রসঙ্গ আসিতেও পারে না। তাই বর্ত্তমান স্থলে মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতানুসারেও অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হয়। সোমরসের অধ্যাহার করায় মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদেরও অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটাইতে হইয়াছে।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'মহীঃ ইষঃ' পদদ্বয়ে মহৎসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষকে লক্ষ্য করিতেছে। যে সেই পরমবস্তু দান করিতে পারে, তাহাকেই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সোমরস কি মানুষকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে? 'দ্রোণেষু' পদে সাধকের হৃদয়রূপ পাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই অবস্থিত থাকে। সাধনা দ্বারা তাহাকে পরিশুদ্ধ-বিশুদ্ধ করিতে হয়। মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সত্ত্বভাবই থাকে

না, তাহার সহিত রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত থাকে। সেই রজঃ ও তমঃকে সাধনবলে নিরাকৃত করিতে হয়। হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করিতে পারিলে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন। সাধকের সাধনার এই তত্ত্বই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২   ৩ ১র   ২র ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ২

এষ হিতো বি নীয়তেঽন্তঃ শুন্ধ্যাবতা পথা।

১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২

যদী তুঞ্জন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদী' (যদা) 'ভূর্ণয়ঃ' (ভরণশীলাঃ সাধনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'তুঞ্জন্তি' (গচ্ছন্তি, ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি), তদা 'শুন্ধ্যাবতা পথা' (শুদ্ধিগতা পথা, সন্মার্গেণ, সন্মার্গানুসরণেন, সৎকর্ম্মসাধনেন চ ইতি ভাবঃ) 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, পরমমঙ্গলসাধকঃ, যদ্বা—নিহিতঃ, বিশ্বে বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ) তৈঃ 'অন্তঃ' (অন্তরমধ্যে, হৃদি) 'বিনীয়তে' (প্রকৃষ্টরূপেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎপ্রভাবেণ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগমন করেন, তখন সন্মার্গানুসরণের ও সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমমঙ্গলসাধক (অথবা বিশ্বে বর্ত্তমান) প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাদের কর্ত্তৃক অন্তরমধ্যে—হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'হিতঃ' নিহিতঃ হবির্দ্ধানে 'বি নীয়তে' তস্মাৎ স্থানাৎ আহবনীয়ং প্রতি 'অন্তঃ' তয়োর্ম্মধ্যদেশে 'শুন্ধ্যাবতা' শুদ্ধিমতা 'পথা' মার্গেণ 'যদি' যদা 'তুঞ্জন্তি' প্রযচ্ছন্তি দেবেভ্যঃ 'ভূর্ণয়ঃ' ভরণশীলাঃ অধ্বর্য্যদয়ঃ ; তদা বিনীয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। 'শুন্ধ্যাবতা'— 'শুভ্রীবতা'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ - ২খ - ১সূ - ৪সা)॥

❀ ❀ ❀

চতুর্থ (১২৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতার বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম (হবির্দ্ধানে) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহবনীয় দেশে) যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন, তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" ব্যাখ্যাটী অধিকাংশস্থলেই ভাষ্যানুসারী। 'আহ্বনীয়' পদ-স্থলে ভাষ্যে 'আহবনীয়' পদ দৃষ্ট হয়, এবং তাহাই সম্ভবতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে শুদ্ধ পদ। কিন্তু 'আহ্বানীয়' অথবা 'আহবনীয়' যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা কোনও ভাবই অধিগত হয় না। উপরে উদ্ধৃত বাংলা অনুবাদের যে কোন সঙ্গত অর্থ হইতে পারে আমরা তাহা মনে করি না। মন্ত্রের এক একটী অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। "এই সোম হবির্দ্ধানে আহিত হইয়া, নীত হইয়া"—এই বাক্যাংশের কি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে? 'হবির্দ্ধানে আহিত' অথবা 'নীত' হওয়ার অর্থ কি? আবার ব্যাখ্যার পরের অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—"আহবনীয় দেশে যখন মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হয়েন ;" আহবনীয় দেশ না হয় বুঝা গেল। কিন্তু "মধ্যবর্ত্তী শোভাযুক্ত পথ" জিনিষটা কি? তাহাতে সোম প্রদত্ত হয় কিরূপে? আর কে কাহাকে পথের মধ্যে এই সোম প্রদান করে? এই বাক্যাংশের কোন একটা অংশেরও কোন সদর্থ পাওয়া যায় না, মনে হয়, কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যেন বাঙ্গালা অক্ষরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ভাষ্য-সম্বন্ধেও এই উক্তি সত্য। ব্যাখ্যার শেষাংশ এই,—"তখন অধ্বর্য্যুগণও নীত হয়।" কোথায় নীত হয়, কাহার দ্বারা এবং কেন নীত হয়? মন্ত্রের এক অংশের সহিত অন্য অংশের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে যথারীতি সোমরসের আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের আবির্ভাবে যে কোন অর্থ-সঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা তো নয়ই, অধিকন্তু ব্যাখ্যাদি কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভূর্ণয়ঃ' পদে ভাষ্যানুসারে 'সাধকাঃ' অর্থ লাভ করা যায়। 'তুঞ্জন্তি' পদে গমন করা, সাধকগণ সাধনমার্গে ঊর্দ্ধপথে, উচ্চতরলোকেই গমন করিয়া থাকেন, তাই উক্ত পদের "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই জন্যই 'যদা ভূর্ণয়ঃ তুঞ্জন্তি" পদসমূহের অর্থ

দাঁড়ায়—যখন সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমন করেন, অর্থাৎ যখন মোক্ষমার্গে গমন করিবার সামর্থ্য জন্মে। তখন তাঁহারা কি করেন অথবা কিরূপে সেই সামর্থ্যলাভ করেন? 'শুন্ধ্যাবতা পথা অন্তঃ এষঃ বিনীয়তে'—তখন তাঁহারা সন্মার্গে সৎকর্ম্মসাধনে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদিত করেন, অর্থাৎ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ উর্দ্ধমার্গে গমনে সমর্থ হয়েন। 'শুন্ধ্যাবতা পথা' পদ-দ্বয়ের ভাষ্যার্থ "শুদ্ধিমতা পথা"—সন্মার্গেণ অর্থাৎ সন্মার্গে নিজকে পরিচালিত করিয়া, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা। আমরা এই ভাবেই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারাই মানুষ মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়েন। তাই উর্দ্ধগমনের উপায়স্বরূপ বলা হইয়াছে—'শুন্ধ্যাবতা পথা।' মোক্ষপ্রাপক সেই সত্ত্বভাবের স্বরূপ কি? তাহা 'হিতঃ'—বিশ্বে বর্ত্তমান অথবা বিশ্বে অনুস্যূত অবস্থায় আছে, অথবা 'হিতকারকঃ', 'পরমমঙ্গলসাধকঃ। সঙ্গতবোধে আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরমমঙ্গলসাধক এই শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, তবেই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রে এই নিত্যসত্যই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১ অ—২খ—১সূ—৪সা)। *

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ রুক্মিভিরীয়তে বাজী শুভ্রেভিরংশুভিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পতিঃ সিন্ধূনাং ভবন্॥ ৫ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধূনাং' (অমৃতসমুদ্রানাং) 'পতিঃ' (স্বামী) 'ভবন্' (ভবতি); 'বাজী' (শক্তিমান, সর্ব্বশক্তিমান্) সঃ দেবঃ 'রুক্মিভিঃ' (সাধকৈঃ) 'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' (নির্ম্মলজ্যোতির্ভিঃ, পরাজ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) 'ঈয়তে' (লভ্যতে, লব্ধঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন অমৃতস্বরূপং ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ অমৃতসমুদ্রের স্বামী হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকগণকর্ত্তৃক পরাজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন।)। (১০অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'রুক্মিভিঃ' অধ্বর্য্যাদিভিঃ সহ 'ঈয়তে' গচ্ছতি। কীদৃশ এষঃ? 'বাজী' বেগবান্ 'শুভ্রেভিঃ' দীপ্তৈঃ অংশুভির্বিশিষ্টঃ। অথবা রুক্মিভিরিত্যেতদপ্যংশু-বিশেষণং। 'সিন্ধূনাং' স্যন্দমানানাং রসানাং 'পতিঃ' 'ভবৎ' নীয়ত ইতি॥ (১০অ ২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের তদনুরূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম স্যন্দমান রসের পতি হইয়া গমন করেন।" মন্ত্রে আছে 'এষঃ' পদ। ভাষ্যকার উক্তপদে সোমকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের অন্যান্য পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উক্তপদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। 'এষঃ' পদের বিশেষণস্বরূপ 'সিন্ধূনাং পতিঃ' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের ভাষ্যার্থ - "স্যন্দমানানাং রসানাং পতিঃ"—'স্যন্দমান রসের পতি' অর্থাৎ যে রস ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার প্রভু। যদি এই অর্থ গৃহীত হয় তবে প্রশ্ন উঠে—এই রসের পতি কে? বাঙ্গালা ব্যাখ্যাকার উত্তর দিয়াছেন—'শুভ্রলতাবিশিষ্ট সোম' অর্থাৎ সোমলতা। কিন্তু মন্ত্রে 'শুভ্র লতাবিশিষ্ট' অর্থদ্যোতক কোন পদ নাই। যদি ধরাই যায় যে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ' পদদ্বয় হইতে উক্ত অর্থ লাভ করা যায়, তথাপি অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হয় না। কারণ তাহা হইলে সোমলতাই "গমন করেন" ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারেই 'সোমলতা' গমন করে না—গমন করে সোমরস। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অন্বয়ে প্রচলিত অর্থেও ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

আমরা মনে করি—'এষঃ' পদে ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনিই 'সিন্ধূনাং পতিঃ'—অমৃতসমুদ্রের স্বামী। অর্থাৎ ভগবান্ অমৃতস্বরূপ। তাঁহার সম্বন্ধেই 'বাজী' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি 'বাজী' অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বশক্তিমান। এই বিশেষণ তাঁহারই উপযুক্ত। ভাষ্যাদিতে 'বাজী' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগবান্', কিন্তু 'বাজ' শব্দে শক্তি অর্থ প্রকাশ করে। আমরা সর্ব্বত্রই ঐ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানস্থলেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। আর 'বাজী' পদে যদি 'বেগবান্' অর্থই গ্রহণ করা

হয়, তথাপি উক্ত অর্থও ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান গতিশীল আশুমুক্তিদায়ক। সুতরাং ভাষ্যার্থ গ্রহণেও আমাদের আপত্তি নাই।

সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন, কিন্তু কিরূপে? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—'শুভ্রেভিঃ অংশুভিঃ'—নির্ম্মলজ্যোতির সাহায্যে, পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম॥ (১০অ—২খ - ১সূ—৫সা)। *

—— ● ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩১র ২র ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
এষ শৃঙ্গাণি দোধুবচ্ছিশীতে যূথ্যো৩ বৃষা।
৩ ১র ২র৩ ১ ২
নৃম্ণা দধান ওজসা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) সাধকায় 'শিশীতে' (তীক্ষ্ণে, তীক্ষ্ণাণি পরমশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'শৃঙ্গাণি' (উৎকর্ষাণি, ঔৎকর্ষাং যদ্বা শৃঙ্গবদুন্নতান্ অংশূন্, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'দোধুবৎ' (ধুনোতি, ধারয়তি, প্রযচ্ছতি); 'যূথ্যঃ' (যূথপতিঃ সর্ব্বেষাং পতিঃ বিশ্বপতিঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) সঃ পরমদেবঃ 'ওজসা' (শক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা সহ) সাধকায় 'নৃম্ণা' (নৃম্ণানি, পরমধনানি) 'দধানঃ' (ধারয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ – ৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ সাধককে পরমশক্তিদায়ক ঔৎকর্ষ্য (অথবা ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক পরাজ্ঞান) প্রদান করেন; বিশ্বপতি অভীষ্টবর্ষক সেই পরমদেবতা আত্মশক্তির সহিত সাধককে পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)॥

মূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করেন।)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এবঃ' সোমঃ 'শৃঙ্গাণি' শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্ অভিষবকালে 'দোধুবৎ' ধুনোতি 'যূথ্যঃ' যূথার্হো যূথপতিঃ 'বৃষ,' বৃষভঃ যথা 'শিশীতে' তীক্ষ্ণে শৃঙ্গে ধুনোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ? 'ওজসা' বলেন 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি ধনানি 'দধানঃ' অস্মদর্থং ধারয়ন॥ (১০অ ২খ ১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১২৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সোম শৃঙ্গ কম্পিত করেন। উঁহার শৃঙ্গ যূথপতি বৃষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন।" এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাদৃষ্টে আমরা বাস্তবিকই হতবুদ্ধি হইয়াছি। এখানে ব্যাখ্যাকার সোম বলিতে কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সোম যদি তরল মাদক দ্রব্য হয়, তাহা হইলে তাহার শৃঙ্গ বা লেজ কিছুই থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় আমরা দেখিতেছি যে, সোমের শৃঙ্গ আছে এবং তিনি তাহা কম্পিতও করেন। এই সোম কে? আর তাহার শৃঙ্গই বা কি? শৃঙ্গ বলিতে যদি আমরা গো-মহিষাদির 'শিং' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে 'সোম' শব্দে তরল মাদকদ্রব্য সোমরসকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কারণ তরল-দ্রব্যের আকৃতিই নাই, তার আবার শৃঙ্গ প্রভৃতি থাকিবে কিরূপে? বিশেষতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে আমরা সোমরসের যে চিত্র পাইয়া আসিতেছি, সেই চিত্রের সহিত এই বর্ণনার কোন সাদৃশ্যই নাই। এখানে 'শৃঙ্গ' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ যদি থাকে তবে হয় তো কোন ভাব উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যায় তাহার কোন ইঙ্গিতও নাই।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটুখানি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'শৃঙ্গাণি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'শৃঙ্গবদুন্নতানংশূন্'। 'অংশু' শব্দে ভাষ্যকার 'লতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ মন্ত্রে সোমের প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি সোমের উপর শৃঙ্গের আরোপ করেন নাই। বিবরণকার আবার 'শৃঙ্গ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"বহুবচনং দ্বিবচনস্থানে দ্রষ্টব্যং শৃঙ্গে" অর্থাৎ পশ্বাদির দুইটী শৃঙ্গ থাকে, সুতরাং বহুবচনান্ত 'শৃঙ্গাণি' পদস্থলে দ্বিবচনান্ত 'শৃঙ্গে' পদ হইবে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

কিন্তু প্রচলিত অর্থানুসারেই সোমের উপর শৃঙ্গ আরোপ করিলে যে ভাব-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা 'শৃঙ্গাণি' পদে দুইটী ভাব গ্রহণ করিয়াছি

'শৃঙ্গ' পদে আভিধানিক অর্থে ঔৎকর্ষ্য বুঝায়। সুতরাং আমরা সঙ্গতবোধে উক্তপদের 'ঔৎকর্ষ্যং' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ভাষ্যার্থ অনুসারেও একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। উক্তপদের ভাষ্যার্থ,—'শৃঙ্গবদুন্নতান্ অংশূন্'। 'অংশু' শব্দ কিরণ-বাচক। সুতরাং 'উন্নতকিরণ' বলিতে উর্দ্ধগতিদায়ক পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। তাই আমরা এই শেষোক্ত অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। 'শিশীতে' পদের অর্থ 'তীক্ষ্ণে'। উহা হইতে পরমশক্তিদায়ক ভাব আসে। 'তীক্ষ্ণ' অর্থাৎ উপযুক্ত কর্ম্মসাধনসমর্থ। পরাজ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে উক্তপদে 'পরমশক্তিদায়ক' অর্থ ই সঙ্গত হয়। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে— "ভগবান্ পরমশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান অথবা ঔৎকর্ষ্য প্রদান করেন।"

'যূথ্যঃ' পদের অর্থ যূথপতি। 'যূথ' শব্দ সমূহার্থক। সুতরাং 'যূথপতি' শব্দে সকলের অধিপতি, বিশ্বপতিকে লক্ষ্য করে। তিনিই মানুষকে 'নৃমণা' অর্থাৎ পরমধন প্রদান করেন। ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক মানুষকে পরমধন, পরাজ্ঞান প্রদান করেন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১০অ—২খ—১সূ ৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

এষ বসূনি পিব্দনঃ পরুষা যয়িবাঁ অতি।

২ ৩ ১ ২

অব শাদেষু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'বসূনি' (পরমধনানি) 'পিব্দনঃ' (রোধকান্—শত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'পরুষা' (পৌরুষেণ, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'অতিযায়িবান্' (অতিগচ্ছন্, অতিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ); 'শাদেষু' (শাতনীয়েষু রক্ষঃসু, বিনাশযোগ্যা রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অবগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি—তাং বিনাশিতুং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকানাং শত্রূন্ বিনাশয়তি ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)।

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ পরমধনরোধক শত্রুদিগকে স্বশক্তিতে বিনাশ করেন, বিনাশযোগ্য রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের শত্রুকে বিনাশ করেন;)॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসূনি' আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি 'পিব্দনঃ' পীড়য়ন্ 'এষঃ' সোমঃ 'পরুষা' পর্ব্বণা 'প্রতি' অতিক্রম্য 'যয়িমান' গচ্ছন 'শাদেষু' শাতনীয়েষু রক্ষঃসু 'অব গচ্ছতি'। 'পিব্দনঃ' - 'পিব্দনা' - ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১২৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুভূত হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন।" এই বাক্য দ্বারা যে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রচলিত মতানুসারেই মন্ত্রের ভাবপরিগ্রহের চেষ্টা করা যাউক। 'সোম' বলিতে সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য বুঝায়। এই সোমরস পর্ব্বতের দ্বারা রাক্ষসগণকে অতিক্রম করিবে কিরূপে এবং এই অতিক্রম করার অর্থ-ই বা কি? কেবল তাহাই নহে,—"পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন।" এখানে কোথায়ও কোন রূপক বা উপমা কিছুই নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থ-ই গ্রহণ করা উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বাঙ্গালা অনুবাদের কি অর্থ হইতে পারে। তরলদ্রব্য সোমরস পর্ব্বত দ্বারা অতিক্রম করিবে কিরূপে। অবশ্য এখানে অতিক্রম করার দূরার্থক 'বিনাশ করা' প্রতিশব্দ গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাহা করিলেও সোমরস পর্ব্বত-দ্বারা রাক্ষস বিনাশ করিবে কিরূপে? অপিচ, 'রাক্ষসগণের' বিশেষণ 'পীড়িত' পদই বা আসিল কোথা হইতে? এতদ্ব্যতীত মন্ত্রের শেষাংশ —"তাহাদিগকে (অর্থাৎ রাক্ষসদিগকে) অবগত হইতেছেন"- ইহার অর্থ-ই বা কি? ধ্বংস করিয়া কি অবগত হওয়া যায়? আর রাক্ষসদিগকে অবগত হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি?

ভাষ্যকারও ব্যাখ্যায় নানা গোলযোগ করিয়াছেন। 'বসূনি' পদে ভাষ্যকারও অন্যত্র অর্থ করিয়াছেন—'ধন'। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে অর্থ করিয়াছেন—"আচ্ছাদকানি রক্ষাংসি"। কেন, কিরূপে যে এই অর্থ সাধিত হইল তাহা বুঝা যায় না। আবার, 'পরুষা' পদের অর্থ 'পর্ব্বণা' পদের দ্বারা ভাষ্যকার কি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও অবোধ্য।

আমরা 'বসূনি' পদে 'ধনানি' অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। 'পরুষা' পদের অর্থ - পৌরুষেণ, —শক্তিদ্বারা, স্বশক্তি দ্বারা। তাই উক্তপদে 'স্বশক্ত্যা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অব গচ্ছতি' পদের কোন প্রতিশব্দ ভাষ্যাদিতে নাই। অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা উক্ত

পদে "তাং বিনাশিতুং প্রাপ্নোতি" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ২খ—১সূ - ৭সা)। *

—:০:—

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এতমু ত্যং দশ ক্ষিপো হরি৺ হিন্বন্তি যাতবে

৩ ৩ ৩ ১ ২
স্বায়ুধং মদিন্তমম্ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলয়ঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'স্বায়ুধং' (রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'মদিন্তমং' (পরমানন্দদায়কং) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্যং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং - শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'উ' (নিশ্চিতং) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি – ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন মোক্ষদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ লভ্যতে— ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনশক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য রক্ষাস্ত্রধারী পরমানন্দদায়ক প্রসিদ্ধ সেই পাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লব্ধ হয়।)। (১০অ—২খ—১স—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'হরিং' হরিতবর্ণং 'ত্যং' তং 'এতং' এতমেব সোমং 'দশ ক্ষিপঃ' দশ-সংখ্যাকা অঙ্গুলয়ঃ 'যাতবে' গমনায় 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কীদৃশমেনং? 'স্বায়ুধং' শোভনায়ুধং 'মদিন্তমং' মাদয়িতৃতমং রক্ষোহনন-প্রদর্শনায় স্বায়ুধ-শব্দশ্রবণং॥ 'হরিংহিন্বন্তিযাতবে'—'মৃজন্তি-সপ্তধীতয়ঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ - ২খ—১সূ—৮সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টম (১২৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্বই মোক্ষলাভের হেতু। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হয়েন। অথবা ইহাও বলা যায় যে, মোক্ষলাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা চাই। সেই শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে হইলে সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা চাই। 'দশ ক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে সেই সৎকর্ম্মসাধনশক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

ভাষ্যাদিতে 'দশক্ষিপঃ' পদের 'দশ অঙ্গুলয়ঃ' অর্থাৎ হাতের দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা তাহা অসঙ্গত মনে করি না। দশ অঙ্গুলি দ্বারা দুই হস্তকেই বুঝায়। কিন্তু হস্তের সার্থকতা কি? জিহ্বা দ্বারা শব্দোচ্চারণ ও বস্তুর স্বাদগ্রহণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঠিক সেইরূপভাবে হাতের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য—সৎকর্ম্ম করা। সেই জন্য দুই হাতকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যায়! তাই 'দশক্ষিপঃ' পদদ্বয়ে 'সৎকর্ম্মসাধনশক্তিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সৎকর্ম্মসাধনশক্তি কি করে? মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে প্রেরণা দেয়। শক্তি থাকিলে তাহার ক্রিয়া অনুভূত হইবেই। মানুষের মধ্যে যদি উপযুক্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি বহির্জগতে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিবেই। সুতরাং যে সাধকের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি বর্ত্তমান আছে, তিনিই স্বতঃই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়। তাহাই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যায়। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—২খ—১সূ ৮সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এষ উ স্য বৃষা রথোঽব্যাবারেভিরব্যত।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
গচ্ছন্বাজꣳ সহস্রিণম্ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, সন্মার্গে বাহকঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যাবারেভিঃ' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহৈঃ, পরাজ্ঞানেন সহ) 'অর্ষত' (গচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); 'উ' (তথা) 'সুঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সহস্রিণং' (প্রভূতপরিমাণং) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছন্' (প্রাপয়ন, সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানেন সহ আত্মশক্তিং তথা শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ ৩খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক সৎকর্ম্মসাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব, প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি সাধক দিগকে প্রাপ্ত করান (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত আত্মশক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুঃ' সঃ প্রসিদ্ধঃ 'এষঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'বৃষা' বর্ষিতা 'রথঃ' রংহণ-স্বভাবঃ 'অব্যাবারেভিঃ' অবের্ব্বালৈঃ দশাপবিত্রেণ 'অর্ষত' দ্রোণকলশং প্রতি গচ্ছতি 'বাজং' অন্নং 'সহস্রিণং' সহস্র-সংখ্যাকং যজমানায় প্রদাতুং 'গচ্ছন্' দ্রোণকলশং প্রবিশন্নাস্তেত্যর্থঃ। 'অব্যাবারেভিরর্ষত'—'অব্যোবারেভিরর্ষতি'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ-৩খ ১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১২৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তিলাভ করেন, তিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বোধগম্য হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই সোম অভিলাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্র দ্বারা দ্রোণে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে,—সোমরস নামক মদ্য দশাপবিত্র নামক ছাকুনির মধ্য দিয়া দ্রোণকলসে গমন করিলে যজমান বা সাধকের অন্নলাভ হয়। কিন্তু মন্ত্রে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। দশাপবিত্রেরও কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, মন্ত্রে দশাপবিত্র বা দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ আছে, তথাপি উহা দ্বারা কি মন্ত্রের ভাব সঙ্গতি রক্ষিত হয়? সোমরস মাদকদ্রব্য। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, তাহা যজমানকে 'সহস্র অন্ন' দান করে। 'অন্ন' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি বলিতে চাহেন তাহা বুঝা যায় না। 'অন্ন' শব্দ 'শক্তি', 'ধন' প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 'বাজং' পদের প্রতিশব্দ-রূপে 'অন্ন'-শব্দ গৃহীত হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তি' অর্থগ্রহণ করিয়াছি, এখানেও যে ঐ অর্থই সঙ্গত তাহাই আমাদের ধারণা। শক্তি বা ধন যে অর্থই প্রকাশ করুক না কেন, মদ্য তাহা মানুষকে কিরূপে প্রদান করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। সোমরস যে দ্রোণকলসে যাইতেছে তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য যজমানকে প্রভূতপরিমাণ অন্নদান করা। কিন্তু মদ্যদ্বারা 'বাজ' বা অন্ন' কিরূপে যে লাভ হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা মনে করি, মদ্য মানুষকে অধঃপতনের পথেই লইয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্রের ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রদত্ত হয় নাই। 'বৃষা পদের অর্থ অভিলাষপ্রদ বা অভীষ্টবর্দ্ধক। ভাষ্যাদির সহিত এই অর্থ-সম্বন্ধে কোন পদের মতানৈক্য ঘটে নাই। 'রথঃ' শব্দের ভাষ্যানুসারে গৃহীত অর্থ 'রথস্বরূপঃ'. কিন্তু সেই রথ কি করে? কাহাকে বহন করে। কোথায় লইয়া যায়? আমরা পূর্ব্বে বহুত্র এই 'রথ' শব্দ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাহা মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায় তাহাই 'রথ' পদবাচ্য। সৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে বহন করে তাহাই রথ। এখানে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এই 'রথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অব্যাবারেভিঃ' পদদ্বয়ে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে তাহার মর্ম্ম মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাদৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ৩খ—১সূ ১সা)॥ *

—:০:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২
এতং ত্রিতস্য যোষণো হরি৺ হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।
২ ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
ইন্দুমিন্দ্রায় পীতয়ে॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তস্য, ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'যোষণঃ' (ঋত্বিজঃ, সাধকাঃ) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসাধনৈঃ) 'এতং' (প্রসিদ্ধং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'ইন্দ্রায় পীতয়ে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি—উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রসিদ্ধ পাপ-হারক শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের গ্রহণের নিমিত্ত হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন)। (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ইন্দুং' 'হরিং' হরিতবর্ণং সোমং 'ত্রিতস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ 'যোষণঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'অদ্রিভিঃ' অভিষব-পাষাণৈঃ 'হিন্বন্তি' প্রেরয়ন্তি। কিমর্থং? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পীতয়ে' পানায়॥ (১০অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রিতস্য', 'যোষণঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। 'ত্রিতস্য' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"এতন্নামকস্য ঋষেঃ"—অর্থাৎ ত্রিতনামক ঋষির। 'যোষণঃ' পদে 'অঙ্গুলয়ঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'ত্রিতস্য যোষণঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হইয়াছে—ত্রিতনামক ঋষির অঙ্গুলিসমূহ। মন্ত্রে 'ইন্দুং' পদ আছে, সুতরাং ভাষ্যাদিতে সোমরসের কল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই যে, সাধকগণ সোম-রস ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতেছেন অথবা প্রেরণ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি তাহা দেখা যাউক। আমরা অনেক স্থলেই বলিয়াছি এবং এখানে তাহার উল্লেখ করিতেছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামের বা ঘটনার উল্লেখ নাই, এবং থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ত্রিতস্য' পদের দ্বারা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। 'ত্রিত' শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ যাঁহার বশীভূত, অর্থাৎ যিনি এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোনটীরই অধীন নহেন তাঁহাকেই 'ত্রিত' শব্দে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

'যোষণঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'ঋত্বিজঃ' অর্থাৎ সাধকগণ। 'ত্রিতস্য' পদ 'যোষণঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকন্তু 'হিম্বন্তি' পদ বহুবচনবাচক। তাই অর্থসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "ত্রিতস্য যোষণঃ" পদদ্বয়ে 'ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তাঃ সাধকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই সাধকগণ কি করেন? তাঁহারা 'ইন্দ্রস্য পীতয়ে' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত' শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করেন। ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ মানুষের হৃদয়ের এই পবিত্র ভাবকুসুমই গ্রহণ করেন। সাধকগণ হৃদয়ে 'ইন্দুং হিম্বন্তি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি', শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করেন। কিন্তু কেন? শুদ্ধসত্ত্বলাভ করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য? —না, ধনলাভ করাই সব নয়, সেই ধনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই বলা হইতেছে,—'ইন্দ্রায় পীতয়ে' ইন্দ্রের পানের জন্য, ভগবানের গ্রহণের জন্য। ভগবান্ যাহাতে আমাদের পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে - ইহা মন্ত্রের গূঢ় ইঙ্গিত। অন্যান্য বিষয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১০অ - ৩খ—.সূ—২সা)। *

—— * – ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২   ২র ৩ ২   ৩ ২উ   ৩ ১   ২

এষ স্য মানুষীষ্বা শ্যেনো ন বিক্ষু সীদতি।

১ ২   ৩ ২উ   ৩ ১ ২

গচ্ছং জারো ন যোষিতম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনঃ যথা শীঘ্রবেগেন কুলায়ং আগচ্ছতি, যদ্বা ঊর্দ্ধগতিসম্পন্নঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ শীঘ্রং) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ পরমদেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'মানুষীষু' (মনুষ্যমধ্যে, সাধকেষু, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'সীদতি' (অধিতিষ্ঠতি); 'জারঃ' (প্রবর্দ্ধকঃ, সদ্ভাববর্দ্ধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'ন' (যথা) 'যোষিতং' (সেবাং, ভগবৎসেবাং, ভগবৎপরায়ণতাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'স্যঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'বিক্ষু' (প্রজাসু, সাধকেষু ইতি ভাবঃ) 'আ' (আগচ্ছতি, অধিতিষ্ঠতি

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকহৃদয়ে আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৩থ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রবেগে কুলায়ে আগমন করে, (অথবা উর্দ্ধ-গতিসম্পন্ন সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) সেইরূপ শীঘ্র সেই পরমদেব ভগবান্ সাধকদিগের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; সত্ত্বভাববর্দ্ধক শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবৎসেবা—ভগবৎপরায়ণতা প্রাপ্ত হয় তেমনি সেই পরমদেব সাধকদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)॥ (১০অ—৩থ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' সোমঃ 'মানুষীষু' 'বিক্ষু' প্রজাসু 'শ্যেনো ন' শ্যেনইব শীঘ্রমাগম্য যজমান-রূপাসু অনুগ্রহেণ 'আ' আগত্য 'সীদতি'। পুনঃ কইব? 'যোষিতং' 'গচ্ছন' অভিগচ্ছন 'জারো ন' জার ইব। স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়-গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ (১০অ-৩থ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———§:০:§———

মন্ত্রটীতে অপার করুণা বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে দুইটী উপমা দ্বারা ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম উপমা—শ্যেনঃ ন। তাহার এক ভাব এই যে,—শ্যেনপক্ষী যেমন শীঘ্রগতিতে আপনার কুলায়ে আগমন করে, সেইরূপভাবে ভগবানও আপনার আবাসস্থলরূপ সাধকহৃদয়ে আগমন করেন। শ্যেনপক্ষী অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন। সেই দ্রুতগতি অথবা শীঘ্রগামিতা বুঝাইবার জন্যই বিশেষভাবে এই উপমার সার্থকতা। অন্য আরও একটী ভাব এই যে, সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবাসস্থল। 'শ্যেনঃ ন' এই উপমাটীর আরও একটা অর্থ হয় এবং তাহাই অধিকতর সঙ্গত। 'শ্যেনঃ' পদে প্রকৃতপক্ষে উর্দ্ধগতিসম্পন্ন সাধককে বুঝাইয়া থাকে। সেই সাধক যেমন দ্রুতগতিতে ভগবানের অভিমুখে ধাবিত হয়েন, যেমন শীঘ্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, তেমনিভাবে ভগবানও সাধকের অভিমুখে আগমন করেন, সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবান্ মানুষকে কৃপা না করিলে তাহার নিজের সাধ্য নাই যে, সে আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে। ভগবানই প্রকৃতপক্ষে সাধককে মোক্ষদান করেন—ইহাই উপমার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভগবন্মহিমা, ভগবানের করুণা প্রকটিত করিবার জন্য মন্ত্রে আরও একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা — 'জারঃ ন যোষিতং'। তাহার ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন সৎকর্ম্মের সহিত — ভগবদারাধনার সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধযুত, শুদ্ধসত্ত্ব যেমন ভগবদারাধনাকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি-ভাবে ভগবানও সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। 'জারঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৪৬সূ - ৪ঋ) এবং 'যোষিতং' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম - ১০১সূ - ৭ঋ) দ্রষ্টব্য। এই উপমার ভাব উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, — "এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপপত্নীর নিকট যেমন উপপতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন।" বাঃ! কি চমৎকার বেদ-ব্যাখ্যা! ভাষ্যকার আবার তাহার এক-ডিগ্রী উপরে গিয়া লিখিয়াছেন, — "যোষিতং গচ্ছন্ অভিগচ্ছন্ 'জারঃ ন' জার ইব স যথা সঙ্কেতিতঃ তস্যাঃ কামপূরণায় গূঢ়গতিঃ গচ্ছতি তদ্বদিত্যর্থঃ।" বেশ! এবার ভাষ্যকার আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। ভাষ্যের আর বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল না। কিন্তু 'গূঢ়গতিঃ' বিশেষণের সঙ্গে সোমরসের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি? আবার উপপতি উপপত্নীর প্রসঙ্গ আনিয়া সোমরসের সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি নূতন তথ্য প্রচার করিতে চাহেন। যেমন সোমরস নামক মদ্য, তদনুরূপ উপপতির উপমা! ইহাকেই বলে — 'যোগ্যেন যোগ্যং যোজয়েৎ।'

এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনকালেও বর্ত্তমান-কালের ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপ বর্ত্তমান ছিল এবং বেদের মধ্যে উপপতি সম্বন্ধীয় উপমা থাকায় সমাজের নৈতিক আদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ গবেষণা করুন, আমরা মন্ত্রের ভাব-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ॥ (১০অ — ৩খ — ১সূ — ৩সা) ॥ *

চতুর্থঃ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩২উ　৩　১　২র　৩১র　২র
এষ স্য মদ্যো রসোঽবচষ্টে দিবঃ শিশুঃ

২উ　৩　২　৩১　২
য ইন্দুর্ব্বারমাবিশৎ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ ইন্দুঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আবিশৎ' (আবিশতি, প্রবিশতি, প্রাপ্নোতি) 'এষঃ' (প্রসিদ্ধঃ) "মদ্যঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'শিশুঃ' (শিশুস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'রসঃ' (রসস্বরূপঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অবচষ্টে' (পশ্যতি, পবিত্রহৃদয়ং সাধকং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৩খ-১সূ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, প্রসিদ্ধ, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকের শিশুস্থানীয়, রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ সেই শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রহৃদয় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সঃ 'এষঃ' 'মদ্যঃ' মদ-নিমিত্তঃ 'রসঃ' 'অবচষ্টে' সর্ব্বমেব পশ্যতি 'দিবঃ শিশুঃ'। দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য। 'যঃ' 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সোমঃ 'বারং' দশাপবিত্রং 'আবিশৎ' আবিশতি স এষ ইতি॥ (১০অ—৩খ-১সূ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

যিনি যে ভাবের সাধনা করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সদ্ভাবে আপনার জীবনকে নিয়মিত করেন, যিনি সন্মার্গে থাকিয়া পবিত্রভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি পবিত্রতার আধার ভগবানের কৃপালাভ করেন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই সমের অনুসরণ করে। জাগতিক নিয়মেও আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক বস্তু—প্রাণী আপনার সদৃশ বস্তু বা প্রাণীর সহিত মিলিত হইতে চায়। যিনি সাধু, তিনি সাধুর, পবিত্রহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে ইচ্ছুক, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী মনে করেন। আবার, অসৎ প্রকৃতির লোক সাধুসঙ্গে আপনাকে বিপন্ন মনে করে, সে আপনার সমধর্ম্মী লোক চায়। প্রাণীজগতে যেমন বস্তুজগতেও তেমনি বস্তু আপনার সমধর্ম্মী অন্বেষণ করে, নদী সাগরেই আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়।

ব্যবহারিক জগতে যেমন অধ্যাত্মজগতেও তেমনি এক নিয়মই বর্ত্তমান আছে। পবিত্রতা পবিত্রার অনুসরণ করে, বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়।

ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব, পবিত্রস্বভাব সাধকের হৃদয়েই আপনার প্রকৃত আবাসস্থল নিরূপণ করে। যিনি মোক্ষকামী, ভগবান কৃপা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ পরাজ্ঞান-সমন্বিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব তাঁহাকে প্রদান করেন মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই মত্তরস সকল পদার্থ-দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারের মত প্রায় একরূপ। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা যে এই মদের প্রতি কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। একটী বিশেষণ—'দিবঃ শিশুঃ'; উহার ভাষ্যার্থ—দ্যুলোকস্য পুত্রঃ। এই অর্থকে পরিষ্কার করিতে গিয়া ভাষ্যকার তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন,—'তত্রোৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমস্য' অর্থাৎ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার পুত্রত্ব। এখানে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে স্বর্গোৎপন্ন সেই মদের স্বরূপ কি? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে মদপ্রস্তুতের বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমানন্দদায়ক মাদক-দ্রব্যেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'মদ্যঃ'—মদকর, মত্ততাজনক, এই অর্থ অসঙ্গত নয়, কিন্তু সে মত্ততা মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, মানুষ আপনহারা হইয়া যায়। ভগবানের চরণামৃতপানে যে আত্মহারা নেশা উপস্থিত হয়, তাহা লাভ করিবার জন্য সাধক, যোগী-ঋষিগণ অনন্তকাল যাবৎ প্রার্থনা করেন। এখানে পরমানন্দ-দায়ক সেই পরমমদ্যেরই উল্লেখ আছে। তাহাই স্বর্গের শিশুস্থানীয়। স্বর্গে, ভগবচ্চরণে তাহা উৎপন্ন হয়, ভগবচ্চরণ হইতে তাহা পূত মন্দাকিনীধারায় ধরাতে মানবের অশেষ কল্যাণার্থ নামিয়া আসে। তাই তাহাকে 'দিবঃ শিশুঃ'—দ্যুলোকের শিশুস্থানীয় বলা হইয়াছে।

'বারং' পদে জ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥ *

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩২উ . ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

এষ স্য পীতয়ে সুতো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।

২ ৩ ১ ২৩ ২ ৩২

ক্রন্দন্যোনিমভি প্রিয়ম্॥ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায় - ভগবতঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং) 'স্যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসিঃ' (ধারকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ, রক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ — সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ক্রন্দন্' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (তস্য প্রিয়স্থানং ইতি ভাবঃ) 'যোনিং' (স্থানং, আশ্রয়স্থলং, সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষতি' (অভিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমমঙ্গলদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে— ইতি ভাবঃ। (১০অ-৩খ-১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের গ্রহণের জন্য এই প্রসিদ্ধ পাপহারক সকলের ধারক, রক্ষক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার প্রিয়স্থান সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরমমঙ্গল-দায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' 'স্যঃ' সঃ সোমঃ 'পীতয়ে' পানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'ধর্ণসিঃ' ধারকঃ 'প্রিয়ং' স্বপ্রিয়ভূতং 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'ক্রন্দন্' শব্দয়ন্ 'অভ্যর্ষতি' অভিগচ্ছতি। ৫।

* * *

পঞ্চম (১২৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই, -"পানার্থ অভিষুত ও সকলের ধারক, হরিৎবর্ণ সোম শব্দ করতঃ প্রিয়স্থানে গমন করিতেছেন।" ভাষ্যকারও এই মতানুবর্ত্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে দেখিলে উহার সহিত সোমরসের কোন সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা ভাষ্যার্থ-গ্রহণেই আলোচনা করিতেছি।

'এষঃ স্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সোমরসকে আনিবার কি সার্থকতা তাহা বুঝা যায় না। কারণ যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা কোন মাদকদ্রব্যকে লক্ষ্য করিতে পারে না। 'ধর্ণসিঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'ধারকঃ' অর্থাৎ যাহা সমস্ত বস্তুকে ধারণ করিয়া আছে। প্রচলিত মতানুসারেই এই বিশেষণ কিরূপে মদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। মদ কি বস্তুজাতকে ধারণ করিয়া আছে,—তাহা কি বিশ্বের ধারক? বরং মদকে সমস্ত বস্তুর বিনাশক বলা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরস-নামক মদের প্রসঙ্গ উপস্থিত করায় ভাবের

অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। তাই আমরা মনে করি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'এবঃ' পদে বিশ্বের ধারক, ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রে কেবল সোমরসের অধ্যাহার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তিনি অনেক-দূর অগ্রসর হইয়া 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—"স্বপ্রিয়ভূতং দ্রোণ-কলশং"। কিন্তু এখানে দ্রোণকলসের কোন উল্লেখ নাই। কেবলমাত্র সোমরস অধ্যাহারের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য দ্রোণকলসকেও ব্যাখ্যায় স্থান দিতে হইয়াছে। আমরা উক্ত 'প্রিয়ং যোনিং' পদদ্বয়ে শুদ্ধসত্ত্বের প্রিয় আবাসস্থল সাধকহৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে ভাব-সঙ্গতি কিরূপ রক্ষিত হয় দেখা যাউক।

শুদ্ধসত্ত্বকে 'হরিঃ' অর্থাৎ পাপহারক বলা হইয়াছে। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার মনে কোন প্রকার পাপ কালিমা থাকিতে পারে না। তিনি অপাপ হইয়া যান। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ হীন বাসনা কামনা দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপহারক বলা হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'ধর্ণসি.' অর্থাৎ সকলের ধারক। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। সত্ত্বভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয়, তাই সেই শক্তিকে 'ধর্ণসিঃ' বলা হইয়াছে।

সেই পরম বস্তু সাধকগণ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধনার দ্বারা যখন হৃদয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয় তখনই মানবের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়। ভগবদুপাসনার তাহাই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাই বলা হইয়াছে,—ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপচার শুদ্ধসত্ত্ব। সাধকগণ সেই পরমবস্তু লাভ করেন—মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৩খ—১সূ—৫সা)। ০

—:০:—

ষষ্ঠ সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২উ   ৩ ২ ৩   ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
এতং ত্যং হরিতো দশ মর্ম্মৃজ্যন্তে অপস্যুবঃ।
২   ৩ ১ ২ ৩   ১ ২
যাভির্ম্মদায় শুম্ভতে ॥ ৬ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকানাং 'অপস্যুবঃ' (কর্ম্মসাধকানি) 'হরিতঃ' (পাপহারকাণি) 'দশ' (দশেন্দ্রিয়াণি) 'এতং' (অয়ং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) সত্ত্বভাবং 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' (শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি);

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'বাভিঃ' (যৈঃ, দশেন্দ্রিয়ৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'শুম্ভতে' (দীপ্যতে, সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভন্তে - ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ - ৩খ — ১সূ - ৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের সৎকর্ম্মসাধক পাপহারক দশেন্দ্রিয় এই প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন; পরমানন্দলাভের জন্য দশেন্দ্রিয় দ্বারা অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১০অ—৩খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতং' 'ত্যং' তং সোমং অধ্বর্য্যোঃ 'দশ' 'হরিতঃ' হরণস্বভাবাঃ অঙ্গুলয়ঃ 'অপস্যুবঃ' কর্ম্মেচ্ছবঃ সত্যঃ 'মর্ম্মৃজ্যন্তে' শোধয়ন্তি। 'যাভিঃ' অঙ্গুলিভিরিন্দ্রস্য 'মদায়' 'শুম্ভতে' দীপ্যতে শোধ্যতে ইত্যর্থঃ; তমেতমিতি সম্বন্ধঃ॥ (১০অ—৩খ—১সূ-৬সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

ষষ্ঠ (১২৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা এই,— "দশটী হরিৎবর্ণ অঙ্গুলি কর্ম্মাভিলাষী হইয়া এই সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে। সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে।"

ভাষ্যাদিতে 'দশ' পদের ব্যাখ্যায় দশ অঙ্গুলি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করায় মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তদনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে। 'হরিতঃ' পদে ভাষ্যকার সাধারণতঃ হরিদ্বর্ণ অর্থগ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'হরণস্বভাবাঃ'। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অঙ্গুলির প্রতি কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? অঙ্গুলিগুলি কি হরণ করে? আমরা মনে করি, 'দশ' শব্দে দশেন্দ্রিয়কেই লক্ষ্য করে। ঐ দশেন্দ্রিয় যখন সৎকর্ম্মসাধনে উন্মুখ হয়, প্রকৃতপক্ষে মোক্ষসাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারাই মানুষের পাপহারক হয়। বিশেষতঃ দশেন্দ্রিয় দ্বারা এখানে মানুষের সমস্ত সত্তাকে বুঝাইতেছে। আমাদের ধারণা - এই ভাবই মন্ত্রের সঙ্গতি

রক্ষা করে। মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন পদের অর্থের জন্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য ॥ (১০অ ৩খ—১সূ—৬সা।) ॥ *

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র৩ ১ ২
এষ বাজী হিতো নৃভির্বিশ্ববিন্মনসস্পতিঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অব্যং বারং বিধাবতি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজী' (শক্তিমান, শক্তিপ্রদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'মনসঃ পতিঃ' (অন্তঃকরণস্য স্বামী, সাধকানাং হৃদয়াধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং প্রসিদ্ধঃ শুদ্ধসত্বঃ) 'অব্যং বারং' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহং) 'বিধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানযুতঃ শুদ্ধসত্বঃ সাধকানাং হৃদি আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিপ্রদায়ক, সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক হৃদয়ে উৎপাদিত, সর্ব্বজ্ঞ, সাধকদিগের হৃদয়াধিপতি এই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ, 'বাজী' বেজন-শীলঃ, 'হিতঃ' অধ্বর্য্যুণা পাত্রে নিহিতঃ ধৃতঃ, 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞঃ, 'মনসঃ' স্তোত্রস্য 'পতিঃ' স্বামী। অথবা সোমস্য মনোঽভিমানিত্বাৎ মনসঃ স্বামিত্বং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাত্রিংশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং বা বিশৎ'—ইতি শ্রুতেঃ; তাদৃশোঽসৌ। 'অব্যং বারং' অবিলম্বঙ্কিনং বালং দশাপবিত্রং 'বিধাবতি' বিবিধং গচ্ছতি। 'অব্যং'—'অব্যে'-ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক বলিয়া পরিগৃহীত হইলেও তাহার সহিত আমাদের যথেষ্ট মতভেদ ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে 'এষঃ' পদে সোমকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নিয়োদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"এই সোম বেগবান্ পাত্রে স্থাপিত, সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেষলোমে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিতও ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার ও অনুবাদকার উভয়েই 'এষঃ' পদে 'সোমঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টায় অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'বাজী' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অন্যত্র, 'অন্নবান্', 'শক্তিমান্' ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'বেজনশীলঃ' 'বেগবান্' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'হিতঃ' পদের অর্থ সোমপক্ষে করা হইয়াছে—'পাত্রে নিহিতঃ'। 'বাজী' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'শক্তিমান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'নৃভিঃ হিতঃ' পদদ্বয়ের ভাব-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব উৎপাদন করেন, উক্ত পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী পদ আছে—'বিশ্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সমস্ত বিশ্বকে জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। মাদক-দ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে কি? সোমরস কি সর্ব্বজ্ঞ? অজ্ঞানতার আধার মাদক-দ্রব্য সর্ব্বজ্ঞ হইবে কিরূপে? আমরা তাই 'এষঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই এই শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা অধিকৃত আছে। যিনি হৃদয়ে সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। সেই জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে,—'অব্যং বারং বিধাবতি' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের - পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তিনি পরাজ্ঞানও লাভ করেন। দুই দিক দিয়া এই ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত পরাজ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ আছে, সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে তৎসঙ্গে পরাজ্ঞানও লাভ হয়। দ্বিতীয় ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, যেমন শুদ্ধসত্ত্বের 'বিশ্ববিৎ' বিশেষণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।

'মনসঃ পতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার নানাবিধ গবেষণা করিয়াছেন। 'মনসঃ' পদে 'স্তোত্রস্য' অর্থ করিয়াছেন, আবার সোমকে চন্দ্র কল্পনা করিয়া অন্য এক অর্থ গ্রহণ

করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ - ১সা)॥*

—:০:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ২
এষ পবিত্রে অক্ষরৎ সোমো দেবেভ্যঃ সুতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বা ধামান্যাবিশন্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবলাভায় ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অক্ষরৎ' (ক্ষরতি, আবির্ভবতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ধামানি' (স্থানানি, আশ্রয়স্থানানি, সাধকহৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'আবিশন্' (আবিশতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব দেবভাবলাভের জন্য পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সকল সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদিত করেন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ পবিত্রে 'অক্ষরন্' প্রবন্ 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'ধামানি' দেব-শরীরাণি 'আ বিশন্' প্রবিশন্ প্রবেষ্টমিত্যর্থঃ॥ (১০অ- ৪খ—১সূ - ২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১২৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্রতা পবিত্রতার অনুসরণ করে। পবিত্রতার মূল উৎস ভগবানের শক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কেই অন্বেষণ করে, সাধকের পবিত্র হৃদয়কেই আপনার প্রকৃত আধার বলিয়া মনে করে এবং তাহাতেই আবির্ভূত হয়। সাধক ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আপনার শক্তি নিয়োজিত করেন, তাঁহার হৃদয় আপনা হইতেই পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়েই অধিষ্ঠান করে। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে শুদ্ধসত্ত্ব সকল সাধকের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে' মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই সোম দেবগণের জন্য অভিষুত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে।" সোমরসকে পবিত্র নামক ছাকুনি দ্বারা শোধন করা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য—সেই সোমরস সমস্ত দেবগণ পান করিবেন। খুব ভাল কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে বস্তু দেবগণের সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইবে, দেবতাদের শক্তিতে পরিণত হইবে সেই বস্তুটী কি? তাহা কি মাদকদ্রব্য সোমরস? তাহা কি মাতালভোগ্য মদ? আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যে, দেবগণের বা দেবভাবের সহিত মাদকদ্রব্য সোমরসের কোন সম্পর্ক আছে? 'সোমরস' মত্ততাজনক বটে, তাহা পান করিলে মানুষ মাতাল হয় সত্য, কিন্তু তাহার নেশায় মানুষ চিরদিনের জন্য আপনহারা হইয়া যায়, অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করে। সেই পরমসুধা পান করিবার জন্য সাধকগণ চিরলালায়িত, দেবগণ সেই সুধাপানে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'সহস্রার চ্যুতামৃত তাঁর পদ বিগলিত'—সেই পরমবস্তু পান করিবার জন্যই দেব নর কিন্নর উন্মুখ হইয়া আছে। মানুষ আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই অমৃত-পান করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। রাজাধিরাজ আপনার রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী হয়—এই অমৃতলাভের আশায়। জগতের কোন বস্তু সেই অমৃত দিতে পারে না, কেবলমাত্র ভগবদারাধনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা মানুষ তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শাস্ত্রবাক্য—দেবগণ অমর। এই অমরত্ব মানুষও লাভ করিতে পারে, মানুষও অমর হইতে পারে। সেই অমৃতত্ব লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বামৃত পানে। যাঁহার মধ্যে একবিন্দু সেই সুধা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তিনিই চিরদিনের জন্য মায়ামোহাদির আক্রমণ অতিক্রম করিয়া চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়েন। তাঁহার পার্থিব সত্তা নামে মাত্র বর্ত্তমান থাকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন।

এই সেই 'সোমরস'—যাহার সম্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন, 'বিশ্বা ধামানি আবিশন্' সমগ্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। 'সোম' বলিতে যদি ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে, তাহা

হইলে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। (১০অ—৪খ—১সূ—২সা)॥ *

—-*-—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষঃ দেবঃ শুভায়তেঽধি যোনাবমর্ত্ত্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃত্রহা দেববীতমঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ' (অমরঃ, অমৃতস্বরূপঃ) 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবানাং আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, দেবানাং অপি আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'দেবঃ' (পরমদেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অধিযোনৌ' (স্থানে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'শোভায়তে' (শোভতু, অধিতিষ্ঠতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, অমৃতস্বরূপ, দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয় এই প্রসিদ্ধ পরমদেবতা অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'শুভায়তে'। কুত্র? 'অধিযোনৌ' স্বীয়ে স্থানে। কীদৃশ এষঃ? 'অমর্ত্ত্যঃ' অমরণধর্ম্মা 'বৃত্রহা' শত্রুহন্তা 'দেববীতমঃ' অতিশয়েন দেবানাং কাময়িতা॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১২৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শক্রহন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা', 'জ্ঞানাবরক রিপু' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভাষ্যাদিতে বহুস্থলে আমরা 'বৃত্র' নামক অসুরের গল্প পাইতেছি। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, 'বৃত্র' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল, সে জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিত, ইন্দ্র বজ্রনামক অস্ত্র দ্বারা সেই অসুরকে বিনাশ করেন। মন্ত্রে যখনই বৃত্রের উল্লেখ আছে, তখনই প্রায় সর্ব্বত্রই বৃত্রাসুর সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প ভাষ্যাদিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। পুরাণের আখ্যানসমূহ যে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা বুঝাইবার স্থান এ নহে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাতাগণ তাঁহাদের কল্পনানুযায়ী যে গল্পের অবতারণা করেন, তাহা দ্বারা বেদমন্ত্রের অর্থ বিকৃত হয় মাত্র। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ভাষ্যকার বৃত্রাসুরের কোনও গল্পের উল্লেখ না করিয়া, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবানই মানবের রিপুনাশক, পরমমঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ সর্ব্ববিধ মায়ামোহের আক্রমণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভগবানের পদছায়া পতিত হয়, তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ মলিনতা দূরীভূত হয়। ভগবানের 'চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে, স্তম্ভিত রিপুদলে বলে বোক্ তব জয়'। রিপুগণ তাঁহার মহিমায় বিধ্বস্ত হয়। তিনিই মানবের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক রিপুবিমর্দ্দক।

'দেববীতমঃ'—দেবগণেরও আকাঙ্ক্ষণীয়, দেবগণও তাঁহাকে পাইতে চাহেন। তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রক্ষক, মঙ্গলবিধায়ক। তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। সেই পরম মঙ্গলময় ভগবানের চরণেই সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন,—"হে ভগবন্! হে দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক এই পতিত অধমের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আপনি তো পতিতপাবন, কৃপা-বিতরণে এই পতিত অধমকে উদ্ধার করুন। আমি দুর্ব্বল, চারিদিকে শত্রুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। আমার এমন শক্তি নাই যে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি।, ওগো বৃত্রহা, ওগো শত্রুনিসূদন! কৃপা করিয়া আমাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করুন। আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আমি ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ধ্বনিই উত্থিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রে সোমরসের কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"এই মরণরহিত, বৃত্রঘ্ন, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন।" (১০অ—৪খ ১সূ-৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম ।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ । প্রথমং সূক্তং । চতুর্থং সাম ।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

এস বৃষা কনিক্রদদ্দশভির্জ্জামিভির্য্যতঃ ।

৩ ১ ২র

অভি দ্রোণানি ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'দশভিঃ জামিভিঃ' (মিত্রভূতৈঃ দশেন্দ্রিয়ৈঃ সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'যতঃ' (ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'বৃষ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'অভিদ্রোণানি' (হৃদ্রূপাণি পাত্রাণি অভি, লক্ষ্য, সাধকানাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'ধাবতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (১০অ—৪খ - ১সূ—৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

মিত্রভূত দশেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত হইয়া অভীষ্টবর্ষক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করতঃ সাধকদিগের হৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) । (০অ—৪খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা 'এষঃ' সোমঃ 'কনিক্রদৎ' শব্দং কুর্ব্বন 'দশভিঃ' 'জামিভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ 'যতঃ' ধৃতঃ দ্রোণানি' দ্রুমময়ানি পাত্রাণি 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

* * *

চতুর্থ (১২৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§:§:———

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণ ঐকান্তিক সাধনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। কয়েকটী পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

'জামিভিঃ' পদে ভাষ্যকার 'অঙ্গুলিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, উক্ত পদে ইন্দ্রিয়সমূহকে লক্ষ্য করে। 'দশভিঃ জামিভিঃ পদদ্বয়ে দশেন্দ্রিয়কে বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। যখন তাহারা আমাদের মঙ্গলজনক মোক্ষ সাধক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখন তাহারা পরম মিত্রের ন্যায় কাজ করে, আবার যখন সেই ইন্দ্রিয়ই অসৎ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, যখন পাপপথে পরিচালিত হয়, তখন তাহারাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সেই ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম দ্বারা আমরা ক্রমশঃ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে উপনীত হই। সাধকের সমস্ত শক্তি প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, সুতরাং সাধকগণের ইন্দ্রিয় ও তাহার মিত্রস্বরূপ হয় ('জামি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১০০সূ ১১ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জামি' শব্দের আরও একটী অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, তাহা - 'একত্রোৎপন্ন' অর্থাৎ জীবের সহিত একত্র জন্মে। মানুষ জন্ম হইতেই দশেন্দ্রিয় লাভ করে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত বস্তু। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাতে কর্ম্মপ্রেরণা পরিদৃষ্ট হয়। এই দিক দিয়াও 'জামিভিঃ' পদে 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' অর্থ গৃহীত হইতে পারে।

উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যতঃ পদের অর্থ করা হইয়াছে 'ধৃতঃ, উৎপাদিতঃ, ভাষ্যকার ও 'ধৃতঃ' অর্থ করিয়াছেন। তবে ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাহার মন্ত্রের ভাবধারা বিভিন্ন হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী অঙ্গুলিদ্বারা ধৃত সোম দ্রোণ কলসাভিমুখে গমন করিতেছেন।" (১০অ-৪খ-১সূ—৪সা) । *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১   ২র   ৩   ১ ২   ৩   ২ ৩   ১ ২

এষ সূর্য্যমরোচয়ৎ পবমানো অধি দ্যবি।

৩ ১ ২   ৩ ১র   ২র

পবিত্রে মৎসরো মদঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৎসরঃ' (পরমানন্দহেতুভূতঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'অধি দ্যবি' (দ্যুলোকং অধিকৃত্য, দ্যুলোকাধিপতিঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পবিত্রে'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(পবিত্রহৃদয়ে—বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) ভগবান্ ইত্যর্থঃ—'সূর্য্যং' (সূর্য্যদেবং, যদ্বা - জ্ঞানদেবং) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, উজ্জ্বলং করোতি, দীপ্তিসম্পন্নং করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎশক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ হি জগতঃ জ্ঞানালোকস্য মূলকারণং; সাধকাঃ তং পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দের হেতুভূত, পরমানন্দদায়ক, দ্যুলোকাধিপতি, পবিত্রকারক, পবিত্রহৃদয়ে বর্ত্তমান ভগবান্ সূর্য্যদেবকে (অথবা জ্ঞানদেবকে) দীপ্তিসম্পন্ন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎশক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বই জগতের জ্ঞানালোকের মূলকারণ; সাধকগণ সেই পরমধনকে লাভ করেন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'এষঃ' সোমঃ 'অধি দিবি' দ্যুলোকে স্থিতং 'সূর্য্যং' 'রোচয়ৎ' রোচয়তি। কীদৃশঃ? 'পবিত্রে' স্বয়ং দশাপবিত্রে স্থিতঃ, 'মৎসরঃ' মদ-হেতুং প্রাপ্তঃ, 'মদঃ' হৃষ্টঃ। 'অধিদিবি পবিত্রেমৎসরোমদঃ' - 'বিচর্ষণি, নিখা ধামানিবিশ্ববিৎ—ইতি পাঠৌ। ৫॥

* *

পঞ্চম (১২৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, - "স্বয়ং দশাপবিত্রমে স্থিত প্রসন্নতাদেনেওয়ালা আউর প্রসন্নরূপ ইয়াহ (এই) সংস্কার কিয়া জাতা হুয়া সোম দ্যুলোকমে স্থিত সূর্য্যকো দীপ্ত করতা হ্যায়।" সোমরস দশাপবিত্রের মধ্যেই আছে, অথচ তাহা সূর্য্যকে দীপ্তি দিতেছে—ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে,—সোমরস এই শক্তির অধিকারী হইল কিরূপে? পৃথিবীস্থিত তরল মাদকদ্রব্য একেবারে দ্যুলোকস্থিত সূর্য্যকে তেজ দান করিতেছে—এরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যার কি মূল্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মন্ত্রে অবশ্য সোমরসের কোন উল্লেখ নাই, ভাষ্যকার তাঁহার স্বকল্পিত ব্যাখ্যার জন্য এখানে সোমরসের অধ্যাহার করিয়াছেন। সেই জন্যই এরূপ অদ্ভুত অর্থ সম্ভবপর হইয়াছে।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের 'এষঃ' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনিই পরমানন্দের উৎস, পরমানন্দদাতা। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মানুষ অসীম অনন্ত সুখসম্পদের অধিকারী হইতে পারে। সেই আনন্দের বিরাম নাই, বিলয় নাই। তাই তিনি 'মৎসরঃ',

'মদঃ'। 'রস বৈ সঃ' রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তিনি। তাঁহাতে যাঁহার মন মজিয়াছে, সেই পরম-পুরুষের চরণে যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখযন্ত্রণার ভয় নাই, তিনি চিরদিনের জন্য 'ত্রিবিধদুঃখং, হেয়ং'-এর হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্তাভাবই সুখ। সেই আনন্দসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিলে দুঃখের আর ছায়ামাত্রও থাকে না। তাই ভগবানকে পরমানন্দদায়ক বলা হইয়াছে।

'অধি দ্যবি' পদের ভাষ্যার্থ 'দ্যুলোকে স্থিতং', এবং তাহা 'সূর্য্যং' পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমরা মনে করি, উক্ত পদদ্বয় ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এবং উহা ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। 'অধি দ্যবি' অর্থাৎ দ্যুলোক অধিকার করিয়া যিনি আছেন, যিনি দ্যুলোকের অধিপতি। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়ে ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমাদের ব্যখ্যার মূলভাবের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ভগবান্ স্বর্গের অধিপতি হইলেও মানবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সাধকের পবিত্রহৃদয়ই তাঁহার প্রিয় আসন। মন্ত্রে তাই মানুষকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন,—"ভয় নাই মানব, তিনি সপ্তস্বর্গের অধীশ্বর হইলেও তোমার হৃদয়েশ্বর হইতে পারেন। যিনি কেবলমাত্র আপনার মহিমায় বিরাজিত নহেন। তিনি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়েও আবির্ভূত হইতে পারেন। তুমি হৃদয় পবিত্র কর, তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত কর, তিনি তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন না।'

মন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে—"সূর্য্যং অরোচয়ৎ" পদদ্বয়ে। ভগবানের জ্যোতিঃ হইতেই বিশ্বের সমস্ত বস্তু দীপ্তি লাভ করে। তিনিই সর্ব্ববিধ আলোকের মূল উৎস। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৫সা)॥

—— * ——

ষষ্ঠং সাম।

(চতুর্থ খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।

৩১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এষ স্য্যেণ হাসতে সম্বসানো বিবস্বতা।
১ ২ ৩ ১র ২র
পতির্ব্বাচো অদাভ্যঃ॥ ৬॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টাবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সংবসানঃ' (সর্ব্বাচ্ছাদকঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'বাচঃ পতিঃ' (স্তোত্রাণাং অধিপতিঃ, আরাধনীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'বিবস্বতা' (দীপ্তিমতা, জ্যোতির্ম্ময়েন) 'সূর্য্যেণ' (জ্ঞানদেবেন) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসিতেভ্যঃ, রিপুজয়িভ্যঃ, রিপুজয়িনঃ ইত্যর্থঃ) 'হাসতে' (প্রদীয়তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। রিপুজয়িনঃ সাধকাঃ জ্ঞানসমন্বিতং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আরাধনীয়, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-দেবকর্তৃক রিপুজয়ীদিগকে প্রদত্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—রিপুজয়ী সাধকগণ জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'সংবসানঃ' সর্ব্বমপ্যাচ্ছাদয়ন্ 'বিবস্বতা' দীপ্তিমতা 'সূর্য্যেণ' 'হাসতে' পরিত্যজ্যতে পবিত্র ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ? 'বাচঃ' স্তুতি-লক্ষণায়াঃ 'পতিঃ' পালকঃ স্বামী বা 'অদাভ্যঃ' কেনাপ্যহিংস্যঃ। (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা)॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ষষ্ঠ (১২৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই শোধনকালীন সোম, সূর্য্যকর্তৃক পবিত্র দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন, সোম অত্যন্ত মদকর।" এই মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'সূর্য্যং অরোচয়ৎ' পদদ্বয়ের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, 'সোম সূর্য্যকে দীপ্তিমান্ করিয়াছিল'; আর এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—'সূর্য্যকর্তৃক দ্যুলোকে পরিত্যক্ত হন'। অবশ্য উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়, কারণ উহাতে 'বিবস্বতা' পদের অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারে সূর্য্য এবং সোম এই উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটা কি? আর সূর্য্য এবং সোমই বা কে? সোমকে বেদের কোন কোনও স্থলে "চন্দ্র" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহাই গ্রহণ করা যায়, তবে কি মনে করিতে হইবে, জ্ঞানভাণ্ডার বেদের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক কথা লিখিত আছে? 'সূর্য্যং অরোচয়ৎ'—'সোম অথবা চন্দ্র সূর্য্যকে দীপ্তিমান করে'—এ তথ্য কি অবৈজ্ঞানিক নহে? আবার বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখা যাইতেছে

যে, সূর্য্য সোমকে দ্যুলোকে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে পরিত্যাগ করেন। এখানে যদি সোম-শব্দে সোমদেব বা চন্দ্রকে বুঝায় তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় বটে, কিন্তু তাহাই মন্ত্রে মূলভাব বলিয়া মনে করি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক ইহার মধ্যে একটা সৃষ্টিতত্ত্বের খুব বড় একটা সত্যের সাক্ষাৎ পান। তাহা এই যে,—সূর্য্য হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা স্বীকার করেন। এই ধারণা যে ভ্রান্ত আমরা তাহা বলি না। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে ইহা অপেক্ষা গভীরতর সত্য নিহিত আছে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত পরিব্যক্ত হইয়াছে ॥ (১০অ—৪খ—১সূ—৬সা) ॥ ০

—:০:—

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এষ কবিরভিষ্টুতঃ পবিত্রে অধি তোশতে।

৩ ২উ ৩ ১ ২
পুনানো ঘ্নন্নপ দ্বিষঃ ॥ ১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অভিষ্টুতঃ' (সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ, সর্ব্বারাধনীয়ঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'এষঃ' (অয়ং শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অধিতোশতে' (অধিগচ্ছতি, সম্যক্‌রূপেণ গচ্ছতি) ; 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দ্বিষঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ; শুদ্ধসত্ত্বেন তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্‌রূপে গমন করেন ; পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্ত্বমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'কবিঃ' মেধাবী 'অভিষ্টুতঃ' অভিতঃ স্তুতঃ 'পবিত্রে অধি' দশাপবিত্রে অধি দশাপবিত্রমতীত্য 'তোশতে'। যদ্যপি তোশতির্ব্বধকর্ম্মা তথাহি হননে গতি-সদ্ভাবাৎ অত্র গতিমাত্রে বর্ত্ততে। গচ্ছতীত্যর্থঃ। অথবা 'পবিত্রে অধি' কৃষ্ণাজিনে 'তোশতে' হন্যতে পীড্যত ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'অপঘ্নন্' অপগময়ন্। 'দ্বিষঃ'—'স্রিধঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১২৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

— —— ::: ——

যেমন রোগ তেমনি ঔষধ চাই। মানুষের ভবব্যাধির মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সেই নিমিত্ত মানুষের পাপতাপ জরা-ব্যাধির কারণ—অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা। অজ্ঞানতা ও অপবিত্রতাই হৃদয়কে শত্রুপুরীতে পরিণত করে। মানুষ যখন অজ্ঞানতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, যখন তাঁহার হৃদয় পবিত্র হয়, তখন সেই পবিত্র হৃদয় হইতে রিপুগণও বিতাড়িত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আবার অজ্ঞানতা দূর হইলে রিপুর আশ্রয়ও ধ্বংস হয়। সুতরাং রিপুগণও হৃদয় হইতে পলায়ন করিতে থাকে। রিপুগণের এই পরাজয় সম্পূর্ণ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয়, তখন হৃদয়ের আনাচে-কানাচেও যে মলিনতার, কালিমার অঙ্কুর থাকে, তাহাও বিনষ্ট হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপঘ্নন্ দ্বিষঃ"—শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পাওয়া যায় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম কবি ও চারিদিক হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছেন।" ভাষ্যকারও মন্ত্রে সোমরসকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। কিন্তু শোধিত অথবা অশোধিত সোমরস কিরূপে শত্রুনাশ করিবে? সোমরসের শত্রুনাশিকা কি শক্তি আছে? বরং আমরা মনে করি, মাদকদ্রব্য দ্বারা মানুষের শত্রুবৃদ্ধি হয়, অধঃপতন হয়। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এষ ইন্দ্রায় বায়বে স্বর্জ্জিৎ পরি ষিচ্যতে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রে দক্ষসাধনঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দক্ষসাধনঃ' (শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তিবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্জ্জিৎ' (স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বায়বে' (আশুমুক্তিদায়কায় দেবায়, তৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে - সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'পরিষিচ্যতে' (পরিক্ষরতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সাধকাঃ হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ ৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিবিধায়ক, স্বর্গাধিপতি, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্তির জন্য, আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকগণ হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন।) ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'এষঃ' সোমঃ 'স্বর্জ্জিৎ' স্বর্গস্য সর্ব্বস্য বা জেতা 'ইন্দ্রায়' 'বায়বে' চ 'পবিত্রে' 'পরিষিচ্যতে' পরিস্রাব্যতে। কীদৃশ এষঃ ? 'দক্ষসাধনঃ' বলকারী। (১০অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে উহাকে সোমরসের গুণকীর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে।" 'স্বর্জ্জিৎ' পদে ভাষ্যকার 'স্বর্গস্য জেতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অনুবাদকার অর্থ করিয়াছেন—'সকলের জেতা'। এই 'জেতা' শব্দে কি ভাব দ্যোতনা করে? আমরা ভাষ্যেরই মূল ভাব রক্ষা করিয়া অর্থ করিয়াছি—"স্বর্গস্য জেতা, স্বর্গাধিপতিঃ"—স্বর্গকে জয় করিয়া যিনি স্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন। আমরা মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা-প্রখ্যাপক-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে এই বিশেষণের সার্থকতা আছে। শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গের অথবা সকলের জেতা বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌ই স্বর্গের অধিপতি। জগতের সকলের হৃদয়াধিপতি। তাঁহার শক্তির প্রতি 'স্বর্জ্জিৎ' বিশেষণ উপযুক্তরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত বিশেষণ কি সোমরসের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? সোমরস নামক মদ্য কি স্বর্গের অথবা লোকসমূহের অধিপতি? আমরা কিরূপে মনে করিতে পারি যে, একটা মাদক-দ্রব্যকে স্বর্গের অধিপতি বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছে?

অধিকন্তু 'এষঃ' পদের 'দক্ষসাধনঃ' বিশেষণও আছে। 'দক্ষসাধনঃ' অর্থ বলকর। যাহা মানুষকে বল দেয়। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য কি সত্য সত্যই মানুষকে বল দেয়? অথবা ভাষ্যকার মদের সাময়িক উত্তেজক গুণকে লক্ষ্য করিয়াছেন? কিন্তু তাহা তো প্রকৃত বল নয়, সে যে দুর্ব্বলতার চরমসীমা। ক্ষণিক উত্তেজনার পরেই যে মৃত্যুজনক অবসাদ আসে! সুতরাং সোমরসকে 'দক্ষসাধনঃ' অথবা বলকারক বলা যায় না। আর যদি ইহা স্বীকারই করা যায় যে, মদের দ্বারা শক্তিলাভ করা যায়, তবে প্রশ্ন উঠে—সে কি শক্তি? ক্ষণভঙ্গুর দেহের একটু শক্তি-মাত্র। এ শক্তির মূল্য কি? দুদিনের শারীরিক শক্তি, শরীরের সঙ্গেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

প্রকৃত শক্তি তাহা, যাহা মানুষকে অবিনশ্বরত্ব দেয়, যাহা আত্মাকে উন্নত করে, মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যে শক্তি কখনও ক্ষয় হইবে না, যে শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া মানুষকে অনন্ত শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, যে শক্তির দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই শক্তিই মানুষের প্রকৃত কাম্যবস্তু। শুদ্ধসত্ত্বই সেই শক্তি, যাহা লাভ করিলে মানুষ আপনাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবার শক্তি লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করায়। তাই বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্রায় বায়বে পরিষিচ্যতে'—ইন্দ্র ও বায়ুদেবের জন্য ক্ষরিত হয়েন, আবির্ভূত হয়েন। কোথায়? 'পবিত্রে'—সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারাই এই পরমবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

মন্ত্রে 'ইন্দ্রায়' ও 'বায়বে' দুইটী পদে প্রকৃতপক্ষে দুইজন দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে না—কারণ দেব বহু নহেন, দেবতা এক। সেই এক দেবতারই বিভিন্ন রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্ররূপে তিনি ধন ও শক্তির অধিপতি, আবার বায়ুরূপে তিনি আশুমুক্তিদাতা। মুক্তি ও শক্তিলাভের জন্য সাধক ভগবানের এই উভয়বিধ বিভূতির শরণ গ্রহণ করিতেছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করা প্রয়োজন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৫খ—১সূ—২সা)॥ ০

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১র ২র ৩ ২
এষ নৃভির্বিনীয়তে দিবো মূর্দ্ধা বৃষা সুতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো বনেষু বিশ্ববিৎ॥ ৩॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ, দ্যুলোকপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বিশ্ববিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) তেষাং 'বনেষু' (বননীয়েষু, জ্যোতির্ম্ময়েষু—হৃদয়েষু ইতি যাবৎ) 'বিনীয়তে' (বিশেষেণ নীয়তে, উৎপাদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অভীষ্টবর্ষকং, মোক্ষপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকপ্রাপক, অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বজ্ঞ, বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম-সাধকগণের দ্বারা তাঁহাদিগের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অভীষ্টবর্ষক মোক্ষ-প্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'বিনীয়তে' বিবিধং নীয়তে। কীদৃশঃ? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'মূর্দ্ধা' শিরোবৎ প্রধানভূতঃ 'বৃষা' অভিমত-বর্ষকঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ। কুত্র নীয়তে? 'বনেষু' বননীয়েষু পাত্রেষু বন-সম্ভূত-দ্রুমবিকারেষু বা পাত্রেষু 'বিশ্ববিৎ' সর্ব্বজ্ঞ এষ ইতি সমন্বয়ঃ॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম মঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'দিবঃ মূর্দ্ধা'—অর্থাৎ দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ। জীবদেহের মধ্যে মস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মস্তকের আদেশানুসারেই পরিচালিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই মস্তকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কাহার মস্তক?—দ্যুলোকের অর্থাৎ স্বর্গের। ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক যাহা, তাহারই মস্তক। কিন্তু এই 'দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ' বলাতে কি ভাব প্রকাশিত হইতেছে? ত্রিলোকের মধ্যে দ্যুলোক সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রলোক। স্বর্লোক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার। শুদ্ধসত্ত্বকে সেই পবিত্রতার শীর্ষস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুলোকস্য শিরোবৎ প্রধানভূতঃ"। আমরাও সেই অর্থ সঙ্গত মনে করি। কিন্তু 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে। সেই ভাবটী এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব মোক্ষপ্রদায়ক।

মানুষ মোক্ষলাভ করিতে চায়। কিন্তু কোন বস্তু চাহিলেই তো আর পাওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনা করা চাই, নিজেকে উপযুক্ত করা চাই। মোক্ষলাভের জন্য আন্তরিক সাধনা ও হৃদয়ের পবিত্রতা একান্তই প্রয়োজন। মোক্ষলাভের জন্য যে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সাধকের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বন্ধে 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ ধন, পরম সম্পদ। স্বর্গে যে রত্নরাজি আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই উক্ত পদদ্বয়ের অর্থ। মানুষ অতি সাধারণ তুচ্ছ ধনের জন্য লালায়িত। সে সামান্য একটা কাণাকড়ি পাইলে কত সন্তুষ্ট হয়, মনে করে বুঝি বা বিশ্বের ঐশ্বর্য্য আমার করতলগত হইতে চলিয়াছে। এই মন্ত্রে মানুষকে প্রকৃত ধনের একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "মানুষ! তুমি অতি তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল, সামান্য ধনরত্ন পাইলেই তুমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর। কিন্তু তুমি যে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পার, অক্ষয় কুবের-ভাণ্ডার যে তোমার চরণতলে লুটাইতে পারে, তাহা কি তুমি জান? স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ তুমি অনায়াসেই

লাভ করিতে পার, তোমার মধ্যে তাহা লাভ করিবার শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিকে বিকশিত কর, অনায়াসেই তুমি সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারিবে। সাধকগণ তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন; তুমি পারিবে না কেন? দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠতম বস্তু তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে—তুমি সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।" মন্ত্রান্তর্গত 'দিবঃ মূর্দ্ধা' পদদ্বয়ের মধ্যে এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাধকগণ 'দিবঃ মূর্দ্ধা'—এই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন, সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রকারান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

এই পরম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন—সাধকগণ। তাঁহারা সাধনাবলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারাও তো মানুষ! সুতরাং মানুষমাত্রেই সাধনা দ্বারা তাঁহাদের শক্তি লাভ করিতে পারেন। এই দিক দিয়াও মন্ত্রের মধ্যে উদ্বোধনের ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল—"এই সোম মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি দ্যুলোকের মস্তক, অভিবুত মনোহর পাত্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন।" (১০অ-৫খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— (*) ——

চতুর্থং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
এষ গব্যুরচিক্রদৎ পবমানো হিরণ্যয়ুঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণীব্যাখ্যা।

'গব্যুঃ' (অস্মাকং গাঃ ইচ্ছন্, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'হিরণ্যয়ুঃ' (অস্মাকং হিরণ্যং ইচ্ছন, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'সত্রাজিৎ' (সর্ব্বেষাং জেতা) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইতি ভাবঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, শব্দং করোতি, সাধকেভ্যঃ জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি —ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক, পবিত্রকারক, পরমধনদাতা, সকলের জেতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান এবং পরমধন লাভ করেন।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৪সা)॥

সায়ণভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি। কথম্ভূতঃ সন্? 'গব্যুঃ' অস্মাকং গা ইচ্ছন্, 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যানীচ্ছন্ 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ সন, 'সত্রাজিৎ' মহতঃ শত্রোরসুরাদের্জেতা, অস্তৃতঃ স্বয়মন্যৈরহিংস্তশ্চ সন। (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)।

* . *

চতুর্থ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন-প্রসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ভগবন্মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞান প্রদানও করেন। দুই দিক দিয়া এই ভাব-সম্বন্ধে অনুধাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবৎ-শক্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান—এই দুইটী পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত অথবা একটী অন্যটীর অনুগামী। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে ক্রমশঃ সেখানে জ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানদায়ক বলা যায়। তাহা ছাড়াও অন্যদিক দিয়া বিষয়টী বিবেচনা করা যাইতে পারে। ভগবৎশক্তি ভগবানেরই দ্যোতক; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবানই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং "ইন্দুঃ অচিক্রদৎ" বলাতে সেই ভগবন্মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান্ যে শুধু আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন তাহা নয়, তিনি আমাদিগকে পরমধনও প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। তিনি 'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ'। ভগবানের নিজের কোনও শত্রু নাই, তিনি অজাতশত্রু। তাহাই যদি হয় তবে তিনি কাহাকে জয় করেন? একথা বলা যাইতে পারে—'সত্রাজিৎ' এবং 'অস্তৃতঃ' পদদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয় কি? আপাততঃ পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়। ভগবান্ নিজে

অজাতশত্রু সত্য, কিন্তু তিনি মানবের রিপুশত্রু নাশ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল মানুষ রিপুর আক্রমণে বিব্রত; সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ভগবান দয়া করিয়া আপনার অদম দুর্ব্বল সন্তানকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন, তাহার রিপুনাশ করেন। তাই তিনি 'অশত্রুঃ' হইয়াও 'সত্রাজিৎ'।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা হইতেই প্রচলিত মত-সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যাইবে,—"এই সোম আমাদের গো-হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশত্রুর জেতা এবং স্বয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন।" (১০অ ৫খ—১সূ—৪সা)॥

পঞ্চমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২

এষ শুষ্ম্যসিষ্যদদন্তরিক্ষে বৃষা হরিঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২

পুনান ইন্দুরিন্দ্রমা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অন্তরিক্ষে' (দ্যুলোকে—স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ' (আভিমুখ্যেন) 'অসিষ্যদৎ' (স্যন্দতে—গচ্ছতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকান ভগবন্তং প্রাপয়তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৫খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষক পাপহারক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে স্থিত ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিমুখে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে ভগবৎপ্রাপ্ত করান।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—৫সা।)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুষ্মী' বলবান্ সোমঃ 'অন্তরিক্ষে' দশাপবিত্রে 'অসিষ্যদৎ' স্যন্দতে। কীদৃশ এষঃ? 'বৃষা' বর্ষকঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ, 'পুনানঃ' পূয়মানঃ, 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ, স এব 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রঞ্চাপি; গচ্ছতীতি শেষঃ। 'আ'—ইতি চার্থে। (১০অ—৫খ—১সূ ৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১২৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ ভগবচ্চরণ লাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়। মন্ত্রের যে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—"এই বলবান্ সোম অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষপ্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী মন্ত্রের অনুযায়ী তো নহেই, ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত এই অনুবাদের মিল নাই। ব্যাখ্যার শেষভাগ—"দীপ্ত ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছেন।" এখানে 'দীপ্ত' পদ ইন্দ্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের কোথায়ও দীপ্তিবাচক কোনও পদ নাই। অনুবাদকার এই 'দীপ্ত' শব্দ কোথায় পাইলেন? এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতেও অনুবাদকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তাহার সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সোম অন্তরীক্ষে গমন করিবে কিরূপে? তরল পদার্থ কি উর্দ্ধপথে ধাবিত হয়? ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে সম্ভবতঃ সোমরসের উর্দ্ধমার্গে গমনের অসম্ভাব্যতার বিষয় তাঁহার স্মরণ হইয়াছিল, তাই তিনি এখানে অন্তরীক্ষে পদের অর্থ করিয়াছেন—'দশাপবিত্রে', অর্থাৎ ব্যাখ্যাতার প্রয়োজনমত সকল শব্দই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই এক 'অন্তরীক্ষ' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র' 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে দশাপবিত্রে পৌঁছিয়াছে! অবশ্য মন্ত্রের যখন সোমরসাত্মক অর্থ করিতে হইবে, তখন মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহেরও তো তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করা দরকার! প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতাই এক পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিম্নে এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"মনোরথপূরক আউর হরেবর্ণকা পবিত্র করনেওয়ালা দীপ্তিমান বলবান্ ইয়াহ সোম দশাপবিত্রমে টপকতা হ্যায়, ইন্দ্রকোভী আদরকে সাথ পহুঁচতা হ্যায়।" যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ-৫খ—১সূ—৫সা) *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এষ শুষ্ম্যদাভ্যঃ সোমঃ পুনানো অর্ষতি।

৩ ১ ২ ৩ ২

দেবাবীরঘশꣳসহা ॥ ৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষ্মী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবাবীঃ' (দেবানাং, দেবভাবানাং অবিতা, রক্ষকঃ, দেবভাববর্দ্ধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অঘশংসহা' (পাপপ্রবণতানাশকঃ, পাপনাশকঃ) 'এষঃ' (অয়ং, প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ - ৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, পরম আকাঙ্ক্ষণীয়, পবিত্রকারক, দেবভাববর্দ্ধক, পাপনাশক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম আকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি)।। (১০অ—৫খ—১সূ—৬সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষঃ' সোমঃ 'শুষ্মী' বলবান্ 'অদাভ্যঃ' অদম্ভনীয়ঃ অহিংসনীয়ঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অর্ষতি' গচ্ছতি 'দেবাবীঃ' দেবানামবিতা 'অঘশংসহা' অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা ॥ ৬ ॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* . *

ষষ্ঠ (১২৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রতি যে কয়েকটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইগুলি একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা উচিত।

শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে,—'দেবাবীঃ' এবং 'অঘশংসহা'। 'দেবাবীঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'দেবানাং অবিতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের রক্ষক। শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাদিগকে রক্ষা করে, ইহা হইতে ভাব আসে যে—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের প্রবর্দ্ধক। মানুষের মধ্যে যে দেবভাব সুপ্ত থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে তাহা বর্দ্ধিত হয়। মানুষ ক্রমশঃ দেবত্বের পথে চলিতে থাকে। তাই শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাববর্দ্ধক—'দেবাবীঃ'।

দেবত্ব ও অসুরত্ব, পাপ ও পুণ্য একত্র থাকিতে পারে না। আলো ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকে না, দেবভাবও পাপ তেমনি একত্র থাকে না—থাকিতে পারে না। তাই শুদ্ধসত্ত্ব কেবলমাত্র 'দেবাবীঃ' নয়, তাহা 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপপ্রবণতানাশকও বটে। 'অঘশংসহা' পদের ভাষ্যার্থ—'অঘান্ শংসন্তীত্যঘশংসাঃ তেষাং বা হন্তা' অর্থাৎ যাহা পাপের প্রয়োচক, যাহা মানুষকে পাপপথে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাই অঘশংসা, অর্থাৎ পাপপ্রবর্ত্তক বা পাপপ্রবণতা। সেই পাপপ্রবণতা বা পাপপথের উত্তেজক মূলকারণ বিনষ্ট হইলে, পাপও দূরীভূত হয়। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে 'অঘশংসহা' অর্থাৎ পাপনাশক বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব পাপনাশকও বটে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের উদ্বোধক। দেবভাব জাগরিত হইলে পাপ দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ—৫খ-১সূ-৬সা)।*

—•—

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২ ৩ ১ ২
স সুতঃ পীতয়ে বৃষা সোমঃ পবিত্রে অর্ষতি।
৩ ১র ২র ৩ ২
বিঘ্নন্ রক্ষাꣳসি দেবয়ুঃ ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'দেবয়ুঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়—ভগবতঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'রক্ষাংসি' (রিপূন্) 'বিঘ্নন' (বিনাশয়ন) তেষাং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'অর্ষতি'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(গচ্ছতি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ রিপুনাশকং ভগবৎপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের গ্রহণের জন্য সাধকদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করতঃ তাঁহাদিগের পবিত্রহৃদয়ে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ রিপুনাশক ভগবৎপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।) ॥ (১০অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'পীতয়ে' ইন্দ্রাদিপানায় 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'বৃষা' বর্ষণঃ সন্ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'রক্ষাংসি' 'নিঘ্নন্'। 'দেবয়ুঃ' দেবকামঃ স ইত্যন্বয়ঃ। ১ ॥

* * *

প্রথম (১২৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(ইন্দ্রাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিলাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাভিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন।" 'পবিত্র' শব্দের প্রচলিত অর্থ দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি। এই ছাঁকুনিতে সোমলতার রস ছাঁকা হইত বলিয়া একটী মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই মতেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সোমরসকে যেন সোমলতা হইতে বাহির করিয়া দশাপবিত্রে ছাঁকিবার জন্য ঢালা হইতেছে এবং তৎকালীন সোমরস দৃষ্টে যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে।

প্রচলিত মত-সম্বন্ধে এতটুকু না হয় বুঝা গেল। কিন্তু সেই সোমরস 'দেবয়ুঃ' অর্থাৎ 'দেবকামঃ' হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ হয় তো উত্তর দিবেন - সোমরস দেবতাদিগের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়, সুতরাং প্রস্তুতকারকের ভাবটা প্রস্তুত দ্রব্যের উপর আরোপিত হওয়ায় সোমরসকেই 'দেবকামঃ' বলা হইয়াছে। একথার কোন উত্তর না দিয়া শুধু বলা যাইতে পারে, আচ্ছা তাহা না হয় গ্রহণ করা গেল, কিন্তু 'রক্ষাংসি নিঘ্নন্' পদদ্বয় সোমরস সম্বন্ধে কিরূপে প্রয়োগ করা যায়? সোমরস দেবতার জন্য না হয় প্রস্তুত হইল, দশাপবিত্রেও না হয় গেল; কিন্তু তাহা 'রাক্ষস' অথবা 'শত্রু' বিনাশ করে কিরূপে? সোমরস কি এত বড় প্রকাণ্ড যোদ্ধা যে, দশাপবিত্রে যাইতে যাইতে সে রাক্ষস প্রভৃতি বিনাশ করে? তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের মধ্যে এই অপূর্ব্ব শক্তি কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে?

তাই আমাদের মত এই যে, মন্ত্র এখানে মাতালভোগ্য কোন মাদকদ্রব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, এখানে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সোমরসই মানুষকে পরমশক্তি দান করে- রিপুগণের হাত হইতে উদ্ধার করেন। ইহাই মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১০অ - ৬খ – ১সূ ১সা)॥

—— * – ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)*

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
স পবিত্রে বিচক্ষণো হরিরর্ষতি ধর্ণসিঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২
অভি যোনিং কনিক্রদৎ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (প্রাজ্ঞঃ, প্রজ্ঞাদায়কঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'ধর্ণসি' (ধারকঃ, বিশ্বধারকঃ) 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি, আবির্ভবতি ইত্যর্থঃ); সঃ পরমদেবঃ 'অভি যোনিং' (যোনিং, স্থানং অভিলক্ষ্য, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'কনিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি; সঃ পরমদেবঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (১০অ – ৬খ—১সূ – ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক পাপহারক বিশ্বধারক ভগবান্ সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; সেই পরমদেব আমাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সঃ' সোমঃ 'বিচক্ষণঃ'। পশ্যতি-কর্ম্মৈতৎ (নিঘ০ ৩।১১৩)। সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'ধর্ণসিঃ' সর্ব্বস্য ধারকঃ 'পবিত্রে' 'অর্ষতি' গচ্ছতি, পশ্চাৎ 'কনিক্রদন' শব্দং কুর্ব্বন্ 'যোনিং' স্থানং দ্রোণকলশং 'অভি' গচ্ছতি॥ (১০অ—৬থ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের অপার করুণার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তারপর এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই সোম সর্ব্বদর্শী, হরিৎবর্ণ, সকলের ধারক। তিনি পবিত্রে ধৃত হয়েন এবং পরে শব্দকরতঃ দ্রোণকলসে গমন করেন।" মন্ত্রটী প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এবার দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া সোমরস দ্রোণকলসে যাইতেছেন। সোমরস প্রচলিত মতানুসারেই সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইলেও এখানে ব্যাখ্যানুসারে হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছেন! শুধু তাই নয়-সোমকে সর্ব্বদর্শী বলা হইয়াছে। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সর্ব্বদর্শী হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া সোমরস সর্ব্বদর্শী হয় কিরূপে? কেবল যে সর্ব্বদর্শী তাহা নয়, সোমরস সকলের ধারকও বটে। অর্থাৎ সোমরসই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, অথবা সমগ্র বিশ্বই সোমরসের প্রভাবে বিধৃত আছে। একটা সামান্য মদ্য-সম্বন্ধে এতটা কল্পনার উচ্ছ্বাস আসে বলিয়া মনে হয় না। আর সোমরস-সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রযুক্তও হইতে পারে না।

আমরা মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমার চিত্রই দেখিতে পাই। তিনি কৃপা করিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সেই পরমদয়াল দেবতার চরণেই পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১০অ-৬থ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

স বাজী রোচনং দিবঃ পবমানো বি ধাবতি।

৩ ১র ২র৩ ১ ২

রক্ষোহা বারমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বাজী' (বলবান, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'রক্ষোহা' (রক্ষোনাশকঃ, রিপুনাশকঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'রোচনং' (রোচকং, দীপ্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বারয়ব্যয়ং' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি ধাবতি' (বিশেষেণ গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ দিব্যজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ।)॥ (১০অ—৬খ - ১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, রিপুনাশক পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকের দীপ্তিদায়ক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হযেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সঃ' 'বাজী' বেজনবান অশ্ব-স্থানীয়ঃ 'দিবঃ' 'রোচনং' রোচকঃ 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'বিধাবতি'। কীদৃশঃ? 'রক্ষোহা' রক্ষসাং হন্তা, 'অব্যয়ং বারং' দশাপবিত্রং অতীত্য বিধাবতি বিবিধং গচ্ছতি। 'রোচনং'—'রোচনা' - ইতি পাঠো॥ (১০অ ৬খ ১সূ—৩সা)

* * *

তৃতীয় (১২৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রখ্যাপনই মন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। যেখানে জ্ঞান সেখানে সত্যের জ্যোতিঃ, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব এই উভয়টী অবিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

'বারমব্যয়ং' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এই জ্ঞানের একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক বা স্বর্গের দীপ্তিস্বরূপ। এই বিশেষণের ভাবার্থ কি তাহা একটু প্রণিধান করা যাউক।

'দিবঃ রোচনং' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'দিবঃ রোচকঃ'। ভাষ্যকার এই পদদ্বয়কে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। অবশ্য এটী যে অসঙ্গত তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু পুংলিঙ্গ শুদ্ধসত্ত্বের ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগের কোন কারণ দেখা যায় না। ক্লীবলিঙ্গ জ্ঞান-শব্দেরই উহা উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানই 'দিবঃ রোচনং' অর্থাৎ স্বর্গের দীপ্তিদায়ক। সকল জ্যোতির মূল জ্ঞানজ্যোতিঃ। জ্ঞানই

বিশ্বে জ্যোতিঃ দান করে। ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি – জ্ঞান। জ্ঞানবলেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, জ্ঞানবলেই তাহা বিধৃত আছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র স্বর্গের জ্যোতিঃস্বরূপ তাহা নয়, উহা সমগ্র বিশ্বের জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিতে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"বেগবান স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ শোধনকালীন সোম রাক্ষসগণের হন্তা হইয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন॥ (১০অ ৬খ –১সূ –৩সা)॥০

—— * ——

চতুর্থং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ১২
স ত্রিতস্যাধি সানবি পবমানো অরোচয়ৎ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
জামিভিঃ সূর্য্যং সহ॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ত্রিতস্য' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাং প্রাপ্তস্য সাধকস্য) 'অধি সানবি' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে) 'জামিভিঃ' (বন্ধুভূতৈঃ সদ্বৃত্তিনিবহৈঃ – ইতি যাবৎ) 'সহ' 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অরোচয়ৎ' (রোচয়তি, প্রকাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ তীক্ষ্ণং করোতি – ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৬খ–১সূ ৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কর্ম্মসাধনে বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিনিবহের সহিত জ্ঞানকে প্রকাশিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানজ্যোতিকে তীক্ষ্ণ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৪সা)॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'ত্রিতস্য' মহর্ষেঃ 'অধিসানবি' সমুচ্ছ্রিতে যজ্ঞে। অদীতি সপ্তমার্থানুবাদী। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ 'জামিভিঃ' প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা সুতেজোভিঃ 'সহ' সাহিতঃ সন্ 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ৎ' প্রকাশিতবান্। (১০অ ৬খ—১সূ—৪সা)।

• • •

চতুর্থ (১২৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

উচ্চস্তরের ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের সৌভাগ্য বর্ত্তমান মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। আমরা প্রথমে প্রচলিত মতের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া পরে আমাদের ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনা-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই, "সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন।"

প্রথমেই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রের কোথায়ও সোমরসের কোন উল্লেখ নাই; এবং মন্ত্রের ভাব হইতেও সোমরসের কল্পনা আসিতে পারে না। প্রচলিত ব্যাখ্যাটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাখ্যায় সোমরসের অধ্যাহার করায় ভাবসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার সোমরস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছেন। সেটা কি? তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সোমরস সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। কিরূপে? 'ত্রিত' নামক একজন ঋষির উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া অর্থাৎ পবিত্রতা লাভ করিয়া। তারপর কেবলমাত্র তাহাই নয়—বন্ধুগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করেন। এই বন্ধু কে, বা কাহার বন্ধু তাহা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা হইতে জানিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'জামিভিঃ' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রবৃদ্ধৈঃ বন্ধুভূতৈর্ব্বা সুতেজোভিঃ" অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ অথবা বন্ধুভূত সুতেজের সহিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তেজকেই ব্যাখ্যার 'বন্ধু' শব্দে লক্ষ্য করে। সুতরাং ব্যাখ্যার শেষাংশের মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে, সোমের দ্বারাই সূর্য্য ও সূর্য্যতেজ প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন এই—সোমরস সূর্য্যকে অথবা সূর্য্যতেজকে প্রকাশিত করে—এই বাক্যের কোন সদর্থ পাওয়া সম্ভবপর কি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সোমরস এক-প্রকার তরল মাদকদ্রব্য। সোমলতা নামক লতাবিশেষের রস হইতে উহা প্রস্তুত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সোমরস প্রস্তুতের প্রণালীও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সোমরস কোন দৈবশক্তিসম্পন্ন বস্তু বলিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকার-গণের ধারণা নয়। তাঁহাদের মত এই যে, সোমরস একটা মাদকদ্রব্য, হয়তো বা বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল মদ্য দেখিতে পাই তাহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর কোনও মাদকদ্রব্য হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ তাহা মাদকদ্রব্য নিশ্চয়। প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আচ্ছা; সোম বলিতে যদি মাদকদ্রব্য মদ্যকেই বুঝায় তবে তাহা

সূর্য্যকে প্রকাশিত করে কিরূপে? পৃথিবীর চেয়ে মস্ত অন্তরীক্ষস্থ সূর্য্যকে কিরূপে তেজোবান্ করিতে পারে? মন্ত্রের সোমরসের এমন কি শক্তি থাকিতে পারে যে, সে সূর্য্যকে তাহার বন্ধুভূত তেজোরাশির সহিত জগতে প্রকাশিত করিবে? সোমরস প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি সূর্য্য তেজোবিহীন ছিলেন? সোমরস প্রস্তুত হইবার পরেই কি সূর্য্যদেব তেজোসম্পন্ন হইলেন? এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ কেহই গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ব্যাখ্যাকার হয়তো বলিবেন—'প্রকাশ করার' একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেই অর্থ এই নয় যে, সূর্য্য সোমরসের দ্বারা তেজোসম্পন্ন হইয়াছেন; বরং তাহার ভাব এই যে, সোমরসের দ্বারা সূর্য্য অধিকতর উজ্জ্বল হয়েন। কিন্তু এই বিশেষ অর্থদ্বারাও ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্য-দোষ পরিহার করা যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মধ্যে ভাবের অসঙ্গতি দোষ তো আছেই, তাহা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার কোন সদর্থ পাওয়া যায় না। যদি 'সোম' বলিতে সোমরস ব্যতীত অন্য কোন ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে বুঝায়, অথবা সূর্য্যপদে যদি প্রচলিত ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে হয়তো বা উপরের উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের কোন সদর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

শুধু তাই নয়। মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতে 'ত্রিত' নামক জনৈক ঋষির উল্লেখ আছে। ত্রিত নামক জনৈক ঋষির যজ্ঞে পবিত্র হইয়া যেন সোমের এই অপূর্ব্ব শক্তিলাভ হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, ত্রিত নামক ঋষি খুব বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই যজ্ঞে সোম পবিত্র হয়েন। অর্থ যাহাই হউক না কেন, নিত্য বেদমন্ত্রের মধ্যে অনিত্য অবিনশ্বর মানুষের বা তাহার কার্য্যকলাপের কোনও উল্লেখ সম্ভবপর নয়। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার ধারণা এই যে, 'ত্রিত' নামক একজন ঋষি ছিলেন এবং মন্ত্রে তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নিত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার উল্লেখ থাকা অসম্ভব।

আর বাস্তবিকপক্ষে মন্ত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। 'ত্রিত' শব্দে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয় নাই—উক্ত শব্দে ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধককে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেও এই 'ত্রিত' শব্দ পাইয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় বর্ত্তমান স্থলেও ঐ শব্দ দ্বারা উচ্চস্তরের সাধককে লক্ষ্য করে। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যউক।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা সমগ্র বিশ্বে এই ত্রিগুণ অনুস্যূত আছে। জড়তা, অলসতা, হীনতা প্রভৃতি জড়গুণের পরিচায়ক। ঔদ্ধত্য, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি রজোগুণের ফল। আবার সত্ত্বভাবের দ্বারা মানুষের মধ্যে শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্ভাবের বিকাশ হয়। বাস্তব জগতে এই তিন গুণের ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সাধারণ অবস্থায় এই ত্রিগুণের অধীন থাকে। সুতরাং এই ত্রিগুণজনিত বিভিন্ন ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

মানুষের মধ্যে ঐশীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। সেই শক্তির প্রেরণায় মানুষ

আপনার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষ সাধনা দ্বারা নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণকেই সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করা যায়। কারণ তমঃই মানুষকে সংসার-পাশে, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর পাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু অন্য দুইগুণও বন্ধনের পক্ষে কম কঠিন নয়। তবে সত্ত্বভাব যখন অন্য দুই গুণের বেড়াজাল হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহা সাধককে উন্নতির পথে লইয়া যায়। কিন্তু তবুও শুদ্ধসত্ত্বের উপরেও আর একটা স্তর আছে। সেই স্তর ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ সাধক তখন ত্রিগুণের প্রকৃতির উপরে চলিয়া যান। তখন প্রকৃতি সাধককে আপনার মোহজালে আবদ্ধ করিতে পারে না। এই উচ্চস্তরকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলা হইয়াছে। যিনি এই উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 'ত্রিতঃ'। মন্ত্রের মধ্যে এই উন্নত সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'পবমানঃ' শব্দে পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত সাধক যখন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ে পরাজ্ঞান সমুদিত হয়। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। 'সূর্য্যং' পদে জ্যোতিষ্কসূর্য্যকে বুঝাইতেছে না। উক্ত পদের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ তির আধার জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে জ্ঞানকেও আনয়ন করে— উজ্জ্বলতর করে। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১০অ-৬খ ১সূ-৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
স বৃত্রহা বৃষা সুতো বরিবোবিদদাভ্যঃ।

২ ৩ ১ ২
সোমো বাজমিবাসরৎ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (রিপুনাশকঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বরিবোবিৎ' (যষ্টুঃ ধনস্য লম্ভকঃ, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'অদাভ্যঃ' (অহিংসনীয়ঃ, অজাতশত্রুঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'বাজমিব' (সংগ্রামাশ্বতুল্যঃ, দ্রুতগতিসম্পন্নঃ ইব, আশুমুক্তি-দায়কঃ দেবঃ ইব, যদ্বা—আত্মশক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব-ইতি ভাবঃ) 'অসরৎ' (গচ্ছতু, প্রাপ্নোতি-সাধকং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ আশুঃ পরমধন-দায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে-ইতি ভাবঃ। (১০অ-৬খ-১সূ ৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, অভীষ্টবর্ষক, পরমধনদাতা, অজাতশত্রু, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আশুমুক্তিদায়ক (অথবা আত্মশক্তিদায়ক) দেবতার ন্যায় সাধককে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ আশু পরমধনদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'বৃত্রহা' শত্রূণাং হন্তা 'বৃষা' বর্ষকঃ 'স্তুতঃ' অভিষুতঃ 'বরিবোবিৎ' যষ্টৃষ্কনস্য লম্ভকঃ 'অদাভ্যঃ' অন্যৈরহিংসনীয়ঃ; এবংগুণঃ সন 'বাজমিব' সংগ্রামাশ্বইব 'অসরৎ' গচ্ছতি কলশং। (১০অ—৬খ—১সূ-৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১২৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী 'সোমঃ' পদ আছে; সুতরাং ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য পদেরও তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই প্রচলিত মতে মন্ত্রের ব্যাখ্যা দাঁড়াইয়াছে,—"(অশ্ব যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ বৃত্রঘাতী অভিলাষপ্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন।"

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা আছে—'বাজমিব' অর্থাৎ সংগ্রামাশ্বতুল্য। এখানে সংগ্রাম বা যুদ্ধের কোনও কথা নাই, সুতরাং এই তুলনার বিশেষ কোনও অর্থ আছে মনে করিতে হইবে। মন্ত্রের মূল শব্দ 'বাজং'। উহার সাধারণ অর্থ—শক্তি। প্রচলিত অর্থ সংগ্রামাশ্বও গৃহীত হইয়া থাকে যখন 'সংগ্রামাশ্ব' অর্থ গৃহীত হয়, তখন উহাদ্বারা গতিবেগকে লক্ষ্য করা হয়। সংগ্রামাশ্ব অতিশয় তীব্রগতির সহিত রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়, সেই তীব্রগতিই মন্ত্রের লক্ষ্য। এই গতির সহিতই শুদ্ধসত্ত্বের গতির তুলনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব শীঘ্রগতিতে সাধককে প্রাপ্ত হয়—ইহাই উপমার লক্ষ্য। আমরা উক্ত উপমার দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজং' পদের প্রচলিত অর্থ-সংগ্রামাশ্ব, এবং অন্য অর্থ শক্তি—আত্মশক্তি। এই উভয় ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে—উভয় অর্থেই উপমার সঙ্গতি লক্ষিত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সংগ্রামাশ্বতুল্য' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তাহাদ্বারা ভাষ্যকার সম্ভবতঃ সোমরসের গতিবেগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

'বৃত্রহা' পদে ভাষ্যকার 'শত্রূণাং হন্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রচলিত মতে 'বৃত্র' শব্দে একটা অসুরের নাম বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে ভাষ্যকার তাঁহার অভ্যস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ ধরিলেন কেন তাহা বুঝা যায় না।

'বরিবোবিৎ' পদের ভাষ্যার্থই সঙ্গত-বোধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সত্ত্বভাব সম্বন্ধে এই বিশেষণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাদকদ্রব্য সোমরস

কিছুতেই মানুষকে ধনদান করিতে সমর্থ নয়—সে পার্থিব অথবা অপার্থিব ধন, যাহাই হউক না কেন। সুতরাং সোমরস সম্বন্ধে এই বিশেষণ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মূলেই ভুল রহিয়াছে। মন্ত্রে 'সোমঃ' পদ আছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা সোমরস প্রচলিত ব্যাখ্যাতাগণের কল্পনার ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পদে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করে। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, অর্থাৎ মানুষ যখন রজঃ ও তমের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় তখন তাঁহার হৃদয়দর্পণে সত্য প্রতিফলিত হয়। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিলে মানুষ তুচ্ছ কাচের মায়ায় প্রলুব্ধ না হইয়া কাঞ্চনলাভের চেষ্টা করে এবং আপনার সাধনাবলে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাই সত্ত্বভাবকে 'বরিবোবিৎ' বলা হইয়াছে।

'অদাভ্যঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বহুস্থলে আলোচনা করা হইয়াছে বিশেষতঃ উক্ত পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"শত্রুওকো নাশক আউর বর্দ্ধক কর্ত্তা অভিষব কিয়াহুয়া আউর যজমানকো ধন দেনেবালা আউরসে হিংসিত ন হোনেবালা বহ সোম সংগ্রামকে ঘোড়োঁকী সমান বেগসে কলশমেঁ জাতা হ্যায়।" (১০অ-৬খ-১সূ ৫সা)। *

—:০:—

ষষ্ঠং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২র
স দেবঃ কবিনেষিতো৩ঽভি দ্রোণানি ধাবতি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ৩২
ইন্দুরিন্দ্রায় মꣳহয়ন্॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিনা' (প্রাজ্ঞেন সাধকেন, জ্ঞানিনা সাধকেন ইত্যর্থঃ) 'ইষিতঃ' (আহুতঃ, উদ্বুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'সঃ দেবঃ' (প্রসিদ্ধঃ, সঃ দেবঃ) 'দ্রোণানি' (কলশানি, পাত্রাণি, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অভিধাবতি' (অভিগচ্ছতি, আবির্ভবতি); 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রার্থং, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'মংহয়ন' (পূজয়ন—পূজাপরায়ণঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবৎপ্রাপ্তয়ে হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী সাধককর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ সেই দেবতা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত করেন॥ (১০অ—৬খ—১সূ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'দেবঃ' 'ইন্দুঃ' ক্লিদ্যমানঃ 'কবিনা' আক্রান্ত-প্রজ্ঞেনাধ্বর্য্যুণা 'উষিতঃ' প্রেরিতঃ সন 'দ্রোণানি' দ্রোণকলশান 'অভি ধাবতি' অভিগচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন? 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রং "সংহ্যন্' স্বকীয়-রসেন পূজয়ন। 'সংহয়ন'—সংহনা—ইতি পাঠৌ। ৬॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (১২৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাবার্থ এই যে,—সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত করেন; দ্বিতীয় অংশের ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই মহান, ক্লেদযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অসামঞ্জস্য এত স্পষ্ট যে, তাহা কখনও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। সোমকে ব্যাখ্যার মধ্যে একনিশ্বাসেই বলা হইয়াছে 'মহান' এবং 'ক্লেদযুক্ত'। আচ্ছা যাহা মহান, তাহা ক্লেদযুক্ত হয় কি প্রকারে? ক্লেদযুক্ত মহত্ত্ব কিছু আছে নাকি? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাখ্যাকার এই সামান্য বিষয়টীও অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাটী যে সোমরস নামক মদ্য-সম্বন্ধে কল্পিত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রচলিত কি মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা পাই। প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাতেই উপরের উদ্ধৃত মত অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষভাবে ইহা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা গৃহীত মত বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশেও সেই পাশ্চাত্যমতবাদসমূহ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সেইজন্য তাহাও আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

মন্ত্রের মধ্যে প্রধান বিষয়—সোমরস। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস নামক মদ্য সোমলতা নামক এক প্রকার লতা হইতে প্রস্তুত হয়। সোমলতাকে প্রথমতঃ প্রস্তরের উপর পেষণ করিয়া চট্কাইয়া, তাহা হইতে নিঙড়াইয়া রস বাহির করা হইত। সেই রসকে

মেষলোমের প্রস্তুত দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনির দ্বারা ছাঁকিয়া পবিত্র করা হইত। পবিত্রের দ্বারা বিশুদ্ধ করা হইলে সেই সোমরসকে একটী কলসের মধ্যে রাখা হইত, সেই কলসের নাম 'দ্রোণ'। তাহার মধ্যে জল রাখা হইত, এবং পরিষ্কৃত সোমরসের সহিত দুগ্ধাদি মিশ্রিত করা হইত। মোটামুটীভাবে ইহাই সোমরসের প্রস্তুত-প্রণালী। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোমরসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই সোমরস দিয়া দেবগণের পূজা করিতেন, দেবগণ যজ্ঞস্থলে আসিয়া ভক্তপ্রদত্ত সেই সোমরস পান করিতেন। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও দেখিতেছি,- "সোম ইন্দ্রের জন্য দ্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন।" ইন্দ্রদেবকে নিবেদন করিবার জন্যই যেন সোমরস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ছাঁকিয়া তাহা দ্রোণকলসের মধ্যে রাখা হইতেছে। এই সোমরস সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, উহা মাদকদ্রব্য, এবং সমস্ত দেবতা এই মদ্যপানে আনন্দিত হয়েন।

আমরা না হয় তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, কোন সমাজে কোনও সময়ে সোমরস নামক মদ্যের প্রচলন ছিল এবং তাহা মানুষ পান করিয়া উন্মত্ত হইত, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিত, দেবতাগণও যজ্ঞস্থলে আগমন করতঃ সোমপান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু এই সকল স্বীকার করা সত্বেও প্রশ্ন উঠে,— সোমরস নামক মদ্যের অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, তাহা কি মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? বেদের কোনও স্থলে বলা হইয়াছে—"সোম সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দান করিয়াছেন, কোথায়ও বা বলিয়াছেন, সোম বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। অতি সাধারণবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষের মনেও স্বভাবতঃই সন্দেহ আসিবে যে, অতি হেয় একটা মাদকদ্রব্যসম্বন্ধে কি মানুষ এত উচ্চধারণা পোষণ করিতে পারে? একটা অতি নিম্নশ্রেণীর মাতালও মদসম্বন্ধে এত অত্যুক্তি করিবে না। সকল বেদ, বিশেষভাবে সমগ্র সামবেদ-সংহিতা এই সোমরসের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। আর সেই প্রশংসা অতিশয়োক্তি-পূর্ণ। একমাত্র ভগবান্ অথবা ভগবৎশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সম্বন্ধে এই মহিমাকীর্ত্তন প্রযোজ্য হইতে পারে না।

তাই আমাদের ধারণা, বেদে 'সোম' বলিয়া যে বস্তুটীর উল্লেখ আমরা পাই, তাহা মদ্য নয়, এবং তাহার প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করি, তাহাও সত্য নয়। প্রাচীন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কখনই এত অপদার্থ ছিলেন না যে, একটা অতি জঘন্য মাদক-দ্রব্যে এত উচ্চাঙ্গের মহিমা আরোপ করিয়াছেন। আমাদিগকে দুই পথের এক পথ বাছিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অবিসম্বাদীরূপে মানিয়া লই, তাহা হইলেই ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাঁহারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা অতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি আবার জাগতিক অতি সাধারণ বস্তু ও জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা পোষণ করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের পূজনীয় বলিয়াই যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে

উচ্চ ধারণা পোষণ করি, তাহা নয়, তাঁহাদের মহত্ত্বের, উচ্চসাধনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমাদের মাথা নত হইয়া আসে কিন্তু আমরা যদি বেদের প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের ন্যায় সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগকে 'কৃষক' এবং বেদকে 'চাষার গান' আখ্যা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়।

কিন্তু তাহাও সকল স্থলে সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অথবা প্রচলিত ব্যাখ্যাতাদের মতে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা অনায়াসে বুঝা যায় যে, বেদের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান নিহিত আছে। সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে যিনি যে রত্নের অন্বেষণ করিবেন, তিনি সেই রত্নই লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদি সমগ্র বেদকে একত্রভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটে যে, সমগ্র বেদকে এক জিনিষ বলিয়া মনে করা শক্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে মনে হয় যে, বেদের এক অংশের সাত্ত্বিকতা, বিশুদ্ধিতা বুঝি অন্য অংশের তামসিকতার প্রতিদ্বন্দীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বেদের মধ্যে এই বৈষম্য নাই। উহা সাধারণ লোকের দৃষ্টিবৈষম্যের ফলমাত্র।

তাই বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, বেদের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা গভীরতর নিগূঢ় ভাব মন্ত্রে বিদ্যমান আছে। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশলাভ করা হয়তো সহজসাধ্য নয়, কিন্তু যাহাতে আমরা যতদূর সম্ভব সত্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদের ধারণা, মন্ত্রে সোমরস নামক কোন মদ্যের উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে ভগবানের শক্তি, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। বেদে সোমকে 'মদঃ', 'মদকরঃ' প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা সেই মত্ততাকে লক্ষ্য করে, যে মত্ততা লাভ করিবার জন্য যোগী-ঋষি, ভক্তগণ দিবানিশি সাধনায় নিরত থাকেন। সেই মদসুধা পান করিতে পারিলে ভবক্ষুধা চিরতরে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। 'সোম' শব্দে তাহারই দ্যোতনা করে।

যখন 'সোম' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে হইল, তখন সেই সোম-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের ধারণাও পরিবর্তিত হইবে। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ের বস্তু; উহা সাধকের পবিত্র হৃদয়ে সমুৎপাদিত হয়। তাই 'দ্রোণ' শব্দে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণের উপযোগী পাত্র সাধকহৃদয়কে লক্ষ্য করে। আমরা তাই সর্ব্বত্রই 'দ্রোণ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—"হৃদয়রূপপাত্রাণি, হৃদয়ানি"। শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণেরই পবিত্র হৃদয়ে উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে আছে—"কবিনা উষিতঃ দ্রোণানি অভিধাবতি।" কবি পদে জ্ঞানী সাধককে লক্ষ্য করে। জ্ঞানী সাধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব সাধকগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই এই মন্ত্রাংশ প্রকাশ করিতেছে।

এই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? "ইন্দ্রায় মংহয়ন্"—ভগবানের আরাধনার জন্য। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্যই ভগবানকে যথোপযুক্তরূপে আরাধনা করিবার শক্তিলাভের জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০অ—৬খ—১সূ ৬সা)॥ *

—০—

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতঁ রসম্।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সর্ব্বঁ স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা॥ ১॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ যঃ সাধকঃ) 'ঋষিভিঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ, জ্ঞানিভিঃ) 'সম্ভৃতং' (কৃতং, দৃষ্টং) 'রসং' (রসযুক্তং, অমৃতময়ং—স্তোত্রং বেদমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অধ্যেতি' (পঠতি, উচ্চারয়তি) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মাতরিশ্বনা' (মাতৃভূতেন জ্ঞানেন, আদিজ্ঞানেন) 'স্বদিতং' (স্বাদুকৃতং, বিশুদ্ধীকৃতং) 'পূতং' (পবিত্রং) 'সর্ব্বং' (সর্ব্ববস্তূনি) 'অশ্নাতি' (গৃহ্ণাতি, লভতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বেদপাঠনিরতাঃ সাধকাঃ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৭খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসম্পন্ন (অথবা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত) যে সাধক জ্ঞানিগণকর্তৃক দৃষ্ট অমৃতময় বেদমন্ত্র পাঠ করেন—উচ্চারণ করেন, সেই সাধক আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বেদপাঠনিরত সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন)॥ (১০অ—৭খ—১সূ—১সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যঃ' জনঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকাঃ সর্ব্বাঃ ঋচঃ তদ্রূপং 'ঋষিভিঃ' সূক্তদ্রষ্টৃভিঃ মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভিঃ 'সম্ভৃতং' সম্পাদিতং 'রসং' বেদসারভূতং পাবমানং সূক্তসঙ্ঘং যঃ 'অধ্যেতি', 'সঃ' জনঃ 'সর্ব্বং' ভোজ্যজাতং 'পূতং' পরিশুদ্ধমেব 'অশ্নাতি' ভক্ষয়তি। কথমস্য পূতত্বং ? তত্রাহ – স্বস্বাদনাৎ প্রাগেব 'মাতরিশ্বনা'। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ, স চ পবিত্রমেব। পবিত্রেণ বায়ুনা 'স্বদিতং' স্বাদূকৃতং পরিপূতমেবান্নং পশ্চাৎ স নরোঽশ্নাতি। (১০অ – ৭থ – ১সূ – ১সা) ॥

* * *

প্রথম (১২৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কোনও উন্নতিই সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিবা ইহলৌকিক উৎকর্ষসাধন, কিবা পারলৌকিক পরমধন অধিকরণ সকলই কর্ম্মসাপেক্ষ। মন্ত্র সেই তথ্যই বিবৃত করিতেছে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ বেদ-মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন - সকলই কর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত। বেদ নিত্য সামগ্রী ; বেদ সত্যমূর্ত্তি। সুতরাং বেদমন্ত্রের পাঠ-রূপ কর্ম্মসম্পাদনে সেই নিত্য বস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে। সাধনপথে এই ভাবেই অগ্রসর হইতে হয়। কর্ম্মহীনতা এ সংসারে সম্ভবপর নহে। কর্ম্মের মধ্যে আবার সৎকর্ম্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম শ্রেষ্ঠপদবাচ্য। এখানে, বেদমন্ত্রাধ্যয়নে সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসম্পাদনের উপদেশই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্র কহিতেছেন,—'যদি পরমধন লাভ করিতে চাও, বেদমন্ত্র-রূপ ভগবদ্বাণীর নিত্যউপাসক হও।'

কিন্তু এমন যে উচ্চভাবমূলক মন্ত্র, ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! মন্ত্রের অন্তর্গত 'সর্ব্বং' পদের অর্থের ভাষ্যে এবং তদনুসরণে ব্যাখ্যায় এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদে 'ভোজ্যজাতং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তদনুসারে 'সর্ব্বং পূতং অশ্নাতি' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে, - 'সর্ব্বপ্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন।' বেদমন্ত্রের এরূপ বিকৃত অর্থ যে কদাচ অভীষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র বিশুদ্ধ (ভেজালহীন) খাদ্য আহার করিলে সহসা স্বাস্থ্য হানি হয় না সত্য ; কিন্তু তাহাতে পারলৌকিক কি উপকার সাধিত হইয়া থাকে। তার্কিক কহিবেন,—শরীর নিরোগ হইলে ভগবদারাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় না ; তাই পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য আহার করিবার আবশ্যকতা। এ যুক্তি কতকাংশে সত্য হইলেও পারলৌকিক কল্যাণসাধন বিষয়ে এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখি না। তাই আমরা ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যের অনুসরণে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"যে ব্যক্তি পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোকগুলি অধ্যয়ন করে, যাহার রসশালিনী রচনা ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই সেই সমস্ত সর্ব্ব-প্রকার পবিত্র খাদ্য আহার করেন, যাহা বায়ু আহার করিয়াছেন।" ভাবের বৈচিত্র্য একবার লক্ষ্য করুন। বায়ু যে পবিত্র খাদ্য আহার করিয়াছেন, বেদমন্ত্র পাঠকারী

সেই পবিত্র ভক্ষ্যবস্তু আহার করিয়া থাকেন! এখানে 'মাতরিশ্বনা' পদই 'পরিত্রেণ বায়ুনা' অর্থে অধ্যাহৃত হওয়ায় এইরূপ ভাববিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে করিয়াছেন,—"মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ" অর্থাৎ অন্তরিক্ষে প্রবহমান বলিয়া 'মাতরিশ্বা' পদে বায়ু বুঝায়। এখানে 'মাতরি' পদে আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থ পরিকল্পিত। কিন্তু এরূপ অর্থ অধ্যাহারে কোনই হেতু দেখি না। 'মাতৃ' পদের সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ পরিগ্রহণে করিলেই, আমাদের মতে, অধিকতর সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমরা 'মাতরি' পদে 'মাতৃভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'মাতরিশ্বনা' পদে 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানকে মাতৃভূত বলিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। মাতা যেন আদিভূত, মাতা যেমন সন্তানের উৎপাদিকা; সেইরূপ সজ্‌জ্ঞানই সৎকর্ম্মের জনয়িতা এবং মাতৃস্থানীয়। এতদর্থেই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'মাতরিশ্বনা' পদে আমরা 'মাতৃভূতেন জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আদিভূত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও পরাজ্ঞানের দ্বারা সংসারের যাবতীয় সামগ্রী বিশুদ্ধীকৃত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-প্রভাবেই মানুষ সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া থাকে, আর সেই বিচার-সামর্থ্যের দ্বারা পবিত্র সামগ্রী বাছিয়া লইতে পারে। 'আদিজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র সকল বস্তু লাভ করে' বলিতে এই ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারা, সজ্‌জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ নিত্য পবিত্র পরমবস্তুর সন্ধান পায়; আর তাহার সন্ধান পাইয়া মানুষ তাহাই প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রধাবিত হয়। সেই সমস্ত লাভের উদ্বোধনা এবং সজ্‌জ্ঞানে তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (১০—৭খ—১সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সম্ভৃতং রসম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র৩ ২

তস্মৈ সরস্বতী দুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ভগবতঃ শরণাগতঃ যঃ জনঃ) ঋষিভিঃ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ জনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতং' (সেবিতং, ধৃতং—স্বাদিতং ইতি ভাবঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধকং, পরিত্রাণকারকং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের একত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

'রসং' (শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অধ্যেতি' (নিষেবতে. হৃদি সংজননায় আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ) 'তস্মৈ' (তস্মৈ শরণাগতায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'সরস্বতী' (সর্ব্বত্র সর্পণশীলাঃ দেবতা—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ক্ষীরং' (সৎকর্ম্মসাধনভূতং প্রকৃষ্টং জ্ঞানং) 'সর্পিঃ' (কর্ম্মসামর্থ্যং) তথা 'মধু উদকং' (প্রাণোন্মাদকং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিং চ) 'দুহে' (দুগ্ধে, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ শরণপরায়ণঃ জনঃ জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিং চ লভতে —ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শরণাগত যে ব্যক্তি, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক সেবিত অর্থাৎ হৃদয়ে ধৃত পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সংজনন জন্য আপনাকে উদ্বোধিত করে, শরণাগত সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র সর্পণশীল দেবতা অর্থাৎ ভগবান্ সৎকর্ম্মসাধনভূত প্রকৃষ্ট জ্ঞান, কর্ম্মসামর্থ্য এবং প্রাণোন্মাদক শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানের শরণাপন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি লাভ করেন)। (১০অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' ব্রাহ্মণঃ 'পাবমানীঃ' পবমান-দেবতাকা ঋচঃ 'ঋষিভিঃ' মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ম্মন্ত্র-দ্রষ্টৃভিঃ 'সম্ভৃতং রসং' বেদসারং সূক্তসজ্ঘং 'অধ্যেতি' অধীতে, 'তস্মৈ' পবমানাধ্যয়নং কুর্ব্বতে জনায় 'সরস্বতী' সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা 'ক্ষীরং' যজ্ঞ-সাধনং পয়ঃ, 'সর্পিঃ' তাদৃশং ঘৃতং 'মধু' মদকরং 'উদকং' সোমং 'দুহে' স্বয়মেব দুগ্ধে যাগাদি-পর-বেদশাস্ত্রং বিদং করোতীত্যর্থঃ। দুহ প্রপূরণে (অদা০ প০) কর্ম্মকর্ত্তরি 'ন দুহস্নু-নমাং (৩।১।৮৯)' ইত্যাদিনা যকঃ প্রতিষেধঃ 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১)' ইতি ত-লোপঃ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

*

ভাষ্যের ভাব এই যে,—মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট সোমদেবতাবিষয়ক বেদসার সূক্তসমূহ যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করেন; পবমান অধ্যয়নকারী সেই ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সরণবতী বাগ্দেবতা যজ্ঞসাধন পয় ও ঘৃত এবং মদকর সোমকে দোহন করেন অর্থাৎ যাগাদিপর বেদশাস্ত্রবিৎ করিয়া থাকেন। ভাষ্যের ভাব আত্মোৎকর্ষতাসাপেক্ষ। এখানেও সাধনার একটী স্তরের পরিচয় প্রাপ্ত হই। মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভাষ্যের ব্যাখ্যার পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রাধ্যয়নে আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়, আর সেই আত্মোৎকর্ষের দ্বারা পরাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়,

এই ভাবই ভাষ্যে পরিস্ফুট। এখানেও সেই কর্ম্মের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি। সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়,—মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে, বেদমন্ত্রের পাঠে বেদবিৎ হওয়া যায় বলিতে তাহাই উপলব্ধি করি। ফলতঃ কর্ম্ম যে মূলীভূত এখানে সেই তত্ত্বই প্রকটিত দেখি।

ভাষ্যের অনুসৃত ব্যাখ্যায় কিন্তু এ ভাব সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'মন্ত্রদ্রষ্টা' মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষির কথা বলিয়াছেন; ব্যাখ্যাকার মন্ত্ররচনাকারী ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বেদমন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব এবং নিত্যত্ব খ্যাপনে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও মতই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা সেই প্রচলিত ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"যিনি ঋষিদিগের রসময়ী রচনা, পবমান সোমবিষয়ক এই সমস্ত শ্লোক অধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে সরস্বতী ঘৃত, দুগ্ধ ও সুমধুর জল দোহন করিয়া দেন।" এখানে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—ভাষ্যের "মন্ত্রদ্রষ্টৃভিঃ সম্ভৃতং বেদসারং সূক্তসজ্ঘং", আর ব্যাখ্যার 'রসময়ী রচনা' ভাষ্যকারও এখানে অতিসাবধানতা সহকারে 'মন্ত্রের রচনাকারী' বাক্য ব্যবহারে বিরত হইয়াছেন। বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষা করিতে গেলে মন্ত্র রচিত হওয়ার বিষয় এবং মন্ত্রের সহিত পুরুষসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের উক্তি যে, স্বকপোলকল্পিত পরন্তু তাহা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। তার পর ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঘৃত দুগ্ধ জল প্রভৃতি যজ্ঞসাধনভূত সামগ্রীর যে পরিকল্পনা, তাহাও আমরা মানিতে অসমর্থ।

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এক অতি উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মতে মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের—সাধুসজ্জনের পদাঙ্কের অনুসরণে অগ্রসর হইলে, আত্মোৎকর্ষলাভ হয়, আর তাহাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, মন্ত্র এই তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় 'ক্ষীরং', 'সর্পিঃ' এবং 'মধু উদকং' পদসমূহের লৌকিক যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যজ্ঞসাধনভূত দ্রব্য—সাধকের লক্ষীভূত নহে। এখানকার লক্ষ্য - জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, যদ্দ্বারা সৎস্বরূপকে সর্ব্বথা অধিগত হয়। ক্ষীর, সর্পি এবং উদক - যেমন লৌকিক যজ্ঞের সাধক, জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি এবং ভক্তি সেইরূপ মানসযজ্ঞের উদ্‌যাপক। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ যিনি, তিন ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত সেই ত্রিবিধ সামগ্রী লাভের কামনাই করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন লৌকিক সুখসাধক বা যজ্ঞসাধক সামগ্রী তাঁহার প্রার্থনীয় নহে।

তবে লৌকিক ক্রিয়াপদ্ধতিই যে অলৌকিক পরাগতি লাভের প্রধান সহায়, তাহা অস্বীকার করি না। লৌকিক কর্ত্তব্য সম্পাদনেই যে পারলৌকিক সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে প্রকারান্তরে সে উপদেশও নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিতে হইলে প্রথমে যেমন মূল অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্ম সেইরূপ পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া মনে করি। মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। কর্ম্মফল তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে চায়। তাই স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মে যাইবার উপদেশ বেদমন্ত্রের

অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। স্থূলের সাধনায় স্থূলকে পরিহার করিতে পারিলেই, সূক্ষ্মে উপনীত হওয়া যায়। তাই স্থূলের সাধনাও পরিহার্য্য নহে।

যাহা হউক, মন্ত্রের উপদেশ - ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; সচ্চিন্তায় সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও; কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানভক্তির উন্মেষে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। * (১০অ—৭খ—১সূ - ২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩   ২   ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩   ১   ২ ৩ ১ ২

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চুতঃ।

১ ২ ৩   ১ ২   ৩   ১ ২   ৩ ২ ৩ ১ ২   ৩ ২

ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষমৃতং হিতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বস্ত্যয়নীঃ' (পরাশক্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণীদেবী ইত্যর্থঃ) অস্মৎসম্বন্ধে 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকা, আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা ইত্যর্থঃ) 'সুদুঘা' (স্বতঃবর্ষীচন্দ্রসুধামিব শোভনফলদায়িকা) 'ঘৃতশ্চুতঃ' (সদ্ভাবসংজনয়িত্রী, শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'ঋষিভিঃ' (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সম্ভৃতঃ' (সম্যকধৃতঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ ইতি যাবৎ) 'রসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ ভক্তিরসঃ ইত্যর্থঃ) 'ব্রাহ্মণেষু' (ব্রহ্মজ্ঞেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) উপস্থিতঃ সন্ অস্মৎসম্বন্ধে 'অমৃতং' (অমৃতপ্রাপকং, পরমার্থদায়কং বা ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (কল্যাণকরং) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। কর্ম্মপ্রভাবেণ বয়ং যথা সদ্ভাবাদিকারিণঃ ভবেম তথা সাধয়াম ইতি ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাশক্তিদায়িকা ভক্তিরূপিণী দেবী আমাদিগের সম্বন্ধে পবিত্রতা-সাধিকা (আত্মোৎকর্ষসম্পাদিকা), স্বতঃবর্ষী চন্দ্রসুধার ন্যায় শোভনফল-দায়িকা, এবং সদ্ভাব-সংজনয়িত্রী শুদ্ধসত্ত্বদায়িকা হউন। অপিচ, অন্তর্দৃষ্টি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে সপ্তষষ্টিতম সূক্তের দ্বাত্রিংশ ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক হৃদয়ে ধৃত (উৎপাদিত) শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ভক্তিরস, ব্রহ্মস্থ আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের অমৃতপ্রাপক পরমার্থদায়ক এবং পরমকল্যাণকর হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন সদ্ভাবাধিকারী হইতে পারি)। (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা) ।

* * *

সায়ণভাষ্যং ।

যাঃ পাবমান্য ঋচঃ তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' ক্ষেম-প্রাপিকাঃ 'সুদুঘাঃ' সুষ্ঠু ফলং দুহানাঃ 'ঘৃতশ্চ্যুতঃ' ঘৃতং শ্চোতন্তি ক্ষারয়ন্তীতি ঘৃতশ্চ্যুতঃ ঈদৃগভূতাঃ। অস্মানসুগৃহ্ণান্বিতি শেষঃ। 'ঋষিভিঃ মন্ত্র-দর্শিভির্মুনিভিঃ 'রসঃ' ফলসারঃ 'সম্ভৃতঃ' অস্মাসু সম্পাদিতঃ। 'ব্রাহ্মণেষু' ব্রহ্মাণো মন্ত্রাঃ তৎপাঠকাঃ ব্রাহ্মণাঃ, তেষস্মাসু 'অমৃতং' অবিনাশ-বলং 'হিতং' সম্পাদিতং ॥ (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১২৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও সঙ্কল্পমূলক। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিভাব স্বতঃ সঞ্চারিত হয়; তাঁহাদের প্রভাবে আমাদিগের অন্তরেও সেই সদ্ভাব ভক্তিরস উপজিত হউক,—স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রকিরণ যেমন উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, ভক্তিও সেইরূপ উচ্চনীচ-নির্ব্বিচারে আমাদের হৃদয়ে উপজিত হউক, প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের ভাব সরল, প্রার্থনা সারল্যপূর্ণ। সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থ যে আমরা নিষ্পন্ন করিয়াছি; আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। স্থানবিশেষে যে সামান্য ইতরবিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"পবমান দেবতাওয়ালী ঋচাএঁ কল্যাণপ্রাপ্ত করানেওয়ালী আউর শ্রেষ্ঠ ফল দেনেওয়ালী হমারে উপর অনুগ্রহরূপ ঘৃতকো টপকানেওয়ালী হ্যায়। মন্ত্রদ্রষ্টাওনে হমারে লিয়ে ফলোঁকা সার সার সম্পাদন কর দিয়া হ্যায়, হম বেদ পঠিয়োঁমে অবিনাশী বল স্থাপন কর দিয়া হ্যায়।" মন্ত্রটী পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ভাষ্যকার সেইভাবে বেদমন্ত্র পাঠে বেদাধিকারী হইবার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন; আর আমরা আমাদের পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য সাধনে, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছি। প্রভেদ এই মাত্র। (১০অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

—*—

চতুর্থং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
পাবমানীর্দ্দধন্তু ন ইমংল্লোকমথো অমুম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কামান্ৎসমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দ্দেবৈঃ সমাহৃতাঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবৈঃ' (দেবভাবাদিভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমাহৃতাঃ' (সম্পাদিতাঃ, উৎপাদিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'পাবমানীঃ' (পবিত্রতাসাধিকাঃ, আত্মোৎকর্ষদায়িকাঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবীঃ' (দ্যোতমানাঃ ভক্তিরূপিণ্যঃ দেব্যঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং অথো অমুং লোকং' (ঐহিকামুষ্মিকলোকয়োঃ, যদ্বা—ইহলোকপরলোকয়োঃ—কল্যাণং ইত্যর্থঃ) 'দধন্তু' (ধারয়ন্তু, প্রযচ্ছন্তু) অপিচ 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং বা) 'কামান' (অভীষ্টান, অভিলষিতফলানি ইত্যর্থঃ) 'সমর্দ্ধয়ন্তু' (পূরয়ন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভক্তিপ্রভাবেন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন চ ভগবান্ অস্মাকং অভিলষিতফলানি প্রযচ্ছন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ - ৭খ - ১সূ—৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের বা সত্ত্বভাবাদির দ্বারা উৎপন্ন, পবিত্রতাসাধক আত্মোৎকর্ষদায়ক দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবীগণ আমাদিগের ঐহিক আমুষ্মিক অথবা ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধী কল্যাণ প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিধ অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভক্তিপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে ভগবান্ আমাদিগের অভিলষিত ফলসমূহ প্রদান করুন। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবৈঃ' ইন্দ্রাদিভিঃ 'সমাহৃতাঃ' সম্পাদিতাঃ 'পাবমানীঃ দেবীঃ' পবমান-মন্ত্রাভিমানিনো দেব্যঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ইমং' ঈদৃগ্ভূতং 'লোকং' ভূলোকং 'অথো' অপিচ 'অমুং' স্বর্গলোকং 'দধন্তু' প্রযচ্ছন্তু। তত্রত্যান্ 'কামান্' চ 'নঃ' অস্মদর্থং 'সমর্দ্ধয়ন্তু' সমৃদ্ধান্ কুর্ব্বন্তু ॥ ৪ ।

* * *

চতুর্থ (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভক্তির সহায়তায়, সেই অভীষ্ট ফললাভ হয়, —মন্ত্রের প্রার্থনায় তাহাই সংসূচিত।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহারে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতানৈক্য নাই। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। ভক্তি স্বর্গাপবর্গপ্রদায়িকা, ভক্তি ভগবৎ-সাযুজ্যদায়িকা; সুতরাং সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে ভক্তিভাবের উন্মেষণের উদ্বোধনা মন্ত্রে অন্তর্নিহিত। (১০অ—৭খ—১সূ—৪সা)।

——— • ———

পঞ্চমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২

যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা।

১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১   ২

তেন সহস্রধারেণ পাবমানীঃ পুনন্তু নঃ॥ ৫॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন পবিত্রেণ' (যেন পবিত্রতাসাধকেন বস্তুনা, শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'আত্মানং' (স্বাত্মানং ইত্যর্থঃ) 'সদা' (নিত্যকালং) 'পুনতে' (পবিত্রং করোতি), 'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়কাঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—দেবভাবাঃ) 'তেন সহস্রধারেণ' (প্রভূতপরিমাণেন তেন—পবিত্রতাসাধকেন-তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পুনন্তু' (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বেন আত্মানং পবিত্রং করবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ—৭খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক নিজের আত্মাকে নিত্যকাল পবিত্র করেন, শুদ্ধসত্ত্বদায়ক সকল দেবতা (অথবা দেবভাবসমূহ) প্রভূতপরিমাণ পবিত্রতাসাধক সেই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা

আমাদিগকে পবিত্র করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে পারি।)॥ (১০অ—৭খ—১সু—৫সা)॥

দায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' ইন্দ্রাদ্যাঃ 'যেন' পবিত্রেণ শুদ্ধি-সাধনেন 'সদা' আত্মানং স্ব-দেহং পুনতে শোধয়ন্তি, 'সহস্রধারেণ' সহস্রাবান্তর-ভেদ-যুক্তেন 'তেন' সাধনেন 'পাবমানীঃ' পাবমান্য ঋচঃ 'নঃ' অস্মান্ 'পুনন্তু'। (১০অ - ৭খ - ১সু—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৩০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; উহাকে আত্মোদ্বোধকরূপেও গ্রহণ করা যায়। যে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধক আপনার আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই শুদ্ধসত্ত্বলাভ করতঃ আপনার পবিত্রতাসাধন করিতে পারি—মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনমূলক এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যাদির ভাব এই,—"ইন্দ্রাদি দেবতা যে উপায়ের দ্বারা তাঁহাদের আত্মার বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করেন, পাবমানী অর্থাৎ পবমানদেব-সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্রসমূহ সেই উপায়ের দ্বারা আমাদিগকে শোধন করুন।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে,—ব্যাখ্যায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বাহ্যবস্তু বা প্রক্রিয়া দ্বারা শোধনসাপেক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতা যেন কোন কারণবশতঃ অশুদ্ধ অপবিত্র আছেন, তাঁহারা কোন বস্তুবিশেষের সাহায্যে আপনাকে পবিত্র করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে,—ব্যাখ্যার মূলভাবই অসঙ্গত। কারণ দেবতার মধ্যে কি অপবিত্রতা থাকিতে পারে? আর তাহা দূর করিবার উপায় বা কি? আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে, দেবতা বহু নহেন—দেবতা এক। বহুনাম, বহুরূপ, সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ-মাত্র। সুতরাং সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমব্রহ্মের প্রতি অপবিত্রতার আরোপ করা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। যিনি পবিত্রতার আধার, যাঁহার পুণ্যচ্ছায়াস্পর্শে জগৎ পবিত্রতালাভ করে, তিনি কিরূপে অপবিত্র হইবেন? তিনি যদি অপবিত্র হয়েন তবে জগতে পবিত্র কি আছে বা থাকিতে পারে? সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অসঙ্গতবোধে আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

আমাদের ব্যাখ্যার মূলভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্যাদির অন্বয় হইতে আমাদের অন্বয় বিভিন্ন ধরণের তাহা ভাষ্য ও আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দুইটই

অবগত হওয়া যাইবে। 'পবিত্র' শব্দে ভাষ্যকার সাধারণতঃ 'ছাঁকুনি' অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উহার স্বাভাবিক অর্থ ই গৃহীত হইয়াছে দেখা যায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনা আছে, তাহার মূলভাব এই যে,—সাধকগণ যে উপায়ে আপনাদের হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, আমরাও যেন সেই সদুপায় অবলম্বন করিয়া নিজেদের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য॥ (১০অ ৭খ—১সূ—৫সা)॥

—*—

ষষ্ঠং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্॥

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুণ্যাঁশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবমানীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বদায়িকাঃ) 'স্বস্ত্যয়নীঃ' (অবিনাশীফলপ্রাপয়িত্র্যঃ, অমৃতত্বদায়িকাঃ) যাঃ দেবতাঃ 'তাভিঃ' (তাসাম্ অনুকম্পয়া ইতি ভাবঃ) সাধকঃ 'নান্দনং' (স্বর্গং) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি); 'চ' (অপিচ), 'পুণ্যান্' (পবিত্রান্) 'ভক্ষান্' (ভক্ষণীয়ানি, গ্রহণীয়ানি বস্তুনি) 'ভক্ষয়তি' (গৃহ্লাতি) 'চ' (তথা) 'অমৃতত্বং' 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকঃ দ্যুলোকং গচ্ছতি, অমৃতত্বং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-৭খ—১সূ-৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বদায়ক অবিনাশীফলপ্রাপক অমৃতত্বদায়ক যে দেবতাগণ—তাঁহাদের অনুকম্পায় সাধক স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, পবিত্র গ্রহণীয় বস্তুসমূহ গ্রহণ করেন, এবং অমৃতত্বপ্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধক দ্যুলোকে গমন করেন, এবং অমৃতত্ব-প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—৭খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাবমানীঃ' পবমানঃ পাবকঃ পূয়মানো বা সোমঃ, তৎসম্বন্ধিন্যস্তদ্দেবতাকা ঋচঃ পাবমান্যস্তাঃ 'স্বস্ত্যয়নীঃ' স্বস্তীত্যবিনাশ-নাম, তদাবিঘ্ন-ফলস্য প্রাপয়িত্র্যঃ, 'তাভিঃ' উক্ত-লক্ষণাভিঃ পাবমানীভিঃ, তৎপাঠেন স্তোতা 'নান্দনং' নন্দয়তি সুকৃতিন ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ। স্বার্থিকস্তদ্ধিত-প্রত্যয়ঃ। তং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। কিঞ্চেহ লোকে 'পুণ্যান্' সুকৃতসম্পাদিতান্, 'ভক্ষান্' ভক্ষণীয়ান্, ভোগান্, অন্ন-পানাদিলক্ষণান্, 'চ' ভক্ষয়তি। কিঞ্চ 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি' অমৃতত্বং নাম সোমস্তঞ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ৬॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* . *

ষষ্ঠ (১৩০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। কেবল-মাত্র 'পাবমানীঃ' এবং 'স্বস্ত্যয়নী' পদদ্বয়ের লক্ষিত ভাব-সম্বন্ধে একটু মতভেদ জন্মিয়াছে। ভাষ্যকারের মতে উক্ত পদদ্বয় বেদমন্ত্রকে লক্ষ্য করে। আমরা মনে করি, উক্ত দুই পদের লক্ষ্যস্থল—দেবতা। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যের বা ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যার বিশেষ কোন মতভেদ ঘটে নাই। নিম্নে প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—'অগ্নিদেবতাওয়ালী বা পূয়মান সোমসম্বন্ধী দেবতাওয়ালী ঋচাএঁ অবিনাশী ফল দেনেওয়ালী হ্যায়। উন ঋচাওঁকে পাঠসে স্বর্গকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। ইস্ লোকসে পুণ্যপ্রাপ্ত খান-পানকে পদার্থোকো ভোগতা হ্যায়, আউর অমরভাবকোভী প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।"

মন্ত্রের প্রধানভাব এই যে, ভগবানের অনুকম্পায় সাধকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই অমৃতত্বই মানুষের জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। যখন ভগবানের করুণাধারা মানুষের মস্তকে বর্ষিত হয়, যখন মানুষ ভগবানের কৃপাকণা লাভ করিতে পারে, তখন তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। তখন তিনি যাহা করেন, যাহা ভাবেন—সকলেই পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাঁহার কর্ম্ম-মাত্রই ভগবদুপাসনায় পরিণত হয়। তাঁহার ভাব, চিন্তা, কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়।

'নান্দনং' 'স্বস্ত্যয়নী' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। নান্দন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "নন্দয়তি সুকৃতি নঃ ইতি নন্দনঃ স্বর্গঃ স এব নান্দনঃ।" অর্থাৎ যাহা সুকৃতিগণকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগকে আনন্দ প্রদান করে তাহাই নন্দন। স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা 'নান্দনঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—স্বর্গ। সঙ্গতবোধে আমরাও উক্ত পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থই গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণ্যে প্রচলিত 'নন্দনকাননের' ভাব বৈদিক নন্দন শব্দ হইতেই আহৃত হইয়াছে। (১০অ—খ—১সূ—৬সা)॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
অগন্ম মহা নমসা যবিষ্ঠং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যো দীদায় সমিদ্ধঃ স্বে দুরোণে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
চিত্রভানুং রোদসী অন্তরুর্ব্বী

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বাহুতং বিশ্বতঃ প্রত্যঞ্চম॥ ৭॥

° ° °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বে দুরোণে' (স্বস্থানে, স্বর্গে ইতি ভাবঃ) 'সমিদ্ধঃ' (দীপ্তঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'যঃ' (যা দেবতা) 'দীদায়' (দিপ্যতি, জ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি) 'উর্ব্বী' (বিস্তীর্ণয়োঃ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে—স্থিতং ইতি যাবৎ) 'স্বাহুতং' (সুষ্ঠু আহুতং, আরাধিতং পরমারাধনীয়ং) 'চিত্রভানুং' (চিত্রোজ্জ্বলং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রত্যঞ্চং' (প্রতিগচ্ছন্তং, সর্ব্বত্রগমনশীলং, সর্ব্বত্রবিদ্যমানং ইত্যর্থঃ) তং 'যবিষ্ঠং' (যুবতমং, নিত্যতরুণং দেবং) বয়ং 'মহা নমসা' (মহতা নমস্কারেণ, ঐকান্তিকয়া ভক্ত্যা) 'অগন্ম' (প্রাপয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমজ্যোতির্ম্ময়ং পরমদেবং বয়ং ভক্ত্যা প্রার্থনয়া চ লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-৮খ—১সূ—১সা)॥

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গে দীপ্ত হইয়া যে দেবতা জ্যোতিঃ প্রদান করেন, বিস্তীর্ণ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে স্থিত পরমারাধনীয়, জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র গমনশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান সেই নিত্যতরুণ দেবতাকে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেবতাকে আমরা যেন ভক্তি এবং প্রার্থনা দ্বারা লাভ করিতে পারি।)॥ (১০অ—৮খ—১সু—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' অগ্নিঃ 'স্বে ভরোণে' আহবনীয়াখ্যে স্বে স্থানে 'সমিদ্ধঃ' কাষ্ঠৈঃ সম্যগ্ দীপ্তঃ সন্ 'দীদায়' দীপ্যতে, তমিমং 'যবিষ্ঠং' যুবতমং 'উর্বী' বিস্তীর্ণয়োঃ 'রোদসী' রোদস্যোঃ দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ 'অন্তঃ' মধ্যে অন্তরিক্ষে 'চিত্রভানুং' চিত্রকালং 'স্বাহুতং' সুষ্ঠু আহুতিভিহু তং সন্তং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'প্রত্যঞ্চং' প্রতিগচ্ছন্তমগ্নিং 'মহা' মহতা 'নমসা' নমস্কারেণ 'অগন্ম' বয়ং উপগচ্ছামঃ॥ (১০অ ৮থ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় পঞ্চম অষ্টকে পাওয়া যায়। উহা সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অন্তর্গত। সূক্তের প্রথমে অনুক্রমণিকায় অগ্নিদেবতার উল্লেখ আছে। সেইজন্য ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে অগ্নিদেবতাসূচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও অগ্নির উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার সেই অগ্নিকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। নিম্নে প্রায় ভাষ্যানুযায়ী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, —"যিনি স্বগৃহে সমিদ্ধ হইয়া দীপ্তি পান, সেই যুবতম ও বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যস্থিত ও বিচিত্র শিখাবিশিষ্ট এবং সুন্দররূপে আহুত ও সর্ব্বত্রগমনকারী (অগ্নির) নিকট আমরা নমস্কারের সহিত গমন করি।

'অগ্নি' শব্দে কি বুঝায় তাহা আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয় সূক্তে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। আমরা সেখানে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, 'অগ্নি' শব্দে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করে, উহা দ্বারা পরাজ্ঞান বুঝায়। মানুষের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ বর্ত্তমান আছে, বিশ্বে যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যায়, তাহা সমস্তই পরমজ্যোতির আধার অগ্নিরই বিকাশ-মাত্র। বেদের মধ্যে বিশেষতঃ ঋগ্বেদে অগ্নির মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক মন্ত্রের সংখ্যাই বেশী। ইহার কারণ কি? যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যে অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্য-রূপে পরিচিত, সেই অগ্নিকে এত উচ্চস্থান প্রদান করিবার কারণ কি? 'অগ্নি' শব্দে যে বস্তুকে বুঝায়, সেই বস্তুকে বেদে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে তাহা বেদের কয়েকটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উপলব্ধ হইবে।

ঋগ্বেদ ও সামবেদের প্রথম মন্ত্র অগ্নি-সম্বন্ধীয়। ব্রাহ্মণগণ আবহমানকাল হইতে ব্রহ্মযজ্ঞে যে চারিটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটীতেই অগ্নির মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রে অগ্নির মাহাত্ম্যসূচক যে বিশেষণসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিলেই অগ্নির প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। সেই মন্ত্রে অগ্নিকে 'দেব', 'যজ্ঞের পুরোহিত', 'ঋত্বিজ' 'হোতা', 'রত্নধাতা' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'অগ্নি' শব্দে যদি সাধারণ অগ্নিকে বুঝায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই সকল বিশেষণ কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? সর্ব্বভস্মীভূতকারী অগ্নি কিরূপে 'রত্নধাতা'

হইতে পারে? এ সমস্ত বিষয়ই আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি।

বেদে অগ্নির এই প্রাধান্য দর্শনে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুকরণকারী এদেশীয় অনেকে মনে করেন যে, আদিমকালে আর্য্যগণ অগ্নির ব্যবহার জানিতেন না। তারপর যখন তাঁহারা এই অপূর্ব্ব বস্তুটী আবিষ্কার করিলেন, তখন ইহার সুখ্যাতিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন, এই অগ্নিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাহার প্রিয় খাদ্য ঘৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইত। ক্রমশঃ তাহার চারিদিকে নানাবিধ আখ্যায়িকা সৃষ্ট হইতে লাগিল। বেদে আমরা আদিমজাতির অগ্নিপূজার এই চিত্রই দেখিতে পাই। শুধু তাই নয়, 'অগ্নি' সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যাকার নানাবিধ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা মনে করি এই সকল কাল্পনিক ঐতিহাসিক গবেষণার কোনও মূল্য নাই। নিত্যগ্রন্থ বেদের মধ্যে অনিত্য বস্তুর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই। মন্ত্রে যে অগ্নির উল্লেখ আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে সেই পরমদেবতা – পরমবস্তু জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অগ্নিকে 'যুবতম' অথবা 'যবিষ্ঠ' বলা হয়। তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—অগ্নি প্রত্যেকবার অরণিকাষ্ঠের সজ্ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে গবেষণার অন্ত নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, এই জ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তেই মানবের অন্তরে বিকশিত হইতেছে বলিয়াই তাঁহাকে যবিষ্ঠ বলা হয়। এই মন্ত্রের ভাব আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ – ৮খ – ১সূ – ১সা)।*

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
স মহ্না বিশ্বা দুরিতানি সাহ্বানগ্নিঃ

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ষ্টবে দম আ জাতবেদাঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
স নো রক্ষিষদ্ দুরিতাদবদ্যাদস্মান্ গৃণত

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত নো মঘোনঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) অস্মাকং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'দুরিতানি' (পাপানি) 'সাহ্বান্' (অভিভবন্ দূরীকরোতু ইত্যর্থঃ) ; 'জাতবেদাঃ' (জাতধনঃ, জাতপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানস্বরূপঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'দমে' (যজ্ঞগৃহে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'আ স্তবে' (সাধকৈঃ স্তূয়তে) ; 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দুরিতাৎ' (পাপাৎ) 'রক্ষিষৎ' (রক্ষতু) তথা 'অবদ্যাৎ' (নিন্দিতাৎ কর্ম্মণঃ, অসৎকর্ম্মণঃ) 'গৃণতঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ) অস্মান্ রক্ষতু ইতি শেষঃ ; 'উত' (অপিচ) 'মঘোনঃ' (হবিষ্মতঃ, পূজাপরায়ণান্) 'নঃ' (অস্মান্) রক্ষতু – ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মান্ সর্ব্বপাপেভ্যঃ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১০অ ৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেব মহত্ত্বের দ্বারা আমাদিগের সকল পাপ দূর করুন ; জ্ঞানস্বরূপ দেব সৎকর্ম্মসাধনে সাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন ; সেই দেবতা আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং অসৎকর্ম্ম হইতে প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন ; অপিচ, পূজাপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ 'অগ্নিঃ' 'মহ্না' মহত্ত্বেন 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'দুরিতা' দুরিতানি 'সাহ্বান্' অভিভবন্ 'জাতবেদাঃ' জাতধনঃ জাতপ্রজ্ঞো বা 'দমে' যজ্ঞগৃহে 'স্তবে' অস্মাভিঃ স্তূয়তে, 'সঃ' অগ্নিঃ 'গৃণতঃ' স্তুবতঃ 'নঃ' অস্মান্ 'দুরিতাৎ' পাপাৎ 'অবদ্যাৎ' নিন্দিতাচ্চ কর্ম্মণঃ 'রক্ষিষৎ' রক্ষতু। 'উত' অপিচ 'মঘোনঃ' হবিষ্মতঃ 'নঃ' অস্মান্ রক্ষতু। (১০অ-৮খ–১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:o:———

এই মন্ত্রটীও পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিম্নে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই জাতবেদা নিজ মহত্ত্বের দ্বারা সমস্ত পাপ অভিভব করেন। তিনি যজ্ঞগৃহে স্তুত হইতেছেন, তিনি আমাদিগকে পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম হইতে রক্ষা করুন। আমরা তাঁহার স্তুতি করি ও যজ্ঞ করি।"

ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব আরও পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'জাতবেদাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"জাতধনা, জাতপ্রজ্ঞঃ।" সুতরাং ভাষ্যার্থ হইতেই আমরা মন্ত্রের দেবতার স্বরূপ জানিতে পারি। এই বিশেষণ কি জলন্ত অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? আগুন কি জ্ঞানের আধার? আবার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা কি অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে? মন্ত্রের প্রার্থনা পাপনাশের জন্য অসৎকর্ম্ম হইতে, পাপ-প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু সাধারণ অগ্নির কি সাধ্য আছে যে তাহা মানুষকে পাপের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে?

ভগবানের শক্তিস্বরূপ যে পরাজ্ঞান, সেই জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে। পাপ-কালিমা প্রভৃতি জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাই সেই ভগবৎ-শক্তির নিকটই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহা এই যে, জ্ঞানদেব সৎকর্ম্মসাধকগণের দ্বারা স্তুত হয়েন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হইলেই সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি জন্মে আবার সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞান উপজিত হয়। অর্থাৎ সৎকর্ম্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে জন্য জনক সম্বন্ধ বিদ্যমান। একটীর উপস্থিতিতে অন্যটী উপস্থিত হয় মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। (১০অ—৮খ—১সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ৩ ২ ২ ৩ ১
ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বর্দ্ধন্তি মতিভির্ব্বসিষ্ঠাঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বে বসু সুষণনানি সন্তু যূয়ং পাত

৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, ত্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'ত্বং' (ত্বমেব ইত্যর্থঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উত' (অপিচ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ, মিত্রস্বরূপঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; 'বশিষ্ঠাঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'মতিভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'ত্বাং' 'বর্দ্ধন্তি' (বর্দ্ধয়ন্তি, আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; 'ত্বে' (ত্বয়ি—বর্ত্তমানানি ইতি যাবৎ) 'বসু' (বসূনি পরমধনানি) অস্মাকং 'সুষণনানি' (সুলম্ভজনানি, প্রীতিদায়কানি, পরমমঙ্গলসাধকানি) 'সন্তু' (ভবন্তু) ; হে দেবাঃ ! যূয়ং 'সদা' (নিত্যকালং) 'নঃ' (অস্মান্) 'স্বস্তিভিঃ' (ক্ষেমৈঃ, পরমমঙ্গলৈঃ সহ) 'পাত' (রক্ষত)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণাঃ ভবন্তি ; পরমমিত্রঃ অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মাকং পরমমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি ভাবঃ। (১০অ - ৮থ - ১সূ - ৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! আপনি অভীষ্টবর্ষক এবং মিত্রস্বরূপ হয়েন ; জ্ঞানিগণ স্তুতির দ্বারা আপনাকে বর্দ্ধিত করেন—আরাধনা করেন ; আপনাতে বর্ত্তমান পরমধনসমূহ আমাদিগের পরম মঙ্গলসাধক হউক ; হে দেবগণ ! আপনারা নিত্যকাল আমাদিগকে পরম মঙ্গলের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ জ্ঞানসাধনে যত্নপরায়ণ হয়েন ; পরমমিত্র অভীষ্টবর্ষক দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুন।) ॥ (১০অ—৮থ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে' ! 'ত্বং' 'বরুণঃ' অসি পাপানাং নিবারকো ভবসি 'উত' অপিচ 'মিত্রঃ' অসি, পুণ্য-প্রাপণে সখা ভবসি। 'বশিষ্ঠাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ হে অগ্নে ! 'ত্বাং' 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি 'ত্বে' ত্বয়ি বিদ্যমানানি 'বসু' বসূনি 'সুষণনানি' সুসম্ভজনানি 'সন্তু'। হে অগ্নে ! যূয়ং ত্বদাদ্যাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'স্বস্তিভিঃ' ক্ষেমৈঃ 'নঃ' অস্মান্ 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত ॥ (১০অ—৮থ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও অগ্নিসম্বন্ধসূচক। 'মন্ত্রে' অগ্নিকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার মূলভাব এই যে, জ্ঞানদেব অগ্নি আমাদের মঙ্গলসাধন করুন, আমাদিগকে বিপদ্ হইতে নিত্যকাল রক্ষা করুন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব অব্যাহত আছে, কেবল

মাত্র দুই একটী পদের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে একটু মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন। তোমাতে বিদ্যমান ধন সুলভ হউক। তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তি-দ্বারা পালন কর।"

এই ব্যাখ্যা হইতেই ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, অগ্নিকে এখানে মিত্র ও বরুণ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার কিন্তু অনর্থক তাঁহার প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বরুণঃ' পদে 'পাপানাং নিবারকঃ' এবং 'মিত্রঃ' পদে 'পুণ্যপ্রাপণে সখা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। আমরা মনে করি বাঙ্গালা অনুবাদকার মন্ত্রের মূলভাব অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিয়াছেন। ভগবান্ এক, তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন নামে পরিচিত—এই সত্যই মন্ত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই অর্য্যামা - সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই বিভূতি মাত্র। মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বসিষ্ঠ' শব্দে জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করে—আমরা তাহা পূর্ব্বে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। 'বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করেন' তাহার ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়স্থ জ্ঞানরাশিকে বর্দ্ধিত করেন। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১০অ - ৮খ - ১সূ ৩সা)।*

—·০·—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মহাঁ৺ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাঁ৺ ইব ॥

১ ২ ৩ ১ ২

স্তোমৈর্ব্বৎসস্য বাবৃধে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্টিমান্' (বর্ষণশীলঃ, অভিষ্টপূরকঃ) 'পর্জ্জন্যঃ ইব' (রসানাং প্রার্জ্জয়িতা, অমৃতদায়কঃ দেবঃ ইব) 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ ইন্দ্রদেবঃ যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) সঃ তস্য 'বৎসস্য' (পুত্রভূতস্য, পুত্রস্থানীয়স্য সাধকস্য ইত্যর্থঃ) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ সাধকৈঃ আরাধিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ - ৮খ - ২সূ ১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টপূরক অমৃতদায়ক দেবতার ন্যায় শক্তিতে শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি যে দেবতা, তিনি তাহার পুত্রস্থানীয় সাধকের স্তোত্রদ্বারা আরাধিত হয়েন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকগণের দ্বারা আরাধিত হয়েন।)। (১০অ - ৮খ—২সূ—১সা।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'ওজসা' বলেন 'মহান্' সর্ব্বেভ্যোঽধিকঃ। কইব ? 'বৃষ্টিমানিব' যথা বৃষ্ট্যা যুক্তঃ 'পর্জ্জন্যঃ' রসানাং প্রার্জ্জয়িতা দেবঃ মহান, স ইন্দ্রঃ 'বৎসস্য' পুত্র-স্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস নাম্ন এব বা ঋষেঃ 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধে' প্রবর্দ্ধতে॥ (১০অ—৮খ ২সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—(*)—

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে ভগবানেরই দুইটী বিভূতির একত্র তুলনা করা হইয়াছে। 'পর্জ্জন্যঃ' 'ইন্দ্রঃ' ভগবানের এই উভয় প্রকাশের মধ্যে একত্ব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বিভূতিসমূহের মধ্যে যে একত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান অমৃতদায়ক, অভীষ্টপূরক। তিনি আপনার সন্তানগণকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। যিনি পর্জ্জন্যরূপে মানবকে অমৃতত্ব দানে কৃতার্থ করেন, তিনিই ইন্দ্ররূপে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী করেন। মানুষ তাঁহারই সন্তান। মন্ত্রান্তর্গত 'বৎসস্য' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বৎসস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন,—"পুত্রস্থানীয়স্য স্তোতুঃ বৎস-নাম্ন এব বা ঋষেঃ"। অন্যত্র তিনি 'বৎস' পদে 'বৎস' নামক ঋষিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেও তাহার স্বাভাবিক অর্থও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। আমরা মনে করি, 'পুত্রস্থানীয়স্য' অর্থই সঙ্গত। মানুষ ভগবানেরই সন্তান। তিনিই মানবকে তাঁহার অপার স্নেহকরুণায় সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন।

যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধক, তাঁহারা সেই পরমপিতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। 'বাবৃধে' পদের অর্থ 'প্রবর্দ্ধতে' অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়েন কিরূপে ? তিনি কি অপূর্ণ যে সাধকের স্তুতিতে পূর্ণত্ব লাভ করিবেন। মন্ত্রের এই অর্থই আপাততঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত গূঢ়ার্থ অন্যরূপ। সাধক সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধনপথে যতই অগ্রসর হয়েন ততই ভগবন্মাহাত্ম্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং ভগবান স্তুতি দ্বারা সাধকের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়েন—এ কথা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমরা 'বাবৃধে' পদে "প্রবর্দ্ধতে, আরাধিতঃ ভবতি" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে। ১। ০

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২৩২৩ ১২
কণ্বা ইন্দ্রং যদক্রত স্তোমৈর্যজ্ঞস্য সাধনম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জামি ব্রুবত আয়ুধা ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'কণ্বাঃ' (স্তোতারঃ, ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ বা) 'স্তোমৈঃ' (স্তুতিভিঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিং দেবং, ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞস্য সাধনং' (সৎকর্ম্মণঃ লক্ষীভূতং, সৎকর্ম্মণঃ চরমলক্ষ্যং) 'অক্রত' (কুর্ব্বন্তি) তদা সাধকাঃ 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি) 'জামি' (অপ্রয়োজনানি, যদ্বা—বন্ধুস্বরূপাণি) 'ব্রুবতে' (বদন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ ভগবৎপরায়ণান্ সাধকান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ ২সূ ২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিগণ (অথবা স্তোতাগণ) স্তুতির সহিত ভগবানকে সৎকর্ম্মের লক্ষীভূত অর্থাৎ চরমলক্ষ্য করেন, তখন সাধকগণ রক্ষাস্ত্রকে অপ্রয়োজনীয় (অথবা বন্ধুস্বরূপ) বলিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।)। (১০অ—৮খ—২সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্বাঃ'। স্তোতৃ-নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৫।৭) স্তোতারঃ কণ্বগোত্রা বা 'ইন্দ্রং' 'স্তোমৈঃ' স্তোত্রৈঃ 'যজ্ঞস্য' যাগস্য 'সাধনং' সাধয়িতারং নিষ্পাদকং 'যদ্' যদা 'অক্রত' অকুর্ব্বত। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসেতি (২৪৮০) চ্লের্লুক্, তদানীং 'আয়ুধা' শত্রূণাং হিংসকানি

০ এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ধারাদীনি 'জামি'। অতিরেকনামৈতৎ। অতিরিক্তং অধিকং প্রয়োজন-রহিতং 'কৃণবতে' কুর্ব্বন্তি। 'আয়ুধা' আয়ুধস্য সর্ব্বস্য কার্য্যস্যেত্রেণ কৃতত্বাৎ আয়ুধানি নিষ্প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। যদ্বা, 'আয়ুধা' আয়ুধসাধনশীলমিন্দ্রং 'জামি' জামিং ভ্রাতরং 'কৃণবতে' বদন্তি॥ 'আয়ুধা' —'আয়ুধং'—ইতি পাঠৌ। (১০অ ৮খ ২সূ—২সা।)॥

দ্বিতীয় (১৩০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এই যে,—সাধক যখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন, তখন তাঁহার আর কোনও ভয় থাকে না। ভগবানই তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের 'যজ্ঞস্য সাধনং' পদের অর্থ এই যে, ভগবান যখন সাধকের সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের লক্ষ্যস্থলরূপে গৃহীত হয়েন, অর্থাৎ সাধক যখন কেবলমাত্র ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যখন ভগবদুদ্দেশে পরিচালিত হয়, তখন ভগবানও সর্ব্বতোভাবে সেই সাধকের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ভগবানে আত্মসমর্পিত হইলে, সাধকের আর নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। কাজেই রিপুশত্রুগণ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। কারণ, তিনি অনায়াসেই তখন বলিতে পারেন— "যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"। তাঁহার বাক্য, কর্ম্ম, চিন্তা সমস্তই ভবদারাধনায় নিয়োজিত হয়। সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহা সমস্তই তাঁহার উন্নতিসাধক হয়। তাঁহার নিজের সত্তা যখন সেই পরমসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, তখন তাঁহার প্রতি রিপুর আক্রমণ সম্ভবপর হয় না। কারণ তখন সাধকের পৃথক অস্তিত্বই থাকে না—আক্রমণ করিবে কাহাকে? তাই বলা হইয়াছে তখন অস্ত্রশস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইয়া যায়, অথবা বন্ধুরূপে পরিণত হয়। অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শত্রুনাশ হয়, কিন্তু যাঁহার শত্রু নাই, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রাণনাশক, তাহাই সাধকের পক্ষে বন্ধুস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ ৮খ—২সূ—২সা)॥

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২
প্রজামৃতস্য পিপ্রতঃ প্র যদ্ভরন্ত বহ্নয়ঃ।
১ ২ ৩২৩ ৩২
বিপ্রা ঋতস্য বাহসা॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যদ্' (যদা) 'বহ্নয়ঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'ঋতস্য প্রজাং' (সত্যস্য সাধকং) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তঃ, জ্ঞানেন পূরয়ন্তি ইত্যর্থঃ) তদা তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ) 'ঋতস্য বাহসা' (সত্যস্য প্রাপকেন - স্তোত্রেণ ইতি যাবৎ) 'প্রভরন্ত' (প্রকর্ষেণ ভরন্তি, ভগবন্তং পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)।

° • °

বঙ্গানুবাদ।

যখন জ্ঞানকিরণসমূহ সত্যসাধককে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে, তখন সেই জ্ঞানিগণ সত্যপ্রাপক স্তোত্রের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১০অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

° • °

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সত্যস্য বা 'প্রজা' প্রকর্ষেণ জাতমিন্দ্রং 'পিপ্রতঃ' নভসঃ প্রদেশান্ পূরয়ন্তঃ 'বহ্নয়ঃ' বাহকা অশ্বা 'যদ্' যদা 'প্রভরন্ত' প্রকর্ষেণ ভরন্তি বহন্তি তদা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'বাহসা' প্রাপকেণ স্তোত্রেণ তং ইন্দ্রং স্তুবন্তীতি শেষঃ। ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

° • °

তৃতীয় (১৩০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব এই যে, মানুষ যখন হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিতে পারে তখন সেই আলোকের সাহায্যে আপনার জীবনের চরম অভীষ্ট সম্বন্ধে সত্য ধারণায় উপনীত হয়। যখন মানুষ আপনার নিজের অভাব অপূর্ণতার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তখন মানুষ সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবানের শরণ গ্রহণ করে। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলে সে আপনার সকল অভীষ্টই সাধন করিতে পারে। সুতরাং যখন অভ্রান্তভাবে আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় এবং যখনসে আপনার চরম অভীষ্টের সন্ধান পায়, তখন সে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। শুধু তাহাই নয়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় যে ভগবৎপরায়ণতা তাহা সে জ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়—ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানু-

স্বামী একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"যখন (নভোদেশ) পূর্ণকারী অশ্বগণ, যজ্ঞের প্রজা ইন্দ্রকে বহন করে, তখন বিদ্বানগণ যজ্ঞের প্রাপক (স্তুতি দ্বারা স্তব করে)।" এই ব্যাখ্যান্তর্গত বন্ধনীমধ্যস্থিত শব্দগুলি মূলে নাই, ব্যাখ্যাকার অধ্যাহৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের পদগুলির অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'প্রজাং' পদের ভাষ্যার্থ,—'প্রকর্ষেণ জাতং ইন্দ্রং' এখানে ইন্দ্র কোথা হইতে আসিলেন? আবার 'বহ্নয়' পদের প্রচলিত অর্থ 'অগ্নি', কিন্তু এখানেই ভাষ্যার্থ-'বাহকাঃ অশ্বাঃ'! যাহা হউক মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—৮খ ২সূ-৩সা)। ০

——:০:——

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য জিঘ্নতো হরেশ্চন্দ্রা অসৃক্ষত।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জীরা অজিরশোচিষঃ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জিঘ্নতঃ' (পুনঃপুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ, অজ্ঞানতানাশকস্য) 'হরেঃ' (পাপহারকস্য) 'অজিরশোচিষঃ' (সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ, বিশ্বজ্যোতিষঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য— শুদ্ধসত্ত্ব ইতি যাবৎ) 'চন্দ্রাঃ' (দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ, দেবভাবপ্রাপিকাঃ) 'জীরাঃ' (ধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজন্তি, উৎপাদিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পাপনাশকং দেবভাবপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে— ইতি ভাবঃ। (১০অ—৯খ-১সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতানাশক পাপহারক বিশ্বজ্যোতিঃ পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্বের দেবভাবপ্রাপিকা ধারা সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পাপনাশক দেবভাবপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)। (১০অ—৯খ—১সূ—১সা।)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জিঘ্নতঃ' পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ 'হরেঃ' হরিতবর্ণস্য 'অজিরশোচিষঃ' সর্ব্বত্র-গমন-শীল-তেজসঃ' 'পবমানস্য 'চন্দ্রাঃ'। চদি আহ্লাদে (ভ্বা০ প০)। দেবানামাহ্লাদয়িত্র্যঃ 'জীরাঃ' ক্ষিপ্রং ক্ষরণ-শীলাঃ ধারাঃ 'অসৃক্ষত' সৃজ্যন্তে পবিত্রান্নির্গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ 'জিঘ্নতঃ' 'জজ্ঞতঃ' - ইতি পাঠৌ। (১০অ ৯খ—১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:§※§:•——

সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। 'জিঘ্নতঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"পুনঃ পুনঃ তমাংসি বিনাশয়তঃ'। ইহা হইতে আমরা ভাব গ্রহণ করিয়াছি অজ্ঞানতা-নাশক। 'তমঃ' পদে এখানে অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিতেছে। অজ্ঞানতাই জগতের প্রগাঢ়তম অন্ধকার। সেই অন্ধকাররাশি বিদূরিত হইলেই মানুষ আপনার প্রকৃত লক্ষ্য দেখিতে পায়। মানবের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে তাঁহার হৃদয় পরিষ্কার নির্ম্মল হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে তমোনাশক বা অজ্ঞানতানাশক বলা হইয়াছে।

'অজিরশোচিষঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সর্ব্বত্রগমনশীলতেজসঃ' অর্থাৎ যাঁহার তেজ সর্ব্বত্র গমন করে। শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানের জ্যোতিঃ সমগ্রবিশ্বে বিকীর্ণ হয়। উক্তপদে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'হরেঃ' পদে ভাষ্যকার হরিৎবর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ভাবসঙ্গতির দিক দিয়াও উক্তপদের 'পাপহারক' অর্থই নিষ্পন্ন হয়।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে।* অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোমরস, যাহার তেজ সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, তিনি অন্ধকার নষ্ট করিতেছেন, আহ্লাদকর ধারা সমস্ত তাঁহার হরিৎবর্ণ মূর্ত্তি হইতে নির্গত হইতেছে।" অর্থাৎ সোমরসার্থক অর্থই ভাষ্যকারগ্রহণ করিয়াছেন॥ (১০অ ৯খ—১সূ—১সা)॥

——§ ০ §——

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানো রথীতমঃ শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
হরিশ্চন্দ্রো মরুদ্গণঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথীতমঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'শুভ্রেভিঃ শুভ্রশস্তমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ নির্ম্মলতমঃ, শ্রেষ্ঠতমঃ বিশুদ্ধতাদায়কঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'চন্দ্রঃ' (আহ্লাদয়িতা, পরমানন্দদায়কঃ) 'মরুদ্গণঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ যস্য সহায়ভূতাঃ, বিবেকজ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ- শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) অস্মান্ প্রাপ্নোতু - ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমানন্দদায়কং সৎকর্ম্মসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ - ৯খ—১সূ - ২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম সৎকর্ম্মসাধক, শ্রেষ্ঠতম বিশুদ্ধতাদায়ক, পাপহারক, পরমানন্দদায়ক, বিবেকজ্ঞানদাতা, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমানন্দদায়ক সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভ করি॥ (১০অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' দেবঃ 'রথীতমঃ' অতিশয়েন রথবান্। ইট্রথিনঃ (৮।২।১৭ বা০)—ইতীকারঃ। তথা 'শুভ্রেভিঃ' শোভাযুক্তেভ্যস্তেজোভ্যোঽপি 'শুভ্রশস্তমঃ' অত্যন্তং দীপ্যমানশ্চ। যদ্বা, নির্ম্মলতম-যশোযুক্তঃ। 'হরিশ্চন্দ্রঃ'। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রে (৬।১।১৫১)—ইতি সাংহিতিকঃ সুট্। হরিতবর্ণ-দীপ্তঃ হরিত-ধারা-যুক্তো বা 'মরুদ্গণঃ' মরুতো যস্য গণাঃ সহায়-ভূতাঃ স তথোক্তঃ তাদৃশঃ সোমঃ সর্ব্বান্ স্বরশ্মিভিঃ ব্যাপ্নোতিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (১৩০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,- "এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য রথী নাই, যত শুভ্রবর্ণ বস্তু আছে, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ম্মল, ইঁহার ধারা হরিৎবর্ণ; দেবতারা ইঁহার সহায়, ইনি তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করেন।" একই মন্ত্রের মধ্যেই সোমকে হরিৎবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে! সোম তবে কোন্ বর্ণ? এক সময়ে একই বস্তু দুই বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিতে পারে না। প্রচলিত মতানুসারে সোমরস তরলবস্তু। সুতরাং উহা এক সময়ে শুভ্র ও হরিৎবর্ণ হইবে কিরূপে? মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে অধ্যাহার

করায় এবং 'হরিঃ' প্রভৃতি পদে বিকৃত অর্থ করায় এই অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত ব্যাখ্যার এই অসঙ্গতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই!

মন্ত্রে যদি সোমরসেরই উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে 'রথীতমঃ' প্রভৃতি বিশেষণ-পদ প্রয়োগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বাঙ্গালা অনুবাদগ্রন্থে 'রথীতমঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"ইহার তুল্য রথী নাই।" সোমরস সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে এই বিশেষণের দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশিত হইতে পারে তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে॥ (১০অ—৯খ—১সূ ২সা)॥০

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২

পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ।

১২৩ ২ ২ ৩ ১ ২

দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'বাজসাতমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শক্তিদায়কঃ, আত্মশক্তি-দায়কঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'ব্যশ্নুহি' (অস্মান্ তথা সর্ব্বজগৎ ব্যাপ্নুহি ইতি ভাবঃ); ত্বং 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাপরায়ণায় জনায়) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেণ সাধকাঃ আত্মশক্তিং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং পরমমঙ্গলদায়কং জ্যোতিঃ লভেম— ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আত্মশক্তিদায়ক আপনি জ্যোতিঃদ্বারা আমাদিগকে এবং সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করুন; আপনি প্রার্থনাপরায়ণ জনকে আত্মশক্তি প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্ষষ্টিতম সূক্তের ষড়্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ আত্মশক্তি লাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতিঃ লাভ করি।) ॥ (১০অ—৯খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! ত্বং 'রশ্মিভিঃ' স্ব-দীপ্তিভিঃ 'ব্যশ্নুহি' সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্নুহি। কীদৃশস্ত্বং? 'বাজসাতমঃ' অতিশয়েনান্নস্য দাতা বলস্য সম্ভক্তা বা তথা 'স্তোত্রে' পবমানং স্তোত্রং কুর্ব্বতে জনায় 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রং ধনং বা 'দধৎ' বিদধৎ প্রযচ্ছন্ ব্যাপ্নুহি। 'পবমানব্যশ্নুহি'—'পবমানোব্যশ্নবং'—ইতি পাঠৌ। (১০অ—৯খ—১সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"এই যে ক্ষরণশীল সোম, ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই, ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে। প্রার্থনা করি, ইনি আপন তেজে সর্ব্বব্যাপী হউন।" ইহার পূর্ব্ব-মন্ত্রে সোমকে 'রথীতম' বলা হইয়াছে, আর বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইহার তুল্য অন্নদাতা কেহ নাই। এই একবচনের পরেই বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে,—"ইহারা গুণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে বিশিষ্ট বল প্রদান করে।" এখন প্রশ্ন এই যে, এখানে 'ইহার' এবং 'ইহারা' এই পদদ্বয়ে কাহাকে বা কাহাদিগকে বুঝাইতেছে? এই পদদ্বয় এক না বহুকে লক্ষ্য করিতেছে? ব্যাখ্যা হইতে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার পুত্র ধনজন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুবীর্য্য—শোভনবীর্য্য কি? যাহা মানুষকে প্রকৃতশক্তি দিতে পারে, তাহাই সুবীর্য্য। মানুষের অন্তরাত্মা যখন জাগরিত হয়, মানুষের মধ্যে যখন সত্যিকার শক্তির সাড়া জাগে, তখনই মানুষ প্রকৃতপক্ষে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। সেই শক্তি আত্মশক্তি। বাহির হইতে কেহ এই শক্তি মানুষকে দিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় মানুষের মধ্যে এই শক্তির স্ফুরণ হয়। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মানুষ এই শক্তির বিকাশ করিতে পারে, মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। আর হৃদয়ে সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে॥ (১০অ—৯খ ১সূ-৩সা)॥ ০

---

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২৩২ ৩২
পরীতো ষিঞ্চতা সুতং সোমো য উত্তমং হবিঃ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ২উ
দধন্বাং যো নর্য্যো অপ্স্বাহন্তরা
৩২ ৩ ২৩১ ২
সুষাব সোমমদ্রিভিঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'হবিঃ' (দেবপূজোপকরণং) তং 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'ইতঃ' (ইহ, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিষিঞ্চত' (উৎপাদয়); 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপোসাধনেন) 'সুষাব' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ) 'অপ্সু অন্তরা' (অমৃতমধ্যে স্থিতঃ, অমৃতপ্রাপকঃ) 'নর্য্যো' (নরাণাং হিতকারকঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) তং 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'দধন্বান্' (গচ্ছন্, প্রাপয়ন্, প্রাপয় ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসাধনেন লোকানাং হিতসাধকং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে সত্ত্বভাব শ্রেষ্ঠ দেবপূজোপকরণ, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন কর; কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ, অমৃতপ্রাপক, মানুষের হিতকারক যে সত্ত্বভাব, সেই সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা, লোকের হিতসাধক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'ইতঃ' অস্মাৎ কর্ম্মণ ঊর্দ্ধং অথবা অস্মাৎ প্রদেশাদূর্দ্ধং 'পরিষিঞ্চত' বসতীবরীভিঃ। ইতোসিঞ্চতেতি ইত্যত্র সংহিতায়াং ছান্দসং রোরুত্বং। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। 'যঃ' 'সোমঃ' দেবানাং 'উত্তমং' প্রশংস্তং 'হবিঃ' ভবতি 'অ।' অপিচ 'নর্য্যঃ' মনুষ্য-হিতঃ 'যশ্চ' সোমঃ 'অপ্সু' বসতীবরীষু অন্তরক্ষে

বা 'অন্তরং' 'দধমান, গচ্ছন্ ভবন্ ভবতি তং 'সোমং' 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ' অধ্বর্য্যুঃ 'সুষাব' অভিযুতং চকার; তং পরিষিঞ্চতেতি সমন্বয়ঃ ॥ (১০অ ৯খ—২সূ -১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩১১) সামের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সাধকের নিজ-হৃদয়ে সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা—'উত্তমং হবিঃ'। সত্ত্বভাবই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। দেবপূজার উদ্দেশ্য—দেবতাকে লাভ করা, দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। ভগবান্ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন যদি সেই পূজা বিশুদ্ধ হৃদয়ে সম্পন্ন করা হয়। সত্ত্বভাবময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সত্ত্বভাব দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহাদিগকে আপনার কোলে টানিয়া লয়েন। ভগবান্ মানুষের বাহ্য পূজা উপাসনা অথবা প্রার্থনা দেখেন না, তিনি—দেখেন মানুষের হৃদয়। হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দিয়াই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তাই বলা হইয়াছে,—সোমঃ উত্তমং হবিঃ—সত্ত্বভাবই শ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ। তাই বলা হইতেছে, "হে আমার মন! যদি তুমি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, তবে হৃদয় পবিত্র কর, সত্ত্বভাবের অনুসরণ কর। কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদন কর। সত্ত্বভাবময় সেই পরমপুরুষকে সত্ত্বভাবের অর্ঘ্যই প্রদান করা চাই। তবেই তোমার জীবন সফল হইবে—ধন্য হইবে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ হয়। সুতরাং সেই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ লাভ করিবার জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই—মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—৯খ—২সূ—১সা) ॥ *

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নূনং পুনানোঽবিভিঃ পরি স্রবাদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সুতে চিত্বাপ্সু মদামো অন্ধসা

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

শ্রীণন্তো গোভিরুত্তরম্ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৫খ ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরভিন্তরঃ' (সুগন্ধিতরঃ, অত্যন্তং সুগন্ধিঃ, পরমপ্রীতিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'অদব্ধঃ' (কেনাপি অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ ত্বং) 'অবিভিঃ' (নিত্যৈঃ, নিত্যজ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পরিস্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'সুতে চিৎ' (অভিযুতে সতি, বিশুদ্ধে সতি) 'অন্ধসা' (অন্নেন, শক্ত্যা) তথা 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'অপ্সু' (অমৃতে স্থিতং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শ্রীণন্তঃ' (মিশ্রয়ন্তঃ) বয়ং 'মদামঃ' (পরমানন্দং লভেম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা পরমানন্দং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ ৯খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অত্যন্ত সুগন্ধি অর্থাৎ পরমপ্রীতিদায়ক, অজাতশত্রু, পবিত্রকারক আপনি নিত্যজ্ঞানের সহিত নিশ্চিতরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশুদ্ধ হইলে শক্তি এবং জ্ঞানকিরণের সাহত শ্রেষ্ঠ অমৃতস্থিত আপনাকে মিশ্রণকারী আমরা যেন পরমানন্দলাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমানন্দ লাভ করি।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অদব্ধঃ' কৈশ্চিদপ্যহিংসিতঃ 'সুরভিতরঃ' অত্যন্তং সুগন্ধি ত্বং 'নূনং' ইদানীং 'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'অবিভিঃ' অবি-বাল-কৃতৈঃ পবিত্রৈঃ 'পরিস্রব' পরিক্ষর 'সুতে চিৎ' অভিযুতে সতি 'অন্ধসা' ভৎক-লক্ষণেনান্নেন 'গোভিঃ' গোর্ব্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণন্তঃ' মিশ্রয়ন্তঃ বয়ং 'উত্তরং' উদ্ভূততরং 'অপ্সু' বসতীবরীষু স্থিতং 'ত্বা' ত্বাং 'মদামঃ' মদামহে॥ (১০অ—৯খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩১২) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে দুর্দ্ধর্ষ সোম! তুমি চমৎকার সৌরভ ধারণপূর্ব্বক মেষলোমদ্বারা শোধিত হইতে হইতে শীঘ্র ক্ষরিত হও। প্রস্তুত হইবার পর তোমাকে জলের সহিত, দুগ্ধের সাহত, এবং আহার-সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত করিয়া আনন্দের সহিত সেবন করিব।" বা! প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটীর ভাব অতিশয় চমৎকার বলিতে হইবে। এবার আর সোমরসকে ভগবানের নিকট নিবেদন

করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, একেবারে নিজে ভক্ষণ করিবার জন্য যেন বক্তা উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন, সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর প্রত্যেক অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহা প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইতেছে অনুমান করিয়া হয় তো বা বিরক্তও হইতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যার ভাবদৃষ্টে আমাদের মনে সাধারণ গৃহস্থালীর একটী চিত্র জাগরিত হয়। বাড়ীতে যেন মিষ্টান্ন পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইতেছে, আর ছেলেমেয়েরা কিরূপে তাহা পূর্ণভাবে উপভোগ করিবে তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতেছে, কেহ কেহ হয়তো বা অধৈর্য্যভাবে রন্ধনগৃহের মধ্যে ঘুরাফিরা করিতেছে। মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যায় বক্তা অধীর শিশুর ন্যায়ই আপনার লোভের ও আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মন্ত্রের ভাব তাহাই? ভাষ্যকারও এই ভাব প্রকাশ করেন নাই। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! কিসিসে ভী হিংসা ন কিয়া হুআ অত্যন্ত সুগন্ধওয়ালা তূ ইস্ সময় শোধাজাতা হুআ উনকে পবিত্রমেঁকো বরস; অভিষুত হোনে পর ভাতরূপ অন্নসে আউর গোঘৃতাদিসে মিলাতে হুয়ে হম অত্যান্ত প্রকট হুত্র বসতীবরী জলোঁমে স্থিত তুঝকো প্রসন্ন করতে হ্যায়।"

ভাষ্যকারের সহিতও আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু অনুবাদকারের অদ্ভুত ব্যাখ্যা তাহাতে নাই। ভাষ্যকার সোমরসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে কোন মাদক-দ্রব্যের উল্লেখ নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (১০অ—৯খ-২সূ—২সা)। *

—•*•—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩
পরি স্বানশ্চক্ষসে দেবমাদনঃ
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ক্রতুরিন্দুর্ব্বিচক্ষণঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানঃ' (সুবানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ ইত্যর্থঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'দেবমাদনঃ' (দেবানাং তর্পয়িতা, দেবভাবোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুঃ' (কর্ত্তা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'ইন্দুঃ'

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততমসূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'চক্ষসে' (দর্শনায়, পরাজ্ঞানদানায় ইত্যর্থঃ) 'পরি' (পরিস্রবতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ · দেবভাবোৎপাদকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞান-দানায় অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ · ৯খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধকারক, দেবভাবোৎপাদক, সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান দানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাবোৎপাদক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানদানের জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানঃ' সুতঃ অভিষূয়মাণঃ সোমঃ 'চক্ষসে' সর্ব্বেষাং দর্শনায় 'পরি' স্রবতি। কীদৃশঃ? 'দেবমাদনঃ' দেবানাং তর্পয়িতা, 'ক্রতুঃ' কর্ত্তা, 'ইন্দুঃ' পাত্রেষু ক্ষরণশীলঃ দীপ্তো বা, 'বিচক্ষণঃ' 'সর্ব্বস্য' বিদ্রষ্টা ॥ (১০অ—৯খ—২সূ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১৩১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— (*) ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমরসার্থক-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, "সোম কর্ম্মিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদনকর্ত্তা। তিনি চতুর্দ্দিক দেখিবার জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।"

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'স্বানঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'সুতঃ, অভিষূয়মাণঃ'। বিবরণকার উক্তপদে অর্থ করিয়াছেন 'সুবানঃ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ। আমরা বিবরণকারের অর্থই অনেকটা সঙ্গত মনে করি। তবে সোম অথবা শুদ্ধসত্ত্ব যে নিজেই কেবল বিশুদ্ধ, তাহা নয়, উহা মানবকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। তাই আমরা 'স্বানঃ' পদে 'বিশুদ্ধকারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিচক্ষণঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে কোন অনৈক্য হয় নাই। 'দেবমাদনঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'দেবানাং তর্পয়িতা' অর্থাৎ দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—"দেবতাদিগের মত্ততা-উৎপাদক।" এখানে 'মত্ততার' কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা, 'দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধক' অর্থ হইতে ইহার নিগূঢ়ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেবতা এখানে দেবভাবের দ্যোতক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন সেই দেবভাব জাগরিত হয়, এবং তাহা শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, তখন দেবভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহাকেই দেবভাবের

অথবা দেবতাদের তৃপ্তি বলা হইয়াছে। 'চক্ষসে' পদের সাধারণ অর্থ 'দর্শনায়' অর্থাৎ দেখিবার জন্য। কাহার দর্শনের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর সাধকের দর্শনের জন্য। সাধক সত্যমিথ্যা দর্শন করিবেন, পাপপুণ্য দর্শন করিবেন। এক কথায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে—এই জন্যই প্রার্থনা। সুতরাং আমরা 'চক্ষসে' পদের 'দর্শনায়', 'পরাজ্ঞানদানায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (১০অ ৯খ—২সূ -৩সা)।

—— ০ ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪ ২র ৩ ৪ ৫ ২র র ১ ২ ১র
১। পরা ৩ য়িভোবিঙ্কতাস্সুতান। সোমোযউত্ত মও হুবা ২ ৩ য়িঈঁইয়া। দধন্বাও-

ব র ১ ২১র ২ ১ ২
যোনর্য্যোঅপ সুবন্তরা ২ ৩ হোইয়া। সুষাবা ২ ৩ দো। মমদ্রা ২ ৩ য়িভা

৫ ৪ ২ ৩র ৫ ১ র র ১
৩ ৪ ৩ য়িঃ॥ সুষা ৩ বসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভা ২ ৩ য়িহোঁ ইয়া।

২র ১র র ১ ২ ১ ২ ১
নৃপুনানোঅবিভিঃ পরিস্রবা ২ ৩ হোইয়া। অদব্ধা ২ ৩ঃ সু। রভিস্তা ২ ৩

২ ৫ ৪ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ১
রা ৩ ৪ ৩ঃ॥ অদা ৩ ব্ধঃ সুরভিস্তরাঃ। অদব্ধ সুরভিস্তরা ২ ৩ হোইয়া।

২ ১র র র ১ ১র১ ২ ১
সুতেচিত্তাপ সুমদামোঅন্ধসা ২ ৩হোইয়া। শ্রীণন্তো ২ ৩ গো। ভিরুত্তা ২ ৩

২ ১
রা ৩ ৪ ৩ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

৫৪ ২ ৪ ৫র ৫র ১র র - ২ র
২। পরা ৩ য়িতো বিঙ্কতা সুতাম্। সোমোযউত্তমা ২ ও হোবা ২ ৩ ৪ য়িঃ। দধন্বাও

র ১ ২ ২ ১ —১ র র ২ ১ ৫
যোনর্য্যোআ। এ হোয়ি। প সু ২ অন্তরা। সুষাবসোম মোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ৫ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ র —
দ্রা ৫ য়িভো ৬ হায়ি॥ সুষা ৩ বা ৩ সোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো-মা ২-

১ ২র র র ১ ২ র ১ —১
দ্রায়িভা ২ ৩ ৪ য়িঃ। নুনম্পুনানোঅবায়িভায়িঃ। ঔহোয়ি। পা ২ রিস্রবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ২
অদব্ধঃস্যূরভোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদা ৩ ব্ধা ৩ঃ

৪ ৫ ১ ১ ২ র র ১ ২
স্যূরভিস্তরাঃ। অদব্ধঃ স্যূরভা ২ য়িস্তারা ২ ৩ ৪ ঃ। স্যূতেচিত্বাপ্সুমাদা।

১ র —১ র র র ১ ২ ১ ৫
ঐহোয়ি। মো ২ অন্ধসা। শ্রীণন্তোগোভিরোবা ৩ ও ২ ৪ বা।

৪ ৫
ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* * *

১২র১র ২ র ১ ১ ১র২র১ ২ ১ ২ ১
৩। পরোতোবিষ্ণতায়তম্। হুবে ২ ৩। সোমোয়উত্তম৺হবিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র র র ২ ১ ২১র ২১র২১র২১ ২ ১
দধন্বা৺যোন র্যোঅপ্স বন্তয়া। হুবে ২ ৩। স্যূযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২১র২১র২১ ২ ১ ২১র২১র২১ ২ ১
স্যূযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩। স্যূযাবসোমমদ্রিভিঃ। হুবে ২ ৩।

২র১ ২র১র ২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১
নূনম্পুনানোবিভিঃপরিস্রব। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্যূরভিস্তর হুবে ২ ৩।

২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১
অদব্ধঃস্যূরভিস্তরঃ। স্যূরভিস্তরঃ। হুবে ২ ৩। অদব্ধঃস্যূরভিস্তরঃ। হুবে

২ ১র ২র ১ ২র র ১ ২র ১ ২র১ ২র ১র ২১ র
২ ৩। স্যূতেচিত্বাপ্সুমদামোঅন্ধসা। হুবে ২ ৩। শ্রীণন্তোগোভিরুত্তরম।

১ ১ ১ ২ ২ ৫র র
হুবে ২ ৩। হুবে ২ ৩। হোবা ৩ হা ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১র র র — ১র ২—৩ ১ ১ ১ ১
অর্কোদেবানা ২ স্পরমেণিবো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন॥

• • •

২র১র র র র র ২ ১র১র১ ২১২১ S ২ S
৪। পরীতোষিঞ্চতাস্যূতযোহাওহা ৩ এ। সোমোয় উত্তম৺হবিঃ। ও ৩ হা। ও ৩

২ ২ ৩২ ৩র ২ ১ ২ ১ ২ S ২
হা ৩ এ ৩ ৪। দধা ৩ ৪ ন্বা৺ য্যোঃ। নারিয়ঃ। অপ্স্বন্তরা। ও ৬ হা।

S ২ ২ ৩২ ৩২ ২ ৫ ৪
ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। স্যূযা ৩ ৪ বসো ৩। মগো ২ ৩ ৪ বা। দ্রা ৫ য়িভো ৬

৫ ১র র র র র ২ ২১র২১র২১ ২ S
হায়ি॥ (১) স্যূযাবসোমমদ্রিভিরোহা ও হা ৩ এ। স্যূযাবসোমমদ্রিভিঃ। ও

২ ৪ ২ – ২ ৩র২ ৩২ ১ ২ ১
৩হা। ঔ৩হা৩এ৩২। নূনা৩৪ম্পুনা। নো অবি। ভিঃপারিস্র-

২ ৪ ২ ৪ ২ ২ ৩২ ৩ ২ র ১ ৫
বা। ও৩হা। ও৩হা৩এ৩৪। অদা৩৪ব্ধঃ সু৩। রভো২৩৪বা।

৪ ৫ ২ র র র ১ ১ ২ ১ ২
ভা৫রো৬হায়ি।। (২) অদব্ধঃ সুরভিন্তরওহাওহা৩এ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরঃ।

৪ ২ ৪ ২ ২ ৩ ২ ৩২ ১ ২ র ১
ও৩হা। ও৩হা ৩এ৩৪। সুতা ৩৪ য়িচিত্বা। আপস্নুম। দামো

২ ৪ ২ ৪ ২ ২ ৩র২ ৩র ২ ২ ১
অন্ধসা। ও৩হা। ও৩হা৩এ৩৪। শ্রীণা৩ ৪ স্তোগো৩। ভিরো

১ ৪ ৫
২৩৪ বা। ভা৫রো৬ হায়ি(৩)।।

* * *

২র র র ১ ২ র ১২ —
৫। পরীতোষিঞ্চতাসুতাম। সোমো। যউত্তম৺হবিঃ। দধাম্বা৺১ন্না২ঃ।

র র ২ — ১ ২
নর্যো অপ্সন্তরা। সুষাবা১সো২। মমদ্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ।। (১)

২র র ১ ২ র ১ ২ — ২
সুষাবসোমমদ্রায়ি ভায়িঃ। সুষা। বসোমমদ্রিভিঃ। নূনাম্পূ১না২। নো

১২ — ১ ২
অদ্রিভিঃপরিস্রব। অদাব্ধা১ঃসু২। রভিস্তা২৩ রা৩৪৩ঃ।।(২)

২ ১২ ১ ২ —
অদব্ধঃসুরভিস্তারাঃ। অদা। ব্ধঃ সুরভিন্তরঃ। সুতায়িচা১য়িত্বা২। অপ.

র র র র ১ ২ — ১ ২ ১
সুমদামোঅন্ধসা। শ্রীণাস্তো১ গো২। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও

২৩৪৫উ। ভা(৩)।।

• • •

২র র র র র ১৭ ২ ৩ ৫
৬।। পরীতোষিঞ্চতাসুতম। এ। সোমোযউ৩ত্তাম৺হাবিঃ। দা২৩৪ধা।

২ ১র র র ৩ ২^ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
হায়ি। ম্বা৺যোনর্যো অপস্বন্তারা। সু২৩৪বা। হায়ি। বাসেমমো২৩৪

৫ ৪ ৫ ২র র ২র র৪ ১ ৭
ন্না। ত্রা৫য়িভো৬হায়ি।। (১) সুষাবসো মমদ্রিভিরে। সুষাবসো৩মাম-

২৲ ৩ ৫ ২ ১র র ৭ ২৷৷ ৩
ত্রিভায়িঃ। নু২৩৪নায়। হায়ি। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা। আ২৩৪

৫ ২ ১ ২১ ১ ৪ ৫ ২
দা। হায়ি। ক্বাঃ স্বরভো২৩৪বা। তা৫রো ৬হায়ি।।(২) অদব্ধঃ

৪১৭ ২৷৷ ৩ ৫ ২ ১র
স্বরভিস্তয় এ। অদব্ধঃ স্ব ৩রাভিস্তারঃ। স্ব২৩৪তে। হায়ি। চিত্বাপ্‌সু-

র ৭ ২৷৷ ৩ ৫ ২ ১ র২১ ৫ ৪
মদামোঅন্ধানা। শ্রা২৩৪য়িণ। হা। তোগোভিরো২৩৪ বা। তা৫

৫
রো ৬হায়ি(৩)।।

* * *

৩৪র৫র র ২৲ ৩৪র ৫ ৫ ২র১২১ ৩ ৫
৭।। পরীতোষা। হোয়িঃ। চতাসুতা৬মে। সোমা যউ। তাম৺্হা২৩৪নীঃ।

২১র র র ২ ১ ২৲ ৩র২ ৩র২ ১ ২৷৷ ৩র২
দধন্বা৺যোনর্য্যো অ। প্সু বান্তারা। ঔহো৩৪ বাহায়ি। স্বষাবাসো। ঔহো

৫র ২ ১ ২ ১
৩৪বাহা। মমত্রা২৩য়িভা৩৪৩য়িঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

* * *

১ ২১ ২১র র র ২ ২১
৮।। আয়িপরায়ি। তোষায়ি। চতাসুতাম্। সোমোযউ৩১। তম৺হবায়িঃ।

র ২ ২১র ২১ র ২ ২১
দাধন্বা৺যা ৩১ঃ। নর্য্যো আ। প্সু বন্তরা। স্বষাবসো ৩১। মমত্রা২৩

২ ১ ২১ ২১ র ২
য়িভা৩৪৩ য়িঃ।। (১) আয়িসুষা। বাসো। মমত্রিভায়িঃ। স্বষাবসো

২১ ২ র ২১
৩১। মমত্রিভায়িঃ। নূনম্পুনা৩১। নো অবিভায়িঃ। পরিস্রবা। আদব্ধঃ

২ ২১ ২ ১২১ ২১
স্ব৩১। রভিস্তা২৩রা৩৪৩ঃ।।(২) আ অদা। ক্বাঃ স্ব। রভিস্তরাঃ।

২ ২১ র ২ ২র ১
আদব্ধঃ স্ব ৩ ১। রভিস্তরাঃ। স্বতেচিত্বা ৩ ১। প্সু মদা। মো অন্ধসা।

র র ২১ ২ ১
শ্রায়িণন্তো গো৩১। ভিরুত্তা২৩রা৩৪৩ম্। ও২৩৪৫ঈ। ডা।।

* * *

২১ ৪ র ৫ ১র২র১ ২ ১ ২ ১ ২
৯। পরাষিতো ২৩ বিষ্ণুতামৃত৬ হাউ। সোমোযউত্তম৬ হবিঃ। দধষা৬ ১ বা ২৩ঃ।

১২ ২ ২ ২র ১ ২ ১ ২ ২
হোবা ৩ হায়ি। মারিয়োঅ। প্রসুবাস্তা ১ রা ২৩। হোবা ৩ হায়ি।

২ ২ ১২ ১ ২ ১ ২
সুষাবা ১ সো ২৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২৩ ভা৩৪৩।

১
ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

• ॰ •

২র র র র র ১ ৭ ২^ ৩ ৫
১০। পরীতোষিঞ্চতাসুতম এ। এ। সোমোযউহ৩ ত্তাম৬. হাবিঃ। দা ২৩৪ধা।

২ ২ ২র র র ৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২
হা ৩ হায়ি। স্বা৬ ধোনর্যো অপ্স অন্তারা। সু ২৩৪বা। হা ৩ হায়ি।

১র ২১র ৫ ৪ ৫ ২র র
বাসোম যো ২৩৪বা। দ্রা ৫ য়িতো ৬ হায়ি॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরে। এ।

র র ১৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১র র
সুষাবসো ৩ মামদ্রি। ভায়িঃ। নূ ২৩৪ নান। হা ৩ হায়ি। পুনানো

৭ ২^ ৩ ৫ ২ ২ ১২ ১ ৫
অবিভিঃ পারিস্রাবা। দা ২৩৪ দা। হা ৩ হায়ি। ক্কাঃস্থরভো ২৩৪বা।

৪ ৫ ২ ১ ৭ ২^
ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদক্কা সুরভিন্তর এ। এ। অদক্কঃ সু ৩ রাভিন্তারঃ।

৩ ৫ ২ ২ ১র র ৭ ২^ ৩ ৫
সু ২৩৪তে। হা ৩ হাবি। চিত্বাপ্সু মদামোঅন্ধাসা। শ্রা ২৩৪ য়িণা।

২ ৩ ১র ২১ ৫ ৪ ৫
হা ৩ হা। ভোগোভিরো ২৩৪বা। ভা ৫ রো ৬ হায়ি॥

* ॰ *

১২র১র ২ ১র ২১ র র ২১ ২ ১
১১॥ পরীতোবিষ্ণুতাসুতাম। সোমোযউত্তম৬ হবায়িঃ। দধষা৬ ২৩ স্নাঃ। নারি-

২র ১ ২^ ৩র ২ ৩র২ ১ ২
য়োঅ। প্সু বাস্তারা। ঔ হো ৩৪ বাহায়ি। সু। বাবা ২৩ সো৩।

১ ২ ২ ১ ২ ২১র২১র২১ ২১ র
হো বা ৩ হা। মমত্রা ২৩ য়িভা ৩৪৩ য়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাব-

২১ র ২ ১ ২ ১ ২^ ৩র ২
সোঽমমদ্রিভায়িঃ। নূনম্পু ২৩ না। সো অবিভিঃ। পরায়িস্রাবা। ঔ হো ৩৪

৩র২ ১ ২ ১২ ২ ১ ২
বাহা য়ি। অ। দাক্ষা ২৩ঃ সৃ ৩। হোবা ৩ হা। রভিস্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ঃ।

১ ২ ১২১ ২১ র ২ ১ ২র
অদব্ধঃ সুরভিন্তরাঃ। অদব্ধঃ সুরভিন্তরাঃ। সুতেচা ২ ৩ য়িষা। আপ্সু মদা।

র ১ ২৯ ৩র২ ৩র২ ১র ২ ১২
যোআন্ধাদা। ঔ হো ৩ ৪ বাহায়ি। শ্রী। শাস্তো ২ ৩ গো ত। হোবা-

২ ১ ২ ১
৩ হায়ি। ভিক্সত্তা ২ ৩ রা ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

৫র২ ৪৫৪র ৫ ২র১২১ ২৩ ২১ ২৩র ২
১২। পরীতো ৩ বিঞ্চতাসুত'ম্। সোমোষউ। তম৺ হবা ২ ৩ য়িঃ। দধম্বা৺ য়াতঃ।

১ ৩৪র ৫ ২ ২ ১৩২ ২
না ২ ৩ ৪। রিয়োঅপ্সু ব। তা ৩ রা। সুষাবসো। বা ৩ ৪ ৩ ও

৫ ৪ ৪
৩ ৪ বা। মদা ৫ দ্রিভায়িঃ। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২রর ১ ৫ ১র র র
১৩॥ পরীতোষিঞ্চা ৩ তাস্থ ২ ৩ ৪ তাগ। সোঃযোযউত্তম৺ হবির্দ্দধন্বা ৺ যোন-

র ৩২ ১২ ২ ১র র ২ ১২ ২
র্য্যোঅপ্সু বা ২ ন্তরা। ওহা ৩ উবা। সুষাবসোমমা ২ ৩ আয়ি। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ২র র ১ ৫
দ্রিভায়িঃ। ঔ ৩ হোবা। সুষাবসোমা ৩ মদ্রা ২ ৩ ৪ য়িভায়িঃ।

১র র র রর ৯ ৩২ ১২ ২
সুঃষাবসোমমদ্রিভির্, নম্পু নানোঅবিভিঃপরা ২ য়িস্রবা। ওহা ৩ উবা।

১ ২ ১২ ২ ১ ২ ৩৫
অদব্ধঃসুরভা ২ ৩ য়িহায়ি। ওহা ৩ উবা। ভরা। ঔ ৩ হোবা।

২ ১ ৫ ১ র র রর
অদব্ধঃসুরা ৩ ভিস্তা ২ ৩ ৪ রাঃ। আ। দব্ধঃসুরভিস্তরঃসুতেচিত্বাপ্সু মদা-

৯৩২ ১২ ২ ১র রর ২ ১২ ২
মোআ ২ন্ধনা। ওহা ৩ উবা। শ্রীণস্তোগো ভরা ২ ৩ হায়ি। ওহা ৩ উবা।

১ ৪৫ ৪
ভরায়ি। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

° ° °

১২র১র ২ র ১র২র১র ২ ২ ১র২র১ ২ ১
১৪। পরীতোষিঞ্চতাসুতষৈয়াদো। হো ৩ বা। সোমোযউত্তমগ্। হোবা ২৩ য়িঃ।

১র ১ ১র র র ২ ১
ঔয়া ২৩৫। ঔ ২ ৩ হোবা। দণ্বাঁ৬ যোনর্য্যোঅপ্সু ন। ভারা ২৩।

১র ১ র ২ ১র২ ১র২ ১
ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা। সুষাবসোমম। দ্রাগ্নিভা ২ ৩ য়িঃ।

১র ১ র ২৲ ২১র২১র২১২ ১র২র০র
ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩॥ সুষাবসোমমদ্রিভিরৈয়াদো।

২ ২ ১র২১র২ ২ ১র ১ র ২
হো ৩ বা। সুষাবসোমম। দ্রাগ্নিভা ২ ৩ য়িঃ। ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা।

র১ ২র১র ২ ২ ১র ১ র র
নূনম্পু নানোবিভিঃপরি। স্রাবা ২ ৩। ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা।

১ ২ ১ ১র ১ র ২৲
অদব্ধঃসুরভি। ভা ২ ৩ ৫। ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩।

১ ২ ১ ২১র২র১র ২ ২ ১ ২ ১
অদব্ধঃসুরভিন্তরঔয়াদো। হো ৩ বা। অদব্ধঃসুরভি। ভারা ২ ৩ঃ।

১র ১ র ২ ১র ২র ১ ২রর ১
ঔয়া ২ ৩ ৫। ঔ ২ ৩ হোবা। সুতেচিত্ত্বাপ্সুমদামোঅ। ধাসা ২ ৩।

১র র১ ২র১র ২ ১ ১র
ঔয়া ২ ৩ হোবা। শ্রীণন্তোগোভিরু। ভারা ২ ৩ ম্। ঔয়া ২ ৩ ৫।

১ র ২৲ ১
ঔ ২ ৩ হোবা ৩ ৪ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

॰ ॰ ॰

৩৪র৩র ৪ ৩র৪ ৫ র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
১৫। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্। সোমঃ। যউ ৩ ৪ ঔহোবা। ভমণ্৬ হবাঽ ২ য়িঃ।

২n ৫ ৩২ ৪র ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। দধা ৩ স্বা৬ য়া। ঔহোবাহারি।

১ ২র ১ ২ ১২র ২৲ ৫ ৩ ২ ৪ র
নারিয়োঅ। প্সু বন্তারা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। অ ৩ ৪ পা। সুষা ৩ বসো।

৫র৪ ৫ ৩ ২ ৪ ৪৩র৪৩র৪৩ ৪ ৫.
ঔহোবাহায়ি। মমা ৩ দ্রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ।

র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১
সুষা। বসো ৩ ৪ ঔহোবা। মমদ্রিভাঽ ২ য়িঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২র ৫ ৩র২৲ ৪ র ৫র৪ ৫ ১ ২১ ২ ১১
উ ৩ ৪ পা। নুপা ৩ পুনা। ঔহোবাহায়ি। নোঅবিভায়িঃ। পরিস্রাব।

২৲ ৫ ৩ ২ ৪ ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অদা ৩ ব্ধাসু। ঔহোবাহায়ি।

৩ ২ ৪ ৩ ৪ ৩৪ ৫ ৩ ২ ২র ৪র ৫
রস্তা ৩ য়িস্তা ৫ রা ৬ ৫ ৬ঃ। অদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। অদ। ব্ধঃসু ৩ ৪ ঔ হোবা।

২ ১ ২৲ ৫ ৩ ২ ৪
রভিস্তরাহ ২ ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। সুতা ৩ য়িচিবা।

৫র৪ ৫ ১ ২১ ২র ১২র ২৲ ৫
ঔহোবাহায়ি। আপ্সুমদা। মোঅন্ধাসা। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা।

৩র ২ ৪র ৫ ৫র৪ ৫ ৩ ২ ৪
শ্রীণা ৩ স্তোগো। ঔহোবাহায়ি। ভিন্ন ৩ ত্তা ৫ রা ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২ ২ ৪ র ৫ ১র২র ১ ২১ ২ ১ ২
১৬। পরাগ্নিস্তো ২ ৩ বিষ্ণুতামুত ৮্হাউ। সোমো য উত্তম৮্ হবিঃ। দধান্বা

১ ২ ২ ১ ২র ১ ২
৮্ ১ যা ২ ৩ ০। হোবা ৩ হায়ি। নারিয়োঅ। প্সুনাস্তা ১ রা ২ ৩।

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১
হোবা ৩ হায়ি। সুষা বা ১ নো ২ ৩। হোবা ৩ হা। মামদ্রিভিঃ। ইডা ২ ৩

২ ১ ৪র ৫ ২১র২১র২১ ২ ১র ২
সুষা বা ২ ৩ সোমমাদ্রি৮্ইহাউ। সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নুনাপ্পূ ১ না ২ ৩।

১ ২ ২ ১র ২ ১ ২ ১ ২ ২
হোবা ৩ হায়ি। নো অবিস্তিঃ। পরাগ্নিস্রা ১ বা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১
অদাব্ধা ১ঃসু ২ ৩। হোবা ৩ হা। রাভিস্তরঃ। ইডা ২ ৩। (২) অদাব্ধা

৪ র ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ২
২ ৩ সুরভিস্তরোহাউ॥ (২) অদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। সুতায়িচা ১ য়িত্বা ২ ৩।

১ ২ ২ ১ ২র র ১ ২ ১ ২ ২ ১র ২
হোবা ৩ হায়ি। অপ্সুমদা। যোআন্ধা ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। শ্রীণাস্তো

১ ২ ২ ১ ২ ১
১ গো ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। ভায়িক্কস্তবম্। ইডা ২ ৩ (৩)।

* * *

৩৪র৩র ৪ ৫ র ২ ২ ১ ৫ ১র —
১৭। পরীতোষিঞ্চতা। হা ৩ হা ৩ য়ি। সু ২ ৩ ৪। তং৮্সুতোবা। সোমোহো ২ য়ি।

১ — ১ ৭ — ১ ২র ১ ২ক ৩২ ক
যউহো ২ ভামও হাবা ২ য়িঃ। দাধযাও য। নরায়িযো আ। প ষ্ণুবাউবা ৩।

২ক ৫ ১ — ১ — ১ — ১ ক ৫র র
উ ৩ ৪ পা। ভরা ২। স্বধা ২ বাদো ২। মম। ত্রা ২ য়িভা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা ॥

৪৩র৪৩র ৪৫র ২ ২ ১ ৫ ১ —
স্বধাবসো মমা হা ৩ হায়ি। ত্রা ২ ৩ ৪ য়ি। ভির্দ্রিভোবাঃ স্বধাহো ২ ঈ।

১ — ১৭ — ১ ২ র র ১ ২ন ৩২ ক
বদাহো ২। মামত্রায়িভাহয়িভা ২ য়িঃ। নন স্পূনা। নোআবায়িভায়িঃ। পরাউবা ৩।

২ক ৫ ১ — ১ — ১ — ১ ক ৩
উ ৩ ৪ পা। স্রবা ২। আদা ২ ব্ধাঃ সু ২। রভি। ভা ২ রা ২ ৩ ৪

৫রর ৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ৫
ঔহোবা। অদব্ধঃ সুরভি। হা ৩ হা ৩ য়ি। ভা ২ ৩ ৪। রন্তরোবা।

১ — ১ — ১ ৭ ১ র ২ র ১২ক
অদাহো ২ য়ি। ব্ধঃসুহো ২। রাভিস্তারা ২ঃ। সুতেচিত্বা। শুমাদা।

৩২ ক ২ক ৫ ১ — ১ — ১ — ১
মআউবা ৩। উ ৩ ৪ পা। মদা ২। প্রায়িণা ২ স্তোগো ২। ভিরুঃ।

ক ৩ ৫র র ২ন ৫
ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥

* * *

৫ ২র১র ২ র ১ র
১৮। হাবায়ি। পরীতোষিঞ্চতাসুতম্‌। হোবায়ি। সোমোযউত্তমও হবিঃ।

৭২র ১ ৭ র২ ৭ ন ৩ ৫ ২১ ২
দাধযাও যঃ। নারিয়োআ ৩ ১। প্সুবা ২ স্তা ২ ৩ ৪ রা। সুষাবা ২ ৩ সো ৩।

১ ন ৩ ৫র র ৩ ৫ ১ ২১র২১র২
মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রা ২ ৩ ৪ য়িভীঃ ॥ হোবায়ি। সুষাবসোম-

১ ২ ১ র র ৭২র ১৭ ২ ৭
মদ্রিভিঃ। হোবায়ি সুষাবসোমমদ্রিভিঃ। নূঃস্পূনা। নোঅবিভা ৩ ১ রিঃ। পরা

ন ৩ ৫ ২১ ২ ১ন ৫রর ৩ ৫
২ য়িস্রা ২ ৩ ৪ বা। অদাব্ধা ২ ৩ঃ সু ৩। রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভা ২ ৩ ৪ রাঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ১
হোবায়ি। অদব্ধঃ সুরভিস্তরঃ। হোবায়ি। আদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। হোবায়ি।

৭র ২র ১ ৭ ২ ৭র ২ ৫
আদব্ধঃসুরভিস্তরঃ। সুতেচিত্বা। আপ্সু মদা ৩ ১। মোআ ২ ন্ধা ২ ৩ ৪ সা।

২র ১ ২ ১ ন ৩ ৫র র ৩ ৫
শ্রীণান্তো ২ ৩ গো ৩। ভা ২ য়িরু ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ৩ ২ ৩ ৪ রাণ ॥

* * *

১২ ১২ র ১২ — ১র২ ১ ২
১৯। পরায়ি পরায়ি। ভোবিশ্বা ৩ তাপ্ ১ তা ২ মৃ। সোমোষট। তমা৬ হা-

— ১ —১ -- ১র ২১ ২ ১ ২
১ বা ২ য়িঃ। দাধা ২ স্বা৬ য়া ২ ঃ। নর্য্যোপপ স্রুবস্তা ২ ৩ রা। স্রুবাবা ৩

২ ১ ৪ ২ ৫ ১২ ১২ র
সো ৩। মা ২ ৩ মা ৩। ত্রা ৩ ৪ ৫ য়িভো ৬ হায়ি॥ স্বাস্রা। বসোমা-

১ ২ -- ১র ২ র ১ ২ -- ১ ১
৩ মাত্রা ১ য়িভা ২ য়িঃ। স্রুবাবসো। মমাত্রা ১ য়ি ভা ২ য়িঃ। নূনা ২ স্পূ-

-- ১র ২ র ২ ১ ২ ২ ১ ৪
না ২। নোঅবিভিঃপরিস্রা ২ ৩ বা। অদাব্ধা ৩ ঃ স্থ ৩। রা ২ ৩ ভা ৩ য়ি

২ ৫ ১ ২ ২২ ১ ২ — ১
ভা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি॥ অদাঅদা। ব্ধঃস্থরা ৩ ভায়িস্তা ১ রা ২ ঃ। আদ্-

২ ১ ২ -- ১ -- ১ -- ১ র ২র ১
ধ্বঃস্থ। রভায়িস্তা ১ ব্ধা ২ ঃ। স্বতে ২ চায়িত্বা ২। অপ্স্যদীযো অক্ষা ২ ৩

২ ১র ২ ২ ১ ৪ ২ ৫
সা। শ্রীণাস্তো ৩ গো ৩। ভা ২ ৩ য়িস্ত্র ৩। ভা ৩ ৪ ৫ রো ৬ হায়ি॥

° ° °

৩ ২ ২ ৪ ৫ ২n৩ ৫ ১ ২ ১ n
২০। পরা ৩ ১ য়ি। তো ৩ ষি। চ। ভাস্থ ২ ৩ ৪ ভাম। সোমো ৩। ষউ ২।

৩ ২ ৩ ৫ ২১২র ১ ২ ১র n ৩ ২
তমা ৩ ৪ ৫ ম। হা ২ ৩ ৪ বীঃ। দধাস্বা৬ য়াঃ। ন। র্য্যোআ ২। প্স্যা

৩ ৫ ২ -- ১ n ৩২ ৩
৩ ৪ ৫। ভা ২ ৩ ৪ রা। স্রুবা ২। বাসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪

৫ ৩২ ২ ৪৪ ৫ ২n৩ ৫ ১ ২
য়িভীঃ॥ স্রুবা ৩ ১। বা ৩ সো। মম। আত্রা ২ ৩ ৪ য়িভা'য়িঃ। স্থবা ৩।

১ n ৩২ ৩ ৫ ২র১ ২১ ২ ২
বসো ২। মমা ৩ ৪ ৫। ত্রা ২ ৩ ৪ য়িভীঃ। নূনাপুনা। নঃ। অভিবা

n ৩ ২ ৩ ৫ ২ n ১ -- ৩ ২
২ য়িঃ। পরা ৩ ৪ ৫ য়ি। স্রা ২ ৩ ৪ বা। অদা ২। ব্ধাঃস্থ ২। রভা

৩ ৫ ৩ ২ ২ ৫ ৫ ২ ৩
৩ ৪ ৫ য়ি। ভা ২ ৩ ৪ রাঃ। অদা ৩ ১। ব্ধা ৩ ঃ স্থ। র। ভিস্তা

৫ ১ ২ ১ n ৩ ২ ৩ ৫
২ ৩ ৪ রা ঃ। আদা ৩। ব্ধঃস্থ ২। রভা ৩ ৪ ৫ য়ি। তা ২ ৩ ৪ রা ঃ।

২ ১ ২ ১ ২ ২ n ৩র ২ ৩ ৫ ২র --
স্তুতায়িচিত্বা। অ। প্স মদা ২। যোআ ৩ ৪ ৫। ধা ২ ৩ ৪ সা। শ্রীণা ২।

১ n ৩ ২ ৩ ৫
ভোগো ২। ভিন্দ্র ৩ ৪ ৫। তা ২ ৩ ৪ য়াম্।

* * *

৫ র ২ ৪৫৪র ৫ ১ র ২ ১ ২ n ৩২
২১। পরীতো ৩ যিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। ত্তমা৺ হা ১ বা ২ য়িঃ। দধা ৩।

১ ২ ২ ১র র র ৭ -- ১ ১ n ৩
হো ৩ হো ৩ বা। ষা৺ যোনর্য্যোঅপ্স অন্তারা ২। সুষা ২। বা ২ সো

৫র র ২ ১ -- ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ র২ ৪র৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত - মমা ২ দ্রিভা ২ ৩ ৪ ৫ য়িঃ। সুষাবা ২ সোম

৪ ৫ ১ র২ র ১ ২ ৩র ২ S ২
মদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো। মমাদ্রা ১ য়িভা ২ য়িঃ। নুনা ২ ম্। হো ৩ হো

২ ১ র র ৭ -- ১ ১ ৩
৩ বা। পুনানোঅবিভিঃ পারিস্রাবা ২। অদা ২ ৩। ব্ধা ২ : সু ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১ -- ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ২ ৪৫ ৪ ৫
ঔহোবা। এত। রভা ২ য়িস্বরা ২ ৩ ৪ ৫ : । অদব্ধা ৩ : সুরভিন্তরাঃ।

১ ২ ১ ২ ৩২ S ২ ২ ১র
অদব্ধঃ সু। রভায়িস্তা ১ রা ২ :। সুভা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ বা। চিত্বা-

র ২ ৭ -- ১র ১ ৩ ৫র র ২
প্স মদাযো অন্ধাসা ২। শ্রীণা ২ ৩। ভো ২ গো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এত।

৩ -- ৩ ১ ১ ১ ১
ভিন্দ্র ২ ত্তরা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র র ১র ২ ১র২১s ২র ১র s ২ ১ ২ ২
২২। পারীতোবিঞ্চতাসুতাম্। সোমোযউ। ত্তা ৩ মা ৺ হা ৩ বায়িঃ।

২ র র n ৩ ৩র ২১র ৫
দধন্বা৺ যোনর্য্যোঅপ্সু বন্তরা ২ ৩ ৪ ঐহী। সুষাবা ২ ৩ ৪ সো।

২ ২ ২ ৩ ২ রর ১২র ১ ২ ১ ২১র -র
মমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। দ্রিভিরা। সুষাবসোমমদ্রিভায়িঃ। সুষাবসো।

২ ১ ২ ২ র র র n ৩ ৫র
মা ৩ মাদ্রা ৩ য়ি ভায়িঃ। নূনম্পুনানোঅবিভিঃপরিস্রবা ২ ৩ ৪ ঐষী।

২১ ৫ ২ ২ ২ ৩ ২
অদব্ধা ২ ৩ ৪ : সু। সু। রভা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। তরস্বা।

র ১ ২ ১২২ ২১ ২ ১ ২ ২ র র
আদন্ধঃস্থরভিস্তরাঃ। অদধ্বঃহ্। রা ৩ ভাম্বিস্তা ৩ রাঃ। স্থতেচিত্তাপ্ স্থম-

র র ন৩ ৫র ২র১ ৫ ২ ১
দাযোঅন্ধসা ২ ৩ ৪ ঔহৌ। শ্রীণস্তো ২ ৩ ৪ গো। ছিন্ন ৩ আভৃগা ২ ৩।

২ ২৩২
এ ৩। ভয়মা (৩)। ১২।৩॥

* * *

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ র ২উ ৩ ২৩ ১ ২
অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরী রাজেব

৩ ২ ৩ ১র ২র
দস্মো অভি গা অচিক্রদৎ।

২ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পুনানো বারমত্যেষ্যব্যয়ং শ্যেনো ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যোনিং ঘৃতবন্তমাসদৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুষঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'রাজেব দস্মঃ' (রাজতুল্যদর্শনীয়ঃ, পরমরমণীয়ঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ ইতি যাবৎ) 'অসাবি' (অভিষুক্তঃ, বিশুদ্ধঃ সন) 'অভি গাঃ' (জ্ঞানরশ্মীন্ অভিলক্ষ্য জ্ঞানেন সহ ইত্যর্থঃ) 'অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতু, সম্মিলিতঃ ভবতু); 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ সঃ) 'বারমব্যয়ং' (অমৃতপ্রবাহং) 'অত্যেষি' (অতীত্য গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); 'শ্যেনঃ ন' (শ্যেনবৎ,

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দ্বাবিংশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;-(১) "পৃষ্ঠম্" (২) "কৌল্মলবর্হিষম্" (৩) "অর্কপুষ্পাস্থম্" (৪) "দৈর্ঘশ্রবসম্" (৫) "দ্বাক্ষরোবৈয়শ্বম্" (৬) "আভীশবাস্তম্" (৭) "মাধুচ্ছন্দসম্" (৮) "ঐডমায়াস্তম্" (৯) "পৃশ্নি" (১০) "অভীশবোত্তরম্" (১১) "সম্মতম্" (১২) "কালেয়ম্" (১৩) "রৌরবম্" (১৪) "আষ্টাদংষ্ট্রোত্তরম্" (১৫) "উৎসেধম্" (১৬) "পৃশ্নি" (১৭) "বাভ্রম্" (১৮) "মানবোত্তরম্" (১৯) "সানুপং বাভ্রাশ্বম্" (২০) "যৌধাজয়ম্" (২১) "ঔষগতম্" ও (২২) "কণ্বরথন্তরম্"।

ক্ষিপ্রগতিশীলঃ সাধকঃ যথা ভগবন্তং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) সত্ত্বভাবঃ 'যোনিং' (উৎপত্তি-স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতবন্তং' (উদকবন্তং, অমৃতময়ং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আসদৎ' (প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজাতশত্রু, অভীষ্টবর্ষক, পাপহারক, পরমরমণীয়, আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হউন; পবিত্রকারক তিনি অমৃতপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়েন; ক্ষিপ্রগতিশীল সাধক যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে অমৃতময় করিয়া প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি। (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'অসাবি' অভিষুতোঽভূৎ। কীদৃশঃ সোমঃ? 'অরুষঃ' আরোচমানঃ, 'বৃষা' বর্ষকঃ, 'হরিঃ' হরিৎবর্ণঃ; স চ রাজেব 'দস্মঃ' দর্শনীয়ঃ সন্ 'গাঃ' উদকানি 'অভি' লক্ষ্য 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি স্বরসনির্ম্মোক-সময়ে, পশ্চাৎ পুনানঃ 'অব্যয়ং' অবিময়ং 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'অত্যেষি' হে সোম! অতিক্রম্য গচ্ছসি। ততঃ 'শ্যেনো ন' শ্যেন ইব 'যোনিং' স্বীয়ং স্থানং 'ঘৃতবন্তং' উদকবন্তং 'আসদৎ' প্রবিশতি। 'অত্যেষি'—'পর্য্যেতি'—ইতি পাঠৌ, 'আসদন্'—'আসদং'—ইতি চ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। নানাভাষাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া একটী ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।

'শ্যেনঃ ন' পদদ্বয়ের দ্বারা আমরা প্রার্থনাকারীর মনের একটা ধারার সন্ধান পাই। ক্ষিপ্রগতিশীল, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পিত, সৎকর্ম্মান্বিত সাধক যেমন আশুমুক্তি-প্রাপ্ত হয়েন, 'ঊর্দ্ধগতিশীল সাধক যেমন তাঁহার চরণে শীঘ্রই আত্মবিলীন করেন, তেমনি-ভাবে, তেমনি ক্ষিপ্রগামিতার সহিত, অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক, আমাদিগের হৃদয়কে অমৃত-প্লাবনে অভিষিক্ত করুক' মন্ত্রের প্রার্থনায় এই ভাবই

ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে হৃদয় অমৃতময় হয়। সাধক তখন স্বতঃই ভগবানে আত্মবিলীন করেন।

জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের মিলন, সাধকের চরম ও পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তাই তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অভোষি' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি, এবং 'অরুষঃ' পদে 'অহিংসিত' অর্থ তাঁহারই অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে।। (১০প্র-৯খ-৩সূ-১সা)।।

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২　　৩ ১　　২ ৩ ১ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২
পর্জ্জন্যঃ পিতা মহিষস্য পর্ণিনো নাভা

৩ ২　　৩ ২ ৩　　১ ২
পৃথিব্যা গিরিষু ক্ষয়ং দধে।

১ ২ ৩　　১ ২　　৩২উ　　৩ ১ ২ ৩২র
স্বসার আপো অভি গা উদাসরন্ৎসং-

২র　　৩　　১ ২　　৩ ২
গ্রাবভির্ব্বসতে বীতে অধ্বরে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (অমৃতবর্ষকঃ, অমৃতপ্রবাহঃ ইতি ভাবঃ) 'পিতা' (জনয়িতা, উৎপাদকঃ—ভবতি ইতি শেষঃ) 'মহিষস্য' (মহতঃ) 'পর্ণিনঃ' (পর্ণযুক্তস্য, ঊর্দ্ধগমনশীলস্য, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপকস্য—শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি যাবৎ); সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'পৃথিব্যাঃ' (পৃথিবীবাসিনাং জনানাং, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'নাভা' (নাভৌ, কেন্দ্রশক্তিস্বরূপেষু) 'গিরিষু' (পাষাণসদৃশেষু, কঠোরসাধনেষু) 'ক্ষয়ং' (নিবাসং, আশ্রয়ং) 'দধে' (ধারয়তি, গৃহ্লাতি ইত্যর্থঃ);

---

* সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (৩প-৫অ-৯খ-৯সা) দ্রষ্টব্য।

'স্বসারঃ' (ভগিন্যঃ, পরস্পরং ভগিনীস্বরূপাঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'আপঃ অভি' (আপঃ অভিলক্ষ্য অপ্সু, অমৃতেষু) 'উদাসরন্' (উদ্গচ্ছন্তি, সম্মিলিতাঃ ভবন্তি); 'বীতে' (শ্রেষ্ঠে) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গ্রাবভিঃ' (পাষাণকঠোর-সাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সংবসতে' (সংগচ্ছতে, উৎপাদিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকানাং পরমমঙ্গলসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ কঠোরসাধনেন উৎপাদিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রবাহ মহান্ ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্ব সকল লোকের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ কঠোরসাধনে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরস্পর ভগিনীস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতে সম্মিলিত হয়েন; শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকের পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব কঠোর সাধনের দ্বারা উৎপাদিত হয়েন)॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্য 'মহিষস্য' মহতঃ 'পর্ণিনঃ' পর্ণসস্তঃ পতনবতো বা সোমস্য 'পর্জ্জন্যঃ' 'পিতা' জনকঃ 'সঃ' সোমঃ 'পৃথিব্যাঃ' 'নাভা' নাভৌ নাভিস্থানীয়ে হবির্দ্ধানে 'গিরিষু' গিরিসম্বন্ধিষু গ্রাবসু 'ক্ষয়ং' নিবাসং 'দধে' ধারয়তি অভিষব-সময়ে। তথা 'স্বসারঃ' অঙ্গুলয়ঃ 'আপঃ' বসতীবর্য্যঃ 'গাঃ' আশিরার্থাঃ স্তুতয়ো বা 'অভি' আভিমুখ্যেন 'উদাসরন্' উদ্গাস্থন্তি গচ্ছন্ত, 'বসতে', 'সং' গচ্ছতে চ, 'গ্রাবভিঃ' সাকং। কুত্র? 'বীতে' কান্তে 'অধ্বরে' যজ্ঞে॥ 'উদাসরন্'—'উতাসরন্'—ইতি পাঠৌ, 'বীতে'—'বীথে'—ইতি চ।। (১০অ—৯খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"পর্জ্জন্য মহান্ সোমের পিতা, সেই পত্রলতাদিবিশিষ্ট সোম পৃথিবীর মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতের উপরে বাস করেন। অঙ্গুলসকল জলের নিকট দুগ্ধ ক্ষীর ইত্যাদি লইয়া গেল।

তিনি সুন্দর যজ্ঞের মধ্যে প্রস্তরের সহিত মিলিত হইতেছেন।" অনুবাদকার উহার সহিত একটী টীকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"এই স্থানে... পর্জ্জন্যকে সোমের পিতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা, বৃষ্টিদ্বারা সোমলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" বৃষ্টিদ্বারা যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সকলকে যদি পর্জ্জন্যের পুত্র-রূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সোমলতা কেন পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদকেই পর্জ্জন্যের পুত্র বলিতে হয়। সুতরাং এই কৈফিয়ৎ দ্বারা পর্জ্জন্যের সোম-পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা সোম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার একটা আভাষ পাই। সোম পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতকে পৃথিবীর মধ্যস্থান বলা হইয়াছে, কোন কোনও স্থলে পুরাণাদিতে পর্ব্বতকে পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হয়। কোথায়ও আবার পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল ভাবকে কবিত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে এরূপ কবিত্বের স্থান নাই। 'পৃথিবীর নাভি' বলিতে আমরা পৃথিবীস্থিত জীববৃন্দের কেন্দ্রশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছি। জনগণের কেন্দ্র-শক্তি—সৎকর্ম্মসাধন। সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত শক্তি লাভ করে। সৎকর্ম্মই শক্তির উৎপত্তিস্থল, শক্তির কেন্দ্র। কঠোর সাধনের দ্বারা মানুষ সেই শক্তিলাভ করে। তাই সেই কঠোর সাধনকে পর্ব্বতের কঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সেই শক্তিকেন্দ্রের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থিতি করে। অর্থাৎ কঠোর সাধনার দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে যে শক্তির উদ্বোধন করে তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'গিরিষু ক্ষয়ং দধে'—সেই কঠোর সাধনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

'পর্ণিনঃ' পদের অর্থ যাহার পাখা আছে, অর্থাৎ যে উর্দ্ধগমন করিতে সমর্থ। শুদ্ধসত্ত্ব উর্দ্ধগমনশীল নিশ্চয়ই। তাহা যে ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহাকেই উর্দ্ধে লইয়া যায়, তাই 'পর্ণিনঃ' পদে আমরা 'উর্দ্ধগতিপ্রাপকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'স্বসারঃ' পদের সাধারণ স্বাভাবিক অর্থ 'ভগিনী'। কিন্তু মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে প্রচলিত করিবার জন্য ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'অঙ্গুলয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের স্বাভাবিক অর্থেই এখানে ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে, জ্ঞান অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান দ্বারা মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। সেই শক্তির স্ফুরণ হইলে, হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। 'আপঃ' শব্দে ভাষ্যকার 'জল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—"অপ্সু ভ্রাতৃরূপঃ"। আমাদের মতে, 'আপঃ অভি' পদদ্বয় একত্রে সপ্তম্যন্ত ভাবই প্রকাশ করে। তাই উক্তপদদ্বয়ে আমরা 'অপ্সু, অমৃতেষু' অর্থ সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (১০অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতমসূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবির্বেধস্যা পর্য্যেষি মাহিনমত্যো

২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ন মৃষ্টো অভি বাজমর্ষষি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপসেধং দুরিতা সোম নো মৃড়

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতাবসানঃ পরি যাসি নির্ণিজম্ ॥ ৩॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী, পরমজ্ঞানদাতা) ত্বং 'বেধস্যা' (যাগবিধানেচ্ছয়া, সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছয়া) 'মাহিনং' (মংহনীয়ং প্রশংসনীয়ং সাধকহৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'পর্য্যেষি' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি); 'মৃষ্টঃ' (প্রক্ষালিতঃ, শোধিতঃ বিশুদ্ধঃ ত্বং) 'অত্যঃ ন' (অশ্বঃ ইব, শীঘ্রগামিতয়া, শীঘ্রং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রাপ্নোষি); হে দেব! ত্বং অস্মাকং 'দুরিতা' (দুরিতানি, শত্রূন ইত্যর্থঃ) 'অপসেধন' (পরিহরন, বিনাশয়ন ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান) 'মৃড' (সুখয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ); 'ঘৃতাবসানঃ' (অমৃতযুতঃ ত্বং) 'নির্ণিজং' (পবিত্রতাং যদ্বা ঔজ্জ্বল্যং) 'পরিযাসি' (পরিগচ্ছসি, প্রাপ্নোষি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং রিপূন বিনাশয়ন পরমানন্দং প্রযচ্ছতু ; আত্মশক্তিদায়কঃ রিপুনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং প্রাপ্নোতি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমজ্ঞানদাতা আপনি সৎকর্ম্মসাধনের ইচ্ছায় প্রশংসনীয় সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন ; বিশুদ্ধ আপনি শীঘ্র আত্মশক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন ; হে দেব! আপনি আমাদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন ; অমৃতযুত আপনি পবিত্রতা

(অথবা ঔজ্জ্বল্য) প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের রিপু বিনাশ করিয়া পরমানন্দ প্রদান করুক; আত্মশক্তিদায়ক রিপুনাশক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে প্রাপ্ত হয়)। (১০অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সন 'বেধস্যা' যাগবিধানেচ্ছয়া 'মাহিনং' মংহনীয়ং পবিত্রং 'পর্যেষি' পরিগচ্ছসি পশ্চাৎ 'মৃষ্টঃ' প্রক্ষালিতঃ 'অত্যোন' অশ্ব ইব 'বাজং' সংগ্রামং 'অভ্যর্ষসি'। সোম! 'দুরিতা' অস্মদীয়ানি দুরিতানি 'অপসেধন্' পরিহরন 'নঃ' অস্মান 'মৃড়' সুখয় 'ঘৃতাবসানঃ' ঘৃতানি উদকানি বসানঃ আচ্ছাদয়ন 'পরি যাসি' অভিগচ্ছসি। কিন্তৎ? 'নির্ণিজং' পবিত্রং। 'সোমনোমৃড়ঘৃতা'—'সোমমৃডয়ঘৃতং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ॥ ৯॥

তৃতীয় (১৩১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং তৃতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজাত হইলে তিনি সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসম্পন্ন লোকের মধ্যে আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধতার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং যে সাধক শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন তাঁহার হৃদয় হইতে অপবিত্রতা মলিনতা দূরীভূত হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হৃদয় পবিত্র না হইলে, শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করা সম্ভবপর নয়।

প্রার্থনার প্রধান ভাব রিপুনাশ এবং পরমানন্দলাভ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ রিপুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করে। রিপুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইয়া নিরুপদ্রবে, শান্তভাবে সাধক আপনার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয়ে পরাশান্তি বিরাজ করে, তিনি পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন। মন্ত্রে সেই পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ হইতে বুঝা যাইবে; এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির পরস্পরের মধ্যে কি অনৈক্য আছে, তাহাও উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সুপণ্ডিত! তুমি যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছাতে কলসের দিকে যাইতেছ। স্নান করাইলে ঘোটক যেমন যুদ্ধে যায়, তদ্রূপ তুমি যাইতেছ। হে সোমরস! তুমি আমাদিগের অশেষ অনিষ্ট নষ্ট করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তুমি ঘৃতের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া

নির্ম্মল ঔজ্জ্বল্য ধারণ কর।" হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে সোম! অনুভবী তু যজ্ঞসিধানকো ইচ্ছালে পবিত্রমে পহুঁচতা হ্যায়। ফির ধোয়ে হুয়ে ঘোড়েকী সমান বেগসে সংগ্রামকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়। হে সোম! হমারে পাপকো দূর করতা হুআ হমৈ সুখ দে, জলোকো আচ্ছাদন করতাহুয়া পবিত্রভাবকো প্রাপ্ত হোতা হ্যায়।" (১ অ—৯খ—৩সূ—৩সা)॥*

—০—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ২ রর S১ ১ ৪ ২র ৩ ১১২
১। হাউহোবা ৩ হায়ি। অসাবিলোগো ৩ আ। রুযো ৩ সা ৩। যাহুরা ২ ৩৪

১ ২রর রS ১ ২ ৪ ২ ৩১১১১
৫ য়ঃ। রাজেবদস্মো ৩ আ। ভিগা ৩। আ ৩। চিক্রদা ২৩৪৫ৎ।

২ররর s ১ ২ ৪ ২ ২১১১১ ২রর
পুনানোধারা ৩ সা। জিয়া ৩ য়িসী ৩। অ।য়া ২৩৪৫ স। শ্যেনোন-

র ১ ২ ৪ ২র ২ ২ ২ s ১
যোনী ৩ ঘা। তনা ৩ স্তা ৩ ম। আসদা ৩ দাউ। (১) পর্জ্জন্যঃ পিতা ৩ মা।

২ ৪ ২ ৩১১১১ ২রর রs ১ র ৪
হিষা ৩ স্যা ৩। পর্ণিনা ২৩৪৫ঃ। নাভাপৃথিব্যা ৩ গায়ি। রিষ. ৩ ক্ষ ৩।

২ ৩১১১১ ২র রর ১ র ৪ ২র ৩
যন্দধা ২৩৪৫ য়ি. স্বসার আযো ৩ আ। ভিগা ৩ উ ৩ৎ। আসরা

১১১২ ২র ১ ২র ৪ ২
২৩৪৫ ন। সঙ্গাগভির্ব্বা ৩ সা। তেবা ৩ য়িতে ৩। অধ্বরা ৩২ উ।

র রs ১ ২ ৪ ২র ৩১১১১ ২র
(২) কবির্ব্বেধস্যা ৩ পা। রিয়া ৩ য়িষী ৩ মাহিনা ২৩৪৫ ম। অত্যোন-

রs ১ ২ ৪ ২ ৩১১১১ রর ১
মৃষ্টো ৩ আ। ভিসা ৩ জা ৩ ম। অর্ষসা ২৩৪৫ য়ি। অপসেধন্ দু ৩ রায়ি।

২র ৪ ২র ৩১১১১ ২রর ২ ২র ১
তাসো ৩ সা ৩। সোমৃড়া ২৩৪৫। হাউহোবা ৩ হায়ি। ঘৃতাবসানা ৩ঃ পা।

২ ৪ ২ ২ ১১১১
রিয়া ৩ দী ৩। নির্ণিজা ৩ মা উবা ২৩৪৫ (৩)

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

৩৪র ৩র৪র ৩র ৪ ৩র৪৫র ৩ ২ ৩ ১ ১ ১ ৩র র
২। অগাবি লোমো অরুষো বৃষোবৃষা। হরারিঃ। হরা ২ ৩ ৪ রিঃ। রাজে ৩ ১

২ র র ১ ২ ১ ২n ৩ ২
২ ৩ ৪। বদস্মো অভিগা অচি। ক্রদাৎ ক্রদাৎ। পুনা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র র র ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ২ র n
নোবারমন্তোষ্য। ব্যয়াং ব্যয়াম্। শ্যেনো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নযোনিজ্ঝৃতব।

৩ ২ ৪ ১ ৪ ৩ ৪ ৩র৪ ৩৪ ৫ ৩২ ১ ১ ১ ১
ত্তমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৭। পর্জ্জন্যঃ পিতামহিষস্তপ। গিনা ২ ৩ ৪ ৫ :।

৩র ২ ২ র ১ ২ ১রn ৩ ২
নাভা ৩ ১ ২ ৩ ৪। পৃথিব্যাগিরিষুক্ষয়ম্। দধারি দধারি। স্বসা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২ র র ১ র ১২ ১২n ৩ ২ ২ র র
রআপো অগাউদা। সরান্ সরান্। সঙ্গ্ৰা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বভিবর্চসতেবী।

৩র ২ ৪ ৪ ৩র৪ র৩র ৪৫রর ৩ ২ ৩
তেআ ৩ ধ্বা ৫ রা ৬.৫ ৬ রি॥ কবির্ব্বেধস্যাপরিয়েষিনা। হিনাম্। হিনা

১ ১ ১ ১ ৩ ২ ২ র র ১ ২ ১২n
২ ৩ ৪ ৫ ম্। অত্তো ৩ ১ ২ ৩ ৪। নমৃষ্টো অভিবাজম। বসারি বসারি।

৩ ২ ২র র র ১ ২১ ২ ৩ ২
অপা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সেধন্দুরিতাসোমনঃ। মৃডামৃডা। ঘৃতা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

২র ২n ৩ ২ ৪
বসানঃ পরিয়া। সিনা ৩ ন্নির্ণা ৫ রিজ্বা ৬ ৫ ৬ ম্॥

* * *

২ র ১ ২র ১ ২ ২র ২র র
৩। অগাবারিসো ২ ৩। গোঅরুষা ২ ৩ :। এ ৩। বৃষাংহরিরে ৩। রাজে-

১ ২র ২ ২ ২ ২ র ১
বাদা ২ ৩। স্মোঅভারিগা ২ ৩ :। এ ৩। অচিক্রদদে ৩। পুনানোবা ২ ৩।

২ ১ ২ ২ ২র র ১ ২ ১
রমতারিয়ে ২ ৩। এ ৩। বিঅব্যয়মে ৩। শ্যেনোনাযো ২ ৩। নিজ্ঝৃতাবা

২ ২ র ২ ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। ত্তমাসদদে ৩ ৪ ৩। পর্জ্জন্যাঃপা ২ ৩ রি। তামহারিষা

২ ২ .র ২রর ১ ২র ১
২ ৩। এ ৩। স্তপর্ণিন এ ৩। নাভাপার্থা ২ ৩ রি। ব্যাগিরারিষূ ২ ৩।

২ ২ ২র ১ ২র ১ ২
এ৩। ক্ষয়ন্ধ এ ৩। স্বসারাঙা ২৩। পোঅভায়িগা ২৩ঃ। এ৩।

২ র ২র৩ ২৩ ২
উদালরয়ে৩। নঙ্ক্রাবাভা ২৩য়িঃ। বলতায়িবা ২৩য়ি। এ৩। পো-

অভায়িগা ২৩ঃ। এ৩। উদালরয়ে৩। নঙ্ক্রাবাভা ২৩য়িঃ। বসতায়ি-

২র n ২ ২ ২র ১
বা ২৩য়ি। এ৩। তেঅধ্বরএ ৩৪৩। কবির্ব্বায়িধা ২৩। স্তাপরায়িয়ে

২ ২র ২র ১ ২র ১
২৩। এ৩। বিমাতিনমে৩। অত্যোনামা ২৩। স্টোঅভায়িবা ২৩।

২ ২ ১ ২ ১ ২
এ৩। যমর্ধসি এ৩। অপদারিধা ২৩ন। চুয়িভানা ২৩। এ৩।

২ র ১র১ ২ ১ ২ ২ n
মনোয়ুড় এ৩। ঘৃতাবাসা ২৩। নঃপরায়িয়া ২৩। এ৩। সিনির্গিঅমে

১
৩৪৩। ও২৩৪৫ঈ। ডা।

° ° °

২ n ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪র
৪। হারি। উহুবায়ি। অলা৩৪ঔহোবা। বিসো। মো৩অরু। যোবৃষা-

৪ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪ ৫
হরায়িঃ। রাজে৩৪ঔহোবা। বদা। স্মো৩অভি। গাঅচিক্রদাৎ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ২ ২n৩৪ ৫ ৩র২
পুনা৩৪ঔহোবা। নোবা। বা৩মতি। এবিঅবায়াম্। শ্যেনো৩৪

৩র৪র৫ ১ ২১ ২n ৩২ ৩ ৩২
ঔহোবা। নয়ো। নিম্বত। ব। তমা৩সা৫দা৬৫৬৫। পর্জ্জা৩৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২৩৪ ৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা। ন্যঃপায়ি। তা৩মহি বস্তপর্ণিনাঃ। নাভা৩৪ঔহোবা! পৃথায়ি।

১ ১ ২৩৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
ব্যা৩গিরি। মুক্ষমন্দধায়ি। স্বদা৩৪ঔহোবা। রজা। পো৩অভি।

২n৩৪র ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২১ র ২n ৩র ২
গাউদাসরান্। নঙ্ক্রা৩৪ঔহোবা বভায়িঃ। বলতে। বী। তে আ৩

৪　　　　　৩ ২　৩র৪র ৫　১র　২　১　২র৩
ধ্বা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি। কবা ৩ ৪ ঔহোবা। বেধা। স্তা ৩ পরি। পৃথি-

৪র ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২র৩ ৪ ৫
মাহিনাম্। অভ্যো ৩ ৪ ঔহোবা। নমা। ষ্টো ৩ অভি। বাজমর্ষগারি।

৩২　৩র৪র৫　১র　২ ১ র　২র৩৪র ৫　২　৩ ২র　৩ ২
অবা ৩ ৪ ঔহোবা। সেথান্। হরিতা। সোমনোমৃড়া। হারি। উহবারি। স্বস্তা-

৩র৪র৫　১　২ ১　২র　৩২　৪
৩ ৪ ঔহোবা। বণা। নঃপরি। রা। সিনা ৩ য়িণী ৫ য়িজা ৬ ৫ ৫ম্।

* * *

২ ১　২　১ র র　২র১ —　১ র র
৫। অসো। বাতায়ি। বায়ি সোমো অরুষো। বৃষাহারা ২ য়িঃ। রাজেবদস্মো

২ ১　১　২　১　২　৩ ৪
অভিগাঃ। অচিক্রাদা ২ ৩ ৎ। পু ২ ৩ না। নো ২ ৩ বা ৩ ৪। রমত্তি-

র ৫　২　২　১　২　১　২　৩ ৪৫
যেবিঅ। ব্যা ৩ রাম্। শু্যা ২ ৩ য়িনো। না ২ ৩ যো ৩ ৪। নিতৃভব।

৩২　৪　২ ১　২　১ র　২ ১
ভমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৎ॥ পর্জ্জা। বাহারি। স্যাঃপিতামহিষা। স্তপর্ণা-

—　১ র　র　২　২ ১　১　২　১
য়িনা ২ ঃ। নাভাপৃথিব্যাগিরিষ। ক্ষয়ন্দাধা ২ ৩ য়ি। ষা ২ ৩ দা। রা ২ ৩

২　৩র ৪ ৩ ৪র৫র　২　২　১　২　১　২
আ ৩ ৪ পো অভিগাউদা। সা ৩ রান্। দা ২ ৩ গ্রা। বা ২ ৩ ভা ৩ ৪ য়িঃ।

৩৪র৫র　৩র ২　৪　২ ১.　২　১ র
বদত্তেবী। ভেআ ৩ ধ্বা ৫ রা ৬ ৫ ৬ য়ি। কবী। বাহারি। বারিধস্তা-

২ র ১ —　১ র　র　২ ১
পরিয়ারি। ষিমাহারিনা ২ মৃ। আত্যোনমৃষ্টো অভিবা। রুমর্ষাদা ২ ৩ য়ি।

১　২　১　২　৩৪র র ৫　২　২　১
অা ২ ৩ পা। সা ২ ৩ য়িধা ৩ ৪ ন্। দ্রুরিতাসোমনঃ। মা ৩ র্জা। ষা ২ ৩

২　১　২　৩ . ৪৫র　৩ ২　৪
র্তা। বা ২ ৩ সা ৩ ৪। নঃপারয়া　সনা ৩ য়িণী ৫ য়িজা ৬৫৬। ১।২।৩।*

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "মহাসাময়াজম্", (২) "বিরূপাসাকোলম্", (৩) "ঐড়মাম্নাজম্", (৪) "বাসিষ্ঠম্" এবং (৫) "সীমানাং বিনেধম্"।

দশমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।
১ ২ ২ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতি
৩ ১র ২র
ভাগং ন দীধিমঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য, ইন্দ্রদেবস্য) 'বিশ্বেৎ' (বিশ্বানি, সমগ্রাণি) 'বসূনি' (ধনানি, বিভূতীঃ) 'সূর্য্যং শ্রায়ন্ত ইব' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং সমাশ্রিতঃ জ্ঞানিজনঃ ইব, যদ্বা—সূর্য্যরশ্ময়ঃ যথা সূর্য্যং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ) 'ভক্ষত' (ভজত, অনুসরত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানিজনা যথা জ্ঞানমুপাসন্তে তদ্বৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপস্য দেবস্য বলৈশ্বর্য্যরূপাং বিভূতিং উপাধ্বং ইতি ভাবঃ; তেন 'ওজসা' (বলেন, শক্ত্যা) 'বসূনি' (ধনানি—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি) 'জাতঃ জনিমানি' (উৎপন্নে, প্রাপ্তে সতি ইত্যর্থঃ) 'ভাগং ন প্রতিদীধিমঃ' (পিতৃসম্পত্তিং ইব প্রতিধারয়েম, অধিকারিণঃ ভবেম); অয়ং ভাবঃ পিতৃসম্পত্ত্যাং যথা পুত্রস্য অব্যাহতঃ অধিকারঃ অস্তি ভগবদ্বিভূতিষু বয়ং তদধিকারিণঃ ভবেম॥ (১০অ—১০খ - ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার সমগ্র বিভূতিসকলকে, জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাতে সমাশ্রিত জ্ঞানিজনের ন্যায় অথবা সূর্য্যরশ্মিসকল যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে সেইরূপ, ভজনা কর—অনুসরণ কর; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিজন যেমন জ্ঞানের ভজনা করে, সেইরূপ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর); সেই শক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ ধনসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যেন অধিকারী হই; (ভাব এই যে,—

পিতৃসম্পত্তিতে যেমন পুত্রের অব্যাহত অধিকার, ভগবদ্বিভূতিসমূহে আমরা যেন সেইরূপ অধিকারী হই।) ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে অস্মদীয়া জনাঃ! 'শ্রায়স্ত ইব' সূর্য্যং যথা সমাশ্রিতা রশ্ময়ঃ সূর্য্যং ভজন্তে, তথা 'ইন্দ্রস্ত' 'বিশ্বেৎ' বিশ্বান্যেব ধনানি 'ভক্ষত' ভজত। 'বস্যুজাতঃ' প্রাদুর্ভূত ইন্দ্রঃ যানি 'বসূনি' ধনানি 'ওজসা' বলেন 'জনিমা' জনিষ্যমাণানি করোতি অতো 'ভাগং ন' পিত্র্যং ভাগমিব তানি ধনানি 'প্রতি দীধিমঃ' প্রতিধারয়েম। 'জাতেজনিমানি'—'জাতেজনিমানি' —ইতি পাঠৌ ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীতে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ইন্দ্রদেবের বিভূতিসকলকে ভজনা কর। কিরূপে ভজনা করিবে? জ্ঞানী যেমন জ্ঞানকে ভজনা করে, সেইরূপে।' মন্ত্রে 'সূর্য্যং' পদ আছে। আমরা সূর্য্যদেবকে আভ্যন্তর-পক্ষে জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। বাহ্যতঃ সূর্য্যদেবতা যেরূপে জাগতিক অন্ধকারসমূহ ধ্বংস করিয়া জগৎকে আলোকিত করেন, জ্ঞানোদয়ে তেমনই, জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া, হৃৎপ্রদেশ অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া বহুজন্মান্তর জ্ঞানারাধনায় তৎপর, স্বতঃই তাঁহারা জ্ঞানাধারে বিলীন হয়েন। এখানে তাই উপদেশ আছে,—জ্ঞানী যেমন অনন্যচিত্ত হইয়া জ্ঞানের আশ্রয়েই আশ্রিত থাকে, হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ, তোমরা সেইরূপ বলৈশ্বর্য্য-কামনায় বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবতার আরাধনাতে তৎপর হও; এবং তাঁহার আশ্রয়ে চিরাশ্রিত হইয়া অপেক্ষা কর। তাহা হইলে, কোনও না কোনও শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার বিভূতিসকল তোমরা অধিকার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে;—তোমাদের লক্ষ্য সার্থক হইবে। এই শুভ প্রত্যাশায় সেই পরমদয়াল ইন্দ্রদেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাক। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান ভাবই পরিব্যক্ত হইতেছে। দ্বিতীয়াংশে এই ভাবকে আরও দৃঢ়তর করিয়া বলা হইয়াছে,—এইরূপ অনুসরণের ফলেই ভগবানের সম্পত্তিতে—তাঁহার বিভূতিতে অধিকারী হইতে পারিবে। (১অ—১০খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার একোনশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ ৪দ ৫সা) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ।
১ ২-৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
মনো দানায় চোদয়ন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'অলর্ষিরাতিং' (অপাপকদানং, অপাপীজনস্য দাতারং) 'বসুদাং' (পরমধন-দাতারং) দেবং 'উপস্তুহি' (সম্যক্‌রূপেণ আরাধয়) ; যতঃ 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'রাতয়ঃ' (দানানি) 'ভদ্রাঃ' (ভদ্রাণি, কল্যাণদায়কানি ভবন্তি ইতি শেষঃ) ; 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'দানায়' (দানলাভায়, পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) তস্য 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'চোদয়ন্' (চোদয়তি, প্রেরয়তি—ভগবন্তং অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) ভগবান 'অস্য' (তস্য) 'বিধতঃ' (পরিচরতঃ, আরাধনাপরায়ণস্য সাধকস্য) 'কামং' (প্রার্থনাং) 'ন রোষতি' (ন হিংসতি, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ; ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—১০খ ১সূ—২সা।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! অপাপীজনের দাতা, পরমধনদাতা দেবতাকে সম্যক্‌রূপে আরাধনা কর ; কারণ, ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবতার দান কল্যাণ-দায়ক হয় ; যে সাধক পরমধনপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার অন্তঃকরণকে ভগবানের অভিমুখে প্রেরণ করেন, ভগবান্ সেই আরাধনাপরায়ণ সাধকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে, —আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই ; ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।) ॥ (১০অ—১০খ—১সূ—২সা।) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'অলর্ষিরাতিং' অপাপক-দানং অপাপিষ্ঠস্য দাতার ইত্যর্থঃ। অলর্ষি-পদ সমানার্থমনর্শ-পদং যাস্কেন ব্যাখ্যাতঃ—'অনর্শরাতিমনশ্লীল দানমশ্লীলং পাপকং' ইতি (নিরু• নৈ• ৬।২৩)। 'বসুদাং' ধনস্য দাতারমিন্দ্রং 'উপ স্তুহি' যতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'রাতয়ঃ' দানানি 'ভদ্রা' কল্যাণানি মহদৈশ্বর্য্যকারীণীত্যর্থঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ স্বকীয়ং 'মনঃ' 'দানায়' অভীষ্ট-প্রদানায় 'চোদয়ন্' প্রেরয়ন 'বিধতঃ' পরিচরতঃ 'অস্য' স্তোতুঃ 'কামং' ইচ্ছাং 'ন রোষতি' ন হিনস্তি। তমিন্দ্রমুপস্তহীতি সম্বন্ধঃ। 'অলর্ষিরাতিং'—ইতি ছন্দোগাঃ পঠন্তি, 'অনর্শরাতিং'-ইতি বহ্বৃচাঃ; 'যো অস্য'—'সো অস্য'—ইতি চ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। এক এক অংশ ধরিয়া আলোচনা করা যাউক প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে সেই আত্মোদ্বোধনের ভাব এই যে, সাধক আপনার মনকে ভগবদারাধনাপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই উদ্বোধনের মধ্যে যাঁহার আরাধনা করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। কাহাকে আরাধনা করিবে? 'অলর্ষিরাতিং' ইহার ভাষ্যার্থ "অপাপকদানং অপাপিষ্ঠস্য দাতারং"—যে পাপী নয় তাহাকে যিনি দান করেন, অর্থাৎ সাধুসজ্জনকে দানকারী। এই একটী বিশেষণের দ্বারা দেবতার সম্বন্ধে যেমন আমরা কিছু জানিতে পারি, সেইরূপভাবে কে সেই দানের উপযুক্ত পাত্র তৎসম্বন্ধে আমরা আভাষ পাই। দেবতা কাহাকে দান করেন?—যিনি নিষ্পাপ, যিনি সৎকর্ম্ম সাধন করেন, তাহাকেই ভগবান্ আপনার পরমধনদানে কৃতার্থ করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পাপী ব্যক্তি পরমধন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর কি উদ্ধার নাই? আছে বৈ কি! তিনিই তো পতিতপাবন পরম দয়াল! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে হৃদয় পবিত্র করিতে হইবে। হৃদয়ের হীনতা কালিমা দূরীভূত করা চাই, সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করা চাই, তবেই ভগবানের কৃপালাভ সম্ভবপর হইবে। নতুবা মুক্তিলাভ অসম্ভব। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ মুক্তিলাভ করে বটে, কিন্তু সেইজন্য নিজকেও প্রস্তুত করা চাই। মন্ত্রের এই অংশ যেন মানুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—মানুষ নিষ্পাপ হও, নিজের হৃদয় হইতে হীন কামনা বাসনা দূরীভূত করিয়া দাও। তুমি যাঁহার উপাসনায় রত হইতে চাও, যাঁহার নিকট হইতে পরমধন লাভ করিতে চাও 'তিনি অলর্ষিরাতিং' তিনি নিষ্পাপদিগকে পরমধন বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি যদি নিষ্পাপ না হও, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার কৃপালাভ করিবার আশা করিতে পার? তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—নিষ্পাপ হও, সৎকর্ম্ম-

পরায়ণ হও, ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ কর—মুক্তিলাভ করিবে, তাঁহার অসীম কৃপার দান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে'।

কিন্তু, তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রার্থিত ধনলাভ হইবে ? দুর্ব্বল মনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্যই বেদ বলিতেছেন, 'বসুদাং'—যাঁহাকে তুমি আরাধনা করিবে, তিনি পরমধন দাতা। সুতরাং তোমার আশঙ্কার কারণ নাই, তুমি সেই পরমপুরুষের অনুগত হও, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাঁহার দান পরম কল্যাণের আধার। যিনি সেই পরমপুরুষের কৃপালাভ করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়েন। তাই বেদ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ভদ্রা"—ভগবানের দান পরমকল্যাণের আকর।

যিনি ভগবানে আপনার হৃদয় মন সমর্পিত করেন, ভগবানও তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাঁহার সকল প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং'—"যে আমাকে যেরূপ আরাধনা করে আমি তাহাকে সেইরূপভাবে প্রাপ্ত হই, যে আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, আমি তাহাকে আত্মস্থ করিয়া লই, তাহার আর নিজের সুখ দুঃখ থাকে না। সে ব্যক্তি পরামুক্তি লাভ করে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোনও কোনও বিষয় সামান্য মতভেদ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। নিম্নে একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই "পাপশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধনদাতা সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্য্যাকারীর ইচ্ছায় বাধা দেন না।" (১০অ—১০খ - ১সূ - ২সা)। *

——*——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ ১ — ১ ১ — ১ ২ ২ ২
১। প্রারস্তইবন্ধু ১ রায়াথ্। বিশ্বা ২ য়িদিন্দ্র ২। স্তভা ২ ক্ষাতা। বাশনিজাতো-

২র ১ ২ — ১ ২র১ — ১ ২
অনিমা। নিযোজা ১ সা ২। প্রভিভাগন্নদা ২ ধিমঃ। প্রা ২ ৩ স্তী।

১র ২ ২ ১ ৩ ২ ১ ৫ ২ র
ভাগান্না ৩ দা। হুম। ধিমা ৩ ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা। (১) প্রভিভাগন্নদা ১

২ ১ — ১র — ১ — ১ ২
য়ি ধাম্নিমাঃ। প্রভা ২ য়ি। ভাগা ২ ন। নদা ২ য়ি ধাম্নিমাঃ। আক্ৰর্দি-

র ১ ২ র ১ ২ ২ ১র ২ র ১ ২ ১ ২
রাভিষ্ণদাম। উপাস্তু ১ হারি। ভদ্রা ইন্দ্রস্যরাতয়ঃ। ভা ২ ৩ দ্রাঃ।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবনবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ২ ১ ৩২ ১ ৫ ২র
ইন্দ্রাভা ৩ রা। হুম্। ভয়া ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (২) ভদ্রাইন্দ্রদায়া ১

২ ১ — ১ -- ১ -- ১ ২র১২ ১২
ভায়াঃ। ভদ্রা ২ ইন্দ্রা ২। ভয়া ২ ভায়াঃ। যাঅস্যাকামম্বিধতঃ। নরোবা ১

— ১১র১রর২ র১২ ১ ২ ১র২ ২ ১
ভা ২ য়ি। মনোদানায় চোদয়ন্। মা ২ ৩ নাঃ। দানায়া ৩ চো। হুম্।

৩২ ১ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
য়া ৩। ও ২ ৩ ৪ মা। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

২র ২র ১ ২ ১ ২ ১ — ১২ ১ ১
২॥ শ্রায়ন্তইবা ৩ সূরিয়াম্। বিশ্বায়িন্দ্রা। স্যভক্ষতা ২। ইহা ৩। বাসূ ৩

৪ ৫ ২৲ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২র১ ২ ১২
নায়িজা। হাহৌ ২ ৩ ৪ হা। ভো জনিমা। নিবোজা ২ ৩ না। ইহা ৩।

১ ২ ৪৫ ২ৎ ৩ ৫ ৩২ ৪
প্রাভো ৩ য়িভাগাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নদা ৩ য়িধা ৫ য়ি মা ৬৫৬ঃ।

৩ ১ ১ ১ ১
হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)। ১।২। *

——:•:——

প্রথমং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি

১২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতয়ে বি দ্বিষো বি মৃধো জহি ॥১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যতঃ' (যস্মাৎ) 'ভয়ামহে' (বয়ং ত্রাসপ্রাপ্তাঃ ভবামহে), 'ততঃ' (তস্মাৎ ত্রাসকারণাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অভয়ং' (ভয়শূন্যং) 'কৃধি' (কুরু), অস্মভ্যং

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "শ্রায়ন্তীয়ম্" এবং (২) "নিষেধম্"।

অভয়ং প্রদদ ইত্যর্থঃ; 'মঘবন' (হে পরমধনশালিন) ত্বং 'শগ্ধি' (শক্তঃ, অশেষসামর্থ্যযুক্তঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'তৎ' (তস্মাৎ, অতএব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারায়) 'তব' (ত্বদীয়ৈঃ শক্তিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (অস্মদ্দ্বেষ্টৄন্, রিপুশত্রূন্ ইত্যর্থঃ) 'বি জহি' (বিনাশয়) তথা 'মৃধঃ' (অস্মদ্বিংসকান্ অপকর্ম্মসকলান ইত্যর্থঃ) 'বি' (বিনাশয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে দেব! অস্মভ্যং অভয়ং প্রযচ্ছ অস্মাকং শত্রূন্ চ নাশয়॥ (১০অ ১০খ—২সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যাহা হইতে আমরা ত্রাস প্রাপ্ত হই, সেই ত্রাসের কারণ হইতে আমাদিগকে ভয়শূন্য করুন—অভয় দান করুন; হে পরমধনশালিন! আপনি অশেষসামর্থ্যযুক্ত হয়েন; অতএব, আমাদিগের দ্বেষ্টৃগণকে অর্থাৎ রিপুশত্রুদিগকে বিনাশ করুন, এবং আমাদিগের হিংসাকারী অপকর্ম্মসকলকে নাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন এবং আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন।)॥ (১০অ—১০খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'যতঃ' হিংসকান্ 'ভয়ামহে' বয়ং, ততঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'অভয়ং' 'কৃধি' কুরু। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! 'নঃ' অস্মান্ রক্ষিতুং 'তৎ' তস্মৈ 'তব উতয়ে' ত্বৎকর্ত্তৃকায়ৈ রক্ষায়ৈ 'শগ্ধি' শক্তো ভব। কিঞ্চ 'বি দ্বিষঃ' অস্মদ্দ্বেষ্টৄন্ বিজহি; 'বি মৃধঃ' অস্মদ্বিংসকান্ বিজহি। 'উতয়ে'—'উতিভিঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১০অ—১০খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ-প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে মনে হয়, এখানে যেন মানুষ, মানুষ শত্রু হইতে ভয় পাইয়া ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহার নিকট অভয়-প্রার্থনা করিতেছে,—শত্রুনাশের কামনা জানাইতেছে। বাহ্য দৃষ্টিতে এ ভাব যে প্রখ্যাহত হয় না, তাহা আমরা মনে করি না। দেবাসুরের যুদ্ধ যাঁহারা মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা ঐ দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্কাশন করিতে পারেন। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে দেবাসুরের যে সমর অহরহঃ চলিয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রিপুগণকে জয় করিবার শক্তি-সামর্থ্যের

প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি॥ (১০অ—১০খ - ২সূ—১সা)॥ ০

— — ০ — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দশমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র　২র　৩　১　২　৩২উ　৩　১　২　৩　২

ত্ব৺ হি রাধসস্পতে রাধসো মহঃ ক্ষয়স্যাসি বিধর্ত্তা।

১　২　৩　১　২

তং ত্বা বয়ং মঘবন্নিন্দ্র গির্ব্বণঃ

৩　১　২

সুতাবন্তো হবামহে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাধসস্পতে' (হে ধনস্য স্বামিন্!) 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'মহঃ' (মহতঃ) 'রাধসঃ' (ধনস্য) 'ক্ষয়স্য' (নিবাসস্য, আধারস্য যদ্বা বিনাশস্য) 'বিধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি); 'গির্ব্বণঃ' (গীর্ভির্ব্বননীয়, পরমারাধনীয়) 'মঘবন্' (পরমধনসম্পন্ন, পরমধনদাতঃ) 'ইন্দ্র' (ঐশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'তং' (এবম্ভূতং, প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুতাবন্তঃ' (বিশুদ্ধহৃদয়াঃ হবিষ্মন্তঃ, পূজাপরায়ণাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' 'হবামহে' (প্রার্থয়াম)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ পরমধনদাতা ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১০খ—২সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ধনাধিপতি। আপনিই মহান্ ধনের আধারের (অথবা বিনাশের) ধারণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা হয়েন; পরমারাধনীয়, পরমধনদাতা, ঐশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! এবম্ভূত প্রসিদ্ধ আপনাকে বিশুদ্ধ হৃদয় ও পূজাপরায়ণ হইয়া আমরা যেন প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনা-

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কোনও কোনও ঋগ্বেদ-গ্রন্থে এই মন্ত্রটী ঐ মণ্ডলের একাধিকষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৫খ—৫দ—২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ পরমধনদাতা হয়েন।)॥ (১০অ—১০খ—২সূ—২সা) ॥

* . °

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রাধসম্পতে' ধনস্য স্বামিন্! 'ত্বং হি' ত্বং খলু 'মহঃ' মহতঃ 'রাধসঃ' ধনস্য 'ক্ষয়স্য' গৃহস্য চ 'বিধর্ত্তা অসি হি' অস্মভ্যং দাতুং ধারকো ভবসি খলু। হে 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভির্ব্বননীয়! 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! 'তং' তাদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'সুতাবন্তঃ' অভিষুত-সোমাঃ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। 'রাধসম্পতে'—'রাধস্পতে'—ইতি পাঠৌ, 'বিধর্ত্তা'—'বিধর্ত্তে'—ইতি চ ॥ ২ ॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩২০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ° ——

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই পরমধনের অধিপতি। অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারই তাঁহার করতলগত। তিনিই মানবকে তাঁহার পরমাভীষ্ট দান করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে কেবলমাত্র ধনাধিপতি এবং ধনদাতা তাহা নয়, তিনি মানবের ধন রক্ষাও করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের আলোচনা করিলে আমরা বিশেষভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। ভগবানকে প্রথমতঃ 'রাধসম্পতেঃ' অর্থাৎ ধনের স্বামী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাতে যত ধন আছে' সমস্ত ধনের অধিস্বামী সেই পরমপুরুষ ভগবান। মানুষের যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সমস্তই সেই দেবতা দিতে পারেন এবং সাধককে প্রদানও করেন। ধনের অধিপতি হওয়াতেই তাঁহার মাহাত্ম্য পর্য্যবসিত নয়, তিনি সেই ধনকে বিতরণও করেন। সেই জন্য সাধকগণ তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে রত থাকেন। তিনি যে মানবকে কেবলমাত্র ধন বিতরণ করেন তাহা নয়, তিনি সেই ধন রক্ষাও করেন। তাই বলা হইয়াছে—"রাধস ক্ষয়স্য বিধর্ত্তা অসি"—পরম ধনের নিবাসের রক্ষাকর্ত্তা হয়েন। এখন প্রশ্ন এই, পরমধনের নিবাস অর্থে কি বুঝায়? পরমধন যাহাতে থাকে, যে আধারে সেই পরমধন অবস্থিত হয়, সেই আধারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই আধার সাধকের হৃদয়। সাধকের হৃদয়ই পরমধনের প্রকৃত আধার, সাধকগণই উহা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। ভগবান্ সেই হৃদয়কে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তিনি আপদবিপদে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতে সাধকের হৃদয়কে পাপঝটিকাবর্ত্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাই তাহাকে "ক্ষয়স্য বিধর্ত্তা" বলা হইয়াছে।

"ক্ষয়স্য বিধর্ত্তা" পদের অন্য অর্থও কল্পিত হইতে পারে। সেই অর্থও আমরা প্রদান করিয়াছি। 'ক্ষয়' অর্থে বিনাশ বুঝায়। সুতরাং "রাধস্য ক্ষয়স্য বিধর্ত্তা" পদত্রয়ের অর্থ হয়—ধনের বিনাশের রক্ষাকর্ত্তা, অর্থাৎ ধননাশ হইতে যিনি রক্ষা করেন। 'ক্ষয়স্য' পদে 'নিবাসস্য'

অথবা 'বিনাশক' এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন, উহাতে ভাবের কোন ব্যত্যয় হয় না। প্রথম অর্থের ভাব—ভগবান্ সাধকের হৃদয়কে রক্ষা করেন, কিন্তু কিসের জন্য এই রক্ষা? তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে যে ধন আছে তাহা যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেই জন্য। দ্বিতীয় অর্থও সেই একই ভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ ভগবান্ সাধককে ধনক্ষয় হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, উভয় অর্থেই একভাব প্রকাশ করে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; আমরা যেন ভগবচ্চরণে প্রার্থনায় আত্মনিবেশ করিতে পারি। 'সুতাবন্তঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অভিষুত-সোমাঃ' অর্থাৎ যাহারা সোম অভিষুত করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বর্ত্তমান স্থলে সোমরসকে ব্যাখ্যার ভিতর টানিয়া আনাতে ব্যাখ্যার পবিত্রভাব নষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানে মাদকদ্রব্য সোমকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'সুতাবন্তঃ' পদের সাধারণ অর্থ পবিত্রতাসম্পন্ন। আমরা মনে করি, উক্ত পদে কেবল বিশুদ্ধিতাকে লক্ষ্য করে নাই, তদ্ব্যতীত আরাধনার ভাবও ইহাতে নিহিত আছে। তাই আমরা উক্ত পদে 'বিশুদ্ধহৃদয়াঃ' এবং 'পূজাপরায়ণাঃ' এই উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাষ্যকারের অনুসরণে প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকার 'সুতাবন্তঃ' পদে সোমের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার অনেক ঐক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটি প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে ধনস্বামী। তুমিই মহাধনের পরিচর্য্যাকারীর গৃহের বর্দ্ধয়িতা। হে মঘবান্! হে স্তুতিভাক্! তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম অভিষব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি।" (১০অ—১০খ—২সূ—২সা)। ০

— • —

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১র২১ র র ২২ ১ র
যত ইন্দ্রভয়ামহায়ি। ততোনোঅভয়ঙ্কৃধায়ি। মঘবা২৩ছা। গ্ধীয়িতবতঽ।

১ ২^ র র ৩র২ ১ ২ ১২ ২
নঊতায়া। ঔহো৩৪বাহায়ি। বি। দ্বায়িষো২৩বী৩। হোবা৩হা

২ ১র ২ ১ ২৩১২র ১ র
৩হায়ি। মৃধোজা৩হা৩৪৩রি। বিদ্বিষোবিমৃধোজহায়ি। বিদ্বিষোবায়ি-

২ ১র ২ ১ ২ন ৩র২ ৩র২ ১
মৃধোজহায়ি। তুবঙ্হা২৩য়িরা। ধনোমাহা। ঔহো৩৪বাহায়িঙ্ক।

২ ১২ ২ ১ ২ ১২১র ২ ১
বাহ্না২৩সী৩। হোবা৩হায়ি। দিধা২৩ঔ৩৪৩। ক্ষয়ন্তাসীদিধর্ত্তা।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

র ২ ১ ২ ১ ২৲ ৩র ২ ৩র২ ১
ওম্বাবা ২ ৩ য়াম্। মাঘবন্নি। দ্রাগাম্নির্ব্বাণা। ঔহো ৩ ৪ বাহায়ি। স্থু।

২ ১ ২ ২ ১র ২
স্তাবা ২ ৩ স্তা ৩। হোবা ৩ হায়ি। হবামা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥১২॥ *

একাদশঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ত্ব৺ সোমাসি ধারয়ুর্মন্দ্র ওজিষ্ঠো অধ্বরে।

১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব মꣳহয়দ্রয়িঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমঃ' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'মন্দ্রঃ' (মাদয়িতৃতমঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'ওজিষ্ঠঃ' (ওজস্বিতমঃ, শ্রেষ্ঠশক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বং' লোকানাং 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'ধারয়ুঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং কৃপয়া অস্মভ্যং 'মংহয়দ্রয়িঃ' (শ্রেষ্ঠধনং, পরমধনং) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন লোকাঃ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থাঃ ভবন্তি; সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু,—ইতি ভাবঃ। (১০অ - ১১খ - ১সূ - ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! পরমানন্দদায়ক শ্রেষ্ঠশক্তিদায়ক আপনি লোকদিগের সৎকর্ম্মে রক্ষক হয়েন; আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"সমন্তম্"।

লোকগণ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১০প—১১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! অভিষূয়মাণ-পবমান! 'মন্দ্রঃ' মাদয়িতৃতমঃ 'ওজিষ্ঠঃ' ওজস্বিতমঃ ত্বং 'অধ্বরে' হিংসা-রহিতেঽস্মদীয়ে যজ্ঞে 'ধারয়ুঃ' অভিষব-ধারা-কামঃ 'অসি' ভবসি। অতঃ 'ত্বং' 'মংহয়দ্রয়িঃ' স্তোতৃভ্যঃ প্রদীয়মান-ধনঃ সন্ 'পবস্ব' দ্রোণকলশে গ্রহাদিষু দশাপবিত্রেণ পূতো ভব। যদ্বা, 'ধারয়ুঃ' তদ্বদর্থে ভাষ্যত ইতি মত্বর্থীয়ো যুস্। হে সোম! ত্বং ধারাবানসি অতঃ পবস্বেতি সম্বন্ধঃ॥ (১০অ—১১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা।

প্রথম অংশের ভাব এই যে,—পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরমানন্দ প্রদান করেন, শুধু তাই নয়, সৎকর্ম্মসাধনে তিনি রক্ষক হয়েন। অর্থাৎ মানুষ যখন সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি তাহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তাহা হইলে সেই সৎকর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাতে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না, অথবা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহা সাধকের কোন অমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধসত্ত্বের বর্ম্মে ঠেকিয়া অমঙ্গলের আক্রমণ প্রতিহত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তত্ত্বই বিবৃত দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বের কৃপায় যেন আমরা পরমধন লাভ করিতে পারি। মন্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ এইরূপ হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে ক্ষরণশীল সোমরস, তুমি আনন্দ দান কর; তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি ধন বিতরণ করিতে করিতে এই যজ্ঞে ধারারূপে ক্ষরিত হও।" মন্ত্রান্তর্গত 'মংহয়দ্রয়িঃ' পদের ভাষ্যার্থ "স্তোতৃভ্যঃ প্রদীয়মান-ধনঃ সন্" ইত্যাদি। এখানে কেবলমাত্র সোমার্থক ব্যাখ্যা রক্ষা করিবার জন্য ভাষ্যকারকে এত ঘুরিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (১০অ—১১খ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্ব৺ সুতো মদিন্তমো দধন্বান্মৎসরিন্তমঃ।
১ ২ ২ ১র ২র
ইন্দুঃ সত্রাজিদস্তৃতঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'ত্বং' 'মদিন্তমঃ' (মাদয়িতৃতমঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'দধন্বান্' (যজ্ঞস্য, সৎকর্ম্মণঃ ধারকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মৎসরিন্তমঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'সত্রাজিৎ' (বহূনাং জেতা, শত্রূণাং জেতা, শত্রুনাশকঃ) অথচ স্বয়ং 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ পরমানন্দদায়কঃ রিপুনাশকঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—১১খ-১সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধ আপনি পরমানন্দদায়ক সৎকর্ম্মের ধারক হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক, রিপুনাশক অথচ স্বয়ং অজাতশত্রু হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদায়ক রিপুনাশক হয়েন।)॥ (১০অ—১১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম!- 'সুতঃ' অভিযুতঃ 'ত্বং' 'মদিন্তমঃ' অতিশয়েন মদযুক্তোঽসি। কীদৃশস্ত্বং? 'দধন্বান্' যজ্ঞস্য ধারকঃ, 'মৎসরিন্তমঃ' অতিশয়েন মদকারী, 'ইন্দুঃ' দীপ্তঃ, 'সত্রাজিৎ' বহূনাং জেতা, 'অস্তৃতঃ' কেনাপ্যহিংসিতঃ। 'মদিন্তমঃ'—'নৃমাদনঃ'—ইতি পাঠৌ, 'ইন্দুঃসত্রাজিদস্তৃতঃ' 'ইন্দ্রায়সূরিরন্ধসা'—ইতি চ॥ (১০অ—১১খ—১সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৩২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত হইলেও উভয় অংশে এক সত্যই বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অংশে সাক্ষাৎভাবে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন অথবা আরাধনা আছে। দ্বিতীয় অংশে পরোক্ষভাবে সেই একই সত্য বিবৃত আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মের ধারক অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনরত হয়। মানুষের মনে যখন যে ভাবের প্রাধান্য ঘটে, অথবা মনের উপর যে ভাবের ছায়াপাত হয়, তখন সেই ভাবানুযায়ী কাজেই মানুষ আত্মনিয়োগ করে। তাই মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে, তখন তিনি পবিত্র কর্ম্মেই আত্মনিয়োগ করেন।

শুধু তাই নয়, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য লাভ করে। মনে সৎকর্ম্ম-সাধনের ইচ্ছা থাকিলেই তাহা সম্পন্ন করা যায় না। তাহা সাধন করিবার উপযোগী শক্তিও থাকা চাই, নতুবা মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ'—দুর্ব্বলহৃদয়দিগের মনোরথ কখনও পূর্ণ হয় না। কারণ মনের ইচ্ছা যতই সৎ হউক না কেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী শক্তি না থাকিলে তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না। সৎকর্ম্মসাধন করিবার সেই শক্তি প্রদান করে শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব ঐশীশক্তি। সুতরাং তাহা সাধকের মধ্যে অনন্ত শক্তিপ্রেরণা জাগাইয়া দেয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'দধন্বান্' বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত যে ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া মনুষ্যদিগকে আনন্দিত ও উন্মত্ত কর; তুমি পশুত ও ধনদানকর্ত্তা, তুমি ইন্দ্রের আহারস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে যারপরনাই আহ্লাদিত কর।" (১০খ-১১খ ১সূ—২সা)॥ •

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২৩ ১র ২র ৩ক২র৩ ১ ২

ত্বং সুষাণো অদ্রিভিরভ্যর্ষ কনিক্রদৎ।

৩ ২৩ ২৩১ ২

দ্যুমন্তং শুষ্মমা ভর॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমদেব! 'সুষাণঃ' (সুষানঃ পবিত্রঃ, পবিত্রতাস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বং' 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণৈঃ, পাষাণকঠোরসাধনেন ইত্যর্থঃ) প্রীতঃ সন্ 'কনিক্রদৎ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্ ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষ' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদ ইতি শেষঃ); অপিচ, অস্মভ্যং 'দ্যুমন্তং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'শুষ্মং' (শত্রূণাং বাধকং বলং, রিপুনাশিকাশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আভর'

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্ঠিতমসূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম-অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(আহর, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মাকং হৃদি আবির্ভব।—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—১১খ - ১সূ—৩সা)॥

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদেব! পবিত্রতাস্বরূপ আপনি পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞান প্রদান করতঃ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; অপিচ, আমাদিগকে জ্যোতির্ময় রিপুনাশক শক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১০অ—১১খ—১সূ—৩সা)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'পবমান' সোম! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুষাণঃ' সুষানঃ অভিষূয়মাণস্ত্বং 'কনিক্রদৎ' ভৃশং শব্দং কুর্ব্বন 'অভ্যর্ষ' কলশং পাত্রাণি চাভিগচ্ছ। কিঞ্চ 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিযুক্তং 'শুষ্মং' শত্রূণাং শোষকং বলং বা 'আভর'॥ 'আভর'—'উত্তমং'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

০ ০ *

তৃতীয় (১৩২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা অতিশয় উচ্চভাবে পূর্ণ। সাধক হৃদয়ে ভগবানের স্পর্শ লাভ করিবার জন্য, রিপুজয়ী হইবার জন্য ভগবানের নিকটে আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

পবিত্রতার আধার জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমদেবতা সাধকের সৎকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে আগমন করেন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞান প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার আগমনে জ্ঞান আপনাআপনিই সাধক হৃদয়ে বিকাশ লাভ করে। তবে বিশেষভাবে জ্ঞান প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা কেন? এই প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করুন, সেই জ্ঞানবলে আমরা যেন আপনাকে জানিতে পারি, আপনি যেন আপনারই দেওয়া শক্তিবলে আমাদের হৃদয়ে আহূত হয়েন। এই জ্ঞানলাভের মধ্যে যে আরও একটী ভাব নিহিত আছে, তাহা 'সুষাণঃ' পদে পাওয়া যায়। যাঁহাকে হৃদয়ে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তিনি কে? তিনি 'সুষাণঃ'—পবিত্রতাস্বরূপ। যিনি পবিত্রতার আধার, যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, নিজেরও সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র হওয়া দরকার। হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র হয়, হৃদয়ে পবিত্র জ্ঞানের সঞ্চার দ্বারা। জ্ঞান হৃদয় হইতে হীনতা, কালিমা দূরীভূত করিয়া দেয়। পবিত্র হৃদয়েই পবিত্রতার আধার

ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবপর। তাই প্রথমেই তাঁহার নিকট, ভগবানের নিকট পবিত্রতা লাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাঁহার দেওয়া জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার উপযোগী আসন প্রস্তুত হইবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—তাঁহার দেওয়া জ্ঞানের দ্বারা যদি তাঁহারই আসন প্রস্তুত হয়, তবে সকলই তো তাঁহারই দেওয়া হইল! সাধকের কি করিবার মত কিছুই নাই?

সত্যই তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন, সাধকের নিজের বলিয়া কিছু নাই, এবং থাকিতেও পারে না। তবে সাধক আপনার নিজের দৈন্য ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে পারেন, আর তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। পাষাণ কঠোর সাধনের দ্বারা প্রীত হইয়া যেন ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে রিপুনাশক শক্তি লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত রিপুর প্রাধান্য থাকে, যে পর্য্যন্ত মানুষ কামক্রোধাদি শত্রুগণের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবপর নয়। শত্রুর আবাসস্থল মলিন পঙ্কিল থাকে, তাহাতে সত্যের জ্যোতিঃ বিকশিত হয় না। আর যদিই বা সত্য বা জ্ঞানের কদাচিৎ স্ফুরণ হয় তাহা হইলে রিপুর প্রাবল্যে তাহা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অবশ্য সাধক যখন পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়েন, তখন রিপুগণ তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না। কিন্তু সাধনার প্রথমাবস্থায় 'মারের' আক্রমণের প্রাবল্য থাকে। তাই তাহাদের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, রিপুনাশক শক্তিলাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি,—"তুমি প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া অতি উত্তম জাজ্বল্যমান তেজঃ (তীব্রতা) ধারণ কর।" (১০অ—১১খ—১সূ—৩সা)। *

—— * ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ৩র ৪ ৫ র্র ২ ১ ২র্র ৩র২

১। আওঁহোবাহায়ি। তুভ্য৮ সোমা। সিধা। রয়ুঃ। ঐহীয়ৈহী ১। মান্দ্র-

২র র ১ র ২ররর৩র২ — ১ — ১ — ১

ওষিষ্ঠোআধ্বরে। ঐহীয়ৈহী ১। আ ২ য়ি। পাবা ২ স্বামা ২। হৃয়ৎ।

ন ৩ ৫র র ২ ৩র ৪ ৫ ২১

স্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। আওঁহোবাহায়ি। তুভ্য৮ সুতাঃ। মদায়ি। ভগঃ॥

২রর৩র২ ২র ১ ২ররর৩র২ — ১

ঐহীয়ৈহী ১। দাধন্বান্মৎসরায়িন্তমঃ। ঐহীয়ৈহী ১। আ ২ য়ি। আয়িন্দু

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সাম - ২১ (৭১)

— ১ — ১ ৺ ৩ ৫র র ২ ৩র ৪ ৫
২ঃ সাত্রা ২। জিদ। স্তা ২ র্ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ আঔহোবাহায়ি।

২র ১ ২ররওর২ ২ ১
তুব৺ সুধা। গোআ। ভ্রিভিঃ। ঐহীয়ৈহী ১। আভিয়র্বকনাগ্নিক্রদৎ।

২ররওর২ -- ১ -- ১ -- ১র ৺ ৩
ঔহীয়ৈহী ১। আ ২ য়ি। দ্যুমা ২ য়াশূ ২। য়্যমা। ভা ২ রা ২ ৩ ৪

৫রর ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

৩৪ ৫র র র ২ ৺ ৩ ৫ ১র -- ১ ৫ ১ ২ র
২। তুব৺ সোমাসিঐ। হীঐহী ২ ৩ ৪ য়া। ধারমুরৈ ২ হী ৩ য়া। নম্রওভিহৌ

— — ১ ২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪
অধ্বরঐ ২ হীঐ ২ হী ৩ য়া। প্রাবাস্বামা ৩ ১ ২ ৩। হয়ো ২ ৩ ৪ বা। য়া

৩৪ ৫ র র ২ ৺ ৩ ৫ ১ — ১ --
৫ য়ো ৬ হায়ি॥ তুব৺ সুতোমঐ। হীঐহী ২ ৩ ৪ য়া। দিস্তমঐ ২ হী ঐ ২

S ২ ২ র -- ১ -- S ২ ১ ২
হী ৩ য়া। দধস্বাম্মংসরিস্তমঐ ২ হীঐ ২ হী ৩ য়া। আয়িন্দুঃ সাত্রা ৩ ১ ২ ৩।

২ ১ ৫ ৪ ৫ ৩৪ ৫ র র ২ n ৩ ৫
জিদো ২ ৩ ৪ বা। য়া। ৫ ত্রৌ ৬ হায়ি॥ তুব৺ সুষাণঐ। হীঐহী ২ ৩ ৪ য়া।

১ — ১ — ২ ১ — ১ S ২
অভ্রিভিরৈ ২ হীঐ ২ হী ৩ য়া। অভিয়র্ষকনিক্রদদৈ ২ হীঐ ২ হী ৩ য়া।

১ ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
দ্যুমান্মাঃ শূ ৩ ১ ২ ৩। য়লো ২ ৩ ৪ বা। ভা ৫ য়ো ৬ হাবি॥

২ ১ ৪র র ৫ ১ ২র র ১ ২ ১ ২
৩। তুব৺ গো ২ ৩ মাসিপারমুহাউ। মাত্রওজি। ছৌআধ্বা ১ রা ২ ৩ য়ি। হোবা-

২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ n ৩
৩ হায়ি। পবাম্বা ১ মা ২ ৩। হোবা ৩ হা। হয়ৎ। য়া ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র ২১ ৪র র ৫ ১ ২র ১ ২
ঔহোবা॥ তুব৺ সু ২ ৩ তোমদিস্তমোহাউ। দধস্বাম্মংপরায়িস্তা ১ মা ২ ৩ঃ।

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ৺ ৩
হোবা ৩ হায়ি। ইন্দুঃসা ১ আ ২ ৩। হোবা ৩ হা। জিদ। স্তা ২ র্ভা।

৫রর ২১ ৪র র ৫ ১ ২ ১ ২
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ ভুবৎ৵ ন্ স্থ ২ ৩ ষাণোতদ্রিভিঈ২উ। আভিঘর্ষ। কনাম্নিক্রম

১২ ২ ১ ২ ১২ ২ ১র
১ দা ২ ৩ ভু। হোবা ৩ হাম্নি। দ্যুমান্তা ১ ৵ শৃ ২ ৩। হোবা ৩ হা। স্থমা।

৲ ৩ ৫র র ২ ২র১৩১১১১
ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবস্থ ২ ৩ ৪ ৫॥

০ ০ ০

১ র ২র ১ ২র র ১ ৭ ৩র ২
৩॥ স্বৎ৵ সোমাসি। ধা ২ রয়ূঃ। মান্দ্রওজি। ষ্ঠোআধ্বরা ২ ৩ ৪ ম্নি। হাহোম্নি।

১ ২ ২ ১ ৪-৫ ১ ২ ১র২ —
পবস্থমাৎ৵ হা ৩ স্নাৎ। রয়াম্নিঃ। ঔ ২ ৩ হোবা॥ স্বৎ৵ সুতোম। দা ২

১ ২র ১ ৭ ৩র ২ ১ ২ ২
ম্নিস্তথাঃ। দাধষান্ম। ৎসরাম্নিস্তমা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোম্নি। ইন্দুঃসত্রাজী ৩ দা।

১ ২ ৪-৫ ১ ২র — ১ ২ ১ ৭
ভূতা। ঔ ৩ হোবা॥ স্বৎ৵ সুষাণঃ। অা ২ দ্রিভান্নিঃ। আভিঘর্ষীকনাম্নিক্রদা

৩র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ৪৫ ৪৫
২ ৩ ৪ ৎ। হাহোম্নি। দ্যুমন্তৎ৵ শুষ্মা ৩ মা। ভরা। ঔ ৩ হোবা। ঈডা॥

০ ০ ০

২ বর রর ১২ ১র র ২ ১—
৪॥ স্বৎ৵ সোমাসিধাহাউরায়ূঃ। মন্দ্রওজাম্নি। ষ্ঠোআধ্বা ২ ৩ রাম্নি। পবা ২ হো ১।

২ ১ ৲ ৩ ৫রর ২ র রর ১২
স্বা ২ ৩ মা। হয়ৎ। রা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ স্বৎ৵ সুতোমদাতা উতামাঃ।

১র ২ ১ — ২ ১
দধন্বান্মা। ৎসরিস্তা ২ ৩ মাঃ। ইন্দূ ২ হোঁ ১ ম্নি। সা ২ ৩ ত্রা। জিদ।

৲ ৩ ৫র র ২ র র র ১ ২ ১
স্তা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) স্বৎ৵ সুষাণআহাউদ্রাম্নিভান্নিঃ। অভিঘর্ষা।

২ — ২ ১র ৲ ৩
কনিক্রা ২ ৩ দাৎ। দ্যুমা ২ হো ১ ভা ২ ৩ ৵ শূ। স্মমা। ভা ২ রা ৩ ৩ ৪

৫রর ২১৩১১১১
ঔহোবা। হবিষ্কৃ ভে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥ ১:২।৩॥ •

• এই সূক্তস্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "আশ্বসূক্তম্" (২) "আশ্বদম্" (৩) "দাবস্থনিধনম্" (৪) "প্রতীচীনেড়-কাশীতম্" এবং (৫) "হাবিষ্কৃতম্"।

প্রথমং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩ ১ ২   ৩   ২   ৩   ১ ২ ৩ ১ ২

পবস্ব দেববীতয় ইন্দো ধারাভিরোজসা।

২   ৩ ২   ১ ২

আ কলশং মধুমান্‌ৎসোম নঃ সদঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'দেববীতয়ে' (দেবানাং গ্রহণায়, ভগবত্তঃ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা সহ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'কলশং' (হৃদয়রূপপাত্রং, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, সমুদ্ভব); 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মধুমান্‌' (অমৃতময়ঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান) 'আসদঃ' (প্রাপয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদি অমৃতপ্রাপকঃ সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—১১খ - ২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আত্মশক্তির সহিত প্রভূত পরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময় আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউন)॥ (১০অ—১১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'দেববীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'ওজসা' বলেন 'ধারাভিঃ' আত্মীয়াভিঃ 'পবস্ব' ক্ষর। হে 'সোম'! 'মধুমান্‌' মদকর-রসবান্‌ ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'কলশং' দ্রোণাভিমানং 'আসদ' আসীদ। সদেলুঙিরূপং ॥ (১০অ—১১খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩২৪) সামের মর্ম্মার্থ ।

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটী সরল প্রার্থনাপূর্ণ। মন্ত্রের উভয় অংশেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। এই শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ অমর হয়। দেবতাগণ এই সত্ত্বভাবের অধিকারী—তাই তাঁহারা অমর। এই পরম-মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'দেববীতয়ে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'দেবানাং ভক্ষণায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতা আমাদিগের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন এবং এই গ্রহণের সঙ্গে সাধকও ভগবৎ-স্পর্শ লাভ করেন। ভগবৎপ্রাপ্তিতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যায়। ভগবান মানুষের হৃদয়ের সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন অর্থাৎ মানুষের পূজা গ্রহণ করেন। ইহাই সাধকের পরম-কামনার বস্তু। এই পূজাগ্রহণের মধ্যদিয়া সাধক ভগবানের যে স্পর্শ লাভ করেন, তাহাই তাঁহাকে অমৃতত্ব প্রদান করে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে কোন অনৈক্য হয় নাই। এই অনুসারেই আমরা অন্যান্য স্থলেও দেবতার পূজাগ্রহণকে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (১০অ - ১১খ - ২দ্ব - ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম ।

(একাদশঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তব দ্রপ্সা উদপ্রুত ইন্দ্রং মদায় বাবৃধুঃ ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্বাং দেবাসো অমৃতায় কং পপুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তব' 'উদপ্রুতঃ' (উদকেন প্লাবিতাঃ, অমৃতময়া ইত্যর্থঃ) 'দ্রপ্সাঃ' (দ্রুতগামিনঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ, রসাঃ) সাধকানাং 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'ইন্দ্রং' 'বাবৃধুঃ' (ভগবন্তং বর্দ্ধয়ন্তি, ভগবন্মহিমাং প্রখ্যাপয়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'দেবাসঃ' (দেবভাব-কাময়মানাঃ জনাঃ, দেবত্বাভিলাষিণঃ) 'অমৃতায়' (অমৃতত্বপ্রাপ্তয়ে) 'কং' (সুখকরং,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততমসূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প্র—৫অ—১০খ - ৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

পরমমঙ্গলদায়কং) 'ত্বাং' 'পপুঃ' (পিবন্তি, গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবত্বাভিলাষিণঃ সাধকাঃ পরমানন্দলাভায়—ভগবৎপ্রাপ্তয়ে শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার অমৃতময় আশুমুক্তিদায়ক রস সাধকদিগের পরমানন্দলাভের জন্য ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত করে; দেবত্বাভিলাষিগণ অমৃতত্বপ্রাপ্তির জন্য পরমমঙ্গলদায়ক আপনাকে গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—দেবত্বাভিলাষী সাধকগণ পরমানন্দলাভের জন্য—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন।)॥ (১০অ—১১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উদপ্রুতঃ' বসতীবর্যাখ্যামুদকং প্রতি গচ্ছন্তঃ। যদ্বা, উদকস্য নির্গময়িতারঃ। 'ভব' স্বভূতাঃ 'দ্রপ্সাঃ' দ্রুতগামিনো রসাঃ 'মদায়' মদার্থং ইন্দ্রং 'বাবৃধুঃ' বর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ 'দেবাসঃ' দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ 'কং' সুখকরং 'ত্বাং' 'অমৃতায়' অমরণার্থং 'পপুঃ' পিবন্তি॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে সাধকের হৃদয়ে যে ভগবন্মুখী পরিবর্ত্তন হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাই 'উদপ্রুতঃ' শব্দের অর্থ 'বসতীবর্যাখ্যামুদকং প্রতি গচ্ছন্তঃ' ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"উদকেন প্লাবিতাঃ।" তাঁহার অনুসরণেই আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতময়। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপস্থিত হয়, তিনিই অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন, শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহাকে অমৃতের পথে লইয়া যায়। 'দ্রপ্সাঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—'দ্রুতগামিনঃ রসাঃ'। শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে অমৃতের পথে লইয়া যায়। যিনি শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন, তিনি সহজেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন, মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারেন। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহার মুক্তিমার্গের বাধাবিঘ্ন অপসারিত হয়, সুতরাং তিনি অনায়াসেই আপনার জীবনের অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয়েন।

কি উপায়ে অমৃতলাভে সমর্থ হয়েন? তাহার উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—'ইন্দ্রং বাবৃধুঃ' অর্থাৎ ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপন করিয়া। ভগবানের মহিমাকীর্ত্তনই অভীষ্ট সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁহার নাম কীর্ত্তন স্মরণ অনুধ্যান প্রভৃতি কর্ম্মে চিত্ত নিবেশ

করিলে মানুষের মন স্বতঃই তাঁহার আরও সান্নিধ্য লাভ করিতে চায়। সেই প্রচেষ্টা হইতে মানুষের সর্ব্বকার্য তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্যই নিয়োজিত হয়। মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলে মানুষ পাপপথে পদার্পণ করিতে চায় না—পারে না। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান, তিনি সেই ঐশীশক্তিপ্রভাবে স্বভাবতঃই ভগবদভিমুখী হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া সাধককে সৎকার্য্যে ভগবদারাধনায় প্রণোদিত করে। তাঁহারই প্রেরণাবশে মানুষ ভগবৎপূজায় রত হয়।

ভগবানের নামকীর্ত্তন, মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি অনুরক্তি জন্মে। তাই ভগবৎ-মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনের এত প্রশংসা শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। যিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' যাঁহার মহিমায় বিশ্ব ব্যাপৃত, তাঁহার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। যাঁহার কৃপায় মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিতেছে, সেই পরমদয়াল প্রভুর করুণা মানুষ কি ভুলিয়া থাকিতে পারে? মানুষ যখনই সেই পরমপিতার অসীম দয়ার কথা ভাবে তখনই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয়মন ভরিয়া উঠে। যখন তাঁহার অপরিসীম স্নেহ জীবনে প্রত্যক্ষ করে তখন কি তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারে?

কিন্তু এই দৃষ্টি সকলে লাভ করিতে পারে না, তাই জগতে এত দুঃখ দৈন্য বর্ত্তমান আছে। ভগবানের কৃপায় যিনি সেই পরমবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন তাঁহারই এই দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তিনি জগতের পরম মঙ্গলবিধাতা সেই দয়াময় প্রভুর অপার করুণার প্রত্যক্ষ পরিচয় জীবনে লাভ করিয়া তাঁহার চরণে আপনার ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন করেন। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই প্রকটিত দেখি।

যাঁহারা দেবত্বাভিলাষী, যাঁহারা অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন। কারণ তাঁহারা জানিতে পারেন যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই তাঁহারা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবেন। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে॥ (১০অ—১১খ—২সূ—২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২
আ নঃ সুতাস ইন্দবঃ পুনানা ধাবতা রয়িম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্টিদ্যাবো রীত্যাপঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাসঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'ইন্দবঃ' (হে সত্ত্বভাবাঃ) 'পুনানাঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'বৃষ্টিদ্যাবঃ' (দ্যুলোকস্য অমৃতস্বরূপাঃ) 'রীত্যাপঃ' (পৃথিবীং প্রতি অমৃতদায়কাঃ, সর্ব্বলোকানাং অমৃত-প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্বিদঃ' (স্বর্গস্য লম্ভকাঃ, স্বর্গপ্রাপকাঃ) যূয়ং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আধাবত' (আগময়ত, প্রযচ্ছত ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমধনং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১০অ—১১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ হে সত্ত্বভাবসমূহ! পবিত্রকারক দ্যুলোকের অমৃতস্বরূপ, সর্ব্ব-লোকের অমৃতপ্রাপক, স্বর্গপ্রাপক আপনারা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরমধন লাভ করি।)॥ (১০অ—১১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুতাসঃ' অভিষূয়মাণাঃ! হে 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ পাত্রেষু ক্ষরন্তো বা 'রীত্যাপঃ' যৈঃ পৃথিবীং প্রতি স্রবণশীলা আপঃ, তাদৃশা হে সোমাঃ! 'পুনানাঃ' পূয়মানাঃ যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'রয়িং' 'আ ধাবত' আগময়ত। কীদৃশাঃ? 'বৃষ্টিদ্যাবঃ' বৃষ্টিমতি দ্যৌর্যৈঃ ক্রিয়তে, বৃষ্ট্যভিমুখ-দ্যুলোকবন্তঃ 'স্বর্বিদঃ' সর্ব্বস্য লম্ভকাঃ ॥ (১০অ-১১খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর ভাব একটু জটিল; প্রচলিত ভাষ্যাদিতে এই জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জটিলতার মূল কারণ কয়েকটী পদ, তাহাদের সম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

'রীত্যাপঃ' পদের ভাষ্যার্থ "যৈঃ পৃথিবীং প্রতি স্রবণশীলা আপঃ, তাদৃশাঃ" তাহার বাঙ্গালা প্রচলিত অনুবাদ, 'দ্যুলোকে বৃষ্টির অনুকূল করিয়া পৃথিবীতে জল বহাইয়া যে দেয়'। এই অংশ হইতে আমরা বিশেষ কোন ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, উক্ত পদে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আছে, উহার বিশেষণ-রূপেই 'রীত্যাপঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রতি অমৃতদানকারী, অর্থাৎ যাহা পৃথিবীবাসী সকলকে অমৃত দান করে, সেই বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব। তাই তাহার বিশেষণরূপেই 'রীত্যাপঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

জটিলতাসূচক আরও একটী পদ মন্ত্রে আছে, তাহা—'বৃষ্টিদ্যাবঃ'। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ,—"বৃষ্টিমতি দ্যৌর্যৈঃ ক্রিয়তে বৃষ্ট্যভিমুখদ্যুলোকবন্তঃ"। তাহার ভাব এই যে, যাহার দ্বারা দ্যুলোককে বৃষ্টি প্রদানে উন্মুখ করে। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে সোমরসকে লক্ষ্য করিয়াই

এই অর্থ কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতিই লক্ষ্য আছে, এবং এই ভাব গ্রহণ করিলেই মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। 'বৃষ্টিস্তাবঃ' পদে দ্যুলোকের অমৃতপ্রবাহকেও লক্ষ্য করে। আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,— "হে নিষ্পীড়িত সোমরসগণ! তোমরা শোধিত হইতেছ; আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে এইরূপে ধাবমান হও যে, আমরা যেন ধন লাভ করি। তোমরা দ্যুলোকের বৃষ্টির অনুকূল করিয়া পৃথিবীতে জল বহাইয়া দেও; এবং তাবৎ বস্তুর লাভবিষয়ে সহায়তা কর।" (১০অ—১১খ—২সূ—৩সা)। *

——•——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ২ ১ ২র১র ৲ ৩ র ১ র২১
১। পবস্বদেববীতা ৩ য়ায়ি। আয়িন্দোধারা ২। ভিরো ৩ ৪ ৫। জসআকল-

২১২র ৩১১১১ ১ -- ১ ৲৩ ৫র র ২
শস্মধুমান্‌ৎসো ২ ৩ ৪ ৫। মনা ২ঃ। সাদা ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ তবদ্র-

র ২ ১ ২ ১ ৲ ৩২ ১ র র ২র১র২র ১ ৩
প্সোউদপ্রু ৩ তাঃ। আয়িন্দ্রস্মৃ দা ২ যবা ৩ ৪ ৫। বৃধুরাস্থান্দেবাসোঅমৃতা

১ ১ ১ ১ ১ -- ১ ৲ ৩ ৫র র ২ র
২ ৩ ৪ ৫। যকা ২ ম্। পাপূ ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ আনঃস্রুতাসইন্দা ৩

২ ১২র১র — ৩ ২ ১ র ২১র২র র র ৩৲ ১ ১ ১ ১
বাঃ। পূনানাধা ২। বতা ৩ ৪ ৫। রয়িমাবৃষ্টিস্থাবারীত্যাপা ২ ৩ ৪ ৫ঃ।

১ — ৲ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্থুবা ২ ঃ। বোয়িদা ২ আ ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ ২ ১ ২ র ১ — র ১ ২র ১ —
২। পবস্বদা। ববীতয়ায়ি। ইন্দোধারা ২। ভিরোজসা। আকলাশা ২ ম্।

৲৩ ৫র র ১ ২ ২ ১
মধু। মা ২ ন্‌ৎসো ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মনঃসদএ ৩॥ তবদ্রপ্সাঃ। উদপ্রুতাঃ।

২ ১ -- ২ ১ ২ র ১ — র ১ ৲ ৩ ৫র র
ইন্দ্রস্মাদা ২ য়িবাবৃধঃ। তুবান্দায়িবা ২। সাঅ। মা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের বড়াধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ২র ১ ২ র ১ -- র ১
ভকম্পপুরে ৩॥ আনঃ। পুতা। সইন্দবাঃ। পুনানাধা ২। বত্তারস্নামি-

২ ১ ২ ১ ম ৩ ৫র র ১ ২
য়িন্। বৃষ্টিস্থাবা ২ঃ। স্নীতি। আ ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্ব্বিদএ ৩

১ ১৯১১
উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১।২।৩॥ •

—— • ——

প্রথমং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পরি ত্য৺ হর্য্যত৺ হরিং বভ্রুং পুনন্তি বারেণ।

২ ৩২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩১র ২র
যো দেবান্বিশ্বা৺ ইৎ পরি মদেন সহ গচ্ছতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেন সহ' (আনন্দেন সহ, সাধকায় পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বান্' (সর্ব্বান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'পরিগচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি, তৈঃ সহ সম্মিলিতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'তাং' (তং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়ং) 'বভ্রুং' (পালকং, সজ্জনপালকং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বারেণ' (অমৃতেন) সাধকাঃ 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পুনন্তি' (শোধয়ন্তি) ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ অমৃতদায়কং বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধককে পরমানন্দ দিবার জন্য যে সত্ত্বভাব সমস্ত দেবভাবকে নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত মিলিত হয়েন, সেই পাপহারক, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয়, সজ্জনপালক সত্ত্বভাবকে অমৃতের দ্বারা সাধকগণ সর্ব্বতোভাবে শোধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "বৈশ্বমনসম্" এবং (২) "সুজ্ঞানম্।"

ভাব এই যে,—সাধকগণ অমৃতদায়ক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।) (১০অ—১১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হর্য্যতং' সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'বভ্রুং' বভ্রুবর্ণং চ 'তাং' তং সোমং 'বারেণ' বালেন পবিত্রেণ 'পরিপুনন্তি' পরিশোধয়ন্তি 'যঃ' সোমঃ 'বিশ্বান্' এতৎসর্ব্বানিন্দ্রাদীন দেবান্ অনেন 'মদেন' মাদকেন রসেন 'সহ' 'পরিগচ্ছতি'॥ (১০অ-১১খ-৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বভ্রুং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বভ্রুবর্ণ' অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ। অন্যত্র তাঁহার মতানুসারেই সোমরস হরিৎবর্ণ। একই জিনিষ, একই অবস্থায়, দুই বর্ণ হয় কিরূপে? প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'বভ্রুং' পদ সোমরসের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে। পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'বভ্রু' শব্দে পালক, সজ্জনপালক প্রভৃতি ভাবকে লক্ষ্য করে। আমরা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'বারেণ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে (২প ৫অ ৫খ—৩সা) আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্তের সঙ্গেই সত্তের মিলন হয়, সমধর্ম্মী সমধর্ম্মীকেই চায়। তাই সত্ত্বভাব ও দেবভাব অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই উভয়ের মিলনে, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবভাব সম্মিলিত হইলে সাধক পরমানন্দ—অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১০অ—১১খ—৩সূ—১সা)। •

দ্বিতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্বির্যং পঞ্চ স্বযশসং৺ সখায়ো অদ্রিসং৺হতম্।

৩ ১র ২র ৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং প্রস্নাপয়ন্ত ঊর্ম্ময়ঃ॥ ২॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ-৮খ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্বিঃ পঞ্চ সখায়ঃ' (দশসংখ্যাকাঃ সখিভূতাঃ ইন্দ্রিয়াঃ, সখিভূতাঃ দশেন্দ্রিয়াঃ) 'স্বযশসং' (স্বনামখ্যাতং, প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিদায়কং) 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কাম্যং' (আকাঙ্ক্ষণীয়ং, প্রিয়ং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যং শুদ্ধসত্ত্বং) 'অদ্রি-সংহতং' (পাষাণকঠোরসাধনেন উৎপন্নং- করোতি ইতি যাবৎ) তং 'উর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ অমৃতপ্রবাহাঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রস্নাপয়ন্তে' (পরিশোধয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ অমৃতপ্রবাহেণ সহ সম্মিলিত ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-১১খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত দশেন্দ্রিয় প্রসিদ্ধ, প্রীতিদায়ক, ভগবানের প্রিয় যে শুদ্ধসত্ত্বকে পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপন্ন করেন তাহাকে অমৃতপ্রবাহ পরিশোধন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রবাহের সহিত সম্মিলিত হয়েন।) (১০অ—১১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্বিঃ পঞ্চ' দশ-সংখ্যাকাঃ 'সখায়ঃ' সমানখ্যানা অঙ্গুলয়ঃ 'স্বযশসং' স্বভূত যশস্কং 'অদ্রিসংহতং' গ্রাবভিরভিষুতং 'ইন্দ্রস্য প্রিয়ং' 'কাম্যং' সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং 'উর্ম্ময়ঃ'। দ্বিতীয়ৈক-বচনে প্রথমা-বহুবচনং। উর্ম্মিং প্রভূততরং 'যং' সোমং 'প্র স্নাপয়ন্তে' বসতীবরীভিঃ প্রকর্ষেণ সেবয়ন্তি। যদ্বা, উর্ম্ময় ইত্যঙ্গুলি-বিশেষণং প্রভূতা ইতি। তং সোমং পুনন্তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'সখায়ঃ'—'স্বসারঃ'—ইতি পাঠৌ, 'প্রস্নাপয়ন্ত উর্ম্ময়ঃ'—'প্রস্নাপয়ন্ত্যূর্ম্মিণং' ইতি চ॥ (১০অ—১১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ইন্দ্রিয়সমূহকে সখিভূত বলা হইয়াছে। মানুষ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তাহারা সৎকর্ম্মে যেমন প্রয়োজনীয়, অসৎকর্ম্ম-সাধনও তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। মোটের উপর মানুষ সর্ব্ববিধ কর্ম্মই ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত করিতে সমর্থ হয় না। যখন সেই ইন্দ্রিয়গণ সৎকর্ম্মে রত হয়, তখন তাহারা পরমবন্ধুর কার্য্য করে। তখন ইন্দ্রিয়গণই মানুষকে মোক্ষ-পথে প্রেরণ করে। তাই ইন্দ্রিয়গণকে 'সখায়ঃ' বলা হইয়াছে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ বিনা আয়াসে সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয় না। সৎকর্ম্মসাধনের ফলস্বরূপ সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হয়—কঠোর সাধনের দ্বারা। তাই

শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণ—'অদ্রিসংহতং' অর্থাৎ পাষাণকঠোর সাধনের দ্বারা উৎপন্ন। তাহা ভগবানের প্রিয় এবং কাম্যও বটে; তিনি ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার সন্তানগণ যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহারই কোলে যাইতে পারে। কারণ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে অমৃতত্ত্ব দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে যে,—"তং উর্ম্ময়ঃ প্রস্নাপয়ন্তে"—অমৃত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমৃতের অধিকারী হইতে পারে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সেই সোম যখন প্রস্তর ফলকের উপর স্থাপিত হয়েন তখন সেই যশস্বীকে দশ ভগিনী (অঙ্গুলি) স্নান করাইয়া দেয়, তখন তিনি তরঙ্গশালী হইয়া ইন্দ্রের প্রার্থনীয় অতি চমৎকার বস্তু হয়েন।" (১০অ—১১খ—৩সূ—২সা)॥ ০

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রায় সোম পাতবে বৃত্রঘ্নে পরি ষিচ্যসে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নরে চ দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব)! 'বৃত্রঘ্নে' (শত্রুনাশকায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে) 'পাতবে' (পানায়, তস্য গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পরিষিচ্যসে' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ); 'চ' (তথা) 'দক্ষিণাবতে' (দয়াকারুণ্যাদিভূষিতায়) 'বীরায়' (শক্তিসম্পন্নায়) 'সদনাসদে' (যজ্ঞে সীদতে, সৎকর্ম্মসাধকায়) 'নরে' (নরায়, জনায়) ত্বং পরি ক্ষরসি ইতি শেষঃ; তেষাং হৃদি আবির্ভবসি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শক্তিসম্পন্নঃ সৎকর্ম্মসাধকঃ শুদ্ধসত্ত্বং লভতে; বয়মপি ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুনাশক ভগবানের গ্রহণের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; এবং দয়াকারুণ্যাদিভূষিত শক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক

---

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ব্যক্তির জন্য আপনি ক্ষরিত হয়েন; অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন; আমরাও যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিতে পারি।) ॥ (১০অ—১১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'সোম'! 'বৃত্রঘ্নে' বৃত্রস্য হন্ত্রে 'ইন্দ্রায়'। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানার্থং 'পরিষিচ্যসে' পরিতঃ পাত্রেষু সিচ্যসে বসতীবরীভির্ব্বা। কিঞ্চ 'দক্ষিণাবতে' ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা-দানেন তদ্বতে, 'বীরায়' বিক্রান্তায়েন্দ্রায় হবীংষি দাতুং 'সদনাসদে' যজ্ঞ-যজ্ঞে সীদতে, 'নরে' মনুষ্যায় যজমানায় তস্মৈ ফল-প্রদানার্থং পরিষিচ্যসে। 'বীরায়'—'দেবায়'—ইতি পাঠৌ। (১০অ—১১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা বিদ্যমান এবং অপরাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত আছে। দ্বিতীয়াংশের ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়েন। কিন্তু আমরা তো তেমনভাবে সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করিতে পারি না, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? ভগবানের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাঁহার চরণে প্রার্থনা করাই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমরা কি প্রার্থনা করিতে পারি, প্রার্থনা করিতে জানি? তাঁহার চরণে যদি আত্মনিবেদন করিতে পারিতাম, তাঁহাকে যদি তেমনভাবে ডাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তো সকল দুঃখদৈন্য ঘুচিয়া যাইত, বিমল শান্তিতে হৃদয় মন ভরিয়া উঠিত। কিন্তু তাহা পারি কৈ? চারিদিকের মোহজাল আমাদিগকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তার উপর আবার রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন! দুর্ব্বল মানুষ, প্রবল ভীষণ রিপুকুলের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? সেই রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ পরিত্রাহি ডাকে, সর্ব্বশত্রুনিসূদন সেই পরমপ্রভুর চরণে আপনার দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করে। মন্ত্রের প্রথমাংশে 'বৃত্রঘ্নে' পদে সেই পরমদেবতাকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষ স্বভাববশেই পাপে লিপ্ত হয় না। স্বরূপতঃ সে বিশুদ্ধ পবিত্র। সংসারে মোহ-মায়াজালই তাহাকে বিপথে প্রেরণ করে। শত্রুগণ বন্ধুর মুখোস পরিয়া আসিয়া মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে। অজ্ঞানমানুষ রিপুগণের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া পাপপথে পদার্পণ করে। অল্পসময়ের মধ্যেই আপাতঃমধুর পাপকার্য্য অসীম দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং তখন অনুশোচনা ও পরিতাপ আসিয়া তাহার জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দেয়। মানুষ যতই কঠিন হৃদয় হউক না কেন, তাহার অন্তরস্থ সদ্ভাবরাজি একেবারে

বিনষ্ট হইয়া যায় না, অধঃপতনের মধ্যেও অন্তরের আলোক বিদ্যুৎশিখার ন্যায় বিকাশ পায়। তাহার আলোকেই মানুষ আপনার উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তখন পতিতপাবন ভবপারের কাণ্ডারীর কথা স্মরণ হয়, তাঁহার চরণে আশ্রয়লাভের চেষ্টা করে। কারণ তিনি যে একমাত্র শত্রুবিনাশক পরমদেবতা!

সেই পরম দেবতাকে লাভ করিবার জন্য, তাঁহার করুণাকণা পাইবার জন্য, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজন করিতে হইবে। তাই তাহা লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা মন্ত্রের প্রথমাংশে পরিদৃষ্ট হয়। শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-শক্তি, সুতরাং পরোক্ষভাবে শক্তির অধিকারী সেই পরমপুরুষের নিকটেই প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অপরাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া ধন্য হয়েন, মন্ত্রাংশের ইহাই সারমর্ম্ম। কিরূপ সাধক লাভ করেন? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে—"দক্ষিণাবতে বীরায় সদনাসদে" অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণসম্পন্ন, আত্মশক্তিসম্পন্ন সৎকর্ম্মসাধক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

প্রচলিত ব্যখ্যাদিতে যে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! বৃত্রের নিধনকারী ইন্দ্রের জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিতেছে, তাহার গৃহে যে দেবতা আসিয়াছেন, তাঁহারও জন্য তোমাকে সেচন করা যাইতেছে। (১০অ—১১খ—৩সূ—৩সা)।*

— : —

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫　৩ ২　৪　৫　১　র ৱ　১ র র২
১। পরি। ভা৺হা ৩। র্য্যত৺হরারিণ। বভ্রুম্পুনন্তিবারেণা ২ ৩। যোদেবান্বা

৪র　১র　২　১　৫
৩ ১ ২ ৩ য়ি। শ্বা৺আ ৫ য়িৎপরায়ি। মাদেনসা ৩ ১ ২ ৩। হগোবা।

৪　৫　৫　৩ ২　৫　১র র
ছা ৫ ভো ৬ হায়ি। দ্বির্য্যম। পঞ্চা ৩। স্রবশদায়। সখায়োঅত্রিস৺হভা

১　২　৪　১ র র
২ ৩ য়। প্রায়মিন্দ্রা ৩ ১ ২ ৩। স্তকা ৫ মিয়াম্। প্রাস্নাপয়া ৩ ১ ২ ৩।

৪　৫　৪　৫　৫ র　৩ ২　৪ র ৫　১ র
ভওবা। মা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ ইন্দ্রা। য়সো ৩। মপাতবায়ি। বৃত্রঘ্নেপরি-

১ র ২　৪　১ র ২
ষিচ্যসা ২ ৩ য়ি। নারেচদা ৩ ১ ২ ৩। ক্ষিণা ৫ বতায়ি॥ বায়িরায়সা

৪　৫　৪　৫
৩ ১ ২ ৩। দনোবা। সা ৫ দো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতমসূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১ ২৮ ৩র ২৮ ১ ৫ ২
২। আগ্নিহী ৩। আগ্নিহী। এহিয়া। ও ২ ৩ ৪ বা। হাগ্নি। পরিত্যং হর্ষ্য-

১ ২ ১ ২৮ ৩২৮ ৩ ৫ ২
তাং হারা ৩ য়িম্। হারায়িম্। হরা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। বজ্রম্পুন-

রn ১ ২ ১ ২n ৩র২n ৩ ৫ ২ র র র র
স্তবা৩রেণা ৩। রেণা। রেণা। ও ১ ৩ ৪ বা। হায়ি। যোদেবাস্বিশ্বাং-

১ ২ ১ র ৩২ ৩ ৫ ২ র
ঈ ৩ ৎপারা ৩ য়ি। পারায়ি। পরা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। মদেনদহগা ৩

১ ২ ৩ ২n ৩ ২n ৩ ৫ ২
চ্ছাতা ৩ য়ি। চ্ছাতায়ি। চ্ছতা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি॥ ত্বিষ্যাস্পঞ্চস্বয়া

১ ২ ১ ২n ৩২৮ ৩ ৫ ৫ র র
৩ শাদা ৩ ম। শাদাম্। শসা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। সথায়োঅত্রিসা ৩

১ ২ ১ ২n ৩২n ৩ ৫ ২ রS
ং হীতা ৩ ম। হাতাম৩। হতা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। প্রিয়মিন্দ্রস্তক।

১ ২ ১২n ৩২n ৩ ৫ ২ র S]
৩ মায়া ৩ ম। মায়াম্। মিয়া। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। প্রস্নাপয়স্তউ ৩

১ ২ ১২n ৩ ৫ ২ র র র ১ ২
র্ম্মায়া ৩ঃ। মরা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি॥ ইন্দ্রাযসোমপা ৩ তাবা ৩ য়ি।

১ ২৮ ৩২n ৩ ৫ ২ র S ১ ২
তাবায়ি। তবা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। বৃত্রঘ্নেপরিষী ৩ চ্যাদা ৩ য়ি।

১ ২৮ ৩ ২ ৩ ৫ ২ র রS ১ ২
চ্যাদায়ি। চ্যদা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। নরেচদক্ষিণা ৩ বাতা ৩ য়ি।

১ ২n ৩২৮ ৩ ৫ ২ র র ২S ১ ২ ১২n
বাতায়ি। বতা। ও ২ ২ ৪ বা। হায়ি। বীরায়সদনা ৩ সাদা ৩ য়ি। সাদায়ি।

৩২n ৫ ২ ১ ২ ১ ২৮ ৩র ২৮ ৩ ৫
সদা। ও ২ ৩ ৪ বা। হায়ি। আগ্নিহী ৩। আগ্নিহী। এহিয়া। ও ২ ৩ ৪ বা।

২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
হা ৩ ৪। ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১২১ ২ ১ ২ ১ ১ ২
৩। পরিত্যং হর্য্যতং হরিম্। পরিত্যং হোবা। র্য্যতং হরায়িম্। বজ্রম্পূং ৩ না।

১র র র র ২ র ১ র ২ ১
ভিবারেণ। যোদেবা ২ ৩ স্বায়ি। শ্বাং ইৎপরায়ি। মদেনা ২ ৩ দা। হগচ্ছা-

২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ র
২ ৩ স্তা ৩ ৪ ৩ য়ি। ঘির্ধ্যাম্পঞ্চ্বযশসম্ঃ ঘির্ধ্যাম্পঞ্চোবা। স্বযশসাম্। সখায়ো-

২ ১ ২ ১র র
২ ৩ আ। ত্রিস৺হ্তাম্। প্রিয়মা ২ ৩ য়িন্দ্রা। স্তুকামিয়াম্। প্রন্নাপা ২ ৩ য়া।

১র ২ ১ র ২ র ১র২ ৫ র ১ ২ ১র
ভউর্ম্মা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ॥ ইন্দ্রায়েসোমপাতবে। ইন্দ্রায়সোবা। মপাতবায়ি।

২ ১ র ২ ১র র র
বৃত্রঘ্না ২ ৩ য়িপা। রিষিচ্যসায়ি। নরেচা ২ ৩ দা। ক্ষিণাবতায়ি। বীরায়া-

২ ১র ২ ১
২ ৩ সা। দনাসা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

• • •

১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ — ১ —
৪। পরিত্য৺হর্য্যতাম্। হয়ায়িম্। বভ্রুম্পুনন্তিবায়ে ২ ৩ ণা। যোদে ২ বায়া ২ য়ি।

র ১ — ১ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
শ্বা৺ইৎপরায়ি। মাদে ২ নাদা ২। হুগোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। চ্ছা ৫ তো ৬ হায়ি।

২ ১ র র ২ ১ — ১ —
ঘির্য্যপঞ্চস্বযা। শসাম্। সখায়ো অত্রিস৺হা ২ ৩ তাম্। প্রায়া ২ মায়িন্দ্রা ২।

১র — ১ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
স্তুকামিয়াম্। প্রাস্না ২ পায়া ২। তওবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

১ র২ র ১ র ২ ১ — ১ —
ইন্দ্রায়সোমপা। তবায়ি। বৃত্রঘ্নেপরিষিচ্যা ২ ৩ সায়ি। স্তরে ২ চাদা ২।

১র — ১ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
ক্ষিণাবতায়ি। বায়িরা ২ য়াদা ২। দনোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। দা ৫ দো ৬ হায়ি।

• • •

র ২ ৪ ৫ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ^ ৩ ২ ৩ ৪
৫। পরিত্যা ৩ ৺হর্য্যত৺হরায়িণঃ বভ্রুপুনা ২। তিবা ৩ ৪ ৫। য়ে ২ ৩ ৪ ণা।

১র২র১র ২র ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১২n৩ ১ ১ ২ ৩
যোদেবাম্বিশ্বা৺ ইৎপরা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। মাদাও ২ ৩ ৪ বা। নাসাও

৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫৪ ৫ ২ ১২র১^
২ ৩ ৪ বা। হগা ৫ চ্ছতায়ি। ঘির্য্যাম্পা ৩ ঞ্চস্বযশসাম্। সখায়োআ ২।

৩ ২ ৩ ৫ ১ ১ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২^
ত্রিসা ৩ ৪ ৫। হা ২ ৩ ৪ তাম্। প্রিয়মিন্দ্রস্তুকামিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্। প্রান্না

৩ ৫ ১২৮৩ ৫ ৪ ৫র২ ৪র৫ ৪র
ও২৩৪বা। পায়া ও২৩৪বা। ঔউ ৫ স্বর্ণয়াঃ ॥ ইন্দ্রায়া ৩ সোমপাত-

৫ ২ ১২রn ৩২ ৩ ৫ ১র২১২র ৩
বায়ি। বৃত্রাম্নেপা ২। য়িবা ৩৪৫য়ি। চা। ২৩৪দে। নরেচদক্ষিণাবতা

১১১১ ১২৮৩ ৬ ১২৮৩ ৫ ৪
২৩৪৫য়ি। বায়িয়া ও২৩৪বা। বাসা ও২৩৪বা। দনা ৫ সদায়ি।

৪
হো ৫ ঈ। ডা॥

• • •

২১ ৪৫ ২ ৩ ৫ ১ -- ১ ২র১র
৬। পরিত্যা২৩৮হর্য্যা। ত৮হা২৩৪রায়িম্। বভ্র ২ স্পুনা। ত্তিবায়েণা।

২র র১ -- র ১ ২র১ ১ ৪ ২
যোদেবায়া ২ য়ি। স্বা৮ইৎপরায়ি। মদেবাধা ২৩। হা২৩গা৩। চ্ছা

৫ ২১ ৪৫ ২৩ ৫ ৫ -- ১র
৩৪৫ভো ৬ হায়ি॥ হির্য্যাম্পা ২৩ঞ্চস্ব। যশা ২৩৪সাম্। সখা ২ য়ো-

১ ১ ২১ — র১ ২র১ ১
জা। ত্রিদ৮হতাম্। প্রিয়মায়িন্দ্রা ২। শুক্রামিয়াম্। প্রস্তাপায়া ২৩। ভা

৪ ২ ৫ ২১র ৪র৫ ২র৩
২৩উ২৩মা৩৪৫য়ো ৬ হায়ি॥ ইন্দ্রায়া ২৩ সোম। পাতা ২৩৪

৫ ১ -- ১র ১ ১ ২র ১ -- র১ ২র র১
বায়ি। বৃত্রা ২ ম্নেপা। য়িবিচ্যসায়ি। নরেচাদা ২ ক্ষিণাবতায়ি। বীরায়া

১ ১ ৪ ২ ৫
সা ২৩। দা ২৩না৩। না৩৪৫দো ৬ হায়ি॥

• • •

৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১
৭। পরা৩১য়ি। ত্যা৩৮হ। র্য্যতম। হা৩রিম্। এহিয়া। বা।

২র ১র -- ১র -- র র১র ২ ৪
ভ্রুম্পুনস্তায়ি। বা। য়েণা ২। এহিয়া ২। যোদেবাস্বায়িষা৩৮আ৩য়িৎ।

৫ ২র -- ১র — র১২ ৪ ২
পা২৩৪রায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। মদেনলহা ৩ গা ৩। চ্ছা ৩৪

৫ ৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫
৫ভো ৬ হায়ি। হির্য্যা৩১ম্। পা৩ঞ্চ। স্বম। শা৩সম্। এহিয়া।

১　র র　২　১ —　১র —　১　২　৪
সা। থায়োঅভ্রাগ্নি। স। ত্তা ২ ম্। এহিয়া ২। প্রিয়মিন্দ্রাস্তা ৩ কা ৩।

৫　২র —　১র　—　র ১　২　৪　২
মা ২ ৩ ৪ য়াম্। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। প্রস্নাপয়াস্তা ৩ উ। মা ৩ ৪ ৫ য়ো

৫　৩ ২　২　৪র　৫র　২　৪র　৫　১
৬ হায়ি॥ ইন্দ্রা ৩ ১। স্না ৩ সো। মপা। তা ৩ বে। এহিয়া। বা।

র　২　১ —　১র —　র ১ ২　৪
ত্রঘ্নেপরায়ি। যি। চ্যসা ২ য়ি। এহিয়া ২। নরেচদাক্ষা ৩ য়িণা ৩। বা

৫　২র --　১র　--　র র ১ ২　৪
২ ৩ ৪ ভায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। বীরায়সাদা ৩ না ৩।

২　৫
সা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হায়ি॥

• • •

১　২　১　২　১
৮। পরিত্য৺্হর্য্যতা ১ ৺্হারাগ্নিষ। বভ্রুম্পু। নস্তা ২ ৩ য়িশা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১র র২র১র ২র ১ ২n৩ ১ ১ ১ ১　১ ২　২　— ১　n
যেণযোদেবাম্বিশ্বা৺্ইৎপয়া ২ ৩ ৪ ৫ রি। যাদা ৩ উবা। না ২ দা। হা ২ ৩

২　১　২　৪৫　২　২　১ র
গা। চ্ছন্তা। ঔ ৩ হোবা। দ্বির্য্যম্পঞ্চস্বধা ১ শাগাণ। সধায়ঃ। অদ্রা ২ ৩

২　১ —　১ ২১　র ৩ ১ ১ ১ ১　১ ২
য়িণা। হুম্মা ২ ১ ২ ২। হৎপ্রিয়মিন্দ্রস্তকাযিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম। প্রাস্না ৩

২　— ১　২　১　১ ৪ ৫　২ র　র　২
উবা। পা ২ য়া। তা ২ ৩ উ। ময়া। ঔহোবা। ইন্দ্রায়সোমপা ১ তাবায়ি।

১ র　২　১ —　১ র র২১　২রn৩ ১ ১ ১ ১
বৃত্রঘ্নে। পয়া ২ ৩ য়িষা। হুম্মা ২ ১ ২ ২। চ্যসেনরেচদক্ষিণাবত্তা ২ ৩ ৪ ৫

১ ২　— ১　২　১　২　৪ ৫
য়ি। বায়িরা ৩ উবা। যা ২ দা। দা ২ ৩ না। সদা। ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ র২ র　১　র　২　১ — ১ —
৯। ইন্দ্রায়সোমপা। তবায়ি। বৃত্রঘ্নেপরিষিচ্যা ২ ৩ দায়ি। নারে ২ চাদা ২।

১র　— ১ —　১ ২　১　৫　৪
ক্ষিণাবত্তায়ি। বায়িরা ২ য়াসা ২। দনোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৬

৫ ২ ২র ১ র র ২ ১ — ১
হায়ি ॥ তৎ৶ পথায়ঃপূরু। রুচাম্। বয়ংযুয়ক্ষন্তূয়া ২ ৩ য়াঃ। আশ্ত্বা ২ মাবা

— ১ —১ — ১ ২ ১ ৫ ৪
২। জগদ্ধিয়াম্। দানে ২ মাবা ২। জগোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। স্তা ৫ রো

৫ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১
৬ হায়ি ॥ পরিত্যা৶ হর্য্যতাম্। হরায়ং। বভ্রুম্পুনস্তিবারে ২ ৩ ণা। যোদে

—১ — র ১ —১ — ১ ২ ১ ৫
২ বাযা ২ য়ি। শ্বা৶ইৎপরায়ি। মাদে ২ নাদা ২। হগোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
চ্ছা ৫ তো ৬ হায়ি ॥

• • •

৩ র২র১ ৪র র ৫ ২ ১র ২ র ১ র২ ১র
১০॥ ইন্দ্রাহোয়া ২ ৩। সোমপাতবঈয়া। বৃত্রঘ্নেপরিষিচ্যসে। নারেচদ। ক্ষিণাবা

২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ১য় ২৳
২ ৩ তায়ি। বায়িয়া ৩ হা। যাসা ৩ হা। দনাসা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ য়ি ॥

৩ ২র ১ ৪ র ৫ ২১২র১২র১২ ১ র২র ১
তৎ৶ পহোবা ২ ৩। যঃপূরুরুচমীয়া। বয়ংযুয়ক্ষন্তুরয়ঃ। আশ্ত্বামবা। জগদ্ধা

২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২৳ ৩ র
২ ৩ য়াম্। দানা ৩ হায়ি। মাবা ৩ হা। জগত্বা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ম্ ॥ পরী·

২ ১ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১রর২ ১ র২র
হিত্যা ২ ৩ ম্। হর্য্যত৶ হরিমীয়া। বভ্রুম্পুনন্তিবারেণ। যোদেবাম্বি। শ্বা৶·

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২ঢ
ইৎ পা ২ ৩ রায়ি। মাদা ৩ হায়ি। নাসা ৩ হা হগচ্ছা ২ ৩ ত্তা ৩ ৪ ৩ য়ি।

২
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ॥

• • *

১ র ২ র ১র২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ২১র ২
১১॥ ইন্দ্রায়সোমপাতবায়ি। বৃত্রঘ্নেপরিষিচ্যা ২ ৩ সায়ি। নরেচদক্ষিণাবা ২ ৩ তায়ি।

র১র ২ ১ n ৩র২n ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১
বীরায়া ২ ৩ সা ৩। দা ২। নাদা ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি ॥ তৎ৶·

২র ১ র২১ র ২১র ২ ১ র র২ ১ ২
পথায়ঃ পূরুরুচাম্। বয়ংযুয়ক্ষন্তূয়া ২ ৩ য়াঃ। অশ্ত্বামবাজগদ্ধা ২ ৩ য়াম্।

১র ২ ১ ৷৷ ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২
সনেমা ২ ৩ বা ৩। জা ২। পস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। যা ২ ৩ ৪ ৫ স॥ পরি-

১ ২ ১ ২ ১ ২১র ২ ১র র র ২র ১
তা৴হর্য'ত৴চরায়িষ। বভ্রুম্পুনস্তিপারে ২ ৩ ণা। যোদেবাস্বিশ্বা৴ইৎপ্রা

২ ১র ২ ১ ৷৷ ৩ ২ ৫র র
২ ৩ রারি। মদেনা ২ ৩ সা ৩। হা ২। গচ্ছা ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ১ ১ ১ ১
তা ২ ৩ ৪ ৫ স্নি॥

* * *

২ র ১ র ২র২র ২ র ১ ২ ৪
১২। ইন্দ্রাগ্নসৌহো। মাপা ৩ বায়ি। বৃত্রঘ্নেপা ৩। রায়িষা ৩ য়িচা ৫ সা ৬ ৫

২ র১ র ১র১র ২রর ১ ২ ৪
৬ য়ি। নরেচদৌহো। ক্ষীণাবস্তায়ি। বীরায়সা ৩। দানা ৩ না ৫

২ ১র র ২র১র ১র ১ ২ ৪
না ৬ ৫ ৬ য়ি॥ ত৴সখায়ৌহো। পূরুরুচাস। বয়ংযুয়া ৩ ম্। চাহ্ ৩ রা ৫

২ র ১ র ২র ১ ২র ১ ২ ৪
য়া ৬ ৫ ৬ ।। অন্ত্যাসবৌহো। আগন্ধিয়াস। দনমবা ৩। আণা ৩ স্তা ৫

২ ১ র ২র ১ ২
য়া ৬ ৫ ৬ ম্॥ পরিতা৴চৌহো। র্যাত৴হরায়িম্। বভ্রুম্পুনা ৩।

১ ২ ৩ ২র র১র র ২র ১ ২ র
তায়িবা ৩ য়ে ৫ ণা ৬ ৫ ৬। যোদেবাঘৌহো। শ্বা৴ইৎপরায়ি। মদেনসা ৩।

১ ২ ৪
হাগা ৩ চ্ছা ৫ তা ৬ ৫ ৬ স্নি (৩)॥

* * *

২ র ১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
১৩। ইন্দ্রায়সো। মপাস্তা ৩ বায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। বৃত্রঘ্নেপরিষিচ্যসা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

২ র ১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ র২১ ২র ৩ ১ ১
বৃত্রঘ্নেপা। রিষায়িচা ৩ সায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। নরেচদক্ষিণাবস্তা ২ ৩

১ ১ ২ র ১ ২ ২ ৪ ২ ২ র১র ২ র ১৩
৪ ৫ য়ি। নরেচদা। ক্ষিণাবা ৩ তায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। বীরায়সদনাসদা

১ ১ ১ ১ ২রর ১ ২ ২ ৪ ২ ২ ২ র
২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বীরায়সা। দনাসা ৩ দায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। ত্ব৴সখায়ঃ।

১৩ ২২ ৪ ২ ২ ১২র ১ ২র১৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
পুরূরুচাম। ঔ ৩ হো ৩ বা। বয়ংয়ূয়ক্ষ্ম্য়য়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। বয়ংযূয়াম্।

১২ ২ ৪ ২ ২ ১ র২১র ২ n ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
চন্দ্রা ৩ য়াঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। অশ্বামবাজগন্ধিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্। অশ্বামবা।

১২ ২ ৪ ২ ২ ১ র২১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
জগান্ধা ৩ য়াম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। সনেমবাজপস্তিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্। সনেমবা।

১২ ২ ৪ ২ ২ ২ ১ ২ ২
জপান্তা ৩ য়াম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। পরিত্যা৺হা। ধ্যাত্যা৺হা ৩ রায়িম্।

৪ ২ ২ ১ ২ ১র র৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২
ঔ ৩ হো ৩ বা। বভ্রুম্পুনস্তিবারেণা ২ ৩ ৪ ৫। বভ্রুম্পুনা। তিবারে ৩ ণা।

৪ ২ ২ ১র২র১র২র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র রর র ১
ঔ ৩ হো ৩ বা। যোদেবাম্বিশ্বা৺ইৎপরা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। যোদেবাম্বায়ি। খা আ-

২ ২ ৪ ২ ২ ১ র২ ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
য়িৎপা ৩ রায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। মদেনসহগচ্ছতা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। মদেনসা।

১২ ২ ৪ ২ ২ ৪ ২ ২ ৪ ২ ৪
হগাচ্ছা ৩ তায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ য়া। ঈ ৩

২n ৫ ২ n ২n
য়া ৩ ৪। হা। হাউবা ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা।

৪ ৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ র ২ ১ ২ ২
১৪। ইন্দ্রা ২ ৫ য়। সো ৩ মা ৩ পাতাবায়ি। বাত্রহ্নেণা। রা ৩ ধায়িচা। ৩ সায়ি।

১ — ১ ২ ১ ২ ২ ১ র n ৩ ২
নরে ২ চ। দক্ষা ২ ৩ য়িণা। হুম্মায়ি। বা ৩ তায়ি। বায়িরায়মদনা ২ সদাউ।

১ ২ ১ র র র ২ ১২ ২ ১ —১
দায়িতাম্। সখায়ঃপুরূরুচংবয়ংযূয়াম্। চা ৩ স্দ্রা ৩ য়াঃ। অশ্বা ২ ম।

র ২ ১ ২ ২ ১ র র n ৩ ২ ১ ২
বাজা ২ ৩ গা। হুম্মায়ি। ধা ৩ য়াম্। সানেমবাজপা ২ স্তিয়াউ। যাম্পা।

১ ২ ১ ২ ২ ১র —১র
য়িত্যা৺-হর্ধ্যাত৺ হরিশ্চন্দ্রম্পুনা। তী ৩ বারে ৩ ণা। যোদে ২ বান্।

২ ১ ২ ২ ১ র n ৩ ২
বিশ্বা৺ ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। পা ৩ রায়ি। মাদেনসহগা ২ চ্ছতাউ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ — ১ ^ ৩ ২
১৫। পরিত্যওহর্য্যতওহরাম্নিম্। বাভ্র ২ ম্পুনা ২। ত্তিবা ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ১র২র২র২র ১ ২ᴺ৩ ১ ১ ১ ১ ৩ র২ ১
রে ২ ৩ ৪ ণা। যোদেবাম্বিশ্বা ও্ ইৎপরা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। মদেনসা।

২১ ২ᴺ ১ ২ ১ ২ ১ ১ — ১র ᴺ
হগচ্ছা ২ ৩ ত্তা ৩ ৪ ৩ য়ি। ম্বির্য্যম্পঞ্চম্বযশদাগ। দাখা ২ য়োআ ২।

৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ত্রিসা ৩ ৪ ৫। হা ২ ৩ ৪ ত্তাম্। প্রিয়মিন্দ্রস্তকামিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

৩ র ২১ ২১র ২ᴺ ১ র ২ র ১র২ ১
প্রয়াপয়া। ত্তউর্ম্মা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ঃ॥ ইন্দ্রায়সোমপাতবায়ি।

১ — ১র ᴺ ৩ ২ ৩ ৫ ১ র২১ ২র ৩
বাজ্রা ২ য়েপা ২। য়িবা ২ ৩ ৪ য়ি। চ্যা ২ ৩ ৪ সে। নরেচদক্ষিণাবত্তা

১ ১ ১ ১ ৩র র১১ ২১র ২ᴺ ১
২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বীরায়দা। দনাদা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

৪৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১
১৬। পরাহ ৫ য়িত্তাম্। হা ৩ র্য্যা ৩ তও্ হারাম্নিম্। বাভ্রুম্প্না।

২ ১ ২ ২ ১র — ১র ২ ১
ত্তী ৩ বারে ৩ ণা। যোদে ২ বান্। বিশ্বও ২ ৩ আ। হুম্মায়ি।

২ ২ ১ র ᴺ ৩ ২ ১ ২ ১ র র
পা ৩ রায়ি। মাদেনসহগা ২ চ্ছতাউ॥ তায়িবায়ি। যম্পঞ্চম্বযশসও্সখাযোআ।

২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
ত্রী ৩ দাও্হা ৩ ত্তাম্। প্রিয়া ২ মি। দ্রস্তা ২ ৩ কা। হুম্মায়ি।

২ ২ ১ র ᴺ ৩ ২ ১ ২ ১র র র র র
মা ৩ য়াম্। প্রায়াপয়স্তউ ২ র্ম্ময়াউ॥ যাআয়ি। দ্রায়সোমপাতবেবৃত্রয়েপা।

২ ১ ২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২ ২
য়ী ৩ বায়িচ্যা ৩ সায়ি। নরে ২ চ। দক্ষা ২ ৩ য়ি ণা। হুম্মায়ি। য়া ৩ ত্তায়ি।

১ র ᴺ ৩২ ১ ১ ১
বায়িরায়দদনা ২ সদাউ। বা ৩ ৪ ৫॥

২ ১ ৪ ৫ ১ র ২
১৭। পরাম্নিত্যা ২ ৩ ৮. হর্য্যত ৮. হরি ৮. হাউ। বক্রুম্পু নন্তিবারে ২ ৩ ণা।

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ২
যোদেবা ৩ ঘা ৩ ম্নি। খ্বা ৮. ইৎগা ২ ৩ ৪ রাম্নি। মদেনা ৩ সা ৩।

২ ১ ৫ ৪ ৫
হগো ২ ৩ ৪ বা। ছা ৫ তো ৬ হাম্নি (৩)॥

* * *

১ ২ ২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২
১৮। পরাম্নিত্যা ৮. হা ৩ ১ ২ ৩ ৪। র্য্যতম। হরা ৩ য়িম.। বক্রুম্পুনা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৩র২ ২র ১ ২ র ৫ ৩ ২
তিবা। রেণা ৩। যোদেবাম্বা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্নি। খ্বা ৮. ইৎ। পরা ৩ ম্নি।

২ ১ ২ ৪ ২১ ২ ৫
মদেনাসা ৩ ১ ২ ৩। হগা ৫ চ্ছতাউ। দ্বির্য্যম্পাঞ্চা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্বয়।

৩ ২ ২১র র ২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২
শদা ৩ ম.। দথায়োআ ৩ ১ ২ ৩ ৪। ত্রিন। হন্তা ৩ ম.। প্রিয়ামায়িন্দ্রা

৫র ৩ ২ ২ ১ ২ ৪
৩ ১ ২ ৩ ৪। ন্তকা। মিয়া ৩ ম.। প্রম্নাপায়া ৩ ১ ২ ৩। ভউ ৫ র্ম্নয়াউ॥

২ ১ ২ ৫র ৩ ১ ২১ র২
ইন্দ্রায়াদো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মপা। ভবা ৩ য়ি। বৃত্রঘ্নেপা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ৫র৩ ২
রিবি। চ্যসা ৩ ম্নি। নরেচাদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ক্ষিণাবতা ৩ ম্নি।

২র১র ২ ৪
বীরাযাসা ৩ ১ ২ ৩। দনা ৫ সদাউ। বা (৩)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত [অষ্টাদশটী গেয় গান-আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;-- (১) "গৌরীবিতম." (২) "নিহবম." (৩) "যদ্বাহিষ্ঠীয়ম." (৪) "আসিতাত্তম." (৫) "দাত্রম. (৬) "বসিষ্ঠস্য আকূপারম." (৭) "শ্যাবাশ্বম." (৮) "আন্ধীগবম." (৯) "আসিতাত্তম." (১০) "ঐড়কৌৎসম." (১১) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়াত্তম." (১২) "ক্রৌঞ্চাত্তম." (১৩) "রয়িষ্ঠম." (১৪) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম." (১৫) "ঊর্দ্ধ্বাস্ত্রীসাম" (১৬) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম." (১৭) "আসিতোত্তরম." এবং (১৮) "বাঙ্ নিধনঙ্ ক্রৌঞ্চম."॥

প্রথমং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২　　৩২উ　৩　২　৩　২
পবস্ব সোম মহে দক্ষায়াশ্বো ন
৩　২　৩১র　২র
নিক্তো বাজী ধনায় ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্বঃ ন নিক্তঃ' (ব্যাপকজ্ঞানমিব বিশুদ্ধঃ) 'বাজী' (সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যপ্রদায়কঃ, মোক্ষপ্রাপকঃ) ত্বং 'মহে' (মহত্যৈ) 'দক্ষায়' (শক্তয়ে, আত্মশক্তি-সঞ্চারায়) তথা 'ধনায়' (পরমধনপ্রদানায়) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ। (১০অ-১১খ-৪সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! ব্যাপকজ্ঞানের তুল্য বিশুদ্ধ, মোক্ষপ্রাপক তুমি মহতী আত্মশক্তিসঞ্চারের জন্য, এবং পরমধন প্রদানের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও (ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক।)॥ (১০অ—১১খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'অশ্বো ন' অশ্ব ইব 'নিক্তঃ' বসতীবরীভিরদ্ভির্নির্ণিক্তঃ 'বাজী' বেগবান্ ত্বং 'মহে' মহতে 'দক্ষায়' বলায় 'ধনায়' ধনার্থং 'পবস্ব' ক্ষর। 'মহে' 'ক্রত্বে'—ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১৩৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হউক, সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণ হউক। শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইলে পাপ-সঙ্কল্প অসচ্চিন্তা হৃদয় হইতে অপসৃত হয়। সুতরাং রিপুগণের আক্রমণ-বশতঃ অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। মানুষ যখন আপনার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তিনি ক্রমশঃ ভগবানের সামীপ্যলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। সুতরাং হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে সাধক

আপনাআপনিই উন্নতির পথে চলিতে থাকেন, ভগবানের সহিত গুণসাম্যবশতঃ সাধক পরিণামে তাঁহার চরণে আত্মলীন করিতে সমর্থ হন।

মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষা মুক্তি। সংসারের এই 'ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং' হইতে কে না মুক্তি পাইতে চায়! জাগতিক সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার অতীত রাজ্যে নির্ম্মল প্রশান্ত সুখলাভে আপনাকে কে না ধন্য করিতে চায়? যে সুখের পরিবর্ত্তন নাই, যে সুখ অবিনাশী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ যাহা স্থির গম্ভীর, সেই সুখ, সেই পরমানন্দ পাইতে কে না ইচ্ছা করে? মানব জীবনের লক্ষ্য সেই পরম আনন্দ—আত্মানন্দ। ভগবচ্চরণামৃত পাইতে হইলে, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল করা চাই,—হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। তবেই সেই অপার্থিব ধনলাভ, স্বর্গীয় আনন্দলাভ, জীবনে সম্ভব হইবে। এই সত্য জানিয়াই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইতেছে—আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হউক, আমি যেন পরমধন লাভের উপযোগিতা লাভ করি। হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। আমি যেন সেই সত্ত্বভাবের সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।'

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে সোম! ঘোটকের ন্যায় প্রক্ষালন করা হইয়াছে, তুমি আমাদিগের জ্ঞান, বল ও ধনের জন্য ক্ষরিত হও।" আমরা 'অশ্ব' পদে পূর্ব্বাপর 'ব্যাপকজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১০অ—১১খ—৪সূ—১সা)

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩

প্র তে সোতারো রসং মদায় পুনন্তি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সোমং মহে দ্যুম্নায় ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'সোতারঃ' (অভিষোতারঃ, বিশুদ্ধহৃদয়াঃ সাধকাঃ) 'মদায়' (পরমানন্দায়) তথা 'মহে' (মহতে) 'দ্যুম্নায়' (ধনায়, ধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং 'হৃদয়স্থিতং' ইতি যাবৎ) 'পুনন্তি' (শোধয়ন্তি, পবিত্রং, উদ্দীপিতং কুর্ব্বন্তি) ; তে সাধকাঃ 'রসং'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরাধিকশততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯দ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

(অমৃতং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ—লভন্তি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধহৃদয়াঃ সাধকাঃ অমৃতং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১৭অ—১১খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধহৃদয় সাধকগণ পরমানন্দলাভের জন্য, এবং মহৎ ধনপ্রাপ্তির জন্য, হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে প্রদ্দীপিত করেন; সেই সাধকগণ অমৃত প্রকৃষ্টরূপে লাভ করেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিশুদ্ধহৃদয় সাধকগণ অমৃত লাভ করেন)। (১৭অ—১১খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোতারঃ' অভিষোতারঃ ঋত্বিজঃ, হে সোম। 'তে' তব স্বভূতং 'রসং' 'মদায়' মদার্থং 'পুনন্তি'। তদেবোচ্যতে 'মহে' মহতে 'ক্রান্নায়' 'ক্রান্নং' স্তোতৃভ্যোঽন্নং বাল্লং বেত্তি (নিরু নৈঘ ৫।৫) যাস্কঃ। অন্নায় যশসে বা পুনন্তি সোমং শোধয়ন্তি যদ্বা, সোমমাত্মরূপমাণং রসং পুনন্তীতি একবাক্যতঃ যোজনীয়ং। 'প্রতে' 'ভবে'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

উপযুক্ত সাধনার দ্বারাই মানুষ আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্মেই বিশুদ্ধতার নিদর্শন থাকে। তাঁহাদের প্রত্যেক চিন্তা বাক্য ও কর্ম্ম পবিত্র হয়। কারণ বিশুদ্ধ সত্তার দ্বারা কখনও অপবিত্র অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। তাঁহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবকণিকা পবিত্র বিশুদ্ধ হয়। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব সাধনার প্রভাবে বিশুদ্ধতা লাভ করে।

হৃদয় যখন রজোগুণজনিত চঞ্চলতা ও তমোগুণজনিত জড়তা হইতে উদ্ধার লাভ করে, তখন সাধকের হৃদয় মন বিমল শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। কারণ তখন চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হওয়াতে সাধক একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন। তমোগুণজনিত জড়তা ও অবসাদ তাঁহাকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। রজো ও তমের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অনায়াসেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। চিত্তের প্রসন্নতা ও প্রশান্তভাবই বিমলানন্দের প্রধান কারণ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সেই প্রশান্তভাব মানুষ লাভ করিতে পারে। মনোসমুদ্র যখন নিস্তরঙ্গ অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যখন সেই মহাসমুদ্রে বিভিন্নমুখী কর্ম্ম-প্রেরণাজনিত চাঞ্চল্য আসে না, প্রশান্ত স্থির বারিরাশি ভীষণ তরঙ্গাঘাতে বেলাভূমি গ্রাস করিতে আসে না, তখন মানুষ সেই স্থির অচঞ্চল মনোসমুদ্রে আপনার ছায়া প্রতিফলিত দেখিতে পায়—আপনাকে চিনিতে পারে। বহুদিন বিস্মৃত সুখস্বপ্নের মত যে অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনোমধ্যে মাঝে মাঝে উদয় হইত, তাহা সুস্পষ্ট

হইয়া ধরা দেয়। যে ছায়াকে ধরিবার পাইবার জন্য জীবন ভরিয়া ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহা যে নিজেরই ছায়া মানুষ তখন তাহা বুঝিতে পারে। যে ছায়ার সন্ধানে মৃগনাভি হরিণের মত মানুষ ছুটিয়া বেড়ায় তার অপেক্ষা শতগুণ উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্ত্তি যে আপনার মধ্যেই আছে, তাহার সন্ধান পাইয়া মানুষ আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। সে দেখিতে পায় জানিতে পারে, সে যে ছায়ার সন্ধানে ঘুরিয়া মরিয়াছে, সে যে তাহারই ছায়া! আপনার সন্ধানে আপনি মুগ্ধ, নিজকে ধরিবার চেষ্টা তখন শান্ত হইয়া যায়। মানুষ নিজকে চিনিতে পারে, আত্মস্থ হয়। এই অবস্থাতেই সাধক পরমানন্দ লাভ করেন, বিমল শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধকগণ কঠোর সাধনায় রত হয়েন। সেই সাধনার ফলে অমৃতত্ব লাভ ঘটে, তাহা মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রচলিত যে ব্যাখ্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সোমরসের প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে। তাহা এই,—"নিষ্পীড়নকর্ত্তারা সেই রসরূপী সোমকে শোধন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যে আনন্দ ও প্রচুর ধন পাইবেন।" (১০অ - ১১খ—৪সূ—২সা)।

—০—

তৃতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ২ ২র ৩ ২ ৩
শিশুং জজ্ঞানং হরিং মৃজন্তি পবিত্রে
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমং দেবেভ্য ইন্দুম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, উৎপদ্যমানং) 'শিশুং' (শিশুস্থানীয়ং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'ইন্দুং সোমং' (বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবলাভায় ইতি ভাবঃ) তেষাং 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পাপহারকং শুদ্ধসত্ত্বং তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১০অ—১১খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ উৎপাদ্যমান শিশুস্থানীয় পাপহারক বিশুদ্ধসত্ত্বভাবকে দেবভাব লাভের জন্য তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে শোধন করেন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের একাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যসত্ত্বমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণপাপহারক শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন)। (১০অ—১১খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'শিশুং' এবাং পুত্রভূতং 'জজ্ঞানং' জায়মানং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'ইন্দুং' দীপ্তং সোমং 'দেবেভ্যঃ' 'পবিত্রে' 'মৃজন্তি' ঋত্বিজো মার্জয়ন্তি॥ (১০অ—১১খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাপ্রখ্যাপক। সাধকের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তখন তাহাকে শিশুর সহিত তুলনা করা হয়। শিশুকে যেমন প্রথমে তাহার নিজের জীবন রক্ষার জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার, অন্যের শুশ্রূষার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি হৃদয়ে অঙ্কুরিত শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাবরাজির পরিরক্ষণের জন্য সাধকের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন। চারিদিকের অজ্ঞানতা তমিস্রার মধ্যে একটুখানি আলো ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে পাপ, ঝড়ঝঞ্ঝা-বাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা চাই, নতুবা সদ্যোজাত ক্ষীণশক্তি পুণ্যজ্যোতিঃটী পাপঝঞ্ঝা-বাতের ফুৎকারে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। তাই সেই পুণ্যালোককে অতিশয় যত্নের সহিত, অতিশয় সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, শিশুর ন্যায় যত্নে ও সেবায় বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাই সত্ত্বভাবকে "জজ্ঞানং শিশুং" বলা হইয়াছে।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে —বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে শোধন করার অর্থ কি? 'ইন্দুং' সোমং' পদে সত্ত্বভাবের বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ বটে; কিন্তু সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিবিম্ব তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে মলিন করিয়া তুলে। সাধনার দ্বারা যেমন এই মলিনতা দূরীভূত করিতে হয়, তেমনি যাহাতে তাহার উপর মলিন ছায়াপাত না হয়, তাহারও উপায় বিধান করা চাই। এখানে সেই বিশুদ্ধীকরণের প্রতিই লক্ষ্য আসিয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থকরূপে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম জলের শিশুর ন্যায়, জলের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, দেবতাদিগের জন্য পবিত্রের উপর তাহাকে শোধন করিতেছে।" (১০অ—১১খ—৪সূ—৩সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিক শততম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ র ২ র১ ৯ ৩ ৫র ৫ ১২ র১ ১
১। ওহো ৩ বা। ওহো ৩ বা। ওহো ২ বা ২ ৩ ৪ ওহো ৫ বা। পবস্বসোমহে-

২র৩ ১ ২র১ ২ ১র -- ১র ন ৩ ১ ১ ১ ১ ১ র ২র
দক্ষায়া ২ ৩ ৪ ৫। অশ্বোননিক্তোবা ২ জীধানা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫। প্রতেসো-

১র২র১২১ র ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২১র ২ ১র২১র ১ ১ ১ ১ ১ ২ র ১
তারোরদম্ম দায়া ২ ৩ ৪ ৫। পুনন্তিসোমম্মহেদ্যুয়ায়া ২ ৩ ৪ ৫। শিশুঞ্জজ্ঞান-

২ ২ ১ ২র১র২ র১র ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
ম্ হরিম্ মৃজন্তী ২ ৩ ৪ ৫। পবিত্রেসোমদেবেভ্যইন্দ্‌ ২ ৩ ৪ ৫ ম। পবস্ব-

র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২র৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২র১ ৩ ২ ২র১র
সোমা ২ ৩ ৪ ৫। মহেদক্ষায়া ২ ৩ ৪ ৫। অশ্বোননিক্তো ১ :। বাজীধানা

১ ১ ১ ১ ১র ২র ১র৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২
২ য়া ২ ৩ ৪ ৫। প্রতেসোতারা ২ ৩ ৪ ৫ : রসম্মদায়া ২ ৩ ৪ ৫। পুনন্তু-

১র ১ ১ ১ ১ ২ ১র ২ ১র ১ ১ ১ ১ . ১ ২ ৩র ২ ২ ৩
সোমা ২ ৩ ৪ ৫ ম। মহেদ্যুম্নায়া ২ ৩ ৪ ৫। শিশুঞ্জজ্ঞানা ১ ম। হরিম্মৃজন্তী-

১ ১ ১ ১ ২ ১ ২র ১র ১ ১ ১ ১ ২র ১র২৩ ১ ১ ১ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫। পবিত্রে সোমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। দেবেভ্যইন্দ্‌ ২ ৩ ৪ ৫ ম্। ওহো

২ র ১ ন ৩ ৫র ৫ ২ ১২ন ৩ ১ ১
৩ বা। ২। ওহো ২ বা ২ ৩ ৪ ওহো ৬ বা এ ৩। বিধর্ম্মা ২ ৩

১ ১
৪ ৫। ১।২.৩।১।*

প্রথমং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
উপো ষু জাতমপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।

১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দুং দেবা অযাসিষুঃ॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত একটী গেয়-গান আছে উহার নাম — "বিধর্ম্মং।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুজাতং' (সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং, সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবেন চ পূর্ণবিকশিতং) 'অপ্তুরং' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতং অমৃতসদৃশং ইত্যর্থঃ) 'ভঙ্গং' (রিপুনাশকং) 'গোভিঃ পরিষ্কৃতং' (বিশুদ্ধজ্ঞানেন সুসংস্কৃতং) 'ইন্দুং' (সত্ত্বভাবং) 'দেবাঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ) 'উপাযাসিষুঃ' (উপগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। দেবভাবান্বিতাঃ জনাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১১খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের ও সদ্ভাবের দ্বারা পূর্ণবিকশিত সৎকর্ম্মসঞ্জাত অমৃতসদৃশ রিপুনাশক বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সুসংস্কৃত সত্ত্বভাবকে দেবভাবসম্পন্ন সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন (ভাব এই যে,—দেবভাবান্বিত ব্যক্তিগণ সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন)॥ (১০অ—১১খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জাতং' প্রাদুর্ভূতং 'অপ্তুরং' বসতীবরীভিঃ প্রেরিতং 'ভঙ্গং' শত্রূণাং ভঞ্জকং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'পরিষ্কৃতং' অলঙ্কৃতং 'ইন্দুং' সোমং 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ 'উপাযাসিষুঃ' উপগচ্ছন্তি। (১০অ—১১খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব ও সত্ত্বভাবের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। একটীর আবির্ভাবে অন্যটীর উপস্থিতি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। যাহারা নিজের হৃদয়কে হীন কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যাহারা হৃদয় হইতে পশুভাবকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়াছেন, তাঁহারা স্বতঃই সেই অসীম সত্ত্ব-সমুদ্রের অগ্রসর হইতে থাকেন। পরাজ্ঞান তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই জ্ঞানালোকের সাহায্যে অতি সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন। জ্ঞানের তীব্রালোকে অজ্ঞানান্ধকার পলায়ন করে। সুতরাং আঁধারলোকবাসী রিপুগণও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। পরিণামে সাধক অমৃতত্বলাভ করেন।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'অপ্তুরং' পদে বিবরণকার 'অপসু ভবতীতি অপতুরং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'অপ' শব্দে অমৃত বুঝায়, তাই আমরাও তাঁহার অনুসরণে ঐ পদে 'অমৃতসদৃশং' ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছি। 'দেবাঃ' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রাদয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'দেবভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ' অর্থে ঐ সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। (১০অ—১১খ—৫সূ—১সা)॥ •

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের এয়োদশী ঋক্। (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তমিদ্বর্দ্ধন্তু নো গিরো বৎসꣳ সꣳ শিশ্বরীরিব।
১র ২র ৩ ১ ৩
য ইন্দ্রস্য হৃদꣳ সনিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং শিশ্বরীঃ ইব' (স্তনদাত্রী মাতা যথা লালনপালনেন শিশুং প্রবর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ) 'যঃ' (যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'হৃদং সনিঃ' (হৃদয়স্য সম্ভক্তা, প্রীতিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'তমিৎ' (তং এব শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (প্রার্থনাঃ) 'সংবর্দ্ধয়ন্তু) (প্রবর্দ্ধয়ন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অস্মাকং হৃদি বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং প্রবর্দ্ধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ-১১খ ৫সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তনদাত্রী মাতা যেমন লালন-পালনে শিশুকে প্রবর্দ্ধিত করেন, সেইরূপ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রীতিদায়ক, সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদিগের প্রার্থনা প্রবর্দ্ধিত করুক, (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রবর্দ্ধিত করিতে পারি।)॥ (১০অ—১১খ—৫সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'হৃদং সনিঃ' হৃদয়স্য সম্ভক্তা ভবতি 'তমিৎ' তমেব সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতিরূপা বাচঃ 'সংবর্দ্ধন্তু' সংবর্দ্ধয়ন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎসং' বালং 'শিশ্বরীরিব' যথা শিশ্বর্য্যো বহুপয়স্কামাতরো বৎসং সম্যক্ বর্দ্ধয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, আমরা যেন, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারি, যেন তাহা প্রবর্দ্ধিত করিতে পারি, মন্ত্রে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে—"বৎসং শিশ্বরী ইব" অর্থাৎ "দুগ্ধদাত্রী মাতা যেমন আপনার সন্তানকে দুগ্ধদান ও লালনপালন

দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করেন।" এই উপমার প্রচলিত একটী বাঙ্গালা অনুবাদ এই,—"যেরূপ বহুক্ষণ স্তন্যপান না করাইলে জননীগণের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে তাঁহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন।" এখানে কিন্তু মানসিক অবস্থার পশ্চাতে শারীর প্রয়োজনটাই বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মাতা সন্তানকে যেন তাঁহার নিজের শারীর প্রয়োজনের জন্য স্তন্যদান করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মূলের ভাব তাহা নহে এবং ভাষ্যেও সে ভাব প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত উপমার ভাষ্যার্থ,—"যথা শিশুর্যো বদ্ধপয়স্কামাতরঃ বৎসং সম্যক্ বর্দ্ধয়ন্তি তদ্বাদত্যর্থঃ।" এখানে দুগ্ধের প্রাচুর্য্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে মায়ের অপরিসীম স্নেহের ও দয়ার দিকেই দৃষ্টি পড়ে। মাতা আপনার শিশুকে প্রবর্দ্ধিত করেন। যদি কেবল-মাত্র দুগ্ধ প্রাচুর্য্য এবং শারীর প্রয়োজনই লক্ষিত হইত, তাহা হইলে মাতার পরিবর্ত্তে ধাত্রীর উল্লেখেও কোন অসঙ্গতি হইত না। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। মাতা যেমন অপরিসীম স্নেহের ও যত্নের সহিত আপনার সন্তানকে লালন-পালন করেন, আমরাও যেন ঠিক সেই আগ্রহ যত্ন ও সেবা সাধনার সহিত আমাদের হৃদয়স্থ নবজাত সত্ত্বভাবকে প্রবর্দ্ধিত করিতে পারি। এখানে হৃদয়-ভাবই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে।

মায়ের মত যত্ন ও স্নেহ করিবার আর কেহই নাই। মায়ের প্রত্যেক অণুপরমাণুও যেন সন্তানের মঙ্গল-কামনায় ধাবিত হয়। আমাদের সমগ্র শক্তি যেন সত্ত্বভাব লাভের ও পরিবর্দ্ধনের জন্য ধাবিত হয়, আমাদের সমগ্র সত্তা যেন তদুপযুক্ত সাধনায় নিয়োজিত হয়—ইহাই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য যেন আমরা কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারি—মন্ত্রের ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য।

শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'ইন্দ্রস্য হৃদং সনিঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রীতিদায়ক। ভগবানের প্রিয়বস্তু—শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব হৃদয়ের এই পবিত্র বস্তুটীই ভগবান্ সাদরে গ্রহণ করেন। ভগবদুপাসনার প্রধান উপকরণ - হৃদয়ের এই পবিত্র বিশুদ্ধ ভাব। ইহা দ্বারাই মানব আপনার অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমাদের প্রার্থনাস্তুতি যেন হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে প্রবর্দ্ধিত করে অর্থাৎ আমাদের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া ভগবান যেন আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন এবং তাহা প্রবর্দ্ধিত করিবার শক্তি দেন। আমরা ইচ্ছা করিলেই মোক্ষপথে চলিতে পারি না। ভগবানের দয়া ব্যতীত আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। ভগবানের সেই করুণা-লাভের জন্যই পরোক্ষভাবে মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রার্থনার দ্বারা হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়,—মন সতেজ সবল হয়। নিজের মধ্যে যে অপূর্ণতা, দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা পরিষ্কারভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রার্থনা মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্য দান করে, ভগবচ্চিন্তায় ও ভগবদারাধনায় সাধকের মন অনায়াসেই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়, ভগবানও কৃপাপূর্ব্বক সাধককে তাহার অভীষ্ট ফল প্রদান করেন

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহার ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সে অনুবাদ এই,—"যে সোম ইন্দ্রের হৃদয়গ্রাহী, তাহাকেই আমাদিগের স্তুতিগীতি

গণ উত্তমরূপে সংবর্দ্ধনা করুক। যেরূপ বহুক্ষণ স্তন পান না করাইলে জননীগণের স্তন স্ফীত হইয়া উঠে, তখন সন্তানকে পাইলে, তাহারা পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ স্তুতিগণ সোমকে চাহে।” (১০অ—১১খ ৫সূ—২সা)॥ ০

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(একাদশঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অর্ষা নঃ সোম শং গবে ধুক্ষস্ব পিপ্যুষীমিষম্।

১ ২ ৩ ১ ১
বর্দ্ধা সমুদ্রমুক্থ্য ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

‘সোম’ (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘গবে’ (জ্ঞানায়, পরাজ্ঞানলাভায়) ‘শং’ (সুখং পরমমঙ্গলং, যদ্বা – পরাজ্ঞানলাভসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘অর্ষ’ (প্রবর্ষয়, প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ), ‘পিপ্যুষীং’ (প্রবৃদ্ধাং, আত্মশক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) ‘ইষং’ (সিদ্ধিং, অভীষ্টং বা) ‘ধুক্ষস্ব’ (প্রপূরয়, প্রযচ্ছ); অপিচ, ‘উক্থ্য’ (হে আরাধনীয় দেব!) অস্মদর্থং ‘সমুদ্রং বর্দ্ধ’ (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতসমুদ্রং প্রবর্দ্ধয় – অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতঞ্চ প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ—১১খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের পরাজ্ঞানলাভের জন্য পরমমঙ্গল (অর্থাৎ সেই পরাজ্ঞানলাভ সামর্থ্য) প্রদান কর, আত্মশক্তিদায়িকা সিদ্ধি প্রদান কর; (অভীষ্ট পূরণ কর) অপিচ, হে আরাধনীয় দেব! আমাদিগের জন্য অমৃতসমুদ্র প্রবর্দ্ধিত কর; আমাদিগকে অমৃত প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং অমৃত প্রদান করুন।)॥ (১০অ—১১খ—৫সূ—৩সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গবে' 'শং' সুখং 'অর্ষ' কুরু। অপিচ 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধাং 'ইষং' অন্নং 'ধুক্ষস্ব' প্রপূরয়। কিঞ্চ হে 'উক্থ্য' প্রশস্ত! 'সমুদ্রং' 'বর্দ্ধ' বর্দ্ধয়। 'অর্ষানঃ' —অর্ষাণঃ ইতি পাঠৌ 'উক্থ্য' 'উক্থ্যং' ইতি চ॥ (১০অ ১১খ—৫সূ - ৩সা)।

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ॥

* *
*

তৃতীয় (১৩৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ - পরমমঙ্গল প্রদান কর—জ্ঞানলাভের জন্য। এখানে পরমমঙ্গল ও পরাজ্ঞান অভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমমঙ্গলই পরাজ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক, - ইহাই এ প্রার্থনার তাৎপর্য্য। জ্ঞান যখন মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করে, তখন মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল মানুষের লক্ষ্য হইতে পারে না। জ্ঞানের প্রেরণাতে মানুষ সত্য ও মঙ্গলময় পথে বিচরণ করে। কারণ জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ সদসৎ - মঙ্গলামঙ্গল বিচারে সমর্থ হয় এবং আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে। সুতরাং স্বভাবতঃ সে আপনার মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হইতে পারে।

জ্ঞানের জ্যোতিতে মানুষ আপনার কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া তাহা সম্পাদন করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু সেই কর্ম্মের ফলদাতা ভগবান্ স্বয়ং। তিনিই মানুষকে তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন। মানুষ আপনার কর্ম্মফলের নিয়ন্তা নহে। তাই সেই কর্ম্মের ফল-স্বরূপ যে সিদ্ধি, তাহা লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। কর্ম্ম করিলেই যদি তাহা ফল প্রদান করিত বা কর্ম্মের ফললাভ যদি মানুষের ইচ্ছাধীন হইত, তাহা হইলে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের এই প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন থাকিত না। যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া মানুষ যথাভীষ্ট ফললাভ করিতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। ভগবানই কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বকর্ম্মের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-শক্তি বর্ত্তমান।

মানুষ কেবলমাত্র হস্তপদাদির দ্বারা কর্ম্ম করিয়াই অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার ফললাভ করিবার আশা করে এবং বিফল মনোরথ হইয়া নৈরাশ্য-যন্ত্রণাও ভোগ করিয়া যায়। এই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই, অর্থাৎ একমাত্র ভগবানই কর্ম্মফলদাতা। মানুষ কর্ম্ম করিতে পারে মাত্র; কিন্তু ফলদান করেন - ভগবান্। এই তথ্য যদি মানুষ ভালরূপে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে অনেক দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। তাই ভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন; বর্ত্তমান মন্ত্রাংশেও তাহারই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে।

এখানে হয়তঃ প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কি কর্ম্মের ফল নাই? কর্ম্মের ফল আছে বৈ কি? কিন্তু সেই কর্ম্মের ফল মানবের ইচ্ছাধীন বা আয়ত্তের মধ্যে নয়: প্রত্যেক কর্ম্ম,

প্রত্যেক চিন্তা, বিশ্বের গতিপথে এক একটী তরঙ্গ তুলে, অথবা প্রত্যেক কর্ম্ম ও চিন্তা বিশ্ব-সত্তায় এক একটী আঘাত করে। এই ঘাত-প্রতিঘাত অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বে যে পরিবর্তন হয়, তাহা অন্যবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্ঘাতে ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে। সুতরাং আপাততঃ যাহা একটী অতি সহজ ও সরল কর্ম্ম বা চিন্তা বলিয়া মনে হয়, তাহা বস্তুতঃ অত্যন্ত জটিল। এত জটিল যে, সাধারণ মানবের পক্ষে তাহা ধারণা করা সম্ভবপর নয়। মানুষ যে ফললাভের জন্য কর্ম্ম করিল, সেই ফলই যে সে লাভ করিতে পারিবে বা তাহার অভীপ্সিত সময়েই যে তাহা লাভ করিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ফল সে লাভ করিবে—ইহা ধ্রুব সত্য। সসীম জ্ঞান লইয়া সে আপনার কর্ম্মফল বিচার করিতে সমর্থ নয়। তাই মানুষকে নৈরাশ্য ও দুঃখ-দৈন্যের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই বলা হইয়াছে—কর্ম্ম কর; কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর। মন্ত্রের প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাবও তাহাই।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই ভাবের কোনও সম্বন্ধ নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি আমাদিগের গোধনকে নিরুপদ্রব কর। প্রচুর অন্ন বিতরণ কর। চমৎকার বারি বর্ষণ কর॥ (১০অ—৯৭থ—৫সূ—৩সা)। ০

—০—

পঞ্চদসূক্তের গেয়গান।

১র — ১ ২র ১ ২ ১ ২৩২ ১ ২র১র
১। উপোষুজা ২ ৩ম্। অপ্তুরোবা। গোভির্ভুদাম্। পরিষ্কৃতাম্। ইন্দুদেঘাঅ।
২ ১র — ১ — র ১ ২ ১
মা ২ ৩। সি ষাউবা। শ্রুধিয়া ২॥ ভমিবর্দ্ধা ২ ন্তু। নোগিরো বা। বৎসৎ-
২ ১ ২৩র ২ ১ ২ ১ . ২ ১র —
সং শাম্রি। স্বরীরিবা। যইন্দ্রস্তব। দা ২ ৩ স। সনাউবা। শৃধিয়া ২॥
১র — ১ ২১২১ ২৩রর১ র২ ১
অর্ব্বানঃ সো ২ ম। শঙ্গবোবা। ধুক্ষস্বপায়ি পুাষীমিষাম। বর্হীসমুদ্রম্। উ ২ ৩।
২ ১র — . ২ ১
কৃণিয়াউবা। শ্রুধিয়া ২। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* ০ *

১ র২র — ১ ১ ১ ৭
২। উপোষুজাতম। আ ২ প্তুরাম। গোভির্ভদম। পরারিষ্কৃতা ২ ৩ ৪ ম।
৩র ২ ১ র ২ ২ ৪৫ ১ ২
হাহোয়ি। ইন্দুদেবাআ ৩ য়া। সিষূঃ। ঔ ২ ৩ হোবা॥ ভমিবর্দ্ধন্তু। নো-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

— ১ ২ ১ ৭ ৩র ২ ১ ২
৩. গিরাঃ। বাৎস৺সৃ৺শি। শ্বরাগ্নিরিবা২৩৪। হাহোয়ি। যইন্দ্রস্থাহা ৩

২ ১ ৪৫ ১র২র — ১ ২
ৰ্জাম্। দনাগ্নিঃ। ঔ২৩হোবা॥ অৰ্ষানঃসোম। শা২ন্নগ্নি। ধৃক্ষপি।

১ ৭ ৩র ২ ১র ২ ২ ১ ২
পুষায়িমিবা২৩৪স। হাহোয়ি। বৰ্দ্ধানসুত্রা৩স। কৃথিয়া। ঔ৩

৪৫ ৪৫
হোবা। ঈডা॥ ১।২।৩॥ *

* * *

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ ঘা যে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বৰ্হিরানুষক্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা॥ ১॥

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (জনাঃ, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞমিচ্ছব ইতি ভাবঃ) 'যেষাং' (আত্মোদ্বোধনযজ্ঞানামিতি ভাবঃ) 'আ ঘা' (আভিমুখ্যেন) 'অগ্নিং' (জ্ঞানরূপং জ্যোতিঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশকত্বাদিতি ভাবঃ) 'ইন্ধতে' (প্রজ্বালয়ন্তি) এবং 'বৰ্হিঃ' (কুশরূপং হৃদয়ং আসনং দেবসদনত্বাদিতি ভাবঃ) 'স্তৃণন্তি' (বিস্তারয়ন্তি) তৈস্তেষু যজ্ঞেষু 'যুবা' (তরুণঃ শ্রেষ্ঠ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'সখা' (সহায় সন) 'আ আনুষক' (সম্যক অনুষক্তঃ ক্রিয়তে, প্রাপয়তি ইতি শেষঃ)। জ্ঞানে উদ্দীপিতে হৃদয়ে চ সত্বভাবে বিস্তৃতে, ভগবান জ্ঞানময়ো দেবস্তত্র আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১০অ—১২খ—১সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "শ্রুধ্যম্" এবং (২) "প্রতীচীনেড়ক্কাশীতম্"।

বঙ্গানুবাদ।

যে জনগণ অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক যে জনগণ, যে সকল কার্য্যের আনুকূল্যে অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ-কার্য্য-সকলের আনুকূল্যে, অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক বলিয়া জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকে প্রজ্বালিত করিতে পারেন এবং কুশরূপ হৃদয়কে বিস্তৃত করিতে পারেন বা করেন, তাঁহাদিগের সেই সকল যজ্ঞে, শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহায়স্বরূপে অনুষক্ত করিতে (প্রাপ্ত হইতে) পারেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান উদ্দীপিত এবং সত্ত্বভাবে হৃদয় বিস্তৃত হইলে, জ্ঞানময় ভগবান সেখানে আবির্ভূত হন,')॥ (১০অ—১২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' ঋত্বিজঃ 'আ ঘা' আভিমুখ্যেন খলু 'অগ্নিং' 'ইন্ধতে' দীপয়ন্তি, যেষাঞ্চ 'যুবা' নিত্যতরুণঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সখা' ভবতি, তে 'আনুষক্' আনুপূর্ব্ব্যেণ 'বর্হিঃ স্তৃণন্তি' ॥ ১ ॥

• • •

প্রথম (১৩৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

দর্শ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাধারণ যজ্ঞে কুশ সমিধ কাষ্ঠ ঘৃত প্রভৃতি উপকরণ, ঋত্বিক হোতা অধ্বর্য্যু প্রভৃতি যাজ্ঞিক, স্ব স্ব স্থানে ও স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইলে এবং মন্ত্রাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে অগ্নি প্রজ্বালিত হইলে, সেখানে যেমন সেই যজ্ঞ দেবতার আবির্ভাব-অধিষ্ঠান হয়; সেইরূপ, এই আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞেও যদি কুশাদি-রূপ হৃদয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি সেখানে সম্যগ্‌রূপে প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানময় যজ্ঞদেবের আবির্ভাব হয়। একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিভাত হইবে,—এই সাম-মন্ত্রটী যেন এই ভাব প্রতিপাদন করিতেছে যে,—'হৃদয় হইতে যদি রজঃতমোভাব দূরে যায়, হৃদয় যদি সত্ত্বভাবে উদ্ভাসিত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের অসদ্‌বৃত্তি তিরোহিত হয় ও সদ্‌বৃত্তিসকল পরিস্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তখন প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে জাগ্রৎ হইবেই হইবে।' ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ইহা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ইহা স্বরূপসদ্‌বেদ্য অর্থাৎ যিনি কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই পরম পদার্থ লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল ইহা অনুভব করিতে পারিবেন, আর কেহ পারিবেন না। তাই শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—"যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।" হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে পরাজিত করিতে হইবে; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হইবে; ধারণা

ধারণা সমাধিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তবেই ক্রিয়াবান্ হওয়া যাইবে। তখন বিদ্বান্' জ্ঞানবান্ সাজিবেন নচেৎ, কতকগুলি শাস্ত্র—পুঁথি-কথা, তোতা-পাখীর মত অভ্যাস করিলেই 'বিদ্বান্' হওয়া যায় না। কার্য্য করা চাই। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

ভাষ্যানুসরণে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রতিভাত হয়, তাহা এই ;—'যে ঋষিগণ আভিমুখ্যে (আনুকূল্যে) অগ্নিকে দীপ্ত করেন, যাঁহাদের নিত্যতরুণ ইন্দ্র সখা হন, তাঁহারা ক্রমশঃ বর্হিঃ (কুশ) আস্তৃত করেন।'

সহসা ভাষ্যার্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, এবং যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা হন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুশ বিস্তৃত করেন'—এ কথার তাৎপর্য্য কি? কোনই অর্থ হয় না।

আমরা তাই মনে করি, এ অগ্নি-শব্দে সাধারণ অগ্নি নহে, এবং বর্হিঃ-শব্দেও সাধারণ কুশ নহে। তবে কি? 'অগ্নি'—জ্ঞান। 'বর্হিঃ'—হৃদয়। অগ্নি যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া দ্রব্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে, তেমনই জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া স্বরূপ প্রকাশিত করে; অগ্নির সহিত জ্ঞানের এইরূপ সাদৃশ্য থাকায়, জ্ঞানরূপ অগ্নি অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে; এবং কুশ যেমন আসন হয়, হৃদয়ও তেমনই জ্ঞানের বা দেবতার আসন হয়।

সেইজন্য, কুশ আর হৃদয়ের পরস্পর সাদৃশ্য থাকায়, 'কুশ' বলিতে এস্থলে 'হৃদয়-রূপ কুশ' বুঝিতে হইবে। ইহাতেই ভাব সুসঙ্গত হয় বলিয়া বিবেচনা করি। তার পর 'আনুষক্' ও 'যেষাং' এই দুইটী পদ আলোচ্য হইতেছে। কারণ, ভাষ্যকার "আনুষক্" পদের 'আনুপূর্ব্বেণ' এবং "যেষাং" পদে 'ঋষীণাং' অর্থ করিয়াছেন। আমরা 'আনুষক্' পদটী 'আ+অনু' পূর্ব্বক 'ষন্জ' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন বলিয়া তাহার 'অনুষক্ত' অর্থ করিয়াছি। যে সকল যজ্ঞ সম্বন্ধে বা যে প্রকার আনুকূল্যে সেই (পূর্ব্বোক্ত) দুই কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেখানে ইন্দ্রদেব—ভগবান্ সহায়রূপে সম্যক্ অনুষক্ত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হন। ইহাই ভাবার্থ।

আমরা এস্থলে "যেষাং" পদে 'আত্মোদ্বোধনযজ্ঞানাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয় বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠে উক্ত সকল অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধি হইবে। মন ও অন্যান্য পদ সহজবোধ্য। সুতরাং সে বিষয়ে আর আলোচনা করা নিরর্থক মনে করি॥ (১০অ—১২খ—১সূ—১সা)। •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে, বিচত্বারিংশৎ বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদ-সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকায় এবং ছন্দআর্চ্চিকে (ঐন্দ্র পর্ব্বে) দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় প্রপাঠকে, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয়া দশতীর নবম সামের অন্তর্গত।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
বৃহন্নিদিধ্ম এষাং ভূরি শস্ত্রং পৃথুঃ স্বরুঃ।
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেষাং' (যেষাং সাধকানাং) 'ইধ্মঃ' (ইন্ধনার্থীয়ঃ, সিদ্ধিলাভোপায়ঃ, সাধনা ইতি ভাবঃ) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'বৃহৎ' (মহতী) 'শস্ত্রং' (স্তোত্রং) চ 'ভূরি' (প্রভূতং) তথা 'স্বরুঃ' (প্রার্থনা) 'পৃথুঃ' (মহতী, ঐকান্তিকী) ভবন্তি ইতি যাবৎ, 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনবীনঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'এষাং' (তেষাং) 'সখা' (বন্ধুঃ – ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধনাপ্রভাবেন ভগবান্ এব সাধকানাং পরমবন্ধুঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ (১০অ—১২খ—১সূ ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকদিগের সাধনা নিশ্চিতই মহতী, স্তোত্র প্রভূতপরিমাণ এবং প্রার্থনা ঐকান্তিকা হয়, নিত্যতরুণ (চিরনবীন) ভগবান্ তাঁহাদের বন্ধু হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধনাপ্রভাবে ভগবানই সাধকদিগের পরমবন্ধু হয়েন।) ॥ (১০অ—১২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এষাং' ঋষিণাং 'ইধ্মঃ' 'বৃহৎ ইৎ' মহান্ খলু 'ভূরি' বহু 'শস্ত্রং' স্তোত্র-স্বরূপঞ্চ 'পৃথুঃ' মহান্। সিদ্ধমন্যৎ ॥ (১০অ—১২খ —১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে, - ভগবানই সাধকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তিনি কিরূপ সাধকের বন্ধু হন? শুধু মুখে 'ভগবান্' 'ভগবান্' বলিয়া চীৎকার করিলেই হয় না। ভগবানকে পাইতে হইলে—বন্ধুরূপে, সখারূপে পাইতে

হইলে—সাধনায় আবশ্য[illegible] মন্ত্রে সকল সাধ্য সেই সত্যই বিবৃত হইয়াছে

কাহারা ভগব[illegible] রে? [illegible]র উত্তরস্বরূপ বলা হইয়াছে যাঁহাদের সাধনা মহৎ, প্রার্থনা [illegible] ভগবৎসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার প্রার্থনা [illegible] চরণে নিবেদন করিতে হইবে। ঐকান্তিক প্রার্থনার সঙ্গে সাধনার সংযোগ [illegible] কায়মনো-বাক্যকে ভগবানের আরাধনায় প্রযুক্ত করিতে হইবে যেন অনায়াসেই বলিতে পারা যায়—'যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং' যাহা করিব, যাহা ভাবিব, সকলই যেন তাঁহার পূজায় পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ করিতে পারিলে, প্রকৃত সাধনা, যথার্থ প্রার্থনা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতভেদ ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। অনুবাদটী এই,—"এই ঋষিগণের সমিধ্ বৃহৎ, ইহাদিগের স্তোত্র প্রচুর, এবং স্বরু স্থূল, যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।" (১০অ-১২খ—১সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১২৩　২৩২উ　৩　২৩　১২৩　১২
অযুদ্ধ ইদ্যুধাবৃতং শূর আজতি সত্বভিঃ।
২৩৩　৩　২৩　১২
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৩ ॥*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যুবা' (নিত্যতরুণঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবঃ, ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'যেষাং' (যেষাং সাধকানাং) 'সখা' (বন্ধুঃ—ভবতি ইতি যাবৎ) তেষাং মধ্যে যঃ কোঽপি জনঃ 'অযুদ্ধঃ ইৎ' (অযোদ্ধা সন্ অপি) 'যুধাবৃতং' (যোদ্ধৃভিঃ আবৃতং শত্রুং, সৈন্যবলযুতং রিপুং) 'শূরঃ' (শূরবৎ) 'সত্বভিঃ' (স্ববলৈঃ, আত্মশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'আজতি' (নয়তি, বিনাশয়তি, বিনাশিতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া ক্ষুদ্রঃ অপি মহৎকর্ম্ম সাধিতুং সমর্থঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১০অ-১২খ ১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ ভগবান্ যে সাধকদিগের বন্ধু হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি অযোদ্ধা হইয়াও সৈন্যবলযুক্ত রিপুকে শূরের ন্যায় আত্মশক্তি-দ্বারা বিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় ক্ষুদ্রজনও মহৎকর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হয়।)॥ (১০অ—১২খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যুবা ইন্দ্রঃ যেষাং সখা' তেষান্তভূর্তঃ কশ্চিৎ 'অযুদ্ধ ইৎ' প্রাগ্ যোদ্ধৈব সন্ 'যুধাবৃতং' যোদ্ধৃভির্ভটৈরাবৃতং শত্রুং 'সত্বভিঃ' আত্মীয়ৈর্ব্বলৈঃ 'শূরঃ' সন্ 'আজতি' নময়তি॥ ৩।

* * *

তৃতীয় (১৩৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে। আলোচ্য মন্ত্রের মূলভাব তাহাই। ভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, যিনি ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি দৈববলে বলীয়ান্, ঐশীশক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে অযোদ্ধা হইয়াও তিনি প্রবল পরাক্রান্ত রিপুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন যুদ্ধ করিতে না জানিলেও বীরের ন্যায় রিপুদমন করিতে পারেন। প্রশ্ন হইতে পারে ইহা কিরূপে সম্ভবপর? কত রথী মহারথিগণ শত্রুসমরে পরাজিত হয়েন, আর যিনি যুদ্ধ করিতে জানেন না, তিনি বিনা সৈন্যবলাবৃত প্রবল রিপুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়েন। এই অসম্ভব কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার আভাষ আমরা মন্ত্রের প্রথমাংশেই প্রদান করিয়াছি। সেই পরম শক্তিমানের শক্তিকণিকা লাভ করিলে সাধকের কিছুই অসাধ্য থাকে না। ভক্তের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ অপরিসীম। সেই অনুগ্রহবলে সাধক ভগবানেরই শক্তির অধিকারী হয়েন। যে শক্তি অসাধ্য সাধন করে, তাহা মানুষের নয়, মানুষ সেই শক্তি প্রকাশের একটা যন্ত্র মাত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই যন্ত্রকে পরিচালিত করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ আপনা-কেই সেই শক্তির অধীশ্বর বলিয়া মনে করে। কিন্তু সেই পরম যন্ত্রী যখন এই খেলা বন্ধ করিয়া দেন, তখন যন্ত্র অসাড় অচেতন হইয়া পড়ে নিজকে বহিয়া লইয়া যাইবার শক্তিও তাহার থাকে না। আমরা মহাভারত হইতে উদাহরণ দিয়া বিষয়টী পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব।

দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নর-নারায়ণরূপে পাপীদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। অর্জ্জুন মহাবীর, গাণ্ডীব তাঁহার দণ্ড, দেবনর কিন্নর

তাহার ভয়ে কম্পিত, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত অসুরনাশের জন্য তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। মহাভারতে বর্ণিত মহাকাল সমরের প্রধান অভিনেতা অর্জ্জুন। তিনি একা বহু বহু শত্রু বিনাশ করিয়াছেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত নামক মহাস্ত্র লাভ করেন। মোটের উপর তিনি তৎকালীন অদ্বিতীয় বীর।

কিন্তু এই বীরত্বের-এই শৌর্য্যবীর্য্যের মূলে কি ছিল? নারায়ণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অলৌকিক শৌর্য্য পরাক্রম শূন্যে বিলীন হইয়া গেল! যে বাহু একদিন সসাগরা পৃথিবী জয় করিবার সামর্থ্য ধারণ করিত, সেই বাহু আপনার গাণ্ডীব ধনুও উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না! তাঁহার চক্ষুর উপর দস্যুগণ যাদবনারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহাদিগকে—সামান্য অতি তুচ্ছ দস্যুদিগকে তিনি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না! কোথায় সেই শক্তি, কোথায় সেই ক্ষাত্রবীর্য্য? সব গেছে—যাঁহার সঙ্গে শক্তি আসিয়াছিল, শক্তি তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। শক্তি তো অর্জ্জুনের নিজের ছিল না,—এ যে ভগবানের শক্তি ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল মাত্র। সুতরাং কার্য্যশেষে যাঁহার শক্তি তাঁহার মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। অর্জ্জুন শক্তি পাইবেন কোথায়? ভগবান তাঁহাকে ভগবৎকার্য্য সাধনের জন্য শক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী।' ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সর্ব্বকর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়, ইহাই ভাবার্থ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল,—"কোন অযোদ্ধা ব্যক্তি শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, নিজবলে বলবান্ হইয়া শত্রুগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।" (১০অ—,২খ ·১সূ—৩সা)। ০

—— ০ ——

প্রথমসূক্তের গেয়গান।

২র র র ১ ২ ১ র ২ ১
১। আযায়েঅগ্নিমিদ্ধাতারি। স্তৃণন্তিবর্হিরানুষাক। বৃহস্তিদিধাআগ্নিযাম্।

১র১ ২ র ১ ২ ১র র ২র ১র র
ভূরিশস্ত্রয়পৃথুঃস্বরূঃ। অযুদ্ধইত্যুধাবার্ত্তাম্। শূরআজতিসত্বভারিঃ। যেষামিন্দ্রো-

র ৫ ৪ ৫
যুবাইহা। উবারি। উবো ২৩৪। বা না ৫ খো ৬ হারি। ১২৩। †

---

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"ঐধ্মবাহোত্তম্"।

প্রথমং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩১২ ৩ ২৩ ১২ ৩ ১ ২
য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্তায় দাশুষে।
১২ ১ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঈশানো অপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঈশানঃ' (সর্ব্বস্য জগতঃ পতিঃ) 'অপ্রতিষ্কুতঃ' (প্রতিকূলশব্দবিরহিতঃ, না-প্রতিশব্দরহিতঃ অভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'একঃ ইৎ' (একঃ এব, অদ্বিতীয়ঃ ইত্যর্থঃ), 'যঃ' (লোকহিতসাধকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) সঃ 'মর্ত্তায়' (এতস্মৈ মরণধর্ম্মশীলায়) 'দাশুষে' (উপাসকায়) 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং এব) 'বসু' (ধনং – ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপং) 'বিদয়তে' (বিশেষেণ দদাতি)। সর্ব্বেষাং অভীষ্টপূরকঃ ভগবান্ উপাসকায় ক্ষিপ্রং পরিত্রায়তি - ইতি ভাবঃ। (১০অ—১২খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল জগতের পতি, না-প্রতিশব্দরহিত অভীষ্টপূরক, অদ্বিতীয় লোকহিতসাধক যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব, তিনি এই মরণধর্ম্মশীল উপাসককে শীঘ্রই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন বিশেষপ্রকারে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সকলের অভীষ্টপূরক ভগবান্ উপাসককে শীঘ্রই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন)। (১০অ—১২খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'যঃ' ইন্দ্রঃ 'এক ইৎ' এক এব 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে [illegible] মর্ত্ত্যায় যজমানায় 'বসু' ধনং 'বিদয়তে' বিশেষেণ দদাতি 'অঙ্গ'—ইতি ক্ষিপ্র[illegible] নিরুক্ত নৈ০ ১৭)। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূল-শব্দরহিত ইত্যর্থঃ এবম্ভূতঃ স 'ইন্দ্রঃ' ক্ষিপ্রং 'ঈশানঃ' সর্ব্বস্য জগতঃ স্বামী ভবতি॥ (১০অ—১২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৩৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের সাদাসিদা ভাব এই যে,—'ভগবানের উপাসকগণ ত্বরায় তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে ঐ ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদে প্রকাশ,—"যিনি হব্যদাতা ঋত্বিককে ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের প্রভু হন।" অন্য আর এক অনুবাদে প্রকাশ,—"যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদাতা যজমানকে ধন প্রদান করেন, তিনি সমস্ত জগতের নির্ব্বিরোধী স্বামী।" দুই প্রকার অর্থই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। পার্থক্য—প্রথম অর্থে ঋত্বিককে ধন-দান, দ্বিতীয় অর্থে যজমানকে ধন-দান। যে ইন্দ্র কেবল যজমানকে বা ঋত্বিককে ধনদান করেন, তিনিই জগতের অধিস্বামী হয়েন,—ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বোধগম্য হয় না। ঋত্বিককে কিম্বা যজমানকে ধন প্রদান করিলেই কি জগতের স্বামিত্ব লাভ হয়?

যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে যে ভাব গ্রহণ করি, তৎপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। 'ঈশানঃ অপ্রতিষ্কুতঃ' পদদ্বয়ের যুগ্ম প্রয়োগ পূর্ব্বেও পাইয়াছি। তিনি যে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, তিনি যে না-প্রতিশব্দরহিত অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর সকল প্রার্থনা তিনি যে পূর্ণ করেন, সেখানে সেই ভাবই ব্যক্ত দেখিয়াছি। 'একঃ ইৎ' পদেই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রচলিত অর্থে 'একঃ ইৎ' এবং 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদদ্বয়ে প্রায় একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বে ভাষ্যকার 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে সে অর্থের ব্যত্যয় দেখিতেছি। * আমরা কিন্তু পূর্ব্বের অর্থই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভাব পরিগ্রহণ করিলাম। তিনি লোকহিতসাধক, তিনি সুপ্রসিদ্ধ, তিনি জগৎপতি, তিনি অভীষ্টপূরক, তিনি অদ্বিতীয়;- বিশেষণ-কয়টী তাঁহার সেই পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, যাঁহারা ভগবানের উপাসক, ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রতি চিরকৃপাপরায়ণ আছেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্ব্ববিধ ধন প্রদান করিয়া থাকেন। 'অঙ্গ' পদে 'ক্ষিপ্রং' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিলাম। যাহারা ভগবৎপরায়ণ নহে, তাহাদিগের উদ্ধারে বিলম্ব ঘটিতে পারে। কিন্তু ভগবৎ-পরায়ণ জন—সত্বর উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই এখানকার মর্ম্ম। এই ভাবই পূর্ব্বে (১ম—৭স্থ-৮ঋ) "কৃষ্টীরিয়র্ত্ত্যোজসা ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রাংশে প্রকটিত আছে। (১০অ—১২খ—২স্থ—১দা)। †

---

* সেখানে (১ম—৭স্থ—৮ঋ) ভাষ্যকার 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পদের প্রতিবাক্যে "প্রতিশব্দ-রহিতঃ যাচ্যমানং ন পরিহরতীত্যর্থঃ" এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানকার অর্থ—"পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ"। পার্থক্য স্বতঃইবোধগম্য হইবে।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যশ্চিদ্ধি ত্বা বহুভ্য আ সুতাবাঁ আবিবাসতি।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উগ্রং তৎপত্যতে শব ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ২ ॥

* . ০

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন! 'বহুভ্যঃ' (অনেকেভ্যঃ লোকেভ্যঃ -সকাশাৎ ইতি যাবৎ) 'সুতাবান্' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতঃ, সৎকর্ম্মানুরতঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' (জনঃ, উপাসকঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চিৎ হি' (নিশ্চিতং, নিরন্তরং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, যঃ ভগবদনুসারী ভবতি ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (তস্মৈ উপাসকায়) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং) 'উগ্রং' (প্রবলং, প্রকৃষ্টং) 'শবঃ' (বলং, জীবনসঞ্চারিকাং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পত্যতে' (প্রাপয়তি)। অয়ং ভাবঃ—লোকানাং মধ্যে অল্পাঃ জনাঃ এব শুদ্ধসত্ত্ব-পরায়ণাঃ ভগবদনুসারিণঃ ভবন্তি; তে কেবলং ভগবৎকৃপাং লভন্তে—শক্তিসামর্থ্যঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি। (১০অ—১২খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! বহুলোকের মধ্য হইতে শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিত সৎকর্ম্মানুরত যে জন সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর আপনার পরিচরণ করেন—অর্থাৎ যে জন ভগবদনুসারী হয়েন; সেই উপাসককে ভগবান্ ইন্দ্রদেব ত্বরায় প্রবল শক্তি প্রাপ্ত করান। (ভাব এই যে,—লোকসমূহের মধ্যে অল্প জনই শুদ্ধসত্ত্ব-পরায়ণ ভগবদনুসারী হন; তাঁহারাই কেবল ভগবৎকৃপা লাভ করেন—শক্তিসামর্থ্য প্রাপ্ত হয়েন।)। (১০অ—১২খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বহুভ্যঃ' মনুষ্যেভ্যঃ সকাশাৎ 'যঃ' চিৎ 'হি' য এব খলু যজমানঃ 'সুতাবান্' অভিষুতঃ সোমযুক্তঃ সন্। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'আ বিবাসতি' পরিচরতি। বিবাসতিঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘ০ ৩।৫।১০)। 'তৎ' তস্মৈ যজমানায় 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং 'শবঃ' বলং 'ইন্দ্রঃ' 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'আ পত্যতে' আগতয়তি প্রাপয়তি ॥ (১০অ—১২খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'যে জন ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমরস প্রস্তুত করেন, ইন্দ্র তাঁহাকেই শীঘ্র ধনদান করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে, 'সুতাবান' পদে সোমরস-প্রস্তুতকারীর প্রসঙ্গ আসিয়া থাকে।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সে ভাবের নিকট দিয়া যায় নাই। মনুষ্যগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সৎকর্ম্মপরায়ণ ও ভগবানে অনুরক্ত থাকেন। তাঁহারাই ভগবৎকৃপায় জীবন-সঞ্চারিকা শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। আমরা মনে করি, এই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'সুতাবান' পদে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত অর্থ ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সুত' শব্দে যে শুদ্ধ-সত্ত্বকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। 'উগ্রং শবঃ' পদদ্বয়ে মৃতশরীরে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ইন্দ্রদেবতার অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত হয় নাই; পরন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের উপাসনাপরায়ণ হওয়ায় যে শক্তি-সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই তত্ত্বই এখানে দ্যোতিত হইয়াছে। (১০অ ১২খ ২সূ-২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
কদা মর্ত্তমরাধসং পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কদা নঃ শুশ্রবদ্ গির ইন্দ্রো অঙ্গ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কদা' (কস্মিন কালে) ভগবান 'অরাধসং' (ভগবদুপাসনাবিমুখং, অপকর্ম্মকারিণং ইত্যর্থঃ) 'মর্ত্তং' (মনুষ্যং, ইমং মাং ইতি ভাবঃ) 'পাদ' (পাদেন, পদাঘাতেন) 'ক্ষুম্পমিব' (অহিচ্ছত্রকং ইব, সর্পদংশনবৎ তীব্রজ্বালাং ইত্যর্থঃ) 'স্ফুরৎ' (স্ফুরিষ্যতি, অনুভাবয়িষ্যতি ইত্যর্থঃ); হে ভগবন! কঠোরদণ্ডবিধানেন অস্মান সৎপথি নিয়ন্ত্রিতান্ কুরু—ইতি প্রার্থনা; 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'কদা' (কস্মিন কালে) 'নঃ' (অস্মাকং)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'গিরঃ' (স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং, অবিলম্বেন) 'শুশ্রবৎ' (শ্রোষ্যতি); হে ভগবন্! অসন্তাঃ পথিভ্যঃ অস্মান্ প্রতিনিবৃত্তান্ কুরু – অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু— ইতি আকাঙ্ক্ষা ॥ (১০অ—১২খ—২সূ ৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবদুপাসনাবিমুখ অপকর্ম্মকারী মনুষ্যকে (এই আমাকে) কবে পদাঘাতের দ্বারা সর্পদংশনবৎ তীব্রজ্বালা অনুভব করাইবেন ? (হে ভগবন্! কঠোর দণ্ডবিধানের দ্বারা আমাদিগকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করুন —এই প্রার্থনা); ভগবান্ ইন্দ্রদেব কতদিনে আমাদিগের প্রার্থনাসকল অবিলম্বে শ্রবণ করিবেন ? (হে ভগবন্! অসৎ পথসমূহ হইতে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন—এই আকাঙ্ক্ষা।) ॥ (১০অ—১২খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অরাধসং' হবির্লক্ষণেন রাধসা ধনেন রহিতমযষ্টারমিত্যর্থঃ। এবম্বিধং 'মর্ত্তং' মনুষ্যং 'ইন্দ্রঃ' 'পদা' পাদেন 'ক্ষুম্পমিব' অহিচ্ছত্রমিব 'কদা' বা 'স্ফুরৎ' স্ফুরিষ্যতি বধিষ্যতি? যথা অহিচ্ছত্রং মণ্ডলাকারেণ শয়ানং কশ্চিদনায়াসেন হন্তি এবমিন্দ্রোঽপি কদাযষ্টারং হনিষ্যতীত্যর্থঃ। স্ফুরতি স্ফুলতীতি বধ-কর্ম্মসু (নিঘ০ ২।১৯। ৫।১৬ পঠিতত্বাৎ)। 'নঃ' অস্মাকং যষ্টৄণাং 'গিরঃ' স্তুতি-লক্ষণা বাচঃ 'ইন্দ্রঃ' 'কদা' কস্মিন্ কালে 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'শুশ্রবৎ' শ্রোষ্যতীতি বিতর্ক্যতে। অত্র নিরুক্তং ক্ষুম্পমহিচ্ছত্রকম্ভবতি যৎ ক্ষুভ্যতে কদা মর্ত্তমনারাধয়ন্তং পাদেন ক্ষুম্পমিবাবস্ফুরিষ্যতি কদা নঃ শ্রোষ্যতি গির ইন্দ্রো অঙ্গ (নিরু০ নৈ০ ৫।১৭)—ইতি ক্ষিপ্র-নামৈতৎ ॥ (১০অ—১২খ—২সূ—৩সা) ॥

° ° °

তৃতীয় (১৩৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে, ভাষ্যের এবং প্রচলিত অর্থাদির অনুসরণে মনে হয়, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে যেন বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! যাহারা তোমার পূজা করে না বা অনুগত নহে, সেই শত্রুদিগকে কত দিনে তুমি পদাঘাতে ছিন্ন করিবে? সর্প যেমন ফণা ধরিয়া শয়ান ব্যক্তিকে দংশন করে, তীব্র বিষে জর্জ্জরিত করে, তোমার পদাঘাতে শত্রু তেমনই কত দিনে জর্জ্জরীভূত হইবে?' পক্ষান্তরে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন! কত দিনে তুমি আমাদিগের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা ত্বরায় শ্রবণ করিবে? আমরা যখনই যে প্রার্থনা করিব, তখনই তুমি তাহা শ্রবণ কর—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।' এই ভাবের

অন্নার্থই এখন প্রচলিত আছে। আমরা উহার মধ্য হইতে আর একটু স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহণ করি।

আমরা বলি, মন্ত্রের দুইটী চরণের কোনও চরণেই অপরের বিষয় বলা হয় নাই; প্রথম চরণেও আপনার বিষয়ই জ্ঞাপন করা হইয়াছে; দ্বিতীয় চরণটিতেও আত্মকাহিনীই প্রখ্যাত হইয়াছে। আমাদিগের মতে, প্রথম চরণের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা যদি বিপথে যাই, আপনি পদাঘাত করিয়া, সর্প-দংশনের ন্যায় তীব্র জ্বালা প্রদান করিয়া, আমাদিগকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন। আর, আপনার কর্ণে আমাদিগের প্রার্থনা যেন সতত স্থানপ্রাপ্ত হয়।' কি সূত্রে, কোন্ পদের কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণে, ঐ ভাব অধ্যাহৃত হয়, মন্ত্রান্তর্গত পদাবলীর বিশ্লেষণে তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রে 'অরাধসং' পদ আছে। উহাতে যিনি ভগবানের আরাধনাপরায়ণ নহেন অর্থাৎ যিনি অপকর্ম্মকারী, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। 'মর্ত্তং' পদে সাধারণ মনুষ্যকেই বুঝাইতেছে বটে; কিন্তু এখানে প্রার্থনাকারী আপনাকেই লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। আকাঙ্ক্ষা—ভগবান্ পদাঘাত করুন; তাহাতে যেন তীব্র জ্বালা—সর্পদংশনবৎ যন্ত্রণার অনুভূতি উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা কাহার সম্পর্কে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগের রিপুগণই আমাদিগকে বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করে। দারুণ পীড়ন—সর্পদংশনবৎ জ্বালা অনুভব করিয়া, তাহারা সংযত হউক—এবংবিধ কামনাই এখানে প্রকাশমান। সেই রিপুগণের বক্ষে তীব্রদংশন আরম্ভ হউক; তাহারা সৎপথে ফিরিয়া আসুক। আর, তাহারই ফলে, আমাদিগকে সুপথগামী করিয়া, হে ভগবন্! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। ইহাই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। (১০অ—১২খ—২সূ—৩সা)।*

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র্   র   ২   ১   ২   ২   ১   ৩   ৫   ১ ২র র
যএকইদিবায়া ৩ তারি। বাসুমর্ত্তায়া ৩ দা। হুম্। শূ২৩৪ যাম্। আগ্নিশাসো

১ ২   ১ ২র   ৩র ২ ১   ৩   ৫   ২   র
অপ্রতিষ্কুতঃ। আগ্নিশা। নোঅপ্রতায়ি। স্ফু২৩৪ তাঃ। যশ্চিদ্বিষা।

২   ১রর   ২   ২   ১   ৩   ৫   ২১
যজ্ঞত্যা ৩ আ। সুভাবঃষ্মাবা ৩ বা। হুম্। দা২৩৪ তারি। উগ্রমুৎ-

২ র১২   ১২ন   ৩ ২ ১   ৩   ৫   ২র   র
পত্তাতেশবঃ। উগ্রম্। তৎপত্যাতারি। শা২৩৪ বাঃ। কদামর্ত্তরাধা ৩

২   ১র   ২   ২   ১   ৩   ৫   ১১র ২ ১
সাম। পদাক্ষুম্পামো ৩ বা। হুম্। ক্ষু২৩৪ বাং। কদানঃশুশ্রবদ্গিরঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২র ১ ২১ ৩ ৫ ১ ২র্‌ ১ n ৩
ব্যদা। নঃউগ্রণাৎ। ঈঁ ২ ৩ ৪ হিরাঃ। আদ্রিদ্রোণ। গঃ ২। বা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫
ঔঃহাবা। ঔ ২ ৩ ৪ ঋাঃ॥ ১।২।৩॥ ৬

—•—

প্রথমং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৪ ২ ৩ ১ ২
গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট! প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন!) 'গায়ত্রিণ.' (উদ্গাতারঃ, সামগায়িনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং, তব মহিমানং) 'গায়ন্তি' (উচ্চৈঃ গানং কুর্ব্বন্তি), 'অর্কিণঃ' (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিহোতারঃ) 'অর্কং' (ঋঙ্মন্ত্রং, তৎসম্বন্ধিস্তোত্রং) 'অর্চ্চন্তি' (উচ্চার্য্যন্তে, মন্ত্রোচ্চারণৈস্ত্বামারাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ). 'ব্রহ্মাণঃ' (স্তোত্রপাঠকাঃ ঋত্বিজঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বংশমিব' (উচ্চবংশদণ্ডবৎ, উচ্চকুলগমানঃ বা) 'উদ্ যেমিরে' (উন্নতং কুর্ব্বন্তি)। সামগানৈঃ ঋঙ্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈঃ স্তোত্রৈশ্চ ভগবতো মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতবন্ত ইতি ভাবঃ॥ (১০অ—১২খ - ৩সূ - ১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন! সামগায়িগণ সামগানে আপনারই মহিমা গান করেন, ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারী হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে আপনারই অর্চ্চনা করেন, স্তোত্রপাঠক ঋত্বিক্‌গণ উচ্চবংশের ন্যায় আপনাকেই উন্নত করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আপনার গুণগান করেন। (ভাব এই যে,—সামগানে, ঋঙ্মন্ত্রে এবং সর্ব্ববিধ স্তোত্রে সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়।)॥ (১০অ—১২খ—৩সূ—১সা)॥

---

* এই দশকান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয় গান আছে। উহার নাম, যথা ;—"ত্রৈককুভ্যং।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্ বহুযজ্ঞ বা ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'গায়ত্রিণঃ' উদ্গাতারঃ 'গায়ন্তি' স্তুবন্তি; 'অর্কিণঃ' অর্চন-হেতু-মন্ত্র-যুক্তা হোতারঃ 'অর্কং' অর্চনীয়ং ইন্দ্রং 'অর্চন্তি' স্তোত্র-শস্ত্রগতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রশংসন্তি; 'ব্রহ্মাণঃ' ব্রহ্মপ্রভৃতয়ঃ ইতরে ব্রাহ্মণাঃ 'ত্বাং' 'উদ্যেমিরে' উন্নতিং প্রাপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বংশমিব' যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতিং কুর্ব্বন্তি, যথা বা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ। এতাদৃশং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে—গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চ্চন্তি তেঽর্কমর্কিণো ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্যেমিরে বংশমিব। বংশো বনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রয়ত ইতি বেতি (নিরু০ নৈ০ ৫।৫)। অর্ক-শব্দঞ্চ বহুধা ব্যাচষ্টে—অর্কো দেবো ভবতি যদেনমর্চ্চন্ত্যর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্ত্যর্কমন্নং ভবত্যর্চ্চতি ভূতান্যর্কো বৃক্ষো ভবতি সংবৃতঃ কটুকিম্না (নিরু০ নৈ০ ৫।৪)—ইতি। (১০অ—১২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

কিবা সামগানে, কিবা ঋগ্‌মন্ত্রোচ্চারণে, কিবা অন্য কোনরূপ স্তোত্রে, যেখানে যে নামে যে ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা করা হউক না কেন, সে সকল অর্চ্চনাই সর্ব্বস্বরূপ সেই একেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। *

---

* আমরা বলি, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত অনুবাদ অন্যরূপ দেখিতে পাই;—যথা "হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে; নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারকেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।" ইহাতে দেবতার কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, বুঝিয়া দেখুন।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্মাণঃ' পদের অর্থ লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে বিতণ্ডা দৃষ্ট হয়। সায়ণ 'ব্রহ্মাণঃ' শব্দে 'ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সে অর্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"ঋগ্বেদের সময়ে ব্রাহ্মণাদি জাতি-বিভাগ ছিল না।" রমেশ দত্ত বলেন,—"ঋগ্বেদের ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি; 'ব্রহ্মা' একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত-বিশেষ; 'ব্রহ্মাণঃ' অর্থে স্তুতিবাদক বা পুরোহিতগণ" ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাণঃ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা,—

'Brahmani.'—Rosen,. 'Pretres.'—Langlois.

'The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman by caste.'—Wilson.

'Betenden.;—Roth.. 'Brahmanas.'—K. M. Banerjea.

কেহ ইন্দ্রদেবতার পূজা করেন, কেহ বায়ুদেবতার পূজা করেন, কেহ অগ্নিদেবতার পূজা করেন; কেহ বা শিবের, কেহ বা ব্রহ্মার, কেহ বা বিষ্ণুর অর্চনায় ব্রতী আছেন; আবার, কেহ বা দুর্গার, কেহ বা কালীর, কেহ বা জগদ্ধাত্রীর, কেহ বা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন; ইঁহাদের অনেকের হৃদয়ে হয় তো ভেদ-জ্ঞানও বিদ্যমান থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, ভগবান সর্ব্বদেবময়। যিনি যে দেবতারই পূজা-অর্চনা করুন, সকল পূজাঅর্চনাই তাঁহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ, এ মন্ত্রে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, যে পথ দিয়াই হউক, অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইবে।

অধুনা নূতন নূতন যুক্তির অবতারণায় নূতন নূতন পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল যুক্তি যে সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ, তাহা কখনই মনে করিতে পারি না। একটী দৃষ্টান্তের অবতারণায় বিষয়টী বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত অনেকে, পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, আমাদের প্রতিমা-পূজা প্রভৃতিকে নিষ্ফল হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। কেন-না, ঐ প্রতিমা-পূজার মধ্য দিয়াই প্রতিমার যিনি লক্ষ্যস্থল, তাঁহার নিকট পৌঁছান যায়। সমুদ্র যে কি, কখনও দেখি নাই; অথবা সমুদ্র যে কি, তাহা জানি না; কিন্তু যদি আমি জানি, এই নদীতেই সমুদ্রের রূপকণা আছে, আর এই নদীস্রোতের অনুগমন করিলেই সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়; তাহাতে, তদনুরূপ কর্ম্মের ফলে, সমুদ্র-দর্শন বা সমুদ্রে মিলন আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া আসে না কি? এই জন্যই বলিতে হয়—যাঁহার যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনি সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করুন; অগ্রসর হইতে হইতেই কেন্দ্রস্থানে উপনীত হইতে পারিবেন। এই জন্যই বলি, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" গীতার অমূল্য বাণী মনে মনে স্মরণ করুন। একেবারে পর্ব্বত-লঙ্ঘন-আশা দুরাশা মাত্র। অগ্রসর হউন—ধীরে ধীরে অগ্রসর হউন।

এ মন্ত্র বুঝাইয়া দিতেছেন,—'সংশয়াম্বিত হইও না; যেরূপে যে প্রণালীতে হউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও; তোমার সকল অর্চ্চনাই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। ফলতঃ, যে মার্গানুসারীই হও, তুমি ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা কর।' (১০অ—১২খ—৩সূ—১সা)॥ •

"ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা",—রমানাথ সরস্বতী।

ঋত্বিক্, হোতা, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নামে যাজ্ঞিকগণ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সে পরিচয় স্থানান্তরে প্রদান করা যাইবে। তবে এখানে সাধারণভাবে স্তোত্রপাঠক ব্রাহ্মণগণকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ　তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ　　৩　১র ২র ৩ ১র　　　২র ৩　১ ২

যৎ সানোঃ সান্বারুহো ভূর্য্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বম্।

২উ　৩　১ ২　　　৩ ১ ২　৩ ১ ২

তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা অস্মাকং সাধক ইতি শেষঃ) 'সানোঃ সানুং' (উচ্চাবচং, স্তরাৎ স্তরং) 'আরুহঃ' (আরূঢ়বান্, আরোহণং করোতি, ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতীতি ভাবঃ) তদেব 'ভূরি' (প্রভূতং) 'কর্ত্ত্বং' (কর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং), 'অস্পষ্ট' (স্পৃষ্টবান্, কর্ত্তুমারভতে); 'তৎ' (তদা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ). 'অর্থং' (ভক্তপ্রয়োজনং, সাধকস্য অভিপ্রেতং) 'চেততি' (জানাতি), অপিচ 'বৃষ্ণিঃ' (অভিলাষপূরকঃ স ভগবান্) 'যূথেন' (স্বগণেন, যথা-প্রয়োজনেন ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'এজতি' (আগচ্ছতি, সাধকং প্রাপ্নোতি, অভীষ্টলাভং করোতীতি ভাবঃ)। যদৈব সাধকঃ ক্রমশঃ সাধনমার্গে অগ্রসরো ভবতি, তদা সৎকর্ম্মনিবহা অনুগচ্ছন্তি; ভগবানপি তৎপ্রয়োজনং জ্ঞাত্বা তস্যাভীষ্টং পূরয়তীতি ভাবঃ॥ (১০প—১২খ ৩সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যেমন ক্রমশঃ সাধন-মার্গে অগ্রসর হন (শনৈঃশনৈঃ নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে আরোহণ করেন); তাঁহার (ইষ্টাপূর্ত্ত) কর্ম্মনিবহও সেইরূপ প্রভূতভাবে আরব্ধ হয় (ভগবানকে স্পর্শ করে—প্রাপ্ত হয়)। ভগবান্ তখন, সাধকের অভিপ্রায় ভক্তের (প্রয়োজন) বুঝিতে পারেন; এবং বুঝিতে পারিয়া, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিপ্রদ তিনি, প্রয়োজনানুরূপ ঐশ্বর্য্যাদি-সহ সাধকের সমীপে উপস্থিত হন। (যেমন ক্রমশঃ সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হন, সৎকর্ম্মনিবহ তাঁহার অনুগমন করেন; ভগবানও তখন তাঁহার প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করেন)। (১০প—১২খ—৩সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যৎ' যদা 'সানোঃ সানু' যজমানঃ সানোঃ সানু, সোমবল্লী-সমিদাদ্যাহরণায় পর্ব্বতপ্রদেশং 'আরুহৎ' আরূঢ়বান্। তথা 'ভূরি' বহুকর্ম্মযাগরূপং 'অস্পষ্ট' স্পৃষ্টবান্ উপক্রান্তবান্ তদা 'তৎ' তদানীং 'ইন্দ্রঃ' 'অর্থং' যজমানস্য প্রয়োজনং 'চেততি' জানাতি। জ্ঞাত্বা চ 'বৃষ্ণিঃ' কামানাং বর্ষিতা সন্ 'যূথেন' মরুদ্গণেন সহ 'এজতি' কম্পতে, অস্য স্থানাদ্ যজ্ঞভূমিমাগন্তুমিত্যর্থঃ। 'সানোঃসান্বারুহৎ'—'সানোঃ সানুমারুহৎ'—ইতি পাঠৌ। ২॥

দ্বিতীয় (১৩৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

বিহঙ্গম বৃক্ষশাখায় বসিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। সে স্বর শ্রবণে, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতেছেন। বৈষ্ণব শুনিতেছেন—পাখী গাহিতেছে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।' শৈব শুনিতেছেন—পাখী 'শিব শিব' বলিতেছে। শাক্ত পাখীর স্বরে 'কালী তারা দুর্গা' নাম শুনিতেছেন। মোসলেমের কর্ণে 'আল্লা আল্লা' ধ্বনি, নানকপন্থীর কর্ণে 'গুরু' নাম—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণ পাখীর গানে বিভিন্ন স্বর শুনিতেছেন। আবার ধর্ম্মের ধার যাঁহারা ধারেন না, অথবা যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহাদের কর্ণে ঐ স্বরই আর এক ভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

শব্দ ব্রহ্মময়। বেদ-বাক্যের ভাবগ্রহণ-সম্বন্ধেও সংসারে সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথ দিয়া সেই ভাবেই বেদরূপ মহাসমুদ্রের তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং বেদের ব্যাখ্যা নানা দিক্ হইতে নানা ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অতএব, গভীর ভাবপূর্ণ এই যে একটী মন্ত্র, ইহার অর্থ লইয়া কত প্রহেলিকারই উদ্ভব হইয়াছে!

সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণে, অধিকন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া, অধুনা মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমরা প্রথমে তাহারই আভাষ দিতেছি। তার পর, কি সূত্রে কোন্ অর্থ আসিয়াছে, একটু পরিচয় দিয়া, আমরা যে অর্থ সঙ্গত মনে করি, নির্দ্দেশ করিব।

সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'যে সময়ে যজমানেরা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য সোমলতা ও সমিধ প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পর্ব্বতের শিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ (পরিভ্রমণ) করেন, তখন তাঁহারা যে সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়া, অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্রদেব, মরুদাদি সাঙ্গোপাঙ্গ-সহ তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন।' ফলতঃ, ইন্দ্রদেব সোমরস মাদক দ্রব্যের এতই ভক্ত যে, সোমলতা-প্রভৃতি সংগ্রহের উদ্যোগ দেখিয়াই যজ্ঞক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ হন।

মন্ত্রটীর এই যে অর্থ অধুনা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ মন্ত্রের দুই তিনটী শব্দের উপর ব্যাখ্যাকারিগণের সংস্কারানুরূপ দৃষ্টির প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথম—'সানোঃ সানু'; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ 'সানোঃ সানু' দেখিয়া, তাঁহারা স্থির করিলেন,—'এই দুই শব্দে সোমলতা অন্বেষণার্থ পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ (আরোহণ) অর্থই আসিতেছে।' তার পর, 'কর্ত্বং', শব্দে যখন 'কর্ম্ম' বুঝায়, তখন উহা সোমযাগ-রূপ কর্ম্ম নিশ্চয়ই। এই হইতেই স্থির হইল,—'যজমানগণ যখন সোমলতা সংগ্রহ করিবার জন্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে আরোহণ করেন', ইত্যাদি। আপনার সংস্কারকে বা কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মন্ত্রটীর সহিত কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সমাবেশ করা হইল, বুঝিয়া দেখুন! তবে যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি-উন্মেষের জন্য যখন কোনরূপ যজ্ঞকর্ম্মের সঙ্গে ইহার সংশ্রব রক্ষা করা হইয়াছিল, তখন যে একেবারেই তাহার সার্থকতা ছিল না, তাহা মনে করি না। কেন-না, যজ্ঞ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে, যাজ্ঞিক আপনিই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অনাদকারিজন বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিক্রমের ছলে উহার মধ্যে যে সকল ভাবের সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিতান্তই চিত্তে ব্যথা প্রদান করেন।

যখন ঊর্দ্ধ উচ্চস্তরে আরোহণের ভাবমূলক 'আরুহঃ' ক্রিয়াপদ রহিয়াছে, তখন 'সানোঃ সানু' পদদ্বয়ে শিখরের উপর শিখরে চূড়ার উপর চূড়ায় পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে আরোহণের—ভগবৎসন্নিধানে অগ্রসর হওয়ার (উদ্গমনের) ভাবই উপলব্ধ হয়। যদি পর্ব্বতে পর্ব্বতে সোমলতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে 'আরুহঃ' ক্রিয়াপদ না থাকিয়া নিম্নোচ্চ শৃঙ্গে গতাগতিমূলক কোনরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহারই সঙ্গত হইত। অপিচ, সোমলতা-সংগ্রহের জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট স্থান যজ্ঞক্ষেত্রে ফিরিয়া আনিবার জন্য পুনরায় নিম্নদেশে অবতরণও আবশ্যক হইয়া পড়িত। কিন্তু এখানে সে ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। সুতরাং সাধকের ঊর্দ্ধে আরোহণ—ভগবৎসন্নিধানে উদ্গমন—এইরূপ অর্থই সমীচীন ও সুসঙ্গত। বিশেষতঃ, যখন সোমলতার বা সোমযাগের উল্লেখ পর্য্যন্ত এখানে নাই, তখন কেন সে অর্থ টানিয়া আনিতে যাই? 'কর্ত্বং' (কর্ম্ম) বলিতেই বা সোমযাগ রূপ কর্ম্ম কোথায় পাই? যে কর্ম্ম সৎসাম্প্রযুক্ত, যে কর্ম্ম জনহিতসাধক, আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি, সেই কর্ম্মই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মই ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে, সেই কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। সুতরাং সোমযাগ অর্থ টানিয়া না আনিয়া সাধারণভাবে জনহিতসাধক ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মাদিই 'কর্ত্বং' শব্দে বুঝাইতেছে, ইহাই আমরা মনে করি। যথানুষ্ঠিত ইষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মই ভগবানকে স্পর্শ করে। সেই জন্যই মন্ত্রে 'অস্পষ্ট' ক্রিয়াপদ দেখিতে পাই। 'যূথেন' পদেই বা মরুদ্গণকে বুঝাইতেছে, আর কেন মনে করিব? এক বলিতে পারি, দশদেবকে বুঝাইতেছে। আর বলিতে পারি, ভগবান-নামের সার্থকতা-সূচক তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যকে বুঝাইতেছে। 'ভগ' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'বৎ' প্রত্যয়ে 'ভগবৎ' শব্দ সিদ্ধ। কিন্তু 'ভগ' শব্দের তাৎপর্য্যে আমরা কি বুঝি?

'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্‌।'

ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী (সৌভাগ্য) জ্ঞান, বৈরাগ্য—তাঁহাতে এই ষড়বিধ বিভূতির বিদ্যমানতা-হেতু তাঁহার নাম ভগবান; তাঁহার 'যূথ' বা শ্রেণী বলিতে ঐ সকলকেই বুঝায় না কি? "আমি" বলিতে, আমরা কি বুঝি? বুঝি না কি—আমার এই অস্থিমাংসমেদ-মজ্জাসমষ্টিভূত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত লইয়াই 'আমি'। সেইরূপ ঐ ষড়ৈশ্বর্য্য সমষ্টিই ভগবত্ত্ব।

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের বিভিন্নরূপ প্রার্থনা থাকে। তদনুসারে, 'বৃষ্ণিঃ' অভীষ্টপূরক তিনি, সকলের সকল প্রকার প্রার্থনীয় বিষয় লইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে সকল প্রার্থনার সকল সামগ্রীই বর্ত্তমান। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

তিনি মহান, আমি ক্ষুদ্র; তিনি অনন্ত জলধি, আমি বারিবিন্দু। আমি কি কখনও তাঁহার সারূপ্য সাযুজ্য লাভ করিতে পারি? তাঁহার অনুসরণ পণ্ডশ্রম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। এই মনে করিয়া, অনেক সময় মানুষ ভগবানের আরাধনায় প্রতিনিবৃত্ত হয়। এ মন্ত্র মানুষের সেই হতাশে আশার সঞ্চার করিতেছে; বলিতেছে,—'কেন হতাশ হও? একটু একটু অগ্রসর হইতে আরম্ভ কর দেখি! তাঁহার করুণার ধারা সম্মুখেই স্বতঃ-প্রবাহিত দেখিতে পাইবে। সাধনমার্গে ক্রমশঃ যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, ততই তোমার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি পড়িবে, ততই তিনি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, ততই তোমার সিদ্ধিলাভের উপযোগী ঐশ্বর্য্যাদি লইয়া তিনি তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সাধকের অভীষ্টপূরণ জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত রহিয়াছেন। শঙ্কা করিও না, সন্দেহ করিও না, মনে সংশয় আনিও না। সাধনার ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে।' (১০অ ১২খ ৩দ্ব ২সা)।০

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যুঙ্ক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।

১ ২ ৩ ১র ২র
অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (সোমপায়িন, শুদ্ধসত্ত্বাধীন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং চতুর্ব্বর্গসাধনার্থং) 'কেশিনা' (কেশিনৌ, ঐশীশক্তিসম্পন্নৌ) 'বৃষণা' (বৃষণৌ, অভীষ্ট-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বর্ষণশীলৌ) 'কক্ষ্যপ্রা' (কক্ষ্যাপ্রৌ, সমকক্ষসাধকৌ) 'হরী' (পাপতমোহারকৌ, জ্ঞানভক্তি-রূপৌ দিব্যকিরণৌ) 'যুক্ষ্ব হি' (সর্ব্বথা সংযোজয়, অস্মাকং হৃদি স্থাপয়), 'অথা' (অনন্তরং)' গিরাং' (স্তুতীনাং) 'শ্রুতিং' (শব্দমুদ্দিশ্য) 'উপ' (সমীপে) 'চর' (ভ্রাম্য বিচরণং কুরু); অনেন মন্ত্রেণ উদ্গমনশীলসাধকাঃ জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ প্রার্থয়ন্তে; যতস্তে এব অভীষ্টফলদাত্র্যৌ। (১০অ—১২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভক্তাধীন ভগবন্! আপনি আমাদের চতুর্ব্বর্গফলসাধনের নিমিত্ত ঐশীশক্তিসম্পন্ন অভীষ্টপ্রদ তুল্যতাসাধক পাপ-তমোনাশী জ্ঞানভক্তিরূপ দিব্যজ্যোতিঃ (হরিদ্বয়) আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন, এবং স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমীপে (শব্দব্রহ্মরূপে) বিচরণ করুন (সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুন)। (এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধগতিবিশিষ্ট সাধক জ্ঞানের ও ভক্তির প্রার্থনা করিতেছেন; কেন-না, ঐ উভয়ই অভীষ্টফল প্রদান করে)॥ (১০অ—১২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোম পান-যুক্তেন্দ্র! 'হরী' ত্বদীয়াবশ্বৌ 'যুক্ষ্ব হি' সর্ব্বথা সংযোজয়। 'অথ' অনন্তরং 'নঃ' অস্মদীয়ানাং 'গিরাং' স্তুতীনাং 'উপশ্রুতিং' সমীপে শ্রবণমুদ্দিশ্য 'চর' তত্রদেশে গচ্ছ। কীদৃশৌ হরী? 'কেশিনা' স্কন্ধ-প্রদেশে লম্বমান-কেশ যুক্তৌ, 'বৃষণা' সেচন-সমর্থৌ যুবানৌ, 'কক্ষ্যপ্রাঃ' অশ্বোদর-বন্ধন-রজ্জুঃ কক্ষ্যাঃ, তস্য পূরকৌ পুষ্টাঙ্গাবিত্যর্থঃ। 'যুক্ষ্বা'—'যুক্ষ্বা'—ইতি পাঠৌ। যুঙ্ক্ষ্ব—সতি শিষ্টত্বেন প্রত্যয়স্বরঃ (৩।১।৩) শিষ্যতে, দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ (৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। কেশিনা—প্রশস্তাঃ কেশাঃ অনয়োঃ সন্তীতি মত্বর্থীয় ইনি-প্রত্যয়ঃ সুপাং সুলুগিত্যাদিনা (৭।১।৩৯) বিবচনস্যাকারাদেশঃ। বৃষণা—বৃষু মৃষু সেচনে (ভ্বা॰ প॰), কনিন্যু-বৃষি-তক্ষি রাজি-ধন্বি-দ্যু-প্রতি-দিবঃ—ইতি কনিন্, ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং (৬।১।১৯৭)—ইত্যাদ্যুদাত্তঃ, বা ষপূর্ব্বস্য নিগমে (৬।৪।৯)—ইতি উপধায়াঃ পক্ষে দীর্ঘাভাবঃ, পূর্ব্ববদাকারঃ (৭।১।৩৯)। কক্ষ্যপ্রাঃ—কক্ষ্যায়োর্ভবং কক্ষ্যং সূত্রং তৎ প্রাতঃ পূরয়তঃ পুষ্টত্বাদিতি কক্ষ্যাপ্রৌ; প্রা পূরণে (অদা॰ প॰), আতোঽনুপসর্গে (৩।২।৩)—ক প্রত্যয়ঃ, কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরেণান্তোদাত্তত্বং (৬।২।১৩৯) আকারঃ পূর্ব্ববৎ (৭।১।৩৯), অথা—নিপাতস্য চ (৬।৩।১৩৬)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। নঃ—'অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ' (৮।১।১৮)—ইত্যনুবৃত্তৌ বহুবচনস্য বস্নসৌ (৮।১।২১)—ইতি নসাদেশোঽনুদাত্তঃ। ইন্দ্র! সোমপাঃ! ইত্যুভৌ আমন্ত্রিতস্য চ (৮।১।১৯)—ইতি সর্ব্বানুদাত্তৌ। গিরাং—সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ (৬।১।১৬৮); ইতি বিভক্তিরুদাত্তঃ। উপ শব্দো নিপাত-ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ

(কি০ ৪।১২)। শ্রুতি-শব্দেন প্রাদিসমাসে কৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ ইতি তু বর্জ্জিততাদি-পরত্বাৎ গতেঃ প্রকৃতিস্বরঃ পর নিপাতঃ। (১০অ—১২খ—৩দৃ—৩সা) ॥

ইতি দশমস্যাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক ভূপাল সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয় (১৩৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আবার সেই সমস্যা! আবার সেই 'হরী'! আবার সেই অশ্বদ্বয়ের কল্পনা! আবার সেই ইন্দ্রের রথে অশ্বদ্বয় যোজনা!

তৃতীয়েন্দ্র-সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তের দ্বিতীয় সামে) এই 'হরী' সমস্যার সমাধান-পক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, এখানে আমাদের সেই মন্তব্যই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। পরন্তু সেখানে যেমন কয়েকটী বিশেষণ দেখিয়া 'হরী' যে কিরূপ অশ্বদ্বয়, তাহা প্রতীত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ বিশেষণ দ্বারাই তাহাদের স্বরূপ ব্যক্ত হইতেছে।

অথচ, এ মন্ত্রটিতে সেই ইন্দ্রের রথে অশ্বযোজনের কল্পনা প্রায় প্রতি ব্যাখ্যাতারের ব্যাখ্যাতেই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। যে কয়েকটি বিশেষণের সাহায্যে জ্ঞান ভক্তির নিদর্শন রূপ হরিদ্বয় অর্থ সঙ্গত হয়, সেই কয়েকটী বিশেষণেই কিরূপ দূর-কল্পনার সাহায্যে ইন্দ্রের রথে অশ্বযোজন-রূপ ভাবের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। তদ্দ্বারা আমাদের অর্থের সঙ্গতি-অসঙ্গতি উপলব্ধ হইবে।

একটি বিশেষণ—'কেশিনা'। যাঁহারা 'হরী' শব্দে অশ্বদ্বয় বুঝেন, তাঁহারা ঐ শব্দে 'কেশরবিশিষ্ট' ভাব পরিগ্রহ করেন; এবং 'বৃষণা' শব্দে 'যৌবনসম্পন্ন' ও 'কক্ষ্যাপ্রা' শব্দে উদরবন্ধনরজ্জুর প্রসার-হেতু 'পুষ্টাঙ্গ' অর্থ নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ঐ সকল শব্দ সম্পূর্ণ অন্যভাব-প্রকাশক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কেশী শব্দে অনন্তসলিলশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুকে বুঝায়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের কামনা আছে, সেখানে ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবানের বিভূতির ভাবই অন্তরে প্রতিভাত হয়। আমার আকাঙ্ক্ষা,—তিনি আমার প্রার্থনা শ্রবণের জন্য আসুন। সে ক্ষেত্রে তাঁহার অশ্বের কেশর আছে কি না, তিনি নবযৌবনসম্পন্ন কি না, এ সব দেখিবার আবশ্যক করে না। যিনি বাহনের রূপ দেখিয়াই বিহ্বল হন, তদারূঢ় দেবতাকে তিনি দেখিতে পান না। 'বৃষণা' শব্দে 'বর্ষণশীল' অর্থই সমীচীন। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ উহাতে 'যুবা' অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন। কত দূর কষ্টকল্পনার সাহায্যে ঐরূপ সকল অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এক 'কক্ষ্যপ্রা' শব্দের

বিষয় আলোচনা করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে। 'কক্ষ্য' শব্দের অর্থ 'তুল্যতা'; সেই তুল্যতাকে পূরণ করে অর্থাৎ প্রদান করে যাহারা, তাহারাই 'কক্ষ্যপ্রা'। এস্থলে, প্রকৃতি-প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দার্থ করিতে গেলে, অতি সহজেই 'সমকক্ষদায়ক' ভাব আসিতে পারে। কিন্তু ঐ শব্দে অশ্বের পুষ্টাঙ্গ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, ব্যাখ্যাকারগণ "কক্ষ্য" শব্দে 'উদর-বন্ধন-রজ্জু' এবং তাহার পূরক অতএব 'পুষ্টাঙ্গ' অর্থে 'কক্ষপ্রা' শব্দ ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, 'কক্ষ্য' শব্দে 'উদর-বন্ধন-রজ্জু' কোথা হইতে আসিল? কক্ষে অর্থাৎ বাহুমূলে (বগলে) থাকে যাহা, তাহাই কক্ষ্য। অশ্বের বাহুমূলে রজ্জু থাকে, এই হেতু মন্ত্রের 'কক্ষ্য' শব্দ হইতে উদর-বন্ধন রজ্জুর পূরক (ভাবে—পুষ্টাঙ্গ) অর্থ সিদ্ধ করা হইয়াছে। কি হইতে কি ভাবে কি সামগ্রী দাঁড়াইয়াছে, একটু প্রণিধান করিলে মনীষিমাত্রেই স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন। এইরূপে, সকল দিক সমালোচনা করিলে, সিদ্ধান্ত হয়, এ মন্ত্রে ভক্তাধীন ভগবানের নিকট জ্ঞানভক্তি লাভেরই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—সাধকের হৃদয়ে, জ্ঞানভক্তির উদয় হইলে, ভগবান আর দূরে থাকিতে পারেন না; তিনি তখন সাধকের স্তুতিমন্ত্র মধ্যেই বিরাজমান হন।' (১০অ—১২খ—৩সূ—৩সা)। •

—— • ——

তৃতীয়সূক্তের গেয় গান।

১র ২র র ১২ ১　　　২　১র —
১॥ গায়ন্তি৷গায়ত্রিণ ঔ। অর্চ্চন্ত্যর্কমর্কা ২ ৩ ইণাঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা ২ হো ১ য়ি।

২　১　২　২　২　৩　৫
শতক্রা ২ ৩ তাউ। উদ্বংশমিবয়া ১ য়িমী ৩ রে। উদ্বংশা ২ ৩ ৪ মী।

১ s　২　২　১ ^　২　১ র ২র র র ২ ১
বায়া ৩ উবা ৩। উপ্। যাৎসিরো ৩ ৫ হায়ি। যৎসানোস্সান্বারুহৎ ম্॥

র　২　১ --　র　২　র১র
ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্ত্ব ২ ৩ বাম্। তদিন্দ্রো ২ হো ১ য়ি। অর্থচেতা ২ ৩ তায়ি। যথেন-

২　২　২　র র ৩　৫　১ s　২　২
বৃষ্ণিণ ১ য়িঘা ৩ ভায়ি। যূথেনা ২ ৩ ৪ বৃ। ষ্ণায়িরা ৩ উবা ৩। উপ্।

১　২　২১র ২র .২র ১২র১　র　২
আহ ২ তো ৩ ৫ হায়িঃ। যুক্ষ্বাহিকেশিনা হরীঔ। বৃষণাকক্ষ্যপ্রা ২ ৩ প্রা।

১ র --　র　২　১র　২　২　২
অথানো ২ হো ১ য়ি। ইন্দ্রোসোমপা ২ ৩ পাঃ। গিরামুপশ্রুতা ১ য়িক্ষা ৩ রা।

২ ৩　৫　১ s　২　২　১　২
গিরামু ২ ৩ ৪ পা। শ্রুতা ৩ উবা ৩। উপ্। চাহ ২ রো ৩ ৫ হায়ি॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫র ৩২ ২ ২৮ ৩র২১ ৫ ৩২
২॥ গায়। ত্রিষ্টা ৩। হা ৩ হা। গায়ত্রাঘ্নিণা ২ ৩ ৪ ঃ। অর্চ্চ। ত্রিয়া ৩।

২ ২ন ৩২১ ৫র ৩২ ২ ২৮ ৩২১
হা ৩ হা। কমর্কায়িণা ২ ৩ ৪ ঃ। ব্রহ্মা। ণস্থা ৩। হা ৩ হায়ি। শতক্রাতো

৫ ৩২ ২ ২ন ৩২ ৯ ৫
২ ৩ ৪ উ। উদ্ব। শমা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। বংশা ৩ হো ২ ৩ ৪। বা।

৪ ৫ ৫ র ৩র২ ২ ২ন ৩১র১
মা ৫ য়িরো ৬ হায়ি। যৎসা। নোম্মা ৩। হা ৩ হা। স্থুবারুহা ২ ৩ ৪ ঃ।

৫র ৩২ ২ ২৮ ৩২১ ৫ ৩র২
ভূরি। অস্তা ৩। হা ৩ হা। ইকর্ত্ত্বা ২ ৩ ৪ ম। তদি। ন্দ্রো ৩।

২ ২ন ৩২র১ ৫র ৩২ ২ ২ন ৩২
হা ৩ হা। থংকেতাস্তা ২ ৩ ৪ য়ি। যূথে। নবা ৩। হা ৩ হা। স্কিরা ৩

১ ৫ ৪ ৫ ৫ র ৩২ ২ ২৮
হো ২ ৩ ৪। বা। জা ৫ ভো ৬ হায়ি। যুঙ্ক্ষা। হিকা ৩। হা ৩ হায়ি।

৩২র১ ৫ ৫র২ ২ ২ন ১
শিনাহারা ২ ৩ ৪ য়ি। বৃষ। ণাকা ৩। হা ৩ হা। ক্ষিয়াপ্রা ২ ৩ ৪।

৫র ৩২ ২ ২ন ৩২র১ ৫র ৩২
অথা। নআ ৩। হা ৩ হায়ি। ত্রগোমাপা ২ ৩ ৪ ঃ। গিরাম্। উপা ৩।

২ ২৮ ৩২ ১ ৫ ৪ ৫
হা ৩ হায়ি। শ্রুতা ৩ য়িধ্বো ২ ৩ ৪। বা। চা ৫ রো ৬ হায়ি।

* * *

৫র ৩২ ৪র ৫ ১ ১র ২
৩॥ গায়। ত্রিষ্টা ৩। গায়ত্রিণাঃ। অর্চন্ত্যর্কমর্কিণা ২ ৩ ঃ। ব্রহ্মাণস্থা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
শতা ৫ ক্রতাউঃ। উদ্বংশমা ৩ ১ ২ ৩ য়ি। বয়োরা। মা ৫ য়িরো ৬ হায়ি।

৪ ৫ ২র ২ ৪ র ৫ ১র ১ র ২
যৎসা। নোঃসা ৩। স্থুবারুহাঃ। ভূর্যাস্তই কর্ত্ত্বা ২ ৩ ম। তাদিন্দ্রোপা

৪ ১র২ ৪ ৫ ৪
৩ ১ ২ ৩। থংকে ৫ ততায়ি। যূথেনবা ৩ ১ ২ ৩। স্কিরোবা। জা ৫ ভো ৬

৫ ৫ র ৩২ ৪ র৫ ১ র
হায়ি। যুঙ্ক্ত্বা। হিকা ৩ য়ি। শিনাহরায়ি। বৃষণাকক্ষিপ্রা ২ ৩।

১ র ২ ৪ ১ র ২ ৪ ৫
আথানআ ৩ ১ ২৩ য়ি। ত্রগো ৫ মপাঃ। গায়িরামুপা ৩ ১ ২ ৩। শ্রুতোরা।

৪ ৫
চা ৫ রো ৬ হায়ি। ১২৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "উদ্বংশীয়ম"; (২) "দ্বিরভ্যস্তস্য ত্রৈশোকম" এবং (৩) "গৌরীবিতম।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরং॥ ১॥

প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

প্রথমং সাম॥

(প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুষমিদ্ধো ন আ বহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে॥

১ ২ ৩ ১ ২
হোতঃ পাবক যক্ষি চ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'হোতঃ' (কর্ম্মসিদ্ধিকারক, দেবতাবানাং আহ্বারক) 'পাবক' (পবিত্রকারক, পাপনাশক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সুসমিদ্ধঃ' (সম্যগ্দীপ্তঃ স্বপ্রকাশকঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তান সর্ব্বান দেবভাবান) 'আবহ' (প্রাপয়); 'চ' (এবং) 'হবিষ্মতে' (যাজ্ঞিকায়, কর্ম্মকারিণে মদর্থং) 'যক্ষি' (কর্ম্মসম্পাদনং কুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানসংযুক্তানি ভবন্তু; যেন বয়ং দেবত্বমাপ্তাঃ ভবামস্তৎ বিধেহি। (১১অ—১খ—১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মসিদ্ধিকারক (দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী) পাপনাশক হে জ্ঞানদেব! স্বপ্রকাশ আপনি, আমাদিগকে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সকল দেবভাব প্রদান করুন; এবং কর্ম্মকারী আমার জন্য কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া দিউন। (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মসমূহ জ্ঞান-সংযুক্ত হউক; আর যেন আমরা দেবত্বমণ্ডিত হই, তাহাই বিহিত করুন।)॥ (১,অ—,খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং

হে 'অগ্নে' 'সুসমিদ্ধঃ' এতন্নামকস্ত্বং 'নঃ' অস্মদীয়ায় 'হবিষ্মতে' যজমানায় তদনুগ্রহার্থং 'দেবান্' 'আবহ'। হে 'পাবক' শোধক! 'হোতঃ' হোমনিষ্পাদকাগ্নে! 'যক্ষি চ' যজ চ। 'সুসমিদ্ধঃ—সমঃ ক্রিয়াবিশেষণত্বেন গতি-সংজ্ঞকত্বাৎ প্রাদিসমাসঃ, শোভনং যাচিনঃ সু শব্দস্য তু বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলং (২১৫৭)—ইতি স'মদ্ধ-পদেন কর্ম্মধারয়ঃ সমাসঃ, সু-শব্দঃ প্রাতিপদিক-স্বরেণাদ্যোদাত্তঃ, 'কর্ম্মধারয়েঽনিষ্ঠা (৬২।৪৬) ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং, ক্রিয়া-বিশেষণত্বে হি সু শব্দস্য গতিত্বাৎ প্রাদিসমাসে 'গতিরনন্তরঃ' (৬২।৪৯) ইতি সমো-ঽনন্তর ইতি সমো যত্নত্তরত্বং তদেব কৃদুত্তর-প্রকৃতি-স্বরত্বেন (৬২।১৩৯) স্যাদন্তোতি সু-শব্দোঽনুদাত্তঃ স্যাৎ। দেবাঁ-অগ্নে—দীর্ঘাদটি সমানপাদে (৮৩৯) ইতি নকারস্য রুত্বং, অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা (৮৩।২) আতোঽটি নিত্যং (৮৩৩)—ইত্যনুনাসিকঃ। হবিষ্মতে—হবিরস্যাস্তীতি মতুপ্, তেসৌ মত্বর্থে (১।৪।১৯) ইতি ভত্বেন পদত্ব-বাধিতত্বাৎ রুত্বং। হোতঃ—পাবক এতচ্ছব্দয়োরামন্ত্রিতয়োঃ পৃথক্ পৃথগেব ক্রিয়ান্বয়ে পরস্পর-সামর্থ্যাৎ পরাঙ্গবত্তাবাভাবান্ন তন্নিবন্ধনমৈকস্বর্য্যং নচ দ্বিতীয়স্যা-মন্ত্রিতস্যাষ্টমিক (৮১।১৯) নিঘাতেনৈকস্বর্য্যং আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ (৮।১।৭২) ইতি পূর্ব্বস্যাবিদ্যমানত্বেন পদাদপরত্বাৎ পাদাদিত্বাচ্চ পরস্য সামানাধিকরণ্যেঽপি হোতরিত্যস্য বিশেষত্বে সমানমেবাবিদ্যমানবত্বং, অতএবাবিদ্যমানবত্বাৎ সামর্থ্যেঽপি ন পরাঙ্গবদ্ভাব,—ইতি নৈকস্বর্য্য সিদ্ধিঃ, অতো হোতরিতি বিশেষ্যং; অতঃ পুনাতীতি পাবকঃ ইত্যবয়ব-প্রসিদ্ধ-স্বীকারেণ বিশেষণত্বাদ্ধোতরিতি বিশেষ্যং, তচ্চ সামান্যবচনং ইতি নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে (৮।১।৭৩) ইত্যবিদ্যমানবত্ত্ব-প্রতিষেধাৎ পদাৎপরত্বাদপাদাদিত্বাচ্চ দ্বিতীয়ামন্ত্রিতস্যাষ্টমিক-নিঘাতেন বা পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি শেষ-নিঘাতেন বা সর্ব্বানুদাত্তত্ব-সিদ্ধিঃ। যক্ষি—যজের্লোপঃ সিপি বহুলং ছন্দসি (২৪৭৩)—ইতি শপো লুক্, ব্রশ্চাদিনা (৮২।৩৬) ষত্বং, ষঢোঃ কঃসি (৮।২।৪১)—ইতি কত্বং, সের্হ্যাদেশশ্ছান্দসত্বান্ন ভবতি; সিপঃ পিত্ত্বেনানুদাত্তত্বাদ্ধাতু-স্বরএব (৬১।১৬২) শিষ্যতে, ন চ তিঙতিঙঃ (৮।১২৮) ইতি নিঘাতঃ পূর্ব্বস্য পাবকেত্যা-

মন্ত্রস্থস্য বিদ্যমানবত্ত্বেন পদাৎপরত্বাৎ, অতএব তস্যাবাবধায়কত্বে হোতরিত্যপেক্ষ নিঘাতঃ। স্যাদিতিচেৎ ন, যক্ষি পদাপেক্ষয়াহোতরিত্যপি পূর্ব্বত্বেনাবিদ্যমানত্বাৎ; নন্থ নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে (৮।১।৭৩) ইতি তস্য নিত্যাবিদ্যমানত্বং, ন চ পাবকপদস্যা বিদ্যমানত্বেন সমানাধিকরণ-পরত্বাভাবঃ; যক্ষি-পদস্যৈব হি কার্য্যং প্রতি পাবকপদং পূর্ব্বত্বাদবিদ্যমানবৎ স্যাৎ. হোত-পদম-বিদ্যমানবত্ত্ব প্রতিষেধং প্রতি তু পরত্বাবিদ্যমানবদেবেতি ভবত্যেব হোতঃ-রিত্যস্যাবিদ্যমান বত্ত্ব-প্রতিষেধঃ, অতস্তস্যাবিদ্যমানত্বাত্তদপেক্ষয়া যক্ষীতি নিঘাতঃ প্রাপ্নোত্যেব? সত্যং;—অত্র যক্ষীত্যস্য চ বক্ষ পরত্বাৎ চাহবু চ (৮।১।৫৮) ইতি নিঘাত-প্রতিষেধো ভবিষ্যতীত্যদোষঃ। (১১অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ::: ——

'আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই, এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন'; পুনঃপুনঃ প্রায় সকল সূক্তেই এইরূপ প্রার্থনা দেখিতে পাই। দেখিয়া মনে হয়,—যেন এই প্রার্থনাই সার প্রার্থনা। যত আকাঙ্ক্ষা বা যত কামনাই হৃদয়ে জাগরূক থাকুক না কেন, সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল কামনার পরিতৃপ্তি—দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়ায়। যজ্ঞে দেবগণের আগমন অথবা দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া,—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নয়,—দেবভাবে ভাবান্বিত হওয়া বা দেবগুণে গুণান্বিত হওয়া? 'আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই' এইরূপ প্রার্থনায়, 'আমরা যেন দেবত্ব বা দেবভাব লাভ করি'—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

অগ্নিদেব! তুমি সুসমিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্যমান জ্ঞানস্বরূপ; আর আমরা অজ্ঞান। তুমি আমাদিগকে সেই দৃষ্টি দেও,—যেন আমরা দেবত্বের লক্ষণসমূহ দেখিতে পাই ও ধারণা করিতে পারি। তুমি পাপনাশক পাবক, আমি ঘোর পাপ-তমে আচ্ছন্ন। তুমি আমার পাপ নাশ কর,—তোমার দিব্যজ্যোতিতে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হউক। তুমি সুসমিদ্ধ, তুমি দৃশ্যমান; অন্য দেবগণ অদৃশ্য আছেন। তোমার গুণমহিমা আমরা কতকটা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কতকটা অনুসরণ করিতে পারিব বলিয়াও বুঝিতেছি; কিন্তু অন্যান্য দেবগণের গুণ বিশেষণ বা বিভূতি কিরূপে জানিব?—কেমনে অনুসরণ করিব। তাই প্রার্থনা করি, তোমার মধ্য দিয়া, তাঁহাদিগকে তুমি প্রদর্শন করাও;—সকল গুণে যেন গুণী হই, সকল কর্ম্মে যেন কর্ম্মী হই, সকল দেবভাবে যেন মণ্ডিত হই। ফলে, একে বহুত্ব এবং বহুতে একত্ব যেন প্রত্যক্ষীভূত হয়। (১অ—১খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অদ্যা কৃণুহ্যূতয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (মেধাবিন্, ভগবন্) 'তনূনপাৎ' (জন্মকারণনাশকঃ, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষকঃ) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিবসে, নিত্যমিতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মধুমন্তং' (রসবন্তং, সুখপ্রদং—ইহলৌকিকং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (কর্ম্ম, কর্ম্মফলং বা) 'বীতয়ে' (নাশায়, ভগবন্তং সমর্পণায়) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'কৃণুহি' (অন্তর্ভুক্তং লীনং বা কুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বযুক্তং ভবতু, ভগবন্তং চ প্রাপ্নোতু ; তেন অস্মাকং জন্মকারণং বিনশ্যতু মোক্ষং চ অধিগতোঽস্তু। (১১অ—১খ—১সূ ২সা।) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! জন্মকারণনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক আপনি, অদ্য (নিত্যকাল) আমাদিগের ইহলৌকিক সুখপ্রদ কর্ম্মকে বা কর্ম্মফলকে নাশ করিবার জন্য অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্ব-সমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন অর্থাৎ দেবভাবসমূহে লীন করিয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হউক এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হউক ; আর তদ্দ্বারা আমাদিগের জন্মকারণ নাশ পাউক এবং মোক্ষ আমাদিগের অধিগত হউক।) (১১অ—১খ—১সূ—২সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' মেধাবিন্নগ্নে! 'তনূনপাৎ'—এতন্নামকস্ত্বং 'অদ্য' অস্মিন্ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'মধুমন্তং' রসবন্তং 'যজ্ঞং' যজনীয়ং হবিঃ 'দেবেষু' 'কৃণুহি' কুরু প্রাপয়েত্যর্থঃ। কিমর্থং ? 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণায়। 'ঊতয়ে'—'বীতয়ে'—ইতি পাঠৌ। (১১অ—১খ—১সূ—২সা।) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

তৃপ্তি আসিতেছে না। যজ্ঞ বা কর্ম্ম এখনও দেবতার নিকট পৌঁছে নাই। কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'আমার যজ্ঞ (কর্ম্ম) হে দেব, আজ যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।'

বুঝিয়াছি,—আমার কর্ম্ম এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। বুঝিয়াছি,—[illegible]ন যে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি, সকলই বৃথা হইয়াছে। কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিতে পারিয়াছি কৈ? সুতরাং দেবগণ-সমীপে কোন কর্ম্ম পৌঁছিবে আমার? আজ তাই সাধক যেন নূতন কর্ম্মে মধুমস্ত ভক্তিপূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ তাই যেন তিনি একটু সাহস করিয়া বলিতেছেন,—'দেবগণের প্রীত্যর্থ বিহিত আমার ভক্তিপূত কর্ম্ম তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন।'

সৎকর্ম্ম আমার - ভক্তিযুত কর্ম্ম আমার—সে কি আপনি পৌঁছিতে পারিবে না? পারে বটে; কিন্তু আমার জ্ঞান তো বিশুদ্ধ নহে! আমি যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করিব, আমি যাহাকে তাঁহাদের প্রীতিসাধক কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিব, তাহা যে ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইবে না - কেমন করিয়া বলিতে পারি? তাই অগ্নিদেবের অনুগ্রহ প্রার্থনা—অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া কর্ম্ম সৎকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হউক, এবম্বিধ কামনা প্রকাশ পাইতেছে।

ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। আমাদের গুরুস্থানীয় জ্ঞানিগণ - পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন - আমাদিগের কৃত কর্ম্মে ভ্রম-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অনেক সময় আমাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। সে ক্ষেত্রে আমাদিগের কর্ম্মাকর্ম্মের পরীক্ষক তাঁহারাই। এখানে অগ্নিদেবকে সেই পরীক্ষকের আসন প্রদান করা হইয়াছে। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মসাৎ করিতে - তিনি অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই পুনঃপুনঃ অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হইয়াছে। যজ্ঞের বা কর্ম্মের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া আমার কর্ম্মকে তিনি দেবসমীপে পৌঁছাইয়া দেন অর্থাৎ আমার কর্ম্মকে দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলুন - ইহাই প্রার্থনা।

'তনূনপাৎ' শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, তাঁহার নিকট কর্ম্ম 'নব-কলেবর প্রাপ্ত হয়' বলিয়াই তিনি 'তনূনপাৎ'। 'তনূ+উন+প+অৎ'—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ উন (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ) তনু (দেহের) প (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি অৎ (ভক্ষণ) করেন, তাঁহাকেই 'তনূনপাৎ' কহে। এই অর্থেই তনূনপাৎ' শব্দে ঘৃতভোজী অগ্নিকে বুঝায়। পরন্তু, কর্ম্মকে বিশুদ্ধভাব দান করিয়া, তাহার স্থূলভাব ক্লেদরাশি তিনি ভস্মসাৎ করেন, এখানে এই অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। দেহের পূর্ণতা - কিনা স্থূলভাব', তাহার

'নাশ'—কিম্বা '...পাৎ'। তাহার ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্ম্মের নাশ। 'তনূনপাৎ' শব্দে আমরা তাই 'ঘৃতভুক্' না বলিয়া 'জন্মকারণনিবারক' পক্ষান্তরে 'শুদ্ধসত্ত্বভাবরক্ষক' অর্থ পরিগ্রহণ করি। এ মন্ত্রে 'তনূনপাৎ' শব্দের সার্থকতা ঐ অর্থেই সিদ্ধ হয়। মন্ত্রের মূল লক্ষ্য—নিগূঢ় প্রার্থনা—জ্ঞান-বিকাশে মোক্ষ-লাভ। (১২অ—১খ—১সূ—২সা)॥০

—— ০ —— •

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

নরাশ৺সমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে।

১ ২ ৩ ১ ২

মধুজিহ্বং৺ হবিষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (অত্র) 'অস্মিন্' (কর্ম্মণি, অস্মাকং সর্ব্বস্মিন কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিপ্রদং) 'মধুজিহ্বং' (মধুরভাষণং, সুখদায়কং) 'হবিষ্কৃতং' (সত্ত্বপ্রাপকং) 'নরাশংসং' (নরৈঃ স্তূয়মানং, সর্ব্বেষাং আরাধনীয়ং তং জ্ঞানদেবং) 'উপহ্বয়ে' (আহ্বয়ামি) অর্থমিতি শেষঃ। ময়ি জ্ঞানসমাবেশো ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ॥ (১১অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

এই কর্ম্মে (অর্থাৎ আমাদিগের সকল কর্ম্মে) প্রীতিপ্রদ সুখদায়ক সত্ত্বপ্রাপক সকলের আরাধনীয় (নরাশংসকে) সেই জ্ঞানদেবতাকে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† মন্ত্রের 'নরাশংসং' পদের উৎপত্তি-বিষয়ে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তবে 'নরৈঃ' 'শংস্যতে' স্তূয়তে যঃ সঃ 'নরাশংসঃ' অর্থাৎ নরগণ কর্ত্তৃক তিনি স্তুত (প্রশংসিত) হন, এই জন্যই তিনি 'নরাশংস'—এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হয়। অগ্নির এই নরাশংস নাম প্রাচীন পারসিকগণের ধর্ম্মপুস্তক 'জেন্দ আবেস্তায়' নৈর্য্যোসঙ্ঘ' রূপ পরিগ্রহণ করিয়া আছে। এ সম্বন্ধে রমেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"নরাশংস অর্থ মানবপ্রশংসিত। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক 'আবেস্তায়' অগ্নিকে 'অতর' কহে; অগ্নির 'নরাশংস' নামও নৈর্য্যোসঙ্ঘরূপে লক্ষিত হয়। একটী স্তুতি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি আহ্বান করি। (আমাতে জ্ঞান সমাবেশ হউক—এই মন্ত্র এইরূপ আকাঙ্ক্ষামূলক)॥ (১১অ—১খ—১সূ—৩স)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইহ' দেবযজন-দেশে 'অগ্নিম্' বর্ত্তমানে যজ্ঞে 'নরাশংসং' এতন্নামকমগ্নিং 'উপহ্বয়ে' আহ্বয়ামি। কীদৃশং? 'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতি-হেতুং, 'মধুজিহ্বং' মধুরভাষি-জিহ্বোপেতং মাধুর্য্য-রসাস্বাদক জিহ্বোপেতং বা, 'হবিষ্কৃতং' হবিষো নিষ্পাদকং ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৩৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এ মন্ত্রে অগ্নিদেবের যে কয়টী বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাকে জড়াগ্নি বলিয়া আদৌ মনে আসিতে পারে না। তাঁহার ঐ সকল বিশেষণ দ্বারা, তিনি দেবগণের প্রীতি-সম্পাদক—উত্যাদি ভাবও আসিতে পারে; আবার তিনি যে আমাদের সর্ব্ববিধ শুভদায়ক, এবম্বিধ অর্থও পরিগ্রহ করিতে পারে। তাঁহাকে আহ্বান করিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে, অপিচ তাঁহার মধ্য দিয়াই সর্ব্বদেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; এখানে এ মন্ত্রে সে ভাবও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং এ অগ্নি যে কোন অগ্নি, তাহাই অনুভব করিয়া দেখুন। 'নরাশংস' শব্দের অর্থ—'সকল মানব কর্ত্তৃক প্রশংসিত' অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। সে অর্থে, এ মন্ত্রে জ্ঞান-রূপ অগ্নিরই অর্চ্চনা হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা সকল যজ্ঞই সুসম্পন্ন হয়, জ্ঞানের দ্বারা সকল অনুষ্ঠানই সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে পারে। জ্ঞান সকলেরই প্রীতিপ্রদ। সুতরাং অঘটনঘটনপটীয়সী এই জ্ঞানরূপী মহাশক্তি লাভে কে না উদ্বুদ্ধ হয়! আবার জ্ঞানের কার্য্যকারিতা কোথায় নাই? কিবা জড়জগতে কিবা অন্তর্জগতে—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই জ্ঞানের মাহাত্ম্য জ্ঞানের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পার্থিব ঐশ্বর্য্যলাভেও জ্ঞান প্রয়োজন; আবার পরমধন মোক্ষলাভেও জ্ঞান প্রধান অবলম্বন। অগ্নিকে এখানে যে মধুভাষী বলা হইয়াছে, তাহাও সার্থক—জ্ঞানের

'আমরা অহুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্য্যোসঙ্ঘকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।' জেন্দ আবেস্তা, দ্বিতীয় সিরোজা।

ইরাণীয়গণের অগ্নিপূজা বৈদিক পূজার অনুসরণ মাত্র। মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা আছে। পৃথিবীর সকল মনুষ্যই যে কোন-না-কোনরূপে অগ্নিদেবতার পূজায় ব্রতী ছিলেন বা আছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়।—

৩ অনেকের পূজা-পদ্ধতি ভ্রান্ত-পথানুবর্ত্তী হইতে পারে। কিন্তু সার্ব্বজনীন যে কর্ম্মানুষ্ঠান, বা বিশ্বাস, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্য আছে বুঝিতে হইবে।

(সত্যের) মধুর-ভাবরূতা চিরপ্রত্যক্ষীভূত। এখানে জ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হওয়ার কামনাই প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রটী আত্মোবোধের। প্রার্থনাকারী জ্ঞানসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। (১১অ-১খ-১সূ-৩সা)। ০

—০—

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অগ্নে সুখতমে রথে দেবাং ঈড়িত আ বহ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অসি হোতা মনুর্হিতঃ॥ ৪॥
*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) ত্বং 'ঈড়িতঃ' (আরাধিতঃ স্তুতঃ সন) 'সুখতমে' (অতিশয়েন সুখহেতুকে, সুখকারকে, ভক্তিবিনম্রভাবযুক্তে) 'রথে' (অস্মাকং কর্ম্মণি মনোরথে বা) 'দেবান্' (দেবভাবান্, দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'আবহ' (আনয়); যতস্ত্বমেব 'মনুর্হিতঃ' (মনুষ্যাণাং হিতসাধকঃ) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, অস্মাসু দেবভাবানাং প্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! ত্বমেব দেবত্ববিধায়কঃ; অস্মান্ দেবত্বং প্রযচ্ছ। (১১অ—১খ ১সূ—৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! আপনি আরাধিত বা স্তুত হইয়া অতিশয় সুখহেতুকর আমাদিগের কর্ম্মমধ্যে বা হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে (দীপ্তিদানাদিগুণ-বিবহকে) আনয়ন করুন; যেহেতু, আপনিই মনুষ্যগণের হিতসাধক এবং আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের আহ্বানকারী হয়েন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনিই একমাত্র দেবত্ব-বিধায়ক; আমাদিগকে দেবত্ব প্রদান করুন)। (১১অ—১খ—১সূ—৪সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইদং-শব্দাভিধেয়' হে 'অগ্নে'! 'ঈড়িতঃ' অস্মাভিঃ স্তুতঃ সন্ 'সুখতমে' অতিশয়েন সুখহেতৌ কস্মিংশ্চিৎ 'রথে' 'দেবান্' স্থাপয়িত্বা কর্ম্মভূমৌ 'আ বহ' (ইট্ শব্দাভিধেয়স্তমত্র স্বচরিতুমীড়িত ইতি বিশেষণং। 'মনুর্হিতঃ' 'মনুনা' মন্ত্রেন মনুষ্যেণ বা যজমানাদিরূপেণ 'হিতঃ' অত্র স্থাপিতঃ ত্বং 'হোতা' দেবানামাহ্বাতাসি। (১:অ–১খ–১সূ–৪সা)।

* . *

চতুর্থ (১৩৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———— ০ ————

এই মন্ত্রে অগ্নির এক নাম ঈড় (ঈল) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঈড়ন্ত অর্থাৎ স্তুত হইবার উপযুক্ত। এই জন্যই তাঁহার 'ঈড়' নামের সার্থকতা।

তিনি সর্ব্বদা স্তুত হন কেন? কারণ, তিনি 'মনুর্হিতঃ' অর্থাৎ মনুষ্যের হিতসাধনই তাঁহার কার্য্য; আর, তিনি 'হোতা' অর্থাৎ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য দেবগণকে নিয়ত আহ্বান করিয়া থাকেন। আর তিনি কি করেন? তিনি সুখতম রথে আরোহণ করাইয়া দেবগণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন। অর্থাৎ, সকল দেবতা সর্ব্বদিক হইতে আসিয়া মনুষ্যের মঙ্গল করুন—ইহাই তাঁহার লক্ষ্য।

সাধারণভাবে মন্ত্রের এই অর্থই উপলব্ধ হয় বটে। কিন্তু একটু নিগূঢ় অনুসন্ধান করিলে, এ মন্ত্রে এক অনুপম আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করা যায়। 'সুখকারক রথে দেবগণকে স্থাপন করাইয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মকে প্রাপ্ত করান'—বুঝিয়া দেখুন দেখি, ইহার মর্ম্মার্থ কি? 'রথ' বলিতে এখানে 'মনোরথ' অথবা কর্ম্মকে বুঝায়। 'সুখতম' বিশেষণে 'ভক্তিবিনম্র ভাবযুত' অথবা 'সুখপ্রদ' অর্থ উপলব্ধ হয়। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান বাঁধা আছেন। বিশুদ্ধা ভক্তি উপহার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ কিছুতেই নাই। সে পক্ষেই 'সুখতম' পদের সার্থকতা দেখি। মন যখন ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়, তখনই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে (মনোরথে) অধিষ্ঠিত হন। মনোরথ তখনই তাঁহার সুখতম হয়। সেই ভাবই এখানে ব্যক্ত রহিয়াছে। সুখতম সেই মনোরথে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, তখন কি আর কর্ম্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে অবশিষ্ট থাকে? যে কর্ম্ম তাঁহাকে (ভগবানকে বা তাঁহার বিভূতিস্বরূপ দেবগণকে) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মই মনুষ্যের মঙ্গলকর, সেই কর্ম্মই দেবগণের আহ্বানকারী; সেই কর্ম্মই ভগবানকে নিকটে ডাকিয়া আনিতে পারে। অগ্নিদেব যে সুখতম রথে দেবগণকে আরোহণ করাইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আনয়ন করেন এবং মনুষ্যের হিতসাধনপূর্ব্বক দেবগণকে আহ্বান করিয়া থাকেন; তাহার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব এই যে,—হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় (জ্ঞান-রূপ অগ্নির সঞ্চার) হইলে, ভগবানের প্রতি ভক্তি আপনিই সঞ্জাত হয়, এবং ভক্তিবিমিশ্র কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়; তাহাতে মনুষ্যের মঙ্গল এবং দেবতার আহ্বান সার্থক হয়। আপনারই জ্ঞান, আপনারই ভক্তি, আপনারই

কর্ম্ম—আপনারই শ্রেয়ঃসাধক। ইহা বুঝিয়া, জ্ঞানার্জ্জনে, ভক্তির স্ফূরণে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, মানুষ, তুমি প্রবৃত্ত হও।'—তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। মন্ত্রের ইহাই উপদেশ। প্রার্থনারও ইহাই মর্ম্ম॥ (১অ.-১খ-১সূ ৪সা')॥ ০.

—— ● ——

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ২উ ৩ ২ ৭ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যদদ্য সূর উদিতে অনাগা মিত্রো অর্য্যমা।

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২র
সুবাতি সবিতা ভগঃ॥ ১॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরে উদিতে' (জ্ঞানালোকে সমুৎপন্নে—সাধকানাং হৃদি উপ্তি যাবৎ) 'অনাগা' (পাপনাশকঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ) 'অর্য্যমা' (মাতৃস্থানীয়ঃ) 'সবিতা' (বিশ্বস্য সৎকর্ম্মণি প্রেরয়িতা) 'ভগঃ' (ঐশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'সাধকেভ্যঃ 'যৎ' (যৎ ধনং, তৎ প্রসিদ্ধং পরমধনং) 'অদ্য' (নিত্যকালং) 'সুবাতি' (প্রযচ্ছতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ পরমধনং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (১১অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুৎপন্ন হইলে, পাপনাশক, মিত্রভূত, মাতৃস্থানীয়, বিশ্বের সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা, ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা সাধকদিগকে সেই প্রসিদ্ধ পরমধন নিত্যকাল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসম্পন্ন সাধক পরমধন লাভ করেন)॥ (১১অ—১খ—২সূ—১সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যৎ' ধনং 'নঃ' অস্মাকং অপেক্ষিতং 'তৎ' 'অদ্য' অস্মিনকালে 'সূরে' 'উদিতে' সতি প্রাতঃসময়ে 'অনাগাঃ' পাপহন্তা, 'মিত্রঃ', 'অর্য্যমা', 'সবিতা', 'ভগঃ' চ এতৎ প্রত্যেকং

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'সুবীতি' প্রেরয়ৎ। অথবা অনাগা-মিত্রো অর্য্যমা ভবতু. ভদীপ্সিতঃ ভগো ভজনীয়ঃ সবিতা সুবাতি প্রেরয়তু। (১১অ ১খ ২সূ - ১সা)।

• • •

প্রথম (১৩৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

মন্ত্রে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবানই মানবের পরম মিত্র। তিনিই মানুষকে তাহার পরম অভীষ্ট প্রদান করেন। জগতের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু, মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়, ভগবানের কৃপাতেই মানুষ তাহা লাভ করিতে পারে।

তিনি মানবের মাতৃস্থানীয়। তিনি যে কেবলমাত্র বন্ধুভাবে মানবকে তাহার জীবনপথে পরিচালিত করেন, তাহা নয়, তিনি মানবের জীবনকে মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে পরিপূরিত করিয়া রাখেন। তাহারই অপার স্নেহে—করুণায় মানব-হৃদয় শান্তশীতল সুষমামণ্ডিত হয়।

কিন্তু এই শান্তি—এই মাধুর্য্য লাভ করিতে হইলে হৃদয় হইতে পাপের কালিমা, মলিনতা দুরীভূত করিতে হইবে। মানুষ যদি আপনার হৃদয়কে বিশুদ্ধ পবিত্র করিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে এই সম্পদ উপভোগ করা সম্ভবপর হয় না। তাই বলা হইয়াছে—'অনাগা' অর্থাৎ পাপনাশক। তিনি মানবের পাপরাশিও বিনাশ করেন। তাঁহার পুণ্য পদস্পর্শে পাপ-স্রোত দূরে পলায়ন করে। কারণ তিনি কেবল 'অনাগা' নহেন, তিনি 'সবিতা'ও বটে। অর্থাৎ তিনি বিশ্ববাসী সকলকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। যখন সাধক সৎকর্ম্ম সাধনের দ্বারা, ভগবানের কৃপায় জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই জ্ঞানবলে পরমধন – মোক্ষও তাহার অধিগত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ভগঃ' 'অর্য্যমা' প্রভৃতি পদ বিভিন্ন দেবতা অর্থে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব উপলব্ধ হইবে,—"অদ্য সূর্য্য উদিত হইলে, পাপরহিত মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ও ভগ যে ধন আমাদের জন্য অপেক্ষিত তাহা প্রেরণ করুন॥" (১১অ—১খ-২সূ—১সা।)। *

———*———

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র

সুপ্রাবীরস্তু সক্ষয়ঃ প্র নু যামন্ত্সুদানবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যে নো অংহেতি পিপ্রতি॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (যে দেবাঃ, যে দেবভাবাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অংহঃ' (পাপং) 'অতিপিপ্রতি' (বিনাশয়ন্তি ইত্যর্থঃ), যে দেবভাবাঃ 'সুদানবঃ' (শ্রেষ্ঠদানশীলাঃ, পরমধনদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'সুপ্রাবীরঃ' (সুরক্ষকাঃ, শ্রেষ্ঠরক্ষকাঃ—পাপকবলাৎ ইতি যাবৎ) তথা 'সক্ষয়ঃ' (সনিবাসাঃ, অস্মাকং আশ্রয়স্বরূপাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি যাবৎ 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'সু' (শীঘ্রং, আশুং) অস্মাকং হৃদি তেষাং 'যামন' (আগমনং) 'অস্তু' (ভবতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমধনদায়কাঃ পাপনাশকাঃ দেবভাবাঃ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ-১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবভাবসমূহ আমাদিগের পাপ বিনাশ করেন, যে দেবভাবসমূহ পরমধনদায়ক, পাপকবল হইতে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকারী এবং আমাদের আশ্রয়-স্বরূপ, প্রকৃষ্টরূপে, আশু আমাদের হৃদয়ে তাঁহাদের আগমন হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরম-ধনদায়ক, পাপনাশক, দেবভাবসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন।)॥ (১১অ—১খ—২সূ—২সা)॥

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সক্ষয়ঃ' সনিবাসঃ 'সুপ্রাবীরস্তু' সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারস্তু। প্র-শব্দ আদরার্থঃ। 'প্র' প্রকর্ষেণ 'সু' ক্ষিপ্রং ভবন্তিতি শেষঃ। কদা? ইত্যাচক্ষে—হে 'সুদানবঃ' সুদানাঃ। যুষ্মাকং 'যামন' যামনি গমনে সতি, কীদৃশানাং গমনে? যে যূয়মাগতা 'নঃ' অস্মাকং 'অংহঃ' পাপং 'অতিপিপ্রতি' অতিপাপয়থ, তেষাং গমন ইতি। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমারা যেন মোক্ষদায়ক দেবভাব লাভ করিতে পারি। প্রার্থনা উপলক্ষে মন্ত্রে দেবভাবের মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত দেখিতে পাই।

দেবভাবকে পরমধনদায়ক বলা হইয়াছে। পরমধন দ্বারা মোক্ষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবভাব কিরূপে মোক্ষদান করিতে পারে? প্রথমতঃ দেখা যাউক মোক্ষ কি এবং দেবভাব-বলিতেই বা কি বুঝায়।

মানুষ ভগবান হইতে আসিয়াছে, জগৎটা তাঁহারই বিকাশ মাত্র। মানুষ ভগবান হইতে আসিলেও চারিদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং মায়ার আধিপত্যবশতঃ সে আপনাকে

ভুলিয়া যায়। আপনার স্বরূপ-অবস্থা ভুলিয়া মানুষ ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এমন কি অনেকসময় দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার সত্যিকার অবস্থার কথা ভ্রমেও মনে করে না অথবা তাহার স্বরূপ-অবস্থার সম্বন্ধে সে একেবারেই আস্থাহীন হইয়া পড়ে। সে যে কখনও উন্নত পবিত্র ছিল, আবার যে কখনও উন্নত হইতে পারে, এই ধারণাও তাহার মনে স্থান পায় না। ইহাই মানুষের সত্যিকার পতন। সে মোহমায়ায় এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার পুনরুত্থানের কথা ভাবিতেও পারে না। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা হইলেও ভ্রমবশতঃ সেই দেবত্ব তাহার নিকট আকাশকুসুম ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু মানুষ যদি কখনও সৌভাগ্যবশতঃ তাহার হৃদয়ে দেবত্বের অনুভূতি লাভ করে, তবেই ক্রমশঃ তাহার সংশয়-কুহেলিকা দূরীভূত হইতে থাকে। তখন মানব বুঝিতে পারে যে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর জীবন আছে, এবং সে তাহা লাভ করিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষ যতই কেন হীন পতিত হউক না, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দেবত্বের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে। মোহের ছলনায়, অজ্ঞানতার জন্য হয়তো সে তাহা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু যখনই তাহার সৌভাগ্যবশতঃ সেই দেবত্বের বিকাশ হয়, তখনই সে তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারে,—সেই মাহাত্ম্য সহজেই তাহার হৃদয় আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণের বলে মানুষ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

দেবত্ব অথবা দেবভাব ভগবানেরই শক্তি, বিভূতি। সুতরাং হৃদয়ে তাহার সাড়া জাগিলে মানুষ ভগবানের স্পর্শই লাভ করে। দেবত্ব অথবা দেবভাব মানুষকে মোক্ষদান করে - তাহার অর্থই এই যে, সাধক হৃদয়ের দেবভাবের প্রেরণায় ক্রমশঃ ভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া যান, জলবুদ্বুদ জলে মিশাইয়া যায়, জীবন-নদী অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে আত্মহারা হয়। ইহাই মোক্ষ, ইহাই নির্ব্বাণ।

যিনি এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি পাপের আক্রমণ হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, পাপ তাঁহার ছায়াস্পর্শও করিতে পারে না। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, দেবভাব পাপ বিনাশ করেন। (১১অ—১খ—২সূ—২সা)। ০

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
উত স্বরাজো অদিতিরদব্ধস্য ব্রতস্য যে।
৩ ১র ২র
মহো রাজান ঈশতে ॥ ৩ ॥

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (যে দেবাঃ) 'উত' (তথা) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'অদব্ধস্য' (অহিংসিতস্য, হিংসারহিতস্য) 'ব্রতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'স্বরাজঃ' (স্বামী, অধিপতিঃ) ভবন্তি ইতি যাবৎ, 'মহঃ' (মহতঃ ধনস্য) 'রাজানঃ' (স্বামিনঃ) তে দেবাঃ 'ঈশতে' (প্রযচ্ছন্তি, অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছন্তু—ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১১অ-১খ-২সূ-৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবগণ এবং অনন্তস্বরূপ দেব হিংসারহিত সৎকর্ম্মের অধিপতি হয়েন, মহাধনের স্বামী সেই দেবগণ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (১১অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'যে' মিত্রাদয়স্ত্রয়ঃ 'স্বরাজঃ' সর্ব্বস্য স্বামিনঃ 'অদিতিঃ' যেষাঞ্চ মাতা, সন্তি; তে 'অদব্ধস্য' অহিংসিতস্য রক্ষকস্য 'মহঃ' মহতঃ 'ব্রতস্য' অস্য কর্ম্মণঃ 'রাজানঃ' স্বামিনঃ, তে 'ঈশতে' সমর্থা ভবন্তি অভিমতং দাতুমিতি শেষঃ। অথবৈবং যোজ্যং - 'যে' মিত্রাদয়োঽদিতিশ্চ 'অদব্ধস্য' ব্রতস্য 'স্বরাজঃ' ঈশ্বরাস্তে 'মহঃ' মহতঃ অস্মদভিমত-ধনস্য 'রাজানঃ' স্বামিনঃ সন্তঃ ঈশতে অস্মভ্যং দাতুং॥ (১১অ—১খ-২সূ-৩সা)॥

তৃতীয় (১৩৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে পরমধন প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে 'অদিতিঃ' পদ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই বিষয়ে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

"অদিতির" অর্থ কি? 'দিত' ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিনা দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি', তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের দুই একটী মত উদ্ধৃত করা আবশ্যক। ইহার পরেই ব্যাখ্যাকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়া আপনার মত সমর্থন করিয়াছেন।

আমরাও 'অদিতিঃ' পদে অনন্তস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। যিনি অখণ্ড, অনন্ত অসীম, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, সেই পরমপুরুষকেই 'অদিতিঃ' পদে লক্ষ্য করে সত্য, কিন্তু সেই পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অংশীভূত দেবগণ বা দেবভাবের উল্লেখ করা চলে। এখানেও তাহাই হইয়াছে।

'স্বরাজঃ' শব্দের অর্থ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অর্থাৎ আপনার ঈশ্বর। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উক্তপদ 'অধিপতিঃ', 'স্বামী' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতভেদ হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল,—"(মিত্রাদি) ও অদিতি হিংসারহিত ব্রতের ঈশ্বর, তাহারা মহাধনেরও ঈশ্বর।" (১১অ ১খ—২সূ—৩সা)॥ *

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩১র ২র

উৎ ত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ।

১২ ৩ ১ ২

অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (অদ্রিবৎ দৃঢ়, অচঞ্চলেতি ভাবঃ, হে ভগবন্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, সৎকর্ম্মাণি) 'উৎ' (উৎকৃষ্টং, সর্ব্বতোভাবেন) 'মদন্তু' (মাদয়ন্তু, বিচালয়ন্তু); অস্মভ্যং 'রাধঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'অব' (রক্ষণং, আশ্রয়ং) 'কৃণুষ্ব' (প্রদানং কুরু, প্রযচ্ছ); তথা 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' (ভগবতঃ দ্বেষ্টৄন্, সৎকর্ম্মণি বাধাপ্রদানকারিণঃ রিপূন্) 'জহি' (নাশয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মভ্যং আশ্রয়ং পরমার্থঞ্চ দেহি॥ (১১অ-১খ—৩সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

অদ্রিবৎ দৃঢ় অচঞ্চল হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ (সৎকর্ম্মনিবহ) আপনাকে আনন্দিত (বিচালিত) করে; আপনি আমাদিগকে পরমার্থরূপ ধন এবং রক্ষা প্রদান করুন; আর, আমাদিগের রিপুশত্রুগণকে বিনাশ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দেন ও পরমার্থ প্রদান করুন।)॥ (১১অ—১খ—৫সূ—১সা)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'সোমাঃ' 'উৎ' উৎকৃষ্টং 'মদন্তু' মাদয়ন্তু। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! ত্বং 'রাধঃ' অন্নং 'কৃণুষ্ব' অস্মভ্যং কুরু! কিঞ্চ 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' ব্রাহ্মণ-দ্বেষ্টৄন 'অব জহি'। 'সোমাঃ'—'সোমা'—ইতি পাঠৌ॥ (১১অ ১খ—৩সূ ২সা)॥

০ ০ ০

প্রথম (১৩৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমাঃ' ও 'মদন্তু' পদদ্বয় উপলক্ষে, ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'এই সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্যসমূহ তোমাকে মত্ততা প্রদান করুক; অর্থাৎ, এই সোমরস পান করিয়া তুমি মত্ততাযুক্ত হও।' তার পর, 'অদ্রিবঃ' পদে 'বজ্রবন' অর্থাৎ বজ্রধারী অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে যেন বলা হইতেছে,—"তুমি আমাদিগকে 'রাধঃ কৃণুষ্ব' অর্থাৎ ধন দাও।" একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বুঝা যায়, মদ্য-দানে মদ্যপান করাইয়া দেবতার মত্ততাসাধন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কৌশলে ধনাদি-লাভের কামনাই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে 'ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ' অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই দ্বেষ্টৃগণকে হনন বা বিদারণ করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রচলিত অর্থসমূহে মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মন্ত্রে নিম্নলিখিত ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে; যথা, হে ইন্দ্র! এই সোমসকল তোমাকে উত্তমরূপে মত্ততাযুক্ত করুক; আর, হে বজ্রবন্ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের জন্য ধন প্রস্তুত কর অর্থাৎ প্রদান কর; আর, ব্রাহ্মণের বিদ্বেষিগণকে বিদারণ (হনন) কর।

অতঃপর আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'অদ্রিবঃ' পদে আমরা 'পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়' অর্থাৎ 'অচঞ্চল' অর্থ গ্রহণ করি। সেই অচঞ্চল পর্ব্বতবৎ দৃঢ় ভগবান্ যে বিচলিত হন, আনন্দময়ের মধ্যে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশে "ত্বা সোমাঃ উৎ মদন্তু" অংশে সেই ভাব প্রকাশমান্ দেখি। অচঞ্চল তিনি কি প্রকারে বিচলিত হন, আনন্দের সাগরে কি প্রকারে কাহার দ্বারা আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? 'সোমাঃ' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে সেই অবস্থা উপস্থিত হয়; অর্থাৎ, সৎকর্ম্ম অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব সেই অচঞ্চল ভগবানকেও বিচলিত করিতে পারে। তার পর, তাঁহার নিকট কোন্ সামগ্রী প্রার্থনা করা হইয়াছে—বুঝিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে,—আমাদিগকে

পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন, আশ্রয়-দানে রক্ষা করুন। সে পক্ষে তিনি আর কি করিবেন? 'ব্রহ্মবিদ্বেষিগণকে হনন করুন।' এখানে 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে 'ব্রাহ্মণগণের হিংসাকারী' অর্থ কেন গ্রহণ করিব? ভগবানের প্রতি যাহারা হিংসাপরায়ণ, সৎকর্ম্মে যাহারা বাধা প্রদানকারী, তাহারাই ব্রহ্মদ্বিষ নামে অভিহিত হয় না কি? এপক্ষে আমাদিগের রিপুগণের প্রতি লক্ষ্য আসে। কাম-ক্রোধাদি রিপুগণই ভগবৎ-কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এখানে সেই রিপুগণের প্রভাব-নাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, রিপুগণকে দমন করিয়া, আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হে ভগবন্, আমাদিগকে আপনাতে আশ্রয় দান করুন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনা তাৎপর্য্যার্থ। (১১অ – ১খ – ৩সূ – ১সা)। *

—— ° ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩২ ৩২২৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পদা পণীনরাধসো নি বাধস্ব মহাঁ অসি।
২উ ৩ ২ ২ ১ ২
ন হি ত্বা কশ্চন প্রতি॥ ২॥

° ° °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'মহান্' 'অসি' (ভবসি); 'ত্বা প্রতি' (ত্বৎসদৃশঃ ইত্যর্থঃ) 'কশ্চন' (কশ্চিৎ অপি জনঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ন' (ন বর্ত্ততে ইতি শেষঃ); ত্বং 'অরাধসঃ' (ধনরহিতান্, সাধনবিহীনান্ ইত্যর্থঃ) 'পণীন্' (লুব্ধান্, লোভাদিরিপূন্। 'পদা' (পস্তাৎ,

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের, প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ ৯খ – ৯দ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

সামবেদের ইংরাজী অনুবাদে যদিও সোমরসের (Soma juices) সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষিগণের প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে "অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি" অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে "Drive off the enemies of prayer." আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাৎপর্য্য-পক্ষে এখানে সেই ভাবই প্রকাশ দেখি। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত অনুবাদসমূহে ব্রাহ্মণদ্বেষী অর্থই লিখিত আছে। আর, তাহা হইতে কোনও ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটী রচনা করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য খ্যাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন,—এতাদৃশ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়।

পদাঘাতেন) 'নিবাধস্ব' (নিতরাং, সর্ব্বতোভাবেন বিনাশয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনা-মূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহত্ত্বসম্পন্নঃ ভবতি; নঃ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু—ইতি ভাবঃ। (১১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি মহান্ হয়েন; আপনার সমান কোনও ব্যক্তি নিশ্চিতই নাই; আপনি সাধনবিঘ্ন লোভাদি রিপুগণকে পদাঘাতে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহত্ত্বসম্পন্ন হয়েন; তিনি আমাদিগের রিপুসমূহকে বিনাশ করুন।)॥ (১১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'পণীন্' লুব্ধান্ 'অরাধসঃ' যষ্টব্য-ধন-রহিতান্ কেবল-ধনান্ 'পদা' পাদেনাতিক্রম্য 'নিবাধস্ব' নিতরাং বাধস্ব। হে ইন্দ্র! ত্বং 'মহান্ অসি' 'ত্বা' ত্বয়া 'প্রতি' প্রতিনিধি-সদৃশঃ 'কশ্চন' কশ্চিদপি দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা 'ন হি' নাস্তি খলু। 'পণীনরাধসঃ'—'পণীর রাধসঃ' ইতি পাঠৌ॥ (১১অ-১খ ৩সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং রিপুনাশের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনাও করা হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"আপনি মহান্, আপনার তুল্য আর কেহ নাই। ইহাপেক্ষা গভীরতর সত্য আর কি হইতে পারে? জগতের আদি ও শেষ সত্য—'মহান্ অসি'। তুমি আছ, তুমি মহান্, তোমার মহত্বে, তোমার শক্তিতে বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হইতেছে। তোমাপেক্ষা বড় কে হইতে পারে প্রভো! তোমা হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, আবার তোমাতেই তাহা বিলীন হইবে। 'সূত্রে মণিগণা ইব' সমগ্র বিশ্ব আপনার মধ্যে অবস্থিত আছে। মহতঃ মহীয়ান্ আপনি, আপনার মহিমা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তি জ্ঞান জগতে বিতরিত হয়। তাই আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'। আপনার দীপ্তিতেই জগৎ দীপ্তিমান্ হয়। আপনার মহিমাতেই বিশ্ব মহিমান্বিত।" মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক এই ভাবই প্রকটিত দেখি।

মন্ত্রের অপর অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা আছে। প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—"পদা নিবাধস্ব"—পদের দ্বারা অর্থাৎ পদাঘাতের দ্বারা শত্রুদিগকে বিনাশ করুন, অর্থাৎ কঠোর

আঘাতে আমাদের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে কুপ্রবৃত্তি লোভাদি রিপুদিগকে দূরীভূত করুন, বিনাশ করুন, আমরা যেন চিরতরে তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ পাই। প্রচলিত ব্যখ্যাদিতেও প্রায় একই ভাব গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইল—"লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধাপ্রদান কর। তুমি মহান্, তোমার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।" (১১অ—১খ-৩সূ—২সা)॥ *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বমীশিষে সুতানামিন্দ্র ত্বমসুতানাম্।
২উ ৩ ১ ২
ত্ব৺ রাজা জনানাম্ ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (ইন্দ্রদেব, হে ভগবন্!) 'ত্বং' 'সুতানাং' (বিশুদ্ধানাং, বিশুদ্ধহৃদয়ানাং) 'ঈশিষে' (ঈশ্বরঃ, স্বামী ভবসি); 'ত্বং' 'অসুতানাং' (অবিশুদ্ধহৃদয়ানাং পাপিনাং অপি ঈশ্বরঃ ভবসি) অপিচ, 'ত্বং' 'জনানাং' (সর্ব্বলোকানাং) 'রাজা' (অধিপতিঃ—ভবসি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সর্ব্বলোকানাং অধিপতিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১১অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি বিশুদ্ধহৃদয়দিগের স্বামী হয়েন; আপনি পাপীদিগেরও স্বামী হয়েন; অপিচ, আপনি সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন।)॥ (১১অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'সুতানাং' অভিষুতানাং সোমানাং 'ঈশিষে' ঈশ্বরো ভবসি, তথা 'ত্বং' 'অসুতানাং' বর্ত্তমানানাঞ্চ ঈশিষে, কিঞ্চ 'ত্বং' সর্ব্বেষাং 'জনানাং' 'রাজা' ভবসি॥ ৩॥

একাদশস্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৩৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানই সকলের অধীশ্বর, তিনি রাজার রাজা, পিতার পিতা, তিনি বিশ্বের একমাত্র প্রভু ও নিয়ন্তা। এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-তারকাখচিত যে বিরাট আকাশ, বৃক্ষলতা জীবজন্তু-পরিপূর্ণা মাতৃভূতা শ্যামলা ধরণী—ইহার নিয়ন্তা ও পরিচালক কে? কাহার আদেশে চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিঃ বিকীরণ করে? কাহার কৃপায় প্রবহমান বায়ু সর্ব্বজীবের প্রাণরক্ষা করিতেছে? সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য এই বিশাল বিশ্ব কোন্ অপরিজ্ঞাত মহা-শক্তির প্রভাবে অনন্তকাল যাবৎ পরিচালিত হইতেছে? কোথায় সেই শক্তির উৎস যাহা হইতে জগৎ শক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইতেছে? কোথায় সেই প্রাণের উৎস—যাহার প্রভাবে জগতে প্রাণের সঞ্চার হয়? এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এই যে অনন্তমুখী বিকাশমান বিশ্ব—তাহার প্রত্যেক কার্য্যের, প্রত্যেক অঙ্গের কি বিভিন্ন নিয়ন্তা আছে? যদি তাহার প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে একনিয়মানুবর্ত্তিতার সৃষ্টি হইল কিরূপে? আর যদি একই এক বহুর পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে, তবে এই বহু আসিল কোথা হইতে? মানবের মনে এবম্বিধ বহু প্রশ্ন উঠে, তাহার সমাধানের জন্য বেদ বলিতেছেন—একমাত্র তিনিই বিশ্বের অধিপতি—এক সেই পরমপুরুষই আপনার শক্তিতে বিশ্বকে পরি-চালিত করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। মানবমনের এই সংশয় নিরসন করিবার জন্যই বেদ ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপনচ্ছলে বলিতেছেন—'ত্বং লোকানাং রাজা।' কিন্তু তাহাতেও সকল সংশয় দূরীভূত হয় না। তিনি যে 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'! তিনি কি পাপীতাপীকে কৃপা করিবেন, পাপীও কি তাঁহার করুণালাভ করিতে সমর্থ হইবে? জনগণের মনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই বেদ বলিতেছেন—'সুতানাং অসুতানাং ঈশিষে', তিনি পবিত্র অপবিত্র সকলের অধিপতি হয়েন। তিনি সর্ব্বলোকের - পাপীতাপীর পিতা। হীন পতিত দুর্ব্বলও তাঁহার সন্তান। পিতার স্নেহে তিনি পাপীকেও আপনার কোলে টানিয়া নেন, তাই তো তাঁহাকে পতিতপাবন বলিয়া ডাকে! মন্ত্রে এই ভাবটীই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করায় মন্ত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি অভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের ঈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা।" এখানে ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে, সেই মাহাত্ম্য এই যে, তিনি সোমরসের অধিপতি! ইহা দ্বারা যে তাঁহার কি মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইল, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। 'সুতানাং' এবং 'অসুতানাং' পদদ্বয়ে যে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি ॥ (১১অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥ •

• এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
আ জাগৃবির্ব্বিপ্র ঋতং মতীনাং
২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমঃ পুনানো অসদচ্চমূষু।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সপন্তি যং মিথুনাসো নিকামা অধ্বর্য্যবো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রথিরাসঃ সুহস্তাঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিথুনাসঃ' (পরস্পরং সঙ্গতাঃ, সম্মিলিতাঃ) 'রথিরাসঃ' (যজ্ঞনেতারঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'সুহস্তাঃ' (কল্যাণ-পাণয়ঃ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ) 'নিকামাঃ' (নিতরাং, সর্ব্বতোভাবেন কাময়মানাঃ) 'অধ্বর্য্যবঃ' (সাধকাঃ) 'যং' (যং শুদ্ধসত্বং) 'সপন্তি' (স্পৃশন্তি, উৎপাদয়ন্তি) 'জাগৃবিঃ' (জাগরণশীলঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'ঋতস্মতীনাং' (সত্যভূতস্তোত্রাণাং) 'বিপ্রঃ' (জ্ঞাতা, যদ্বা—লক্ষ্যস্থলঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্বঃ) 'চমূষু' (চমসেষু, পাত্রেষু, হৃদ্রূপপাত্রেষু ইত্যর্থঃ-তেষাং ইতি যাবৎ) 'আসদৎ' (আসীদতি, আবির্ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ সর্ব্বতোভাবেন পরমমঙ্গল-দায়কং শুদ্ধসত্বং তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১১অ-২খ-১সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরস্পর-সম্মিলিত সৎকর্ম্মপরায়ণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বতোভাবে কামনাকারী সাধকগণ যে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন, চৈতন্যস্বরূপ সত্যভূতস্তোত্রের জ্ঞাতা (অথবা লক্ষ্যস্থল) পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহাদের হৃদ্রূপপাত্রে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।

ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধকগণ সর্ব্বতোভাবে পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করেন।)॥ (১১অ—২খ—১সু—১সা।)॥

* . *

সায়ণং-ভাষ্যং।

'জাগৃবিঃ' জাগরণশীলঃ 'ঋতং' ঋতানাং সত্য-ভূতানাং 'মতীনাং' স্তুতীনাং 'বিপ্রঃ' জ্ঞাতা স 'সোমঃ' 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'চমূষু' চমসেষু 'আ সদৎ' আসীদতি, 'মিথুনাসঃ' পরস্পরং সঙ্গতাঃ, 'নিকামাঃ' নিতরাং কাময়মানাঃ 'রথিরাসঃ' যজ্ঞ-নেতারঃ 'সুহস্তাঃ' কল্যাণ-পাণয়ঃ 'অধ্বর্য্যবঃ' পবিত্রেণ 'যং' সোমং 'সপন্তি' স্পৃশন্তি। সপ সমবায়ে (ভ্বা০ প০)। 'সপতিঃ স্পৃশতি-কর্ম্মা' - ইতি নৈরুক্তাঃ। 'ঋতং'—'ঋতা' - ইতি পাঠৌ॥ (১১অ—২খ—১সু—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা আলোচ্যমন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সাবধান, সতর্ক, বুদ্ধিমান্ সোম শোধিত হইয়া যজ্ঞস্থলে স্তবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন পানপাত্রে উপবেশন করিলেন। প্রধান প্রধান সুনিপুণ পুরোহিতগণ আদরের সহিত দুই দুই জন করিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে।" কিন্তু ভাষ্যের সহিত ব্যাখ্যার অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"জাগরণশীল সত্যস্বরূপ স্তুতিয়োঁকা জ্ঞাতা সোম শোধাজাতাহুআ পাত্রোমে স্থিত হোতা হ্যায়। পরস্পর ইকট্টে হুএ অত্যন্ত কামনাওয়ালে যজ্ঞোকে পরিচালক, কল্যাণরূপ হাতওয়ালে যজ্ঞোকে পরিচালক কল্যাণরূপ হাতওয়ালে অধ্বর্য্যু জিসকো স্পর্শ করতা হ্যায়।"

এই উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের অবতারণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ধারণা ভাষ্যকারই মন্ত্রের মূল অর্থ অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন। 'মিথুনাসঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'পরস্পরং সঙ্গতাঃ' অর্থাৎ একত্র মিলিত। বঙ্গানুবাদে উক্ত পদের 'দুই দুই জন করিয়া' অর্থ দৃষ্ট হয়। 'মিথুনাসঃ' পদের যে শেষোক্ত অর্থ হইতে পারে না, তাহা নয়, কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে উক্ত অর্থে কোন সঙ্গত ভাবই অধ্যাহৃত হয় না। প্রচলিত সোমার্থক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেও ঋত্বিক্গণ দুই দুই জন করিয়া পালাক্রমে সোমরসের গুণকীর্ত্তন করেন —এ ব্যাখ্যার মূলভাব রক্ষিত হয় বলিয়া মনে করিতে পারি না। সকল সাধক একত্র হইয়া সমস্বরে সমভাবে স্তোত্রপাঠ করিতেছেন, প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ। এই পদ দ্বারা অনেকে প্রাচীন ভারতের আরাধনা প্রার্থনার একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন। তাঁহারা বলেন—ঠিক বর্ত্তমান যুগে সাধকগণ যেমন প্রার্থনামণ্ডলী গঠন

করিয়া উপাসনা করেন, তাহার বীজ আমরা বেদের মধ্যেই দেখিতে পাই। মণ্ডলী-উপাসনার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। সকল সাধক একত্র হইয়া একমনে একপ্রাণে ভগবানের চরণে আপনার প্রার্থনা নিবেদন করেন, প্রত্যেকের মনের পবিত্রভাব অন্যের মনে সঞ্চারিত হয়। এরূপভাবে সমবেত উপাসকগণের মনের একত্র মিলন হেতু তাঁহাদের আত্মায় যে পবিত্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহা সাধকের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। উপাসকমণ্ডলীর সমবেত প্রার্থনায় গগনপবন পবিত্র হইয়া উঠে, আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন হৃদয়ে যে পবিত্রতার ছাপ পড়ে, তাহাই মানবের জীবনকে ঊর্দ্ধপথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের 'মিথুনাসঃ' পদে আমরা সাধকমণ্ডলীর সেই পবিত্র চিত্রই দেখিতে পাই।'

'জাগৃবিঃ' পদের অর্থ 'জাগরণশীল.' অর্থাৎ জাগরিত থাকাই যাহার স্বভাব। যাহা চিরজাগরূক তাহাই 'জাগৃবিঃ', তাহাই চৈতন্যস্বরূপ। কারণ চৈতন্যের স্বভাবই জাগরিত থাকা, 'চেতনা অচৈতন্য' এরূপ ধারণা করাও যায় না, কাজেই বাক্যের মধ্যেই আত্মবিরোধ দৃষ্ট হয়। তাই আমরা 'জাগৃবিঃ' পদে 'চৈতন্যস্বরূপঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই বিশেষণ সঙ্গত। মোহকারক মাদকদ্রব্য সোমরস সম্বন্ধে যে কিরূপে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। মন্ত্রের অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১১অ-২খ—১সূ-১সা)॥০

—০—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২৩২উ　৩　২　১২৩　১র　২র ৩
স পুনান উপ সূরে দধান ওভে অপ্রা

১২৩　১র　২র
রোদসী বী ষ আবঃ।

৩২　৩১২　৩১২　৩২　৩ ২র　২র
প্রিয়া চিদ্যস্য প্রিয়সাস উতী সতো ধনং

৩ ২ ৩ ১র　২র
কারিণে ন প্র যং্সৎ॥২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দধানঃ' (সৎকর্ম্মধারকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'হরে' (জ্ঞানদেবে, জ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'উপ' (উপগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি, মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ), 'আ অপ্রাঃ' (স্ব-মহিম্না) 'উভেরোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ) প্রপূরয়তি ইতি শেষঃ ; শুদ্ধসত্ত্বং 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'আবঃ' (স্বতেজসা) অস্মান্ পূরয়তু ইতি শেষঃ ; 'যস্য' 'প্রিয়া' (প্রিয়স্য, প্রীতিদায়কস্য) 'সতঃ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'প্রিয়সাসঃ' (অত্যন্তং প্রিয়তমা ধারা—বর্ত্ততে ইতি যাবৎ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কারিণে ন' (ভৃতকায় যথা ভৃতিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বি' (বিশিষ্টরূপেণ) 'ধনং' (পরমধনং) 'প্রযংসৎ' (প্রযচ্ছতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ জ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি; সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু —ইতি ভাবঃ। (১১অ—২খ-১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক সৎকর্ম্মধারক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে মিলিত হয়েন, স্বমহিমায় দ্যুলোকভূলোককে প্রপূরিত করেন, শুদ্ধসত্ত্ব নিশ্চিতরূপে স্বতেজে আমাদিগকে পূরণ করুন ; যে প্রীতিদায়ক সর্ব্বত্রে বিদ্যমান শুদ্ধসত্ত্বের অত্যন্ত প্রিয়তম ধারা বর্ত্তমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব, ভৃত্যকে যেমন পুরস্কার প্রদান করা হয় তদ্রূপ, আমাদিগকে বিশিষ্টরূপে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (১১অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'দধানঃ' যজ্ঞাদি-কর্ম্ম-ধারকঃ 'সঃ' সোমঃ 'হরে' প্রেরকে ইন্দ্রে 'উপ' গচ্ছতি। কিঞ্চ 'উভে রোদসী' দ্যাবা-পৃথিব্যৌ 'আ অপ্রাঃ' স্ব-মহিম্না আ পূরয়তি। তথা 'সোমঃ' 'আবঃ' স্ব-তেজসা ইমাং বিবৃণোতি। বৃণোতেঃ মন্ত্রে ঘসেতি (২।৪।৮১) চ্লের্লুক্। ছন্দস্যপি দৃশ্যতে (৬।৪।৭৩) ইত্যডাগমঃ। পূর্ব্বপদাৎ (৮।৩।১০৬) —ইতি স-ইত্যস্য সাংহিতিকং যত্বং। 'প্রিয়া'। ষষ্ঠ্যা আকারঃ (৭।১।৩৯)। প্রিয়স্য 'যস্য' 'সতঃ' বিদ্যমানস্য সোমস্য। যদ্বা, 'প্রিয়া' প্রিয়াণি প্রযচ্ছতঃ সোমস্য। 'প্রিয়সাসঃ' অত্যন্তং প্রিয়তমা ধারাঃ 'উতী' উত্যৈ রক্ষণায় ভবন্তি 'সঃ' সোমঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ধনং' 'প্রযংসৎ' প্রযচ্ছতু। যচ্ছতেলেট্টি সিপ্যড়াগমঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কারিণে ন' যথা কারিণে ভৃতকায় ভৃতিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ। 'দধানওহে' 'দধানোহে'—ইতি পাঠৌ, 'সম্ভোধনং'—'সতুধনং'—ইতি চ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

সোমরসের কোন উল্লেখ মন্ত্রে না পাওয়া গেলেও,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসার্থক ভাবই প্রদান করা হইয়াছে। মন্ত্রের মূলভাব এই যে, পরমজ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব যেন আমরা লাভ করিতে পারি। শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব একত্র বর্ত্তমান থাকে।

সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভায় দ্যুলোকভূলোক প্রপূরিত হয়, জ্যোতিষ্মান্ হয়। সেই পরমকল্যাণ-দায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অন্যরূপ। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব পরিগৃহীত হইবে। অনুবাদটী এই,—"তিনি শোধন হইয়া যেন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোককে আপন জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যেন তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হন; যেরূপ কেহ কোন কার্য্য করিলে তাহাকে বেতন দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি যজ্ঞকর্ত্তাকে ধন দেন।"

ভাষ্যে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, আমরাও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই মনে করি। মন্ত্রান্তর্গত 'কারিণে ন' পদে যে বিনীত ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। (১১অ—২খ ১সূ ২সা) *

তৃতীয়ঃ সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং তৃতীয়ং সাম।)

১　২　৩ ১র　২র　৩ ১ ২ ৩　১　২　৩ ২
স বর্দ্ধিতা বর্দ্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বাঁ

৩ ২　৩　১　২
অভি নো জ্যোতিষাবীৎ।

১ ২　৩　১ ২　৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১ ২
যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্ব্বিদো

৩ ১র　২র ৩ ২
অভি গা অদ্রিমিষ্ণন্॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টাত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যত্র' (যস্মিন্ শুদ্ধসত্ত্বে—স্থিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'পদজ্ঞাঃ' (পদং জানন্তি ইতি পদজ্ঞাঃ, ভগবচ্চরণজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ব্বিদঃ' (ত্রিকালজ্ঞাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পূর্ব্বে পিতরঃ' (পূর্ব্বগামিনঃ পিতৃস্থানীয়াঃ সাধকাঃ) 'গা অভি' (জ্ঞানং অভিলক্ষ্য, পরাজ্ঞান-লাভায়) 'অদ্রিং' (অদ্রিবৎ পাষাণকঠোরসাধনং) 'ইষ্ণন্' (ইচ্ছন্তি, কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ); 'বর্দ্ধিতা' (বর্দ্ধয়িতা, সর্ব্বদেবানাং ইতি যাবৎ) 'বর্দ্ধনঃ' (স্বয়ং বর্দ্ধমানঃ, প্রবৃদ্ধঃ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'মীঢ্বাং' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'জ্যোতিষা' (স্বতেজসা) 'অভ্যাবীৎ' (রক্ষতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। যস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেণ সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে; স শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১১অ—২খ—১সূ - ৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া ভগবচ্চরণজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, আমাদিগের পূর্ব্বগামী পিতৃস্থানীয় সাধকগণ পরাজ্ঞানলাভের জন্য পাষাণকঠোর সাধন করেন, সর্ব্বদেবের বর্দ্ধনকারী,-প্রবৃদ্ধ, পবিত্রকারক, অভীষ্ট-বর্ষক, প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে স্বতেজের দ্বারা রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ মোক্ষলাভ করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করুন)॥ (১১অ—২খ—১সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বর্দ্ধিতা' দেবানাং স্ব-কলা-প্রদানেন বর্দ্ধয়িতা 'বর্দ্ধনঃ' স্বয়ং বর্দ্ধমানঃ 'পূয়মানঃ' পবিত্রেণ পূয়মানঃ 'মীঢ্বান্' কামানাং সেক্তা 'সঃ' সোমঃ 'নঃ' অস্মান্ 'জ্যোতিষা' স্বতেজসা 'অভ্যাবীৎ' অভিরক্ষতু 'যত্র' যস্মিন্ সোমে প্রসন্নে সতি 'পদজ্ঞাঃ পণিভিরপহৃতানাং গবাং পদানি জানন্তঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ সূর্য্যং জানন্তো বা 'নঃ' অস্মাকং 'পূর্ব্বে' চিরন্তনাঃ 'পিতরঃ' অঙ্গিরসঃ 'গাঃ' পশূন্ লব্ধুং 'অদ্রিং' শিলোচ্চয়ং 'অভি' লক্ষ্য গন্তং 'ইষ্ণন্' ঐচ্ছন্। 'বর্দ্ধনঃ'—'যেনানঃ' ইতি পাঠৌ, 'ইষ্ণন্'—'ঋন্'—ইতি চ॥ (১১অ—২খ—১সূ - ৩সা)॥

তৃতীয় (১৩৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ মোক্ষলাভ করেন আমরা যেন সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হই, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া আমরাও

যেন মোক্ষলাভ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে নানা-বিধ উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া ভাবের ও অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটান হইয়াছে বলিয়া মনে করি। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"তিনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন; রসসেচনকারী সোম শোধিত হইয়া আপনার জ্যোতিঃ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্ব্বত হইতে গাভী আহরণ করিয়াছিলেন।" ভাষ্যকার এই ব্যাখ্যা হইতে আরও একটু নূতন রকমের কথা বলিয়াছেন। 'পদজ্ঞাঃ' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"পণিভিরপহৃতানাং গবাং পদানি জানন্তঃ" অর্থাৎ পণিকর্ত্তৃক অপহৃত গাভী সকলের পদচিহ্ন যাঁহারা জানেন। এখানে পণি কর্ত্তৃক গাভী অপহরণের বিষয় কোথা হইতে আসিল তাহা বুঝিতে পারি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্যত্রও পণিনামক অসুরের উপাখ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সরমাই অপহৃত গাভীর সন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভাষ্যকার পণির কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ গাভী উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপিচ, 'পিতরঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন 'অঙ্গিরসঃ'। এই 'অঙ্গিরসঃ' পদ দ্বারা ভাষ্যকার কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। 'অঙ্গিরসঃ' পদে সাধারণতঃ জ্ঞানিগণকেই বুঝায়। এখানে যদি এইভাবেই 'পিতরঃ' পদের 'অঙ্গিরসঃ' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু সোমরসকে কেন্দ্র করিয়া যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই॥ (১১অ ২খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— ০ ——

প্রথমসূক্তের গেয়গান।

৫র র ৩ ২ ৪ ৫ ১র র র র র র
১॥ আজা। গৃবা ৩ স্নিঃ। বিপ্রজ্ঞতাম্। মতীনা৬ সোমঃপুনানো অসদচ্চমূষু ২ ৩।

১ ২ ৪ র র ২ ১ ২
সাপন্তিয়া ৩ ১ ২ ৩ ম্। মিথুনাসোনিকামা ৫ ধ্বর্য্যা। বোরথিরা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ৫ ৪ ৫ . ৩র২ ৪ র৫ ১র
সঃসোবা। হা ৫ স্তো ৬ হায়ি॥ সপু। নানা ৩ঃ। উপস্থুরায়ি। দধানঃ-

র র র র র র ১র র ৪ র র র
ওভেঅপ্রারোদসীবীষআবা ২ ৩ঃ। প্রায়াচিত্বা ৩ ১ ২ ৩। স্বপ্রিয়সাসউতী-

র ১র ২ ৪ ৫ ৪ ৫
সা ৫ তোধা। নাক্কারিণা ৩ ১ ২ ৩ ন্নি। নপ্রোবা। যা ৫ ৬সো ৬ হায়ি॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের উনচত্বারিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র ররর র র র
সবর্দ্ধিতা ৩। বর্দ্ধনঃপূ। য়মানঃ সোমোমীঢ়া৮্অভিনোজ্যোতিষাবা ২ ৩ রিৎ।

১ ২ ৪র র ১ ২
যাত্রনঃপূ ৩ ১ ২ ৩। র্বাপিতরঃপদজ্ঞাঃস্ব ৫ বর্বাম্নি। দোঅভিগা ৩ ১ ২ ৩ঃ।

৪ ৫ ৪ ৫
অদ্রোবা। আ ৫ য়িয়ো ৬ হায়ি॥

* . *

১ ২ ১ ২ ২ র ১ ২ ১ ২ ১
২। আজা। গৃর্গির্বিপ্রথাভাগ। মতী ৩ নাম্। সোমঃপুনা। নো ৩ অস।

২৩৪৫ ১ র ৭ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র
দচ্চমূষ। সপাস্তযস্মিথুনাসো। নিকা ২ ৩ মাঃ। অধ্বর্য্যবো। রথিরা।

২ ২ ৪ ১ ২ ১র ১ ২ ২
সা ৩ ৪ ৩ঃ। স্থ ৩ হা ৫ স্তা ৬ ৫ ৬ঃ॥ সাপূ। নানউপস্বরে। দধা ৩ নাঃ।

র ১র ২ ১ ২ ১ ২ ২^{n}৩৪ ৫ ১ র ৭ ২
ওভেঅপ্রাঃ। রো ৩ দসী। বীষআবাঃ। প্রিয়াচিত্তস্থপ্রিয়সা। সউ ২ ৩ তী।

১র২১ ২র ১ র ২^{n} ২ ৪ ১ ২
সতোধনায়। কারিণে। সা ৩ ৪ ৩। প্রা ৩ য়া ৫ ৮্লা ৬ ৫ ৬ ৭॥ সাবা।

১ র ২ ২ র ১র২র ১ ২ ১ ২^{n} ৩ ৪ ৫
ধিতাবর্দ্ধনঃপূ। য়মা ৩ নাঃ। সোমোমীহ্বা৮্। অভিনঃ। জ্যোতিষাবীৎ।

১ ২ র ১ ৭ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ২^{n}
যত্রনঃপূর্ব্বপিতরাঃ। পদা ২ ৩ জ্ঞাঃ। স্ববর্বিদো। অভিগা। আ ৩ ৪ ৩।

২ ৪
দ্রা ৩ য়িমা ৫ য়িক্ষা ৬ ৫ ৬ ন॥

* * *

৪র৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ রর র র র
৩। আজাহ ৫ গৃ। বা ৩ র্বা ৩ ম্বিপ্রজ্ঞতাম্। মাতীনা৮্সোমঃপুনানোঅসা।

২ ১ ২ ২ ১ ১ র র র ২ ১
দা ৩ চ্চামূ ৩ ষৃ। সপা ২ স্তিযস্মিথুনাসোনি। কামা ২ ৩ আ। স্বম্মায়ি।

২ ২ ১ র ^৩২ ১ ২ ১ ২ র র র র র
ধ্বা ৩ র্য্যা। বোরথিদাসঃস্ব ২ হস্তাউ। তালাঃ। পুনানউপস্বরেদধানওভে-

র র ২ ১ ২ ২ ১ — ১ র র
অপ্রারোদসী। বী ৩ বাআ ৩ বাঃ। প্রিয়া ২ চিত্তস্থপ্রিয়সানঃ। উতী ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১র র ৫৩ ১ ২ ১ র
সা। হুম্মায়ি। তো ৩ ধা। নাক্কারিণেনপ্রা ২ যত৮উ। সাৎসাঃ। বর্দ্ধিতা-

র র র র র র ২ ১২ ২ ১ — ১র র
বর্দ্ধনঃপূয়মানঃসোমোমীঢ়্বা৮অভিনো। জ্যো ৩ তীষা ৩ বীৎ। যত্রা ২ নঃপূর্ব্বে-

২ ১ ২ ২ ১ র ৫
পিতরঃপ। দজ্ঞা ২ ৩ঃ সু। হুম্মায়ি। বা ৩ র্ব্বায়ি। দোঅভিগাআত্রা ২

৩ ২ ১ ১ ১ ১
য়ি। মিষ্ণাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫।

• • •

৩র৪র৩ ৪ ৫ ৩২ ১ র ৫র র ৪৫
৪। আজাগৃর্নির্ব্বিপ্রঃ। ঋতা ৩ ম্। মা ২ ৩ ৪। তীনা৮সোমঃ। পূনা।

১র র র র — ১ — — ১
নোঅসদচ্চমূষুদপষ্ঠিষন্মিথুনাসোনিকামা ২ ধ্বর্য্যা ২। হা ২ উউবায়ি।

র র ২ ১ ৫ ৪ ৫ ৩৪৩র৪ ৫
বোরাথি। রাসঃসোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। হা ৫ স্তো ৬ হায়ি। সপুনানউপ।

৩র২ ১ র৫রর ৪ ৫ ১রর র র
সূরা ৩ য়ি। দা ২ ৩ ৪। ধানওভেঅ। প্রারো। দসীবীষআবঃপ্রিয়াচিন্তন্ত-

র রর — ১র — — ১ র ২ ১
প্রিয়দাসউতীদা ২ তোধা ২। হা ২ উউবায়ি। নক্কারিণেনপ্রোবা ৩ ও

৫ ৪ ৫ ৩৪ ৩র৪ ৫ ৩ ২ ১
২ ৩ ৪ বা। যা ৫ ৮সো ৬ হায়ি। সবার্দ্ধিতাবর্দ্ধ। নঃপূ ৩। যা ২ ৩ ৪।

র ৫ র র র ৪ ৫ ১ র র র র র র র —
মানঃসোমোমী। ঢ়্বা৮আ। ভিনোজ্যোতিষাবীষ্ণত্রনঃপূর্ব্বেপিতরঃপদজ্ঞাঃসু ২

১ — — ১ র র ২ ১ ৫
বর্ব্বা ২ য়ি। হা ২ উউবায়ি। দোঅভিগাঅত্রোবা ৩ ও২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
আ ৫ মিষ্ণো ৬ হায়ি। ১.২।৩।

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "গৌরীবিতম্", (২) "অশনম্", (৩) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" এবং (৪) "গোশৃঙ্গম।"

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২৩১ ২র ৩ ১২ ৩ ১ ৩
মা চিদন্যদ্বি শ৺্সত সখায়ো মা রিষণ্যত।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১২ ৩ ১ ২র৩ ১
ইন্দ্রমিৎ স্তোতা বৃষণ৺্ সচা সুতে মুহুরুকৃথা
২
চ শ৺্সত ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ হে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা !) যূয়ং 'অন্যৎ' (অস্মাকং চরমদশায়ামপি, কঠোরপরীক্ষায়ামপি ইত্যর্থঃ) 'চিৎ' (কদাচিদপি) 'মা বিশংসত' (বিরুদ্ধাচারেণ মা শাসত) অপিচ, 'মা রিষণ্যত' (অস্মাকং হিংসিতারো মা ভবত, অস্মান্ মা পরিত্যজত ইত্যর্থঃ); কঠোরপরীক্ষায়ামপি বয়ং সত্ত্বাবপরিশূন্যাঃ ন ভবেম—ইত্যভিপ্রায়ঃ। হে দেবাঃ! 'সুতে' (অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বরূপং দেবভাবং সঞ্চারয়িত্বা ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'সচা' (তেষাং সহ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকং) 'ইৎ' (একমেবাদ্বিতীয়ং) 'ইন্দ্রং' (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'স্তোতা' (স্তুত, অর্চ্চয়িতুং উদ্বোধয়ত—অস্মান্ নিত্যং ইতি যাবৎ); 'চ' (অপিচ) যূয়ং 'উকৃথা' (ভগবৎসম্বন্ধীনি স্তোত্রাণি) 'মুহু' (পুনঃপুনঃ, নিত্যকালমেব) 'শংসত' (গাতুং শিক্ষয়ত)। আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন যেন বয়ং সৎস্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, ইত্যেবং প্রার্থনা প্রকাশ্যতে। (১১অ—২খ—২সূ—১সা)॥

অথবা,

'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) যূয়ং 'অন্যৎ' (ভগবৎসম্বন্ধপরিশূন্যং বাক্যং, কর্ম্মানুষ্ঠানং বা) 'চিৎ' (এব, কদাচিদপি ইতি ভাবঃ) 'মা বিশংসত' (মা উচ্চারয়ত, নৈব আচরত বা ইত্যর্থঃ) অপিচ, 'মা রিষণ্যত' (আত্মানাং হিংসিতারো মা ভবত, ভগবদ্বিদ্বেষণাং চার্ব্বাকধর্ম্মাবলম্বিনাং অনুষ্ঠিতেন অসদনুষ্ঠানেন আত্মানাং মৃত্যোপক্ষয়িতারঃ মা ভবত); আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রাংশঃ; অত্র সাধকঃ ভগবতি অবিচলিতমনঃ ভবিতুং আত্মানাং উদ্বোধয়তি। অপিচ, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সুতে' (অভিষুতে, সুসংস্কৃতে শুদ্ধসত্ত্বে সতি ইত্যর্থঃ; যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়িত্বা ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'সচা' (সম্মিলিতাঃ, অনন্যমনাঃ সন্তঃ, একাগ্রেণ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (কামানাং বর্ষিতারং, সর্ব্বাভীষ্টপূরকং, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাতারং

ইতি ভাবঃ) 'ইৎ' (এব, অদ্বিতীয়মেব ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'স্তোতা' (স্তুত, অর্চ্চত ইত্যর্থঃ); 'চ' (অপিচ) যুয়ং 'উক্থা' (উক্থানি, ভগবৎসম্বন্ধীনি স্তোত্রাণি ইত্যর্থঃ) 'মুহুঃ' (পুনঃপুনঃ, সদাকালং ইতি ভাবঃ) 'শংসত' (উচ্চারয়ত)। অয়মপি আত্মোদ্বোধকঃ; ভগবৎসম্বন্ধমূলকং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং সুফলপ্রদং। ভক্তিসহযুক্তেন মনসা একাগ্রচিত্তেন চ ভগবৎকর্ম্মসাধনায় অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে ভগবন্! ভক্ত্যা নির্ম্মলচিত্তেন চ যেন বয়ং ভগবৎকর্ম্মসাধনায় প্রীতিসাধনায় চ সমর্থাঃ ভবাম, কৃপয়া তদ্বিধেহি। (১ঃঅ—২খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রভূত হে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাদিগের চরম দশায়ও অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষায়ও, কদাচ বিরুদ্ধাচারের দ্বারা আমাদিগকে শাসন করিবেন না এবং আমাদিগের হিংসক হইবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; (কঠোর পরীক্ষায়ও যেন আমরা সদ্ভাবপরিশূন্য না হই, ইহাই অভিপ্রায়)। হে দেবগণ! আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিয়া আপনারা তাহার সহিত সম্মিলিত হউন এবং সর্ব্বাভীষ্টপূরক একমেবাদ্বিতীয় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য আমাদিগকে নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ করুন; অপিচ, ভগবদ্বিষয়ক স্তোত্রসমূহ গান করিতে শিক্ষা দিউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি—এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১ঃঅ—২খ—২সূ—১সা)॥

অথবা,

মিত্রভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা কখনও ভগবৎ-সম্বন্ধ-পরিশূন্য বাক্য উচ্চারণ করিও না বা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিও না; এবং আপনাদিগের হিংসক হইও না, অর্থাৎ ভগবদ্বিদ্বেষী চার্ব্বাকধর্ম্মাবলম্বিগণের অনুষ্ঠিত অসদনুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদিগের উপক্ষয়িতা হইও না; (মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধক; ভগবানের প্রতি অবিচলিতমন হইবার জন্য এখানে সাধক আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।) আরও, হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শুদ্ধসত্ত্ব সুসংস্কৃত হইলে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়া, তোমরা অনন্যমন হইয়া অর্থাৎ একাগ্রভাবে সকল কামনার বর্ষক অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট-

পূরক চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাতা পরমৈশ্বর্য্যশালী অদ্বিতীয় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে স্তুতি অর্থাৎ অর্চ্চনা কর; অপিচ, তোমরা সর্ব্বকাল ভগবৎসম্বন্ধযুত স্তোত্র-সমূহ সদাকাল উচ্চারণ কর। (এই মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধক ; ভগবৎসম্বন্ধ-মূলক কর্ম্মানুষ্ঠান শুভফলপ্রদ। ভক্তিসংযুত মনে একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-কর্ম্মসাধনের নিমিত্ত সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! ভক্তির দ্বারা এবং নির্ম্মল চিত্তের দ্বারা তোমার কর্ম্মসম্পাদনে তোমার প্রীতি-সাধনে আমরা যেন সমর্থ হই; কৃপা-পূর্ব্বক তাহা বিহিত করুন।)॥ (১১অ—২খ—২সূ—১সা।)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সমানখ্যানাঃ স্তোতারঃ! ইন্দ্র-স্তোত্রাৎ 'অন্যৎ' স্তোত্রং 'মা চিৎ বিশংসত' মৈবোচ্চারয়ত, 'মা রিষণ্যত' মা হিংসিতা ভবত অস্মদীয়-স্তোত্রোচ্চারণেন বৃথোপক্ষীণা মা ভবত, 'সুতে' অভিষুতে সোমে 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং 'ইন্দ্রং ইৎ' ইন্দ্রমেব হে প্রস্তো-ত্রাদয়ঃ! 'সচা' সহ 'স্তোত' স্তুত। হে প্রশাস্ত্রাদয়ঃ! 'উক্থা চ' উক্থানি শস্ত্রাণি চ ইন্দ্র-বিষয়াণি যূয়ং 'মুহুঃ' পুনঃ পুনঃ 'শংসত'॥ (১১অ - ২খ—২সূ—১সা।)॥

• • •

প্রথম (১৩৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকারের ব্যখ্যায় এবং ব্যাখ্যাকারগণের অর্থে মন্ত্রটীয় অর্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যখ্যা এই,—

"হে সখাসকল! তোমরা অন্যের স্তোত্র উচ্চারণ করিও না, হিংসিত হইও না। সোম অভিষুত হইলে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে একত্র হইয়া স্তব কর এবং মুহুর্মুহু উক্থসকল উচ্চারণ কর।"

কি সূত্রে মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত-রূপ অর্থ পরিগৃহীত হইল, প্রথমে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমাদিগের মতে মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্যৎ' পদই যত জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যকারের মতে ঐ 'অন্যৎ' পদের অর্থ হইয়াছে—'ইন্দ্রস্তোত্রাদ্ অন্যৎ স্তোত্রং'। মন্ত্রে 'স্তোত্রং' পদের প্রয়োগ নাই; আছে কেবল—'বিশংসত' ক্রিয়াপদ। 'শংসু প্রশংসায়াং' অর্থাৎ 'শংস্' ধাতু প্রশংসার্থ-জ্ঞাপক; আবার স্তুত্যর্থেও উহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রিয়াপদের ভাব হইতেই মনে হয়—'অন্যৎ' পদের অর্থাধাহারে

শেষে 'স্তোত্রং' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রটী ঐন্দ্র-পর্ব্বের। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'ইন্দ্রং' পদ আছে। তাই মনে হয়—'ইন্দ্রস্তোত্রাদ্' অর্থাৎ 'ইন্দ্রের স্তোত্র ভিন্ন অন্য দেবতার স্তোত্র' অর্থ করা হইয়াছে। এরূপ অর্থে মন্ত্রে কোনও সুষ্ঠু সঙ্গত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বরং অপরাপর দেবগণের প্রতি একটু বিদ্বেষের—একটা অশ্রদ্ধার ভাবের উদ্রেক করা হইয়াছে মনে করি। এক দেবতার প্রধান্য খ্যাপন করিয়া অন্য দেবতাকে অপ্রধান প্রতিপন্ন করা,—বেদমন্ত্রের উদ্দেশ্য কখনও হইতে পারে না। তাই আমরা 'অন্যৎ' পদের ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের কোনও অর্থ-ই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আবার 'সখায়ঃ' পদের যে অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই; 'অন্যৎ' পদের সহিত তাহার সামঞ্জস্য-রক্ষা-কল্পে আমরা সে অর্থও গ্রহণ করিলাম না। তাই আমাদের অর্থ অন্যরূপ হইল।

প্রথমতঃ, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। সে পক্ষে চিত্তবৃত্তিই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম পাদের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'অন্যৎ' পদের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিচলিত হইতে হয় না। অন্যৎ পদের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে—(১) 'ভগবৎসম্বন্ধপরিশূন্যং বাক্যং' এবং (২) 'ভগবৎসম্বন্ধপরিশূন্যং কর্ম্মানুষ্ঠানং'। এখানে 'অন্যৎ' পদে এই দুই ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। ভগবৎসম্বন্ধমূলক যাহা, তাহাই শ্রেয়ঃসাধক। তদ্ভিন্ন আর সকলই অমঙ্গলজনক। সেই বাক্যই বাক্য, যাহাতে ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন বিদ্যমান; আর, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যাহাতে ভগবানের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য বাক্য বা অন্য কর্ম্ম—বাক্য বা কর্ম্ম পদবাচ্য নহে; সে কেবল বৃথা জল্পনা মাত্র—সে কেবল বৃথা অনুষ্ঠান মাত্র। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ।' এই ভাবেরই অভিব্যক্তি শাস্ত্রে নানাস্থলে পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সতীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ষয়াঃ॥"

অর্থাৎ,—'অতি বিচিত্র পদবিন্যাস সত্ত্বেও যে বাক্যের কোনও স্থানে শ্রীহরির জগৎ-পাবন যশ কীর্ত্তিত হয় নাই, সুধীজনগণ তাহাকে কাকতীর্থ-স্বরূপ—কাকতুল্য কামিগণের বিহার স্থান বলিয়া মনে করেন। কমনীয়-পদ্ম-খণ্ড-নিবাসী মানস-সরোবর-বিহারী রাজহংসের ন্যায়, কমনীয় ব্রহ্মানন্দবিলাসী সত্ত্বপ্রধানচেতা পরমহংসগণ কদাপি উহাতে নিরত হয়েন না। অর্থাৎ,—সুনির্ম্মল মানস-সরোবর-বিহারী রাজহংসগণ যেমন বায়সসেবিত পরিত্যক্ত বিচিত্র-অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া, কমল-বনেই বিহার করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণাবলম্বী সাধুগণও সেইরূপ বিচিত্র-পদালঙ্কৃত হইলেও হরিকথা-বিহীন বাক্যে কদাপি মনোভিনিবেশ করেন না; তাঁহারা সুপবিত্র হরিকথামৃত-পানেই নিয়ত নিরত থাকেন।' এই ভাব হইতেই আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্যৎ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রার্থনাকারী মুমুক্ষু। মোক্ষকামনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির প্রাণ, ভগবৎপ্রসঙ্গ-আলোচনায় ভগবৎপ্রীতিদায়ক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই লালায়িত থাকে। তাই তিনি আপনার চিত্তবৃত্তি-

সমূহকে উদ্দীপিত করিয়া কহিতেছেন,—'তোমরা বৃথা বাক্য বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। সৎপ্রসঙ্গে সদনুষ্ঠানে নিরত রহ। তাহাই তোমাদের গতিমুক্তির কারণ হইবে।' অপিচ, 'মা রিষণ্যত'; তোমরা ভগবদ্বিদ্বেষী চার্ব্বাকধর্ম্মাবলম্বী নাস্তিক হইও না অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া অসদনুষ্ঠানে আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনাকে উপক্ষয় করিও না—আত্মাকে অবনত করিও না। ভাব এই যে,—তোমরা তোমাদিগের কর্ম্মের ফলে ভগবৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইও না। অর্থাৎ,—তোমরা এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহাতে ভগবান্ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ -'ইন্দ্রং' হইতে 'শংসত' পর্য্যন্ত অংশ—সরলভাব-দ্যোতক। এই অংশের 'সুতে' পদের অর্থ ভাষ্যমতে 'অভিষুতে সোমে' অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'সোম' শব্দের যে অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'অভিষুতে শুদ্ধসত্ত্বে সতি', অথবা 'হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়িত্বা।' অর্থাৎ,—'শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয় করিয়া।' ভাব এই যে,—সদ্ভাব-সঞ্চার করিয়া সৎস্বরূপকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। ভগবানের উদ্দেশ্যে দ্বিবিধ সামগ্রীই অর্পণ করা যাইতে পারে। সাধারণ ভক্ষ্য-ভোজ্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী ভগবানে অর্পিত হইতে পারে; আবার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তি প্রভৃতি) ভগবানকে উৎসৃষ্ট করা যায়। সাধারণ পূজার্চ্চনায় প্রথমবিধ সামগ্রীপ্রদানেই অর্চ্চনাকারী পরিতৃপ্ত হয়েন। কিন্তু সাধকের পূজার উপচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। তিনি আপনার প্রাণের দেবতাকে ভক্তিসুধা প্রদান করা ভিন্ন অন্য কোনও উপচার দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহার প্রাণের পূজায় প্রাণের সামগ্রীই আবশ্যক হয়। আমরা সেই ভাবেই 'সুতে' পদের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। তৎসামঞ্জস্যসাধন-কল্পে 'বৃষণং' প্রভৃতি পদের অর্থও অনুরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। আমরা সর্ব্বদা যেন কায়মনোবাক্যে আপনার কার্য্যে, আপনার অনুধ্যানে, আপনার চিন্তায় এবং আপনার ভাবে পরিমগ্ন থাকি।' (১১অ—২খ -২সূ—১সা) ॥ *

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—;দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'সখায়ঃ' পদের অর্থ-ব্যপদেশে বিবরণকারের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—"প্রগাথ আত্মীয়ান্ ঋত্বিজ আহ—হে সখায় ঋত্বিজঃ" ইত্যাদি।

৩। এই সাম-মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে স্তোতাওঁ ইন্দ্রকে স্তোত্রসে অন্য স্তোত্রকো মৎ উচ্চারণ করো বৃথা ক্ষীণ মৎ হোও। সোমকা সম্পাদন হোনেপর মনোরথোঁকা বর্ষণকরণেবালে ইন্দ্রকো হী ইকট্টে হোকর স্তুতি করো ইন্দ্রবিষয়ক শস্ত্রোঁকা ভী বার বার উচ্চারণ্ করো।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অবক্রক্ষিণং বৃষভং যথা জুবং গাং ন চর্ষণীসহম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
বিদ্বেষণং সংবননমুভয়ঙ্করং মংহিষ্ঠমুভয়াবিনম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'অবক্রক্ষিণং' (শত্রূণাং হিংসিতারং) 'বৃষভং যথা' (অভীষ্টবর্ষকং ইব, পরমাভীষ্টদায়কং ইতি ভাবঃ) 'জুবং' (শীঘ্রকারিণং, আশুমুক্তিদায়কঃ) 'গাং ন চর্ষণীসহং' (জ্ঞানতুল্যং শত্রুনাশকং) 'সংবননং' (স্তোতৃভিঃ সম্যক্ সম্ভজনীয়ং, আরাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'উভয়ঙ্করং' (নিগ্রহানুগ্রহয়োরুভয়োঃ কর্ত্তারং) 'বিদ্বেষণং' (শত্রূণাং বিদ্বেষ্টারং, রিপুনাশকং) 'মংহিষ্ঠং' (দাতৃতমং, পরমধনদাতারং) 'উভয়াবিনং' (দ্যুলোকভূলোকস্বামিনং) ভগবন্তং যুয়ং পূজয়ত ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং আরাধয়াম— ইতি ভাবঃ। (১১অ—২খ-২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! শত্রুদিগের হিংসক, পরমাভীষ্টদায়ক, আশু-মুক্তিদায়ক, জ্ঞানতুল্য শত্রুনাশক, স্তোতৃদিগের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আরাধনীয়, নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা, রিপুনাশক, পরমধনদাতা, দ্যুলোকভূলোকস্বামী ভগবানকে তোমরা পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে— আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করি।)॥ (১১অ—২খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভং যথা' বৃষভমিব 'অবক্রক্ষিণং' অবচর্ষণশীলং শত্রূণাং হিংসিতারং 'জুবং' শীঘ্রকারিণং 'গাং ন' গামিব বৃষমিব 'চর্ষণীসহং' মনুষ্যাণাং শত্রুভূতানামভিভবিতারং, 'বিদ্বেষণং' বিদ্বেষ্টারং শত্রূণাং, 'সংবননং' সম্যক্ সম্ভজনীয়ং স্তোতৃভিঃ 'উভয়ঙ্করং' নিগ্রহানুগ্রহয়োরুভয়োঃ কর্ত্তারং 'মংহিষ্ঠং' দাতৃতমং 'উভয়াবিনং' দিব্য-পার্থিব-লক্ষণেন উভয়-বিধানেনোপেতং। যদ্বা, স্থাবর-জঙ্গম-রূপেণ দ্বিপ্রকারেণ রক্ষিতব্যেনোপেতং। অথবা উভয়বিধৈ স্তোতৃভির্দ্বেষ্টৃভিশ্চোপেতং। এবম্বিধমিন্দ্রমিং স্তোতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। 'জুবং'—'জুরং'— ইতি পাঠৌ, 'সংবননং'—'সংবননা'—ইতি চ॥ (১১অ—২খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক হইলেও উহা বিশেষভাবে ভগবৎমাহাত্ম্যখ্যাপক। মন্ত্রের প্রত্যেক পদই ভগবানের মহিমা প্রকাশিত করিতেছে। তিনি মানবের রিপুনাশক। মানুষ চতুর্দ্দিকেই ভীষণ রিপুকুলের দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই রিপুগণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিবার সাধ্য মানুষের নাই। ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিলে মানুষ সেই ভগবৎশক্তির প্রেরণায়, সেই ঐশীশক্তিতে শক্তিমান হইয়া রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে। ভগবানেরই শক্তিপ্রভাবে মানুষ রিপুজয়ে সমর্থ হয়, তাই তাঁহাকে 'বিদ্বেষণং' 'চর্ষণীসহং' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ভগবানের রিপুনাশক শক্তিই এই সকল বিশেষণের প্রকৃত লক্ষ্যস্থল।

তিনি কেবলমাত্র রিপুনাশক নহেন, দ্যুলোকভূলোকের অধিপতিও তিনি। তিনি অনুগ্রহনিগ্রহ সমর্থ। কেবলমাত্র ভক্তের প্রার্থনাই পূরণ করেন না, প্রয়োজন হইলে, তাহার মঙ্গলের জন্য তাহাকে শাস্তিও প্রদান করেন। নিগ্রহের অগ্নিতে ফেলিয়া সাধকের অন্তরের খাদ সব পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। তাই ভগবানের শাস্তিও পরম মঙ্গল-দায়ক। অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই উভয় উপায় দ্বারা সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরমধন প্রদান করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"বৃষভের ন্যায় শত্রুদিগের হিংসাকারী ও জরারহিত ও বৃষভের ন্যায় মনুষ্যদিগের পরাভবকারী ও শত্রু-দিগের বিদ্বেষ্টা ও স্তোতৃগণের সম্ভজনীয় এবং উভয় প্রকার ধনবিশিষ্ট দাতৃতম ইন্দ্রকেই স্তব কর।" (১১অ—২খ—২সূ—২সা) ॥ •

দ্বিতীয়সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২^ ৩ ২ ৪ ৫ ১ র — ২ ১ ২
১। মাচিদন্যদোহায়ি। বিশা৮, ৩ সাতা। সখায়া ২ হো ১ য়ি। মাও ৩ হো।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২ ২ ১ ২
রায়িষাউবা। এয়াতাউবা। ইন্দ্রমিৎসোতাবৃষণাঔ ৩ হো। সাচাউবা।

১ ২ ১ র ২ ২ ১ ১র ১ ৩র ১ . ৫
সুতাউবা। মুহুরুকৃথাঔ ৩ হো। চশা। ঔহো। বাহো ২ ৬ ৪ বা।

৪ ৫ ২ ১ ২^ ৩২ ৪ ৫ ১ — ^
সা ৫ তো ৬ হায়ি॥ মুহুরুক্‌থোহায়ি। চশা ৩ ৮সাতা। মুহুরু ৩ হো ১।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২
কৃথাও ৩ হো। চাশাউবা। সাত্তাউবা। অবক্রক্ষিণংবৃষভাও ৩ হো।

১ ২ ১ ২ ১র ২ ২ ১ ২র ১ ২র
যাথাউবা। জ্বাউবা। গায়চাও ৩ হো। ষণা। ওহো। বাহো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ২র ১ ২৸ ৩ ৩ ৪ ৫ ১র —
বা। সা ৫ হো ৬ হায়ি॥ গায়চোহায়ি। ষণা ৩ য়িসাহাম্। গায়া ২ হো ১

২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২ ৩
য়ি। চাও ৩ হো। ষাণাউবা। দাহাউবা। বিষেষণ৬ স্বননমাও ৩ হো।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২র ১
ভায়াউবা। কারাউ। কারাউবা। ম৬ হিইমাও ৩ হো। ভয়া। ওহো।

৩র ২ ৫ ৪ ৫
বাহে ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ য়িনে ৬ হায়ি॥ ১২॥ ০

—•—

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
উদু ত্যে মধুমত্তমা গিরঃ স্তোমাস ঈরতে।

৩ ১ ২ ৩ ১র ১র
সত্রাজিতো ধনসা অক্ষিতোতয়ো

৩ ২ ৩ ১ ২
বাজয়ন্তো রথা ইব॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'স্তোমাসঃ' (ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, অসাধারণ-শক্তিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অতিশয়েন মধুরাঃ, অত্যন্তপ্রীতিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (বেদমন্ত্ররূপাঃ স্তুতয়ঃ) 'উৎ ঈরতে' (উচ্চারয়ন্তি); তাঃ গিরঃ 'সত্রাজিতঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"মৈধাতিথম্"।

(সদৈব শত্রূন্ নাশয়ন্তঃ) 'ধনসা' (পরমং ধনং সাধয়ন্তঃ, শ্রেষ্ঠধনান্ প্রেরয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'অক্ষিতোতয়ঃ' (অখণ্ডআশ্রয়ং কাময়ন্তঃ, সদৈব রক্ষাং ইচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজয়ন্তঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং কাময়ন্তঃ, শুদ্ধসত্ত্বসংবাহকাঃ ইতি ভাবঃ) 'রথা ইব' (বাহকাঃ ইব, রথাঃ যথা অভীষ্টং প্রাপয়ন্তি আনয়ন্তি বা তদ্বৎ)। মন্ত্রোঽয়ং স্তোত্রমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। ভাবার্থঃ—সুবুদ্ধ্যা সৎকর্ম্মণা চ যদা বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবাম, তদা অস্মাকং শ্রেয়ঃ ভবতি ; তদা হি অস্মাকং কর্ম্মাণি অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়ন্তি। (১১অ—২খ—৩সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! ভগবৎ-পরায়ণ সাধকগণ অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন অতিশয় মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিদায়ক বেদমন্ত্ররূপ স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করেন ; সেই স্তুতিমন্ত্রসকল,—সদা শত্রুনাশক, শ্রেষ্ঠধনসাধক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধন-সমূহের প্রেরক, অখণ্ডআশ্রয়প্রদাতা অর্থাৎ সর্ব্বদা রক্ষাকারী, শুদ্ধসত্ত্ব-সংবাহক রথসমূহের ন্যায় অর্থাৎ রথ যেমন অভীষ্টকে প্রাপ্ত করায় বা আনয়ন করে, সেইরূপ অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়। (এই মন্ত্রটী স্তোত্র-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাবার্থ,—সুবুদ্ধির এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা যখন আমরা ভগবদনুসারী হই, তখন আমাদিগের অশেষ শ্রেয়ঃ সাধিত হয় ; তখনই আমাদিগের কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে ভগবৎসামীপ্য লাভ করায়।)। (১১অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্যে' তে প্রসিদ্ধাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মধুরাঃ 'গিরা' স্তুতিরূপয়া বাচা 'স্তোমাসঃ' ত্রিবৃদাদি স্তোমাশ্চ 'উদীরতে' হে ইন্দ্র! ত্বামুদ্দিশ্য উদ্গচ্ছন্তি ঊর্দ্ধং প্রসরন্তি। ঈর গতৌ আদাদিকঃ (আ০)। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সত্রাজিতঃ' সহৈব শত্রূন্ জয়ন্তঃ 'ধনসা' ধনানি সম্ভজন্তঃ। বন ষণ সম্ভক্তৌ (ভ্বা০ প০) জন-সন-খন-ক্রম-গমো বিট্ (৩২৬৭), বিড্-বনোরনুনাসিকস্যাৎ (৬।৪।৪১)-ইত্যাত্বং, 'অক্ষিতোতয়ঃ' অক্ষিতাঃ ক্ষয়-রহিতাঃ উতয়ো রক্ষা যেষাং তে তথোক্তাঃ। ক্ষিয়ো ভাবে নিষ্ঠা, 'নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে (৬।৪।৬০)' ইতি পর্য্যু-দাসাদ্দীর্ঘাভাবঃ অতএব ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ (৮।২।৪৬)—ইতি নিষ্ঠা নত্বাভাবশ্চ 'বাজয়ন্তঃ' বাজ-মন্নমিচ্ছন্তঃ, বাচি ন ছন্দস্যপুত্রস্য (৭।৪।৩৫) ইতীত্ব-দীর্ঘয়োঃ প্রতিষেধঃ। এবঙ্গুণ-বিশিষ্টাঃ 'রথাইব' তে যথা বিবিধমিতস্তত উত্তিষ্ঠন্তি তদ্বদুদীরত ইত্যর্থঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৩৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরলভাবদ্যোতক। কিন্তু ভাষ্যের অন্বয়ে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব কথঞ্চিৎ দুরধিগম্য হইয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে ব্যাখ্যার ভাব হইয়াছে,—"প্রসিদ্ধ, অতিমধুর বাক্যসমূহ ও স্তোত্রসমূহ শত্রুজয়ী, ধনভাক্, অক্ষয়-রক্ষাবিশিষ্ট, অন্নাভিলাষী রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে।" তাহাতে "রথা ইব" এই উপমা বাক্যের অর্থ—হইতেছে,—'রথের ন্যায় উদীরিত হইয়াছে।' ভাষ্যের অর্থ—"রথাঃ যথা বিবিধমিতস্তত উত্তিষ্ঠন্তি তদ্বদুদীরত ইত্যর্থঃ।" তার পর 'রথাঃ' পদের যে সকল বিশেষণ মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'রথাঃ ইব' উপমা-বাক্যের পূর্ব্বোক্ত-প্রকার অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ের ভাব মনে আনে। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় উপমার যে অর্থ হইয়াছে এবং তাহাতে মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষ বিচার্য্য-বিষয়। 'বাক্য রথের ন্যায় উদীরিত বা উচ্চারিত হইতেছে অথবা রথের ন্যায় উত্থিত হইতেছে'—ইহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হওয়া কঠিন। যাহা হউক, উপমার তাৎপর্য্য যে অন্যরূপ একটু আলোচনাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রে 'স্তোমাসঃ' পদ আছে। ভাষ্যের মতে উহার অর্থ হইয়াছে, 'প্রগীতানি বহিষ্পবমানাদীনি স্তোত্রাণি' অর্থাৎ 'প্রগীত বহিষ্পবমানাদি স্তোত্রসমূহ।' আমরা কিন্তু এ অর্থ স্বীকার করি নাই।

মন্ত্রার্থে আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। 'স্তোমাসঃ' পদের অর্থ—আমাদের মতে 'ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ।' বেদের বহুত্র 'সোমাঃ' 'মর্ত্তাসঃ' 'স্তোমাসঃ' 'যজ্ঞিয়াসঃ' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পদের অর্থে আমরা 'অর্চ্চকাঃ সাধকাঃ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসরণে এখানেও আমরা 'স্তোমাসঃ' পদের অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রহণ করিতেছি। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যে আমরা 'রথের ন্যায় উদীরিত হইতেছে' অথবা 'রথের ন্যায় উত্থিত হইতেছে' অর্থ গ্রহণ করি না। উপমার ভাব, আমরা মনে করি, অন্যরূপ। গত্যর্থ-প্রকাশ পক্ষেই 'রথাঃ' পদ ব্যবহৃত হয়। রথে সংবাহন করিবার ভাবই 'রথাঃ ইব' পদের প্রয়োগে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহাতে ঐ পদে 'আরোহণপূর্ব্বক আগমন করার' অথবা 'আরোহণ করাইয়া সংবাহনের' ভাবই উপলব্ধ হয়। সুতরাং ঐ 'রথা ইব' উপমার ভাবার্থ এই যে,—'রথ যেমন আরোহীকে সংবাহিত করিয়া আনে, তেমনই সাধকগণের উচ্চারিত স্তোত্রাদি ভগবানকে সংবাহিত করিয়া আনে।' এইরূপে মন্ত্রের ভাব হইতেছে এই যে,—'ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ আপনার প্রীতিপদ যে সকল স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করেন অর্থাৎ আপনার প্রীতিদায়ক যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই স্তোত্রকর্ম্ম-রূপ যান আপনাকে সংসারে সংবাহিত করিয়া আনে।

এখানে, মন্ত্রে 'রথাঃ' পদের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষিত হয়। আমাদিগের স্তোত্রকর্ম্মরূপ রথ যে আপনাকে আনয়ন করিবে, সে রথ কিরূপ?—'সত্রাজিতঃ' অর্থাৎ 'সদৈব শত্রূন্ নাশয়ন্তঃ।' ভাব এই যে, আমাদের কর্ম্ম এমন হউক যে, সেই কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের সকল শত্রু যেন

নাশ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় সত্ত্বের সামীপ্য-লাভ-পক্ষে অজ্ঞানতাদি শত্রু যে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করে, বেদমন্ত্রে সর্ব্বত্রই তাহা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সৎকর্ম্মে, সচ্চিন্তায়, সদ্ভাবে—শত্রু নাশ প্রাপ্ত না হইলে, ভগবান্ কি সে হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেন? তাই 'সত্রাজিতঃ' পদের লক্ষ্য এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক।' 'রথাঃ' পদের আর একটী বিশেষণ—'অক্ষিতোতয়ঃ'। 'অক্ষিত' এবং 'উতি' শব্দদ্বয়ের সহযোগে 'অক্ষিতোতিঃ' পদ নিষ্পন্ন। তাহারই বহুবচনে 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদ পাওয়া যায়। 'অক্ষিতঃ' পদের অর্থ—'ক্ষয়রহিতঃ অখণ্ডঃ'; আর 'উতিঃ' পদে 'রক্ষা' অর্থ পরিগৃহীত হয়। তাহাতে 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'অখণ্ডং আশ্রয়ং কাময়ন্তঃ, সদৈব রক্ষাং ইচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ অখণ্ড আশ্রয় কাময়মান, সর্ব্বদা রক্ষা-কামী। এইরূপ বিশেষণের লক্ষ্য—সেই পূর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। তিনি ক্ষয়রহিত, তিনি ক্ষরণশীল অর্থাৎ তাঁহার করুণাধারা অজস্রধারে ক্ষরিত হয়; তিনি সর্ব্বদা বিবিধ প্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই রক্ষাকারীকে সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতাকে কামনাই ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ"। ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং", "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ইত্যাদি। তিনি অখণ্ড রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা; তাঁহার আশ্রয়দানের, তাঁহার রক্ষণ-কার্য্যের বিচার নাই। তাঁহার করুণাধারা যদি ক্ষণমাত্র বর্ষিত না হয়, জগৎ তিষ্ঠিতে পারে কি? ক্ষণমাত্র তাঁহার করুণা-কণা বর্ষিত না হইলে সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্বদা সৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন ও রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার করুণা-ধারা সর্ব্বদা বর্ষিত হইয়া জীবের কল্যাণ-সাধন করিতেছে। বারিরূপে তাঁহার করুণা-ধারা বর্ষিত হইতেছে; মাতৃস্তন্যরূপে তাঁহার করুণাধারা বর্ষিত হইতেছে, সূর্য্যের রশ্মিরূপে, স্নিগ্ধ চন্দ্রমারূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, বরুণরূপে—তাঁহার করুণাধারা নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। সেই করুণাই এখানে প্রার্থনাকারীর কামনার সামগ্রী; কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সেই করুণা-কণা-লাভের আকাঙ্ক্ষাই 'অক্ষিতোতয়ঃ' পদে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'ধনসা' পদের লক্ষ্য—শ্রেষ্ঠধনের কামনা। আমাদিগের অর্থ,—"পরমধনং সাধয়ন্তঃ, শ্রেষ্ঠধনং প্রেরয়ন্তঃ।' তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের কর্ম্ম, এমন কর্ম্ম হউক, আমরা যেন এমনভাবে আপনার স্তবারাধনা করিতে পারি; যাহাতে আমরা শ্রেষ্ঠধন পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। 'বাজয়ন্তঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের কামনা প্রকাশ পাইতেছে। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে যেন শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হয়।' মানুষ কর্ম্ম করে—আত্মসুখ-লাভের জন্য। আত্মসুখের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ—শুদ্ধসত্ত্বলাভ পরমধনপ্রাপ্তি, সেই সুখলাভের কামনাই মন্ত্রমধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত বলিয়া মনে করি। এইরূপে এই মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথাঃ' পদে যে কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা আমরা বহুস্থলেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদিগের কর্ম্মরূপ-যানে যে ভগবান্ আমাদিগের নিকট সংবাহিত হন, এ তত্ত্বও নানা স্থানে বিশদীকৃত হইয়াছে। সৎকর্ম্মই সেই রথস্বরূপ। একমাত্র মানুষের সৎ-

কর্ম্মসমূহ ভগবানকে আকৃষ্ট করিতে পারে। সেই রথেই ভগবান আসিয়া মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। মন্ত্রে তাই উপদেশ দিতেছেন,—'সদা সৎকর্ম্মশীল হও, ভগবান আসিয়া তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেন; তুমি মরণ-ধর্ম্মী মানুষ হইয়াও অমরত্ব-লাভে সমর্থ হইবে। কেন হতাশ হও? কেন পাপের সংসারে পড়িয়াছ বলিয়া ম্রিয়মাণ হও? সর্ব্বব্যাপী ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন; তাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতি সমভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম কর—সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও; হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ কর। শত্রু-সংহারক তিনি; তাঁহার আবির্ভাবে হৃদয়ের সকল শত্রু বিদূরিত হইবে। শুদ্ধসত্ত্বময় তিনি; তাঁহার উদয়ে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইবে—হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। তাঁহারই কৃপায় তুমি পরমধন পরাগতিলাভে সমর্থ হইবে। তোমার মুক্তিদানের জন্য ঐ দেখ, তাঁহার স্নেহময় কর চিরপ্রসারিত রহিয়াছে।' এ সংসারে সাধুগণ স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা ও সৎকর্ম্মের দ্বারা সে আদর্শ সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

সদা শত্রুওঁকো জীতনেবালে অধিকধনবালে ক্ষয়রহিত হৈ রক্ষা জিনকী ঐসে আত্মকী ইচ্ছাবালে রথ জৈসে ইধর উধর জাতে হৈঁ বৈসে হী প্রসিদ্ধ অত্যন্ত মধুর শ্রেষ্ঠ বচন বহিষ্পব-মান আদি স্তোত্র ভী তুম্হারে নিমিত্ত উচ্চারণ কিএ হুএ উপরকো ফেলতে হৈঁ।"

উপসংহারে বক্তব্য ভাষ্যের অন্বয় অপেক্ষা আমাদিগের অন্বয় একটু বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। অন্বয়মুখে আমরা 'তাঃ গিরঃ' পদ অধ্যাহার করিয়া লইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদ সমূহের এবং অন্যান্য পদের যে ভাব-সঙ্গতি দাঁড়াইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। (১১অ—২খ ৩প্র—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
কণ্বা ইব ভৃগবঃ সূর্য্যা ইব বিশ্বমিদ্ধীতমাশত।
২ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রꣳ স্তোমেভির্মহয়ন্ত আয়বঃ
৩ ১ ২
প্রিয়মেধাসো অস্বরন্ ॥ ২ ॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ—২দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যা ইব' (আদিত্যরশ্ময়ঃ যথা সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ) 'কণ্বা ইব' (আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীলাঃ জনাঃ ইব) 'ভৃগবঃ' (সাধনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ) 'বিশ্বমিৎ' (বিশ্বব্যাপিনং) 'ধীতং' (আধ্যাতং, ধ্যেয়ং, আরাধনীয়ং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'আশত' (ব্যাপ্নুবন্তি, তস্মিন্ আত্মসমর্পণং কুর্ব্বন্তি) ; 'মহয়ন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, পূজাপরায়ণাঃ) 'প্রিয়মেধাসঃ' (তীক্ষ্ণধীসম্পন্নাঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ) তং ভগবন্তং 'স্তোমেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'অস্বরন্' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি, পূজয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মেধাসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ভগবৎ-পরায়ণাঃ ভবন্তি —ইতি ভাবঃ। (১১অ—২খ-৩সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আদিত্যরশ্মি যেমন সকল জগৎকে ব্যাপ্ত করে সেইরূপ আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জনতুল্য সাধনাপরায়ণ সাধকগণ বিশ্বব্যাপী, আরাধনীয় ভগবানকে ব্যাপ্ত করেন, অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করেন; পূজা-পরায়ণ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন মনুষ্যগণ সেই ভগবানকে স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মেধাসম্পন্ন সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন)। (১১অ—২খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্বাঃ' কণ্ব-গোত্রোৎপন্না ঋষয়ঃ 'ইব' স্তুবন্তঃ 'ভৃগবঃ' ভৃগু-গোত্রোৎপন্না ঋষয়ঃ 'ধীতং' আধ্যাতং 'বিশ্বমিৎ' ব্যাপ্তং তমেব 'ইন্দ্রং' 'আশত' আনশিরে 'সূর্য্যাইব' যথা সূর্য্য-রশ্ময়ঃ সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নুবন্তি, তদ্বৎ। অপিচ 'প্রিয়মেধাসঃ' প্রিয়যজ্ঞাঃ এতৎসংজ্ঞকা বা 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ তমেবেন্দ্রং 'মহয়ন্তঃ' পূজয়ন্তঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ 'অস্বরন' অস্তুবন্। স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ ভৌবাদিকঃ (প০)। 'আশত'—'আনশুঃ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ 'কণ্বাঃ' পদ। উহার ভাষ্যার্থ—'কণ্বগোত্রোৎপন্নাঃ ঋষয়ঃ' অর্থাৎ কণ্বগোত্রীয় ঋষিগণ। তাই 'কণ্বাঃ ইব' পদদ্বয়ের অর্থ—কণ্বগোত্রীয় ঋষিদিগের ন্যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করে? কণ্বগোত্রীয়গণ কি এমন কোন বিশেষত্বসম্পন্ন ছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যায়? আমরা তাহা মনে করি না। বিশেষতঃ বেদে কোনও ব্যক্তি বা

গোত্রবিশেষের নাম উল্লিখিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'কণ্বঃ' পদের অর্থ 'ক্ষুদ্র-শক্তিজনঃ', অথবা 'আত্মোৎকর্ষসাধনশীলজনঃ'। আমরা বর্ত্তমান স্থলে শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

'ভৃগবঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যানুসারে—'ভৃগুগোত্রোৎপন্নাঃ ঋষয়ঃ', আবার বিবরণকারের মতে 'ভর্জ্জনকরাঃ'। আমাদের ধারণা, 'ভৃগু' শব্দে সাধনাপরায়ণ ব্যক্তিকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। 'প্রিয়মেধাসঃ' পদের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকার গোলে পড়িয়াছেন, তাই লিখিয়াছেন,—'প্রিয়মেধাসঃ প্রিয়যজ্ঞাঃ এতৎসংজ্ঞকা বা' অর্থাৎ হয়তো সৎকর্ম্মসাধক, অথবা প্রিয়মেধ নামক ব্যক্তিগণ! পুনশ্চ যাস্কের মত—"প্রিয়মেধঃ প্রিয়া অস্য মেধাঃ"। আমরা মনে করি, ভাষ্যের প্রথম অর্থ অনেকটা সঙ্গত, কিন্তু যাস্কই অধিকতর সঙ্গত অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই - "কণ্বগণের ন্যায় ভৃগুগণ সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় ধ্যানাস্পদীভূত ব্যাপ্ত ইন্দ্রকেই ব্যাপ্ত করিয়াছিল। প্রিয়মেধ মনুষ্যগণ পূজা করতঃ স্তোত্রদ্বারা তাহাকেই পূজা করিয়াছিল।" (১১অ—২খ - ৩সূ - ২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪   ২   ৪ ৫ ৪ ৫   ১   ২র র   ১ ২   —
১। উদু ৩ ত্যে ৩ মাধুমত্তমোবা। গায়িরস্তোমা। সআয়িরা ১ তা ২ য়ি।
১ র ২   ৩ ৪র৫   ২ ১ ২   --   র ১ ২
সত্রাজিত্তৌ ৩ ১ ২ ৩ ৪। ধনমাঅ। ক্ষিতোভা ১ য়া ২ঃ। বাজায়া ১
৳   ০ ২   ১   ৩ ১ ১ ১ ১   ৫র ৩   ২
স্তা ২ঃ। রথা ৩ঃ। আ ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। বা ২ ৩ ৪ ৫। বাজা ৩ রা ৩
৪ ৫র ৪ ৫   ১ ২   ১২   —   ১ র ২
স্তোরথাইবোবা। বাজয়ন্তঃ। রথাআ ১ য়িবা ২। কাণ্বাইবা ৩ ১ ২ ৩ ৪।
৩৪ ৫র   ২ ১ ১   ১ ২   ৳   ৩ ২   ১
ভৃগবঃস্থ। রিয়াআ ১ য়িবা ২। বিশ্বামা ১ য়িদ্ধৌ ২। তমা ৩। শা
৩ ১ ১ ১ ১   ৫ ৪ ২   ৪ ৫র   ৪ ৫   ১   ২ র
২ ৩ ৪ ৫। ভা ২ ৩ ৪ ৫॥ বিশ্বা ৩ মা ৩ য়িদ্ধৌ ৩ মাশত্তোবা। বায়িশ্বমিদ্ধৌ।
৩ ২   ১   র ২   ৩ ৪র   ২ ১ ২
তমাশাভা ২। আয়িন্দ্র৺স্তোমা ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়ি। ভির্ম্মহয়। তআয়া ১
—   ১   ৳   ৩র ২   ১   ৩ ১ ১ ১ ১
বা ২ঃ। প্রিয়ামা ১ য়িধা ২। সোআ ৩। স্বা ২ ৩ ৪ ৫ : রা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ : ১২॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"অভীবর্ত্তম্"।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পর্য্যূ ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈরসে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'বাজসাতয়ে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'পরি প্রধন্ব' (সর্ব্বতোভাবেন প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উপজয় ইত্যর্থঃ); 'সক্ষণিঃ' (সহনশীলঃ, ক্ষমাপ্রবণঃ) ত্বং 'বৃত্রাণি' (সত্ত্বভাবাবরোধকানি অজ্ঞানতারূপাণি পাপানি) 'পরি' (পরিগচ্ছ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'উ' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঋণয়া' (ঋণনাশকঃ, পাপনাশকঃ, সঞ্চিতকর্ম্মফলনাশকঃ) ত্বং দ্বিষঃ' (রিপুশত্রূন্) 'তরধ্যৈ' (বিনাশয়িতুং) 'ঈরসে' (গচ্ছসি, প্রবৃত্তঃ ভবসি); রিপুনাশকঃ ভগবান্ রিপূন বিনাশ্য অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উপজয়তু—ইতি ভাবঃ। (১১অ ২খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সুষ্ঠুরূপে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত করুন; ক্ষমাপ্রবণ আপনি সত্ত্বভাবাবরোধক অজ্ঞানতারূপ পাপসমূহ বিনাশ করুন; অপিচ, আমাদিগের সঞ্চিত কর্ম্মফলনাশক আপনি আমাদিগের রিপুশত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হউন; (ভাব এই যে,—রিপুনাশক ভগবান রিপু বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার করিয়া দিউন।)॥ (১১অ—২খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

হে সোম! 'সু' সুষ্ঠু 'বাজসাতয়ে' অস্মভ্যমন্নদানায়ৈব 'পরি প্রধন্ব' পরিতঃ প্রগচ্ছ। যদ্বা, 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায় সংগ্রামং প্রগচ্ছ। কিঞ্চ 'সক্ষণিঃ' সহনশীলস্ত্বং 'বৃত্রাণি' শত্রূন্ পরিগচ্ছ। তদেবোচ্যতে—'নঃ' অস্মাকং 'ঋণয়া' ঋণানাং যাপয়িতা বিনাশয়িতা ত্বং 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'তরধ্যৈ' তরীতুং হন্তুং 'ঈরসে' পরিগচ্ছতি। 'ঈরসে'—ঈয়সে—ইতি পাঠৌ। (১১অ-২খ—৪সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্মসাধনের জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চারের প্রয়োজন। সৎকর্ম্মের সাধনে যেমন হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ স্বতঃই সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়। এই দুইটীর মধ্যে পরস্পর জন্য-জনক সম্বন্ধ। সত্ত্বভাবের উদয় হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, আবার সেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে সত্ত্বভাবের উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়; পরিশেষে মোক্ষলাভ করে। এই মন্ত্রে সেই সত্ত্বভাবলাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে তাহা পাপ মোহ প্রভৃতির দ্বারা আবরিত থাকে বলিয়া মানুষ আপনার চরম লক্ষ্যের দিকে সহসা অগ্রসর হইতে পারে না। ভগবানের কৃপায় সেই আবরণ অপসারিত হইলে, মানুষ আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাই মন্ত্রে পাপাবরণ বিনাশ করিবার জন্য প্রার্থনা।

আমরা যে কর্ম্ম করি, যাহা চিন্তা করি, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। সুকর্ম্ম অথবা দুষ্কর্ম্ম—সকলকর্ম্মের ফলই মানুষকে আবদ্ধ করে; ফলে মুক্তি-যাত্রায় বিঘ্ন ঘটে। সুকর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগাদি লাভ হয় সত্য; কিন্তু তাহাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। বরং উহা সেই লক্ষ্যসাধনের বিঘ্ন পদবাচ্য। অথচ মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হয়, সুতরাং ফলও ভোগ হয়। তবে কি মানবকে অনন্তকাল ধরিয়া এই কর্ম্মের শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিতে হইবে? না, ভগবানের কৃপায় মানুষ এই কর্ম্ম-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাই কর্ম্ম শৃঙ্খল বিনাশের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের 'বৃত্রাণি' পদের অর্থ করিয়াছেন—'শত্রূন্'। এবারে বৃত্রাসুরের কোনও উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 'পাপ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (১১অ-২খ-৪সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গোজীরয়া রꣳহমাণঃ পুরন্ধ্যা॥ ২॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯দ—২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'পয়ঃ বিধারে' (অমৃতধারকে, অমৃতধারণসমর্থে হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'শক্মনা' (শক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অজীজনঃ' (উৎপাদয়সি); 'গোজীরয়া' (জ্ঞানদায়কেন) 'পুরন্ধ্যা' (প্রভূতবলেন) অস্মাকং 'রংহমাণঃ' (বেগং কুর্ব্বাণঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ—ভব ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্তা-খ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি—সঃ অস্মান্ প্রতি আশুমুক্তিদায়কঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ॥ (১১অ—২খ ৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! আপনিই অমৃতধারণসমর্থ হৃদয়ে আত্মশক্তির দ্বারা পরাজ্ঞানকে উৎপাদন করেন; জ্ঞানদায়ক প্রভূতবলের দ্বারা আমাদিগের আশুমুক্তিদায়ক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্তাপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞান প্রদান করেন, তিনি আমাদিগের প্রতি আশুমুক্তিদায়ক হউন।) (১১অ—২খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! ত্বং 'পয়ঃ' পয়স উদকস্য 'বিধারে' বিধারকে অন্তরিক্ষে 'শক্মনা' সামর্থ্যেন বলেন 'সূর্য্যং' 'অজীজনঃ হি' উৎপাদিতবান ভবসি খলু। কীদৃশঃ? 'গোজীরয়া' স্তোতৃভ্যো গবাং প্রেরকেণ স্তোতৄণাং প্রেরিতপশুকেনেত্যর্থঃ, তদৃশেন; 'পুরন্ধ্যা' বহুবিধপ্রজ্ঞানেন যুক্তঃ 'রংহমাণঃ' বেগং কুর্ব্বাণস্ত্বং সূর্য্যমজীজনঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। মন্ত্রের প্রথম অংশে নিত্যসত্তা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের ভাব এই যে, যে হৃদয় অমৃতধারণে সমর্থ, অর্থাৎ যে হৃদয় পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, সেই হৃদয়ই পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারে। ভাষ্যকার 'পয়ঃ বিধারে' পদের অর্থ করিয়াছেন—"উদকস্য বিধারকে অন্তরিক্ষে।" কিন্তু 'পয়ঃ' পদে অমৃতকে বুঝায় তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুস্থলে লক্ষ্য করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে সোমরসকে লক্ষ্য করে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি জলের আশ্রয়স্থানস্বরূপ আকাশে সূর্য্যকে নিজবলে সংস্থাপন করিয়াছ। তোমার জ্ঞান অতি

মহৎ, তাহাতে তুমি অতি সত্বর গোধন আহরণ করিয়া দিয়া থাক।" এখানে দেখা যাইতেছে যে, সূর্য্য আকাশে সোমকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। এই সোম কে বা কি বস্তু এবং এই সূর্য্যই বা কি? আকাশস্থ জ্যোতিঃদাতা সূর্য্যকে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছে, একথা বলা উন্মাদের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বেদের মধ্যে উন্মাদের প্রলাপের স্থান নাই। আমরা বহুস্থলেই 'সোম' 'সূর্য্য' প্রভৃতি পদে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা বলিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেই সুসঙ্গতি লক্ষিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ প্রার্থনামূলক। যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়েন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউক, ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১১অ—২খ ৪সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩　১　২　৩ ১　২ ৩　১ ২

অন্নু হি ত্বা সুতꣳ সোম মদামসি ॥ ৩ ॥

৩ ১

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'সুতং' (পবিত্রং, বিশুদ্ধভাবপ্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'অনুমদামসি হি' (অনুমদামঃ, প্রার্থয়ামঃ, উপজয়ামঃ হৃদি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পবিত্রং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

• • •

অথবা,

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'সুতং' (বিশুদ্ধং, বিশুদ্ধতাপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা হি' (ত্বাং এব প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) বয়ং 'অনুমদামসি' (প্রার্থয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সর্ব্বে সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ তথা সৎকর্ম্মসাধকাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ ২খ ৪সূ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধভাবপ্রাপক তোমাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি (হৃদয়ে উৎপন্ন করি)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পবিত্র সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই)। (১১অ—২খ— সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতাপ্রদানকারী তোমাকেই প্রাপ্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সকলে যেন সত্ত্বভাবসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধক হই।)॥ (১১অ—২খ—৪সু—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতি তৃতীয়ায়া ঋচঃ প্রতীকামদগ। সা. চান্দ্র (৫।১।৩।৬ ১।৩।০ ৮।১৭ পৃ০) ব্যাখ্যাতা॥ (১১অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে, একই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। পথ বিভিন্ন বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য অভিন্ন—সেই একের অনুসন্ধান। সেই একের সন্ধানে মানুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে, মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা। হৃদয় যখন নির্ম্মল, পবিত্র হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধ হৃদয় ভগবানের ধারণা করিতে পারে। মলিন দর্পণের ন্যায় অপবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া প্রতিভাসিত হয় না। সৎকর্ম্মের সাহায্যে মলিন হৃদয় পবিত্র হইলে তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলা হইয়াছে, সৎকর্ম্মের অভিমুখেই সত্ত্বভাব ধাবিত হয়।

সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃতের অধিকারী করে—ভগবচ্চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্ত্বভাব তাঁহারই গুণ। সুতরাং যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন।

এই মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল - "হে সোম! তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, এবং লোকাকীর্ণ রাজ্য মধ্যে আমরা তোমার স্তব করিতেছি।" আমাদিগের মত, মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। উভয়বিধ ব্যাখ্যারই মূল বিষয় সমান॥ (১১অ—২খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯সূ—৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান ।

৩ ২   ২ ৪   ৫   ২ ৪র   ৫   র র   ২
১। পরা ৩ ১ য়ি। উ ৩ যূ। প্রধ। ঘা ৩ বা। এহিয়াজা। সাভয়েপঃ। রি।

১ — ১র —   ১   ২   ৪   ৫   ২র —
ব্রুত্রা ২। এহিয়া ২। ণিদক্ষণায়িন্বা ৩ য়িষা ৩ঃ। ভা ২ ৩ ৪ রা। ঔহা ২

১র — . র১   ২   ৪   ২   ৫
য়ি। এহিয়া ২। [ধিয়াপ্সণয়ানাঃ ০ ঊ ৩। য়া ৩ ৪ ৫ সো ৬ বায়ি।

৩ ২   ২   ৪   ৫   ২   ৪র   ৫   ১   ২
অজা ৩ ১ য়ি। জা ৩ নো। হিপ। বা ৩ মা। এহিয়া। না। সূরিয়ং-

২র   ১র — ১র —   র   ২   ৪
বায়ি। দা। রেশা ২। এহিয়া ২। [ক্ষনাপৃষোগোঃ ৬ জী ৩ জী ৩।

৫   ২র —   ১র —   ১র   ২   ৪
য়া ২ ৩ ৪ য়া। ঔহা ২ য়ি। এহিয়া ২। রুহমাণাঃপূ ৩ রা ৩ মা।

৪   ৩ ২   ২   ৪   ৫   ২   ৪
ধা ৩ ৪ ৫ সো ৬ হায়ি॥ অগ্নু ৩ ১। হা ৩ য়িষা। সুতম্। সো ৩ মঃ।

৫   ১   র   ২র   ১ — ১র —   ২ ১ ২
এহিয়া। বা। দামদিয়া। হে। দমা ২। এহিয়া ২। র্য্যরাজিয়েবা ৩

৪   ৫   ২র —   ১র —   ১র -
জাঁ ৩। আ ২ ৩ ৪ ভী। ঔহা ২ য়ি। এহিয়া ২। পবমানাপ্রা ৩ গা ৩।

—
৫
হা ৩ ৪ ৫ সো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র   ২   ১র   র   ২   ১ —   ১র
২। পর্য্যুষুপ্রধা ১ ম্বা। অসাভ। যেপা ২ ৩ রী। বাহুস্মা ২ ১ ৫ ৩। বৃত্রাণ-

২ ১   ২১১৩ ১ ১ ১ ১   ১ ২   ২ —১   ২   ১
সক্ষাণিদ্বিষস্তরা ২ ৩ ৪ ৫। ধারয়া ৩ উবার্ণা ২ য়া। না ২ ৩ ঊ। রগা।

২   ৪ ৫   ২র   র   ২ র   —
ঔ ৩ হোবা॥ অজীজনোহিপা ১ বামানসূরি। যংবা ২ ৩ য়িধাহুস্মা ২ ১ ২ ২।

র ১ ২র১২র ১রর ২৩ ১ ১ ১ ১   ১   ২   ২   —
রেশক্ষনাপয়োগোজীরয়া ২ ৩ ৪ ৫। রাঁহা ৩ উবা। মা ২ পগম্। পূ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ৫ ২ র ২ ১র
রায়। ধিয়া। ঔ ৩ হোবা। অন্তরিক্ষাৎপ্রুতা ১ ৮ সোমা। মদায়।

২ ১ — ১র২র১ ১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
কুমা ২ ৩ হে। হুম্মা ২ ১ ২ ৩। সমর্য্যারাজ্যেবাজ৮অভী ২ ৩ ৪ ৫।

২ ২ — ১ ১ ২ ৪ ৪
পাবা ৩ উবা। মা ২ না। প্রা ২ ৩ গা। হনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৩ র ৪ ২ ৪ র ৫ ১ র ২ র ১ ৩ ১ র ২ ১ ২ ১
৩। পাহ ৫ রি। উব ৩ প্রা ৩ দম্বাবা। জা। সাক্ষেনপরিবৃত্রাণিসক্ষণির্বিষন্ত।

২ র ২ ১ র র র ৫ ১ ২
রা। ঔ ৩ হোহারি। জা। সাক্ষেনপরিবৃত্রাণিসক্ষণির্বিষন্ত। রা। ঔ ৩

র ২ ১ ২ন ৩ র ২ ১ — ১ ৯ ২
হোহারি। ধিয়া ২ ৩ ঋণয়াঃ। নঔ হা ৩। হুম্মা ২। রাহ ২ সো ৩ ৫ হারি।

৩ র ৪ ৪ ৫ ১ র ২ ১র২র১ ২র১২র১র২র১
আহ ৫ জৌ। জনো ৩ রিপবমা। না। স্বারিয়ংবিধারেশক্মনাপয়োগোজীর।

২ র ২ ১ র র র র র র২র১ ২
রা। ঔ ৩ হোহারি। না। স্বারিয়ংবিধারেশক্মনাপয়োগোজীর। য়া। ঔ ৩

র ২ ১ র ২ন ৩ র ২ ১ — ১ ৯
হোহারি। ইষ৮ঙা ২ ৩ মাণঃ। পুরোহা ৩। হুম্মা ২। ধাহ ২ য়ো ৩ ৫

২ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র ২ র
হারি। আহ ৫ সু। তিরা ৩ স্ব ৩ ত্ব৮সোমা। মা। দামনিয়ংহেমর্য্য-

১র২র১র২র ১ ২ র ২ ১ র র র
রাজ্যেবাজা৮ন। ভা। ঔ ৩ হোহারি। মা। দামনিয়ংহেমর্য্যারাজ্যো-

র২র ১ ২ র ২ ১ র র ২৯ ৩ র র
বাজ৮ন। ভা। ঔ ৩ হোহারি। পবা ২ ৩ মামানা। প্রাগোহো ৩।

১ — ১ ন ২
হুম্মা ২। হাহ ২ সো ৩ ৫ হারি।

* * *

৫ ৩র র ৪ র ৫ ১ র র ১ ২
৪। পরি। উব ৩। প্রধন্বাবা। জসাতয়েপরিবৃত্রা ২ ৩ ণারিসক্ষণা ৩ ১ ২ ৩

৪ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
রিঃ। দ্বিষা ৫ স্তরা। ধ্যাঋণয়া ৩ ১ ২ ৩ঃ। নওবা। রা ৫ সো ৬ হারি।

* * *

৫ ৪ ২ ৩র৪ ৫ ২ ১ র র - ১ — র —
৫। আজ্ঞা ৩ য়িজঁনোহিণবয়া। নস্থ। রিয়ঃবিশ্বাবেশক্ষ্ণা ২ পায়া ২ঃ। গোজ্ঞা ২

১ — ১ ৫ ২ ১ ন ৩ ৫র র
য়িরায়া ২। রূঙ্হয়া ২৩৪ণাঃ। পুরম্। ধা২য়া২৩৪ ঔঃহাবা।

৫ব র ৩ ৫
ঔহোবা। ও ২৩৪ কাঃ। ১।২।৩। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ২ ৩
পরি প্রধন্ব ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন, পরিতঃ) 'প্রধন্ব' (প্রক্ষর, উপস্থিতঃ ভব, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ); ভগবল্লাভায় অস্মাকং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১১অ ২খ ৫সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপস্থিত হও। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভ করিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উপজন হউক।)॥ (১১অ—২খ—৫সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

ইতি প্রতীকমিদং। সা চাগ্নত্র (৫।১।৫।১—১ ভা০ ৮৬৮ পৃ০) ব্যাখ্যাতা। ১।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "শ্যাবাশ্বম্" (২) "আন্ধীগবম্" (৩) "বিরাট্‌স্বানদেব্যম্" (৪) "গৌরীবিতম্" এবং (৫) "ওকোনিধনম্"।

প্রথম (১৩৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ০ ——

ভগবানকে লাভ করিবার উপায়—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। মানুষ যখন ভগবানের কৃপায় সাধনা-বলে হৃদয়কে বিশুদ্ধ পবিত্র করে, তখনই সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের উপযুক্ত আসন প্রস্তুত হয়।

ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বনিলয়। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইলে মানুষকেও সত্ত্বভাবের আশ্রয় লইতে হইবে। তাই এই আত্মোদ্বোধক মন্ত্রে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের যাহা অনৈক্য আছে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। (১১অ—২খ ৫সূ—১সা।)॥ *

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২ ২ ১
এবামৃতায় মহে ক্ষয়ায় স শুক্রো

২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অর্ষ দিব্যঃ পীযূষঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'শুক্রঃ' (উজ্জ্বলঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'পীযূষঃ' (অমৃতময়ঃ) 'দিব্যঃ' (দিবিত্বস্য দেবত্বপ্রাপকঃ) 'সঃ' (ত্বং ইতি ভাবঃ) 'হি' (এব) 'অমৃতায়' (অমৃতপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মহে' (মহতে) 'ক্ষয়ায়' (আশ্রয়ায়, আশ্রয়লাভায়) 'অর্ষ' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি যাবৎ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতত্বপ্রাপকঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১১অ ২খ—৫সূ ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময়, অমৃতময়, দেবত্বপ্রাপক আপনিই অমৃত-প্রাপ্তির জন্য এবং মহান্ আশ্রয়লাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সবাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অমৃতত্ব-প্রাপক পরম জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১১অ—২খ—৫সূ—২সা।)॥

সায়ণং-ভাষ্যং।

হে সোম! 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ 'দিব্যঃ' দিবি ভবঃ 'পীযূষঃ' দেবৈঃ পাতব্যঃ 'সঃ' ত্বং 'অমৃতায়' অমরণায় 'মহে' মহতে 'ক্ষয়ায়' নিবাসায় চ 'এব অর্ষ' এবং পবস্ব ক্ষর॥২॥

দ্বিতীয় (১৩৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবৎ শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃতত্ব-লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ এই প্রার্থনার অর্থ পরিগ্রহণের চেষ্টা করিব।

শুদ্ধসত্ত্বের কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা;—'দিব্যঃ' 'শুক্রঃ' 'পীযূষঃ'। 'দিব্যঃ' ও 'শুক্রঃ' পদদ্বয়ের যথাক্রমে অর্থ করা হইয়াছে—'দিবিভবঃ' ও 'দীপ্তঃ'। আমরাও এই অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'পীযূষঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'দেবৈঃ পাতব্যঃ' অর্থাৎ দেবতাগণের পানযোগ্য। এই অর্থ সম্বন্ধেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে ভাষ্যকার প্রথমেই 'হে সোম!' সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং 'পীযূষঃ' পদ বা তাহার অর্থ সোমরস সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা কিন্তু মনে করি, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে সোমরসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 'দিব্য' অথবা 'শুক্র'ও নহে, 'পীযূষ' তো নহেই। 'পীযূষ' শব্দে অমৃত অথবা অমৃতময় বস্তুকে লক্ষ্য করে। তাহা দেবতার পানযোগ্য নিশ্চয়ই। সেই অমৃত পান করিয়াই দেবতা দেবত্ব পাইয়াছেন; এবং মানব-হৃদয়োত্থিত এই সুধা পান করিবার জন্যই ভগবান্ ইচ্ছা করেন। সেই বস্তুটী কি?—তাহা সাধকহৃদয়ের অমৃত শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই স্বর্গীয় বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেকটী বিশেষণই আমাদের এই ধারণার সমর্থন করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি শুভ্রবর্ণ এবং দেবতাদিগের পেয় বস্তু, তুমি অমরত্ব লাভের জন্য এবং বৃহৎ বৃহৎ বাসস্থান লাভের জন্য অগ্রসর হও।" (১১অ—২খ—৫সূ—২সা)। •

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইন্দ্রস্তে সোম সুতস্য পেয়াৎ ক্রত্বে দক্ষায়

১ ২ ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) অস্মাকং হৃদি উৎপন্নস্য 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'তে' (তব) অমৃতং ইতি যাবৎ, অস্মাকং এব 'ক্রত্বে' (ক্রতবে, প্রজ্ঞানায়, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধনায়) তথা 'দক্ষায়' (বলায়, আত্মশক্তিলাভায়) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'চ' (তথা) 'বিশ্বেদেবাঃ' (সর্ব্বেদেবাঃ) 'পেয়াৎ' (পিবন্তু, গৃহ্ণন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপচারং গৃহ্ণাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ—২খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন বিশুদ্ধ আপনার অমৃত আমাদেরই প্রজ্ঞানলাভের (অথবা সৎকর্ম্মসাধনের) এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য ইন্দ্রদেব ও সকলদেবতা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন।)। (১১অ—২খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'তে' তব সম্ভৃতং (রসমিতি শেষঃ) 'ইন্দ্রঃ' 'পেয়াৎ' পিবতু! পিবতেরাশীর্লিঙি রূপং। কিমর্থং? 'ক্রত্বে' ক্রতবে প্রজ্ঞানায় 'দক্ষায়' বলায় 'চ' কিঞ্চ, অমী 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চ ত্বদীয়ং রসং পিবন্তু। 'পেয়াৎ'—'পেয়াঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১১অ—২খ—৫সূ—৩সা)॥

ইতি একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৩৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল ভাব এই যে,—আমাদের হৃদয়ের পূজা যেন ভগবানের চরণে পৌছায়। ভগবানকে ডাকিলেই হয় না, তাঁহাকে ডাকিবার যোগ্যতা থাকাও চাই। তাই সাধকের মনে যেন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে—আমি যে প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, তাহা কি ভগবানের চরণতলে পৌছে? আমি কি সেই সৌভাগ্যের অধিকার লাভ করিয়াছি? তাই এই সন্দেহের দোলায় থাকিয়া সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'ওগো দয়াল প্রভো! আমরা অতি দীনহীন অভাজন, আমাদের প্রতি তোমার করুণাধারা বর্ষিত হইবে কি? আমরা কি তোমার যোগ্য সেবক বলিয়া গণ্য হইব? আমাদের কাতর ক্রন্দন কি তোমার চরণে পৌছে? তুমি কি আমাদের—দীনহীন অকিঞ্চনের—হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিবে?' মনের এই দীনতা লইয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! ইন্দ্র ও তাবৎ দেবতা যেন তোমাকে পান করে, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ ও বলাধান হইবে।" কাহার জ্ঞান লাভ হইবে? ব্যাখ্যার ভাবে বুঝা যায়, দেবতাগণেরই জ্ঞানলাভ ও বলাধান হইবে। কিন্তু কি সেই বস্তু, যাহা দ্বারা দেবতাগণও জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যাহা দ্বারা শক্তিলাভ হয়? সেই শক্তি কি মাদকদ্রব্য সোমরস? তাহার কি সাধ্য যে দেবতাকে জ্ঞান ও শক্তি দিতে পারে! একমাত্র ঐশীশক্তি সম্বন্ধেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু 'সোম' কি ঐশীশক্তি? (১১অ ২খ-৫সূ-৩সা)॥ *

পঞ্চম-সূক্তের গেয়গান।

১ ২ ১ ২ ২ র র ২
১। প। র্বোপারী। প্রধন্বা। হোবা ৩ হোয়ি। ইন্দ্রায়সোমা। হোবা ৩

১ ২র১ র ২ ১ র র ৯ ৩ ৫
হোয়ি। স্বাতুর্ম্মিত্রায়া। হোবা ৩ হো ২ ৩ য়ি। পুষ্ণোবা ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ১র২ ১ ২ ১ ২ ১ র
ভগা ৫ য়াউ। এব। এ আয়িবা। এব। এ আয়িবা। অমৃতায়া।

২ ১ র র ১২ ১ র ২
হোবা ৩ হোয়ি। মক্ষেক্ষয়ায়া। হোবা ৩ হোয়ি। সগুক্রোঅর্ধা। হোবা ৩

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ৷ ৩ ৫ ৪র ১.২ ১
হো ২ ৩ য়ি। দিব্যো৷বা ঙ ২ ৩ ৪ বা। পীযূ ৫ ষাউ॥ ইন্দ্রঃ। এ

২ ১ ২ ১ ১র ২ ১ ২
আয়িন্দ্রাঃ। ইন্দ্রঃ। এ আয়িন্দ্রাঃ। ভেলোমা। হোবা ৩ হোয়ি। সুতস্ত-

র ২ ১ র র ২ ১ ২ ৷
পেয়াত। হোবা ৩ হোয়ি। ক্রত্বেদক্ষায়া। হোবা ৩ হো ২ ৩ য়ি। বিশ্বৌবা

৩ ৫ ৪
ঙ ২ ৩ ৪ বা। বদা ৫ য়িবাউ। বা॥

* . ০

২ র র ১ ২ ৷ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১র ২
২। পরিপ্রধাঔহোহায়ি। স্বাঙ্গ ২ ৩ ৪ স্রা। য়সোমা ২ ৩ ৪ হায়ি। স্বাদুর্মিত্রা

৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৫ ২র ১ ২
৩ ৩। ঔহোবা ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ য়া। পূ। ষ্ণায়িভগা

৩র৪র৫ ১ ৪ ৫ ৩র ২ ৫র
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। যা এহিয়া ৬

৫ ২রর র র ১ ২ ৷ ৩ ৫ ২ ২ ১ ৫ ১ র
হা॥ এণাম্মৃ৬াঔহোহায়ি। যামা ২ ৩ ৪ হে। ক্ষয়া ২ ৩ ৪ হায়ি। পণ্ডক্রো

২ ৩র৪র ৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১
আ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ র্বা। দিভ্যাঃ

২ ২ র ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র২
পীযূ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ষাঃ।

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৷ ৩ ৩ ২ ১
এহিয়া ৬ হা। ইন্দ্রস্তেলোঔহোহায়ি। মাস্য ২ ৩ ৪ ভা। স্ত পেয়া ২ ৩ ৪

৫ ১ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
হবায়ি। ক্রত্বেদক্ষা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ য়া।

২ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
বি। খায়িচদা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৩ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ৩
বা। এহিয়া ৬ ণা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২ ১ ২ ৫২৴৩ ৫ ১ ১ ২ ৫ ২ ১
৩। পরিপ্রা ৩ ধাবাঈ ২ ৩ ৪ ন্ত্রা। যশোমা ২ ৩। স্বা ৩ ২ ৩ ৪ দুঃ। মিত্রা।

২ ৪ ২ ৫
যপূষ্ণ ৩ ভা ৩। গা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি।

* * *

২ ১ ৩ ৫ ১ ৩ ৫ —১
৪। পরিপ্রধা। স্বা . ঈ ২ ৩ ৪ ন্ত্রা। য়া ২ সো ২ ৩ ৪ মা। স্বা ২ দুঃ।

১ —১ ২র ১ ৫ ৫
মা ২ ৩ ম্রিত্রা। যা ২ পূ। হেভো ২ ৩ ৪ গা। গা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

২রর ১৴৩ ৫ ১ ন ৩ র ৫ —১
এবামৃতা। যা ২ মা ২ ৩ ৪ হে। ক্ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ য়া। দা ২ শূ। ক্রো ২ ৩

২ ১ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫ ২ র
আ। যা ২ দায়ি। বাঃগো ২ ৩ ৪ বা। যু ৫ যো ৬ হায়ি। ইন্দ্রস্তেসো।

১ ন ৩ ৫ ১ ন ৩ ৫ —১ ২
মা ২ সু ২ ৩ ৪ তা। তা ২ পে ২ ৩ ৪ য়াং। ক্রা ২ বে। দা ২ ৩ ক্ষা।

—১ ২র ১ ৫ ৪ ৫
যা ২ বায়ি খচো ২ ৩ ৪ গা। দা ৫ রিগো ৬ তায়ি।

* * *

৩ ২ ১ ৩ ৫ ৩ ২ ১ ৩ ৫ ৩ র ২
৫। পরী ৩ হোরি। প্রধা ২ ৩ ৪ যা। ইন্দ্রা ৩ হো। যশো ২ ৩ ৪ মা। স্বাদূ ৩

১ ৩ ৫ ৩র ২ — ৩ ৫ ৪র৫র ৪রঃ
হোরি। মিত্রা ২ ৩ ৪ য়া। পূষ্ণে ৩ হোয়ি। ভগা ২ ৩ ৪ য়া। পূষ্ণেভগায়।

৩র২ ২ ২ ৪ ৩র২ ১
পূষ্ণা ৩ ৪ ৩। হো ৩ ৪ ৩ য়ি। ভা ৩ গা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ৷ এবা ৩ হোয়ি।

৩ ৫ ২ ২ ১ ৩ ৫ ৩২ ১
অমৃতা ২ ৩ ৪ য়া। মহে ৩ হোরি। ক্ষয়া ২ ৩ ৪ য়া।. দশূ ৩ হো।

র ৩ ৫ ৩ ২ ১ ২৩ ৫ ৪ ২ র ৫ ৩ ২
ক্রোআ ২ ৩ র্ধা দিবা ৩ হোরি। পীবূ ২ ৩ ৪ ষাঃ। দিবাঃপীযূষঃ। দিবা

২ ২ ৪ ৩ ২ ১
৩ ৪ ৩ঃ। হো ৩ ৪ ৩ য়ি। পী ৩ যূ ৫ ষা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ ইন্দ্রা ৩ হো

র ৩ ৫ ৩২ ১ ৩ ৫ ৩২ ১
তেসো ২ ৩ ৪ মা। সুতা ৩ হো। স্তপে ২ ৩ ৪ য়াৎ। ক্রত্বে ৩ হোয়ি।

৩ ৫ ৩২ ১ ৩ ৫ ৪৩র ৪র৫র
দক্ষা ২ ৩ ৪ য়া। বিশ্বে ৩ হোয়ি। চদা ২ ৩ ৪ য়িবাঃ। বিশ্বেচদেবাঃ-

৩২ ২ ২ ৪ ৩
বিশ্বে ৩ ৪ ৩। হো ৩ ৪ ৩য়ি। চা ৩ দা ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ঃ। এভ।

১ ৩ ১ ১ ১ ১
সুবর্ব্বিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১ ২ ১ র র ২ ১ র র
৬। পরিপ্রধন্বা হোবা ৩ হোয়ি। ইন্দ্রায়সোমা। হোবা ৩ হোয়ি। স্বাদুর্ম্মিত্রায়াঃ।

২ ১ র র র ২ ১ ^ ৩ ৫র র
হোবা ৩ হোয়ি। পূষ্ণেভগায়া। হোবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

রর র ২ ১ র র ২ ১ র
এবামৃতায়া। হোবা ৩ হোয়ি। মহেক্ষয়াযা। হোবা ৩ হোয়ি। সশুক্রো-

২ ১ ব্র ২ ১ ^ ৩
অর্ষা। হোবা ৩ হোয়ি। দিব্যঃপীয়ূষাঃ। হোবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪

৫র র ১ র র ২ ১ র ২
ঔহোবা। ইন্দ্রস্তেসোমা। হোবা ৩ হোয়ি। সুতস্যপেয়াৎ। হোবা ৩

১ র র ২ ১ র র ২ ১ ^
হোয়ি। ক্রত্বেদক্ষায়া। হোবা ৩ হোয়ি। বিশ্বেচদেবাঃ। হোবা ৩ হো ২।

৩ ৫র র ২র১র ২র১র ২র১ —৩ ১ ১ ১ ১
বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বাজীজিগীবাবিশ্বাধনা ২ নী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ ১ ২ ২৩ ৫ ২ ১ ২^৩ ৫ ২১
৭। পরিপ্রা ৩ ধ। ন্বাই ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। যসো। মাস্বা ২ ৩ ৪ দুঃ। মিত্রা।

২র:র৩ ১ ১ ১ ১
যা ২ ৩ ৪ ৫। পূ ৬ ৫ ৬। ষ্ণাগায় ২ ৩ ৪ ৫॥ ১—৭॥

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত সাতটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "বাজনিধনংসৌহবিষম্" (২) "বারবন্তীয়ম্" (৩) "সফম্" (৪) "বাজদাবর্য্যম্" (৫) "স্বর্ণিধনম্" (৬) "বাজজিৎ" (৭) "পৌষ্কলম্"।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ো দ্রাবয়িত্নবো
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মৎসরাসঃ প্রসুতঃ সাকমীরতে।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
তন্তুং ততম্পরি সর্গাস আশবো
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
নেন্দ্রাদ্ধতে পবতে ধাম কিঞ্চন ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'রশ্ময়ঃইব' (কিরণাঃ ইব) 'দ্রাবয়িত্নবঃ' (দ্রবণশীলাঃ, প্রবহমানাঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরাসঃ' (আনন্দদায়কাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'প্রসুতঃ' (প্রভূতপরিমাণং) 'সাকং' (যুগপৎ, স্বতমেব) 'পরি ঈরতে' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্নুবন্তি—সাধকং ইতি শেষঃ); 'আশবঃ' (ব্যাপকঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) 'সর্গাসঃ' (উৎপদ্যমানঃ, সাধকানাং হৃদি ইতি-যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ইন্দ্রাদৃতে' (ইন্দ্রাৎ, ভগবতঃ ভিন্নং অন্যং) 'তন্তুং ততং' (পরমবিস্তৃতং অপি-ইতি ভাবঃ) 'কিঞ্চন ধাম' (কিংস্থানং প্রতি) 'ন পবতে' (ন প্রবহতি, ন প্রধাবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদয়োৎপন্নঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবন্তং এব, প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১১অ-৩খ-১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবের কিরণতুল্য প্রবহমান আনন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূত পরিমাণে স্বতঃই সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; সর্ব্বব্যাপক, সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান ভিন্ন অন্য পরমবিস্তৃতও কোন স্থানের প্রতি প্রধাবিত হয় না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক।

ভাব এই যে,—সাধকহৃদয়োৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)। (১১অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'সূর্য্যস্ত' সর্ব্বস্য প্রেরকস্য সুবীর্য্যস্যাদিত্যস্য 'রশ্ময় ইব' সর্ব্বতো ব্যাপকাঃ কিরণা ইব 'দ্রাবয়িত্নবঃ' সর্ব্বত্র দ্রবণশীলাঃ 'মৎসরাসঃ' মদকরাঃ 'প্রসুতঃ' প্রকর্ষেণ সুতাঃ অভিষুতাঃ একবচনং ছান্দসং (৩।১।৮৫) 'আশবঃ' গ্রহেষু চমসেষু চ ব্যাপ্তাঃ 'সর্গাসঃ' সৃজ্যমানাঃ সোমাঃ 'ততং' বিস্তৃতং 'তন্তুং' তন্তুভিঃ কৃতং বস্ত্রং দশাপবিত্রং 'সাকং' সহ যুগপৎ 'পরিপ্লবন্তে' পরিতো গচ্ছন্তি। তে সোমাঃ 'ইন্দ্রাদৃতে' ইন্দ্রং বর্জ্জয়িত্বা অন্যৎ 'কিঞ্চন ধাম' দেবশরীরং লক্ষীকৃত্য 'ন পবন্তে' ন গচ্ছন্তি।। ইন্দ্রস্য ধায়ো ষষ্ঠ্যর্থঞ্চ 'অয়ানীন্দ্রস্য প্রিয় ধামানি ইতি মন্ত্র বর্ণাদবগম্যতে।। (১১অ—৩খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহা দ্বারা সোম যে কিরূপ বস্তু তাহার একটা আভাষ পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"এই সকল সোমরস সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহারা ইতস্ততঃ ক্ষরিত হইতেছে, ইহারা লোকদিগকে মদমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত করিয়া দেয়, ইহারা পাত্রে পাত্রে বিস্তৃত হইতেছে, ইহারা মিলিত হইয়া বিস্তারিত বস্ত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছে। ইহারা ইন্দ্র ব্যতীত আর কোন দেবতার জন্য ক্ষরিত হয় না।"

এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা এই,—"ইহারা (অর্থাৎ সোমরস) লোকদিগকে মদমত্ত করে এবং তাহাদিগের নিদ্রা উপস্থিত করিয়া দেয়।" সুতরাং এই ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্যাখ্যাকার 'সোম' বলিতে মাদকদ্রব্য সোমকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সোম মানুষকে যে কেবল মাতাল করে তাহা নয়, উহা দ্বারা মানুষের চৈতন্যও তিরোহিত হয়। সোমরস মানুষের নিদ্রা আকর্ষণ করে, উহা কি নিদ্রাকারক ঔষধ? এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া পাশ্চাত্যমতাবলম্বী কেহ কেহ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলেন—"ঐ যে, সোমরসের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে, সোমরস মত্ততাকারক, নিদ্রাকারক, তবে উহা মদ্য নয় তো কি?" আমরা বলি তথাস্তু! যিনি যেমন দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখুন, যাহা বুঝিতে পারেন, বুঝুন, তাঁহার কর্ম্মফল তাহাকে তদুপযোগী পথেই লইয়া যাইবে। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, যে পদের যে যে অর্থ সঙ্গত মনে করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১১অ-৩খ-১সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
উপো মতিঃ পৃচ্যতে সিচ্যতে মধু

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মন্দ্রাজনী চোদতে অন্তরাসনি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানঃ সন্তনিঃ সুঘ্নতামিব মধুমান্

৩ ২উ ৩ ১ ২
দ্রপ্সঃ পরি বারমর্ষতি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকৈঃ 'মতিঃ' (স্তুতিঃ); 'পৃচ্যতে' (উচ্চার্য্যতে) 'মধু' (অমৃতং) 'সিচ্যতে' (উৎপাদ্যতে) তথা 'মন্দ্রাজনী' (পরমানন্দদায়িকা শুদ্ধসত্ত্বধারা) 'অন্তরাসনি' (আত্মমধ্যে, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'উপচোদতে' (প্রের্য্যতে, উৎপাদ্যতে ইতি ভাবঃ); 'সুঘ্নতামিব' (অভিযুতবতাং এব, বিশুদ্ধহৃদয়ানামেব) 'সন্তনিঃ' (হৃদিস্থিতঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'মধুমান্' (অমৃতময়ঃ) 'দ্রপ্সঃ' (শীঘ্রগমনশীলঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ - শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'বারং' (জ্ঞানপ্রবাহং) 'পর্য্যর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১১অ - ৩খ - ১সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণকর্ত্তৃক স্তুতি উচ্চারিত হয়, অমৃত উৎপাদিত হয়, এবং পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বধারা হৃদয়ে উৎপাদিত হয়; বিশুদ্ধহৃদয়দিগেরই অমৃতময় আশুমুক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানপ্রবাহকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ পরমানন্দদায়ক অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (১১অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মিন্ পরিবাদ-রূপে স্তোত্রে ইন্দ্রে 'মতিঃ' স্তুতিরূপা 'পৃচ্যতে' স্তোতৃভিঃ সংযোজ্যতে। পৃচী সম্পর্কে (দি০ আ০)। তথা 'মধু' মদ-করঃ সোমঃ ইন্দ্রার্থং 'সিচ্যতে' অধ্বর্যব-সক্তু-ভিশ্চ সিক্তো ভবতি, ততঃ 'মন্দ্রাজনী'। অজ গতি-ক্ষেপণয়োঃ (অদা০ আ০)-ইত্যস্ত লুটি ঙীপি রূপং। মদকরস্য রসস্য প্রেরয়িত্রী সোমধারা তস্যেন্দ্রস্য 'আসনি' আস্যে 'অন্তর' মধ্যে 'চোদতে' প্রের্য্যতে। আস্য-শব্দস্য পদ্দন্নোমাসিত্যাদিনা (৬১.৬৩) আসন্নি-ত্যাদেশঃ। কিঞ্চ 'বস্তুনিঃ' গ্রহাদিষু সম্যক্ বিস্তৃতঃ 'সুষতাং' অভিষুতবতাং যজমানানাং সম্বন্ধিনী, 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'দ্রপ্সঃ' দ্রুত-গমন-শীলঃ 'বারং' অবি-বালময়ং পবিত্রং 'পরি' পরিতঃ 'অর্ষতি' গচ্ছতি। 'ইব' ইতি পাদ-পূরণঃ॥ 'সুষতামিব'—'প্রয়তামিব'—ইতি পাঠৌ। (১১অ—৩খ ১সূ-২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৩৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। তার উপর প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ নানাবিধ ব্যাখ্যাদ্বারা এই জটিলতার বৃদ্ধি করিয়াছেন মাত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই, "ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিবাক্য যোজনা করা হইতেছে, আনন্দকর সোম সেচন করা হইতেছে, তাঁহার মুখ মধ্যে সোমরসের আনন্দকর ধারা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সোমরস ক্ষরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হন এবং যেমন উত্তম ধনুর্দ্ধারীর হস্ত হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র যথাস্থানে যাইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সুমধুর সোমরস মেষলোমের দিকে যাইতেছে।"

এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, ইন্দ্র যেন একজন বিশিষ্ট লোক, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সোমরস প্রস্তুত করা হইতেছে। আজকাল যেমন অতিথি অভ্যাগত আসিলে 'চা' নামক পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়,—এই বর্ণনা যেন কতকটা সেইরূপ। অধিকন্তু ব্যাখ্যাকার আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন—'তাঁহার মুখমধ্যে সোমরস ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে।' স্নেহপ্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু আমরা মন্ত্রে সোমরস বা তাহা ইন্দ্রের মুখে ঢালিয়া দেওয়ার কোন সন্ধান পাই নাই। তারপর মন্ত্রের কোথায়ও 'ধনুর্দ্ধারী' বা বাণ প্রভৃতি সূচক কোন পদ নাই, ভাষ্যকারও এতৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ব্যাখ্যাকার যে কিরূপে এই অর্থ গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অথবা যে পদের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য॥ (১১অ—৩খ ১সূ-২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবমমণ্ডলের ঊনসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উক্ষা মিমেতি প্রতি যন্তি ধেনবো দেবস্য

৩ ১র ২র ৩ ২
দেবীরূপ যন্তি নিষ্কৃতম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ
অত্যক্রমীদর্জ্জুনং বারমব্যয়মৎকং ন নিক্তং

৩ ১ ২
পরি সোমো অব্যত॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উক্ষা' (সেক্তা, অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'মিমেতি' (শব্দায়তে, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'প্রতি যন্তি' (প্রতিগচ্ছন্তি, সাধকহৃদয়ং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); 'দেবীঃ' (দেব্যঃ স্বতয়ঃ, ভগবৎপ্রাপিকাঃ প্রার্থনাঃ) 'দেবস্য' (দেবভাবস্য) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, আশ্রয়ং) 'উপযন্তি' (উপগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অৎকং ন' (আত্মীয়-কবচমিব, সুদৃঢ়কবচতুল্যং) 'নিক্তং' (উজ্জ্বলং) 'অর্জ্জুনং' (শুভ্রং, নির্ম্মলং) 'বারমব্যয়ং' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'অত্যক্রমীৎ' (অতিক্রম্য, সহ ইতি ভাবঃ) 'পরি অব্যত' (প্রাপ্নোতি—সাধকহৃদয়ং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি; সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং তৎ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১১অ—৩খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষকদেব জ্ঞান প্রদান করেন; জ্ঞানকিরণসমূহ সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়; ভগবৎপ্রাপিকা প্রার্থনা দেবভাবের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; শুদ্ধসত্ত্ব সুদৃঢ় কবচতুল্য, উজ্জ্বল, নির্ম্মল নিত্যজ্ঞানপ্রবাহের সহিত সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব

পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়; সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই পরাজ্ঞান লাভ করেন)॥ (১১অ—৩খ—১সূ— সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উক্ষা' রেতসঃ সেক্তা বৃষভঃ পুরতো 'মিমেতি' শব্দায়তে। মাঙ্ মানে শব্দে চ (হ্বা০ আ০) তং বৃষভং 'ধেনবঃ' গাবঃ 'প্রতি যন্তি' অনুগচ্ছন্তি। তথা 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য সংস্কৃতং স্থানং 'দেবীঃ' দেব্যঃ স্তুতয়ঃ 'উপ যন্তি' উপগচ্ছন্তি। অনেনার্দ্দিত-সোমঃ স্তুতিভিশ্চাভিধীয়তে। সোমো হি দ্রোণকলশাভিগমন-কালে শব্দং করোতি, তমস্য ধেনবঃ প্রীণয়িত্র্যঃ স্তুতয়ঃ পরিযন্তি দেবস্য স্থানং স্তুতয়োঽভি গচ্ছন্তি। তথা সোঽয়ং সোমঃ 'অর্জ্জুনং' শ্বেতবর্ণং 'অব্যয়ং' অবিময়ং অবেঃ স্বভূতং 'বারং' বালং পবিত্রং 'অত্যক্রমীৎ' অতিক্রামতি। অতিক্রম্য পাত্রাণি গচ্ছতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সোমঃ 'অৎকং ন' আত্মীয়কবচমিব 'নিক্তং' উজ্জ্বলং শ্রয়ণদ্রব্যং 'পরি অব্যত' পরিতঃ সংবৃণোতি। 'মিমেতি'—'মিমাতি'—ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

* . *

তৃতীয় (১৩৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধক পরাজ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন—মন্ত্রের ইহাই সারমর্ম্ম। ভগবানের কৃপাতেই সাধক সেই পরমধনের অধিকারী হয়েন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। নিম্নে আমরা একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"বৃষ শব্দ করিতেছে, গাভীগণ তাহার দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ সোমরসকে দেখিয়া আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনা হইতে নির্গত হইতেছে। এই সোমরস শুভ্রবর্ণ মেষলোম অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং উজ্জ্বল কবচের ন্যায় আপনার শরীরকে দুগ্ধাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন।"

ভাষ্যকারও মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অনুবাদ হইতে তাহার ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিলাম, তাহা হইতে উভয় ব্যাখ্যার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"বৃষভ সমান সোম শব্দ করতা হ্যায়, গোরূপ স্তুতিয়েঁ উস বৃষভরূপ সোমকা অনুগমন করতী হ্যায়; দিপ্‌সে হুএ সোমকে সংস্কার কিয়ে হুএ স্থানকো স্তুতিয়ে প্রাপ্ত হোতী হ্যায় আউর ওয়াহ (বহ) সোম শ্বেত বর্ণকে উনী পবিত্রমেঁকো ছনকর নিকলাতা হ্যায়. আউর ওয়াহ সোম অপনে কবচকী স্যমান মিলানেকে উজ্জ্বল পদার্থোঁকো আচ্ছাদন করলেতা হ্যায়।"

মন্ত্রে আছে "উক্ষা মিমেতি ধেনবঃ প্রতিযন্তি"। 'উক্ষা' শব্দ সেচনার্থক উক্ষ্‌ শব্দজাত, উহার অর্থ সেক্তা, বর্ষক। ভাষ্যকার মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশে 'ধেনবঃ' পদ দেখিয়াই উক্ত উক্ষা পদের অর্থ করিলেন—"রেতসঃ সেক্তা"। তাই 'মন্ত্রাংশের অর্থ করা গেল,—'বৃষভ শব্দ করিতেছে আর গাভীগণ তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার নিকট যাইতেছে।' 'ধেনবঃ' পদে ভাষ্যকার গাভী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রটী সোমার্থকরূপেই কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বৃষভ ও গাভীর কথা কিরূপে আসিল? আর মূল মন্ত্রের সহিত এই অংশের সম্বন্ধই বা কি? ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে আরও একটু লিখিয়াছেন, তাহা এই যে,—'উক্ষা' শব্দে সোমকে বুঝাইতেছে, দ্রোণকলশে যাইবার সময় সোম শব্দ করে, 'মিমেতি' পদে সেই শব্দ করাকে লক্ষ্য করিতেছে। অপিচ, 'ধেনবঃ' পদে 'প্রীণয়িত্র্যঃ স্তুতয়ঃ' বুঝায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গাভী ও বৃষের সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাকেই ভাষ্যকার চরম বলিয়া মনে করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদকারের ধারণা যে, উহাই একমাত্র অর্থ। কিন্তু "দেবীরা দেবের ভবনে উপস্থিত হইতেছে" এই অংশকে তিনিও রূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 'দেবতা' অর্থে সোম এবং 'দেবী' অর্থে স্তুতিকে লক্ষ্য করিতেছে।

ভাষ্যকার 'ধেনবঃ' পদে দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 'গাভী' এবং 'স্তুতি'। বিবরণকার আরও একটু অগ্রসর হইয়া অর্থ করিয়াছেন—'আদিত্যরশ্মি'। আমরা মনে করি, 'ধেনবঃ' পদে সেই পরমজ্ঞানকিরণকেই লক্ষ্য করে। ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানস্থলেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে। (১১অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥ *

—— • ——

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১র   ২ ১ র   ২র ১   ২ ১   ২ ১র
১। পূর্বাস্তেনা। রশ্মযোত্রা। বাম্রিস্তুনাঃ। হোবা ৩ হোয়ি। মৎসরাসাঃ।

২ ১   ২র১র   ২ ১   ২ ১   ২ ১
প্রসুতঃসা। কামীরভায়ি। হোবা ৩ হায়ি। তন্তুস্তুতাম্। পরিসর্গা।

২র১র   ১ ১   ১র র ১   ২১র   ২র ১
সাআশবাঃ। হোবা ৩ হোয়ি। নন্দোদৃভায়ি। পরস্তেধা। মাকিঞ্চনা।

২ ১ র   ৩   ৫র র   ২ র ১   ২ ১ র
হোবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৩ ঔহোবা। উপ্রোমভায়িঃ। পৃচাস্তেনায়ি।

২র ১র   ২ ১   ২ র :   ২র র   ২র১র
চাস্তেমধূ। হোবা ৩ হোয়ি। মন্দ্রাজনায়ি। চোদস্তেআ। ভায়াসনায়ি।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১ ২ ১র ২ ১ ২র ১র ২ ১
হোবাহোরি। পবমানাঃ। সন্তুনিঃস্থ। স্বাতামিবা। হোবা৩ হোয়ি।

২ ১র ২ ১ ২র১ ২ ১ ন ৩
মধুমান্ত্রা। প্সাঃপরিবা। রামর্ষতায়ি। হোবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪

৫র র ২ র ১ ২ ১ ২র১র ২ ১
ঔহোবা। উক্ষামিমায়ি। তিপ্রতিয়া। ভীধেনবাঃ। হোবা ৩ হোয়ি।

২র ১ ১র১ ২র ১ ২ ১ ১
দেবস্তদায়ি। নীরূপয়া। ভীনিষ্কৃতাম্। হোবা ৩ হোয়ি। অত্যাক্রমায়িন্।

২ ১ ২র১ ২ ১ ২ ১ ১
অর্জ্জুনম্বা। রামবায়াম। হোবা ৩ হোয়ি। অংকন্ননায়ি। ক্রম্পরিসো।

২র ১ ২ ১ ন ৩ ৫র র ২র.র ২র
যোঅবাস্তা। হোবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বাজীজিগী-

১র ২র -- ৩ ১ ১ ১ ১
বাণিশ্বাধনা ২ নী ২ ৩ ৪ ৫ ।

*

১র ১ র র ২ ১ — ১ র
২। স্বর্যোবা। স্তেবরশ্নয়োত্রা। বহ্নিজ্ঞানা ২ঃ। মৎসরাসঃ। ত্রসুতাঃসা।

২ র ১ — ১ ২ র ১ ১২ ৪৫
কমীরাতা ২ য়ি। তস্তুস্তুম্পরিসর্গা। সঅশাবা ২ ৩ঃ। নেত্রা ৩ দার্ত্তায়ি।

২ ১ ১ ২ ৪ ২ ১ র
পবতায়িধা ২ ৩। মাকা ৩ য়িঞ্চা ৫ না ৬ ৫ ৬। উপোবা। মত্তিঃপৃচাতেসায়ি।

২ র ১ — ১ র র র র ২ র ১ — ১ র
চাতেমাধূ ২। মন্ত্রাজনীচোদতেআ। তরাসানা ২ য়ি। পবমানঃ-

২ র ১ ১২ ৪৫ ২ ১ ২ ২
সন্তুনিঃস্থ। স্বতাগায়িবা ২ ৩। মাধূ ৩ মাত্রা। প্সাঃপরায়িবা ২ ৩। রামা ৩

৪ ২ ১ র ২ র ১ —
র্ধা ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। উক্ষোবা। মিমেতিপ্রতিযা। তিধেনবা ২ঃ।

১র র র ২ ১ — ১ র ২ ১
দেবস্তদেবীরূপয়া। তিনিষ্ক্রার্ত্তা ২ ম্। অত্যাক্রভীদজ্জনম্বা। রমব্যায়া ২ ৩ ম্।

১ ২ ৪৫ ২ ১ ১ ২ ৪
আংকা ৩ মাগী। ক্রম্পরায়িসো ২ ৩। যোআ ৩ ব্যা ৫ তা ৬ ৫ ৬। ১ ২।৩। ০

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী ঊহগেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "বাজজিৎ" এবং (২) "কাবম্"।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১.২
অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং

৩ ২
জনয়ত প্রশস্তম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারঃ, শ্রেষ্ঠপুরুষাঃ) 'দীধিতিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ, সৎকর্ম্মপ্রসূতৈর্মেধা-প্রভাবৈঃ) 'দূরেদৃশং' (দূরে পশ্যন্তং, দূরস্থিতং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎপরিদৃশ্যমানং) 'গৃহপতিং' (দেহরূপগৃহাণাং পালকং, স্বদেহপরিচালকং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎপরিদৃশ্যমানং) 'হস্তচ্যুতং' (হস্তস্খলিতং, বিচ্ছিন্নসম্বন্ধং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎ পরিদৃশ্যমানং) 'অথব্যুং' (অগমং, চিরসম্বন্ধ-বিশিষ্টং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎ পরিদৃশ্যমানং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অরণ্যোঃ' (অরণী-দ্বয়োর্ম্মধ্যে, ভক্তিসহযুতে কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'জনয়ত' (জনয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। দৃষ্টিশক্তীনাং তারতম্যবশাৎ জ্ঞানদেবস্য অস্তিত্বস্য নিকটে বা দূরে প্রত্যক্ষং ভবতি। ভক্তিসহযুতস্য কর্ম্মণঃ অভ্যন্তরে জ্ঞানদেবো বিরাজতে। জ্ঞানভক্তিকর্ম্মণাং অবিচ্ছিন্নঃ সম্বন্ধোঽস্তীতি ভাবঃ। (১১অ—৩খ—২সূ—১সা)।

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

জননায়ক শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে (জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে), দূরে দৃশ্যমান অথবা আপনার দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতি-রূপে বিদ্যমান, বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ অথবা চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জ্ঞান-দেবতাকে ভক্তিসংযুত কর্ম্মের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (মন্ত্রের ভাব,—দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে, কেহ বা মনে করেন,—সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব দূরে আছেন; কেহ বা তাঁহাকে দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতি-রূপে বিদ্যমান দেখিতে পান; কেহ দেখেন—তাঁহার সহিত

আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কেহ দেখেন—সে সম্বন্ধ চির-অবিচ্ছিন্ন। এমন যে জ্ঞান-দেবতা শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, আপনাদের সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে, ভক্তিসহযুত কর্ম্মের মধ্যেই, তাঁহাকে দেখিতে পান।)॥ (১১অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'নরঃ' নেতার ঋত্বিজঃ! যূয়ং 'প্রশস্তং' প্রকর্ষেণ স্তুতং 'দূরেদৃশং' দূরে দৃশ্যমানং দূরে পশ্যন্তং বা 'গৃহপতিং' গৃহাণাং পালকং 'অথর্য্যুং' অগমং অন্তনবন্তং বা 'অগ্নিং' 'অরণ্যোঃ' সকাশাৎ 'হস্তচ্যুতং' হস্তগতং 'দীধিতিভিঃ' অঙ্গুলিভিঃ 'জনয়ন্ত' উৎপাদয়ন্ত। 'হস্তচ্যুতজ্জনয়ন্ত' — 'হস্তচ্যুতীজনয়ন্ত' - ইতি পাঠৌ, 'অথর্য্যুং'—'অথর্য্যুং' — ইতি চ। (১১অ—৩খ - ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর ভাব বড়ই উচ্চ। অথচ, ইহার প্রচলিত অর্থে সে ভাব সম্পূর্ণ অনধিগম্য রহিয়া যায়। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—'ঋত্বিকগণ হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা অরণীকাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করেন।' সে অগ্নি 'দূরে দৃশং' দূরে প্রজ্বলিত হন; —অরণ্যে ঋষিগণের যজ্ঞে শিখা বিস্তার করিয়া আছেন। সে অগ্নি 'গৃহপতিং' অর্থাৎ গার্হপত্যাগ্নি-রূপে গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। সে অগ্নি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে হস্ত হইতে নির্গত হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে 'অথর্য্যুং' অর্থাৎ অগম্যভাবে অবস্থিতি করেন। ফলতঃ, অরণী-কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অঙ্গুলির ক্রিয়ার ফলে যে অগ্নি হস্ত হইতে বহির্গত হয়, সেই অগ্নির বিষয়ই এখানে বলা হইয়াছে,- ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র এই ভাবই প্রকাশ দেখি। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও বুঝিতে পারিবেন, কি ভাবে মর্ম্মার্থ চলিয়া আসিয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই: "প্রশস্ত দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলি দ্বারা উৎপাদন করেন।" ঐরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া যে অর্থ গ্রহণ করা যায়; এবং আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই আমরা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে যুক্তিপরম্পরার আভাষ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তথাপি তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদই অনুধাবনার বিষয়ীভূত। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণে এক একটী পদের ও তাহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম—'নরঃ' পদ। ভাষ্যানুসারেই ঐ পদে

'নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ' ভাব আসে। দ্বিতীয়—'দীধিতিভিঃ পদ'। ঐ পদের প্রতিবাক্য ভাষ্যে—'অঙ্গুলিভিঃ পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধ মত চালাইতে হইবে বলিয়াই যেন ভাষ্যকারকে ঐ শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে, অন্য প্রমাণ আনার আবশ্যক হইত না; অথচ, অর্থও সহজ হইয়া আসিত। 'দীধিতি' শব্দে সূর্য্য, কিরণ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থ হয়। তাহা হইতেই আমরা 'সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধা' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার প্রভাবের বিষয় বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। বলা হইতেছে সে স্বরূপ অবগত হওয়া যায় কি প্রকারে? উত্তর—"দীধিতিভিঃ" অর্থাৎ জ্ঞানের বা মেধার দ্বারা। সেই ভাব এই পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা হইতেই বুঝিতে পারি, সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞানই জ্ঞানদেবতার স্বরূপ জানাইয়া দেয়। সৎকর্ম্মে জ্ঞানের উৎপত্তি; জ্ঞান-সাহায্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এখন দেখুন সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিং) কেমন? 'দূরেদৃশং,' 'গৃহপতিং,' 'হস্তচ্যুতং,' 'অথর্য্যুং' এই চারিটী পদে তাহা ব্যক্ত করিতেছে। এই চারিটী পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদদ্বয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পদদ্বয়—পরস্পর বিপরীত-ভাবদ্যোতক। তিনি 'দূরেদৃশং', আবার তিনি—'গৃহপতিং'; তিনি 'হস্তচ্যুতং', আবার তিনি—'অথর্য্যুং'। ইহাতে বুঝা যায়, এখানে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে মানুষ তাঁহাকে বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। যাহারা দূরে আছে, তাহারা দেখে তিনি দূরে রহিয়াছেন; যাঁহারা নিকটস্থ হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পান—'এই তো তিনি আমাদের দেহেরই অধিপতি হইয়া আছেন!' এইরূপ যাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা বলেন—তিনি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধ; যাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—তিনি 'অথর্য্যুং'; অর্থাৎ,—'তিনি আর কোথায় যাইবেন—এই তো আমাদের মধ্যেই চিরসম্বন্ধযুত হইয়া রহিয়াছেন!' এই চারি পদে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেবতা যেমন প্রতিভাত হন—তদনুসারে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার স্বরূপ। যে তাঁহাকে ধরিতে পারে, সে তাঁহাকে ধরিয়াই আছে; যে তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তাঁহা হইতে সে দূরে পড়িয়াছে। দেবতাকে সকলে চিনিতে পারে না, দেবভাব সকলের আয়ত্তাধীন হয় না। যাঁহার যেমন সাধনা, যাঁহার যেমন কর্ম্ম, তিনি সেই ভাবে দেবদর্শনে সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

এখন অবশিষ্ট সমস্তামূলক পদ—'অরণ্যোঃ'। ঐ পদের অর্থ—অরণীদ্বয়ের মধ্যে। সেই অর্থ স্বীকার করিয়াই আমরা ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। আমরা মনে করি, এখানে একটী রূপক-উপমা বিদ্যমান আছে। অরণীকাষ্ঠদ্বয়ের (অথবা চকমকির) ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, কাষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তরে (চকমকির ভিতরে) যেমন অগ্নি অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করে; এখানে জ্ঞানাগ্নির অবস্থিতি বা উৎপত্তি সম্বন্ধে উপমায় সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি আমার এই শুষ্ককাষ্ঠসদৃশ (অথবা চকমকির

পাথরসদৃশ) হৃদয়েই আছেন। কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় কি প্রকারে? তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। জ্ঞান উৎপন্ন হয় কিসে? ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মে। ভক্তির ও কর্ম্মের সম্বন্ধে বা মিলনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভক্তির ও কর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞান বিদ্যমান আছে। এই ভাব এখানে পরিব্যক্ত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ সৎকর্ম্মসহযুত কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানদেবতার সন্ধান প্রাপ্ত হন। দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে জ্ঞানদেবতাকে কেহ নিকটে এবং কেহ বা দূরে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন, মনীষিগণ তাহা বুঝিয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সম্বন্ধতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানুষ জ্ঞানদেবতার অনুসরণকারী হও। ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানকে লাভ কর।' (১১অ—৩খ—২সূ—১সা) ॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩উ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমগ্নিমস্তে বসবো ন্যৃণ্বন্‌ৎসুপ্রতিচক্ষমবসে কুতশ্চিৎ।
৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
দক্ষায্যো যো দম আস নিত্যঃ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দক্ষায্যঃ' (পূজনীয়ঃ) 'নিত্যঃ' (শাশ্বতঃ) 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ, যৎ জ্ঞানং) 'দমে' (গৃহে গৃহে, সর্ব্বত্রং ইত্যর্থঃ) 'আস' (বর্ত্ততে), 'বসবঃ' (বাসকাঃ, পরমধনার্থিনঃ, যদ্বা—জ্ঞানার্থিনঃ সাধকাঃ) 'কুতশ্চিৎ' (সর্ব্বস্মাদপি ভয়হেতোঃ) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'সুপ্রতিচক্ষং' (সুদর্শনং, পরমরমণীয়ং, পরমোজ্জ্বলং) 'তং অগ্নিং' (প্রসিদ্ধং তং পরাজ্ঞানং) 'অস্তে' (গৃহে, স্থানে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'ন্যৃণ্বন্' (অদধুঃ, স্থাপয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্ববিপদেভ্যঃ শত্রুভ্যঃ চ রক্ষালাভায় তেষাং হৃদি জ্ঞানাগ্নিং প্রজ্বলয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১১অ—৩খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজনীয় শাশ্বত যে জ্ঞান সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, পরমধনার্থী (অথবা জ্ঞানার্থী) সাধকগণ সকল ভয়েরই কারণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (১অ—১প্র—৭দ—১০সা) পরিদৃষ্ট হয়।

পরমোজ্জ্বল প্রসিদ্ধ সেই পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সর্ব্ববিপদ হইতে এবং শত্রুগণ হইতে রক্ষালাভের জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন।)। (১;অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'যঃ' অগ্নিঃ 'দমে' গৃহে গৃহে 'দক্ষায্যঃ' পূজনীয়ো হবির্ভিঃ সমর্দ্ধনীয়ো বা 'নিত্যঃ' অজস্রঃ 'আস' বভূব 'তং' 'সুপ্রতিচক্ষং' সুপ্রতিদর্শনং 'অগ্নিং' 'কুতশ্চিৎ' সর্ব্বস্মাদপি ভয়হেতোঃ 'অ-সে' রক্ষণায় 'বসবঃ' বাসকাঃ বসিষ্ঠাঃ স্তোতারঃ 'অস্তে' গৃহে 'ন্যৃণ্বন্' ন্যদধুঃ। (১১অ-৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে দহনশীল অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু আনুপূর্ব্বিকভাবে বিবেচনা করিলে মন্ত্রের এই অর্থ-দ্বারা কোন সঙ্গত ভাব পাওয়া যায় না। ভাষ্যানুযায়ী একটী ব্যাখ্যা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই, -"যিনি গৃহে নিত্য পূজনীয় ছিলেন, সেই সুদর্শন অগ্নিকে সর্ব্বপ্রকার (ভয়) হইতে রক্ষার্থে বসুগণ গৃহে নিহিত করিয়াছিল।" অর্থাৎ বসুগণ অগ্নিকে গৃহে স্থাপিত করিয়াছিল। উদ্দেশ্য?—সর্ব্বপ্রকার ভয় নিবারণের জন্য। এখন প্রশ্ন এই যে,—এই অগ্নি কে? ভাষ্যাদি বলিতেছেন—দহনশীল, প্রজ্বলিত অগ্নি, যাহা কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে। কিন্তু এই অগ্নিই যদি মন্ত্রের লক্ষ্য হয় তবে তাহা ঘরে স্থাপন করাতে সর্ব্ববিধ ভয় কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে? পাশ্চাত্যমতাবলম্বী কোন কোনও পণ্ডিতের ধারণা যে, প্রাচীনকালে আর্য্যগণ নানাকারণে অগ্নির উপাসনা করিতেন। একটী কারণ এই যে,—তাঁহাদের ধারণা ছিল - অগ্নি পবিত্র, অগ্নির নিকট কোন অপবিত্র আত্মা বা জীব আসিতে পারে না। হিংস্র পশুগণ অগ্নি দেখিলে দূরে পলায়ন করে, সুতরাং গৃহে অগ্নি থাকিলে তাহাদের হাত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এই উদ্দেশ্যই মন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।

অপবিত্র বস্তু অগ্নির নিকট আসিতে পারে না। তাহা আমরাও স্বীকার করি। তবে আমাদের ধারণা আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'নিত্যঃ' পদ এই মতেরই পোষকতা করিতেছে॥ (১১অ-৩খ-২সূ-২সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশবর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ র
প্রেদ্ধো অগ্নে দীদিহি পুরো নোঽজস্রয়া সূর্ম্ম্যা যবিষ্ঠ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বা৺ শশ্বন্ত উপ যন্তি বাজাঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, নিত্যতরুণ!) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'প্রেদ্ধঃ' (সমিদ্ধঃ, উজ্জ্বলঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) ত্বং 'অজস্রয়া সূর্ম্ম্যা' (অজস্রয়া জ্বালয়া, প্রভূতপরিমাণেন তেজসা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পুরঃ' (অন্তর্মধ্যে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'দীদিহি' (প্রজ্বলিতঃ ভব, সম্যক্‌রূপেণ আবির্ভূতঃ ভব); যতঃ 'শশ্বন্তঃ' (বহূনি, সর্ব্বাণি ইত্যর্থঃ) 'বাজা' (বাজানি, শক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বাং' এব 'উপযন্তি' (গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বশক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ—৩খ ২সূ - ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ হে জ্ঞানদেব! জ্যোতির্ম্ময় আপনি প্রভূতপরিমাণ তেজের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হউন; যেহেতু সর্ব্বশক্তি আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বশক্তিদায়ক পরাজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক।)॥ (১১অ—৩খ—২সূ—৩সা॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'যবিষ্ঠ' যুবতমাগ্নে! 'প্রেদ্ধঃ' প্রকর্ষেণ সমিদ্ধঃ ত্বং 'অজস্রয়া' অসরণশীলয়া 'সূর্ম্ম্যা' জ্বালয়া 'নঃ' অস্মদর্থং 'পুরঃ' পুরস্তাৎ আহবনীয়ায়নে 'দীদিহি' দীপ্যস্ব। 'ত্বাং' 'শশ্বন্তঃ' বহবঃ 'বাজাঃ' অন্নানি হবীংষি 'উপযন্তি' উপগচ্ছন্তি॥ (১১অ—৩খ - ২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে ভগবানের জ্ঞানশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি, জ্ঞান তাঁহারই স্বরূপ। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ দেবত্ব লাভ করে, জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আপনার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'শশ্বতঃ বাজা উপযন্তি ত্বাং' - বিশ্বের সকল শক্তিই জ্ঞানকে আশ্রয় করে। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় 'জ্ঞানং পরতরং নহি'—জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই। সমস্ত শক্তির মূলে আছে জ্ঞান। জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই মৃত্যু, অন্ধকার। মন্ত্রে সেই পরমবস্তু জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা দৃষ্ট হয়

'অগ্নি' অথবা জ্ঞানদেবকে মন্ত্রে 'যবিষ্ঠ' বলা হইয়াছে। 'যবিষ্ঠ' পদের অর্থ 'যুবতম' অর্থাৎ নিত্যতরুণ। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও অগ্নিকে যবিষ্ঠ বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহার অর্থ এইরূপে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন,—যজ্ঞকার্য্যের জন্য প্রত্যেকবারেই নূতনভাবে অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হয়, সেইজন্য অগ্নিকে নবোৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাই অগ্নি 'যুবতম'। 'যবিষ্ঠ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মতও তাহাই, অগ্নি, জ্ঞানাগ্নি প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে নূতনভাবে আবির্ভূত হইতেছে; যদিও তিনি নিত্য শাশ্বত। মানুষের হৃদয়ে যে সৎকর্ম্মরূপ অরণিকাষ্ঠ ঘর্ষিত হইতেছে তদ্দ্বারাই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। জ্ঞান অনাদি অনন্ত, উহা নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে প্রত্যেকবারেই তাহা নূতনভাবে দেখা দেয় বলিয়া তাহাকে চিরনূতন বলা হইয়াছে। অপিচ, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জগৎকে, নিজেকে নূতনভাবে দেখিতে পায়। জ্ঞানের এই শক্তির জন্য তাহাকে 'যবিষ্ঠ' বলা হইয়াছে। (১:অ -৬খ — ২সূ - ৩সা)।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ঃ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ১২ ৩ ১২ ৩ ২

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্বঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'গৌঃ' (সর্ব্বত্রগঃ, জ্ঞানকিরণঃ) 'পৃশ্নিঃ' (বিচিত্র-কর্ম্মোপেতঃ, জ্ঞানজ্যোতিঃ) 'স্বঃ' (সূর্য্যদেবঃ, জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অক্রমীৎ' (ক্রমণং কৃতবান); 'পুরঃ' (অগ্রে) 'মাতরং' (অস্মাকং উৎপত্তিভূতাং মাতৃস্থানীয়াং পৃথিবীং) 'অসদৎ' (আসীদৎ, প্রাপ্তবান); 'চ' (এবং) 'প্রয়ন্' (স্বর্গে সঞ্চরণ) 'পিতরং' (পিতৃলোকং, অস্মাকং পরমাশ্রয়স্থানরূপং) প্রাপ্তবান ইতি শেষঃ। জ্ঞানরূপেণ স ভগবান্ ইহলোকে পরলোকে চ বিরাজতে – ইতি ভাবার্থঃ ॥ (১১অ - ৩খ - ৩সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সর্ব্বত্রগ বিচিত্রকর্ম্মোপেত জ্ঞানসূর্য্য সর্ব্বতোভাবে (সকল স্থানে) পরিভ্রমণ করেন; আমাদের মাতৃস্থানীয়া এই পৃথিবীকে তিনি প্রথমেই প্রাপ্ত হন, এবং স্বর্গে সঞ্চরণ করিয়া আমাদের পরমআশ্রয় স্থান পিতৃলোকও তিনি প্রাপ্ত হন। (ভাবার্থ,—জ্ঞানরূপে সেই ভগবান্ ইহ-লোকে এবং পরলোকে বিরাজ করেন।) । (১১অ— খ - ৩সূ—১সা) ।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'গৌঃ' গমনশীলঃ 'পৃশ্নিঃ' প্রাষ্টবর্ণঃ ব্যাপ্ততেজাঃ 'অয়ং' সূর্য্যঃ 'আক্রমীৎ' আক্রান্তবান উদয়াচলং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। আক্রম্য চ 'পুরঃ' পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি 'মাতরং' সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য নির্ম্মাত্রীং ভূমিং 'অসদন্' আসীদতি প্রাপ্নোতি। সদেশ্ছান্দসো লুঙ্, লৃদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। ততঃ 'পিতরং' পালকং দ্যুলোকং 'চ'-শব্দাদন্তরিক্ষঞ্চ 'প্রয়ন্' প্রকর্ষেণ শীঘ্রং গচ্ছন্ 'স্বঃ' সু অরণঃ শোভন-গমনো ভবতি। যদ্বা, পিতরং স্বর্দ্যুলোকং প্রয়ন বর্ত্ততে। (১১অ - ৩খ - ৩সূ - ১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্বানুসৃত-ক্রমে, অগ্নি দেবতাই এ মন্ত্রের সম্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—দৃশ্যমান অগ্নি আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নি স্থানে সর্ব্বতঃ পাদবিক্ষেপ করেন। তিনি যজমান-গৃহে গমন করেন বলিয়াই তাঁহাকে 'গৌঃ' বলা হইয়াছে; এবং লোহিত-শুক্লাদি বহুবিধজ্বালাবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি 'পৃশ্নি' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। 'পুরঃ' অর্থাৎ প্রাচীদেশে তিনি 'মাতরং' অর্থাৎ পৃথিবীকে আক্রমণ করেন (আহবনীয়-রূপে প্রাপ্ত হন); এবং আদিত্য-রূপে স্বর্গে সঞ্চরণ করিয়া তিনি 'পিতরং' অর্থাৎ দ্যুলোককে প্রাপ্ত হন। 'স্বঃ' শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়; দ্যুলোক ও ভূলোক পিতামাতা-পর্য্যায়ে শ্রুত্যন্তরে গৃহীত

হইয়াছে। ভাষ্যে আরও প্রকাশ,—এই মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্তী দুইটী মন্ত্র 'সর্পরাজ্ঞী' নামে অভিহিত হয়; সর্পরাজ্ঞী 'কদ্রু' পৃথিব্যাভিমানিনী দেবতা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রযুক্ত।

এ পক্ষে ভাব-পরিগ্রহ করা বড়ই কঠিন। একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্তী মন্ত্র-দুইটী-যথাক্রমে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয়-স্থাপনে প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'সর্ব্বত্রগামী পৃশ্নিবর্ণ অগ্নিই সূর্য্যরূপে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পৃথিবীকে কিরণ দেন, এবং দ্যুলোককে প্রকাশ করেন।' অগ্নি বা তেজঃ সূর্য্যরূপে বিকাশমান এবং তাঁহার উদরে ভূলোক দ্যুলোক প্রকাশ পায়,-এ পক্ষে ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য একটু বিচার করা যাউক। 'গৌঃ' 'পৃশ্নি' 'স্বঃ' তিনটী পদই জ্ঞান কিরণের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। গত্যর্থক 'গম্' ধাতু 'গৌঃ' পদের উৎপত্তিমূল। তদ্দ্বারা জ্ঞানের অবাধগতির ভাব বুঝায়। 'স্পৃশ্' ধাতু 'পৃশ্নি' পদের মূল। তাহাতে বৈচিত্র্যের ভাব আসে। জ্ঞান যে বিচিত্র-কর্ম্মোপেত, জ্ঞান যে সকল বৈচিত্র্যকেই স্পর্শ করিয়া আছে, ঐ পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 'স্বঃ' শব্দে 'প্রভা' বুঝায়—'সূর্য্য' বুঝায়। জ্ঞানরূপ সূর্য্যের প্রভা যে সর্ব্বত্র-সঞ্চরণশীল, ঐ পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রয়ন্' পদ তাঁহার সেই সঞ্চরণশীলতা ব্যক্ত করিতেছে। পিতৃলোক (পরম পদ) আমাদের চরম আশ্রয়-স্থান; এখান হইতে সেখানে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জগৎপিতা জগদীশ্বর জ্ঞানসূর্য্য-রূপে সর্ব্বত্র—দ্যুলোকে ও ভূলোকে সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি লক্ষ্য থাকে—পিতৃলোকে যাইবে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইবে; তবে তাঁহার শরণাগত হইবে। এখানে ও সেখানে—সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব। এ মন্ত্রে সেই দুই লোকে বিচরণের উপায় ইঙ্গিতে কথিত হইয়াছে। (১১অ-৩খ-৩সূ ১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২ ৩ ২
অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।
১র ২র ৩ ১র ২র
ব্যখ্যন্মহিষো দিবম্ ॥ ২ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোননবত্যধিকশততমসূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতাতে (৩অ—৬ক—১ম) এবং ছন্দার্চ্চিকেও (৪প—৬অ—৫খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্ত' (জ্ঞানস্বরূপস্য অগ্নেঃ) 'রোচনা' (দীপ্তিঃ) 'প্রাণাদপানতী' (প্রাণাপানয়োর্ব্বায়ু-বিশেষয়োঃ প্রযোজকঃ সতি) 'অন্তশ্চরতি' (দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে শরীরমধ্যে বা বিচরতি, প্রাণব্যাপারং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ) ; 'মহিষঃ' (কর্ম্মফলদাতা স জ্ঞানাগ্নিঃ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, তৎস্বরূপতত্ত্বং) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান্)। যোঽগ্নি জ্ঞানরূপেণ বিদ্যতে, প্রাণাপানবায়ুরূপেণ স এব সর্ব্বত্র বিচরতি ইতি ভাবঃ। (১১অ—৩খ – ৩সূ ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি, প্রাণাপান-বায়ুর প্রযোজক হইয়া, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে (শরীরের মধ্যে) বিচরণ করিতেছে (প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতেছে) ; কর্ম্মফলদাতা সেই অগ্নি, দ্যুলোককে (স্বর্গের স্বরূপতত্ত্ব) প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে,—যে অগ্নি জ্ঞানরূপে বিদ্যমান আছেন, প্রাণাপানবায়ুরূপে তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন।) ॥ (১১অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' সূর্য্যাস্য 'রোচনা' রোচমানা দীপ্তিঃ 'অন্তঃ' শরীর-মধ্যে মুখ্য-প্রাণাত্মনা 'চরতি' বর্ত্ততে। কিঙ্কুর্ব্বতী ? 'প্রাণাদপানতী' মুখ্য-প্রাণস্য প্রাণাখ্যা বৃত্তয়ঃ, তত্র প্রাণনং নাড়ীভিরূর্দ্ধং বায়োর্নির্গমনং, তথাবিধাৎ প্রাণাৎ প্রাণনাৎ অনন্তরং অপানতী, অপানং তন্নাড়ীভিরবাঙ্মুখং বায়োর্গমনং তৎ কুর্ব্বতী। অপ-পূর্ব্বাদনিতেঃ লটঃ শতৃ, অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্, উগিতশ্চ (৪।১।৬) ইতি ঙীপ, শতুরনুমঃ (৬।১।১৭৩) ইতি নদ্যন্তুদাত্তত্বং। যদ্বা, 'অন্তঃ' দ্যাবা-পৃথিব্যোর্ম্মধ্যে 'অস্য' সূর্য্যাস্য 'রোচনা' রোচমানা দীপ্তিঃ 'চরতি' গচ্ছতি। রুচ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০) অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ (৩।২।১৪৯) - ইতি যুচ্। কিঙ্কুর্ব্বতী ? 'প্রাণাৎ' প্রাণনাৎ উদয়াদনন্তরং 'অপানতী' সায়ং সময়ে অস্তং গচ্ছতীতি। ঈদৃশ্যা দীপ্ত্যা যুক্তঃ। অতএব 'মহিষঃ' মহান্ সূর্য্যঃ 'দিবং' অন্তরিক্ষং উদয়াস্তময়োর্ম্মধ্যে 'ব্যখ্যন্' বিচষ্টে প্রকাশয়তি। মহিষঃ—মহেঃ 'অবিমহ্যোষ্টিষচ্' (উ০ ১।৪৫) ইতি ঔণাদিকঃ টিষচ্ প্রত্যয়ঃ। ব্যখ্যন্— 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' (২।৪।৫৪), ছান্দসে লুঙি সন্যতিবস্তি (৩।।৫২) ইত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। (১১অ ৩খ – ৩সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে প্রকাশ,—পূর্ব্ব মন্ত্রে আদিত্যরূপে প্রকাশমান্ অগ্নিদেবের স্তুতি হইয়াছিল। এই মন্ত্রে বায়ুরূপে প্রকাশমান অগ্নিদেবের স্তব করা হইতেছে। ভাষ্যকারের এবম্বিধ নির্দ্দেশেই বুঝা যায়,—অগ্নি শব্দে তাঁহার লক্ষ্য কি? যে ভগবান্ তেজোরূপে (সূর্য্যস্বরূপে) বিদ্যমান্ আছেন, তিনিই আবার বায়ুরূপে (প্রাণাপানাদি নামে অভিহিত হইয়া) সংসারে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। এখানে তাঁহার সেই বায়ু-মূর্ত্তিরই উপাসনা প্রকাশমান্।

বায়ুরূপে তিনি কোথায় নাই? বায়ুরূপে তিনি দ্যুলোকেও আছেন; আবার, বায়ুরূপে তিনি ভূলোকেও আছেন! দেহের অভ্যন্তরে তিনি; দেহের বহির্ভাগে তিনি; তিনি কোথায় নাই? তেজোরূপে যেমন তিনি সর্ব্বত্র আছেন, বায়ু-রূপেও তিনি সেইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এ মন্ত্র তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার ভাব প্রকাশ করিতেছে; মানুষকে কহিতেছে,—'কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছ? ঐ দেখ, বায়ুরূপে তিনি তোমার মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন। এই বুঝিয়া, স্বরূপ জানিয়া, তাঁহার পূজা-পরায়ণ হও।' ইহাই এ মন্ত্রের উপদেশ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহিষঃ' এবং 'প্রাণাদপানতী' পদদ্বয় অনুধাবনার বিষয়। 'মহিষঃ' পদে অগ্নিকে বুঝায়। কেহ বা, ঐ পদে 'বিদ্যুৎ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মফল দান করেন; তাই তাঁহার নাম 'মহিষঃ'। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ এবং অপান-বায়ু নিঃসারণ—ইহাই জীবনরক্ষার মূল। যোগিগণ যোগ-প্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রাণবায়ু ধারণ ও অপান-বায়ু নিঃসারণ করিতে পারেন। তাই তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ ও শক্তিমান্ হন। অগ্নিদেবের রোচনা (দীপ্তি বা জ্ঞান), বায়ুর ধারণায় ও পরিত্যাগে সমর্থ হন। তদ্দ্বারা দ্যুলোকের তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই জ্ঞান অর্জ্জন কর। এই উপদেশ এখানে গ্রহণ করা যায়। (১১অ—৩খ ৩সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্রিং৺শদ্ধাম বি রাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।
২ ৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২
প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোননবত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকে (৪প—৬অ—৫খ—৫সা) এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতাতেও (৩অ—৭ক—১ম) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিংশৎ ধাম' (অসংখ্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'বিরাজতি' (বিরাজতু, অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভবতু) 'অহ' (ততঃ) 'বস্তোঃ (আশ্রয়স্থানস্য, অস্মাকং হৃদয়স্য, হৃদয়োত্থিতা ইত্যর্থঃ) 'বাক্' (বাণী, স্তুতিঃ) 'দ্যুভিঃ' (দীপ্তিভিঃ, জ্ঞানেন সহ, জ্ঞানসমন্বিতা সতী) 'পতঙ্গায়' (ঊর্দ্ধনয়নসমর্থায়, ভগবতে, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রতি ধীয়তে' (প্রতিগচ্ছতু উচ্চারিতা ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম, ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১১অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউক; তারপর আমাদিগের হৃদয়োত্থিত স্তুতি জ্ঞানসমন্বিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উচ্চারিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি, ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (১১অ—৩খ—৩সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্রিংশৎ' 'ধাম' ধামানি স্থানানি. বচন-ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'বস্তোঃ' বাসরস্যাহোরাত্রস্যা-বয়বভূতানি 'অহ'। শব্দোঽবধারণে। 'দ্যুভিঃ' সূর্য্যস্য দীপ্তিভিরেব 'বিরাজতি' বিশেষেণ দীপ্যন্তে। ব্যত্যয়েনৈকবচনং (৩।১।৮৫)। মুহূর্ত্তান্যত্র ধামান্যুচ্যন্তে; পঞ্চদশরাত্রেঃ, পঞ্চদশাহ্নঃ। 'পতঙ্গায়'। পতন্ গচ্ছতীতি পতঙ্গঃ সূর্য্যস্তস্মৈ। সূর্য্যায়, স্তুতিরূপা 'বাক্' 'প্রতি ধীয়তে' প্রতিমুখং ধীয়তে প্রতিমুখং স্তোতৃভি বিধীয়তে ক্রিয়তে। যদ্বা, 'বস্তোঃ' অহনি 'ত্রিংশদ্ধামানি' ঘটিকাভিপ্রায়মেতৎ, ত্রিংশৎ ঘটিকাঃ; অত্যন্ত-সংযোগে দ্বিতীয়া (২।৩।৫)। এতাবন্তং কালং 'দ্যুভিঃ' দীপ্তিভিঃ অসৌ সূর্য্যো 'বি রাজতি' বিশেষেণ দীপ্যতে, তাদৃশশ্চ সময়ে 'বাক্' ত্রয়ীরূপা 'পতঙ্গায়' প্রতিধীয়তে প্রতিমুখং ধীয়তে তং সূর্য্যং সেবত ইত্যর্থঃ। শ্রূয়তে হি—ঋগ্ভিঃ পূর্ব্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে যজুর্ব্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ—ইত্যাদি॥ (১১অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি একাদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে একাদশোঽধ্যায়ঃ। ১১।

* * *

তৃতীয় (১৩৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের আমরা দুইটী অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যেও পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"এই সূর্য্যের ত্রিংশৎ স্থান শোভা পাইতেছে। এই গমনশীল সূর্য্যের উদ্দেশে স্তব উচ্চারিত হইতেছে। প্রতিদিন তিনি নিজ কিরণে ভূষিত হয়েন।" ভাষ্যের সহিত এই অনুবাদের সাদৃশ্য নাই। আবার ভাষ্যকারও দুইটী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কোন ব্যাখ্যার সহিতই আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য হয় নাই।

এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসরণ-পক্ষে প্রথমতঃ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ কয়েকটির আলোচনা বিশেষভাবে আবশ্যক মনে করি। 'ত্রিংশদ্ধাম' পদেই প্রধানতঃ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। 'ধাম' পদে 'তেজঃ' আশ্রয়স্থল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতাতে (১ম - ৯১সূ—৯ঋ) বলা হইয়াছে। 'ত্রিংশৎ' শব্দ বহ্বর্থক, উহা দ্বারা অথবা অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ শব্দাদির দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। তাই 'ত্রিংশদ্ধাম' পদে 'অসংখ্যাঃ জ্ঞানকিরণাঃ, পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

অন্য দিক দিয়া মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের আলোচনা করা যাউক। মন্ত্রের প্রথম শব্দ— 'ত্রিংশৎ'। উহার অর্থ ভাষ্যকার নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ শব্দে অহোরাত্রের ত্রিশ মুহূর্ত্ত বুঝাইতে পারে, আবার ঐ শব্দে মাস-পরিমাপক ত্রিশসংখ্যক দিনকে বুঝাইতে পারে; আবার ঐ শব্দ, ধামের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য হইয়া, ত্রিশটী স্থান-বিশেষকেও বুঝাইতেছে মনে করা যায়। নানারূপ আলোচনার পর, কাল-সম্বন্ধেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে-- এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিলাম। দিবারাত্রি ত্রিশ ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার এক এক ভাগকে মুহূর্ত্ত কহে। সেই সকল মুহূর্ত্ত সকল কাল—ঐ শব্দে দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের অভিমত। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সর্ব্বেষু কালেষু' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। 'ধাম' বলিতেও ঐরূপ সকল স্থানের ভাব আসে। "ধামানি ত্রয়াণি" এই নিরুক্ত-বাক্যই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। আমরা 'ধাম' পদে 'সর্ব্বেষু স্থানেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে, "ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি" বাক্যের অর্থ পরিগ্রহে আর কোনই সংশয় থাকে না। ঐ অংশের অর্থ হয়,—"তিনি (যেই হউন —পরে বুঝা যাইতেছে) সকল কালে সকল স্থানে বিদ্যমান আছেন।"

মন্ত্রের আর এক আলোচ্য পদ—"বাক্‌পতঙ্গায়।" 'বাক্' পদে বুঝিলাম,—'শব্দ, বাণী'; কিন্তু 'পতঙ্গ' পদে কি বুঝিব? ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন—'পতঙ্গঃ' (পতন গচ্ছতি পতঙ্গঃ) পদে অগ্নিকে বুঝায়। অগ্নি গতিশীল, এই জন্যই উহার নাম—পতঙ্গ। এখানে পৌরাণিক উপাখ্যান আনিয়া যোগ দিল। প্রথম অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল। তার পর সেই অগ্নি 'গার্হপত্য অগ্নি' রূপে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আহবনীয় ও দক্ষিণ-রূপে

তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। ঐই যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে অগ্নির গমন, এই হইল—তাঁহার 'পতঙ্গ' নামের সার্থকতা। যাহা হউক, এই হইতে আমরা তাঁহার গতিরূপের ভাব—সর্ব্বত্রগের ভাব —গ্রহণ করিতে পারি। 'বাক্' পদে তাঁহার শব্দ-রূপত্ব এবং 'পতঙ্গ' পদে তাঁহার গতি-রূপত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে 'বাক্পতঙ্গায়' পদের প্রতিবাক্যে "সর্ব্বত্রগায় শব্দরূপায়" পদ ব্যবহার করিতে পারি। এখানে 'ধীয়তে' পদ আছে। তাহাতে অর্থ পাই,—তিনি যে 'বাক্পতঙ্গায়', তাহা 'ধীয়তে'—ধ্যান-ধারণায় আসে। কিন্তু কে ধ্যান করিল? কে বুঝিল? কে সে সন্ধান পাইল? উত্তরে 'সাধকের' ভাবই মনে আসে। সাধক ভিন্ন কে আর বুঝিবে—তিনি 'বাক্-পতঙ্গ'—সর্ব্বগত শব্দরূপ! সুতরাং এ পক্ষে আমরা 'সাধকৈঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি।

এইবার মন্ত্রের প্রথম পংক্তির বিশদ সমীচীন ও সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হইল কি না, অনুধাবন করিয়া দেখুন। মন্ত্রাংশ;—

"ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।"

অর্থ হইল;—'সাধকগণ যাঁহাকে সর্ব্বগ শব্দব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া ধ্যান করেন, তিনি সকল কালে সকল স্থানেই বিদ্যমান্ আছেন।'

এখন বুঝা গেল না কি তিনি কে? এখন বুঝা যায় না কি—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইল? আমরা তাই মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে—'সেই ভগবান সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান্'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি।

অতঃপর, মন্ত্রের শেষাংশ—"প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ"—কি ভাব প্রকাশ করে, বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যকার 'বস্তোঃ' ও 'অহঃ' দুই পদেই 'দিন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'প্রতি বস্তোরহঃ' পদে 'প্রত্যহ' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ নিঘণ্টু উদ্ধৃত করিয়াছেন—'বস্তোঃ দ্যুঃ ভানুরিত্যহর্নামসু পঠিতং।' কিন্তু আমরা এখানে নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু 'বস্তোঃ' পদের মূল ধরিয়া অর্থ করিলাম। তাহাতে "প্রতি বস্তোরহঃ" বাক্যের অর্থ হইল—"প্রতিগৃহং প্রতিদিনং।" অবশিষ্ট রহিল "দ্যুভিঃ।" উহার অর্থ "জ্যোতির দ্বারা।" এখানে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাইয়া অর্থ করিয়াছেন "দ্যুভিঃ দ্যোতনৈরস্মগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যধ্যাহারঃ।" এইরূপ, তাঁহার মতে, মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে,—"প্রতিদিন তোমরা দ্যোতমান্ অগ্নিকে স্তব কর।" কতটা টানিয়া আনিয়া ঐ অর্থ করিতে হইল, সহজেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমরা এখানে একটী 'উদ্ভাসতে' ক্রিয়া মাত্র অধ্যাহার করিলাম। তাহাতে অর্থ হইল,—'সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে আপনার জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আছেন।' 'দ্যুভিঃ' পদের সার্থকতা তাহাতে উপলব্ধ হইবে। 'দ্যুভিঃ'—জ্যোতিঃ দ্বারাই তিনি উদ্ভাসিত নহেন কি? বুঝিয়া, যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সুধীগণ তাহাই গ্রহণ করিবেন। (১১অ-৩খ-৩সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের একোননবত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকে (৬প ৬অ ৫খ—৬সা) এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতাতেও (৩অ—৮ক—১ম) পরিদৃষ্ট হয়।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আরে অস্মে চ শৃণ্বতে॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরং' (হিংসাপ্রত্যবায়রহিতং যজ্ঞং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'উপপ্রয়ন্তঃ' (উপেত্য, অনুষ্ঠানং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'মন্ত্রং' (স্তোত্রং) বয়ং 'বোচেম' (ব্রবাম, উচ্চারয়াম); সৎকর্ম্মণা সহ বয়ং জ্ঞানার্জ্জনায় প্রবৃত্তা ভবাম—ইতি ভাবঃ; 'আরে চ' (দূরে অবস্থিতে সতি অপি) স দেবঃ 'অস্মে' (অস্মাকং প্রার্থনাঃ) 'শৃণ্বতে' (শৃণোতি); অজ্ঞানা বয়ং যদি চেৎ জ্ঞানাৎ দূরে অবস্থিতাঃ ভবাম, কিন্তু অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনেন জ্ঞানং সমীপবর্ত্তিনং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১২অ-১খ-১সূ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপ্রত্যবায়রহিত যজ্ঞকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, জ্ঞানদেবতার নিমিত্ত মন্ত্রকে আমরা যেন উচ্চারণ করি; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত আমরা যেন জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই); দূরে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করেন; (ভাব এই যে,—অজ্ঞান আমরা যদিও জ্ঞান হইতে দূরে অবস্থিত হই, কিন্তু আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্ঞান আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হয়েন।)॥ (১২অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধ্বরং' হিংসা-প্রত্যবায় রহিতং অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞং 'উপ প্রয়ন্তঃ' উপেত্য প্রকর্ষেণ যন্তো গচ্ছন্তঃ প্রাপ্ত্যবিচ্ছেদেন সম্যগনুষ্ঠিতবন্ত ইত্যর্থঃ। তাদৃশা বয়ং 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদি-গুণ-যুক্তায় দেবায় 'মন্ত্রং' মনন সাধনমেতৎ সূক্তরূপং স্তোত্রং 'বোচেম' বক্তারো ভূয়াস্ম ইত্যাশাস্মহে। কীদৃশায়াগ্নয়ে 'অস্মে আরে চ শৃণ্বতে' চ-শব্দোঽপ্যর্থে আরে-শব্দাৎ পরো দ্রষ্টব্যঃ আরে চ দূরেঽপি স্থিতায়াস্মাকং স্তুতীঃ শৃণ্বতে অস্মাসু প্রীত্যতিশয়েন সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽগ্নিঃ অস্মদীয়মেব স্তোত্রং শৃণোতীতি ভাবঃ। বোচেম—ব্রুবোবচিঃ (২।৪।৫৩), লিঙ্যাশিষ্যঙ্ 'বচউম্ (৭।৪।২০)'—ইত্যুমাগমঃ। শৃণ্বতে শতুরনুমঃ (৬।১।১৭৩)—ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। (১২অ—১খ—১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৩৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——§:§——

অগ্নি দূরে অবস্থিত থাকিয়াও আমাদিগের স্তোত্রমন্ত্র শুনিতে পান; যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমরা যে স্তোত্র উচ্চারণ করি, তাহা তাঁহার শ্রবণগোচর হয়। মন্ত্রার্থে এইরূপ ভাবই প্রচলিত আছে। এ অর্থে যে অসঙ্গতি দেখি, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে এই অর্থ হইতেই বোধগম্য হয় যে,—জ্বলন্ত অনলের প্রতি এই মন্ত্রের লক্ষ্য নহে—অগ্নির অতীত বস্তুই ইহার লক্ষ্যস্থল।

মন্ত্রার্থে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি; তবে মন্ত্রের দুই অংশে যে দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই বিশ্লেষিত হইয়াছে মাত্র। সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। 'অগ্নয়ে' অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে, আমরা যেন মন্ত্রোচ্চারণ করি—এই সঙ্কল্প হইতেই জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়ার ভাবই প্রকাশ পায়। দেবতার পূজায়—দেবভাব অধিগত করাই বুঝাইয়া থাকে। দেবী সরস্বতীর আরাধনায়

বিস্তার্জ্জন অর্থ-ই সংসূচনা করে। এই দৃষ্টিতেই আমরা বুঝিতে পারি, প্রার্থনাকারী এখানে জ্ঞানার্জ্জনেই সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন ; অপিচ, তিনি বুঝিয়াছেন,- অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আমরা যদি দূরে পড়িয়া থাকি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আমাদিগের নিকটস্থ হয়েন। 'শৃণ্বতে' পদে 'শ্রবণ করেন' অর্থ হইতেই, জ্ঞান আমাদিগের সান্নিধ্যে আসেন আমরা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি —এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমরা যতই অজ্ঞান হই না কেন, জ্ঞান হইতে আমরা যতই দূরে আসিয়া পড়ি না কেন, জ্ঞানানুসারী হইলেই আমরা জ্ঞানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হই, জ্ঞানাধিকারী হইতে পারি।' (১২অ—১খ—১সূ—১সা)॥০

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্ব্যঃ সঞ্জগ্মানাসু কৃষ্টিষু।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অরক্ষদ্দাশুষে গয়ম্॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্নীহিতীষু' (শত্রুণা আক্রান্তেষু, বধকারিণীষু, যদ্বা—সর্ব্বান্ প্রতি ভগবন্তং প্রতি বা প্রীতিসম্পন্নেষু) তথা 'সংজগ্মানাসু' (সঙ্গতাসু, দেবসামীপ্যাগতাসু) 'কৃষ্টিষু' (আত্মোৎকর্ষ-সাধনসম্পন্নেষু সাধকেষু) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ দেবঃ) 'পূর্ব্ব্যঃ' (সনাতনঃ, নিত্যকালং) 'অরক্ষৎ' (আত্মানং রক্ষয়তি স্থাপয়তি বা), যস্য দেবস্য অনুকম্পয়া তদনুরাগী জনঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ; স দেবঃ 'দাশুষে' (উপাসকায়) 'গয়ং' (গতিকারকং ধনং, রক্ষোপায়ং ইত্যর্থঃ) বিদধাতি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং দেবমাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ ; দেবানুরক্তাঃ জনাঃ যদি শত্রুণা আক্রান্তাঃ ভবন্তি, দেবাঃ হি তান্ রক্ষন্তি তেষাং শ্রেয়াংসি চ সাধয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১২অ—১খ—১সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত (অথবা—সকলের প্রতি অথবা ভগবানের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন) দেবসামীপ্যাগত সাধকগণের মধ্যে যে দেবতা নিত্যকাল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

আপনাকে রক্ষা করেন (অর্থাৎ যে দেবতার অনুকম্পায় তাঁহার অনুরাগী জন রক্ষা প্রাপ্ত হয়); সেই দেবতা উপাসকের নিমিত্ত রক্ষার উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। (এই মন্ত্রটী দেবতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক; দেবানুরক্ত জনগণ যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন, দেবগণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।)। (১২অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূর্ব্ব্যঃ' চিরন্তনঃ 'যঃ' অগ্নিঃ 'স্নীহিতীষু' বধকারিণীষু 'কৃষ্টিষু' শত্রুরূপাসু প্রজাসু 'জগ্মানাসু' সুসঙ্গতাসু সতীষু 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানায় 'গয়ং' ধনং 'অরক্ষৎ' রক্ষতি। তস্মৈ মন্ত্রং বোচেমেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। স্নীহিতীষু স্নিহ স্নেহনে চুরাদিঃ; 'স্নেহয়তি'—ইতি বধ-কর্ম্মসু (নিঘ ২।১৯।৩) পঠিতং; স্নিহন্তে হিংসন্তে প্রজা অভিরিতি স্নীহিতয়ঃ, করণে তিতুত্রেষগ্রহাদীনাং (৭।২।৯বা০)—ইতি বচনাৎ নিগৃহীতির্নিপতিতি-বদিড়াগমঃ ব্যত্যয়েনৈকারস্ত ঈকারঃ, স্ত্রিনোদীর্ঘশ্চ; নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সঞ্জগ্মানাসু—সমোগমি (১।৩।২৯) ইত্যাত্মনেপদং, লিটঃ কানচ্ গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। অরক্ষৎ—ছন্দসি লঙ্লুঙ্লিটঃ (৩।৪।৬)—বর্ত্তমানে লঙ্। (১২অ ১খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরলতাব্যঞ্জক হইলেও ব্যাখ্যাদির জটিলতায় মন্ত্রার্থে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত "স্নীহিতীষু সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু" পদ-তিনটীতে অর্থ গ্রহণ করা হয়,—'শত্রুর কবলগত প্রজাসমূহে (কৃষকসমূহের), অর্থাৎ প্রজাদিগের মধ্যে শত্রু সঙ্গত হইলে।' তখন কি হয়? "যঃ পূর্ব্ব্যঃ দাশুষে গয়ং অরক্ষৎ" বাক্যাংশে তাহাই প্রকাশমান। অর্থাৎ, 'যে পূর্ব্ব (সনাতন অগ্নি) যজমানগণের ধনকে রক্ষা করেন।' এই প্রকারে পদ-সমষ্টির অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে। যথা;—

(১) "আমাদিগের প্রাণবিনাশার্থে শত্রুগণ একত্রিত হইলেই সনাতন অগ্নি আমাদিগের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন।"

(2) "Who, from of old, in carnage, when the people gathered, hath preserved.
His household for the worshipper."

বঙ্গানুবাদে 'বঃ' পদ পরিত্যক্ত। ইংরাজী অনুবাদ ভাষ্যের অনুসারী নহে। এইরূপ অন্যান্য ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই ;—কেহ বা 'স্নীহিতীষু' পদটী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; কেহ বা 'দাশুষে' পদের ভাবে 'হব্যদাতা যজমানের নিমিত্ত' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছেন। সকলেই জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছেন ; কিন্তু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে জ্বলন্ত অগ্নি যে কি প্রকারে হব্যদাতার ধন রক্ষা করিতে পারেন, কেহই তাহার মর্ম্মানুধাবনে প্রযত্নপর হয়েন নাই।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই অধিগত হইবে। 'স্নীহিতীষু' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, ঐ পদে 'শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে 'সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন' অর্থ পরিগ্রহণে সঙ্গতি দেখিতেছি। 'কৃষ্টিষু' পদের ভাবার্থ বহুত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 'কৃষ্টি' শব্দে আত্মোৎকর্ষসাধক সাধুকে বুঝাইয়া থাকে। 'সংজগ্মানাসু' পদে 'দেবসামীপ্যে উপনীত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। এখন, অনুধাবন করিয়া দেখুন, 'কৃষ্টি' পদের সম্বন্ধে ঐ দুই পদের অর্থে কেমন সঙ্গতি থাকে! যদি 'স্নীহিতীষু' পদে 'শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত' অর্থই গ্রহণ করা যায়, তাহাতেও সঙ্গতি দেখি ; আবার ঐ পদকে যদি স্নেহভাবপ্রকাশক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও ভাবের অসঙ্গতি হয় না। সে পক্ষে 'স্নিহ' ধাতুই ঐ পদের অনন্বিত বলিয়া মনে করি। 'স্নিহ' ও 'ষ্ণিহ' উভয় ধাতুই প্রীতি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ষ্ণিহ' ধাতুতে হিংসা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রীত্যর্থেও ঐ ধাতুর প্রয়োগ বিরল নহে। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন 'কৃষ্টিব' কি প্রকার? 'স্নীহিতীষু সংজগ্মানাসু'। এইরূপে, সকলের প্রতি—সংসারের সর্ব্বজীবে—প্রীতিসম্পন্ন দয়াবান্ অথবা ভগবানে ন্যস্তচিত্ত সাধকগণের অভ্যন্তরে জ্ঞান যে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকে,—মন্ত্রের প্রথম অংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই। উহার দ্বিতীয়াংশে, জ্ঞান যে জ্ঞানানুসারী সাধকের শ্রেয়ঃসাধন করে, তাহাই বুঝিতে পারি। মন্ত্র জ্ঞান-মাহাত্ম্য-প্রকাশক। সাধুগণ বিপদে পড়িলে জ্ঞানই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, অথবা লোকানুরাগসম্পন্ন ভগবৎ-প্রীতি-পরায়ণ সাধকের সংরক্ষণ যে জ্ঞানদেবতার অনুকম্পাতেই সাধিত হয়,—এবম্বিধ ভাবপরম্পরাই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত ॥ (১২অ—১খ—১সূ-২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স নো বেদো অমাত্যমগ্নী রক্ষতু শন্তমঃ।
৩ ২উ ৩ ১ ২
উতাস্মান্ পাত্বꣳহসঃ ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শন্তমঃ' (সুখতমঃ, পরমসুখদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বেদঃ' (জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং, যদ্বা—পরমধনং) তথা 'অমাত্যং' (হৃদয়াবস্থিতং জ্যোতিঃ) 'রক্ষতু' বিনাশাৎ ইতি শেষঃ ; 'উত' (অপিচ) 'অস্মান' (প্রার্থনাকারিণঃ অস্মান) 'অংহসঃ' (পাপকবলাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়স্থিতং জ্যোতির্ম্ময়ং জ্ঞানং তথা অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (১২অ—১খ—১সূ - ৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমসুখদায়ক প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব আমাদিগের পরাজ্ঞান (অথবা পরমধন) এবং হৃদয়াবস্থিত জ্যোতিঃকে বিনাশ হইতে রক্ষা করুন; অপিচ, প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পাপকবল হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়স্থিত জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানকে এবং আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।)। (১২অ—১খ—১সূ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'বেদঃ' ধনং 'অমাত্যং' অন্তিকে ভবং সহভূতং বা 'রক্ষতু' শত্রোঃ সকাশাৎ পালয়তু। কীদৃশঃ ? 'শন্তমঃ' সুখতমঃ 'উত' অপিচ 'অস্মান' বসিষ্ঠান্ 'অংহসঃ' পাপাৎ 'পাতু' রক্ষতু। 'শন্তমঃ'—'বিশ্বতঃ'—ইতি পাঠৌ। ৩।

তৃতীয় (১৩৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ জ্ঞান-স্বরূপ। জ্ঞানের জন্য,—জ্ঞানলাভ ও তাহা রক্ষার জন্য সেই পরমপুরুষের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞানময়, জ্ঞানের অধিপতি ভগবানের কৃপাবলেই মানুষ জ্ঞানালোক লাভ করিয়া আপনার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। মানুষের হৃদয়মধ্যে তাঁহার দেওয়া পরমবস্তুর সেই পরাজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে। সৎকর্ম্ম দ্বারা, উপযুক্ত সাধনা দ্বারা মানুষ তাহার বিকাশসাধন করিতে সমর্থ হয়। আবার, মোহমায়ার আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে গমন করে, তাহার হৃদয়স্থিত অমূল্য রত্নের সন্ধান পায় না, অথবা কর্ম্মবশে সেই জ্ঞানবীজ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। মানবহৃদয়ে বহুবিধ শক্তিবীজই আছে, মানুষকে ভগবান্ তাঁহার অপার করুণাবশে বহুধনের অধিকারী করিয়া সৃজন করেন। মানুষ তাঁহার প্রিয় সন্তান, মানুষের হৃদয়ে তিনি এমন শক্তি দান করিয়াছেন,

যাহার সদ্ব্যবহার করিলে সে সেই শক্তিবলে পরমধনের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু সকলে তো সেই শক্তির বিকাশ সাধন করিতে পারে না, অনেকে আবার সেই শক্তির বিকাশের পরিবর্ত্তে বিনাশসাধন করে। তাই যাহাতে হৃদয়ের সেই পরমজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞান বিনষ্ট না হইয়া পূর্ণতেজে প্রদীপ্ত হইতে পারে, সেইজন্য মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'বেদঃ' শব্দে ভাষ্যকার 'ধনং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এই অর্থ যে অসঙ্গত তাহা নয়, তবে দূরার্থ বটে। 'বিদ্' ধাতু-নিষ্পন্ন বেদশব্দের স্বাভাবিক অর্থ—জ্ঞান, পরাজ্ঞান। আমাদের হৃদয়-মধ্যে যে জ্ঞানবীজ আছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে—"হে প্রভু! আমাদের হৃন্নিহিত যে জ্ঞানবীজ আছে তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, তাহাকে উদ্দীপ্ত কর, তাহাকে বিকশিত করিয়া দাও। আপনার দেওয়া সেই পরমবস্তুর যেন সদ্ব্যবহার করিতে পারি। আমাদের জ্ঞান যেন পাপের আক্রমণে মলিনতা প্রাপ্ত না হয়।" 'অমাত্যং' পদের ভাষ্যার্থ—"অন্তিকে ভবং, সহভূতং।" এই ব্যাখ্যাদ্বারা বুঝা যায় যে, 'অমাত্যং' পদ বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কাহার বিশেষণ? 'ধনের' বিশেষণ হইলে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। যদি 'বেদঃ' শব্দে 'জ্ঞানং' অর্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে 'অমাত্যং' পদের উপরোক্ত অর্থের একটা ভাব পাওয়া যায় এই যে, জন্মাবধিই যে জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে নিহিত থাকে 'অমাত্যং' পদে সেই জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু ভাষ্যকার 'বেদঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ধনং।' তাহাতে অর্থ-সঙ্গতি থাকে না। বিবরণকার 'অমাত্যং' পদের অর্থ করিয়াছেন—'জ্যোতিঃ" অর্থাৎ যে জ্যোতিঃ আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই অগ্নি আমাদের অমাত্য, ধন, সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।" (১২অ—১খ—১সূ—৩সা)। *

— — • — —

চতুর্থঃ সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্ব্বৃত্রহাজনি।
৩ ১র ২র
ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥ ৪ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ নাশকঃ) 'রণেরণে' (সর্ব্ববিধে সংগ্রামে, বহিরান্তরবিপ্লবে) 'ধনঞ্জয়ঃ' (শত্রূণাং ধনাধিকারী, শত্রুজেতা ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'অজনি' (অস্মাকং হৃদি উৎপন্নঃ, সৎকর্ম্মণা সহ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বেষাং হৃদি বা ইতি যাবৎ) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'উৎ' (তথা) 'জন্তবঃ' (অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নাঃ মনুষ্যাঃ অপি) 'ক্রবন্ত' (তং স্তুবন্তু, পূজয়ন্তু বা, জ্ঞানান্বেষিণঃ ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানোৎপত্তিনা সহ নরঃ জ্ঞানানুসারী ভবতু—বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবাম—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (১২অ—১খ—১সূ—৪সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আর, অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর নাশকারী, সর্ব্ববিধ সংগ্রামে অর্থাৎ বহিরান্তরবিপ্লবে শত্রুজয়কারী, জ্ঞানদেবতা আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হউন, অথবা সৎকর্ম্মের সহিত সকলের হৃদয়ে সঞ্জাত হউন ; এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যগণও তাঁহাকে স্তব করুক—তাঁহার পূজা করুক, অর্থাৎ জ্ঞানানুসারী হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোৎপত্তির সহিত মনুষ্য জ্ঞানানুসারী হউক—আমরা যেন জ্ঞানানুসারী হই—ইহাই প্রার্থনা)॥ (১২অ—১খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নিঃ' 'উদজনি' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপন্নঃ 'উত' অনন্তরং 'জন্তবঃ' জাতাঃ সর্ব্বে ঋত্বিজঃ 'ক্রবন্ত' তমগ্নিং স্তুবন্তু। কীদৃশোঽগ্নিঃ ? 'বৃত্রহা' বৃত্রাণামাবরকাণাং শত্রূণাং হন্তা 'রণে রণে' সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু 'ধনঞ্জয়ঃ' শত্রু-ধনানাং জেতা। সংজ্ঞায়াং (৩।২।৪৬) ইতি খচ্ অরুর্দ্বিষদ-জন্তস্য (৬।৩।৬৭) ইতি মুং চিৎস্বরেণান্তোদাত্তঃ। 'রণেরণে'—রণ্ণি দুন্দুভয়োঽস্মিন্নিতি রণঃ সংগ্রামঃ। বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং (৩।৩।৫৯ বা০)—ইত্যপ্, নিত্যবীপ্সয়োঃ (৮।১।৪) ইতি দ্বির্বচনং, আম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। (১২অ—১খ—১সূ—৪সা) ॥

* * *

চতুর্থ (১৩৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের এক বিচিত্র অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে। 'জন্তবঃ' এবং 'ক্রবন্ত' পদদ্বয় সেই অর্থের প্রজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অগ্নি উৎপন্ন হইলে (অগ্নিঃ অজনি) মনুষ্যগণ স্তব করুক (মনুষ্যা ক্রবন্ত)';—ইহাই হইল এই মন্ত্রের মুখ্য অর্থ।

অন্যান্য পদ অগ্নির গুণদ্যোতক। সেই অগ্নি কেমন? তাহাতে বলা হইয়াছে তিনি বৃত্রাসুরের হননকারী এবং শত্রুর ধন জয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রই বৃত্রের হননকারী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ ইন্দ্রকেই 'বৃত্রহা' বলিয়া লোকে অবগত আছে। কিন্তু এখানে অগ্নি হইলেন—বৃত্রের হননকারী। পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে এই ভাব দেখিয়াছি। ইহা হইতে বৃত্রের ও অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যায়। 'বৃত্র' শব্দে কোথাও 'বৃত্রাসুর' অর্থ দেখিতে পাইয়াছি, কোথাও বা 'মেঘ' অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, কোথাও বা সাধারণ 'আবরক' অর্থ পরিগৃহীত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপরই অজ্ঞানতাকে 'বৃত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের দৃষ্টিতে, অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নি অর্থই সুসিদ্ধ হয়; 'বৃত্র' বলিতে অজ্ঞানতাকে বুঝায়। তদনুসারে, এই মন্ত্রের প্রতি পদে মর্ম্মার্থ অনুধাবন করুন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই মনুষ্যগণ অগ্নিকে স্তব করুন এরূপ ভাব এ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নহে।

এই মন্ত্রের সরল অর্থ এই যে, জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক, জ্ঞানানুশীলনের জন্য আমরা সকলেই যেন প্রবৃত্ত হই। 'রণেরণে' পদে বহিঃসংঘর্ষের এবং অন্তরস্থ বিপ্লবের বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে, রিপুগণের সংঘর্ষে, যে বিপদ উপস্থিত হয়, এবং বাহির হইতে বহিঃশত্রু হইতে—যে সকল বিপদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে; জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদিগের সকলকেই আমরা দূর করিতে সমর্থ হই। তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; 'অজ্ঞানতানাশকারী সেই দেবতা আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' সৎকর্ম্মসহজাত যে জ্ঞান সকল বিপদনাশে সমর্থ, সেই জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে সমাবিষ্ট হউক—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। (১২অ—খ—১সূ—৪সা)। *

—•—

প্রথম সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অগ্নে যুক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অরং বহন্ত্যাশবঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান্) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব!) 'তব' (ত্বদীয়াঃ) 'আশবঃ' (ক্ষিপ্রগামিনঃ) 'সাধবঃ' (সৎস্বরূপাঃ) 'যে হি' (প্রসিদ্ধাঃ) 'অশ্বাসঃ' (ব্যাপকাঃ কিরণাঃ) 'অরং' (পর্য্যাপ্তং,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুঃসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টকঃ পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

শীঘ্রং) 'বহন্তি' (অস্মান্ পরমার্থং প্রাপয়ন্তি); তান্ কিরণান্ 'যুঙ্ক্ষ্ব' (যুঙ্ক্ষ্ব, অস্মাকং হৃদ্দেশে যোজয়, প্রোদ্ভাসয়)। হে দেব! তব কিরণস্বরূপেণ শুদ্ধজ্ঞানেনৈব, বয়ং পরমার্থং লব্ধুং সমর্থাঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ। (১২অ ১খ ২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী সত্যস্বরূপ যে ব্যাপক কিরণসমূহ, আমাদিগকে শীঘ্রই পরমার্থ প্রাপ্ত করায় (অর্থাৎ আপনার যে কিরণপ্রভাবে আমরা শীঘ্রই পরমার্থ লাভ করি); আপনার সেই কিরণসমূহ আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রোদ্ভাসিত করুন। ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার কিরণস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের দ্বারাই, আমরা যেন পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হই। (১২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব' দ্যোতমানাগ্নে! তান্ অশ্বান্ 'যুঙ্ক্ষ্ব' আত্মীয়ে রথে যোজয়। 'যে' 'তব' ত্বদীয়াঃ 'সাধবঃ' সাধকাঃ সুশীলা বা 'অশ্বাসঃ' অশ্বাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ সন্তঃ 'অরং' অলং পর্য্যাপ্তং ত্বদীয়ং রথং বহন্তি 'হি' খলু। তানশ্বান্ রথে যুঙ্ক্ষ্বেত্যর্থঃ। 'যুঙ্ক্ষ্ব'—'যুঙ্ক্ষ্বা'—ইতি পাঠৌ, 'আশবঃ'—'মন্থবঃ'—ইতি চ। (১২অ—১খ-২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৮-১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামের অন্তর্গত 'অশ্বাসঃ' পদটীর ভাষ্যকার অর্থ করেন,—'অশ্বসকল।' মন্ত্রের মধ্যে 'আশবঃ', 'সাধবঃ'—পদ দুইটীর অর্থ—শীঘ্রগামী ও শান্তশিষ্ট। ঐ 'আশবঃ' ও 'সাধবঃ' পদ ঐরূপ অর্থে 'অশ্বাসঃ' পদের উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ মন্ত্রে রথের অর্থজ্ঞাপক কোনও শব্দ নাই; তবে, অশ্ব ও তাহার বিশেষণের যখন সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল, তখন অবশ্যই এতৎসম্বন্ধবিশিষ্ট রথ অধ্যাহর্ত্তব্য। অপিচ, 'অরং বহন্তি' ও 'যুঙ্ক্ষ্ব' ক্রিয়াপদদ্বয়ও অশ্ব অর্থে বেশ সমীচীন হয়। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দ্যোতমান্ অগ্নিদেব! আপনার যে সুশীল ক্ষিপ্রগামী অশ্বগুলি বেগে রথ বহন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আপনার রথে যোজনা করুন।'

মন্ত্রার্থ যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ইহাতে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইল, বুঝিতে পারি না। অগ্নিদেব! আপনার অশ্বসকলকে রথে সংযোজিত করুন; আপনার অশ্বগণ শীঘ্রগামী এবং সৎস্বভাববিশিষ্ট—ইহাতে সাধকের বা অর্চ্চনাকারীর কি সার্থকতা আছে? তবে কেহ মনে করিতে পারেন, সাধক হয় তো আপনার সাধনাক্ষেত্রে, অর্চ্চনাকারী

হয় তো দেবযজনস্থানে, এ মন্ত্র দ্বারা ভাবে অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছেন। এরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া যাঁহারা এ অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা ইহাই সদর্থ বলিয়া স্বীকার করুন। আমরা কিন্তু এই সাম-মন্ত্রের অর্থ অন্য দৃষ্টিতে দর্শন করি।

আরও পুরাণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—অগ্নিদেব ছাগবাহন। তাঁহার বাহক তো অশ্ব নহে। এ পক্ষেও এখানে 'অশ্বাসঃ' পদের সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয় না। তবে 'অশ্বাসঃ' বলিতে কি বুঝায়?

ভাষ্যানুসারী উক্তরূপ অর্থের ঘটক 'অশ্বাসঃ' পদের অর্থ, ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায়, আমরা বহুবার বহুস্থলে সমালোচনা করিয়াছি। ব্যাপ্তি অর্থমূলক 'অশু' ধাতু হইতে 'অশ্বাসঃ' পদটী নিষ্পন্ন; তাহাতে ইহার অর্থ—ব্যাপক। অগ্নিদেব, কিরণ-জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। উক্ত 'অশ্বাসঃ' পদের অর্থ ব্যাপক-কিরণ-সমূহ। এ অর্থে, মন্ত্রমধ্যে দিব্য প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধক যখন দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েন, তখন তাঁহার সেই জ্ঞান-প্রভাবে অন্তর্নিহিত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। তিনি পরব্রহ্মের পুণ্যময় দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পান। গীতাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

তাই সাধক, সেই অত্যুচ্চ মহৎ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি, অগ্নিদেবের দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানকে অধিকার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। সাধক বলিতেছেন,—'হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী, নিত্যসত্য, জ্ঞানস্বরূপ দিব্যকিরণের প্রভাবে আমরা (যেন) শীঘ্রই পরমার্থ-লাভে সমর্থ হই; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী করুন। আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের এই চিরঅন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় যেন ভবদীয় কিরণ-সম্পাতে আলোকিত হয়। আপনার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয় যেন দেবভাবে পূর্ণ হয়।' মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১২অ—১খ ২সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২
অচ্ছা নো যাহ্যা বহাভি প্রয়াংসি বীতয়ে।
২ ৩১র ২র
আ দেবা৺ৎসোমপীতয়ে ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একোনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৩দ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব ! ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'অচ্ছ' (আভিমুখ্যেন) 'আয়াহি' (আগচ্ছ) অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ ; 'প্রয়াংসি' (হবির্লক্ষণানি অন্নানি, অস্মাকং পূজারাধনাঃ ইত্যর্থঃ) 'বীতয়ে' (ভক্ষণায়, গ্রহণায়) তথা 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং হৃদিস্থিতং সত্বভাবং গ্রহণায় ইতি ভাবঃ) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, অস্মান্ অভিলক্ষ্য) 'আবহ' (আহ্বয়, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবং লভেম ; ভগবান্ অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

হে জ্ঞানদেব ! আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; আমাদিগের পূজারাধনা গ্রহণের জন্য, এবং আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য সকল দেবভাব আমাদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাব লাভ করি ; ভগবান্ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন)। (১২অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অগ্নে ! 'নঃ' অস্মান্ 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'যাহি' আগচ্ছ, তথা 'প্রয়াংসি' হবির্লক্ষণান্যন্নানি 'অভি' লক্ষ্য 'দেবান্' 'আবহ'। কিমর্থং ? 'বীতয়ে' তেষাং হবির্ভক্ষণার্থং, তথা 'সোমপীতয়ে' সোমপানার্থঞ্চ ॥ (১২অ—১খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার প্রধানভাব ভগবৎপ্রাপ্তি। মন্ত্রের প্রথম অংশেই জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—"নঃ অচ্ছ আয়াহি" অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি আগমন করুন, আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানকে কিরূপে লাভ করা যায় ? প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপায়— জ্ঞান। তাই প্রথমেই জ্ঞানের উদ্বোধন করা হইয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়। কিন্তু সাধক আপনার অন্তরের ব্যাকুলতা-বশে কেবল জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। দেবভাব, দেবত্ব-প্রাপ্তি ভগবচ্চরণে পৌঁছিবার একটী উপায়, তাই মন্ত্রে সেই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,- "হে অগ্নি তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর, হব্যভোজন এবং সোমরস পান করিবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর।" এই স্থলে মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদও উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করিতেছি। হিন্দী অনুবাদটী এই, -"হে অগ্নে! হমারে অভিমুখ আও, হবিভক্ষণ করনেকো আউর সোমপান করনেকো হবিরূপ অন্নকী ওরকো দেবতাওকা আবাহন করো।" (১২অ—১খ-২সূ—২সা)। *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ।

২ ৩ ১ ২

শোচা বি ভাহ্যজর॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভারত' (ভর্ত্তঃ, সজ্জনপালক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'উৎ' (উদ্গততরং, প্রকৃষ্টরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'শোচ' (দীপ্যস্ব, অস্মাকং হৃদয়ং উজ্জ্বলং কুরু); 'অজর' (জরারহিত, নিত্যতরুণ হে দেব!) 'দবিদ্যুতৎ' (ভৃশং দ্যোতমানঃ, পরম-জ্যোতির্ম্ময়ঃ) ত্বং 'অজস্রেণ' (প্রভূতেন) 'তেজসা' (জ্যোতিষা) 'বিভাহি' (বিশেষেণ প্রকাশয়স্ব, বিশেষেণ অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমজ্যোতির্ম্ময়ং পরাজ্ঞানং প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মাকং হৃদি লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সজ্জনপালক হে জ্ঞানদেব! প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করুন; নিত্যতরুণ হে দেব! পরমজ্যোতির্ম্ময় আপনি প্রভূত পরিমাণে জ্যোতির সহিত আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের চতুঃচত্বারিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমজ্যোতির্ম্ময় পরাজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ে লাভ করি।)॥ (১২অ—১খ—২সূ—৩সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'ভারত' হবিষাং ভর্ত্তরগ্নে! 'উৎ শোচ' উদ্গততরং দীপ্যস্ব। তদেব বিবৃণোতি – হে 'অজর' জরা-রহিতাগ্নে! 'দবিদ্যুতৎ' ভৃশং দ্যোতমানস্ত্বং 'দ্যুমৎ' দ্যুমতা দীপ্তিমতা সুপাংসুলু'গতি (৭।১।৩৯)। তৃতীয়া-লুক্ 'অজস্রেণ' অবিচ্ছেদেন 'তেজসা' 'বি ভাহি' বিশেষেণ প্রকাশয়স্ব। যদ্বা, ভাতি রন্তর্ণীতণার্থঃ। ত্বং প্রথমমুদ্দীপ্যস্ব পশ্চাদাত্মীয়েন তেজসা সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়েতি যোজনীয়ং॥ (১২অ - ১খ - ২সূ - ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৩৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনাই মন্ত্রের মূলভাব। মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উভয় ভাগের অর্থই একভাব প্রকাশ করিতেছে। উভয়ত্রই জ্ঞানদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রটীতে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার 'অগ্নি' শব্দে সম্ভবতঃ প্রজ্বলিত সাধারণ অগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তবুও ভাষ্যকার অনেক পদেরই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যাদিতে পদের প্রকৃত অর্থও প্রদত্ত হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—'হে হব্যবাহক অগ্নি! তুমি উদ্ধতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।'' কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, ভাষ্যকার ইহাপেক্ষা সুন্দরভাবে মন্ত্রের মূলভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের ভাব বহুপরিমাণে অধিগত হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—হে যজমানোঁকা ভরণ করনেওয়ালে অগ্নিদেব! উঁচে হোকর প্রজ্বালত হুজিয়ে; হে জরারহিত অগ্নে! অত্যন্ত দ্যোতমান তুম দীপ্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন তেজসে বিশেষরূপসে সকল জগৎকো প্রকাশিত করো।"

'ভারত' শব্দ 'ভৃ'-ধাতু-নিষ্পন্ন। 'ভৃ'-ধাতুর অর্থ ভরণ করা, পোষণ করা। যিনি পোষণ করেন, সজ্জনদিগের যিনি পালক, তিনিই 'ভারত'। 'অগ্নি' অর্থাৎ জ্ঞানদেবই সেই সজ্জনপোষক। জ্ঞানের বলেই মানব বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পায়, আত্মশক্তির অধিকারী হয়। 'অজর' পদেও সেই নিত্যতরুণ, চিরনবীন বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই পরমবস্তু লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১২অ, ১খ—২সূ - ৩সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শসূক্তের পঞ্চচত্বারিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
প্র সুন্বানায়ান্ধসো মর্ত্তো ন বষ্ট তদ্বচঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
অপ শ্বানমরাধস৺ হতা মখং ন ভৃগবঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্তঃ ন' (মনুষ্যঃ ইব, সাধকঃ যথা) 'সুন্বানায়' (অভিষূয়মাণায়; বিশুদ্ধস্য ইত্যর্থঃ) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবসম্বন্ধিনঃ) 'তৎ বচঃ' (প্রসিদ্ধং বচঃ, জ্ঞানং) 'প্রবষ্ট' (শৃণোতি, গৃহ্লাতি) তথা 'ভৃগবঃ ন মখং' (সাধকাঃ যথা সৎকর্ম্ম সম্পাদয়ন্তি) তদ্বৎ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'অরাধসং' (সাধনবিঘ্নকারিণঃ) 'শ্বানং' (রিপূন) 'অপহত' (বিনাশয়ত, বিনাশ্য জ্ঞান-সম্পন্নাঃ তথা সৎকর্ম্মসাধনরতাঃ ভবত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। বয়ং সৎকর্ম্মা-ন্বিতাঃ তথা পরাজ্ঞানসম্পন্নাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (১২অ-১খ-৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সম্বন্ধীয় জ্ঞান গ্রহণ করেন এবং সাধকগণ যেমন সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তি-সমূহ! তোমরা সাধনবিঘ্নকারী রিপুদিগকে বিনাশ কর, অর্থাৎ বিনাশ করিয়া জ্ঞানসম্পন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধনরত হও। (মন্ত্রটী আত্মো-দ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মান্বিত এবং জ্ঞানসম্পন্ন হই।)॥ (১২অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুন্বানায়' সুন্বানস্যাভিষূয়মাণস্য 'অন্ধসঃ' অদনীয়স্য সোমস্য 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'বচঃ' বচনং ঘোষং 'মর্ত্তঃ' মারকঃ কর্ম্ম বিঘ্নকারী শ্বা 'ন বষ্ট'। বশ কান্তৌ (অদা০ প০) ইতি ধাতুঃ। ন কাময়তাং ন শৃণোত্বিতি যাবৎ। তথা, হে স্তোতারঃ! 'অরাধসং' সাধক-ধর্ম্ম-রহিতং 'শ্বানং' 'অপহত'। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'মখং ন' যথা পুরা অপরাদ্ধং মখং এতন্নামানং

'ভৃগবঃ' অপহতবন্তঃ তথা অপহতেত্যর্থঃ ॥ 'সুধানায়'—'সুধানত'—ইতি পাঠৌ, 'বষ্ট'—'বৃত'—ইতি চ॥ (১২অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

প্রথম (১৩৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§:•§:——

এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটী—'মর্ত্তাঃ ন' অর্থাৎ সাধকগণ যেমন জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহান্বিত থাকেন অথবা যেমন জ্ঞান লাভ করেন, সেইরূপ ভাবে জ্ঞান লাভে আমরা যেন সচেষ্ট হই—ইহাই উপমার মর্ম্মার্থ। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনবলে নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদভিমুখী করেন। সাধনপ্রভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দুরীভূত হয়। সেই সাধনাগ্নিপূত হৃদয়ে সত্বভাব পরাজ্ঞান পূর্ণজ্যোতিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মানবহৃদয়ই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। উপযুক্ত সাধনাদ্বারা মানব-মাত্রেই পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন। ভগবান কাহাকেও জ্ঞানদানে বিমুখ নহেন। কেবলমাত্র সেই জ্ঞান ধারণ করিবার উপযোগী হৃদয় প্রস্তুত করা চাই। যিনিই সেই উপযোগিতা লাভ করিবেন, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তিনিই ভগবানের সেই পরমদান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরাও মানুষ, আমরাও সেই পরমধন লাভ করিবার অধিকারী—কেবলমাত্র সেই জন্য নিজকে প্রস্তুত করা চাই। 'মর্ত্তাঃ ন' উপমায় এই সাধনা-ধারার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার 'মর্ত্তাঃ ন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মর্ত্ত্যা ইব বিঘ্নকারী"। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা কি ভাব সূচিত হয়? 'মর্ত্তাঃ' পদে যদি প্রচলিত 'মনুষ্য' অর্থও গ্রহণ করা যায়, তথাপি এই ব্যাখ্যার কি কোন সার্থকতা থাকে? মানুষ কিসের বিঘ্নকারী হইবে? আর মানুষকে যদি সৎকর্ম্মের বিঘ্নকারী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে সৎকর্ম্মসাধনকারী কে? পরন্তু মানুষই সৎকর্ম্মসাধন করিতে পারে, মানুষই সত্বভাব লাভ করিবার অধিকারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই উপমার ভাষ্যার্থ হইতে কোন সঙ্গত ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় উপমা 'ভৃগবঃ ন মখং'। সাধকগণ যেমন সৎকর্ম্ম সাধন করেন, সেইরূপ সৎকর্ম্ম সাধনের জন্য আত্মোদ্বোধনই এই উপমার লক্ষ্য। এই উপমা হইতেও প্রথমোক্ত উপমার সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উপমার ব্যাখ্যায় এক আখ্যানের অবতারণা দেখা যায়। তাহা এই যে,—'মখ' নামক সাধককর্ম্মরহিত ব্যক্তিকে ভৃগুগণ নিধন করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না। আমরা 'ভৃগু' পদে সৎকর্ম্মসাধনশীল অর্থই পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান মন্ত্রেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই আখ্যায়িকা বা উপমার প্রচলিত ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 'মখং' শব্দ নিরুক্তে 'যজ্ঞ' 'সৎকর্ম্ম' ইত্যাদি বাচক পর্য্যায়ভুক্ত। তাহা হঠাৎ 'অসাধনং' হইল

কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসরণে আমরাও 'সুন্বানায়' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। (১২অ—১খ—৩সূ—১সা)। *

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২র
আ জামিরৎকে অব্যত ভুজে ন পুত্র ওণ্যোঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সরজ্জারো ন যোষণাং বরো ন যোনিমাসদম্ ॥২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুত্রঃ ন' (পুত্রঃ যথা) 'ওণ্যোঃ' (রক্ষকয়োঃ, মাতাপিত্রোঃ) 'ভুজে' (বাহৌ, বাহ্বোঃ, ক্রোড়ে ইতি ভাবঃ) 'আ অব্যত' (আবৃণোতি, সম্বদ্ধ ভবতি) তদ্বৎ 'জামিঃ' (বন্ধুভূতঃ—শুদ্ধসত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অৎকে' (পবিত্রে, পবিত্রহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) সম্বদ্ধঃ ভবতি, সম্যক্‌রূপেণ আবির্ভবতি—ইতি শেষঃ; 'জারঃ' (জারয়িতা, প্রবর্দ্ধয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'যোষণাং' (দীপ্তিং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সরৎ' (সরতি, প্রাপ্নোতি) তথা 'বরঃ ন' (বরঃ যথা কন্যাং—প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ) তদ্বৎ সঃ শুদ্ধসত্বঃ 'যোনিং' (স্থানং, স্বস্থানং, পবিত্রহৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আসীদতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ তেষাং পবিত্রহৃদি শুদ্ধসত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১২অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পুত্র যেমন মাতাপিতার ক্রোড়ে সম্বদ্ধ হয়, সেইরূপভাবে বন্ধুভূত শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রহৃদয়ে সম্যক্‌রূপে আবির্ভূত হয়েন; সৎকর্ম্মসাধক যেমন দিব্যজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, এবং বর যেমন কন্যাকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপভাবে সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৮খ ৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করেন।) ॥ (১২অ—১খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্নিঃ' বন্ধুভূতো দেবানাং সোমঃ 'অৎকে' আচ্ছাদকে পবিত্রে 'আ অব্যত' আবৃণোতি সম্বদ্ধো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'ভুজে ন' যথা 'ওণ্যোঃ রক্ষকয়োঃ মাতাপিত্রোঃ ভুজে 'পুত্রঃ' আবৃণোতি, তদ্বৎ। ততঃ সোহয়ং সোমো 'যোনিং' স্ব-স্থানভূতং কলশং 'আসদং' আসত্তুং 'সরৎ' সরতি। ততঃ দৃষ্টান্তদ্বয়ং—'জারো ন' যথা জারো 'যোষণাং' অসতীং স্ত্রিয়ং প্রাপ্তুং সরতি, যথা বা 'বরঃ' কন্যাং প্রাপ্তুং গচ্ছতি, তদ্বৎ॥ (১২অ—১খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই কৌতুকজনক এবং লজ্জাজনকও বটে। নিম্নে আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম। তাহা হইতেই মন্ত্রের কিরূপ বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"আমাদের আত্মীয় এই সোম পবিত্রের উপর যেমনিভাবে অঙ্গ সংস্থাপন করিতেছেন যেরূপ কোন বালক তাহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত পিতা-মাতার হস্তের উপর ঝাপিয়া পড়ে। যেরূপ উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি কিম্বা বর কন্যার প্রতি যায়, তদ্রূপ ইনি নিজ আধারভূত কলসে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

মন্ত্রের মধ্যে তিনটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়টী এই—'সরৎ জারঃ ন যোষণাং'। অনুবাদকার ভাষ্যের অনুসরণেই উহার অর্থ করিয়াছেন—"যেরূপ উপপতি প্রণয়িনীর প্রতি যায়।" পবিত্র বেদের অঙ্গে এ উপমা উপযুক্তই বটে! আবার উপমার উদ্দেশ্য সোমরস। প্রচলিত মতে সোমরস মাদকদ্রব্য; সুতরাং 'যুগোন যোগ্যং যোজয়েৎ' নীতি অনুসারেই উপমান ও উপমেয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যেমন মাদক-দ্রব্য, তেমনি তার উপযুক্ত উপমা—উপপতি এরূপ উপমান এবং উপমেয় প্রাকৃত সাহিত্যে দেখিলে হয়তো বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত না, কিন্তু নিত্য পবিত্র বেদ-মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করাতেই আমাদিগের দু'একটা কথা বলিতে হয়।

মন্ত্রে এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ যদি প্রাচীন ভারতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কি দোষ দেওয়া যায়? প্রচলিত দেশীয় এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়াই ঠিক করিয়া লয়েন যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও প্রাচীনভারতে ব্যভিচার পরদার প্রভৃতি দোষ ছিল, এবং তাহা এত প্রচলিত ছিল যে, জাতীয় সাহিত্যেও তাহার স্থান লাভ ঘটিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে স্বর্ণযুগের কল্পনা ভাবুকতার চরম নিদর্শন-মাত্র।

কিন্তু এত সব বাক্‌বিতণ্ডা হইতেছে—একটী উপমাকে কেন্দ্র করিয়া; সেই উপমা,—"সরৎ জারঃ ন যোষণাং।" আচ্ছা দেখা যাউক, এই পদসমূহের অর্থ কি। 'জারঃ' শব্দের অর্থ—'জারয়িতা' 'প্রবর্দ্ধয়িতা'—যাহা প্রবৃদ্ধ করে। এই পদের অর্থ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। আর একটী পদ 'যোষণাং'। উহার প্রকৃত অর্থ—'জ্যোতিঃ', 'দীপ্তি'। কিন্তু ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন,—'অসতী স্ত্রিয়ং'! 'যোষণা' শব্দে যদি স্ত্রীলোক অর্থ প্রকাশ করে তবে সেই স্ত্রীলোককে যে অসতী হইতেই হইবে তার কোন অর্থ আছে কি? অথচ ভাষ্যকার প্রভৃতি তাঁহাদের কল্পিত অর্থের সমর্থনের জন্য 'যোষণাং' পদের প্রতিপাদক স্ত্রীকে অসতী না করিয়া ছাড়িবেন না। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১২অ—১খ ৩সূ—২সা।) *

—— ◦ ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
স বীরো দক্ষসাধনো বি যস্তস্তম্ভ রোদসী।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
হরিঃ পবিত্রে অব্যত বেধা ন যোনিমাসদম্‌॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দক্ষসাধনঃ' (বলসাধনঃ, শক্তিদায়কঃ) 'বীরঃ' (সমর্থঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'সঃ' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'যঃ' 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) 'বি' (বিশেষেণ) 'তস্তম্ভ' (স্বতেজসা আচ্ছাদয়তি, ব্যাপ্নোতি, যদ্বা—ধারয়তি ইত্যর্থঃ); 'বেধা ন' (বিধাতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ যথা) 'যোনিং' (স্বস্থানং, সৎকর্ম্মসাধনস্থানং) 'আসদং' (অসীদতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (পবিত্রহৃদয়ে—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অব্যত' (সম্বদ্ধঃ ভবতি, আবির্ভবতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। পরমশক্তিদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকানাং পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১২অ—১খ-৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন যে শুদ্ধসত্ত্ব, তিনি দ্যুলোকভূলোককে বিশেষরূপে স্বতেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন (অথবা ধারণ করিয়া আছেন);

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্‌ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সৎকর্ম্মসাধক যেমন সৎকর্ম্মসাধনস্থান প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ পাপহারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্রহৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—পরমশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।)। (১২অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

° * °

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনঃ' বল-সাধনঃ 'সঃ' সোমঃ 'বীরঃ' সমর্থো ভবতি, 'যঃ' সোমঃ 'রোদসী' দ্যাবা-পৃথিব্যৌ 'বি তস্তম্ভ' স্ব-তেজসা ব্যস্তম্ভাৎ আচ্ছাদয়দিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'বেধা ন' যথা বিধাতা যজমানঃ স্ব-গৃহমাসীদতি, তদ্বৎ 'যোনিং' স্ব-স্থানং কলশং 'আসদং' আসত্তুং পবিত্রে 'অব্যত' আবৃণোৎ সম্বদ্ধো ভবতি। (১২অ ১খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

* * *

তৃতীয় (১৩৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এই মন্ত্রটীর প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব—"দক্ষসাধনঃ" অর্থাৎ শক্তিদায়ক। যাঁহার হৃদয়ে সেই অমৃতনিস্যন্দিনী পরম বস্তুর আবির্ভাব হয়, যিনি সেই সুধাপান করিতে সমর্থ হয়েন তাঁহার হৃদয়মন অমিত স্বর্গীয় শক্তিতে পূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ঐশীশক্তি, সুতরাং যিনি সেই পরমবস্তু লাভ করেন তিনি যে শক্তিশালী হইবেন ইহা তো স্বাভাবিক কথা। অবশ্য যিনি নিজে শক্তিসম্পন্ন তিনিই অন্যকে শক্তি দিতে পারেন, তাই বলা হইয়াছে—'বীরঃ'-তিনি নিজে প্রভূত শক্তির অধিকারী। কিরূপ শক্তি-সম্পন্ন? "সঃ রোদসী বতস্তম্ভ"—তিনি দ্যুলোকভূলোক ব্যাপিয়া আছেন তিনি দ্যুলোক-ভূলোককে ধারণ করিয়া আছেন। কি সেই বস্তু যাহা স্বর্গমর্ত্ত্যকেও ধারণ করিতে সমর্থ? তাহা ঐশীশক্তি। সেই পরমশক্তি বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজিত আছে। তাহা শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই শুদ্ধসত্ত্বেরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এই অমূল্যধন কে লাভ করিতে পারে? তাহাও মন্ত্রের শেষাংশে বিবৃত হইয়াছে। 'হরিঃ পবিত্রে অব্যত'-পাপহারক সেই সত্ত্বভাব সাধকের পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। মন্ত্রের যে ভাব প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"তিনি বীর, তাঁহার কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, তিনি স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। যেরূপ যজ্ঞকর্ত্তা নিজগৃহে যান, তদ্রূপ তিনি কলসে যাইতেছেন।" (১২অ-১খ-৩সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৩র২ ৪ ৫ ১র ১ র২
১। প্রত্নু। ষানা ৩। রজন্ধসাঃ। মর্ত্তানবষ্টৈতবচা ২৩ঃ। আপশ্চানা ৩১
৪ ১র ২ ৪ ৫ ৪ ৫
২৩ম্। অয়া ৫ ধনাম্। হাতামথা ৩১২৩ম্। নতোবা। গা ৫ বো ৬ হাই।

* * *

৫ ৩র২র৪৫ ২১৩ ২১ ম ২৩ ৩র
২। প্রত্নুষানায়ন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবো। ষ্টতবচা ২ঃ। অপা। ঔহো ২৩৪
৪ ১র র১৩ ১১১১ ৩২৯ ৩র ৫ ৩২
বা। ষানময়াধসা ২৩৪৫ ম্। হন্তা। ঔহো ২৩৪ বা। মথা।
৩র ৫ ৪ ৪
ঔহো ২৩৪ বা। নত্ত্ব ৫ গবাঃ। হোই। ডা।

* * *

৫ ৩র২ ৪ ৫ ১র ১ র২
৩। প্রত্নু। ষানা ৩। রজন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবষ্টৈতবচা ২৩ঃ। আপশ্চানা ৩১
৪ ১র ২ ৪ ৫ ৪
২৩ম্। অয়া ৫ ধসাম্। হাতামথা ৩১২৩ম্। নতোবা। গা ৫
৫ ৫রর ৩২ ৪র ৫ ১র র
বো ৬ হায়ি। আজা। মিয়া ৩। ৎকেজব্যতা। ভুবেনগুব্রওণিয়ো
১ র২ ৪ ১ র ২
২৩ঃ। দারঞ্জারা ৩১২৩ঃ। নযো ৫ যণাম্। বায়োনযো ৩১২৩।
৪ ৫ ৪ ৫ র ৩র২ ৪র৫ ১
নিযোবা। সা ৫ দো ৬ হায়ি। দবী। রাদা ৩। ক্ষদাধনাঃ। বিয়স্তন্ত-
র ১ ২ ৪র ১ র ২
রোদদা ২৩ রি। হারিঃপবা ৩১২৩ রি। ত্রেণা ৫ বাতা। বারিষানযো
৪ ৫ ৪ ৫
৩১২৩। নিযোবা। সা ৫ দো ৬ হায়ি।

* * *

৫র ৪ ২২ ৪র ৫ ২১ ২১ ১র
৪। আজা ৩ মিয়ৎকেজব্যতা। ভুজায়ি। মপুত্রও ২ ণায়ো ৩ঃ। দয়জা-
র ২১ ১র ৫ ২১র ম ৩
য়োনযো ২ যাণা ২ ম। বয়োনা ২৩৪ যো। নিমা। সা ২ দা ২৩৪
৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। ৩২৩৪ কাঃ।

* * *

১২র র ১ -- ১ ২১ ২ ১ ২ন৩ ৫ ৫
৫। সবীরোদা। ক্ষাদা ২ ধনাঃ। বিরস্তস্তা ৩। ভারোদা ২ ৩ ৪ সাম্নি। হরি-

-- ১ ২র১র ২ ১ ৪ ২
পবাম্নি। ত্রেআ ২ ব্যতা। বেধানা ২ ৩ যো ৩। না ২ ৩ ম্নিমা ৩। সা

৫
৩ ৪ ৫ দো ৬ হাম্নি ॥

* * *

৫ ২ ৪র৫ ৬ ৫ ২১র ২১ ন ৩২ ৩ ৫
৬। প্রস্নুয়া ৩ নায়অন্ধদাঃ। মর্ত্তোনবা ২। ষ্টভা ৩ ৪ ৫ ৬। ঘা ২ ৩ ৪ চাঃ।

১ ২১র ২র ১৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ৩ ১ ১২ন৩ ৫
অপখানময়াধদা ২ ৩ ৪ ৫ ম। হাভাও ২ ৩ ৪ বা। মাথাও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫র র ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ন ৩ ২
নভু ৫ গবাঃ। আজামা ৩ ম্নিরৎকেঅব্যতা। ভুজাম্নিনপূ ২ ৬। ত্রও

৩ ৫ ২ ২র ১র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১২৲৩
৩ ৪ ৫। নী ২ ৩ ৪ য়োঃ। দরজ্জারোনবোষণা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। বায়াও

৫ ১২৲৩ ৫ ৪ ৫ র র ৪৫৪র ৫
২ ৩ ৪ বা। নায়াও ২ ৩ ৪ বা। নিমা ৫ সদাম্। সবীরো ৩ দক্ষাধনাঃ।

২ ১ ২ . ১ ৲ ৩ ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
বিয়াস্তস্তা ২। ভরো ৩ ৪ ৫। দা ২ ৩ ৪ নী। হরিঃপবিত্রেঅব্যতা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ন৩ ৫ ১২ন৩ ৫ ৪ ৪
বাম্নিধাও ২ ৩ ৪ বা। নায়াও ২ ৩ ৪ বা। নিমা ৬ সদাম্। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৫র র ৩২ ৩র৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ৲ ৩২ন ৩র
৭। আজামিরৎকেঅব্যতা। ভুজাম্নিনপূৎ। ত্রওণিয়ো ২ ঃ। সয়া। ঔহো

৫ ২র ১র র ৩ ১ ১ ১ ১ ৩২৲ ৩র ৫
২ ৩ ৪ বা। জারোনবোষণা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। বয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

৩২ন ৩র ৫ ৪ ৪
নায়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। নিমা ৫ সদাম্। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৩২ ২ ৪ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
৮। প্রসু৩১। ম্বা৩না। য়ন্ত। ধা৩সঃ। এহিয়া। মা। ত্তোনবই।

২ ১ — ১র — ১র ২ ৪ ৪
তৎ। বচা২ঃ। এহিয়া২। অপথানামা৩রা৩। ধা ২ ৩৪ সাম্।

২র — ১র — র১ ২ ৪ ২ ৪
ঔহা২য়ি। এহিয়া২। হতামথায়া৩ভূ৩। গা৩৫বো৬হায়ি।

০ ০ ০

১২র১ — ১ ২১র ২ ১২৩ ৫
৯। প্রসুবানা। ম্বাআ২ন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবা ৩। ষ্টতবা ২ ৩ ৪ চাঃ।

১২র১ — ১ ২১র ২ ১ ৪
অপথানাম্। আয়া২ধনাম্। হতামা২৩খ্৩ম্। না ২ ৩ভূ ৩।

২ ৫ ১র২র ১ — ১ ২১র২
গা৩৪৫বো৬হায়ি। আজামিয়া। ৎকেআ২ব্যক্তা। ভূজেনপূ৩ৎ।

১২৴৩ ৫ ১২র১ — ১ ২১র ২
ত্রাওণা২৩৪য়োঃ। দরচ্ছারাঃ। নাযো২যণাম্। যয়োনা২৩যো৩।

১ ৪ ২ ৫ ১২র র১ — ১
না২৩য়িমা৩। সা৩৪৫দো৬হারি। সবীরোদা। স্কাসা২ধনাম্।

২১ ২ ১২৴৩ ৫ ১২ ১ — ১
বিষক্তন্তা৩। ভারোদা২৩৪সারি। হরিঃপরায়ি। ত্রেআ২ ব্যক্তা।

২র১র ২ ১ ৪ ২ ৫
বেধানা২৩যো৩। না২৩য়িমা৩। দা৩৪৫দো৬হায়ি।

০ ০ ০

৫ ৩র২র৩৪৫ ২১২১ ২ ১ n ৩২n ৩র ৫
১০। প্রসুবানায়অন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবা। ষ্টতবচা২ঃ। অপা। ঔহো২৩৪বা।

১র ২র১৩১১১১ ৩২৴ ৩র ৫ ৩২n ৩র
খানমরাধনা২৩৪.৫ম্। হতা। ঔহো২৩৪বা। মথা। ঔহো২৩৪

৫ ৪ ৫র র৩২ ৩র৪৫ ২১ ২১ ২র
বা। নভূ ৫গবাঃ। আজামিরৎকেঅব্যক্তা। ভুজায়িনপূৎ। ত্রাও-

১ — ৩২৴ ৩র ৫ ২র১র র৩ ১১১১
ণিয়ো ২ঃ। দয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। আরোনযোষণা ২৩৪৫ম্।

৩২n ৩র ৫ ৩২n ৩র ৫ ৪
বয়া। ঔহো২৩৪বা। নয়া। ঔহো ২৩৪বা। নিমা ৫ দদাম্।

৫র ৩র২৩৪র৫ ২১ ২ ১ ২ র ১ ৯ ৩২n ৩র ৫
দধীয়োদক্কাধনাঃ। বিয়াস্তস্তা। ভরোদদা ২ য়ি। হয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ৩র২n ৩র ৫ ৩২n ৩র ৫
পবিত্রেণযাতা ২ ৩ ৪ ৫। যধা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। নয়া। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৪
দিয়া ৫ দদাম্। হো ৫ ঈ। ডা॥

২ ১ ৪র৫ ২ ৩ ৫ ১ — ১ ২ ১
১১॥ প্রসুবা ২ ৩ নায়। অক্কা ২ ৩ ৪ সাঃ। মর্ত্তো ২ নবা। ষ্টুতযচাঃ।

২ ১ — র ১ ২ র ১ ১ ৪ ২
অপধ্বানা ২ ম্। অরাধসাস। হতামাখা ২ ৩ ম্। না ২ ৩ ভৃ ৩। গা ৩ ৪ ৫

৪ ২র,র র ৫র ২ ৩ ৫ ১ ১
যো ৬ হায়ি॥ আজামা ২ ৩ য়িরংকে। অব্যা ২ ৩ ৪ ভা। ভুস্যারয়িনপূৎ।

২ র ১ ২ ১ — র ১ ২ র ১ ১ ৪
ত্রেতণিয়োঃ। সরজ্জারো ২। নযোযর্ণাম্। বয়োনাযো ২ ৩। না ২ ৩ য়িয়া

২. ৫ ২১র ৪ ৫ ২রn৩ ৫ ১
৩। সা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হায়ি। সগীরো ২ ৩ দক্ষ। দাধা ২ ৩ ৪ নাঃ। হিয়া

— ১ ২ র ১ ২ ১ — র ১ ২রর ১
২ স্তা। ভরোদনায়ি। হয়িঃপাযা ২ য়ি। ত্রেঅব্যভা। বেধানাযো ২ ৩।

১ ৪ ২ ৫
না ২ ৩ য়িমা ৩। সা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হায়ি॥

৩ ৫ র র ২n ৩ ৪ ৫ ৫ ২ র র র ১ ২
১২॥ প্রা ৪ সুবানা। হো। রঅক্কসা ৬ এ। মর্ত্তোনবষ্টতযচোঅপধ্বানমরাধা

৪ ৫র৩২ ৫র র ৩ ৫
৩ দাম্। হতামখা ৩ ৪। ঔহোবা। না ২ ৩ ৪ ভৃ।

৩
গবো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

১ ২রর১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ২ ২১র ২
১৩। প্রসুবানারঅক্কসাঃ। মর্ত্তো। নবষ্টতযা ২ ৩ চাঃ। অপধ্বানমরাধা ২ ৩ সাম্।

১র ২ ১ n ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
হুতায়া ২ ৩ গা ৩ ম্। না ২। ভৃগা ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

১র২র ১ ২র১ ২ ১ র ২১র ২ ১ র র ২১র
আজামিন্নৎকেঅব্যস্তা। ভুজেমপুত্রওণা ২ ৩ য়োঃ। সরজ্জারোনযোবা ২ ৩

২ ১র ২ ১ ১ ৳ ৩র২
গাম। বরোনা ২ ৩ য়ো ৩। না ২ ৩ যো ৩। না ২ য়িম। আদা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১২র১র২ ১র২ ১ ২ ১র
৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ ৫ ম। সবীরোদক্ষসাধনাঃ। বিযস্তস্তয়োদা ২ ৩

২ ১ ২র ১ ২ র১র ২ ১ ৳
সাম্নি। হরিঃপবিত্রেঅব্যা ২ ৩ স্তা। বেধানা ২ ৩ যো ৩। না ২ য়িম।

৩র২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
আদা ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ ৫ ম।

* * *

৩ ৪ র র ৩২৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ২ ১ ২র ১
১৪। প্রস্বানায়অন্ধসঃ। মর্ত্তোনা ২ ৩ ৪ বা। ষ্টা ৩ ভাবা ৩ চাঃ। আপশ্বানা ২ ৩

২ ১ ৳ ৩ ৫ ১ ২র ৳ ৩ ৫ ৪
ভ্হা ৩ ম্নি। অরা ২ ধা ২ ৩ ৪ সাম। হন্তামাণৌবাও ২ ৩ ৪ বা। নভ ৫

৩র৪র ৩র৪ ৫ ২ ৳ ৩ ৫ ২ ১২ ২
গবাঃ। আজামিন্নৎকেঅব্যস্ত। ভুজান্নিনা ২ ৩ ৪ পু। ত্রা ৩ ওণা ৩ য়োঃ।

২ ২র ১ ২ ১ ৳ ৩ ৫ ১ ২র ৳ ৩
সারজ্জান্না ২ ৩ হা ৩। নযো ২ বা ২ ৩ ৪ গাম। বরো। নাযোবাও ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৩ ৪ র ৩র৪৫ ২ ৳ ৩ ৫ ২
বা। নিমা ৫ সদাগ। সবীরোদক্ষসাধনঃ। বিযাস্তা ২ ৩ ৪ স্তা। ভা ৩

১২ ২ ১২ ১ ২ ১ ৳ ৩ ৫
রোদা ৩ সাম্নি। হারিঃপবা ২ ৩ ম্নিহা ৩ ম্নি। ত্রেআ- ২ ব্যা ২ ৩ ৪ স্তা।

১ ২র ৳ ৩ ৫ ৪ ৪
বেধাঃ। নযোবাও ২ ৩ ৪ বা। নিমা ৫ সদাম্। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

২ র র ২ ১ র ২ ২ ২ র ২
১৫॥ প্রস্বানান্না ৩ অন্ধসাঃ। মর্ত্তোমবষ্টা ১ বা ৩ চাঃ। অপশ্বানা ৩ ম। আ

১ ২ ২ ১ র ৳ ৩ ৫ ৩২ ৪
৩ রাধা ৩ সাগ। আ ২ ২ ম্নি। হন্তামখো ২ ৩ ৪ হারি। নভ ৩ গা ৫০বা

২র র ২ ১ র ২ ২ ২
৬.৫ ৬॥ আজামিন্নৎকে ৩ অব্যস্তা। ভুজেনপুত্র ও ২ ণা ৩ য়োঃ। সর-

র ২ ১২ ২ ১ র ৩ ৫ ৩২
জ্জায়ো ৩। না ৩ যোবা ৩ ণাম্। আ ২ ২ য়ি। বয়োনযো ২ ৩ ৪ হায়ি। নিমা ৩

২র র ২র ১ ২ ২ ২
দা ৫ দা ৬ ৫ ৬। দবীয়োদক্ষা ৩ দাপনাঃ। বিযস্তস্তস্তয়ো ১ দা ৩ সায়ি।

২ ১২ ২ ১ রর n ৩
হয়িঃ। পবা ৩ য়ি। ত্রে ৩ আব্যা ৩ ত্তা। আ ২ ২ য়ি। বেধানযো ২ ৩ ৪

৫ ৩২ ৪
হায়ি। নিমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ম।

* * *

১ ২রর১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১ র ২১র ২
১৬। প্রসুষ্বানায়অন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবষ্টহুদ্বা ২ ৩ চাঃ। অপশ্বানমরাধা ২ ৩ সাম্।

১২ — ১ ১ n ৩ ৫রর ৩
হন্তামখা ২ ম। না ২ ২ ভৃ। গা ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোব। বা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১র২র ১ ২র ১ ২ ১ র ২ ১র
ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ আজামিরৎকেঅব্যত্তা। ভুজেনপুত্রওণা ২ ৩

২ ১ র র২১র ২ ১২ — ১ ১ n
য়োঃ। সরজ্জায়োনযোষা ২ ৩ ণাম্। বয়োনযো ২। না ২ ২ য়িমা। সা ২।

৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১২র১র২ ১র২১ ২১র
যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ ৫ ম। সবীয়োদক্ষসাধনাঃ। বিযস্তস্তস্তয়ো

২ ১ ২র১ ২ র১২ — ১
দা ২ ৩ সায়ি। হয়িঃপবিত্রেঅব্যা ২ ৩ ত্তা। বেধানয়ো ২। না ২ ২ য়িমা।

১ n ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
সারায়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২র ১র১র ১ ২১ ২ ১র ২ ১২ ২ র র ৩
১৭। প্রাসুষ্বানায়অন্ধসাঃ। মর্ত্তোনবা। ষ্টা ৩ তাদ্বা ৩ চাঃ। অপশ্বানমরাধসা

৫র ২১র ৫ ২ ১ ২ ১৩২
২ ৩ ৪ মৈহী। হন্তামা ২ ৩ ৪ থাম্। নভ্ ৩ আউবা ২ ৩ঃ এ ৩। পবসা।

২র র ১২ র ১২ ১ ২ ১র ২ ১২ ৩২ র র র
আজামিরৎকেঅব্যত্তা। ভুজেনপূং। ত্রা ৩ ওণা ৩ য়োঃ। সরজ্জায়োনযো-

৩　　৫২　　২১র　　৫　　২　　২
যণা ২ ৩ ৩ মৈহী। বয়োনা ২ ৩ ৪ যো। নিমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩।

২৩২　　২র র১র২ ১র২১　　২১　　২　২ ২　২
সদমা ॥ সাবীরোদক্ষসাধনাঃ। বিযস্তস্তা। স্তা ৩ রোদা ৩ সারি। হরিঃ

র　৩　　৫র　　২র১র　　৫
পবিত্রেঅব্যস্তা ২ ৩ ৪ ঐহী। বেধানা ২ ৩ ৪ যো।

২　　২　　২৩২
নিমা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। সদমা ॥ *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩　　২　　৩ ১　　২র　　৩ ২ ২　　৩ ১ ২
অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।

৩ ১২ ৩ ১ ২
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব !) 'ত্বং' 'অভ্রাতৃব্যঃ' (সপত্নরহিতঃ, অজাতশত্রুঃ) 'অপি' (চ) 'অনা' (অনেতৃকঃ, স্বতন্ত্রঃ) 'অসি' (ভবসি) ; ত্বং 'জনুষা' (অনাদিকালাৎ) 'অনা' (স্বতন্ত্রঃ) 'সনাৎ' (চিরং, নিত্যং) 'যুধেৎ' (যুদ্ধেনৈব, যঃ রিপুসংগ্রামে ত্বাং আহ্বয়তি তং ইত্যর্থঃ) ত্বং 'আপিত্বং' (বন্ধুং) 'ইচ্ছসে' (করোসি) ; অজাতশত্রুঃ অনাদিদেবঃ চিরং রিপুসংগ্রামে সাধকস্য সহায়ঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১২অ—২খ—১সূ—১সা) ॥

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত সপ্তদশটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "মহাগৌরীবিতম্" (২) "গৌতমম্" (৩) "মহাগৌরীবিতম্" (৪) "ওকোনিধনম্" (৫) "ঔদলম্" (৬) "দার্ঢ্যম্" (৭) "গৌতমম্" (৮) "শ্যাবাশ্বম্" (৯) "ঔদলম্" (১০) "গৌতমম্" (১১) "আকুপারম্" (১২) "দৈবোদাসোত্তরম্" (১৩) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়ম্" (১৪) "বৈশ্বামিত্রম্" (১৫) "বারকৌৎসম্" (১৬) "উক্ষস্সাম্" এবং (১৭) "রথন্তরম্"।

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি অজাতশত্রু এবং স্বতন্ত্র হয়েন; আপনি অনাদিকাল হইতে স্বতন্ত্র; চিরকাল যে জন রিপু-সংগ্রামে আপনাকে আহ্বান করে, তাহাকে আপনি বন্ধু করেন; (ভাব এই যে,—অজাতশত্রু অনাদিদেব চিরকাল রিপুসংগ্রামে সাধকের সহায় হয়েন।) (১২অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'অনুষা' জন্মনৈব 'অভ্রাতৃব্যঃ'। ব্যন্ সপত্নে (৪।১।১৪৫)—ইতি ব্যন্ প্রত্যয়ঃ। সপত্ন-রহিত ইত্যর্থঃ, 'অনা' অনেতৃকঃ। ঋতশ্ছন্দসি (৫.৪ ১৫৮)—ইতি কপঃ প্রতিষেধঃ। অনিয়ন্তৃক ইত্যর্থঃ, 'অনাপিঃ' বন্ধুবর্জ্জিতশ্চ, 'সনাদসি' চিরাদেব ভ্রাতৃব্যাদি-বর্জ্জিতোঽসি, যত্র ত্বয়া 'আপিত্বং' বান্ধবং 'ইচ্ছসে' ইচ্ছসি, তত্র 'যুধেৎ' যুদ্ধেনৈব যুদ্ধং কুর্ব্বন্নেব স্তোতৃণাং সখা ভবসি। (১২অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান্ স্বতন্ত্র। তিনিই জগতের একমাত্র প্রভু—তাঁহার কর্তৃত্বে সকলেই পরিচালিত হয়, তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিবার কেহ নাই। বিশ্ববিধাতা, তিনিই জগতের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতির মূলকারণ। তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রাণ পাইয়াছে। তাঁহারই বিধানে চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিঃ বিকীরণ করে, তাঁহারই সুরভিত নিশ্বাসে মলয়বায়ু প্রবাহিত হয়। তিনিই জগতের বিধান-কর্ত্তা, বিশ্ব-নিয়ম তাঁহারই বিধান। প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির জন্য তাঁহারই মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছেন, তাঁহার কটাক্ষ না হইলে জগৎসৃষ্টি বন্ধ হয়—প্রলয় উপস্থিত হয়। অথচ জগতের কিছুই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, আপনার বিধানানুসারেই তিনি বলিয়াছেন, তিনি স্বতন্ত্র—তিনি 'অনা'।

জগতে কেহ তাঁহার শত্রু নাই। তিনি জগদ্বন্ধু। তিনি যে শুধু জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই নয়, তিনি রক্ষাকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তাও বটেন। মানুষকে তাহার চরম বিপদ হইতে পাপ-মোহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন—একমাত্র তিনি। তাই তিনিই জগতের প্রকৃত বন্ধু—সুতরাং তাঁহার শত্রুও কেহ নাই। অধিকন্তু তিনিই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, বিধাতা, তাঁহার শত্রুই বা থাকিবে কে?

কিন্তু অজাতশত্রু হইয়াও মানবের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে রিপুসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ যখন কাতরকণ্ঠে 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' বলিয়া তাঁহার কৃপা-ভিক্ষা করিতে থাকে, তখন সেই দয়ালপ্রভু তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য, সুদর্শন-চক্র,

হস্তে তাহাকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। রিপুর আক্রমণে, মোহ-অজ্ঞানতার বেড়াজালে, নিজেকে বিপন্ন বোধ করিয়া যখনই মানুষ তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তিনি আসিয়া তাহাকে তাঁহার অভয়ক্রোড়ে স্থান দান করেন। এ না হইলে দুর্ব্বল মানুষ পাপের আক্রমণ হইতে কখনই নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত না, জগতে পাপের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু ভগবানের অসীম কৃপায় তাহা হইতে পারে না। পাপ, অন্যায়, ক্ষণেকের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিলেও চিরদিন কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না, ভগবানের মঙ্গলময় নীতির বিধানে ধ্বংস হয়।

ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কোন বিশেষ অনৈক্য না থাকিলেও প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করা যায় না। প্রচলিত একটী বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেল, - "হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুর ইচ্ছা কর সে কেবল যুদ্ধ দ্বারা (লাভ করিয়া থাক)।" এই ব্যাখ্যার, বিশেষতঃ শেষাংশের, অর্থ মোটেই স্পষ্ট হয় নাই। (১২অ—২খ—১সূ ১সা)॥ *

— — • — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ন কী রেবন্তꣳ সখ্যায় বিন্দসে

১২ ৩ ২র
পীয়ন্তি তে সুরাশ্বঃ।

৩২ ৩ ১ ২ ৩১ ২র৩ ২ ৩ ১২
যদা কৃণোষি নদনুꣳ সমূহস্যাদিৎপিতেব

হূয়সে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'রেবন্তং কিং' (অযষ্টারং আঢ্যমপি, সৎকর্ম্মরহিতং বৃথাগর্ব্বিতং মূঢ়ং জনং) ত্বং 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'ন বিন্দসে' (ন আশ্রয়সি) সঃ ত্বৎকৃপাং লব্ধুং ন শক্নোতি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ ; 'তে সুরাশ্বঃ' (তে সুরাপায়িনঃ প্রমত্তাঃ জনাঃ) ত্বাং 'পীয়ন্তি' (হিংসন্তি, ন আরাধয়ন্তি) ; হে দেব ! 'যদা' ত্বং কমপি 'নদনুং' (স্তোতারং) 'কৃণোষি' (তথাশ্রিতং করোষি ইতি ভাবঃ) তদা ত্বং 'সমূহসি' (বহসি, পরমধনং প্রযচ্ছসি ইতি ভাবঃ) ; 'আদিৎ' (তদনন্তরং) তেন সাধকেন ত্বং 'পিতা ইব' 'হূয়সে' (স্তুতিভিঃ আহূয়সে, আরাধিতঃ ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মরহিতাঃ জনাঃ ভগবন্তং ন প্রাপ্নুবন্তি, সাধকাঃ পরমধনং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (১২অ - ২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব ! সৎকর্ম্মরহিত বৃথাগর্ব্বিত মূঢ় ব্যক্তিকে আপনি সখিত্ব লাভের জন্য আশ্রয় করেন না (অর্থাৎ সে আপনার কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয় না) ; সেই সুরাপায়ী প্রমত্ত জনগণ আপনাকে আরাধনা করে না ; হে দেব ! যখন আপনি কোনও স্তোতাকে আপনার আশ্রিত করেন তখন তাহাকে পরমধন প্রদান করেন ; তারপর সেই সাধকের দ্বারা আপনি পিতার ন্যায় আরাধিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মরহিত লোকগণ ভগবানকে প্রাপ্ত হয় না, সাধকগণ পরমধন লাভ করেন।) ॥ (১২অ—২খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ! 'রেবন্তং' কেবলধনবন্তং যাগাদি-রহিতমযষ্টারমাঢ্যমন্তং মানবং 'সখ্যায়' সখিত্বায় 'ন কিঃ বিন্দসে' ন লভসে নাশ্রয়সীত্যর্থঃ। অযষ্টারো জনাঃ কিং দস্তী ত্যত আহ —'সুরাশ্বঃ'। টু ও শ্বি গতি-বৃদ্ধ্যোঃ ; সুরয়া বৃদ্ধাঃ ভবৎ। প্রমত্ত-নাস্তিকাঃ। 'তে' ত্বাং 'পীয়ন্তি'। পীয়তির্হিংসা-কর্ম্মা। হিংসন্তি ত্বামাশ্রয়ন্তীত্যর্থঃ। 'যদা' ত্বং 'নদনুং'। নদ অব্যক্তে শব্দে (ভ্বা০ প০) যং স্তোতারং 'কৃণোষি' মদীয়োঽয়মিতি যদা ভাবয়সি, তদানীং 'সমূহসি' সংবহসি ধনাদিকং তস্মৈ বহসি। 'আদিৎ' অনন্তরমেব তেন লব্ধধনেন স্তোত্রা 'পিতা ইব' পালয়িতা জনক ইব 'হূয়সে, স্তুতিভিরাহূয়সে হূয়স ইত্যর্থঃ। ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের সামান্য যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র ! ধনবান্-মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না ? সুরাপ্রমত্ত ব্যক্তি তোমায় হিংসা করে।

যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর তখনই সে পিতার ন্যায় তোমার আহ্বান করে।" এই অনুবাদ ঠিক ভাষ্যানুযায়ী নহে। ভাষ্যানুসারী একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! কেবল ধনবান অর্থাৎ যজ্ঞাদি ন করনেওয়ালে মনুষ্যকো তু সখাভাবকে লিয়ে আশ্রয় নহীং করতা হ্যায়। সুরা পীকর মত্তওয়ালে হুএ নাস্তিকোংকী সমান ওয়াত যজ্ঞাদি ন করনেওয়ালে পুরুষ তুঝে অপ্রসন্ন করতে হ্যায়। ইস কারণ তুম উসকা আশ্রয় নহী করতে হো। জব তুম স্তুতি করনেওয়ালেকো অপনা কর লেতে হো। তব উনকো ধন আদি দেতে হো। তদনন্তর উস ধন পানেওয়ালে স্তোতাকে দ্বারা পিতাকী সমান স্তুতিয়োংকে দ্বারা আহ্বান কিয়েজাতে হো।"

প্রথমে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের প্রথম অংশে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যেন কেহ ইন্দ্রকে ধনবানের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিতেছে। যিনি অসীম ধনের অধিপতি, তিনি আবার কোন ধনবানের সহিত মিত্রতা করিবেন? তাই আমরা মনে করি, ভাষ্যকারই বর্ত্তমান স্থলে সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন॥ (১২অ--২খ—১সূ-২সা)॥ *

—— ০ ——

প্রথম-সূক্তের গেয়গান।

৫ র ২ ৪র ২ ১ ২ — ১ র ২
১। অভ্রাতৃ ৩ ব্যোঅনাতুবাম্। অনাপা ১ য়িরা ২ য়ি। ত্রজনুষাসনা ২ ৩ সসায়ি।

১২৪র১ ২ ৫ র২ ৪ ৫
যুধেদাপায়ি। ত্বমা ২ ৩ য়িচ্ছসাউ। বা ৩। যুধেদা ৩ পিত্বমিচ্ছসায়ি।

২১ ২ — ১ র ২ ১ ২ ১
নকায়িরা ১ য়িগ্য ২। ত্বঁ৮সুখিয়ারবা ২ ৩ য়িব্দসায়ি। পায়িঁহস্তিতায়ি।

২ ৫র২ ৪ র ৫র ২১২ —
সুরা ২ ৩ শ্রুবাউ। বা ৩। পীয়ন্তা ৩ য়িতেসুরাশ্রুবাঃ। যদাকা ১ র্ণো ২।

২ ২ ১ ২ ১ ২
বিতদনু৮সমূ ২ ৩ হসায়ি। আদিৎপিতায়ি। বহু ২ ৩ য়সাউ। বা ৩।

২র ১ ১ ১
স্তোষে ৩ ৪ ৫। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—"উক্থামহীয়বম্।"

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩২৩২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
আ ত্বা সহস্রমা শতং যুক্তা রথে হিরণ্যয়ে।
৩২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ব্রহ্মযুজো হরয় ইন্দ্র কেশিনো
১২৩ ১ ২
বহন্তু সোমপীতয়ে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব !) 'সোমপীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণায়, অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারার্থং, যদ্বা—অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ শুদ্ধসত্ত্বভাবানাং সম্মিলনায় ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মযুজঃ' (ব্রহ্মণা যুক্তাঃ, ভগবতি সংন্যস্তাঃ), 'কেশিনঃ' (জ্ঞানরশ্মিভির্যুক্তাঃ সৎপথপ্রদর্শকাঃ, যদ্বা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সহস্রং শতং' (অশেষাঃ, নিখিলাঃ ইত্যর্থঃ) 'হরয়ঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'হিরণ্যয়ে' (হিরণ্যবৎ আকাঙ্ক্ষণীয়ে, হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়ে) 'রথে' (যানে,—সৎকর্ম্মরূপে ইতি যাবৎ) 'যুক্তাঃ' (সম্বদ্ধাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'আ বহন্তু' (আনয়ন্তু,—অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি হৃদি বা)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়মর্থঃ অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং চ ভবতু, অপিচ তাদৃশং কর্ম্ম অস্মান্ ভগবতি নিয়োজয়তু। (১২অ—২খ—২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণের নিমিত্ত অথবা আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করাইবার জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবের সম্মিলন জন্য, জ্ঞানরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সৎপথপ্রদর্শক, ব্রহ্মের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ ভগবানে সংন্যস্ত, নিখিল জ্ঞান-কিরণসমূহ, হিরণ্যবৎ আকাঙ্ক্ষণীয় সৎকর্ম্মরূপ রথে যুক্ত হইয়া, আমাদিগের হৃদয়ে অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে আনয়ন করুক।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানভক্তি-সহযুত ও শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হউক; অপিচ, সেইরূপ কর্ম্ম আমাদিগকে ভগবানে নিয়োজিত করুক।)॥ (১২অ—২খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বা' ত্বাং 'সহস্রং' সহস্র-সংখ্যাকাঃ 'হরয়ঃ' ত্বদীয়া অশ্বাঃ 'আ বহন্তু' আনয়ন্ত্বস্মত্তজ্ঞং, তথা 'শতং' শত-সংখ্যাকাশ্চ ভবদীয়াশ্বাঃ আবহন্তু। যদ্যপি দ্বাবেবাস্য হরী তথাপি তদ্বিভূতয়োঽন্যেঽপি বহবোঽশ্বাঃ সন্তি। নন্থ যুগপদেনেকৈরশ্বৈঃ কথং বাহয়িতুং শক্যত ইত্যত আহ—যুক্তা ইতি। 'হিরণ্যয়ে' স্বর্ণ-বিকারে। হিরণ্য-শব্দাদ্ বিকারার্থে বিহিতস্য ময়টঃ 'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্য' (৬।৪।১৭৫)—ইত্যাদৌ ম-লোপো নিপাত্যতে। তাদৃশে 'রথে' 'যুক্তাঃ' সম্বদ্ধাঃ। বহুনামশ্বানাং শীঘ্র-গমনায় রথে নিযুক্তত্বাদ্ যুগপদেব সর্ব্বৈরশ্বৈর্গন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ। কীদৃশা হরয়ঃ? 'ব্রহ্মযুজঃ' ব্রহ্মণা পরিবৃঢ়েণেন্দ্রেণ যুক্তাঃ। যদ্বা, ব্রহ্মণাস্মদীয়েন স্তোত্রেণ অস্মাভির্দ্দত্তেন হবিষা বা যুক্তাঃ। 'কেশিনঃ' কেশাঃ সটাঃ তৈর্যুক্তাঃ। কিমর্থং ইন্দ্রস্য বহনং? তত্রাহ—'সোমপীতয়ে' সোমস্য পানায় যথাস্মদীয়ং সোমং পিবেৎ, তথা বহন্ত্বিত্যর্থঃ। (১২অ-২খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৩৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সহস্রং শতং', 'হরয়ঃ', 'কেশিনঃ' প্রভৃতি পদ মন্ত্রার্থের জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। 'সহস্রং শতং' পদের অর্থ হয়,—'সহস্রসংখ্যাকাঃ শতসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক। পূর্ব্বাপর ইন্দ্রের বাহন-স্বরূপ দুইটী অশ্বের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের প্রয়োগ থাকায় বহুসংখ্যক অশ্বের বিষয় বলা হইয়াছে। একটু অসংলগ্ন হয় বলিয়াই সম্ভবতঃ ভাষ্যকার টিপ্পনী করিয়াছেন,—'যদ্যপি দ্বাবেব হরী তথাপি তদ্বিভূতয়োঽন্যেপি সহবোঽশ্বাঃ সন্তি। নন্থ যুগপদেনেকৈরশ্বৈঃ কথং যাতুং শক্যতে।' যদিও অশ্ব দুইটী; তথাপি বিভূতিসমূহের সংবাহনকারী আরও বহু অশ্ব আছে। কিন্তু এই কথা বলিয়াই ভাষ্যকারের মনে সন্দেহ হয়,—'এতগুলি অশ্ব এক সঙ্গে কিরূপে গমন করিবে?' এবম্বিধ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তখনই বলিলেন,—'শীঘ্রগমনায় রথে নিযুক্তত্বাৎ যুগপদেব সর্ব্বৈরশ্বৈর্গন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ।' অর্থাৎ,—শীঘ্র-গমনের জন্য রথে নিযুক্ত হওয়ায় তাহারা সকলে একত্র এক সঙ্গে গমনে সমর্থ! এই স্থানে, 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের অধ্যাহৃত অর্থের

যৌক্তিকতা ভাষ্যকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তার পর, 'হরয়ঃ' পদের অর্থ—'অশ্বাঃ' নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হরি' পদে যখন অশ্ব, তখন কেশিনঃ পদের অর্থ অশ্বের স্কন্ধদেশস্থ কেশ বা কেশর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এতৎসামঞ্জস্য-সাধনে 'ব্রহ্মযুজঃ' পদের অর্থও হইয়াছে, 'প্রভুভক্ত' অথবা 'আমাদিগের স্তুতির সহিত বা হবির সহিত যুক্ত।' এইরূপে 'কেশিনঃ ব্রহ্মযুজঃ সহস্রং শতং হরয়ঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,—'কেশরযুক্ত ও প্রভুভক্ত শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব।' ইহা হইতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! প্রভুভক্ত কেশরযুক্ত শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ তোমাকে আনয়ন করুক।' প্রচলিত অর্থেও মন্ত্রের এই ভাবই নিষ্কাশিত হইয়াছে। প্রচলিত সেই ব্যাখ্যাটী এই, "হে ইন্দ্র! শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক অশ্ব হিরণ্ময় রথে সোমপানার্থ ইন্দ্রকে বহন করুক। উহারা প্রভুভক্ত ও কেশরযুক্ত।" এরূপ ব্যাখ্যায় ইন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষ বলিয়াই উপলব্ধি জন্মে। তিনি একজন রাজা; তাঁহার হিরণ্ময় রথ আছে; আর তিনি তাৎকালিক 'সোম' মদ্য পান করিতেন,—এতদর্থে তাহাই উপলব্ধ হয়।

কিন্তু আমরা মনে করি,—বেদমন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ হইতে পারে না। অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রে পুরুষের সম্বন্ধ থাকা আদৌ সম্ভবপর নহে। বেদ-বিদ্বেষী জনেই, হিন্দুশাস্ত্রে অবিশ্বাসী নাস্তিকের মনেই, সে ভাব জাগিতে পারে। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের বিশ্লেষণে যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা পূর্ব্বে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে, প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রে 'হরি' নামক অশ্বসমূহকে রথে সংযোজনার বিষয় বলা হইয়াছে। 'হরি' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে, ঋগ্বেদের এবং অন্যান্য বেদের অনেক স্থলে, আমাদিগের বক্তব্য পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সে আলোচনা বাহুল্য বলিয়া মনে করি। তদনুসরণে আমরা 'হরয়ঃ' পদের অর্থ করি - 'জ্ঞানরশ্ময়ঃ'। 'সহস্রং শতং' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'অপরিমিতাঃ, নিখিলাঃ।' ভাষ্যকারের অর্থের ভাব হইতেই এ অর্থ আসিতে পারে। ভাষ্যকার 'অন্যে বহবোঽশ্বাঃ সন্তি' বাক্যে এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'হরয়ঃ' পদের অর্থ - অশ্বসমূহ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কেশিনঃ' পদ ঐ 'হরয়ঃ' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার 'কেশিনঃ' পদের অর্থ তাই করিয়াছেন,—'গ্রীবায়াম্ উপরি বর্ত্তমানাঃ সটাঃ তৈর্যুক্তাঃ।' অর্থাৎ গ্রীবার উপরিভাগে বর্ত্তমান কেশর-যুক্ত। কিন্তু 'কেশ', 'কেশী' প্রভৃতি শব্দ অগ্নিদেবতার সম্বন্ধে বেদের নানা স্থানে প্রযুক্ত দেখিয়াছি। সে সকল ক্ষেত্রে ঐ শব্দ 'রশ্মি' বা 'অগ্নির জ্বালামালা' অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। এখানেও আমরা তাই 'কেশিনঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিভিঃ যুক্তাঃ', অর্থাৎ 'সৎপথপ্রদর্শকাঃ' অথবা 'অস্মাকং কর্ম্মণা সহ যুক্তাঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করি। সেই 'হরয়ঃ' অর্থাৎ বাহকসমূহ কেমন? —না, 'কেশিনঃ' অর্থাৎ 'সৎপথপ্রদর্শক।' মানুষের জ্ঞানভক্তি যে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করে, তাহারাই যে ভগবানের নিকট সংবাহন করিবার উপযুক্ত বাহক, তাহা বলাই বাহুল্য। স্তোত্র-মন্ত্রাদির দ্বারা অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের দ্বারা, সেই জ্ঞান-ভক্তি-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি যে ভগবানে সংযুক্ত হয়, স্বতঃই বুঝিতে পারি! ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মেই ভগবান্ তৃপ্তি

লাভ করেন। সম্ভাবে, সত্জ্ঞানে, সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের প্রীতিসাধক সেই কর্ম্মের জ্ঞান লাভ করা যায়! ভক্তিসহযুত ভগবৎকর্ম্ম ভগবানেই মানুষকে পৌছাইয়া দেয়। তার পর, 'হিরণ্যয়ে' পদে 'হিরণ্যবৎ আকর্ষণীয়ে' অর্থ প্রাপ্ত হই। যাহা সুসম্পাদিত অর্থাৎ যাহা মানুষকে সৎপথে লইয়া যাইবার উপযোগী, তাহাই 'হিরণ্ময়ঃ।' সে রথ মানুষকে যেমন সৎপথে লইয়া যাইবার উপযোগী, সেইরূপ সে রথ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। এইরূপে আমাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হইল,—'হে ভগবন্! সৎপথপ্রদর্শক জ্ঞানকিরণাদি রূপ আপনার বাহক-সমূহকে আমি আপনার কর্ম্মেই নিয়োজিত করিতেছি। আপনি আমার কর্ম্মফল গ্রহণ করুন; আমার কর্ম্মের অবসান হউক। আর, সেই কর্ম্মাবসানে আপনি আমাকে আপনার সমীপে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করুন; অপিচ, আমাকে আপনাতে সম্মিলিত এবং আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লউন।' এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করি॥ (১২অ—২খ—২সূ ১সা)। *

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—২দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'হিরণ্যয়ে' পদের ব্যুৎপত্তি নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—"ঋত্ব্য বাস্ত্ব্য বাস্তব্য হিরণ্ময়ানি ছন্দসি" (৬।৪।১৭৫)।

৩। 'হরী' পদ ইন্দ্র-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "হরী ইন্দ্রস্য" (নি০ ১।১৪।১) নিরুক্তে এবম্বিধ উক্তি দৃষ্ট হয়।

৪। 'সোমপীতয়ে' পদের ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া এইরূপ,—"তবোরেত্যাদিনা ক্তিনি রূপম্ পীতিরিতি।"

৫। 'ব্রহ্মযুজঃ' পদের 'ব্রহ্ম' শব্দে অন্ন বুঝায়। তদ্দ্বারা নিমিত্তভূত যাহারা যুক্ত হয়, তাহারাই 'ব্রহ্মযুজঃ'। হবির্লক্ষণ অন্ন ভক্ষণের উদ্দেশে গমন করিবার জন্য যাহারা রথে সংযোজিত হয়, অথবা ত্রিবিধলক্ষণ ব্রহ্মের নিমিত্তভূত যাহারা সংযোজিত বা সংযুক্ত হয়, তাহারা 'ব্রহ্মযুজঃ'; অথবা,—ব্রহ্মা প্রজাপতির দ্বারা অনুজ্ঞাত ইন্দ্রের নিমিত্ত যাহারা নিযুক্ত বা যোজিত হয়, তাহারাই 'ব্রহ্মযুজঃ'। ইহা বিবরণসম্মত। বিবরণকারের সেই অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"ব্রহ্ম অন্নং। তেন নিমিত্তভূতেন যুজ্যন্তে ব্রহ্মযুজঃ; হবির্লক্ষণস্যান্নস্য ভক্ষণায় গন্তুং যে রথে নিযুজ্যন্তে। অথবা ত্রৈবিধ্যলক্ষণং ব্রহ্ম, তেন নিমিত্তভূতেন যে যুজ্যন্তে তে ব্রহ্মযুজঃ। অথবা ব্রহ্মণা প্রজাপতিনা অনুজ্ঞাতস্যেন্দ্রস্য যে যুজ্যন্তে তে ব্রহ্মযুজঃ।"

৬। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"হে ইন্দ্র! স্তোত্র পঢ়কর হমারে দিয়ে হুএ হবিসে যুক্ত গ্রীবাপর লম্বে কেঁসোবালে সুবর্ণকে বনে হুএ রথমেঁ আগে পীছে জুতে হুএ সহস্রোঁ ঔর সৈঁকড়োঁ ঘোড়ে তুমহৈ সোমপান করনেকে লিয়ে হমারে যজ্ঞমে লাবেঁ।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩২ ২ ১২ ৩১২
আ ত্বা রথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ূরশেপ্যা।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো
৩১২ ৩ ১ ২
বিবক্ষণস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মধ্বঃ' (মধুররসস্য, অমৃতময়স্য) 'বিবক্ষণস্য' (স্তুতিযোগ্যস্য, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়স্য) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্বস্য) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়, প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ময়ূরশেপ্যা' (বিচিত্রবর্ণে, বিচিত্রে ইত্যর্থঃ) 'শিতিপৃষ্ঠা' (শুভ্রপৃষ্ঠে, বিমলে, বিশুদ্ধে) 'হরী' (পাপনাশকে—ভক্তিজ্ঞানে ইতি যাবৎ) 'হিরণ্যয়ে রথে' (হিতরমণীয়ে সৎকর্ম্মণি, মঙ্গলদায়কেন সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ বহতাং' (প্রাপয়তঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ জ্ঞানভক্তিযুতেন সৎকর্ম্মণা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি —ইতি ভাবঃ। (১২অ—২খ—২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! অমৃতময় পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্বের প্রাপ্তির জন্য বিচিত্র বিশুদ্ধ পাপনাশক ভক্তিজ্ঞান মঙ্গলদায়ক সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞানভক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন)। (১২অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্বং হর্য্যো বিভুতিরূপা অশ্বাঃ ইন্দ্রমাবহন্ত্বিতি প্রার্থিতং, অধুনা তাবেবেন্দ্রমাবহতামিতি প্রার্থ্যতে। 'হিরণ্যয়ে' হিরণ্ময়ে 'রথে' যুক্তো 'ময়ূরশেপ্যা' ময়ূরবর্ণঃ শেপো যয়োস্তৌ। সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) বিভক্তের্ড্যাদেশঃ। 'শিতিপৃষ্ঠা' শ্বেতপৃষ্ঠৌ এবম্ভূতৌ 'হরী' অশ্বৌ হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'আ বহতাং'। কিমর্থং? 'মধ্বঃ' মধুর-রসস্য 'বিবক্ষণস্য' বক্তুমিষ্টস্য স্তুত্যস্য যদ্বা বোঢ়ব্যস্য প্রাপ্তব্যস্য 'অন্ধসঃ' অন্নস্য সোমরূপস্য 'পীতয়ে' পানার্থং। ২।

দ্বিতীয় (১৩৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি এই ত্রিবিধ উপায়ের যে কোন একটীর সাহায্যে সাধক সাধনা আরম্ভ করিতে পারেন। একটীর সঙ্গে অপর দুইটীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কর্ম্মের দ্বারা মানুষের জড়তা অবসাদ দূরীভূত হয়, হৃদয়ের মলিনতা মুছিয়া যাইতে থাকে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে তাহাতে হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হইতে থাকে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে তাহাতে জ্ঞানরশ্মি প্রতিফলিত হয়। জ্ঞানের বলে মানুষ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বুঝিতে পারে। সেই দিব্য আলোকের সাহায্যে গন্তব্য পথ উদ্ভাসিত হয়, সুতরাং মানুষ অনায়াসেই তাহার অভীষ্টলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে। যখন জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভক্তিও আগমন করে। কারণ জ্ঞানালোকে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই মহিমা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিতে পারিলে মানুষ আর কিছুতেই সেই মহিমাময়ের চরণে আত্মনিবেদন না করিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান ভক্তির মূলকে দৃঢ় করে। কর্ম্ম জ্ঞানলাভের পথ পরিষ্কার করে। আবার ইহাদের যে কোন একটী থাকিলেই অপর দুইটীও আগমন করে। তাই বলা হয়, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম—'এক বোঁটাতে ফোটা তিনটী ফুল।' এখানে, বর্ত্তমান মন্ত্রে এই তিন উপায়ের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। অনুবাদটী এই,—"শ্বেতপৃষ্ঠ, ময়ূরবর্ণরূপবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে মধুর স্তুতিযোগ্য সোম-পানার্থে হিরণ্ময় রথে বহন করুন।" (১২অ—২খ—২সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পিবা ত্বাৎস্য গিৰ্ব্বণঃ সুতস্য পূৰ্ব্বপা ইব।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরিষ্কৃতস্য রসিন ইয়মাসুতিশ্চারুর্ম্মদায় পত্যতে॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (গীর্ভির্ব্বননীয়, পরমারাধনীয় হে দেব!) 'পূর্ব্বপা ইব' (সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ প্রথমভাবী দেব ইব, আদিস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং অস্মাকং-হৃদিস্থিতং 'পরিষ্কৃতস্য' (নির্ম্মলস্য,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

নির্ম্মলং) 'রসিনঃ' (অমৃতময়স্য, অমৃতময়ং) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য, প্রসিদ্ধং) 'সুতস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য, শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'তু' (ক্ষিপ্রং) 'পিব' (গৃহাণ) ; 'ইয়ং' 'চারুঃ' (মনোহরঃ, কল্যাণকরঃ) 'আসুতি' (উৎপত্তিঃ, হৃদি উৎপাদিতঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'মদায়' (পরমানন্দায়, পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) 'পত্যতে' (সমর্থঃ ভবতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ পরমানন্দং প্রযচ্ছতি ; ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহ্নাতু - ইতি ভাবঃ। (১২অ ২খ ২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমারাধনীয় হে দেব! আদিস্বরূপ আপনি আমাদিগের হৃদয়স্থিত নির্ম্মল অমৃতময় প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে শীঘ্র গ্রহণ করুন ; এই কল্যাণকর, হৃদয়ে উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দদানে সমর্থ হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব পরমানন্দ প্রদান করে ; ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন।)। (১২অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভির্ব্বননীয়ঃ স্তুতিভিঃ সম্ভজনীয়েন্দ্র! 'সুতস্য' অভিষুতস্যাস্য সোমস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২।৩।৬২)। ইমমভিষুতং সোমং 'সু' ক্ষিপ্রং 'পিব'। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'পূর্ব্বপাইব'। পূর্ব্বঃ পূর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রথমভাবী সন্ পিবতীতি পূর্ব্বপা বায়ুঃ, সহেন্দ্রবায়বে মুখ্যো গ্রহে সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং পিবতি 'যস্য দেব দধিষে পূর্ব্বপেয়ং'—ইতি নিগমান্তরং ; তাদৃশঃ। বায়ুরিব-ত্বমপি সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বং পিবেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সোমস্য? 'পরিষ্কৃতস্য' অভিষবাদিভিঃ সংস্কৃতস্য। সম্পর্য্যুপেভ্যঃ (৬।১।১৩৮) ইতি করোতের্ভূষণে সুট্, পরিনিবিভ্যঃ (৮।৩।৭০) ইতি সুটঃ ষত্বং। 'রসিনঃ' রসবতঃ। অপিচ 'ইয়মাসুতিঃ' অয়মাসবো মদকরঃ 'চারুঃ' শোভনঃ সোমরসঃ 'মদায়' হর্ষায় হর্ষ-জননায় 'পত্যতে' সম্পদ্যতে। পৃৎলৃ গতৌ (ভ্বা০ প০). যদ্বা পত্যতিরৈশ্বর্য্য-কর্ম্মা। মদায়—মদস্য পত্যতে ঈষ্টে মদোৎপাদনে শক্ত ইত্যর্থঃ। (১২অ—২খ - ২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে প্রার্থনা আছে, এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

মানুষ ভগবানের আরাধনায় আপনাকে নিযুক্ত করিতে চায়, তাঁহার পূজায় হয়তো বা

প্রতীও হয়। কিন্তু ভগবান্ যখন তাহাদের সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই পূজা আরাধনা সার্থক হয়। মানব আপনার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাঁহাকে পূজা করিতে চায়। কিন্তু সার্থক পূজার প্রধান লক্ষণ নিরূপিত হয়—হৃদয়ের ভাবের দ্বারা। যাহার হৃদয় পবিত্র, ভক্তি ঐকান্তিক, তাঁহার পূজাই ভগবানের চরণে পৌঁছায়।

প্রার্থনা, আরাধনা প্রভৃতি ভগবৎপূজার নানাবিধ উপকরণ আছে। সকল উপকরণের শ্রেষ্ঠ উপকরণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব। যিনি ভগবচ্চরণে আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ভাব নিবেদন করিতে পারেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজোপকরণ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারেন, আর যাঁহার সেই অর্ঘ্য গৃহীত হয়, তাঁহার পূজাই সার্থক। এই সার্থকপূজার অধিকার লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে স্তুতিযোগ্য! শীঘ্র এই অভিষুত সোম প্রথম সোম-পায়ীর ন্যায় পান কর; ইহা পরিষ্কৃত ও রসবিশিষ্ট। এই আসব মদকর ও চারু, ইহা মত্ততার জন্য সম্পন্ন হয়।" (১২অ-২খ—২সূ ৩সা)॥ *

—— ০ ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫র ৪ ১ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র ২র ১২ — ১ ২
১। আম্বা ৩ সা ২ হন্দ্রমাশস্তোবা। যুক্তারথে। হিরাণ্যা ১ য়া ২ য়ি। ব্রাহ্মযুজৌ

৩ ৪৫ ২ ১ ২ — ১ ২ ন ৩২
৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ হরয়ই। প্রকারিশা ১ য়িনা ২ঃ। বহান্তু ১ সো ২। মপা ৩ য়ি।

১ ১ ১ ১ ১ ৫র ৪ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ র২র ১ ২
তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥ আম্বা ৩ রা ৩ পান্নিহিরণ্যয়োবা। হারীময়ু। রশায়িপা

— ২ ৩ ৪র ৫ ২র১ ১ -- ১ ১ ন
১ য়া ২। য়িতিপৃষ্ঠা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বহন্তাম্মম্বোআন্ধা ১ সা ২ঃ। বিবাক্ষা ১ পা ২।

৩ ১ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ৩ ৪ ৫ ৪ ৫
ন্তুপা ৩ য়ি। তা ২ ৩ ৪ ৫। ম্মা ২ ৩ ৪ ৫ যি। পিবা ৩ তূ ৩ বস্তুগির্ব্বণোবা।

১ ১র ১ — ১ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ১
পূন্তস্পূ। র্ব্বপাআ ১ য়িবা ২। পারিষ্কৃতা ৩ ১ ২ ৩ ৪। স্তুরসিনই। য়মাস্থ ১

— র ১ ২ ন ৩ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
তা ২ য়িঃ। চারুর্ম্মা ১ দা ২। য়পা ৩। ত্যা ২ ৩ ৪ ৫। তা ২ ৩ ৪ ৫য়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র-র ১ ২ — ১ র ২ র র ১ ২ -- ১ ২
২। আবাদহা। স্বমাখা ১ তা ২ ম্। যুক্তারথেহিরণ্যয়ে। ব্রহ্মাযু ১ জা ২ ঃ। হারয়ই।

১ ২ — ১ ২ ১ ৩ ৫র র ৩
ব্রকাম্নিশা ১ ম্নিনা ২ ঃ। বতান্তু ১ গো ২ ৩। মা ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা-

৫ ২র র ১ ২ — ১ র২ র র র ১
২ ৩ ৪ য়ে। আম্বারপাম্নি। হিরাণ্যা ১ য়া ২ ম্নি। হারীময়ুরশেপ্যা। শিতাম্নি-

২ — ১ ২র র ১ ২ — ১ ২ ১
পা ১ ষ্ঠা ২। বাহতাম্ম। ধেবাআন্ধা ১ দা ২ ঃ। বিবাক্ষা ১ ণা ২ ৩। স্থা-

n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২ র ১ ২ —
ব পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা তা ২ ৩ ৪ য়ে। পিবাতুবা। স্তগাম্নির্ন্না ১ ণা ২ ঃ।

১ ২ র র ১ ২ — ১ ২ ১ ২ --
ঘৃতশ্চপূর্ণপাইব। পরাম্নিক্ষা ১ র্ত্তা ২। স্তারসিনই। য়মাস্থ ১ তা ২ ম্নিঃ।

১র ২ ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
চারুর্ম্মা ১ দা ২ ৩। য়া ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্যো ২ ৩ ৪ ড্ডে ঃ ৩॥

* * *

২র ১ ২ ১ ২ ১ ২n ৩ ৫ ২ n ৩ ৫
৩। ঔহোহোহায়ি। আয়াহী। আম্বা। দা ২ ৩ ৪ হা। স্নামাখা ২ ৩ ৪ তাম্।

২ n ৩ ৫ ২র ১ ২র ১ ৩ ৫ ২ n
যুক্তারা ২ ৩ ৪ থায়ি। হীরণ্যয়ায়ি। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। ব্রাহ্মা-

৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২র ১র ২র ১ ৩ ৫
যূ ২ ৩ ৪ জো। হারায়া ২ ৩ ৪ ঈ। ব্রাকেশিনাঃ। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী।

২ ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২ ১ ২
বাহন্তু ২ ৩ ৪ সো। মপা ৩ য়িতা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ য়ি। ঔহোহোহায়ি। আয়িহী।

১ ২n ৩ ৫ ২n ৩ ৫ ২ A ৩ ৫
আম্বা। য়া ২ ৩ ৪ থায়ি। হায়িরণ্যা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। হারীমা ২ ৩ ৪ যু।

২র ১ র ২র ১ ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ২ n ৩
রাশেপিয়া। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। শায়িতায়িপা ২ ৩ ৪ ষ্ঠা। বাহাতা

৫ ২র ১ ২র ১ ৩ ৫ ২n ৩
২ ৩ ৪ ম্মা। ধেবাঅন্ধসাঃ। ঐহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। বায়িবক্ষা

৫ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২ ১ ২
২ ৩ ৪ ণা। স্তপা ৩ য়িতা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ য়ি। ঔহোহোহায়ি। আয়িহী।

১ ২৲ ৩ ৫ ২৲ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
পায়িবা। তূ ২ ৩ ৪ বা। স্তাগির্ব্বা ২ ৩ ৪ ণাঃ। স্তক্তা ২ ৩ ৪ পু।

২র ১র ২র ১ ৩ ৫ ২৲ ৩ ৫ ২ ৲৩
র্ব্বাপাইবা। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িভী। পারিক্ষা ২ ৩ ৪ র্ত্তা। স্তারানী

৫ ২ ১র ২র ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ নাঃ। ইয়মায়ুতায়ি। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িভী। চারুর্ম্মা

৫ ৩ ২ ৪ ৩ ৫
২ ৩ ৪ দা। য়ণা ৩ ভা। ৫ ভা ৬ ৫ ৬ য়ি। আ ২ ৩ ৪ ভী। ১'২।৩॥ *

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
আ সোতা পরি ষিঞ্চতাশ্বং ন

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
স্তোমমপ্তুর৺ রজস্তুরম্।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বনপ্রক্ষমুদপ্রুতম্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'অশ্বং ন' (অশ্বং ইব বেগিনং, ব্যাপকজ্ঞানং ইব আশুমুক্তিদায়কং) 'স্তোমং' (স্তবনীয়ং, প্রার্থনীয়ং) 'অপ্তুরং' (দ্যুলোকস্থিতানাং উদকানাং প্রেরকং, অমৃতপ্রাপকং, যদ্বা—ত্রাণকারকং) 'রজস্তুরং' (তেজসাং প্রেরকং, শক্তিদায়কং) 'বনপ্রক্ষং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'উদপ্রুতং' (উদকং গচ্ছন্তং, অমৃতময়ং) সত্ত্বভাবং যূয়ং 'পরিষিঞ্চত' (হৃদি উৎপাদয়ত) তথা তং 'আ সোত' (অভিষুতং, বিশুদ্ধং কুরুত ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ ২খ—৩দ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "অভীবর্ত্তম্" (২) "ভারদ্বাজম্" এবং (৩) "অগ্নিনিধনং কাণ্বম্।"

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! ব্যাপকজ্ঞানতুল্য আশুমুক্তিদায়ক প্রার্থনীয় অমৃতপ্রাপক (অথবা ত্রাণকারক) শক্তিদায়ক জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় সত্ত্বভাবকে তোমরা হৃদয়ে উৎপাদন কর এবং তাহাকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষ-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)। (১২অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজ! 'আসোত' সোমং অভিষুণুত। ষুঞ্ অভিষবে (স্বা০ উ০), লোটি ছান্দসো (২।৪।৭২) বিকরণস্য লুক্, তপ্তনপ্তনথনাশ্চ (৭।১।৪৫) ইতি তস্য তবাদেশঃ। কিঞ্চ, 'পরিষিঞ্চত' পরিতস্তং বসতীবর্য্যাদিভিঃ সিঞ্চত। কীদৃশং? 'অশ্বং ন' অশ্বমিব বেগিনং 'স্তোমং' স্তোতব্যং, 'অপ্তুরং' অন্তরিক্ষস্থিতানামুদকানাং প্রেরকং 'রজস্তুরং' তেজসাং প্রেরকং, 'বনপ্রক্ষং' উদকবৎ ক্ষরণশীলং, 'উদপ্রুতং' উদকে গচ্ছন্তং প্লবমানং সোমমভিষুণুত অভিষিঞ্চত চ॥ 'বনপ্রক্ষং'—'বনক্রক্ষং'—ইতি পাঠৌ। (১২অ-২খ-৩সূ-১সা)॥

প্রথম (১৩৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য-সাধনের উপায়ভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধন আছে। সাধক নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"জাগো মন! জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া আর ঘুমাইয়া থাকিও না। পরম শান্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হও, এমন হীনভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য জগতে আস নাই। ইহা কর্ম্মভূমি; জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য কর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ভগবান কৃপা করিয়া তোমাকে মানবজন্ম দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য যত্নবান হও। নিকৃষ্ট প্রাণীদের মত আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিও না। তাহা হইলে ভগবানের দানের অসম্মান করা হইবে,—তোমার জীবন ব্যর্থ হইবে। তুমি পশু হইতে উচ্চ, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে। হীনতা মলিনতা ঝাড়িয়া ফেল, হৃদয় পবিত্র কর, ভগবানের চরণে আশ্রয় লও দেখিবে, তোমার হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়াছে, জ্ঞানজ্যোতিঃতে হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তাহার উপায় বিধানে যত্নপরায়ণ হও, ঘুমাইয়া থাকিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" (১২অ-২খ ৩সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততমসূক্তের সপ্তমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সহস্রধারং বৃষভং পয়োদুহং প্রিয়ং দেবায় জন্মনে।
৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ঋতেন য ঋতজাতো বিবাবৃধে রাজা
৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
দেব ঋতং বৃহৎ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতজাতঃ' (সত্যজাতঃ ; যদ্বা—সৎকর্ম্মোৎপন্নঃ) 'রাজা' (অধীশ্বরঃ, সর্ব্বলোকাধীশঃ) 'ঋতং' (সত্যস্বরূপঃ) 'যঃ দেবঃ' (যঃ দেবভাবঃ), 'ঋতেন' (সত্যেন, যদ্বা – সৎকর্ম্মণা) 'বি বাবৃধে' (বর্দ্ধতি) 'সহস্রধারং' (বহুধারোপেতং, বহুশক্তিযুতং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'পয়োদুহং' (অমৃতদায়কং) 'প্রিয়ং' (প্রীণয়িতারং, আনন্দদায়কং) তং দেবভাবং 'দেবায় জন্মনে' (দেবজন্মলাভায়, পূর্ণদেবত্বপ্রাপ্তয়ে, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে, ইত্যর্থঃ) বয়ং লভামহে ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষপ্রাপকং দেবভাবং বয়ং লভেম, ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ – ২খ – ৩সূ – ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্যজাত (অথবা সৎকর্ম্মোৎপন্ন) সর্ব্বলোকাধীশ সত্যস্বরূপ যে দেবভাব সত্যের দ্বারা (অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা) বর্দ্ধিত হয়েন, বহুশক্তি-যুক্ত, অভীষ্টবর্ষক, অমৃতদায়ক আনন্দদায়ক, সেই দেবভাবকে মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য যেন আমরা লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মোক্ষপ্রাপক দেবভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)। (১২অ—২খ—৩সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সহস্রধারং' বহুধারোপেতং, 'বৃষভং' কামানাং বর্ষকং, 'পয়োদুহং' ক্ষীরবৎ সারভূতং রসং সিঞ্চন্তং 'প্রিয়ং' প্রীণয়িতারং সোমং 'দেবায়' দেব-সম্বন্ধিনে 'জন্মনে' দেবেভ্যস্তদর্থং অভিষুণুত।

'ঋতজাতঃ' উদকাজ্জাতঃ 'যঃ' 'রাজা' সোমঃ 'ঋতেন' বসতীবর্য্যাখ্যেনোদকেন 'বি বাবৃধে' বিশেষেণ বর্দ্ধতে। কীদৃশঃ? 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ স্তোতব্যো বা, 'ঋতং' সত্যভূতঃ, 'বৃহৎ' মহান্। তমাসুনুতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ 'পয়োদুহং' 'পয়োবৃধং' ইতি পাঠৌ। ২।

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব মন্ত্রে পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হইলেও সমগ্র মন্ত্র প্রার্থনার ভাবই নির্দ্দেশ করিতেছে। দেবভাবকে 'ঋতজাতঃ' বলা হইয়াছে। 'ঋত' শব্দ সাধারণতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ—'সত্য' অন্য অর্থ - 'সৎকর্ম্ম'। আমরা বর্ত্তমান স্থলে উভয় অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ সত্যলাভ করিতে সমর্থ হয়, আবার সেই সত্যই মানুষকে দেবত্বে পৌছাইয়া দেয়। তাই দেবভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—'ঋতেন বিবাবৃধে।' অর্থাৎ সত্য দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়। সত্যের বলে মানুষ দেবত্ব লাভ করে। দেবভাবের যে কয়েকটী বিশেষণ আছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই উহার প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধ হইবে। উহা 'পয়োদুহং'—অমৃতদায়ক। অপিচ, 'প্রিয়ং বৃষভং' প্রিয় অথচ অভীষ্টবর্ষক। এই পরমবস্তু লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"যিনি রসসেচনকারী এবং সহস্রধারায় ক্ষরিত হইয়া থাকেন, যিনি জলের সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবতামাত্রের প্রীতিপ্রদ হয়েন, যজ্ঞে যাঁহার জন্ম, যজ্ঞেতেই যাঁহার বৃদ্ধি; যিনি রাজা এবং দেবতাস্বরূপ এবং অতি প্রধান সত্যস্বরূপ।" (১২অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩র৪র৫র ২র৩ ৪ ৫ ৫ ১ ২ র ১ ৭ .. ১ ২
১॥ আনো ভাপা। হোরিষিঞ্চতা ৬ এ। আখন্নস্তো। মামপ্তৃরা ২ ম্। রাজস্তরম্।

৭ ১ ৪ ২ ৫
বানপ্রাক্ষা ২ ৩ ৭। উ ২ ৩ দা। ৩৭ .প্রা ২ ৩ ৬ ৫ তো ৬ ৫ হাই।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩র৪র৫র ২র ৩ ৩ ৫ ৫ ১ ২ র ১ ৭ —
২। আপোভাপা। হো। রিবিক্ষতা ৬ এ। আখান্নন্তো। মামপ্ত রা ২ ম।

১ ২ ১ ৭ ১ ৪ ২ ৫
রাজন্তরম্। বানপ্রাক্ষা ২ ৩ ম্। উ ২ ৩ দা ৩। প্র ৩ ৪ ৫ ভো ৬ হায়ি।

৩৪ ৫ ২ ৩৪ ৫ ৫ ১ ২ ১ ৭ — ১র র
বনপ্রক্ষাম। হোঁয়ি। উদপ্রুতা ৬ মে। সাক্ত্রধা। রাবৃষভা ২। পায়োদুহন।

১ ৭ ১ ৪ ২ ৫ ৩ ৪৫র
প্রায়ন্দায়িবা ২ ৩। বা ২ ৩ জা ৩। ন্মা ৩ ৪ ৫ নো ৬ হায়ি। প্রিয়ন্দেবা।

২^ ৩৪ ৫ ৫ ১র ২ ১ ৭ — ১ র ২ র ১র ২
হো। যজন্মনা ৬ এ। আর্ত্তেনয়। আর্ত্তজাতা ২। বায়িবায়ধে। রাজাদা

১ ৪ ১ ৫
১ য়িবা ২ ৩ঃ। আ ২ ৩ র্ত্তা ৩ ম্। বৃ ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি।

° ° °

২র ১র২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২১২ ১ — ১ ২
৩। আপোতা ৩ পরি। ষিক্তা ২ ৩ ৪ তা। অশ্বমন্তোষা ২ ষ। অপ্তুরা৺রা ৩

৪ ২^ ৫ ১ ২ ৪ ২^
জা ৩। ভূ ৩ ২ ৩ ৪ রাম্। বনা। প্রক্ষাম্ ৩ দা ৩। প্র ৩ ৪ ৫ ভো ৬

৫ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২১২ ১ — ১ ২
হায়ি॥ বনপ্রা ৩ ক্ষম্। দপ্র ২ ৩ ভাম্। সহস্রধারা ২ ম্। বৃষভায়া ৩

৪ ২ⁿ ৫ ২ ১ র ২ ৪ ২ⁿ
য়ো ৩। দু ৩ ২ ৩ ৪ হাম। প্রিয়াম্। দেবায়া ৩ জা ৩। ন্মা ৩ ৪ ৫ নো ৬

৫ ২ ১ ২ ৪র৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২১ — ১ ২
হায়ি। প্রিয়ন্দে ৩ বায়। জন্মা ২ ৩ ৪ নায়ি। ঋতেনয়াআ ২। ভজাতো

৪ ২ⁿ ৫ ২ ১২১ — ১র ১ ৪
৩ বা ৩ য়ি। বা ৩ ২ ৩ ৪ র্দ্ধায়ি। ঋতেনয়াআ ২। ভজাতোবা ৩ য়িবা ৩।

২ⁿ ৫ ২ ১র২১ — ১ ২ ৪ ২^
বা ৩ ২ ৩ ৪ র্দ্ধায়ি। ঋতেনয়াআ ২। ভজাতো ৩ বা ৩। য়ি। বা ৩ ২ ৩ ৪

৫ ২র১ র ২ ৪ ২ ৫
র্দ্ধায়ি। রাজা। দেবাআ ৩ র্ত্তা ৩ ম্। বৃ ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি॥ ১।২। *

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে—(১) "বাচঃসাম", (২) "বাচঃসাম" এবং "শকম্।"

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া।
১ ২ ৩ ১র ২র
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবিণস্যুঃ' (স্তোতৃভ্যঃ দ্রবিণং ধনং দাতুমিচ্ছন, অভীষ্টধনপ্রদঃ) 'সমিদ্ধঃ' (সম্যক্ দীপ্যমানঃ, স্বপ্রকাশঃ) 'শুক্রঃ' (নির্ম্মলঃ, শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ জ্ঞানদেবঃ) 'আহুতঃ' (অস্মাভিঃ সম্পূজিতঃ) 'বিপন্যয়া' (স্তুত্যা, স্তূয়মানঃ সন) 'বৃত্রাণি' (শত্রূন, অজ্ঞানরূপান্ অন্তঃশত্রূন বহিঃশত্রূন সর্ব্বান) 'জঙ্ঘনৎ' (ভৃশং হন্তু, সর্ব্বথা নিপাতয়)। অনেন অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুবিবিধশত্রুনাশকামনা অজ্ঞানান্ধকারনাশাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ প্রকাশ্যতে ইতি ভাবঃ। (১২অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টধনপ্রদ, সম্যক্ দীপ্যমান স্বপ্রকাশ, নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্বরূপ সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানদেব, অস্মৎ কর্তৃক সম্পূজিত ও স্তুত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগ কর্তৃক সর্ব্বথা অনুসৃত হইয়া, আমাদিগের শত্রুগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানতারূপ আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু সকল শত্রুকে সংহার করুন। (এই মন্ত্রে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু বিবিধশত্রুনাশকামনা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশকামনা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১২অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপন্যয়া' স্তুত্যা স্তূয়মানঃ 'দ্রবিণস্যুঃ' দ্রবিণং ধনং স্তোতৄণামিচ্ছন। যদ্বা, হবির্লক্ষণং ধনমাত্মন ইচ্ছন 'অগ্নিঃ' 'বৃত্রাণি' আবরকাণি রক্ষঃপ্রভৃতানি তমাংসি বা 'জঙ্ঘনৎ' হিংসন্তু। কীদৃশোঽগ্নিঃ? 'সমিদ্ধঃ' সম্যক্ দীপ্তঃ অতএব 'শুক্রঃ' শুক্লবর্ণঃ 'আহুতঃ' হবির্ভিরভিহুতঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৩৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

যিনি যে দিক্ হইতে যে ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন, এই সামের (ঋকের) অর্থ তিনি সেই ভাবেই নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার ব্যাখ্যায় সেই ভাবই বিকাশ পাইয়াছে। সকলের সকল প্রকার ব্যাখ্যার পরিচয় প্রদান করিতে হইলে বিরাট্ ব্যাপার হইয়া পড়ে। সুতরাং স্থূলভাবে দুই এক প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম মাত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের ব্যাখ্যার উপযোগিতার বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

এক পক্ষের ব্যাখ্যা এই যে, পূর্ব্বকালে যজ্ঞকর্ম্মে রাক্ষসদিগের উপদ্রব ঘটিত; তাহাতে যজ্ঞ-কর্ম্ম পণ্ড হইত; সেইজন্য অগ্নিদেবকে (অগ্নি নামধেয় ঋষিকে বা মানুষকে) দূতরূপে বরণ করিয়া দেবগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনায় প্রেরণ করা হইত। তাঁহাকে যাজ্ঞিকগণ শত্রুনাশের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিতেন। তিনি (অগ্নিদেব) নিজেই রাক্ষসগণের সংহার সাধন করুন অথবা দেবগণের সহায়তা লইয়াই রাক্ষসদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন,—সে ব্যাখ্যায়, পূর্ব্ব মন্ত্রের এবং এই মন্ত্রের প্রার্থনায়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাঁহারা বেদজ্ঞ বেদব্যাখ্যাতা বলিয়া সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'দুই পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে (ভাবার্থে—আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে), বেদমার্গানুসারী-দিগের পক্ষ হইয়া অগ্নিদেব দূতরূপে প্রতিপক্ষের দরবারে গমন করিয়াছিলেন; এবং সেখানে গিয়া আত্মপক্ষের বিজয়-লাভ-বিষয়ে স্পর্দ্ধা জানাইয়াছিলেন।' তৃতীয় মন্ত্রে দৌত্যকর্ম্ম-গ্রহণের ভাব এবং এই চতুর্থ মন্ত্রে তদ্বিষয়ে আত্ম-পক্ষের প্রধান্য-রক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, দূত এবং যোদ্ধা—এই দুই ভাবে অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার স্থূল তাৎপর্য্য।

এইরূপ বিভিন্ন দিক্ হইতে মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইলেও, আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, অতঃপর তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রে বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু - দ্বিবিধ শত্রু বিনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বৃত্রাণি' পদে শত্রুগণকেই বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু সে শত্রু কিরূপ শত্রু? সংসারে চারিদিকে মানুষকে শত্রুতে ঘেরিয়া আছে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক - এই যে ত্রিবিধ দুঃখ, কত দিকের কত প্রকার শত্রুর দ্বারা সেই সকল দুঃখ সম্প্রাপ্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুঃখের এবং দুঃখ-হেতুভূত কারণের কি অন্ত আছে? দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু অমর-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অমর-বর প্রদান না করিয়া, অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে দৈত্যরাজ, কৌশলে অমর-বর গ্রহণের কামনা করিয়া, প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—'দিবাভাগে বা রাত্রিকালে যেন আমার মৃত্যু না হয়। অনলে অনিলে সলিলে যেন আমার মৃত্যু না হয়; দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-নর কিন্নর যেন আমাকে হনন করিতে না পারে; অস্ত্রাদিতে বা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের দংশনে

যেন আমার মৃত্যু না হয়! এইরূপ যত দিক্ হইতে যত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, আপন জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সকল দিক্ রোধ করিয়া, অন্তরে অমর-বর উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রাখিয়া, প্রকাশ্যে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সঙ্কটের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কপটতার অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল। দিবা ও নিশার সন্ধি-স্থলে, ব্যোমের ও পৃথিবীর মধ্যক্ষেত্রে, নরের ও পশুর যুগ্মমূর্ত্তির বিশাল নখরাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই পৌরাণিক আখ্যানে বুঝিতে পারা যায়, মানুষ যত দিক্ হইতেই আপনার শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে, - যদি এক দিকের এক পথ সে আপনার জন্য মুক্ত রাখিতে সমর্থ না হয়। মন্ত্রের 'বৃত্রাণি' পদে সকল দিকের সকল প্রকার শত্রুর প্রতি লক্ষ্য আছে। আর, সেই সকল শত্রু কি অস্ত্রে কি প্রকারে নিহত হইতে পারে, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'শত্রু তো অসংখ্য অনন্ত, চারি দিক ঘেরিয়া আছে। আপনি সেই শত্রু সকলকে সম্পূর্ণরূপে হনন করুন। আমরা যে আপনাকে আহ্বান করিতেছি (আহুতি), আমরা যে আপনাকে স্তব করিতেছি (বিপন্যয়া), আমাদের একমাত্র লক্ষ্য— আপনি আমাদের শত্রু নাশ করুন (বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ)। জানি, আপনি স্তোতৃগণের কামনানুরূপ ধনপ্রদানে সদাই ইচ্ছুক (দ্রবিণস্যুঃ),- আপনি অভীষ্ট ধনপ্রদ; তাই প্রার্থনা করি, শত্রুনাশ-রূপ অভীষ্ট-পূরণ করুন।' মন্ত্রে প্রযুক্ত অগ্নিদেবের অন্য কয়েকটি বিশেষণের সার্থকতার বিষয় এ পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—তিনি 'দ্রবিণস্যুঃ' (অভীষ্টফলপ্রদ); মন্ত্রে সে বিশেষণের যেমন সার্থকতা আছে; বলা হইয়াছে তিনি 'সমিদ্ধঃ' ও 'শুক্রঃ'; সেইরূপ, সেই দুই বিশেষণেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধ করুন। সম্যক্‌দীপ্যমান্ জ্ঞানস্বরূপ বা শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন সর্ব্বতোব্যাপ্ত যে অগ্নিদেব এই যাঁহার গুণ-বিশেষণ বিভূতি-সম্পৎ—তেমন যে অগ্নিদেব, তাঁহার নিকট প্রার্থী কি প্রার্থনা-কামনা করিতে পারে? যাঁহার যে ধন প্রচুর আছে, মানুষ তাঁহার নিকট সেই ধনেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে। অর্থ আছে যাঁর, তাঁর কাছে প্রার্থী অর্থ চায়; জ্ঞান আছে যাঁর, তাঁর কাছে প্রার্থী জ্ঞানলাভের প্রার্থনা করে। ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। এ মন্ত্রে দেখিতেছি, অগ্নিদেব অভীষ্টানুরূপ প্রার্থনা পূরণ করেন; আর দেখিতেছি—তিনি জ্ঞানের ও শুদ্ধসত্ত্বভাবের নিলয়-স্বরূপ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রার্থী সেইরূপ ধনের প্রার্থনা করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞিক সাধক কহিতেছেন,—'হে অভীষ্টবর্ষী দেব! আপনি জ্ঞানাধার; আমায় জ্ঞান দান করুন। আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন; আমায় শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত করুন। অজ্ঞানতা-অন্ধকারই তো আমার প্রধান শত্রু! কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ তো সেই অজ্ঞানতাই সন্তান সন্ততি মাত্র! জ্ঞানদানে অজ্ঞানতা দূরীভূত করুন। মূল উচ্ছিন্ন হইলে, শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিবে? আকর ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে, শত্রু আর কি প্রকারে উদ্ভূত হইবে? জন্মক্ষেত্রে বিধ্বংস হইলে, জায়মান কি আর উৎপন্ন হইতে পারে? কি অন্তঃশত্রু কি বহিঃশত্রু জ্ঞানোদয়ে সকল শত্রুই বিধ্বস্ত বিনষ্ট হয়। তাই প্রার্থনা,—'হে

জ্ঞানদেব! জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া দাও; শত্রুগণ আপনা-আপনিই বিনাশ প্রাপ্ত হউক।' মন্ত্রের ইহাই ভাব,—মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। (১২অ-৩খ-১সূ ১সা)।*

—— ° ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
গর্ভে মাতুঃ পিতুষ্পিতা বিদিদ্যুতানো অক্ষরে।

১ ২৩ ২৩ ২ ৩ ২
সীদন্নৃতস্য যোনিমা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মাতুঃ পিতুঃ পিতা' (জগৎকারণকারণং, বিশ্বস্য মূলকারণস্বরূপঃ) 'বিদিদ্যুতানঃ' (বিশেষেণ জ্যোতির্ম্ময়ং, জ্যোতিঃস্বরূপঃ) 'অক্ষরে গর্ভে' (অব্যয়ে স্থানে, স্বাত্মনি,—স্থিতং ইতি যাবৎ, কূটস্থং পরমব্রহ্ম ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য যোনিং' (সত্যস্য যদ্বা সৎকর্ম্মণঃ আশ্রয়স্থানঃ অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসীদন্' (প্রাপ্নোতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের মূলকারণস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, স্ব-আত্মায় স্থিত অর্থাৎ কূটস্থ পরমব্রহ্ম সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) আশ্রয়স্থান আমাদের হৃদয়কে প্রাপ্ত

---

* এই মন্ত্রের যে অর্থ অধুনা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতি দ্বারা প্রসাধিত, হব্যরূপ ধনলিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্রবর্ণ, অগ্নি শত্রুদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহুত হইয়াছেন।" বলা বাহুল্য, এখানে 'দ্রবিণস্যুঃ' শব্দে 'হব্যরূপ ধনলিপ্সু' অর্থ করা হইয়াছে। অন্য এক বেদব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যায় এই 'দ্রবিণস্যুঃ' পদে যুদ্ধ-জয়ের পর স্বপক্ষের রাজার ধনপ্রাপ্তি-মূলক কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। অগ্নিদেব নিজে প্রার্থী—কি তিনি প্রার্থীর অভিলাষপূরণে ইচ্ছাসম্পন্ন,—ইহাই বিবেচনার বিষয়। শব্দের অর্থ দুই দিক দিয়াই নিষ্পন্ন হইতে পারে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তিনি সেই দৃষ্টিতেই দেখিতে পারেন। আমরা সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য-রক্ষায় দেবপক্ষে কি অর্থ বিহিত হইতে পারে, তাহারই অনুসরণ করিয়াছি।

হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)" (১২অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র মাতৃ-পিতৃ-শব্দাভ্যাং ভূর্দ্যৌশ্চাভিধীয়েতে দ্যৌঃ পিতা, পৃথিবী মাতেতি শ্রুতেঃ। 'মাতুঃ' ভূম্যাঃ গর্ভে গর্ভস্থানে মধ্যে 'অক্ষরে' ক্ষরণ-রহিতে বেদ্যাখ্যে স্থানে 'বি দিদ্যুতানঃ' বিশেষেণ দীপ্যমানঃ 'পিতুঃ পিতা' দ্যুলোকস্য পালয়িতা হবিষাং প্রদানেন, এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনিং' উত্তরবেদ্যাখ্যং 'দিক্ষ্যং'। সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া (৩।১।৮৫) 'আসীদন' উত্তরবেদ্যামুপবিশন্ অগ্নির্ব্রাণি জজ্বনদিত্যন্বয়ঃ॥ (১২অ ৩খ ১সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৩৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলভাব ব্রহ্ম প্রাপ্তি। তিনি মাতার মাতা, পিতার পিতা। তিনি কারণের কারণ। মানুষ আপাতঃ দৃষ্টিতে মাতাপিতা হইতেই আপনার পার্থিব সত্তা লাভ করে। কিন্তু সেই পিতা মাতা আসিলেন কোথা হইতে? চিন্তাশীল মানবের মনে এই প্রশ্ন স্বতঃই উদয় হইতে পারে। তাঁহারাও তাঁহাদের মাতা পিতা হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপভাবে উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে গেলে অনন্ত কালের তাহা সম্ভব হবে না। এই উপায়ে যদি ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষকে আদি কারণে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। এখানে প্রথমেই সেই আদি কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই পরম পুরুষ ব্রহ্মই আদি কারণ।

'অক্ষরে গর্ভে' পদদ্বয়ে কুটস্থব্রহ্মের স্বরূপ উপলক্ষিত হইয়াছে। সেই পরমব্রহ্ম যাহাতে আমাদের হৃদয় সিংহাসনে আসিয়া আবির্ভূত হয়েন মন্ত্রে সেই জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "মাতা (পৃথিবীর) গর্ভভূত অক্ষয় (বেদির উপর) দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের (উত্তর বেদি নামক) স্থানে উপবিষ্ট আছেন।" (১২অ - ৩খ - ১সূ—২সা) ॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের পঞ্চত্রিংশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২২
ব্রহ্ম প্রজাবদা ভর জাতবেদো বিচর্ষণে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে যদ্দীদয়দ্দিবি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (জাতানাং সর্ব্বভূতানাং বেদিতঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'বিচর্ষণে' (বিশেষেণ দ্রষ্টঃ, সর্ব্বদর্শিন্) 'অগ্নে' (জ্ঞানদেব, জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ) 'ব্রহ্ম' (হে পরব্রহ্ম!) যদ্' (যৎ পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'দীদয়ৎ' (দীপ্যতে) তৎ 'প্রজাবৎ' (প্রজাযুতং, শক্তিযুতং শক্তিদায়কং - পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'আ ভর' (আহর) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ - ৩খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, জ্ঞানস্বরূপ হে পরব্রহ্ম! যে পরমধন দ্যুলোকে দীপ্তি পায় সেই শক্তিদায়ক পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (১২অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতঃ। 'বিচর্ষণে' বিশেষেণ দ্রষ্টঃ অগ্নে! 'প্রজাবৎ' পুত্র-পৌত্র-সহিতং 'ব্রহ্ম' অন্নং 'আভর' আহর 'যদ্' ব্রহ্ম 'দিবি' দ্যুলোকে 'দীদয়ৎ' দীপ্যতে দেবেষু যৎ প্রশস্তমন্নং রাজতে তদাহরেত্যর্থঃ। (১২অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনা পরব্রহ্মের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যায় প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। ভাষ্যকার

'ব্রহ্ম' পদের অর্থ করিয়াছেন 'অন্নং'। উক্তপদে অন্যত্র ভাষ্যাদিতে প্রার্থনা, স্তোত্র প্রভৃতি অর্থও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই অর্থ দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের 'অন্ন' অর্থ একটু নূতন ও বিশেষত্বব্যঞ্জক 'ব্রহ্মের' নিকট 'ব্রহ্ম' প্রাপ্তির প্রার্থনাটা একটু বিচিত্র বলিয়া মনে হয়, অবশ্য উভয় 'ব্রহ্ম' একার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে,—"আদিকালে বেদে ব্রহ্ম শব্দে প্রার্থনা বুঝাইত। তার পর ক্রমে ক্রমে শব্দের অর্থান্তর ঘটায় 'ব্রহ্ম' শব্দে প্রার্থনাকারীকেই লক্ষ্য করিত। কিন্তু পরিশেষে এমন সময় আসিল, চিন্তার এমন পরিণতি ঘটিল যে যাঁহার বা যাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়, তাঁহার বা তাঁহাদের একটা সাধারণ নামের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য পবিত্র ভাবব্যঞ্জক প্রার্থনার্থক 'ব্রহ্ম' শব্দই আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়েও যেমন আমরা শব্দার্থের ক্রমবিবর্ত্তন দেখিতে পাই, বৈদিকযুগেও তেমনি শব্দার্থের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। তাই আমরা এক ঋগ্বেদেই এক শব্দ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখি। উদাহরণস্বরূপ উপরের 'ব্রহ্ম' শব্দেরই উল্লেখ করা যায়।" আমরা এখানে এই মতের আলোচনা করিব না। তবে এই বলিতে পারা যায় যে উপরোক্ত মত গ্রহণ করিলেও 'ব্রহ্ম' শব্দের 'অন্ন' অর্থ সাধিত হয় না। আমাদের ধারণা 'ব্রহ্ম' শব্দে এখানে পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমাদের ভাব মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা হইতেই উপলব্ধ হইবে। (১২অ-৩খ—১সূ—৩সা)॥ ০

——০——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্য প্রেষা হেমনা পূয়মানো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবেভিঃ সমপৃক্ত রসম্।

৩ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সুতঃ পবিত্রং পর্য্যেতি রেভন্ মিতেব

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সদ্ম পশুমন্তি হোতা॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের ষট্‌ত্রিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হেমনা' (হিরণোন, হিতরমণীয়রত্নেন, পরমধনদানেন ইত্যর্থঃ) 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'দেবঃ' (ভগবান্) 'অস্ত' (তস্য) 'রসং' (অমৃতং) 'প্রেষা' (প্রকর্ষেচ্ছয়া, স্বেচ্ছয়া, লোকানাং হিতেচ্ছয়া ইত্যর্থঃ) 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ, দেবভাবৈঃ সহ) 'সমপৃক্ত' (সংযোজয়তি); দেবভাবেন লোকাঃ অমৃতং লভন্তে – ইতি ভাবঃ; 'মৃতঃ ইব' (বিশুদ্ধঃ, অপাপবিদ্ধঃ দেবঃ যথা) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং) 'পর্য্যেতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ 'রেভন্' (প্রার্থনাপরায়ণঃ) 'মিতা হোতা' (সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'পশুমান্তু' (পশূন্, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) বিনাশায় ইতি যাবৎ 'সদ্ম' (যজ্ঞগৃহং, সৎকর্ম্মসাধনস্থলং) প্রাপ্নোতি – ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন রিপুনাশঃ ভবতি ইতি ভাবঃ। (১২অ ৩খ – ২সূ – ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদানে পবিত্রকারক ভগবান্ তাঁহার অমৃতকে লোকগণের হিতের জন্য দেবভাবের সহিত সংযোজিত করেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে); অপাপবিদ্ধ দেবতা যেমন পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ প্রার্থনাপরায়ণ সৎকর্ম্মসাধক রিপুগণকে বিনাশ করিবার জন্য সৎকর্ম্মসাধনস্থল প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা রিপুনাশ হয়।)॥ (১২অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্ত' সোমস্য 'প্রেষা'। প্রেষতির্গত্যর্থঃ ক্বিপি রূপং, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮) ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্রেরণেন, 'হে মনা' হিরণোন 'পূয়মানঃ'। হিরণ্যপাণিরভিষুণোতি ইতি হিরণ্য সম্বন্ধঃ, তাদৃশঃ। 'দেবঃ' দীপ্যমানঃ সোমঃ 'রসং' আত্মীয়ং 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহ 'সমপৃক্ত' সম্পর্চ্চয়তি সংযোজয়তি। পৃচী সম্পর্কে (অদা০ আ০) ততঃ 'মৃতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'রেভন্' শব্দায়মানঃ সন্ 'পবিত্রং' ঊর্ণাস্তুকেন নির্ম্মিতং 'পর্য্যেতি' পরিগচ্ছতি। কমিব? 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা ঋত্বিক্ 'মিতা ইব' নির্ম্মিতান 'পশুমন্তি' বদ্ধপশূন্ 'সদ্ম' সদনানি যজ্ঞগৃহান্ যথা পর্য্যেতি তদ্বৎ॥ (১২অ - ৩খ – ২সূ – ১সা)।

* * *

প্রথম (১৩১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "স্বর্ণের দণ্ড এই সোমকে আহ্লাদিত করিল;

তদ্দ্বারা শোধিত হইয়া ইনি আপনার রস দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করিলেন। যেরূপ ইনি কোন পুরোহিত যজমানের ধনধান্যসম্পন্ন স্বর্ণনির্ম্মিত ভবনে যান, তদ্রূপ পুনঃ নিষ্পীড়িত হইয়া শব্দ করিতে করিতে পবিত্রের চতুর্দ্দিকে যাইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় ব্যাখ্যার মধ্যেও অসামঞ্জস্য আছে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'প্রেষা' পদে, বিবরণকার-সম্মত 'প্রকর্ষেচ্ছয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রেভন' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই খণ্ডের দ্বিতীয় সাম দ্রষ্টব্য। 'মন্তা' ও 'হোতা' পদদ্বয় একার্থ-বাচক। উভয় পদের দ্বারাই 'সৎকর্ম্মসাধক' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই একত্রই উভয় পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১২অ—৩খ—২সূ—১সা)॥ ০

— — ● — —

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২র ৩ ২ ১ ২
ভদ্রা বস্ত্রা সমন্যা৩ বসানো
৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহান্ কবির্নিবচনানি শংসন্।
১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
আ বচ্যস্ব চম্বোঃ পূয়মানো বিচক্ষণো
২র ৩ ১ ২
জাগৃবির্দ্দেববীতৌ ॥ ২ ॥
*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভদ্রা' (ভদ্রাণি, কল্যাণদায়কানি) 'সমন্যা' (সমন্যানি, সংগ্রামযোগ্যানি, সংগ্রামে জয়দায়কানি, রিপুনাশকানি ইতি ভাবঃ) 'বস্ত্রা' (বস্ত্রাণি, তেজাংসি) 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন্, ধারয়ন্) 'মহান্ কবিঃ' (মহাপ্রাজ্ঞঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ দেবঃ) 'নিবচনানি' (স্তোত্রাণি—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'শংসন্' (প্রশংসয়ন, গৃহ্ণন্ ইতি ভাবঃ) ; 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বদর্শী) 'জাগৃবিঃ' (জাগরণশীল, চৈতন্যস্বরূপঃ দেবঃ) অস্মাকং 'দেববীতৌ'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬প ৫দ—৩খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

(দেবত্বপ্রাপ্তিসাধকে, দেবত্বপ্রাপকে) 'চম্বোঃ' (কঠোরসাধনে ইতি ভাবঃ) 'আ বচ্যস্ব' (আবিশ, আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১২অ—৩খ - ২সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কল্যাণদায়ক রিপুনাশক তেজ ধারণ করিয়া পরাজ্ঞানদায়ক দেব আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ করুন; পবিত্রকারক সর্ব্বদর্শী চৈতন্যস্বরূপ দেব আমাদের দেবত্বপ্রাপক কঠোর-সাধনে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১২অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভদ্রা' ভদ্রাণি কল্যাণানি 'সমন্যা'। সমনমিতি সংগ্রাম-নাম (২।১৭।১৬) তত্র সাধুরিতি যৎ। সংগ্রাম-যোগ্যানি 'বস্ত্রা' বস্ত্রাণি আচ্ছাদকানি তেজাংসি 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন। 'মহান' 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী অতএব 'নিবচনানি' নিতরাং বক্তব্যানি স্তোত্রাণি 'শংসন' 'বিচক্ষণঃ' বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'জাগৃবিঃ' জাগরণশীলঃ। হে সোম! এবম্ভূতস্ত্বং 'দেববীতৌ' দেবানাং বীতির্ভক্ষণং যস্মিন্ তদ্দেববীতির্যজ্ঞঃ তস্মিন 'চম্বোঃ' অধিষবণ ফলকয়োঃ 'আ বচ্যস্ব' পাত্রাণ্যাবিশ। বচির্গত্যর্থঃ (ব্যা০ প০) ব্যত্যয়েন শ্নন্॥ (১২অ - ৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাব এই যে,—পরম-জ্যোতির্ম্ময় সেই পরমদেবতা আমাদের স্তুতি প্রার্থনা গ্রহণ করুন। প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবানের পূজা করিব, তাহা আবার গৃহীত হবে কিনা এ সম্বন্ধে সংশয় আসে কেন? প্রত্যেক কর্ম্মেরই অধিকারীভেদ আছে, প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদনের জন্যই তদুপযোগী শক্তি লাভের প্রয়োজন। সাধক আপনার দৈন্যে আপনি ম্রিয়মাণ, তাই সংশয়-দোলায় থাকিয়া মনে করিতেছেন, আমার স্তুতি প্রার্থনা কি তাঁহার চরণে পৌঁছিবে? আমি ভগবৎপূজার অধিকারী? সাধকের মনে এই প্রশ্নই জাগরিত হয়। তাই তিনি আপনার দৌর্ব্বল্যের ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভগবানের নিকটেই প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই পরমপুরুষকেই হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি যুদ্ধের উপযোগী উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছ;

তুমি মহাকবি, অনেক প্রকার বর্ণনা পাঠ করিতেছ, তুমি শোধিত হইতেছ, দুই ফলকের উপর বিস্তারিত হও। তুমি পণ্ডিত এবং যজ্ঞের বিষয় সতর্ক ও সাবধান।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও কোন ঐক্য লক্ষিত হইবে না। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য॥ (১২অ–৩খ–২সূ—২সা)॥ *

—০—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমু প্রিয়ো মৃজ্যতে সানো অব্যে যশস্তরো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
অভিস্বর ধন্বা পূয়মানো যূয়ং পাত

৩ ২ ৩ ১ ২
স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যশসাং যশস্তরঃ' (অতিশয়েন যশস্বী, সুপ্রসিদ্ধঃ) 'প্রিয়ঃ' (প্রীতিদায়কঃ) 'ক্ষৈতঃ' (ক্ষিতৌ, পার্থিবানাং জনানাং হৃদি উৎপন্নঃ ইতি ভাবঃ, শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ 'অস্মে' (অস্মদর্থং, অস্মাকং কল্যাণায়) 'উ' (সুষ্ঠু, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'সানৌ' (বিশুদ্ধে) 'অব্যে' (অব্যয়ে, নিত্যে, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইতি ভাবঃ) 'সংমৃজ্যতে' (সংমিশ্রয়তে, সম্মিলিতঃ ভবতি); হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'যূয়ং' (ত্বং ইতি ভাবঃ) 'ধন্বা অভিস্বর' (অন্তরীক্ষে, দ্যুলোকে শব্দং কুরু, অস্মভ্যং দিব্যং জ্ঞানং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ) তথা 'স্বস্তিভিঃ' (কল্যাণভূতৈঃ পালনৈঃ, পরমকল্যাণসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'সদা' 'নঃ' (অস্মান্) 'পাত' (রক্ষ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরিত্রাণায় বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ-৩খ ২সূ ৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ প্রীতিদায়ক পৃথিবীস্থ জনগণের হৃদয়ে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের কল্যাণের জন্য প্রকৃষ্টরূপে বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞান প্রবাহে সম্মিলিত হয়। হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং পরমকল্যাণসাধনের দ্বারা সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরিত্রাণের জন্য আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিব)॥ (১২অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যশসাং' যশস্বিনাং মধ্যে 'যশস্তরঃ' অতিশয়েন যশস্বী 'ক্ষৈতঃ' ক্ষিতৌ ভাবঃ 'প্রিয়ঃ' প্রীণয়িতা সোমঃ 'সানৌ' সমুচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবি-ভবে পবিত্রে 'অক্ষে' অক্ষনর্থং 'সমৃজ্যতে' ঋত্বিগ্‌ভিঃ পরিপূয়তে। 'উ'—অবধারণে। 'পূয়মানঃ' ত্বং 'ধন্ব' অন্তরিক্ষে 'অভিস্বর' অভিতঃ শব্দয় 'যূয়ং'। প্রজায়াং বহুবচনং। হে সোম! ত্বং 'নঃ' অস্মান্‌ 'স্বস্তিভিঃ' কল্যাণভূতৈঃ পালনৈঃ 'সদা' সর্ব্বদা 'পাত' রক্ষত পালয়েত্যর্থঃ॥ (১২অ ৩খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৩৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সেই সত্যের মর্ম্ম এই যে,—সাধকগণের কল্যাণের জন্যই তাহাদের হৃদয়োৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। অর্থাৎ যখন মানুষ পরাজ্ঞান-সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন তখনই তাঁহার প্রকৃত কল্যাণলাভ হয়। এখানে নিত্য জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিত্যজ্ঞান কি? এবং অনিত্যজ্ঞানের সহিত তাহার পার্থক্যই বা কোথায়? এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য একটী উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করা যাউক। ধরুন, সম্মুখে একখানা টেবিল রহিয়াছে। উহা কোন বর্ণ, উহা কি মসৃণ অর্থাৎ সমতল? টেবিলের ঠিক সম্মুখের নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া দেখিতেছি, উহা লাল। কিন্তু একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, একস্থান হইতে টেবিলটীর সকল স্থান একবর্ণ পরিদৃষ্ট হয় না। চেয়ার দুই হাত সরাইয়া লইলেই টেবিলের বর্ণপার্থক্য উপলব্ধি হইবে। আবার পূর্ব্বে যে স্থান লাল মনে হইতেছিল, এখন তাহা ঠিক লাল বলিয়া মনে হইতেছে না। অপিচ পরিষ্কার রৌদ্রের সময় যে বর্ণ অনুভূত হয়, মেঘাচ্ছন্ন দিনে সেই বর্ণ থাকে না। এখন টেবিলের কোন বর্ণ বলিব? রৌদ্রময় দিনের না—মেঘাচ্ছন্নদিনের বর্ণ ঠিক? ঠিক নিকটে থাকিলে না একটু দূরে গেলে ঠিক বর্ণ বুঝা যায়? সামান্য একখানা টেবিলের বর্ণ সম্বন্ধেই এত গোলমাল!

দেখা যাইতেছে যে, টেবিলের বর্ণ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হইল, তাহা নিত্য নয়, তাহা পরিবর্তনশীল। কারণ যে বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তাহাই নিত্য নয়, সুতরাং তাহার মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিলে সত্য জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নয়। সেই আদিকারণ পরমপুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই সত্যজ্ঞান, নিত্যজ্ঞান. মন্ত্রে মোক্ষদায়ক এই জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। (.২অ—৩খ—২সূ—৩সা) ৷ *

—— ০ ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ২n ৩ ২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১র ২৩৪৫ ১র
উহুবায়ি। অস্তা ৩ ৪ ঔহোবা। প্রেবা। হে ৩ মনা। পুয়মানাঃ। দেবা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২২৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা দেবায়ি। ভী ৩ াসম। পুরুরনাম্। সুত্তা ৩ ৪ ঔহোবা। সবায়ি।

২ ১ ২ ৩৪৫ ৩২ ৩র র ৫ ১ ২ ১
ব্রো ৩ পরি। এতিরেতান। মিত্রা ৩ ৪ ঔহোবা। সসা। দ্রা ৩ পশু।

২ ২ ৪ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২১
মা ৩ ৪ ৩ তী ৩ গো ৫ ভা ৬ ৫ ৬। ভদ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। বস্না। সমনি।

২৩৪৫ ৩২ ১র৪র৫ ১ ২১ ৩ ২ ৪ ৫
যাবদানাঃ। মহা ৩ ৪ ঔহোবা। কবায়িঃ। নিবচ। নানিশ৬/সান্।

৩র২ ৩র৪র ১ ২১ র ২৩৪ ৫ ৩১ ৩র৪র৫
. আবা ৩ ৪ ঔহোবা। চাম্বা। চমুবোঃ। পূয়মানাঃ। বিচা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২র১ ১ ২ ৪ ৩২
ক্ষণো। আগৃবিঃ। দা ৩ ৪ ৩ য়ি। না ৩ চা ৫ য়িতা ৬ ৫ ৬ উ। সমূ ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ র ২ ৩র ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১
ঔহোবা। প্রিয়ো। মৃজাতে। দানোঅব্যায়ি। যশা ৩ ৪ ঔহোবা। স্তরো।

১ ১ র ২ ৩র ৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ র ২৩
যশসাম্। কৈতোঅস্মায়ি। অভা ৩ ৪ ঔহোবা। স্বরা। ধরুবা। পূয়-

৪ ৫ ৩ ২n ৩র২ ৪ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২
মানাঃ। উহুবায়ি। যুবা ৩ ঔহোবা। পাতা। সুবাস্তু। ভা ৩ ৪ ৩ য়িঃ।

২ ৪
সা ৩ দা ৫ দা ৬ ৫ ৬। ১২.৩. †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটি গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা— "উহুবাঁয়বাসিষ্ঠম্।"

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ । তৃতীয়ং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এতো ন্বিন্দ্রꣳ স্তবাম শুদ্ধꣳ শুদ্ধেন সাম্না ।

৩ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শুদ্ধৈরুক্থৈর্ব্বাবৃধ্বাꣳসꣳ শুদ্ধৈরাশীর্ব্বান্মমত্তু ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! 'এত উ নু' (ক্ষিপ্রং আগচ্ছত, জাগৃত ইত্যর্থঃ); বয়ং 'শুদ্ধং (অপাপবিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'শুদ্ধেন' (বিশুদ্ধেন, পবিত্রেণ) 'সাম্না' (স্তোত্রেণ) 'স্তবাম' (আরাধয়াম) 'শুদ্ধৈঃ' (বিশুদ্ধৈঃ, পবিত্রৈঃ) 'উক্থৈঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'বাবৃধ্বাংসং' (বর্দ্ধমানং, মহান্তং দেবং) বয়ং স্তবেম ইতি শেষঃ ; 'আশীর্ব্বান্' (পবিত্রঃ, অপাপবিদ্ধঃ) স দেবঃ 'শুদ্ধৈঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবদানেন) অস্মান্ 'মমত্তু' (পরমানন্দং প্রযচ্ছতু); বয়ং ভগবন্তং আরাধয়াম ; স অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বং সর্ব্বথা প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (১২অ—৬খ—৩সূ—১সা) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! শীঘ্র জাগরিত হও । অপাপবিদ্ধ সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে পবিত্র স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন আরাধনা করি ; বিশুদ্ধ স্তোত্রসমূহের দ্বারা মহান্ দেবতাকে আমরা যেন আরাধনা করি ; পবিত্র অপাপবিদ্ধ সে দেবতা শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের দ্বারা আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করি ; তিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন ।) । (১২অ—৩খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অত্রেতিহাসমাচক্ষতে – পুরা কিলেন্দ্রো বৃত্রাদিকান্ অসুরান্ হিত্বা ব্রহ্মহত্যাদি দোষেণাত্মানমপরিশুদ্ধমিত্যমন্যত : অথ তদ্দোষ-পরিহারার্থং যদেন্দ্র ঋষীনবোচৎ-যূয়মপূতং মাং যুষ্মদীয়েন সাম্না শুদ্ধং কুরুতেতি । ততস্তে চ শুদ্ধ্যুৎপাদকেন সাম্না শন্দ্রেশ্চ পরিশুদ্ধমকার্ষুঃ । পশ্চাৎ পূতায়েন্দ্রায় যাগাদিকর্ম্মণি সোমাদীনি হবীংষি চ প্রাহুরিতি । এষোঽর্থঃ শাট্যায়নক-

ব্রাহ্মণে প্রতিপাদিতঃ। ইন্দ্রো বা অসুরান্ হত্বাঽপূত ইবামেধ্যো ঽমন্যত সোঽকাময়ত শুদ্ধমেব-মালভ্য শুদ্ধেন সাম্না স্তুয়ুরিতি স ঋষীনব্রবীৎ স্তুতমিতি অতএব ঋষয়ঃ সামাপশ্যন্ তেনাস্তু বন্নেতোঽমিন্দ্রমিতি ততো বা ইন্দ্রঃ পূতঃ শুদ্ধো মেধ্যো ঽভবদিতি। তথাচ অস্যা ঋচোঽয়মর্থঃ। ঋষয়ঃ পরস্পরং ব্রুবন্তি—'নু' ক্ষিপ্রং 'এত উ' আগচ্ছতৈব। আগত্য চ 'শুদ্ধেন' শুদ্ধ্যুৎ-পাদকেন সাম্না, তথা 'শুদ্ধৈঃ' শুদ্ধি-হেতুভিঃ 'উক্থৈঃ' শস্ত্রৈশ্চ ইন্দ্রং শুদ্ধমপাপিনং কৃত্বা 'স্তবাম' স্তুয়াম। ততঃ 'সাম্না' শস্ত্রৈশ্চ 'বাবৃধ্বাংসং' পাপ-রাহিত্যেন বর্দ্ধমানং তমিমমিন্দ্রং 'শুদ্ধৈঃ' শুদ্ধ্যুৎপাদকৈর্গব্যাদিভিঃ 'আশীর্ব্বান' আশ্রয়ণবান্। ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং, তাদৃশঃ সোমঃ। 'মমত্তু' তমিন্দ্রং মাদয়তু। মাদ্যতেশ্ছান্দসঃ (২।৪।৭৬) শ্লুঃ। 'শুদ্ধৈরাশীর্ব্বান্' - 'শুদ্ধআশীর্ব্বান্' ইতি পাঠৌ। (১২অ—৩খ - ৩দ্দ - ১সা।)।

• • •

প্রথম (১৪০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক। উহা চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আত্মো-দ্বোধন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা। চতুর্থ ভাগে সাধারণ প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে।

প্রথমভাগে অর্থাৎ আত্মোদ্বোধনে সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আলস্য জড়তা ও মোহের প্রাবল্যে মানুষের বৃত্তিসমূহ অসাড় হইয়া যায়। সাধনার প্রথম অঙ্গই এই মানসিক জড়তা দূর করিয়া সবলভাবে সতেজে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। যে পর্য্যন্ত মানুষের এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ করা অসম্ভব।

এই আত্মোদ্বোধনের পরে আত্মোদ্বোধন-মিশ্রিত প্রার্থনা আছে;—"আমরা যেন তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিতে পারি, আমরা যেন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারি। ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহাকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করেন। আর মন! তুমিও যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ভগবানের সেই কৃপার সদ্ব্যবহার কর, তাঁহার অভিমুখে যেন অগ্রসর হও।"

মন্ত্রের চতুর্থ ভাগে অর্থাৎ শেষভাগে ভগবানের নিকট শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাব-লাভের জন্য প্রার্থনা আছে, "অপাপবিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বনিলয় ভগবান সত্ত্বভাবজনিত পরমানন্দ প্রদান করুন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ 'শুদ্ধৈঃ আশীর্ব্বান্' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার কোনও প্রকারে সোমরসকে টানিয়া আনিয়া-ছেন। সোমরসকে আনিবার আমরা কোনও প্রয়োজন অনুভব করি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, 'ইন্দ্রং শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না' পদসমূহের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকার এক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। তাহার সার মর্ম্ম এই

যে,—বৃত্রকে হত্যা করায় ইন্দ্রের মনে হইল, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছেন ; তাই ঋষিদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন,—'আমাকে তোমরা শুদ্ধ করিয়া দাও।' তাঁহারা ইন্দ্রকে সাম-মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইয়া বিশিষ্ট স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। এই উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। 'শুদ্ধং ইন্দ্রং' পদদ্বয়ের জন্য এত কথা বলা হইয়াছে এবং সেই জন্য ভাষ্যকার আপ্তবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ইন্দ্রং' পদের সঙ্গে যখন 'শুদ্ধং' আছে, তখন মনে করিতেই হইবে যে,—ইন্দ্র নিশ্চয়ই একবার 'অশুদ্ধ' হইয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয়, ভাষ্যকারের যুক্তি। কিন্তু তিনি যে 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। বেদের মহান গভীর ভাবসমূহ পরবর্ত্তিকালে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে (২অ-৩খ—৩সূ-১সা)। •

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২　৩ ২　৩　১　২　৩ ১　৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ।
৩ ২　৩ ১র　২র　৩ ১ ২
শুদ্ধো রয়িং নি ধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্য ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'আগহি' (আগচ্ছ, প্রাপয়) ; 'শুদ্ধঃ' ত্বং 'শুদ্ধাভিঃ' (বিশুদ্ধাভিঃ, নির্ম্মলাভিঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষা-শক্তিভিঃ সহ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ ; 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং অস্মভ্যং 'রয়িং' (পরমধনং) 'নিধারয়' (নিতরাং স্থাপয়, প্রযচ্ছ) ; 'সোম্য' (হে সোমার্হ! হে পরমানন্দদায়ক! ইতি ভাবঃ) 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং অস্মভ্যং 'মমদ্ধি' (মাদয়, পরমানন্দং প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৩খ-৩সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; শুদ্ধ আপনি বিশুদ্ধ রক্ষাশক্তির সহিত আগমন করুন ; বিশুদ্ধ আপনি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-১২খ-১২দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন ; হে পরমানন্দদায়ক ! বিশুদ্ধ আপনি আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১২অ—৩খ—৩সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'শুদ্ধঃ' অস্মদীয়ৈঃ সামভিঃ শস্ত্রৈশ্চ পরিশুদ্ধস্ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'আ গহি' আগচ্ছ 'শুদ্ধাভিঃ' 'ঊতিভিঃ' উতয়ো মরুতঃ। অবন্তু সর্ব্বত্র গচ্ছন্তীতি বা তেঽপি সামভিঃ শস্ত্রৈশ্চ পরিপূতাঃ তৈঃ মরুদ্ভিঃ সহ 'শুদ্ধঃ' পাপ-রহিতঃ ত্বং আগচ্ছ। আগত্য চ 'শুদ্ধঃ' ত্বং 'রয়িং' ধনং অস্মাসু 'নিধারয়' অভিতরাং স্থাপয়। কিঞ্চ, হে 'সোম্য' সোমার্হ! 'শুদ্ধঃ' ত্বং 'মমদ্ধি' সোমেন মাদ্য। মদী হর্ষে (দি· প·) লোটি বহুলশ্ছন্দসি (২।৪ ৭৬) ইতি শপঃ শ্লুঃ॥ 'মমদ্ধিসোম্য'—'মমদ্ধিসোম্যঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (১২অ ৩খ—৩ ২সা।)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে যেমন ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তেমনি পরমানন্দ ও পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার চরণে প্রার্থনাও করা হইয়াছে। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'। তিনি বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আধার। মানুষ তাঁহার কৃপাতেই হীনতা ও মলিনতার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

* এই মন্ত্রের যে সকল প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে তাহার ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ রক্ষাকার্য্যের সহিত আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও সোমার্হ, হৃষ্ট হও।" মোটামোটীভাবে এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের কোনও বিশেষ অনৈক্য না ঘটিলেও কোন কোনও স্থলে শব্দের অর্থগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। 'মমদ্ধি' পদের প্রচলিত অর্থ—'হৃষ্ট হও।' কিন্তু যিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি আর আনন্দিত হয়েন কি? আমাদের ধারণা, 'মমদ্ধি' পদের অর্থ—'পরমানন্দ প্রদান কর', শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আনন্দস্বরূপের নিকট পরমানন্দ লাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমা খ্যাপন-ব্যপদেশে 'শুদ্ধ' শব্দ পাঁচবার উক্ত হইয়াছে। ভগবানের পবিত্রস্বরূপ জনগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়াই—এই পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উদ্দেশ্য। আমরা তাই প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীকে ভগবন্মহিমাখ্যাপক বলিয়াও মনে করি॥ (১২অ—৩খ—৩সূ—২সা।)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)॥

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং 'হি' (এব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (পরমধনং) প্রদেহি ইতি শেষঃ; 'শুদ্ধঃ' ত্বং 'দাশুষে' (যজমানায়, আরাধনাপরায়ণেভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ), 'রত্নানি' (পরমধনানি) প্রদেহি ইতি শেষঃ; 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ, অপাপবিদ্ধঃ) ত্বং 'বৃত্রাণি' (জ্ঞানাবরোধকানি পাপানি) 'জিঘ্নসে' (বিনাশয়সি); হে দেব! 'শুদ্ধঃ' (বিশুদ্ধঃ) ত্বং অস্মভ্যং 'বাজং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং) 'সিষাসসি' (প্রদাতুমিচ্ছসি, প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! বিশুদ্ধ আপনিই আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; শুদ্ধ আপনি আরাধনাপরায়ণ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; অপাপবিদ্ধ আপনি জ্ঞানাবরোধক পাপ বিনাশ করুন; হে দেব! বিশুদ্ধ আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) (১২অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'শুদ্ধ হি'। অবধারণে। শুদ্ধ এব ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'রয়িং' ধনং প্রযচ্ছ। তথা 'শুদ্ধঃ' ত্বং 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'রত্নানি' রমণীয়ানি কনক-গবাদীনি দেহি। ততঃ 'শুদ্ধঃ' পাপ-রহিতঃ ত্বং 'বৃত্রাণি' অপামাবরকাণ কর্ম্ম বিঘ্নকারিণঃ শত্রূন্ পাপানি বা 'জিঘ্নসে' হংসি। ততঃ 'শুদ্ধঃ' শত্রুহনন-দোষ-পরিহারায় অস্মদীয়ৈঃ সামভিঃ শস্ত্রৈশ্চ পরিশুদ্ধস্ত্বং

বাজমন্নমস্মভ্যং 'সিষাসসি' প্রদাতুমিচ্ছসি। যদা শত্রূনহং হন্যাং তদা শুদ্ধ্যৎপাদকৈঃ সামভিঃ শস্ত্রৈশ্চ যূয়ং মাং পরিশুদ্ধং কুরুতেত্যেবমস্মভ্যং ধনময়ঞ্চ দাতুমিচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয় (১৪০২) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' পরমদেবতার নিকট পরমধনপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের পবিত্রতার বিষয় লোকসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণা করাইয়া দিবার জন্য এই মন্ত্রেও 'শুদ্ধ' শব্দটী চারিবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি যে শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাহা সর্ব্বাগ্রে ধারণা করা প্রয়োজন। মানুষ যে পর্য্যন্ত নির্ম্মল পবিত্র না হয়, সেই পর্য্যন্ত সে আপনার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। কিন্তু অপবিত্র মানুষ কি উপায়ে পবিত্র হইবে ? উপায়-সম্বন্ধে জ্ঞানতত্ত্বাণ লাভ করিলে মনুষ সেই উপায়ের গুণ আপনাতে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। মানুষ যদি জানিতে পারে যে, সেই পরমপুরুষ শুদ্ধঃ অপাপবিদ্ধং, তাঁহার ধ্যানে মানুষ নিজের অপবিত্রতা ও মলিনতা দূর করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে স্বভাবতঃই সেই দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণ মানবের পরমমঙ্গল সাধন করে। মানবহৃদয়ে সেই ভগবদাকর্ষণ সৃজন করিবার জন্যই মন্ত্রে বিশেষভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করা হইয়াছে।

মোটামোটীভাবে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে আমাদের কথার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি শুদ্ধ, আমাদিগকে ধন দাও। তুমি শুদ্ধ, হব্যদাতাকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ, বৃত্রগণকে বধ করিয়া থাক, তুমি শুদ্ধ অন্ন ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।" (১২অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।*

—*—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র ১ ২ ১ -- ১ ২ ২
এত্তোম্বিন্দ্র৺স্তবা ৩ মা। শুদ্ধ৺শুদ্ধে। ন। সায়া ২। শুদ্ধারিন্ধ ৩ কথা ৩ মিঃ।

১র ন ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ ২ ১
বাবা ২ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ ৺. সাব। শুদ্ধৈরা ২ ৩ শী। র্বান্মমত্তু। ইডা ২ ৩।

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ র র ২ ১ ২ র ১ -- ১
ইন্দ্রশুদ্ধোদনআগা ৩ হী। শুদ্ধঃশুদ্ধা। ভিরূ. তাগ্নিভা ২ য়িঃ। শুদ্ধো

২ ২ ১ n ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ র ২
য়া ৩ য়ী ৩ য়। নিধা ২ য়া ২ ৩ ৪ য়া। শুদ্ধোমা ২ ৩ মা। খীৗেমিয়।

১ ১ র র ২ ১র ২ র ১ --
ইডা ২ ৩॥ ইন্দ্রশুদ্ধোহিনোরা ৩ য়ীগ। শুদ্ধোরত্নানিদা। শূষা ২ য়ি।

১ ২ ১ ১ ^ ৩ ৫ ২ ১র ২ ৫ র
শুদ্ধোবা ৩ র্ত্রা ৩। শিজা ২ য়া ২ ৩ ৪ সারি। শু:দ্ধাগা ২ ৩ আম্। সাম্রিব-

২ ১ ২ ১
স'সি। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ২ ১'২।৩। *

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে স্তোমং মনামহে সিদ্ধমদ্য দিবিস্পৃশঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবস্য দ্রবিণস্যবঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (অগ্নিময়হনি, নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) 'দ্রবিণস্যবঃ' (ধনকাময়মানাঃ, পরমধনার্থিনঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'দিবিস্পৃশঃ' (দ্যুলোকং স্পৃশবতঃ, স্বর্গপ্রাপকস্য) 'অগ্নেঃ দেবস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সিদ্ধং' (সিদ্ধিদায়কং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'মনামহে' (উচ্চারয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং নিত্যকালং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৪খ—১সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা ;- "শুদ্ধাশুদ্ধীয়োত্তরম্।"

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকাল পরমধনার্থী আমরা যেন স্বর্গপ্রাপক জ্ঞানদেবের সিদ্ধিদায়ক প্রার্থনা উচ্চারণ করি: (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন নিত্যকাল ভগবৎপরায়ণ হই।) (১২অ—৪খ—১সূ—১সা)।

সায়ণ ভাষ্যং।

'দ্রবিণস্যবঃ' দ্রবিণং ধনমিচ্ছন্তো বয়ং 'দিবিস্পৃশঃ' সূর্য্যাত্মনা আকাশং ব্যাপ্নুবতো 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য 'অগ্নেঃ' 'সিদ্ধং' পুরুষার্থানাং সাধকং 'স্তোমং' স্তোত্রং 'অদ্য' অস্মিন্নহনি 'মনামহে' ব্রূমঃ। (১২অ ৪খ—১সূ—১সা)।

প্রথম (১৪০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই, "অদ্য আমরা ধনার্থী হইয়া দীপ্তিমান্ আকাশস্পর্শী অগ্নির সেই সকল স্তব পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা মনুষ্যগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে আমরা ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই - "ধনকী ইচ্ছাওয়ালে হম সূর্য্যাত্মসে আকাশমে ব্যাপনওয়ালে প্রকাশবান্ অগ্নিকে পুরুষার্থকে সাধক স্তোত্রকো আজ উচ্চারণ করতে হ্যায়।" এই ভাষ্যার্থ হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, 'দিবিস্পৃশঃ' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আকাশে অবস্থিত সূর্য্যকে অগ্নিরই একরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যত্র বিদ্যুৎ প্রভৃতিকেও অগ্নির প্রকারভেদ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জগতে যাহা জ্যোতিঃ বিতরণ করে তাহাই 'অগ্নি।' বস্তুতঃ অগ্নিই জ্যোতিঃর আকর। আমরাও এই অর্থ সমর্থন করি। কিন্তু 'অগ্নি' বলিতে আমরা কাষ্ঠাদিদাহনশীল অগ্নিকে বুঝি না। আমাদের মতে, 'অগ্নি' বলিতে বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট সেই বিশ্বাগ্নি—জ্ঞানাগ্নিকে বুঝায়। মন্ত্রের ভাব আমাদের মতেরই সমর্থন করে।

মন্ত্রে অগ্নিকে ধনদাতা বলা হইয়াছে। অগ্নি ধনদাতা হবেন কিরূপে? অগ্নি তো সর্ব্বধ্বংসকারী! কিন্তু জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিতে পারে। জ্ঞানের বলেই মানুষ দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। তাই এই পরম বস্তু—জ্ঞানাগ্নির স্তুতিই মন্ত্রে দেখিতে পাই। যাহাতে আমরা ভগবৎশক্তি সেই পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১২অ ৪খ—১সূ—১সা)॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অগ্নির্জ্জুষত নো গিরো হোতা যো মানুষেম্বা।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স যক্ষদ্দৈব্যং জনম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবোৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ অগ্নিঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মানুষেষু' (মনুষ্যেষু, তেষাং হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'আ' (আ বসতি, বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (স্তুতিং, প্রার্থনাং) 'জুষত' (গৃহ্লাতু) ; সঃ দেবঃ 'দৈব্যং' (দেবসম্বন্ধিনং, দেবত্বপ্রার্থিনং) 'জনং' (লোকং, মাং ইত্যর্থঃ) যক্ষৎ' (যজতু, অনুগ্রহং করোতু, গৃহ্লাতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া পরাজ্ঞানাধিকারিণঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৪খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবোৎপাদক যে জ্ঞানদেব মানুষের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, সেই জ্ঞানদেব আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করুন; সেই দেবতা দেবত্বপ্রার্থী আমাকে অনুগ্রহ করুন—গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় পরাজ্ঞানাধিকারী হই।)। (১২অ—৪খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হোতা' দেবানামাহ্বাতা হোম-নিষ্পাদকো বা 'অগ্নিঃ' 'মানুষেষু' 'আ' বসতি। 'যঃ' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'জুষতাং' সেবতাং 'সঃ' অগ্নিঃ 'দৈব্যং জনং' দেবসম্বন্ধিনং জনং 'যক্ষৎ' যজতু। (১২অ - ৪খ - ১সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'অগ্নি' শব্দে যে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা পরিষ্কার-ভাবে বুঝা যায় না। পূর্ব্বমন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে, 'অগ্নি' শব্দে মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু ভাষ্যাদিতে ঠিক এইভাব গৃহীত হয় নাই, যদিও ভাষ্যার্থের গতি জ্যোতিঃর দিকেই চালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে আমাদের ব্যাখ্যার সহিত ঐক্য লক্ষিত হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেবগণের আহ্বান করেন, সেই অগ্নি আমাদিগের স্তব সকল গ্রহণ করুন এবং যজ্ঞীয় দ্রব্যজাত দেবগণের সমক্ষে বহন করুন।" "হোতা যঃ অগ্নিঃ মানুষেষু আ"—যে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেবগণের আহ্বান করেন।' এই ব্যাখ্যা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও এখানে 'অগ্নি' শব্দে সাধারণ অগ্নিকে লক্ষ্য করেন নাই। কারণ এই পরিদৃশ্যমান অগ্নি মানুষের মধ্যে অবস্থান করে না, অথবা দেবতাকেও আহ্বান করিতে অসমর্থ। সুতরাং কাষ্ঠাদি-দাহনশীল অগ্নি ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বস্তুটী কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই বস্তু—জ্ঞানাগ্নি, পরাজ্ঞান। মানুষের অন্তরে থাকিয়া এই জ্ঞানই তাহাকে মোক্ষপথে পরিচালিত করে। এই জ্ঞানাগ্নির প্রতি মন্ত্রের প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে। (১২অ-৪খ—১সূ—২সা)॥ ০

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্বমগ্নে সপ্রথা অসি জুষ্টো হোতা বরেণ্যঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বয়া যজ্ঞং বি তন্বতে ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং' 'জুষ্টঃ' (সর্ব্বদা প্রীতচিত্তঃ) 'সপ্রথাঃ' (সর্ব্বতঃ পৃথুঃ, বিশ্বব্যাপকঃ) 'হোতা' (দেবানাং আহ্বাতা, দেবভাবোৎপাদকঃ) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ত্বয়া' (ত্বৎসাহায্যেন) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'বি তন্বতে' (সম্পাদ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ জ্ঞানেন সৎকর্ম্ম সম্পাদিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১২অ-৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বদা প্রীতচিত্ত, বিশ্বব্যাপক, দেবভাবোৎপাদক বরণীয় হয়েন; আপনার সাহায্যে সৎকর্ম্ম সম্পাদিত হয় (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞানের দ্বারা সৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়েন।)। (১২অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'জুষ্টঃ' সর্ব্বদা প্রীতঃ 'বরেণ্যঃ' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ঃ 'হোতা' ত্বং 'সপ্রথাঃ অসি' সর্ব্বতঃ পৃথুর্ভবসি। তথাহি যাস্কঃ 'সপ্রথাঃ সর্ব্বতঃ পৃথুঃ (নিরু০ নৈ০ ৬।৭)'—ইতি। কিঞ্চ, সর্ব্বে যজমানাঃ 'ত্বয়া' সাধনেন 'যজ্ঞং' 'বি তন্বতে।' (১২অ-৪খ—১সূ-৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রধান উপায়। জ্ঞানই দেবতাদিগকে আহ্বান করে, অর্থাৎ জ্ঞানবলেই মানুষের হৃদয়ে দেবভাব উৎপন্ন হয়। 'হোতা' পদে সৎকর্ম্মের, যজ্ঞের সাধককে বুঝায়। মানুষ কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজ করিবার শক্তি ও সাধনোপায় থাকা প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে সৎকর্ম্মের প্রেরণা দেয়। সেই সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারাই মানুষ আপনার প্রকৃত গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত করিতে পারে।

এই যে জ্ঞানশক্তি, তাহা বিশ্বব্যাপিয়া আছে। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এই জ্ঞানশক্তির দ্বারা বিধৃত। জ্ঞানের বলেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, এবং জ্ঞানবলেই তাহা পরিচালিত হইতেছে। ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানময়—জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার শক্তি জ্ঞানেরই মহিমা প্রখ্যাপিত করিতেছে।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'অগ্নি' শব্দই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দ্বারাই প্রচলিত ভাব উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি!

তুমি সর্ব্বদা প্রীতচিত্ত, হোমকারী, এবং লোকের বরণীয় হইয়া স্থূলভাবে অবস্থান কর।" এই অংশ দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি ভাব আনয়ন করিতে চাহেন, তাহা বুঝা যায় না। 'দপ্রথাঃ' পদে 'সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত' ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাই উক্তপদে 'বিশ্বব্যাপকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (১২অ—৪খ—১সূ—৩সা)।*

———

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্রিপৃষ্ঠং বৃষণং বয়োধামঙ্গোষিণমবাবশন্ত বাণীঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১
বনা বসানো বরুণো ন সিন্ধুর্ব্বি
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রত্নধা দয়তে বার্য্যাণি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিপৃষ্ঠং' (ভূর্ভুবঃস্বঃত্রিলোকপূজিতং, সর্ব্বলোকপূজিতং ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্দ্ধকং) 'বয়োধাং' (শক্তিপ্রদাতারং) 'অঙ্গোষিণং' (স্তুতিভিঃ আরাধিতং দেবং) 'অবাবশন্ত' (কাময়মানাঃ) 'বাণীঃ' (প্রার্থনাঃ– অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, তস্য দেবস্য অভিমুখে গচ্ছন্তু—ইত্যর্থঃ); বয়ং ভগবৎস্তুতিপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ; 'সিন্ধুঃ ন' (কারুণ্যরূপঃ দেবতুল্যঃ) 'বনা' (বনানি, জ্যোতীংষি) 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন, ধারয়ন্) 'রত্নধা' (পরমধনধারকঃ, পরমধনদাতা) 'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ দেবঃ) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়ানি ধনানি) 'দয়তে' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ ৪খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপূজিত অভীষ্টবর্ধক শক্তিপ্রদাতা স্তুতিদ্বারা আরাধিত দেবতাকে কামনাকারী আমাদিগের প্রার্থনা, সেই দেবের অভিমুখে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

গমন করুক; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎস্তুতিপরায়ণ হই); কারুণ্যরূপ দেবতার তুল্য জ্যোতিঃধারণকারী, পরমধনদাতা, অভীষ্ট-পূরক দেবতা বরণীয় ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১২অ—৪খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ত্রিপৃষ্ঠং' ত্রীণি পৃষ্ঠানি স্তোত্রাণি সবনানি বা যস্য স তথোক্তস্তং 'বৃষণং' বর্ষকং 'বয়োধাং' অন্নস্য দাতারং 'অঙ্গোষিণং' অপোষণস্তং সোমমভিপক্ষ্য 'বাণীঃ' স্তোতৄণাং বাচঃ 'অবাবশন্ত' শব্দায়ন্তে। 'বনা' বনানি উদকানি 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন 'বরুণো ন' বরুণো যথা সিন্ধূনা-চ্ছাদয়তি তদ্বৎ। 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলঃ, 'রত্নধাঃ' রত্নানাং দাতা সোমঃ 'বার্য্যাণি' ধনানি 'দয়তে' প্রযচ্ছতি স্তোতৃভ্যঃ। 'অঙ্গোষিণং' —'অঙ্গূষাণং'---ইতি পাঠৌ, 'সিন্ধুঃ' 'সিন্ধূন্'—ইতি চ। (১২অ ৪খ—২খ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা আছে; এবং দ্বিতীয় অংশে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

'সর্ব্বলোকপূজিত সেই পরম দেবতার চরণে যেন আমরা প্রার্থনাপরায়ণ হই। তিনিই মানবের অভীষ্টপ্রদানকারী। তাঁহার চরণ হইতেই অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া মানবকে বিমল শান্তি দান করে। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ করুণানিদান। তাঁহার নিকটে মানুষ আপনার কামনা নিবেদন করিলে তিনি তাহা পূর্ণ করেন—তিনি অভীষ্ট-বর্ষক। তাই সেই দেবতার চরণে মানব আপনার সকল আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে। তিনি আমাদের অভীষ্টপূর্ণ করুন'- এই প্রার্থনাই মন্ত্রমধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সিন্ধুঃ' এবং 'বরুণঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম - ১১৫সূ - ৬ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। (১২অ—৪খ - ২সূ - ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষড়বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প - ৫দে - ৬খ ৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শূরগ্রামঃ সর্ব্ববীরঃ সহাবান জেতা

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব সনিতা ধনানি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ৬ ৩ ১র ২র
তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎসু অষাঢ়ঃ

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব। 'শূরগ্রামঃ' (শৌর্য্যসঙ্ঘঃ, মহাপরাক্রমশীলঃ ইত্যর্থঃ) 'সর্ব্ববীরঃ' (বীরশ্রেষ্ঠঃ) 'সহাবান্' (সহনবান্, অপরাজেয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'জেতা' (সর্ব্বস্য জেতা, রিপুনাশকঃ ইতি ভাবঃ) 'ধনানি সনিতা' (পরমধনানাং প্রদাতা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'তিগ্মায়ুধঃ' (তীক্ষ্ণায়ুধঃ, রক্ষাস্ত্রধারী) 'ক্ষিপ্রধন্বা' (ক্ষিপ্রসহনশীলধন্বা, আশুরিপুবিনাশকঃ ইতি ভাবঃ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু) 'অষাঢ়' (অসোঢ়া, অপরাজেয়ঃ) ত্বং 'পৃতনাসু' (সংগ্রামেষু, রিপুসংগ্রামে) 'শত্রূন্' 'সাহ্বান্' (অভিভবন্, বিনাশয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম, তথা রিপুজয়িনঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ-৪খ ২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! মহাপরাক্রমশীল বীরশ্রেষ্ঠ অপরাজেয় রিপুনাশক পরমধনপ্রদাতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; রক্ষাস্ত্রধারী, আশুরিপুবিনাশক রিপুসংগ্রামে অপরাজেয় আপনি রিপুসংগ্রামে শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি, এবং রিপুজয়ী হই।)। (১২অ—৪খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'পবস্ব'। কীদৃশস্ত্বং? 'শূরগ্রামঃ' শূরাণাং গ্রামঃ সঙ্ঘো যস্য সঃ, 'সর্ব্ববীরঃ' সর্ব্বে বীরা যস্য স তথোক্তঃ, 'সহাবান্' সহনবান্ 'জেতা' জয়শীলঃ 'সনিতা' সম্ভক্তা 'ধনানি' ধনানাং, 'তিগ্মায়ুধঃ' তীক্ষ্ণ-প্রহরণ-সাধনঃ, 'ক্ষিপ্রধন্বা' ক্ষিপ্রসহনশীল-ধন্বা, 'সমৎসু' সংগ্রামেষু 'অষাঢ়ঃ' অসোঢ়া, 'সাহ্বান্' অভিভবন্। কুত্র? 'পৃতনাসু' শত্রু-সেনাসু। কান্? 'শত্রূন্'। (১২অ—৪খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুজয় করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি একটি একদল বীরের তুল্য। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বীর, তোমার ক্ষমতা অতুল, তুমি জয়ী ও ধনদাতা, প্রার্থনা যে তুমি ক্ষরিত হও। তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে তোমাকে কেহ আঁটিতে পারে না, তুমি সকল শত্রু পরাভব কর।"

এই অনুবাদে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে অভিযোগ বর্ত্তমান আছে, আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনও তাহা আবার উল্লেখ করিতেছি। তাই এই যে মন্ত্রোক্ত বিশেষণসমূহ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে মোটেই প্রযোজ্য নয়। "তোমার অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ, তোমার ক্ষিপ্রহস্ত ধনুর্দ্ধর" এই অংশ দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? মনের মধ্যে একজন ধনুর্দ্ধারী অথবা তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন যোদ্ধার কথাই উঠে। ধরা গেল উহা রূপক। কিন্তু এই রূপকের দ্বারাই বা কি বুঝিতে পারা যায়? যোদ্ধা, তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী প্রভৃতি দ্বারা এই বুঝা যায় যে, বস্তুটী রিপুনাশক। কিন্তু সোমরস তো রিপুনাশক নয়ই বরং রিপুবর্দ্ধক। সোমরসকে অধ্যাহার করিলে মন্ত্রের মূলভাবই নষ্ট হইয়া যায়। অপরপক্ষে ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বসম্বন্ধে মন্ত্রোক্ত সকল বিশেষণেরই সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। তাই আমরা ব্যাখ্যায় শুদ্ধসত্ত্বই অধ্যাহার করিয়াছি। (১২অ—৪খ—২সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
উরু গব্যূতিরভয়ানি কৃণ্বন্ৎসমীচীনে
২র ৩ ১ ২
আপবস্বা পুরন্ধী।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ১র ২র
অপঃ সিষাসন্নুষসঃ স্বা৽২৩ঃর্গাঃ সঙ্ক্রিক্রদো
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
মহো অস্মভ্যং বাজান্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'উরুগব্যূতি' (প্রশস্তমার্গঃ, উন্নতিবিধায়কঃ, মোক্ষদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পুরন্ধী সমীচীনে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ সঙ্গতে কুর্ব্বন্, সঙ্গতকারকঃ, পার্থিবজনানাং স্বর্গপ্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'অভয়ানি কৃণ্বন্' (অভয়ং প্রদায়) 'আপবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); 'অপঃ' (অমৃতং) 'উষসঃ' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীঃ, জ্ঞানোন্মেষণং ইত্যর্থঃ) 'স্বঃ' (স্বর্গং, মোক্ষং) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্) তথা 'মহঃ' (মহান্তি) 'বাজান্' (পরমধনানি) 'সিষাসন্' (প্রদাতুং ইচ্ছন্, প্রদায়কঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'অস্মভ্যং' 'সঙ্ক্রিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষদায়কং অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১২অ ৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! উন্নতিবিধায়ক, মোক্ষদায়ক, পার্থিবজনকে স্বর্গপ্রদায়ক আপনি অভয় প্রদান করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; অমৃত, জ্ঞানোন্মেষণ, মোক্ষ, জ্ঞানকিরণ এবং মহৎ পরমধন প্রদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (১২অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'উরুগব্যূতিঃ' বিস্তীর্ণ-মার্গঃ ত্বং 'উভয়ানি' স্তোতৃভ্যঃ 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্, 'পুরন্ধী' ইমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'সমীচীনে' সঙ্গতে কুর্ব্বন্, 'আ পবস্ব' আক্ষর। 'অপঃ' 'উষসঃ' 'স্বঃ' আদিত্যং 'গাঃ' রশ্মীংশ্চ 'সিষাসন্' সম্ভক্তুমিচ্ছন্ 'সং চিক্রদঃ' সংক্রন্দসে। 'মহঃ' মহতঃ মহান্তি 'বাজানি' অন্নানি অস্মভ্যং দাতুমিতি শেষঃ। (১২অ–৪খ–২সূ–৩সা)।

তৃতীয় (১৪০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। উহা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ব লাভের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব ঘটে, তখন তাহার হৃদয় জ্ঞানের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়, সত্বরাগে হৃদয় রঞ্জিত হয়। তখন সাধকের হৃদয়ে যে সদ্ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই সাধককে স্বর্গসুখ প্রদান করে। হৃদয়ে সেই পরাজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ স্বতঃই মোক্ষসাধক কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। তাহার সেই সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ তিনি অনায়াসেই আপনার অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েন।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।—"হে সোম! কি বিশাল, তোমার যাইবার পথ, তুমি অভয় দান করিতে করিতে ক্ষরিত হও, অতি উত্তম দুই পাত্রের মধ্যে ক্ষরিত হও। তোমা হইতে জললাভ হয়, প্রভাত হয়, স্বর্গ ও গাভী লাভ হয়। তুমি একবার শব্দ কর, তাহা হইলেই আমাদিগের প্রচুর অন্ন লাভ হইয়া যায়।"

এই অনুবাদ হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে,—ব্যাখ্যাকার মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই সোমরসের স্তুতির মধ্যে তাহা দ্বারা গোলাভ হয়, প্রভাত হয়—এ কথারও উল্লেখ আছে। কিন্তু সোম কিরূপে যে এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১২অ–৪খ–২সূ–৩সা)। •

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ S ২ ৩র২ ১ S ২ ২ ২ ২
ও ৩ হারি। ও ৩ হা। ওহা। ইয়া ২; ও ৩ হা ৩ এ। অভিত্রিপা। ষ্ঠী ৩

১ ২৩৪৫ ২১র ২১র ২৩৪৫ ২১র ২
বৃষ। ণঘরোধাম্। অজোবিণাম। অবাব। শস্তবাণীঃ। বনাবনা। সো ৩

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (নবম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্গত)

১ ২৩৪৫ ২ ২১র ২ ২৪
বরু। গোনলিধুঃ। বিরক্সথাঃ। দয়ন্তে। বা ৩৪৩। রীয়া ৫ গা ৬৫৬ য়ি॥

২র১র ২১র ২৩৪৫ ২র র ২ ১ ২৩৪৫
শূরগ্রামাঃ। সর্ব্ববী। রঃসহাগান। জেতাপগা। সা ৩ সনি। ভাধনানী।

২১র ২১ ২৩৪৫ ২১র ২ ১ ২
তিগ্মায়ুধাঃ। ক্ষিপ্রধ। ম্বাসমৎসু। অষাঢ়ঃসা। হ্বা ৩ নৃাভ। না ৩৪৩।

২ ৪ ২১ ২ ২৩৪৫ ২১রর
সূ ৩ শা ৫ ত্র ৬৫৬ ন॥ উরুগব্য। ভী ৩ স্তর। য়ানিক্কথান। সমীচীনে।

২ ১ ২৩৪৫ ২১ ২ ২ ২৩৪৫ ২
আ ৩ পব। স্বাপুরন্ধী। অপঃণিসা। গা ৩ সুষ। সঃসুবর্গাঃ। ও ৩

১ ২ ৩র২ ১ ৪ ২ ২ ১ ১র
হায়ি। ও ৩ হা। ওবা। ইয়া ২। ও ৩ হা ৩ এ। সক্ষিক্রদো। মহোজ।

২ ২৪
সা ৩৪৩। জ্যাগা ৫ জা ৬৫৬ ন্‌ ১২।৩॥ ৭

—— ० ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২
ত্বমিন্দ্র যশা অস্যৃজীষী শবসস্পতিঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
ত্বং বৃত্রাণি হংস্যপ্রতীন্যেকইৎ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুর্ব্বনুত্তশ্চর্ষণীধৃতিঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'যশা' (যশস্বী, অশেষকীর্ত্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋজীষী' (শুদ্ধসত্ত্বস্য সঞ্চারকঃ) 'শবসস্পতিঃ' (সর্ব্বস্যাঃ শক্তেঃ আধারভূতঃ) 'অসি'

* এই সুক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;— "সম্পাবৈয়শ্বম্।"

(ভবসি ইতি শেষঃ) ; 'ত্বং' 'অপ্রতীনি' (অপ্রতিগতানি) 'অন্যুতঃ' (অন্যৈঃ অপরাজেয়ানি) 'পুরু' (বহূন, নিখিলানি) 'বৃত্রাণি' (নিখিলজ্ঞানাবরোধকানি অজ্ঞানানি) 'হংসি' (সম্যক্ বিনাশয়সি ইত্যর্থঃ) 'চর্ষণীধৃতিঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং বিশিষ্টরূপেণ ধারকঃ রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয়ঃ এব) ভবসি ইতি ভাবঃ মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনাত্মকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অদ্বিতীয়স্ত্বং অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়, অসদ্বৃত্তেঃ প্রভাবঞ্চ বিদূরয়; অপিচ অস্মাকং আত্মোৎকর্ষসাধনেন অস্মান্ সমুদ্ধারয় ॥ (১২অ—৪খ - ৩সূ - ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি অশেষকীর্ত্তিসম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চারক ও সকল শক্তির আধারভূত হয়েন। আপনি অপ্রতিগত (অবাধগতি), অন্যের অপরাজেয়, নিখিলজ্ঞানের আবরক অজ্ঞানতারূপ শত্রুগণকে সম্যক্-রূপে বিনাশ করেন। আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণের বিশিষ্টরূপে ধারণকর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষক আপনি অদ্বিতীয় হয়েন। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক. ভাব এই যে,—হে ভগবন! অদ্বিতীয় আপনি আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন, অসদ্বৃত্তির প্রভাব নাশ করুন এবং আমাদিগের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।) ॥ (১২অ—৪খ—৩সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'শবসম্পতিঃ' শবসোঽন্নস্য বলস্য বা পালয়িতা, 'ঋজীষী' ঋজীষোঽভিষুতঃ সোমঃ তদ্বান, ত্বং 'যশা অসি' যশস্বী ভবসি। কথমস্য যশস্বিত্বং? তদাহ—'অপ্রতীনি' বলিভিরপি অপ্রতিগতানি 'বৃত্রাণি' রক্ষাংসি 'অন্যুতঃ' অন্যৈর্মনুষ্যৈরশক্যঃ ত্বং 'একইৎ' এক এব অসহায় এব 'চর্ষণীধৃতিঃ' রক্ষাত্বেন যজমানাদি-মনুষ্যাণাং ধারকঃ 'পুরু' বহুলং যথা ভবতি তথা 'হংসি' সম্প্রহরসি। অতএবাস্য যশস্বিত্বং। 'শবসম্পতিঃ'—'শবসস্পতে'—ইতি পাঠৌ, 'ইৎ-পুরূণ্যন্যুতশ্চর্ষণীধৃতিঃ'—'নএকইদহুতাচর্ষণীধৃতা' – ইতি চ। (১২অ - ৪খ - ৩সূ - ১সা)।

• • •

প্রথম (১৪০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল ভাব-পূর্ণ। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'ঋজীষী' পদ একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ 'ঋজীষী' পদের অর্থ,—'অপচিতোঽভিষুতঃ সোমঃ।' ভাষ্যের

অনুসরণে উহার অর্থ হইয়াছে,—'উপার্জ্জিত সোমপান।' আর ভাষ্যের অন্বয়ে মন্ত্রের ব্যাখ্যা হয়,—'হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি উপার্জ্জিত সোমপান হইয়া যশস্বী হইয়াছ। তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য, বৃত্রগণকে মনুষ্যদিগের রক্ষক বজ্র দ্বারা হনন করিয়াছ।'

আমরা ব্যাখ্যার ঐ ভাব অনুমোদন করি না। আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহা আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে।

ভাষ্যে বজ্র-শব্দের প্রয়োগ নাই। মন্ত্রেও তাহা দেখিতে পাই না। যাহা হউক ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব যে একটু স্বতন্ত্র প্রকারের তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের ত্রিবিধ বিভাগে ত্রিবিধ প্রার্থনার ভাব বর্ত্তমান। প্রথম অংশে 'ত্বামস্য' হইতে 'শবসস্পতিঃ' পর্য্যন্ত অংশে, 'ত্বং অপ্রতীনি অস্তৃতঃ পুরু বৃত্রাণি হংসি' অংশে, শত্রুনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ের শত্রু, কামক্রোধাদি বিদূরিত না হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয় না; শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত না হইলে, হৃদয়ে শক্তির ভগবানকে হৃদয়ে বসাইবার সামর্থ্যের উপজয় হয় না। সেইজন্যই শত্রুনাশের প্রার্থনা। 'চর্ষণীধৃতিঃ এক ইৎ' অংশে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে,—আপনি আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের উদ্ধার-কর্ত্তা। আমি যাহাতে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন হইতে পারি, আপনি বিধান করুন। আপনি ভিন্ন সে অসাধ্য সাধন আর কেহ করিতে পারেন না। তাই প্রার্থনা,—'আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করুন; আমাদিগের অন্তরের শত্রু-সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক; আত্মোৎকর্ষ-সাধনে আমরা আপনাতে লীন হই।' (১২অ—৪থ—৩দ—১সা)।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ—২দ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। বিবরণ-কারের মতে এই মন্ত্রের ঋষি একমাত্র পুরুমেধ।

৩। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের শেষ চরণে একটু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'এক ইৎ পুর্বনুষ্টুতশ্চর্ষণীধৃতিঃ' অংশের পরিবর্ত্তে 'এক ইদনুত্তাচর্ষণীধৃতা' দেখিতে পাই।

৪। 'শবসস্পতিঃ' পদে 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রপারপোষেষু' (৮৩৫৩) বিধান অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

৫। 'অপ্রতীনি' পদের 'প্রতিবদ্ধং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি' অর্থ গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়।

৬। বিবরণকারের মতে 'বৃত্রাণি' পদের অর্থ—'বৃত্রাণি শত্রুকুলানি মেঘবৃন্দানি বা।' নিরুক্তে মেঘনাম-সমূহের মধ্যে 'বৃত্র' অষ্টাবিংশতিতম।

৭। 'অস্তৃতঃ' পদের বিবরণ-সম্মত অর্থ 'অধর্ষিতঃ'।

৮। নিরুক্তে 'চর্ষণী' পদ মনুষ্য-নাম-সমূহের মধ্যে অষ্টম। এইজন্যই ভাষ্যে 'চর্ষণীনাং' পদের 'যজমান-মনুষ্যাণাং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমু ত্বা নূনমস্থুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিবেমহে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র প্র তে
৩ ১ ২
সুম্না নো অশ্নুবন্॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অসুর' (বলবন) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'ভাগং ইব' (পুত্রঃ যথা পিতৃতো ধনং যাচতে তদ্বৎ) বয়ং 'প্রচেতসং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা উ' (ত্বামেব, পিতৃতুল্যাৎ ত্বৎ এব ইত্যর্থঃ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'রাধঃ' (পরমধনং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'কৃত্তিঃ ইব' (শক্তিঃ ইব, শক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মহী' (মহৎ) 'শরণা' (শরণং, আশ্রয়স্থানং) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, ত্বং হি পরমাশ্রয়ং ইত্যর্থঃ; 'তে' (তব) 'সুম্না' (সুম্নানি, পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'প্রাশ্নুবন' (ব্যাপ্নোতু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবতঃ পরমধনং তথা পরমমঙ্গলং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলবন্ বলাধিপতে হে দেব! পুত্র যেমন পিতা হইতে ধন প্রার্থনা করে, সেইরূপভাবে আমরা প্রজ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পিতৃতুল্য আপনার নিকট হইতেই নিশ্চিতরূপে পরমধন প্রার্থনা করি; হে দেব! আপনার শক্তিদায়ক মহৎ আশ্রয়স্থান বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ আপনিই পরমাশ্রয়; আপনার পরমমঙ্গল আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের পরমধন এবং পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারি।)। (১২অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অসুর' বলবন্! প্রাণবন্! বা হে 'ইন্দ্র'! যঃ উক্তগুণোঽস্তি 'তং' চ 'প্রচেতসং' প্রকৃষ্ট-জ্ঞানং 'ত্বা'। 'উ' ইত্যবধারণে। পিতৃবৎ পোষকং ত্বামেব 'রাধঃ' ধর্ম্মাদি-সাধনং ধনং 'নূনং' ইদানীং 'ঈমহে' যাচামহে। তত্র দৃষ্টান্তঃ –'ভাগমিব' যথা কশ্চিৎ পিতৃতো ভাগভূতং ধনং যাচতে, তদ্বৎ; ইন্দ্রো যজমানেভ্যঃ স্তোতৃভ্যশ্চ ধনং প্রযচ্ছতোব তস্মাৎ ভাগভূতং ধনং যষ্টারো বয়ং যাচামহে। কিঞ্চ হে ইন্দ্র! 'মহীব কৃত্তিঃ'। কৃত্তির্যশোঽন্নং বা কৃতীচ্ছেদনে (রু০ প০) করণে ক্তিন্। কৃত্তস্নানেনেতি, ঈদৃশী। কৃত্তিরিব 'তে' তব 'শরণা' শরণং গৃহং অন্তরিক্ষং দ্যুলোকে মহদ্ বর্দ্ধতে। অত্র যাস্কঃ কৃত্তের্যশোঽন্নং বা। মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র! সুমহত্ত ইন্দ্র শরণমন্তরিক্ষে কৃত্তিরিব (নিরু০ নৈ০ ৫।২২) ইতি। কিঞ্চ, 'তে' তব স্ব-ভূতানি 'সুম্না' সুম্নানি মন্ত্রাদি-বিষয়-সুখানি চ 'নঃ' অস্মান 'প্রাশ্নবন' প্রকর্ষেণাশ্নুবন্তাং ব্যাপ্নুবন্তু। অশ্নোতের্লেটাড়াগমঃ (৩।৪।৯৪)। (১২অ - ৪খ - ৩সূ - ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪১০) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা কোন কোনও স্থলে ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। 'ভাগং ইব' উপমার তাৎপর্য,—"যথা কশ্চিৎ পিতৃতো ভাগভূতং ধনং যাচতে তদ্বৎ" অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যেমন পিতা হইতে ভাগভূত ধন প্রার্থনা করে। এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটা নিগূঢ় মহান্ ভাব বিদ্যমান আছে। মানবমাত্রেই ভগবানের সন্তান। সুতরাং পুত্ররূপে মানুষ ভগবৎকৃপায়, তাঁহার ভাণ্ডারের অমূল্যধনের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে। মানুষ যখন তাহার হৃদয়ে ভগবানের শক্তি অনুভব করে, তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ জ্ঞান করে, তখন সে আপনার অধিকারের দাবী করে, ভগবানের নিকট হইতে তাহার কল্যাণলাভের জন্য প্রার্থনা করে। 'ভাগং ইব' উপমায় এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার 'অসুর' পদের অর্থ করিয়াছেন 'বলবন'; আমরাও ভাষ্যানুসরণে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণতঃ 'অসুর' শব্দ নিন্দার্থেই প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সেই নিন্দার্থের মধ্যেও শক্তির ভাব নিহিত আছে। তাই আমরা ইন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত এই বিশেষণের অর্থ করিয়াছি —'বলবন'। সাধারণতঃ 'অসুর' পদের নিন্দার্থ গৃহীত হইলেও কোন কোনও স্থলে শক্তি-বাচক অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়। এখানেও শক্তি অর্থেই 'অসুর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মন্ত্রে প্রধানভাবে পরমধন ও পরমমঙ্গললাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রার্থনার মধ্যেও ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১২অ—৪খ—৩সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৩ ২ ৪ ৫র ৪র৫ ১ র ১র ১২ -- ১
১। তুবা ৩ মা ৩ য়িন্দ্রযশাঅদোবা। আজ্জীবীশ। বসান্তা ১ ত্তা ২ য়িঃ। তুব-
২ ৩ ৪ ৫ র র ২ ১ ২ — ১ ২
ষ্টৃত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ণিহৎ্প্ত প্রতীনিএ। কআয়িৎপু ১ রূ ২। অনূত্তা ১
n ৩২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২
১ শ্চা ২। ষণা ৩ য়ি। ধা ২ ৩ ৪ ৫ৌ। ত্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়িঃ। অনূ ৩ ত্তা ৩
৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ -- ১ র২
শ্চর্ষণীধ্বতোবা। আনুত্তশ্চ। ষণায়িধা ১ র্ত্তা ২ য়িঃ। তামুবানূ ৩ ১ ২ ৩ ৪।
৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ -- র ১ ২ n ৩২
সমস্তুর। প্রচায়িতা ১ সা ২ ম্। ধাদোভা ১ গা ২ ম্। ইবা ৩ য়ি।
১ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫র ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ র২র
মা ২য়ু৩ ৪ ৫। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। রাধো ৩ ভা ৩ গমিবেমহোবা। রাধোভাগম্।
১ ২ -- ২ র ২ ৩৪৫র ২ ১ ২
ইবায়িমা ১ হা ২ য়ি। মাহীবক্সা ৩ . ২ ৩ ৪। ত্তিঃশরণা। তআত্মা ১
-- ১ ২ ৩র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িন্দ্রা ২। প্রভায়িশ্ ১ মা ২। নোআ ৩। ধ্বা ২ ৩ ৪ ৫। বা ২ ৩ ৪ ৫ ন।

* * *

২ ১ ৪ ৫র ১র . র র র S ২
২॥ তুবমা ২ ৩ য়িন্দ্রযশাঅসায়ি। অজ্জীসীণবসম্পত্তিস্ত্বষ্ত্রাণিৎ্প্তপ্রতীনআয়িক
৩র ১ ১ -- ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ -- ১
ঔহো ৩। হুম্মা ২। পূ ২ ৩ রূ। অনুত্তশ্চার্ষণৌহো ৩। হুম্মা ২। ধ্বতায়িঃ।
৪ ৫ ২ ১ ৪ ৫র ১ র রর
ঔ ২ ৩ হোবা। অনুত্তা ২ ৩ শ্চর্ষণীধ্বতায়িঃ। আনুত্তশ্চর্ষণীধ্বতস্তমুবানূনমস্তুরাহ
২ ৩র ২ ১ -- ১ ২ ১র র র ২৩র ২ ১ --
প্রচোহো ৩। হুম্মা ২। ত্তা ২ ৩ সাম্। রাধোভাগাহমিবৌহো ৩। হুম্মা ২।
১ ২ ৪ ৫ ২র১র ৪ ৫র ১ র র র র
মহা। ঔ ৩ হোব। রাধোভা ৩ গমিবেমহায়ি। রাহধোভাগমিচেমহেম-
র ২৩র ২ ১ -- ১ ২ ১ র ২৩র ২
হীবক্তত্তিঃশরণাহতঔহো ৩। হুম্মা ২। আ ২ ৩ য়িন্দ্র। প্রভেশ্মাহনঔহো৩।
১ -- ১ ৪ ৫ ৪
হুম্মা ২। শ্রবান। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

১ ২ ১ ২১র ২ র র ২ ১ ২ ২ ২
৩। ত্বমিন্দ্রা। যশাঃ। অসাগ্নি। পত্নীবীশবসঃ। পতাগ্নিঃ। ত্বম্বৃত্রাণী ৩ হং-

৩২ ১র -- ১ -- ২ ১ n ৩
সিয়া। প্রতীনাএ ২। কদ্রৎপুরূ ২ হো ১। তশ্চ। যা ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ১র
ঔহোবা। ধা ২ ৩ ৪ র্ত্তাঃ। অনুত্তশ্চা। অনুত্তশ্চঃ: যণী। ধ্বতাগ্নিঃ।

২ র ১ ২ র ২ ৩ ২ ১ -- ১ —
অনুত্তশ্চর্ষণী। ধ্বতাগ্নিঃ। তমুহানূ ৩ নমপুরা। প্রাপা ২ গ্নি। ভাসা ২ ম্।

১র -- র ২ ১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
রাধা ২ হো ১ গ্নি। ভাগম্। আ ২ গ্নিগা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ হে।

১র ২ র ১ ২র র র ১র র র ২র১ ২র ২
রাধোভাগাম্। রাধোভাগাম। ইবে। মহাগ্নি। রাধোভাগমিবে। মহাগ্নি।

২ র ২ ৩২ ১ -- ১ — ১ —
মতীবক্যা ৩ র্ত্তিঃশরা। মাতা ২ গি। আগ্নিন্দ্রা ২। প্রতা ২ ন্নিতো ১ গ্নি।

২র ২ n ৩ ৫রর ৩ ৫
সুম্না। নো ২ আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্না ২ ৩ ৪ বান। ১২। *

— ০ —

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্ত্যম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অস্য যজ্ঞস্য' (অস্মাকং আরব্ধকর্ম্মণঃ) 'সুক্রতুং' (শোভনকর্ত্তারং, সুনিষ্পাদকং) 'যজিষ্ঠং' (যাজকশ্রেষ্ঠং, ভগবতঃ শ্রেষ্ঠপূজকং ইত্যর্থঃ) 'হোতারং'

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে; (১) "অভীবর্ত্তম্", (২) "দ্বিহিঙ্কারবামদেব্যম" এবং (৩) "যশম্।"

(দেবানামাহ্বাতারং দেবভাবপ্রদাতারং) 'দেবত্রা দেবং' (দেবেষু দীপ্তিদানাদিযুক্তং) 'অমর্ত্ত্যং' (মরণরহিতং, অবিনাশিনং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বব্রুমহে' (বৃণীমহে, সম্ভজামহে, অনুসরাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ জ্ঞানদেবঃ দেবত্বপ্রদায়কঃ ; অতঃ বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ। (১২অ—৪খ ৪সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুনিষ্পাদক, যাজক-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠপূজক, দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অর্থাৎ দেবভাব-প্রদাতা দেবগণের মধ্যে অতিশয়রূপে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, অবিনাশী (মরণ-রহিত) আপনাকে আমরা সম্যগ্‌রূপে ভজনা করি—অর্চ্চনা করি—অনু-সরণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই দেবত্বপ্রদায়ক। অতএব, আমরা জ্ঞানানুসারী হই—এই সঙ্কল্প।)। (১২অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'ত্বা' ত্বাং 'বব্রুমহে' বৃণীমহে সম্ভজামহে। কীদৃশং ত্বাং 'দেবত্রা' দেবেষু মধ্যে 'দেবং' অতিশয়েন দানাদি-গুণকং 'হোতারং' দেবানামাহ্বাতারং 'অমর্ত্ত্যং' অবিনাশিনং, 'অস্য' 'যজ্ঞস্য' যাগস্য 'সুক্রতুং' সুষ্ঠু কর্ত্তারং। ১।

• • •

প্রথম (১৪১১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিব্যক্ত। তিনি দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের আনয়িতা, তিনি যাজকশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবগণের সন্তোষ-বিধানে হৃদয়ে দেবভাব আনয়নে একমাত্র পারদর্শী, তিনি দেবগণের মধ্যে অতিশয় দানাদিগুণযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় দাতৃশ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনি অবিনাশী মরণরহিত। এইরূপ বিবিধ বিভিন্ন গুণবিশেষণে তিনি বিশেষিত হইয়াছেন। জ্ঞান যে ভগবানের অঙ্গীভূত, এখানে তাহাই উপলব্ধ হয়। ভগবান্ নির্গুণ গুণাতীত। তাঁহাতে এরূপ গুণ-বিশেষণের আরোপ করিবার কারণ এই যে, আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই, সান্ত রূপগুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়া, অনন্তের পথে অগ্রসর করাইবার জন্য ভগবানের নানা রূপগুণের পরিকল্পনা করা হয়। অরূপের অনন্তরূপ ধারণা হয় না ; অগুণের অনন্তগুণ কল্পনা করা যায় না ; তাই অরূপে রূপের সমাবেশ,—তাই অগুণে (নির্গুণে) গুণের আরোপ। তিনি অরূপ—তাই তাঁহার অনন্তরূপ ; তিনি অগুণ (নির্গুণ) ;—তাই তাঁহাতে গুণের কল্পনা!

তিনি গুণের অতীত, তাঁহার গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্মতৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্তহৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য বলিয়াই আমরা আবশ্যকানুসারে অনন্তে রূপগুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের বিভিন্ন রূপের ও বিভিন্ন গুণ-বিশেষণের পরিকল্পনা হইয়া থাকে।

মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, তাহা এই,—'হে দেব! আপনাকে যাজকশ্রেষ্ঠ জানিয়া আপনার শরণ লইলাম; আপনি আমাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিউন। হে দেব! আপনি দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা, দেবভাবের জনয়িতা; আপনি আমাদের হৃদয়ে দেবভাব—সত্ত্বাদিসমূহ রক্ষা করুন। হে দেব! আপনি শাশ্বত অবিনাশী; আমাদিগের জন্মকারণ নিবারণ করুন, আমাদিগকে সত্ত্বভাবের অধিকারী করিয়া দিউন। হে দেব! আপনি যজ্ঞেশ্বর; আপনি না আসিলে, আপনি হোতৃপদে অধিষ্ঠিত না হইলে, আমাদের যজ্ঞ যে সম্পন্ন হইবে না - প্রভু! তাই ডাকি দেব! আসুন, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমাদের জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করুন। আমরা আপনাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হই। শরণ লইলাম—চরণ ধরিলাম; আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।

মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্ত্তা; আমরা তোমার ভজনা করি।" (১২অ—৪খ - ৪সূ—১সা)॥ *

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সামঃ)।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ০ ১ ২

অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিমগ্নিমু শ্রেষ্ঠশোচিষম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ

স নো মিত্রস্য বরুণস্য সো অপাম্

৩ ১ ২ ৩ ২

সুম্নং যক্ষতে দিবি॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র—১২খ -১২দ ৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অপাং নপাতং' (অমৃতস্য ন পাতয়িতারং, অমৃতরক্ষকং, অমৃতপ্রদায়কং ইত্যর্থঃ) 'সুভগং' (শোভনধনযুক্তং, পরমধনদায়কং) 'সুদীদিতিং' (উত্তমদীপ্তিযুক্তং) 'শ্রেষ্ঠশোচিষং' (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'উ' (এব) বয়ং আরাধয়ামঃ; 'সঃ' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মিত্রস্য' (মিত্রদেবস্য) 'বরুণস্য' (অভীষ্টবর্ষকস্য দেবস্য) 'সুম্নং' (মঙ্গলং, পরমকল্যাণং) 'যক্ষতে' (যজতে, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ) তথা 'স.' (সঃ দেবঃ) 'দিবি আ' (দ্যুলোকং অভিলক্ষ্য, দ্যুলোকপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'অপাং' (অমৃতস্য কল্যাণং ইতি যাবৎ, অমৃতরূপং কল্যাণং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ—৪খ—৪সূ—২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতপ্রদায়ক, পরমধনদায়ক, উত্তমদীপ্তিযুত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেবকেই আমরা আরাধনা করিতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে মিত্রদেবতার, অভীষ্টবর্ষক দেবতার পরমকল্যাণ প্রদান করুন এবং সেই দেবতা মোক্ষলাভের জন্য অমৃতরূপ কল্যাণ প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।)॥ (১২অ—৪খ—৪সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উর্জ্জঃ' অন্নস্য 'নপাতং' ন পাতয়িতারং। যদ্বা, নপ্তারং চতুর্থং হবির্লক্ষণেনান্নেন আপো জায়ন্তে, অদ্ভ্যশ্চৌষধি-বনস্পতয়স্তেভ্য এব জায়ত ইতি চতুর্থত্বং। নভ্রান্নপাৎ (৬.৩।৭৫) ইতি নঞ্ প্রকৃতিভাবঃ। 'সুভগং' শোভন-ধনং 'সুদীদিতিং' সুষ্ঠু দীদয়ন্তং 'শ্রেষ্ঠশোচিষং' প্রশস্ততমতেজস্কং অগ্নিং স্তৌমীতি শেষঃ। স তাদৃশোঽগ্নিঃ 'নঃ' অস্মদর্থং 'দিবি' দ্যোতমানে দেবযজনে দ্যুলোকে বা মিত্রস্য' দেবস্য 'বরুণস্য' চ 'সুম্নং' সুখং 'আ' অভিলক্ষ্য 'যক্ষতে' যজতু। তথা সোঽগ্নিঃ 'অপাং' অস্মাভিতানাঞ্চ সুম্নমভি যজতু॥ ১।

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* . *

দ্বিতীয় (১৪১২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের প্রথম অংশে জ্ঞানদেবতার আরাধনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশেও জ্ঞানদেবের নিকট অমৃত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নি অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ

উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "জলের প্রদানকারী সুভগ, সুদীপ্তিকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালা-যুক্ত অগ্নিকে স্তব করি। তিনি আমাদের জন্য দ্যুলোকে মিত্র ও বরুণের সুখ লক্ষ্য করিয়া এবং জলদেবতাগণের সুখার্থে যজ্ঞ করুন।"

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। ঋগ্বেদে 'অপাং নপাতং' স্থলে 'উর্জ্জং নপাতং' পাঠ দৃষ্ট হয়। সামবেদের ভাষ্যেও ভাষ্যকার 'অপাং' স্থলে 'উর্জ্জং' পদই গ্রহণ করিয়া 'নপাতং' পদের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে, -'অগ্নিং' 'উর্জ্জং' অর্থাৎ অন্নের চতুর্থ পুরুষ নপ্তা-সদৃশ। কারণ অন্ন হইতে জল হয়, জল হইতে বৃক্ষ (অর্থাৎ অরণিকাষ্ঠ) এবং সেই বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। সুতরাং 'অগ্নি' অন্ন অথবা জলের প্রপৌত্র অথবা পৌত্র সদৃশ। আবার পৌত্রাদি হইতে বংশরক্ষা হয়, পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্ধার লাভ করেন। তাই পৌত্রাদিকে 'নপাৎ' (যাহা হইতে বা যাহার দ্বারা পতন হয় না) বলা হয়। সেই দিক দিয়া অগ্নি জলের 'নপাৎ'। এরূপভাবে বংশলতা বাহির করিলে কোথায় যে তাহার শেষ হইবে তাহা বুঝা যায় না। 'নপাৎ' শব্দের রক্ষক অর্থই সঙ্গত, তাহার সহিত বংশলতার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (১২অ—৪খ—৪সূ—২সা)। *

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২র১র র র ২
১। যাং ৫ জি। ইল্লা ৩ গা ৩ বা ৩ সুমহাগ্নি। দেবন্দেবত্রাহোতা ২ ৩ রাম।

১ ২ ১ ৭ ১ ৪ ২ ৫
আমর্ত্তিরম্। আস্তযাজ্ঞা ২ ৩। স্তা ২ ৩ সু ৩। ক্রা ৩ ৪ ৫ তো ৬ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ৩১র র ২ ১র
আহ ৫ স্ত। যজ্ঞা ৩ স্তা ৩ সুক্রতুম্। অপান্নপাতৎ সুভা ২ ৩ গাম্। সুদী-

২ ১ ৭ ১ ৪ ২ ৫
দিতিম্। আগ্নিমুশ্রে ২ ৩। ষ্ঠা ২ ৩ শো ৩। চা ৩ ৪ ৫ ষ্ণিষো ৬ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ র ২
আহ ৫ য়িম। উশ্রে ৩ ষ্ঠা ৩ শোচিষাম্ সানোমিত্রস্যবরু ২ ৩ ণা।

১ র ২ র ১ ৭ ১ ৪ ২
আগোঅপাম্। আহুমায়া ২ ৩। ক্ষা ২ ২ ভা ৩ য়ি। দা ৩ ৪ ৫

৫
-য়িবো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনাশীতিশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ র ১ ২ র ১ র র র র
২। যজিষ্ঠস্থাববৃমাহাযি। দেবন্দেবত্রাহোতারমমর্ত্ত্যিয়াম। অস্তযজ্ঞস্থসুইহা। অস্ত-

১ ৫ ৪ ৫ ২
যজ্ঞস্তস্থুইহা। উয়ায়ি। উবো ২ ৩ ৪ বা। ক্রা ৫ ন্তো ৬ হায়ি॥ অস্যযজ্ঞস্ত-

১ ২ ১র র র র র
সুক্রাতূম। অপান্নপাতও সুভগও সুদীদিতাগ্নিম্। অগ্নিমুশ্রেষ্ঠশোইহা। অগ্নি-

র র ৫ ৪ ৫
মুশ্রেষ্ঠাশোহুইহা। উবায়ি। উবো ২ ৩ ৪। বা। চা ৫ য়িবো ৬ হায়ি॥

২ র র ২ ১ র র র
অগ্নিমুশ্রেষ্ঠশোচায়িষাম্। সুনোমিত্রস্ত্ববরুণসো অপাম। আসুম্নংযক্ষতাহুইহা।

৫ ৪ ৫
উবায়ি। উবো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫ য়িবো ৬ হায়ি॥ ১২॥ •

—০—

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ: প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স যন্তা শশ্বতীরিষঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব!) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, সংসাররূপসমরক্ষেত্রেষু) 'যং' (পুরুষং) 'অবাঃ' (অবসি, রক্ষসি), 'যং' (পুরুষং) 'বাজেষু' (সমরাঙ্গনেষু, পাপসহযুদ্ধে) 'জুনাঃ' (প্রেরয়সি, নিযুক্ত করোষি), 'সঃ' (পুরুষঃ) 'শশ্বতীঃ' (নিত্যানি) 'ইষঃ' (ধনানি, মোক্ষ ইতি যাবৎ) 'আ যন্তা' (সম্যক্ প্রাপ্নোতি)। ভগবৎপ্রেরণয়া যো জনঃ সংসারসমরাঙ্গনে পাপ-সহ সংগ্রামপ্রবৃত্তো ভবতি, ভগবৎকৃপয়া স হি পরাগতিং লভতে। (১ঃঅ ৫খ ১সূ ১সা)।

• এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "সাধ্যম্" এবং (২) "ঐধ্মাবাহসম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! সংসাররূপ সমরক্ষেত্রে যে পুরুষকে আপনি রক্ষা করেন, যে পুরুষকে আপনি পাপসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান; সে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে নিত্যধন (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাব এই যে,—যে জন ভগবৎপ্রেরণায় সংসারসমরাঙ্গনে পাপসহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে জন ভগবৎকৃপায় পরাগতি লাভ করে॥ (১২অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'যং' 'মর্ত্ত্যং' যজমানং 'অবাঃ' অবসি রক্ষসি, 'যং' পুরুষং 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'জুনাঃ' অগমি, 'সঃ' নরঃ যজমানঃ 'শশ্বতীরিষঃ' নিত্যান্যন্নানি 'যন্তা' নিয়ন্তুং সমর্থো ভবতি। পৃৎসু—পদাদিষু মাংস্পৃৎস্নূনামুপসংখ্যানং (৬।১।৬৩)—ইতি পৃতনাশব্দস্য পদাদেশঃ সাবেকাচ (৬।১।১৬৮) ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবাঃ অবঃ অকারাকারয়োর্ব্বিপর্য্যয়ঃ, যদ্বা লেট্যডাগমঃ, "ইতশ্চ (৩।৪।৯৭)"—ইতি সিপ ইকার লোপঃ। জুনাঃ জুইতি গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ, লঙ্, সিপ্, ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না; 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি (৬।৪।৭৫) ইত্যড়াগমাভাবঃ; যদ্বৃত্তযোগাৎ (৮।১।৩০) অনিঘাতঃ। যন্তা—তৃনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৯৭)। শশ্বতীঃ—উগিতশ্চ (৪।১।৬) ইতি ঙীপ্॥ (১২অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের অনুকম্পাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। তাঁহার প্রেরণাই পাপ-সহ সংগ্রামে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। সংসার—বিষম সংগ্রামের ক্ষেত্র। কত দিকে কত প্রকার শত্রু যে কত প্রকারে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সংগ্রামে মানুষকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। পশু-শত্রু আছে, মানুষ-শত্রু আছে, কীটপতঙ্গ-সরীসৃপাদি শত্রু আছে; দৃশ্য-শত্রু, অদৃশ্য-শত্রু, অন্তঃ-শত্রু, বহিঃ-শত্রু,—শত্রুর কি সংখ্যা করা যায়? সেই অসংখ্য অগণ্য শত্রুর সহিত সংগ্রামে, কি সাধ্য মানুষ জয়লাভ করিবে! সে সমরাঙ্গনে, পদে পদেই তাহার পরাজয়ের ও বিপদের আশঙ্কা। সে ক্ষেত্রে ভগবান্ যদি তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহার রক্ষার আর কি উপায় আছে। তার পর, পাপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! সে প্রবৃত্তি কি মানুষের সহসা আসে? ভগবান যদি সে প্রবৃত্তি প্রদান না করেন, মানুষ কখনও পাপ-প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। অতএব, কিবা আত্মরক্ষা বিষয়ে, কিবা পাপসহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া বিষয়ে, উভয়ত্র ভগবানের অনুকম্পা-লাভ প্রয়োজন। তিনি অনুগ্রহ না করিলে কোনদিকেই মানুষের নিষ্কৃতি নাই। এ মন্ত্রের প্রার্থনার তাই মর্ম্ম

এই যে,—'হে ভগবন্! এই বিষম সংসার-সমরাঙ্গনে আপনি আমায় রক্ষা করুন; আর পাপের সহিত সংগ্রামে আপনি আমায় প্রবৃত্তি দান করুন. আমি যেন আপনার দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার নির্দ্দেশক্রমে পাপের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।' (১২অ-৫খ—১সূ ১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র
নকিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা কয়স্য চিৎ।

১ ২ ৩ ১ ২
বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ॥ ২॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহন্ত্য' (শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব) 'অস্য' (ভক্তস্য, ভগবদ্ভক্তস্য) 'কয়স্য চিৎ' (কস্য অপি) 'পর্য্যেতা' (শত্রুঃ) 'নকিঃ' (কোঽপি ন অস্তি); কিঞ্চ অস্য ভগবদ্ভক্তস্য 'শ্রবায্যঃ' (শ্রবণীয়ঃ, বিখ্যাতঃ, প্রকৃষ্টঃ) 'বাজঃ' (শক্তিঃ, মোক্ষরূপধনং) 'অস্তি' (বিদ্যতে)। ভগবদ্‌পরায়ণস্য জনস্য কোঽপি শত্রুঃ নাস্তি স হি স্বভক্তিপ্রভাবেন পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (১২অ-৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবিমর্দ্দক হে দেব! আপনার ভক্ত (ভগবদ্ভক্ত) জনের কাহারও কোনও শত্রু নাই (থাকিতে পারে না)। প্রকৃষ্ট পরমধন তাঁহাদেরই থাকে (তাঁহারাই মোক্ষরূপ পরমধনের অধিকারী হন)। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ জনের কোনও শত্রু নাই. তিনি স্বভক্তিপ্রভাবে পরাগতি লাভ করেন. (১২অ—৫খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহস্তা'! শত্রুণামভিভবনশীলাগ্নে! 'অস্য' ত্বদ্ভক্তস্য যজমানস্য 'কয়সা চিৎ' কস্যাপি 'পর্য্যেতা নকিঃ' আক্রমিতা নাস্তি। কিঞ্চাস্য যজমানস্য 'শ্রবায্যঃ' শ্রবণীয়ঃ 'বাজঃ অস্তি' বলবিশেষোঽস্তি। (১২অ—৫খ ১সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ভাব এ মন্ত্রে যেন অধিকতর পরিস্ফুট। পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—ভগবানের কৃপাতেই মানুষ আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, ভগবানই মানুষকে পাপ-দমনে প্রবৃত্তি দেন। এখানে তাহারই মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। ভগবান শত্রু-অভিভবকারী সত্য; কিন্তু কাহাদের শত্রুকে তিনি অভিভূত বিমর্দ্দিত করেন? এখানে, তাঁহার ভক্তের প্রসঙ্গই অধ্যাহৃত হয়। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত; ভগবান তাঁহাদিগকেই রক্ষা করেন, ভগবান তাঁহাদিগেরই শত্রুনাশে সহায় হন; সংসারে তাঁহাদের শত্রু কেহ থাকিতেই পারে না; কোনরূপ শত্রু অর্থাৎ অসুখের অশান্তির কারণ না থাকায়, তাঁহারা প্রকৃষ্ট সুখে, পরমধন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মানুষ! তোমরা ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও। তাঁহাতে নির্ভর কর। কোনই বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। (১২অ—৫খ—১সূ ২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্ব্বদ্ভিরস্তু তরুতা।
১ ২ ৩ ১ ২
বিপ্রেভিরস্তু সনিতা॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' (সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়কঃ) 'সঃ' (ভগবান্ অগ্নিদেবঃ) 'অর্ব্বদ্ভিঃ' (পাপকর্ম্মভিঃ, নীচৈঃ সহ সম্বন্ধযুতঃ ইতি যাবৎ) 'বাজং' (ধনং, পাপলব্ধং কর্ম্মফলাৎ) 'তরুতা' (তারয়িতা)

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'অস্তু' (ভবতু); 'বিপ্রেভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ, জ্ঞানসাহায্যৈঃ) 'সনিতা' (ফলস্য দাতা, অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। সঃ ভগবান্ সর্ব্বান্ মনুষ্যান্ পাপাৎ ত্রায়তি; জ্ঞানদানেন চ সর্ব্বেষু সুফলপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১২অ—৫খ-১সূ—৩সা)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বোৎকর্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ অগ্নিদেব, আমাদের পাপকর্ম্মসঞ্জাত কর্ম্মফলসমূহের ত্রাণকর্ত্তা হয়েন; জ্ঞানিগণের সাহায্যে (জ্ঞান-সাহায্যে) তিনি আমাদিগের পক্ষে সুফলদাতা হউন। ভাব এই যে,—সেই ভগবান সকল মনুষ্যকে পাপ হইতে ত্রাণ করেন এবং জ্ঞানদানে সকলের সুফল-প্রদ হয়েন। (১২অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশ্বচর্ষণিঃ' সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈরুপেতঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অশ্বৈঃ 'বাজং' সংগ্রামং 'তরুতা' তারয়িতা 'অস্তু' 'বিপ্রেভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতঃ তুষ্টোঽগ্নিঃ 'সনিতা' ফলস্য দাতা। বিশ্বচর্ষণিঃ—বিশ্বে চর্ষণয়ঃ অস্য বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' (৬২।১০৬) ইতি পূর্ব্বপদান্তো-দাত্তত্বং। অর্ব্বদ্ভিঃ—ঋ গতৌ (ভ্বা০ প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে (৩২।৭৫) ইতি বনিপ্‌। তিসি অর্ব্বণস্ত্রসাবনঞঃ (৬।৪।১২৭) ইতি নকারস্য তৃ-ইত্যয়মাদেশঃ। তরুতা—তৃ প্লবন-তরণয়োঃ (ভ্বা০ প০) অস্মাৎ গ্রসিত-স্কভিত (৭।২।৩৪) ইত্যাদৌ তৃন্নন্তো নিপাতিতঃ, নিপাতনাদেবেকার স্যোত্ত্বং। (১২অ-৫খ—১সূ-৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (১৪১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:‡•‡:•——

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'অর্ব্বদ্ভিঃ' এবং 'বাজং' পদদ্বয় উপলক্ষে নানা অর্থান্তর ঘটে। 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অর্ব্বন-শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনের বৈদিক পদ। 'অর্ব্বন' শব্দের এক অর্থ—অশ্ব। 'বাজং' পদের এক অর্থ সংগ্রাম। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—সংগ্রামে অশ্বের বা অশ্বসৈন্যের দ্বারা তিনি (অগ্নিদেব) পরিত্রাণ করেন। সে মতে, 'বিশ্বচর্ষণিঃ' পদে 'বিশ্ববাসীর পূজার্হ' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ তিনটী শব্দেরই অনুরূপ অর্থ (অনন্ত কোষগ্রন্থাদিসম্মত অর্থই) গ্রহণ করিলাম। আমরা বলি, 'বিশ্বচর্ষণিঃ' পদের অর্থ সর্ব্বজনের উৎকর্ষবিধায়ক; 'চর্ষণ' শব্দ উৎকর্ষ-সাধনভাবমূলক। সকলেরই যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সকলেই যাহাতে শ্রেয়োলাভ করেন, দয়াল ভগবানের ইহাই অভিপ্রেত। তাই তাঁহার বিশেষণ—'বিশ্বচর্ষণিঃ'। তার পর 'অর্ব্বদ্ভিঃ' পদে কি বুঝায়, অনুধাবন করুন।

'অর্ব্বন্' শব্দেই এক অর্থ—'নীচ', 'অপকৃষ্ট'। এখানে সেই অর্থই বিশেষ সঙ্গত হয়। 'বাজং' শব্দে 'ধনই' (কর্ম্মফলরূপ) বলা যাইতে পারে। অপকর্ম্ম-দ্বারা যে কর্ম্মফলরূপ ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরিণামে দুঃখপ্রদ যে পাপ সঞ্চয় হয়, 'অর্ব্বদ্ভিঃ বাজং' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সেই যে পাপকর্ম্ম-জনিত দুঃখরূপ ফল, ভগবান তাহা বারণ করেন, সে কষ্ট হইতে তিনি পরিত্রাণ করেন,—মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই লক্ষ্য। শেষাংশের মর্ম্ম—জ্ঞানের দ্বারা শ্রেয়ঃ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সে পক্ষেও তিনিই সহায়তা করেন। ফলতঃ, পাপ-কর্ম্মের নিবারণ-পক্ষে এবং পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিষয়ে ভগবান সর্ব্বথা প্রযত্নপর রহিয়াছেন; মনুষ্যের উৎকর্ষসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য তবে মানুষ তুমি যদি তাঁহার অনুশাসন মান্য না কর, তাঁহার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি উদাসীন হয়, তোমায় পরিতপ্ত হইতে হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? (১২অ—৫খ ১সূ-৩সা)। †

——•——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারো দশ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধীরস্য ধীতয়ো ধনুত্রীঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
হরিঃ পর্য্যদ্রবজ্জাঃ সূর্য্যস্য দ্রোণং

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ননক্ষে অত্যো ন বাজী॥ ১॥

---

* ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় মন্ত্রটীর যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"সর্ব্ব-মনুষ্যপূজিত সেই অগ্নি অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধে পার করাইয়া দিন; মেধাবী ঋত্বিক্-গণের (কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন।" এ অনুবাদ সায়ণের অনুগত বটে; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ বিচিত্র। যথা,—"May he (the man), known among all tribes, win the race with his horses; may he with the help of his priests become a gainer." অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের নবমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সাকমুক্ষঃ' (অভিসেচনকারিণঃ, সত্ত্বৃত্তিবর্দ্ধনকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বসারঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (শোধয়ন্তি, সাধকস্য হৃদয়ং বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'ধীরস্য' (প্রাজ্ঞস্য) 'দশ' (দশসংখ্যাকানি, দশেন্দ্রিয়সম্পাদিতানি সর্ব্বাণি ইত্যর্থঃ) 'ধীতয়ঃ' (কর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মাণি) 'ধন্বুত্রীঃ' (প্রেরয়িত্র্যঃ, পরিত্রাণকারকানি ভবন্তি ইতি শেষঃ); জ্ঞানিনঃ মোক্ষং লভন্তে ইতি ভাবঃ; 'হরিঃ' (পাপহারকঃ দেবঃ) 'সূর্য্যস্য জাঃ' (জ্ঞানস্য জায়া, জ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যদ্রবৎ' (পরিতঃ গচ্ছতু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); 'বাজী ন' (আত্মশক্তিতুল্যং) 'অত্যঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং—জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'দ্রোণং' (অস্মাকং হৃদয়ং) 'ননক্ষে' (ব্যাপ্নোতু, প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ—৫খ ২সূ - ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বৃত্তিবর্দ্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহ সাধকের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে; প্রাজ্ঞ জনের সমস্ত সৎকর্ম্ম মোক্ষদায়ক হয়; (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ মোক্ষ লাভ করেন); পাপহারক দেবতা জ্ঞানশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; আত্মশক্তিতুল্য ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (১২অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সাকমুক্ষঃ' সহ যুগপৎ সিঞ্চ্যঃ। উক্ষ সেচনে (ভ্বা০ প০) ক্বিপি রূপং, তাদৃশ্যঃ। 'স্বসারঃ' কর্ম্ম-করণার্থং ইতস্ততঃ সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যঃ অঙ্গুলয়ঃ 'মর্জ্জয়ন্ত' সোমং শোধয়ন্তি। মৃজূ শোধনা-লঙ্করণয়োঃ (অদা০ প০)। তথা 'দশ' দশসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।৭)। 'ধীরস্য' সমর্থস্য যজ্ঞস্য বা দেবৈর্দ্ধ্যাতব্যস্য কাম্যমানস্য বা সোমস্য 'ধন্বুত্রীঃ' প্রেরয়িত্র্যো ভবন্তি। ততঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। সোমঃ 'সূর্য্যস্য' 'জাঃ' প্রাদুর্ভূতা জায়া দিশঃ তাঃ 'পর্য্যদ্রবৎ' পরিতো গচ্ছতি। সূর্য্যস্য তেজসা হি আবির্ভবন্তীতি দিশাস্তস্য জায়াত্বং। 'অত্যঃ' অতনশীলঃ 'বাজী ন' অশ্ব ইব স্থিতঃ সোমঃ 'দ্রোণং' দ্রোণকলশং 'ননক্ষে' ব্যাপ্নোতি। নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৮।২)॥ (১২অ—৫খ -২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মহাপুরুষদিগের হৃদয়বৃত্তিই এমনভাবে বিশুদ্ধ হয় যে, তাহা কখনও বিপথে চালিত হয় না। তাঁহারা যাহা করেন তাহাই তাঁহাদিগকে মোক্ষলাভে সাহায্য করে; তাঁহারা যাহা

চিন্তা করেন, তাহাই তাঁহাদিগের আত্মাকে ঊর্দ্ধপথে লইয়া যায়; তাঁহাদিগের বাক্য-মাত্রই প্রার্থনায় পরিণত হয়। তাঁহাদিগের বাক্য, চিন্তা, কর্ম্ম সমস্তই ভগবদারাধনার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। হৃদয় পবিত্র হওয়াতে কোন অপবিত্র ভাব কিম্বা চিন্তা তাঁহাদিগের অন্তরে স্থান পায় না। সুতরাং তাঁহাদিগের সমস্ত কর্ম্মই মোক্ষপথে সহায় হয়। তাঁহাদিগের দেহমন প্রাণ সকলই ভগবানের চরণে অর্পিত হয়, নিজের বলিয়া তাঁহাদের কিছুই থাকে না। সুতরাং কোন কর্ম্মই তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে না। তাঁহারা তাই বলিতে পারেন—"যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং।" বিশুদ্ধ জ্ঞানের বলে এই অবস্থা লাভ সম্ভবপর হয়। তাই সেই পরমকল্যাণদায়ক জ্ঞানলাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "ওগো, সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমদেবতা! আমাদিগকে তোমার সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান কর, যাহাদ্বারা আমরা তোমার পদ প্রান্তে পৌঁছতে পারি। আমরা যেন তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন হইতে পারি। আমাদিগের নিজের বলিতে কিছু রাখিওনা, আমাদিগকে তুমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কর। তোমার কৃপাদত্ত জ্ঞানবলে যেন আমরা তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। তোমারই দেওয়া জ্ঞানের দ্বারা আমাদের যেন উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।" এবম্বিধ প্রার্থনাই আমরা মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূর্য্যাস্য জাঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানাবিধ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "দশ ভগ্নী অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি একসঙ্গে জল সেচন করিতে করিতে সোমকে শোধন করিতেছে, সেই দশ অঙ্গুলি সুস্থির সোমকে চালাইয়া দিতেছে। হরিদ্বর্ণ ধারণপূর্ব্বক সোম সূর্য্যের পত্নীর দিকে ধাবমান হইতেছেন, বেগবান্ ঘোটকের ন্যায় সোম কলস পূর্ণ করিলেন।" 'সূর্য্যস্য জাঃ' পদদ্বয়ের বিবরণকার 'সূর্য্যস্য অপত্যাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ পদদ্বয়ে দিক অর্থ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত অনুবাদক এই বিষয়ে একটী টীকাও সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই—"আমরা জানি বেদে সোম অর্থে সোমরস। তবে তাহার সহিত সূর্য্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ হইতে আমরা ইহা কিছু অনুভব করিতে পারি। 'পুনাতিতে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।' অর্থাৎ সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা (Fermentation) প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?" এ সম্বন্ধে আর কিছু উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্বসারঃ' এবং 'ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ের নিরুক্ত-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। (১২অ—৫খ—২সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬প—৫অ—৭খ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১র

সং মাতৃভির্ন শিশুর্ব্বাবশানো

২র ৩ ১ ২ ৩ ২

বৃষা দধন্বে পুরুবারো অদ্ভিঃ।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র

মর্য্যো ন যোষামভি নিষ্কৃতং যন্ৎসং-

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গচ্ছতে কলশ উস্রিয়াভিঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মাতৃভিঃ ন শিশুঃ' (মাতৃভিঃ যথা পুত্রঃ পরমস্নেহেন) 'সংদধন্বে' (সন্ধার্যাতে, পরিপালিতঃ তথা পরিবর্দ্ধিতঃ ভবতি) তদ্বৎ 'বাবশানঃ' (কাময়মানঃ, দেবত্বকামনাকারী, দেবত্বপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুরুবারঃ' (বহুভির্ব্বরণীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অদ্ভিঃ' (অমৃতৈঃ) পরিবর্দ্ধিতঃ ভবতি ইতি শেষঃ ; 'মর্য্যঃ' (মর্ত্ত্যঃ, মরণধর্ম্মশীলঃ, পার্থিবপ্রবৃত্তিপরায়ণঃ জনঃ) 'ন যোষাং' (যথা যুবতীং, তরুণীং প্রতি প্রেম্না আকৃষ্টঃ ভবতি তদ্বৎ) 'উস্রিয়াভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'নিষ্কৃতং অভিযন্' (সংস্কৃতং - বিশুদ্ধং স্থানং প্রাপয়ন্, পরমপদপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কলশে' (স্থানে, আশ্রয়ে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সংগচ্ছতে' (আগচ্ছতু, আবির্ভবতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃগণকর্ত্তৃক যেমন পুত্র পরমস্নেহের সহিত প্রতিপালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপভাবে দেবত্বপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়েন ; পার্থিবপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি যেমন তরুণীর প্রতি প্রেমের সহিত আকৃষ্ট হয় সেইরূপভাবে জ্ঞানকিরণের সহিত পরমপদপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা যেন লাভ করিতে পারি।)॥ (১২অ—৫খ—২সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাবশানঃ' দেবান্ কাময়মানঃ 'বৃষা' কামানাং বর্ষকঃ অতএব 'পুরুবারঃ' বহুভির্ব্বরণীয়ঃ সোমঃ 'অদ্ভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সং দধন্বে' সন্ধার্য্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'মাতৃভির্ন শিশুঃ' কাময়মানঃ পুত্রো যথা মাতৃভিঃ পয়ঃপ্রদানেন সন্ধার্য্যতে। ধবি গত্যর্থঃ (ভ্বা০ প০) কর্ম্মণি লিটি রূপং। 'মর্য্যো ন' মনুষ্যো যথা 'যোষাং' যুবতিং অভিগচ্ছতি তদ্বৎ, 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্বস্থানং 'অভি যন' অভিগচ্ছন্ 'কলশে' দ্রোণাভিধানে 'উস্রিয়াভিঃ' অদ্ভিঃ গোর্ব্বিকারৈঃ ক্ষীরাদিভির্ব্বা 'সংগচ্ছতে'। গমেরকর্ম্মকাৎ 'সমোগম্যৃচ্ছিভ্যাং' (১।৩২৯) ইত্যাত্মনেপদং। (১২অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। প্রথম অংশের মূল ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ও অমৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। মন্ত্রের মধ্যে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অংশে একটী এবং দ্বিতীয় অংশে একটী। প্রথম অংশের উপমা দ্বারা অমৃত ও শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহাই প্রকৃষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে যে উপমা আছে তদ্দ্বারাও প্রার্থনার ঐকান্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উভয় উপমার মধ্যেই একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, উভয়ত্রই সাধারণ পার্থিব জনগণের জন্যই উপমাগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ মানুষ অহরহঃ যাহা দেখিতে পায়, যে অবস্থার মধ্যে পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত সেই সকল বিষয় হইতেই উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে। মাতা পুত্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, তাহাকে লালন পালন করেন, সন্তান মাতার স্নেহ-যত্নেই পরিবর্দ্ধিত হয়। এখানে অমৃতের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে প্রবর্দ্ধিত হয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য উক্ত উপমা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপমার বিষয় - যুবতীর প্রতি যুবকের আকর্ষণ, প্রেমবন্ধন। পার্থিব মানুষ ইহলৌকিক প্রেমের বন্ধন ভালরূপেই বুঝিতে পারে। তাহার আকর্ষণীশক্তি সম্বন্ধেও সে সচেতন। তাই প্রার্থনার তীব্রতা বুঝাইবার জন্য দ্বিতীয় উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রার্থনার ভাবও বিশদ হইয়াছে। (১২অ—৫খ—২সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সামঃ)।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ০ ২ ৩ ১ ২
উত প্র পিপ্য ঊধরঘ্ন্যায়া ইন্দুর্দ্ধারাভিঃ

৩ ২
সচতে সুমেধাঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
মূর্দ্ধানং গাবঃ পয়সা চমূষ্বভি শ্রীণন্তি

১ ২ ৩ ২ ৩ ২
বসুভির্ন নিক্তৈঃ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'অঘ্ন্যায়াঃ' (অবিনাশিনাং, অব্যয়ানাং, নিত্যানাং জ্ঞানকিরণানাং) 'ঊধঃ' (পয়ঃ-স্থানং, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'প্রপিপ্য' (প্রপূরয়তি, শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানামৃতং পরিপূর্ণতাং লভতে ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ) 'সুমেধাঃ' (শোভনপ্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞাদায়কঃ ইত্যর্থঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ধারাভিঃ' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'সচতে' (সঙ্গচ্ছতে, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'বসুভিঃ ন নিক্তৈঃ' (বিশুদ্ধৈঃ পরমধনৈঃ সাধকাঃ যথা) 'অভি শ্রীণন্তি' (বিশেষেণ শ্রীযুক্তাঃ ভবন্তি, সম্যক্‌রূপেণ শ্রীসমন্বিতাঃ ভবন্তি) তদ্বৎ 'চমূষু' (পাত্রেষু, হৃদি, হৃদিস্থিতং ইত্যর্থঃ) 'মূর্দ্ধানং' (শ্রেষ্ঠং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন) শ্রীসমন্বিতং কুর্ব্বন্তি—ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানসমন্বিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন লোকাঃ পূর্ণত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১২অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানকিরণের অমৃতপ্রবাহকে প্রপূরিত করেন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানামৃত পরিপূর্ণতা লাভ করে; অপিচ, প্রজ্ঞাদায়ক সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; বিশুদ্ধ পরম ধনের দ্বারা সাধকগণ যেমন সম্যক্‌রূপে শ্রীসমন্বিত হয়েন, সেইরূপ-

ভাবে হৃদিস্থিত শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাবকে জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের দ্বারা শ্রীসমন্বিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানসমন্বিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়)। (১২অ—৫খ—২সূ—৩সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপি চ 'অঘ্ন্যায়াঃ'। অঘ্ন্যা ইতি গো-নাম (নিঘ০ ২।১১।১)। অহং তথাবিধায়া গোঃ 'ঊধঃ' পয়ঃ-স্থানং সোমঃ 'প্রপিপ্যে' ওষধ্যাদিষু সোমঃ প্রবিশ্য প্রকর্ষেণ প্যায়য়তি। প্যায়তেলিঁটি লিঙ্‌যঙোশ্চ (৬।১।২৯) ইতি পী-ভাবঃ। 'সুমেধাঃ' শোভনপ্রজ্ঞঃ সোঽয়ং 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ধারাভিঃ' 'সচতে' সমবৈতি সংগচ্ছতে। ততো 'গাবঃ' 'চমূষু'। চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্র সোমমিতি চম্বো গ্রহাদয়ঃ, তেষু। স্থিতং 'মূৰ্দ্ধানং' সমুচ্ছ্রিতমিমং সোমং 'পয়সা' উদকেন 'অভি শ্রীণন্তি' অভিত আচ্ছাদয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নির্ণিক্তৈঃ' প্রক্ষালিতৈঃ 'বস্ত্রভিঃ' বস্ত্রৈঃ যথা আচ্ছাদয়ন্তি তদ্বৎ॥ (১২—৫খ—২সূ—৩সা)॥

° ° °

তৃতীয় (১৪১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমতঃ এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সোম গাভীর দুগ্ধস্থান আপ্যায়িত করিয়াছেন। সেই সুপণ্ডিত সোম ধারার আকারে ক্ষরিত হইতেছেন। সেই সোম যখন উন্নতস্থানে পানপাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইলেন, তখন ধৌত বস্ত্রসন্নিভ শ্বেতবর্ণ দুগ্ধের দ্বারা গাভীগণ তাহাকে ঢাকিয়া দিল।" প্রচলিত এই ব্যাখ্যা হইতে উহা সোমরস প্রস্তুতের একটী আংশিক চিত্র বলিয়া মনে হয়। সোমরসকে ছাঁকার পর যেন তাহার সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইতেছে, দুগ্ধের দ্বারা যেন সোমরস আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এস্থানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই।

'অঘ্ন্যায়াঃ' পদের ভাষ্যার্থ গাভীদিগের। আবার একটী হিন্দী অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"ন মারনে যোগ্য গৌকে" অর্থাৎ হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীদিগকে। গরু অবধ্য, এই দিক হইতে সম্ভবতঃ ভাষ্যকার 'অঘ্ন্যায়াঃ' পদের গাভী অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু "অঘ্ন্যায়াঃ" পদের প্রকৃত অর্থ অবিনাশী, যাহাকে নাশ করা যায় না, অথবা যাহার নাশ হয় না। আমরা এই মূল ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আবার, "বস্ত্রভিঃ নির্ণিক্তৈঃ" পদদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—'শুভ্র বস্ত্রের দ্বারা'। 'নির্ণিক্তৈঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'প্রক্ষালিতৈঃ' অর্থাৎ 'বিশুদ্ধৈঃ'। 'বসু' পদের অর্থ ধন এবং এই অর্থদ্বারাই মন্ত্রের অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। (১২অ ৫খ ২সূ ৩সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)॥

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১র২র৩র২ ১ ৩২ র ১ ২১ ২৩৩৫ ২১র
১। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। সাকমুক্ষো। মর্জ্জয়। তস্বসারাঃ। দশধীরা।
২ ১র ২৩৪৫ ২১ ২১র ২৩৪৫ ২র
স্যা ৩ ধীত। য়োধসুত্রীঃ। হরিঃপর্য্যা। দ্রবজ্জাঃ। সুরিয়স্যা। দ্রোণন্ননা।
২ ১ ২ ২ ৪ ২১র
ক্ষে ৩ অভি। যো ৩ ৪ ৩। না ৩ বা ৫ জা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ সম্মাতৃভায়িঃ।
২১ ২৩৪৫ ২১র ২ ১ ২ ৩র ৪৫ ২১র
নশিশুঃ। বাবশানাঃ। বৃষাদধা। যে ৩ পুরু। বারোঅস্তাবিঃ। মর্য্যো-
২ ১ ২৩৪৫ ২১ ২১র ২
নযো। যা ৩ মভি। নিষ্কৃতংযান। সঙ্গচ্ছতায়ি। কলশে। উ ৩ ৪ ৩।
২ ৪ ২১ ২ ১র ২৩৪৫
স্ত্রী ৩ য়া ৫ ভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥ উতপ্রপায়ি। প্যা ৩ উধঃ। অঘ্নিয়ায়াঃ।
২ ১র ২ ২ ২৩৪৫ ২র১র ২ ১ ২২
ইন্দুর্দ্ধারা। ভী ৩ঃ দচ। তেস্মমেধাঃ। মূর্দ্ধানঙ্গা। বা ৩ঃপয়। সাচ-
৪৫ ১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র ২ ১ ২
মূবূ। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। ঔভিশ্রীণা। তী ৩ বস্যু। ভা ৩ ৪ ৩
২ ৪
য়িঃ। না ৩ না ৫ য়িত্বা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥

° ° °

২ ২ ২ র ১ ২১ ২৩৪৫ ২১র ২
২। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। সাকমুক্ষো। মর্জ্জয়। তস্বসারাঃ। দশধীরা। স্যা ৩
১ ১ন৩৪৫ ২ ১ ২১২ ২ন৩৪৫ ২র১
ধীত। য়োধসুত্রীঃ। হরিঃপর্য্যা। দ্রবজ্জাঃ। সুরিয়স্যা। দ্রোণন্ননা।
২ ১ ২ ২ ৪ ২র১
ক্ষে ৩ অভি। যো ৩ ৪ ৩। না ৩ বা ৫ জা ৬ ৫ ৬ য়ি। সম্মাতৃভায়িঃ।
২১ ২ন৩৪৫ ২র১ ২ ১ ২ন৩৪৫ ২র
নশিশুঃ। বাবশানাঃ। বৃষাদধা। যে ৩ পুরু। বারোঅস্তায়িঃ। মর্য্যো-
১ ২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২১র ২ন
নযো। যা ৩ মভি। নিষ্কৃতংযান্। সঙ্গচ্ছতায়ি। কলশে। উ ৩ ৪ ৩।
২ন ৪ ২ ১ ২ ১র ২৩৪৫
স্ত্রী ৩ য়া ৫ ভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। উতপ্রপায়ি। প্যা ৩ উধঃ। অঘ্নিয়ায়াঃ।
২ ১র ২ ১ ২ন৩৪৫ ২র১র ২ ১ ২ন৩
ইন্দুর্দ্ধারা। ভী ৩ঃ দচ। তেস্মমেধাঃ। মূর্দ্ধানঙ্গা। বা ৩ঃপয়। সাচ-

৪৫ ২ ২ ২ ২র ২ ১ ২র
মূষ্। ঔ ৩ হো ৩ হোয়ি। অভিশ্রীণা। ভী ৩ বসু। ভা ৩ ৪ ৩ য়িঃ।

২ ৪
না ৩ না ৫ য়িক্তা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥

১ ২ ১ র ২ ২ ১২র১ ২ ১র ২র৩
৩। সাকাম্। উক্ষোমর্জ্জয়ন্তা। স্বসা ৩ রাঃ। দশধীরা। স্যা ৩ ধীত। য়োধ-
৪৫ ১ র ১ ২ র ১২১ ২ ১
স্মত্রীঃ। হরিঃপর্য্যদ্রবজ্জাঃ। রিয়া ২ ৩ স্যা। দ্রোণয়না। ক্ষে ৩ অ'ভি।
২ ২ ৪ ১২ ১
যো ৩ ৪ ৩। না ৩ বা ৫ জা ৬ ৫ ৬ য়ি। সাস্মা। ত্বভির্য়শিশুর্ব্বা।
২ ২ ১২১ ২ ১ ২র৩র৪৫ ১ রর
বশা ৩ নাঃ। বৃষাদধা। যে ৩ পুরু। বারোঅস্তায়িঃ। মর্য্যোনযোষামভি-
২ ২ ১২১ ২১র ২ ২
নায়িঃ। কৃত্তা ২ ৩ য়ান। সঙ্গচ্ছতায়ি। কলশে। উ ৩ ৪ ৩। স্ত্রী ৩
৪ ২ ১ ১ র ২ ১২র১
য়া ৫ ভা ৬ ৫ ৬ রিঃ। উতা। প্রপিপাউধয়া। ধিয়া ৩ য়াঃ। ইন্দুর্দ্ধারা।
২ ১ ২র৩৪৫ ১ররর ৭ ২র
ভী ৩ ঃ সচ। তেজুমেধাঃ। মুর্দ্ধানঙ্গারঃপয়সা। চমূ ২ ৩ ষ্। অভিশ্রীণা।
২ ১ ২ ২ ৪
ভী ৩ বসু। ভা ৩ ৪ ৩ য়িঃ। না ৩ না ৫ য়িক্তা ৬ ৫ ৬॥ ১।২৩॥

——•——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পিবা সুতস্য রসিনো মৎস্বা ন ইন্দ্র গোমতঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১
আপির্নো বোধি সধমাদ্যে বৃধেঽ৩ঽস্মাঁ৺
২ ৩ ১ ২
অবন্তু তে ধিয়ঃ॥ ১॥

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে; (১) "ইহবদ্বামিষ্ঠম্" (২) "পার্থম" এবং (৩) "ঔশনম্"।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ইন্দ্র। 'রসিনঃ' (রসবতঃ, ভক্তিরসযুতস্য) 'গোতমঃ' (জ্ঞানকিরণসমন্বিতস্য) 'নঃ' (অস্মদীয়স্য) 'সুতস্য' (সৎকর্ম্মণা সুসংস্কৃতস্য ঈদৃশং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পিবা' (পীত্বা, গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'মৎস্বা' (মত্তঃ, আনন্দিতঃ, অস্মান্ প্রতি প্রসন্নঃ ভব); অপিচ, হে ইন্দ্র! 'সধমাদ্যে' (অস্মাকং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি) 'আপিঃ' (আপয়িতা, বন্ধুত্বেন সহায়কঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বৃধে' (বর্দ্ধনায়, অভীষ্টপূরণায় ইত্যর্থঃ) 'বোধি' (বুদ্ধস্ব, প্রবুদ্ধঃ ভব); অপিচ, হে ইন্দ্র! 'তে' (ত্বদীয়াঃ ভবৎসম্বন্ধিনি) 'ধিয়ঃ' (পরমার্থবুদ্ধয়ঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান্) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু, পাপপ্রভাবাৎ পরিত্রায়ন্তু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মাকং ভক্তিসুধাং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ গৃহীত্বা অস্মান্ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ অপিচ পাপ-প্রলোভনাৎ পরিত্রায়স্ব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! ভক্তিরসযুত জ্ঞানকিরণসমন্বিত, আমাদিগের সৎকর্ম্মাদির দ্বারা সুসংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বকে পান (গ্রহণ) করিয়া আনন্দিত অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; অপিচ, হে ইন্দ্র! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে বন্ধুরূপে সহায় হইয়া, আমাদিগের অভীষ্টপূরণের জন্য প্রবুদ্ধ হউন; আরও, হে ইন্দ্র! আপনার সম্বন্ধীয় পরমার্থ-বুদ্ধি আমাদিগকে রক্ষা করুক অর্থাৎ পাপের প্রভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের ভক্তিসুধা এবং শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে অভীষ্ট-ফল প্রদান করুন এবং আমাদিগকে পাপের প্রভাব হইতে পরিত্রাণ করুন।)। (১২অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'রসিনঃ' রসবতঃ 'গোমতঃ' গোর্ব্বিকারৈঃ পয়ঃ-প্রভৃতিভিঃ শ্রপণদ্রব্যৈর্যুক্তস্য 'নঃ' অস্মদীয়স্য 'সুতস্য' অভিষুতস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে (২।৩।৬২) ষষ্ঠী। ঈদৃশং সোমং 'পিব', পীত্বা চ 'মৎস্ব' তৃপ্তো ভব। অপি চ ত্বং 'সধমাদ্যে' সহ মাদয়িতব্যে সহিতৈরস্মাভিস্তর্পয়িতব্যে সোমে 'আপিঃ' আপয়িতা বন্ধুঃ সন্ 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' বর্দ্ধমানায় 'বোধি' বুধ্যস্ব। 'তে' ত্বদীয়া 'ধিয়ঃ' বুদ্ধয়ঃ অনুগ্রহাত্মিকাঃ 'অস্মান্' স্তোতৄন 'অবন্তু' রক্ষন্তু। 'সধমাদ্যে'—'সধমাদ্যঃ'—ইতি পাঠৌ। (১২অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! আমাদের রসবান্, গব্যযুক্ত, অভিষুত সোম পান কর এবং তৃপ্ত হও। তুমি আমাদিগের সহিত মত্ত হইবার যোগ্য; তুমি বন্ধু হইয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হও, তোমার বুদ্ধি আমাদিগকে রক্ষা করুক।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রসিনঃ', 'গোমতঃ', 'সুতস্য' এবং 'মৎস্বা' পদ-চতুষ্টয় হইতে মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের মধ্যে সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সুতস্য' পদ হইতেই সোমের সম্বন্ধ অধ্যাহার করা হইয়াছে। 'রসিনঃ' পদে 'রসবান্', 'গোমতঃ' পদে গব্যের বিকার পয়ঃ প্রভৃতি 'গব্যযুক্ত', 'সুতস্য' পদে 'অভিষুত সোম' এবং 'মৎস্বা' পদে 'মত্ত হইবার যোগ্য' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর তাহা হইতেই 'ইন্দ্র সোমরস পান করুন এবং মত্ত হউন'- এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রটী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত। 'রসিনঃ' পদের অর্থ আমাদের মতে,—ভক্তিরসযুক্ত। 'গোঃ' পদে নিরুক্ত-মতে জ্ঞানকিরণ অর্থ প্রকাশ পায়। তাহা হইতে 'গোমতঃ' পদের অর্থ হয়,- 'জ্ঞানকিরণৈঃ যুক্তস্য'; 'সুতস্য' পদের অর্থ হয় - 'সৎকর্ম্মণা সুসংস্কৃতস্য ঈদৃশং শুদ্ধসত্ত্বং।' আর 'মৎস্বা' পদের অর্থ - 'মত্তঃ', 'অস্মান্ প্রতি প্রসন্নঃ ভব।' আমাদের এই অর্থে মন্ত্রের ভাব হয়,—'হে ইন্দ্র! ভক্তিরসযুক্ত জ্ঞানকিরণসংযুত আমাদিগের সৎকর্ম্মাদির দ্বারা সুসংস্কৃত শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা আমাদের ব্যাখ্যা যে অতি উচ্চভাব-মূলক, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভক্ত যিনি—সাধক যিনি- মুমুক্ষু যিনি,—তিনি আপনার প্রাণের দেবতাকে মদ্যপান করাইবার কল্পনা মনে স্থান দিতে পারেন কি? তাঁহার পূজার উপচার- ভক্তি; তাঁহার দেবতার ভোজ্য- হৃদয়ের ভক্তিসুধা। ইহাতেই তাঁহার পরিতৃপ্তি। এই ভাবেই সাধক বলিয়া থাকেন,—'ভক্তিসুধা খাইয়ে মাকে তৃপ্ত হও না আপন মনে।' মন্ত্রের উপদেশ - পার্থিব অকিঞ্চিৎকর উপচারের আবশ্যক নাই; মানসোপচারে তাঁহার পূজা কর। তোমার কোনও ভয়-ভাবনা থাকিবে না।

মন্ত্রের অন্যান্য অংশ সরল প্রার্থনা-দ্যোতক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবন্তু তে ধিয়ঃ' পদের লক্ষ্য ভিন্নরূপ বলিয়াই মনে হয়। ঐ অংশের অর্থ,—'আপনার বুদ্ধি আমাদিগকে রক্ষা করুক।' ভাবার্থ এই যে,—'তোমাকে জানিয়া, তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, যেন তোমার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই; ফলে তুমি যেন আমাদিগকে সকল পাপপ্রলোভন হইতে রক্ষা কর।' (১২অ - ৫খ—৩সূ—১সা)॥ *

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ - ১খ - ১দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র
ভূয়াম তে সুমতৌ বাজিনো বয়ং

২র ৩ ১ ২
মা ন স্তরভিমাতয়ে।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অস্মাঞ্চিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভিরা

২ ৩ ১ ২
নঃ সুম্নেষু যাময়॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'তে' (তব) 'সুমতৌ' (শোভনায়াং বুদ্ধৌ, অনুগ্রহবুদ্ধৌ, অনুগ্রহেণ ইত্যর্থঃ) 'বাজিনঃ' (শক্তিবন্তঃ, আত্মশক্তিসম্পন্নাঃ) 'ভূয়াম' (ভবেম); 'অভিমাতয়ে' (শত্রবে, তদর্থং) 'নঃ' (অস্মান) 'মা স্তঃ' (মা হিংসী) অস্মান রিপূণাং

২। 'গোমতঃ' পদের অন্তর্গত 'গো' শব্দে এখানে 'উদকসমূহ" কথিত হইয়াছে। তাহা যাহার আছে অথবা তদ্দ্বারা মিশ্রিত যাহা, তাহাই 'গোমতঃ'। এইরূপ অর্থ বিবরণ-কারের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—"গোশব্দেনাত্র উদকান্যুচ্যন্তে, তদ্বতঃ তৈর্মিশ্রিতস্তেত্যর্থঃ।'

৩। 'লোমং" পদের অর্থ, বিবরণকারের মতে, 'সুতস্যাভিষুতস্য। ষষ্ঠীনির্দ্দেশাৎ একদেশমিতি বাক্যশেষঃ।'

৪। 'পিব' পদের 'অ' পাদপূরণে ব্যবহৃত। সেইজন্য ভাষ্যে আকারের লোপে 'পিব' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে দীর্ঘ 'পিবা' পদেরই প্রয়োগ ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। "দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ" (৬৷৩৷১৩৫) এই নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে।

৫। 'আপিঃ' পদের অর্থ, বিবরণকারের মতে, 'ব্যাপ্তঃ'। নিরুক্তে আছে,—'আপানঃ ইতি ব্যাপ্তিকর্ম্মসু ষষ্ঠং' (নি° ২৷১৮)।

৬। মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ; যথা,—"হে ইন্দ্র! রসবালে গৌকে দুধ ঘৃতাদিসে যুক্ত হমারে সম্পাদন কিয়ে হুএ সোমকো পিয়ো ঔর পীকর প্রসন্ন হুজিয়ে ঔর জিসমেঁ শীঘ্র হী দেবতা প্রসন্ন হোতে হৈ ঐসে যজ্ঞমেঁ ধনাদি দেনেবালে তুম বান্ধব বনতে হুএ হমারী বুদ্ধিকে নিমিত্ত সাবধান হুজিয়ে তুম্হারে অনুগ্রহ করনেবালে বিচার হম সেবকোংকো রক্ষা করৈঁ।"

বশীভূতান্ মা কুরু ইত্যর্থঃ; 'অভিষ্টিভিঃ' (প্রার্থনীয়াভিঃ) 'চিত্রাভিঃ' (বিচিত্রাভিঃ, বহুবিধাভিঃ) উতিভিঃ, রক্ষাশক্তিভিঃ 'অস্মান' 'অবতাৎ' (রক্ষয়) তথা 'নঃ' (অস্মান) 'সুয়েষু' (সুখেষু, পরমমঙ্গলেষু) 'আ যাময়' (প্রাপয়, স্থাপয়, অস্মান পরমসুখিনঃ কুরু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান রিপুকবলাৎ রক্ষ তথা অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার অনুগ্রহে যেন আত্মশক্তি-সম্পন্ন হই; শত্রুর জন্য আমাদিগকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমা-দিগকে রিপুগণের বশীভূত করিবেন না; প্রার্থনীয় বিচিত্র রক্ষাশক্তি-দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পরমমঙ্গলে স্থাপন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে পরমসুখী করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পরমমঙ্গল প্রদান করুন।)॥ (১২অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'সুমতৌ' শোভনায়াং বুদ্ধৌ অনুগ্রহ-বুদ্ধৌ 'বাজিনঃ' হবিষ্মন্তো বয়ং 'ভূয়াম' বর্ত্তমানা ভবাম 'অভিমাতয়ে' অভিমন্যত ইত্যভিমাতিঃ শত্রুঃ তস্মৈ তদর্থং 'নঃ' অস্মান 'মা স্তঃ' মা হিংসীঃ। 'স্তৃঞ্ হিংসায়াং (ক্র্যা০ প০) মাঙি লুঙি ছান্দসশ্চ্লেলুঁক্। অপি তু 'অভিষ্টিভিঃ' অন্বেষণীয়াভিঃ প্রার্থনীয়াভিঃ 'চিত্রাভিঃ' চায়নীয়াভিঃ বহুবিধাভির্ব্বা বদীয়াভিঃ 'উতিভিঃ' 'অস্মান' 'অবতাৎ'। অব রক্ষণে (ভ্বা০ প০)। তথা 'নঃ' অস্মান্ 'সুয়েষু' সুখেষু 'আ যাময়' আয়তান্ কুরু সর্ব্বদা সুখিন এব কুরু॥ (১২অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য দৃষ্ট হইলেও প্রার্থনার ভাব উক্ত ব্যাখ্যাদিতেও পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"আমরা হবিষ্মান, আমরা তোমার অনুগ্রহলাভ করিব, শত্রুর জন্য আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে বহুবিধ রক্ষাদ্বারা রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখে নিয়ত কর।" 'বাজিনঃ' পদে ভাষ্যকার 'হবিষ্মান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

'আমরা হবিষ্মান্' অর্থাৎ আমরা পূজাপরায়ণ, আমরা প্রার্থনাকারী। 'বাজিনঃ' পদ হইতে ঐ অর্থ না পাওয়া গেলেও মন্ত্রের মধ্যে ঐ ভাব অন্তর্নিহিত আছে। 'বাজিনঃ' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন, আত্মশক্তিসম্পন্ন। সুতরাং মন্ত্রের প্রথম অংশে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন ভগবানের কৃপায় আত্মশক্তি লাভ করি।' 'ভূয়াম' ক্রিয়াপদের মধ্যেই প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে। সুতরাং আমাদের গৃহীত প্রার্থনাই সঙ্গত অর্থ বলিয়াই গ্রহণ করা যায়।

এই প্রার্থনার ভাব সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মশক্তি অন্যে কিরূপে দিতে পারে? ভগবানের কৃপায় আমরা সমস্তই লাভ করি, সুতরাং ভগবান্ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। ভগবানই মানুষের মধ্যে শক্তির বীজ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার কৃপাতেই মানুষ আত্মশক্তি লাভ করিতে পারে, তাই তাহার জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে, আমরা যেন কখনও রিপুর কবলে পতিত না হই, ভগবান যেন তাঁহার বিচিত্র রক্ষাশক্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। সর্ব্বশেষে পরম-কল্যাণ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১২অ—৫খ—৩সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ৪ ২ ৪ ৫ ৪৫ ১ র ২ ১ ২ -- ১ র ২
১। পিবা ৩ স্ব ৩ স্তস্যরসিনোবা। মাৎস্বানই। ন্দ্রগোমা ১ তা ২ ঃ। আপিনোঁবা

৩ ৪রে ২ ১২ -- ১ ২ ৮
৩ ১ ২ ৩ ৪। ধিসধমা। দিয়েবা ১ র্দ্ধা ২ রি। অস্মা৬ আ ১ বা ২।

৩ ২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২ ৪ ৫র
তুতা ৩ য়ি। ধা ২ ৩ ৪ ৫। যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। অস্মা৬ ৩ আ ৩ বস্তবেধি-

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ -- ১ র ২
য়োবা। আস্মা৬ অব। তুতাধিয়া ১ য়া ২ ঃ। ভূয়ামতা ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়ি।৮

৩ ৪র ৫রে ২ ১২ — র ১ ২ ৩ ২ ১
স্তুমতোবা। জিনোবা ১ য়া ২ ম। মানাস্তা ১ রা ২। ভিমা ৩। তা

৩ ১ ১ ১ ১ ৫র৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ ২
২ ৩ ৪ ৫। যা ২ ৩ ৪ ৫ রি॥ মানা ৩ স্তা ৩ রভিমাতয়োবা। মানস্তর।

১ ২ — ১ র ২ ৩ ৪৫র ২ ১ ২
ভিমাতা ১ য়া ২ রি। আস্মাক্রিত্রা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভিরবতাৎ। অভায়িষ্টা ১

-- র ১ ২ ম ৩২ ২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িস্তা ২ রিঃ। আনাঃস্ব ১ ম্না ২ য়ি। বুয়া ৩। মা ২ ৩ ৪ ৩। যা ২ ৩ ৪ ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৪৩র ৪৩ ৪৫ ৪৫ র ৩ ২ ৩র৪র৫ ২১র
২। পিবাসুতস্তরসিনঃ। মৎস্বা। নআ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রগোমতাঽ ২ঃ।

২n ৫ ৩র ২ ৪র ৫র ৪ ৫
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। আপা ৩ য়িনোঁবো। ঔহোবাহায়ি।

১ ২ ১ ২ র ১ ২র ২n ৫ ৩ ২
ধায়িসধমা। দিয়েবার্দ্ধে। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অস্মা ৩

৪ ৫র ৪ ৫ ৩ ২ ৪ ঃ৩র ৪ র ৫র
৮ অব। ঔহোবাহায়ি। তুভা ৩ য়িধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। অস্মা৮ অবস্তুতেদিয়ো।

র ৩ ২ ৩র ৪ ৫ ২১র
স্মান্। অবা ৩ ৪ ঔহোবা। ভূতেধিয়াঽ ২ঃ। হা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২A ৫ ৩২র ৪ ৫র ৩ ৫ ১ ২র১ ২ র ১ ২
উ ৩ ৪ পা। ভুয়া ৩ মতা। ঔহোবাহায়ি। সুমতৌবা। জিনোপায়ম।

২n ৫ ৩র২ ৪ ৫র ৪ ৫ ৩ ২
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। মানা ৩ স্তর। ঔহোবাহায়ি। স্তিমা ৩

৪ ৩র৪ ৩৪র৫ র র ৩ ২ ৩র৪র৫
ভা ৫ য়া ৬ ৫ ৬। মানস্তরস্তিমাস্তয়ে। মানঃ। স্তরা ৩ ৪ ঔহোবা।

২১র ২n ৫ ৩ ২ ৪
স্তিমায়াঽ ২ য়ি। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। অস্মা ৩ ক্ষিত্রা।

৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ৩ ১ ২ ২n ৫
ঔহোবাহা'য়। ভায়িরবতাৎ। অভিষ্টায়িভিঃ। হা ৩ ১ উবা। উ ৩ ৪ পা।

৩র২ ৪ র ৫র ৪ ৫ ৩২ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
আনা ৩ঃ সুম্রে। ঔহোবাহায়ি। যুয়া ৩ মা ৫ য়া ৬ ৫ ৬। উ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

২র ২ ১ ২ ১ ২ র ১ — ১ ২
৩। পিবাসুতস্যা ৩ রসিনাঃ। মৎস্বানআয়ি। ত্রগোমতা ২ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ র ১ ২
আপা ৩ য়িম্রোঁবো। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ধায়িসধমা। দিয়েবা ২ ৩ র্দ্ধায়ি।

১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪
ইহা ৩। আস্মা ৩৮ আবা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। তুভা ৩ য়িধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ।

২ র ২র ১ ২ ১ ২ র ১ — ১২
অস্মা৮ অস্তু ৩ তেদিয়াঃ। অস্মা৮ অবা। ভুতেধিয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১ ২　৪ ৫　　২^৩　　৫　　১ ২র ১　　২ র ১　　২
ভূয়া ৩ মাত্তায়ি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্থমত্তোবা। জিনোবা ২ ৩ রায়।

১ ২　১ ২　৪ ৫　২^৩　৫　৩ ২　৪
ইহা ৩। মানা ৩ স্তারা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভিমা ৩ তা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ য়ি।

২র　　২র　　র ১ ২ ১　　২ র ১ —　　১ ২　　১ ২
মানস্তরভী ৩ মাত্তয়ায়ি। মানাস্তরা। ভিমাতয়া ২ য়ি। ইহা ৩। আম্না ৩

৪　৫　২ᵘ ৩　৫　১　২ ১　২　১　২
গ্ধায়িত্রা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভায়িরবতাৎ। অভিষ্টা ২ ৩ য়িতায়িঃ।

১২　১ ২　৪ ৫　২ᵘ ৩　৫　৩২　৪
ইহা ৩। আনা ৩ঃ স্থয়ায়ি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। বুষা ৩ মা ৫ য়া ৬ ৫ ৬।

৩ ১ ১ ১ ১
হে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৫ ৪　২ ৩ ৪ ৫　　১ র　　র　　১　　২র ১ র　র
৪। পিবা ৩ স্থতস্তরসিনাঃ। মৎস্বানইন্দ্রগোমতা ২ ৩ হোইয়া। আপির্ন্নোবোধি-

র　র　　১　　২১র　　২　১　　২ᵘ
সধমাত্তেবৃধা ২ ৩ হোইয়া। অস্মাঁ৮অা ২ ৩ বা। ভুতায়িধা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ।

৫ ৪　২ ৩ ৪ র ৫　　১ র　　র　　১　　২র১র র
অস্মা ৩ ৮অবন্তুতেধিয়াঃ। অস্মা৮অবন্তুতেধিয়া ২ ৩ হোইয়া। ভূয়ামত্তে

র র　র　　১　　২র১　　২　　১র
স্থমত্তোবাজিনোবয়া ২ ৩ ৮হোইয়া। মানস্তা ২ ৩ রা। ভিমাতা ২ ৩

২ᵘ　　৫র৪　২ ৩ ৪ র৫　　১র　　র　　১
য়া ৩ ৪ ৩ য়ি। মানা ৩ স্তরভিমাতয়ায়ি। মানস্তরভিমাতয়া ২ ৩ য়িহোইয়া।

২ ১র　র　　র　　১　　২র ১　　২　　১র
অস্মাক্ষিত্রাভিরবতাদভিষ্টিভা ২ ৩ য়িহোইয়া। আনঃস্ব ২ ৩ য়ায়ি। মুষামা ২ ৩

২ᵘ　　১
য়া ৩ ৪ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

° ° °

২ র　　র র　　　১　১র　　২
৫। পিবাস্থতস্তরসিনোমৎস্বাহাউ। না ২ঃ। ইন্দ্রা ২ গোমতা ২ ৩ঃ। হাউ।

২ ১ — র　　১ ৭ —　　১র　　২　　১ ৭
আপিয়া ২ বো। ধিনাধমা ২। দিয়েবৃধা ২ ৩। হাউ। অস্মাঁ৮অবা ২ ৩।

২ঘ ৩ ২ ১ ঘ ৩ ৫র র ২ঘ৩ ১ ১ ১ ১ ২ র
হা। তুতে ৩ হো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ধিয়উ ২ ৩ ৪ ৫। অস্মাভ্‌-

র র র — ১ — ১র ২ র১র —
অবস্তভেধিয়োস্মানহাউ। আ ২। বস্তু ২ তেধিয়া ২ ৩ঃ। হাউ। ভূয়ামা ২

র ১ ৭ — ১ র ২ র ১ ৭. ২ঘ
তে। শুমন্তোবা ২। জিনোবয়া ২ ৩ ম্। হাউ। মানাস্তরা ২ ৩। হা।

৩ ২ ১ ঘ ৩ ৫র র ২ঘ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র র র
ভিমা ৩ হো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভযউ ২ ৩ ৪ ৫। মানস্তরভিমাভয়ে-

র র ১ — ১ -- ১র ২ ১র --
মানোহাউ। ত্বা ২ঃ। অভা ২ য়িমাভয়া ২ ৩ য়ি। হাউ। অস্মাঞ্চা ২

র ১ ৭ -- ১ ২ র ১ ৭
য়িত্রা। ভিরাবতা ২ ৭। অভিষ্টিভা ২ ৩ য়িঃ। হাউ। আনাঃপুন্না ২ ৩

২ঘ ৩২ ১ ঘ ৩ ৫র র ২ ঘ৩ ১ ১ ১ ১
য়ি। হা। বুয়া ৩ হো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মযউ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ০

——•——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ত্রিরস্মৈ সপ্ত ধেনবো দুদুহ্রিরে

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সত্যামাশিরং পরমে ব্যোমনি।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
চত্বার্য্যন্যা ভুবনানি নির্ণিজে চারূণি

৩ ২ ৩ ১র ২র
চক্রে যদৃতৈরবর্দ্ধত ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ; (১) "অভীবর্ত্তম্", (২) "উৎসেধম্", (৩) "নিষেধম্". (৪) "পৃষ্ঠম্" এবং (৫) "অমহীয়বসাম."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পরমে ব্যোমনি' (উৎকৃষ্টে অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে—স্থিতায় ইতি যাবৎ) 'অস্মৈ' (অস্মৈ সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে, তেন সহ সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্রিঃ সপ্ত' (বহুসংখ্যাকাঃ, সর্ব্বে) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) লোকানাং 'সত্যাং' (যথার্থং) 'আশিরং' (আশ্রয়স্বরূপং - সত্যং ইতি যাবৎ) 'দুদুহ্রিরে' (দুহন্তি); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে, জ্ঞানং সত্যাশ্রয়ী ভবতি—ইতি ভাবঃ ; যদ্ (যদা) সত্ত্বভাবঃ 'ঋতৈঃ' (সত্যভাবৈঃ, সত্যেন) 'অবর্দ্ধত' (বর্দ্ধয়তি) তদা সঃ 'নির্ণিজে' (তমোগুণাত্মিকায়, তৎপরিশোধনায়, তমোগুণাত্মকং অমঙ্গলং বিনাশায় ইত্যর্থঃ) 'চত্বারি অন্যা' (অন্যানি চত্বারি, সর্ব্বাণি ইত্যর্থঃ) 'ভুবনানি' (বিশ্বং ইত্যর্থঃ); 'চারূণি' (মঙ্গলপূর্ণানি, সুশোভনানি) 'চক্রে' (করোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্য-জ্ঞানসমন্বিতঃ সত্ত্বভাবঃ জগদ্ধিতং সাধয়তি - ইতি ভাবঃ। (১২অ—৫খ - ৪সূ—১সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকস্থিত সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য অর্থাৎ তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সমস্ত জ্ঞানরশ্মি লোকদিগের যথার্থ আশ্রয়স্বরূপ সত্যকে দোহন করে ; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান সত্যাশ্রয়ী হয়); যখন সত্ত্বভাব সত্যের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন, তখন তিনি তমোগুণাত্মক অমঙ্গলকে বিনাশ করিবার জন্য সকল ভুবনকে অর্থাৎ বিশ্বকে মঙ্গলপূর্ণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্যজ্ঞানসমন্বিত সত্ত্বভাব জগতের হিতসাধন করেন।)। (১২অ—৫খ—৪সূ—১সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পরমে ব্যোমনি' বিবিধব্যোমমবনং গমনং দেবানামত্রেতি ব্যোমা যজ্ঞঃ, তস্মিন্ স্থিতায় যদ্বা পরমে ব্যোমনি অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানায় 'ত্রিঃ সপ্তঃ' একবিংশতি-সংখ্যাকাঃ 'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'সত্যাং' সত্যং যথার্থভূতং 'আশিরং' আশ্রয়মাণং 'দুদুহ্রিরে' দুহন্তি। যদ্বা, ত্রিঃসপ্ত দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবঃ ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ ইতি, এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ গোষু উৎপন্নতে তদসাবো দুহন্তীতি। কিঞ্চায়ং সোমঃ 'অন্যা' অন্যানি 'চত্বারি' 'ভুবনানি' উদকানি বলতীবরীত্যিত্রৈবকথনা ইতি, তানি চতুঃসংখ্যাকানি 'চারূণি' কল্যাণানি উদকানি 'নির্ণিজে' নির্ণেজনায় পরিশোধনায় 'চক্রে' করোতি। 'যৎ' যদা অয়ং 'ঋতৈঃ' যজ্ঞৈরেব 'বর্দ্ধিতঃ' বর্দ্ধিতবান তদা করোতি। 'দুদুহ্রিরে' 'পরমেব্যোমনি'—'দুহ্রে'—'পূর্ব্বেব্যোমনি' —ইতি পাঠৌ। (১২অ—৫খ—৪সূ—১সা)।

* • *

প্রথম (১৪২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যে বা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রার্থ খুব স্পষ্ট হয় নাই। 'ত্রিসপ্ত' পদ সম্বন্ধে ভাষ্যাদিতে নানা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। এতৎসম্বন্ধে সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ 'ত্রিসপ্ত' পদদ্বয়ে (৩×৭=২১) একুশ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'একুশটী গাভী' এই বাক্যাংশ দ্বারা কি অর্থ সূচিত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। গাভীসমূহের সংখ্যাই বা নির্দ্দিষ্ট হইবে কেন? ভাষ্যকার দুইটী অর্থের কল্পনা করিয়াছেন। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার মনেও সন্দেহ আছে! বিশেষতঃ দ্বিতীয় অর্থ একটী রূপকমাত্র। বিবরণকারও ঐ পদের অর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বাহুল্য ও অনাবশ্যক বোধে তাহা উদ্ধৃত হইল না। আমরা এইরূপ স্থলে বহ্বর্থে সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেও এরূপস্থলে বহ্বর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি - এখানেও তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রচলিত ভাষ্যাদির গবেষণা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। 'ত্রিসপ্ত' পদ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, 'অন্যা চত্বারি ভুবনানি' সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযুক্ত হয়। 'নির্ণিজে' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে সামবেদ (৩প—৫অ—৯খ—৭সা) দ্রষ্টব্য। (১২অ—৫খ—৪সূ —১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
স ভক্ষ্যমাণো অমৃতস্য চারুণ উভে

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যাবা কাব্যেনা বি শশ্রথে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
তেজিষ্ঠা অপো মঙ্হনা পরি ব্যত

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যদী দেবস্য শ্রবসা সদো বিদুঃ ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৯খ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চারুণঃ' (কল্যাণস্য, কল্যাণদায়কস্য) 'অমৃতস্য' 'ভক্ষমাণঃ' (ভক্ষণকারী, গ্রহণকারী) 'সঃ' (সঃ প্রসিদ্ধঃ—সৎকর্ম্মসাধকঃ ইতি যাবৎ) 'কাব্যেনা' (কবিকর্ম্মণা, স্তোত্রেণ, প্রার্থনয়া) 'উভে দ্যাবা' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) 'বিশশ্রথে' (পরিপূরয়তি, ঐকান্তিকতয়া প্রার্থয়তি ইত্যর্থঃ); 'যদী' (যদা) সাধকঃ 'শ্রবসা' (আরাধনয়া) 'দেবস্য সদঃ' (দেবভাবস্য স্থানং, দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'বিদুঃ' (জানাতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ) তদা 'মংহনা' (মহত্বেন, মহৎকর্ম্মসাধনেন) 'তেজিষ্ঠা অপঃ' (জ্যোতির্ম্ময়াণি অমৃতানি, জ্যোতির্ম্ময়ং অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'পরিব্যত' (পরিব্যাপ্নোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ জনঃ অমৃতং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১২অ-৫খ-৪সূ-২সা)॥

°.°

বঙ্গানুবাদ।

কল্যাণদায়ক অমৃতের গ্রহণকারী সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মসাধক প্রার্থনা-দ্বারা দ্যুলোকভূলোককে পরিপূর্ণ করেন, অর্থাৎ ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করেন; যখন সাধক আরাধনা দ্বারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন তখন মহৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় অমৃতপ্রবাহ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি অমৃত লাভ করেন।)। (১২অ—৫খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' 'ভক্ষমাণঃ' 'চারুণঃ' কল্যাণস্য 'অমৃতস্য' উদকস্য। ক্রিয়াগ্রহণমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদান-সংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে বহুলং (২।৩।৬২) ইতি ষষ্ঠী। চারূদকং ভক্ষমাণঃ। ইকার-লোপশ্ছান্দসঃ (৩।৪।৯৭)। ভিক্ষমাণঃ যষ্টৃভিঃ যাচমানঃ সন্ 'উভে' 'দ্যাবা'। দ্যাবা-দেশস্য দ্বন্দ্বে বিহিতত্বাৎ উত্তরপদাভাবেঽপি দ্বন্দ্বঃ প্রতীয়তে। উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণা 'বি শশ্রথে' বিবৃতকারাতিশয়েন নিঃসৃতেন প্রক্লেনোদকেন সম্পূরয়তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তেজিষ্ঠাঃ' অতিশয়েন দীপ্তানি 'অপঃ' উদকানি 'মংহনা' মহত্বেন 'পরিব্যত' তদা পরিত আচ্ছাদয়তি। 'যদি' যদা ঋত্বিজঃ 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য সোমস্য 'সদঃ' স্থানং 'শ্রবসা' হবিষা যুক্তাঃ সন্তঃ 'বিদুঃ' যাগার্থং জানন্তি লভন্তে তদা আবৃণোতীতি। বিদ জ্ঞানে (অদা॰ প॰) সিজভ্যস্ত (৩।৪।১০৯) ইতি ঝেজুর্সাদেশঃ। 'ভক্ষমাণঃ'—'ভিক্ষমাণঃ'—ইতি পাঠৌ। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৪২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। যিনি সৎকর্ম্মসাধনকারী, যিনি প্রার্থনাপরায়ণ, তিনি অমৃতত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে

প্রচলিত ভাব অনেকটা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"তিনি নির্ম্মল জল অন্বেষণ করিতে করিতে আপন কার্য্যের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে পৃথক করিয়া দিলেন। যখন সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করা হইল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্বগুণে উজ্জ্বল জলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন।"

এই অনুবাদ হইতে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না, অথবা ব্যাখ্যার ভাবও পরিষ্কার হয় নাই। মন্ত্রের প্রথম ভাগের দ্বারা যে কি ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবানুসারে 'তিনি' শব্দে হয়তো সোমরসকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু সোমরস নির্ম্মল জলের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেন এবং কিরূপে যে দ্যুলোক ভূলোককে দুই ভাগ করিয়া দিল তাহা মোটেই বোধগম্য হয় না। তার পর সোমদেবের স্থানকে খাদ্যযুক্ত করায় তিনি জলে বিস্তৃত হইলেন, ইহা দ্বারাও কোন ভাব স্পষ্ট হয় নাই। মোটের উপর অনুবাদটী আমাদের নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়াই মনে হইল।

আমরা মনে করি, উক্ত মন্ত্রে সাধকের সাধনা ও আরাধনার বিষয়ই মন্ত্রের প্রথমভাগে বিবৃত হইয়াছে এবং মন্ত্রের শেষভাগে সাধকের অমৃতপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। কোন পদে কোন অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ-দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (১২অ—৫খ—৪সূ—২সা)। *

—০—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১
তে অস্য সন্তু কেতবোঽমৃত্যবো

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অদাভ্যাসো জনুষী উভে অনু।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১
যেভির্নৃম্ণা চ দেব্যা পুনত

২র ৩ ১ ২
আদিদ্রাজানং মননা অগৃভ্ণত ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বঃ 'যেভিঃ' (যৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ) 'দেব্যা' (দেব্যানি, দেবত্বাপাদায়কানি) 'নৃম্ণা' (নৃম্ণাণি, বলানি—শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পুনতে' (পবিত্রাণি করোতি) 'অস্য' (অস্য দেবস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'তে' 'অমৃত্যবঃ' (মরণধর্ম্মরহিতাঃ নিত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'অদাভ্যাসঃ' (অহিংসিতাঃ, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়াঃ ইতি ভাবঃ) 'কেতবঃ' (রশ্ময়ঃ, জ্যোতীংষি ইত্যর্থঃ) 'উভে অনুষী' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকে যে বস্তু, বিশ্বস্য সর্ব্বাণি বস্তূনি ইত্যর্থঃ) 'অনু সন্তু' (রক্ষন্তু অকল্যাণাৎ ইতি যাবৎ) 'ন' (অপিচ) 'মননা' (মননীয়াঃ স্তুতয়ঃ, প্রার্থনাঃ ইত্যর্থঃ) 'আদিৎ' (আদিকালাৎ, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'রাজানং' (শ্রেষ্ঠদীপ্তি-সম্পন্নং, জ্যোতির্ম্ময়ং দেবং) 'অগৃভ্ণত' (প্রাপ্নুবন্তি)। প্রার্থনামূলকঃ নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ প্রার্থনয়া লভ্যতে; শুদ্ধসত্ত্বঃ বিশ্বং অকল্যাণাৎ রক্ষতু ইতি ভাবঃ॥ (১২অ—৫খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব যে জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা দেবভাবদায়ক শক্তিকে পবিত্র করে, শুদ্ধসত্ত্বের সেই নিত্য, সকলের প্রার্থনীয় জ্যোতিঃ বিশ্বের সকল বস্তুকে রক্ষা করুক; অপিচ প্রার্থনা নিত্যকাল জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ প্রার্থনাদ্বারা লব্ধ হয়েন; শুদ্ধসত্ত্ব বিশ্বকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করুন।)। (১২অ—৫খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' এতাদৃশস্য সোমস্য 'কেতবঃ' প্রজ্ঞাপকাঃ সর্ব্বৈশ্চায়নীয়া রশ্ময়ঃ। কীদৃশাঃ? 'অমৃত্যবঃ' মরণ-ধর্ম্ম-রহিতাঃ অতএব 'অদাভ্যাসঃ'। দভেশ্চেতি বক্তব্যং (৭।৩।৬৯ বা০) ইতি ণ্যৎ। পরৈরহিংস্যাস্তেতাদৃশা অস্য রশ্ময়ঃ 'উভে' 'অনুষী' জন্মনা স্থাবর-জঙ্গমাত্মকে যে 'অনু' লক্ষীকৃত্য 'সন্তু' রক্ষন্তু। ওষধীনামগ্রে সোমো রেতো নিষিঞ্চতি বজ্রঃ মনুষ্যাণাঞ্চ ধারাঃ স্রবতি খলু। সোঽয়ং 'যেভিঃ' যৈঃ কেতুভিঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'দেব্যা' দেবার্হাণি চায়ানি 'পুনতে' প্রেরয়তি। 'আদিৎ' অভিষবানন্তরমেব 'রাজানং' সোমং 'মননাঃ' মননীয়াঃ স্তুতয়ঃ 'অগৃভ্ণত' পরিগৃহ্ণন্তি প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'হৃগ্রহোঃ'—ইতি ছান্দসো ভকারঃ॥৩॥

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৪২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও প্রার্থনার ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমরসের ঔজ্জ্বল্য অবিনাশী ও অক্ষয় হউক, তাহা দ্বারা স্থাবরজঙ্গম এই দুই প্রকার বস্তু রক্ষা প্রাপ্ত হউক। সেই ঔজ্জ্বল্য দ্বারা তিনি আমদিগকে বলবান্ ও ধনবান্ করেন। নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাহার উদ্দেশে স্তুতি পাঠ হইতে লাগিল।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মন্ত্রান্তর্গত 'যেভিঃ' পদের ভাব এই ব্যাখ্যায় নাই। ভাষ্যেও 'যঃ' পদের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত 'সঃ' পদের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু 'যদ্' শব্দের সঙ্গে 'তদ্' শব্দের সংযোগ না থাকিলে অর্থ পূর্ণ হয় না বা হইতে পারে না। সেইজন্য আমরা ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের দিক হইতে অপূর্ণতা লক্ষ্য করি।

মন্ত্রান্তর্গত 'আদিৎ' পদের ভাষ্যার্থ—"অভিষবানন্তরমেব" অর্থাৎ সোম অভিষব হইবার পরে। এখানে সোমরস বা সোমরসের অভিষবের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ সোমরস অভিষবের সঙ্গে মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে না। মন্ত্রের শেষাংশের ব্যাখ্যা এই,—'নিষ্পীড়নের অব্যবহিত পরেই তাহার উদ্দেশে স্তুতিপাঠ হইতে লাগিল।" যদি প্রচলিত মত গ্রহণ করা যায় তবুও এই ব্যাখ্যার সার্থকতা থাকে না। কারণ আমরা পূর্ব্বে বহুস্থলেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, নিষ্পীড়নের বহু পূর্ব্বেই সোমলতাকে স্তুতি করা হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত মতেও এই ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে না। যাহা হউক, এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে। (১অ—৫খ ৪সূ ৩সা। *

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

১ ৫র ৪৫র৪৫রর ৪ ৫ ২১র র
আ২৩৪ য়িঃ। অষ্টৈসপ্তধেনবোদুদো। হোত্রারিরারি। সত্যামাশিরম্পর-

২র১ -- ১রর ২ ১ ২ ণ৩
মায়ি। বিযোমানী২। চত্বার্যান্যাভুবনা। নিনির্ণারিজা২৩ রি। চারুণা

৫ ২র১ ২র ৫২ ৪ ১
২৩৪ রিবা। ক্রেযদৃতৈঃ। আবা৩র্দ্ধা৫তা৬৫৬। সা২৩৪ঃ।

৫ রর ৪ ৫ র ৬ ৫ ১ররর.র র ২২ —
তক্ষামাণোঅমৃতস্যচো। হারুণাঃ। উৎস্তোবাকাব্যেনা। বিশশ্রাথা২রি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

র র　র　　　২　　　২ ৫ ৩　　৫　২ ১ ২র
স্তোজিষ্ঠাঅংগোমৎ হুনা। পরিব্যাস্তা ২ ৩। যাদীদা ২ ৩ ৪ য়িবা। স্তশ্রবদা।

১ ২　৪　　　১　　৫　র ৪৫র　র
দাদো ৩ বা ৫ য়িদূ ৬৫ ৬ঃ॥ তে ২ ৩ ৪। অস্তদস্তকেতবোদমো।

৪　৫　১ র র র　　২ র ১ --　১র　র র　　২
হোর্ত্মাবাঃ। অদাভ্যাসোঅস্তুষী। উত্তেজানু ২। যোস্তর্নিশাচদেব্যা। চপু-

১　　２ ৩　　৫　২ ১ ২র　　১ ২　৪
দাদা ২ ৩ য়ি। আদিন্দ্রা ২ ৩ ৪ জা। নম্নমনাঃ। আগা ৩ ভর্গা ৫

স্তা ৬ ৫ ৬। ১২৩।•

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩　২　৩ ২　৩ক ২র　　　৩　২　　২
অভি বায়ুং বীত্যর্ষা গৃণানোঽ৩ঽভি

৩ ১র　২র　৩ ১ ২
মিত্রাবরুণা পূয়মানঃ।

৩ ১র　২র　৩ ১ ২　　৩ ২ ৩ ১ ৩
অভী নরং ধীজবনং রথেষ্ঠামভীন্দ্রং

১ ২ ৩　১ ২
বৃষণং বজ্রবাহুম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'গৃণানঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধনীয়ঃ) ত্বং 'বায়ুং অভি' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং অভিলক্ষ্য) তথা 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রাবরুণৌ, মিত্রস্বরূপং

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"মারুতম"।

অভীষ্টপূরকং দেবং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নি' (অভিলক্ষ্য) 'বীতি' (বীতয়ে, পানায়, তেষাং গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'অভ্যর্ষ' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব) ; 'নরং' (নেতারং, সৎকর্ম্মনেতারং) 'ধীজবনং' (বুদ্ধ্যা সমং বেগং কুর্ব্বাণং, আশুমুক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রথেষ্ঠাং' (রথে তিষ্ঠন্তং, সৎকর্ম্মণি বর্ত্তমানং, যদ্বা – হৃদ্রূপে রথে বর্ত্তমানং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'বজ্রবাহুং' (বজ্রহস্তং, রক্ষাস্ত্রধারিণং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, তান্ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদারাধনায়ৈঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি– ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ – ৬খ ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি আশুমুক্তিদায়ক দেবতার অভিলক্ষ্যে এবং পবিত্রকারক আপনি মিত্রস্বরূপ অভীষ্টপূরক দেবতার অভিলক্ষ্যে, তাঁহাদের গ্রহণের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সৎকর্ম্ম-নেতা, আশুমুক্তিদায়ক, সৎকর্ম্মে বর্ত্তমান, (অথবা হৃদ্রূপ রথে বর্ত্তমান), অভীষ্টবর্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অভিলক্ষ্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির জন্য আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা শুদ্ধসত্ত্ব যেন লাভ করিতে পারি।)। (১২অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'গৃণানঃ' স্তূয়মানস্ত্বং 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ চ পানায় 'অভি' গচ্ছ। কিঞ্চ 'নরং' সর্ব্বস্য নেতারং, 'ধীজবনং' বুদ্ধ্যা সমং বেগং কুর্ব্বাণং, 'রথেষ্ঠাং' রথে তিষ্ঠন্তং। অনেনাশ্বিনাবভিধীয়তে; এক-বচনন্তু প্রত্যেক-বিবক্ষয়া সমুদায়-বিবক্ষয়া বা; এতাদৃশাবশ্বিনৌ চাভিগচ্ছ। তথা 'বৃষণং' কামানাং বর্ষকং 'বজ্রবাহুং' বজ্র-যুক্ত-হস্তং 'ইন্দ্রং' চ ত্বং পানায় 'অভি' গচ্ছ॥ (১২অ—৬খ ১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন। সুতরাং হৃদয়ে সেই পরমবস্তু লাভ করাই মানবের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এখানে সেই পরম বস্তু লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে 'গৃণানঃ' বলা হইয়াছে। সত্ত্বভাব সকলের দ্বারা স্তুত হয়েন, অর্থাৎ সকলেই পরমবস্তুর জন্য প্রার্থনা করেন। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির ইহাই প্রধান সোপান। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানুষ স্বতঃই পবিত্রহৃদয় হয়, তাই সত্ত্বভাবকে 'পূয়মানঃ' বলা হইয়াছে।

'রথেষ্ঠাং' পদের অর্থ রথে বর্ত্তমান। 'রথ' শব্দে দুইটী ভাব অধিগত হয়। একটী ভাব এই যে,—'রথ' শব্দে সৎকর্ম্মকে বুঝায়, কারণ তাহাই মানুষকে ভগবৎসমীপে বহন করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং সৎকর্ম্মই 'রথ' পদবাচ্য। অপরপক্ষে মানবের হৃদয়ই ভগবানের আসন 'রথ' রূপে পরিকল্পিত হয়। তাই আমরা 'রথেষ্ঠাং' পদের দুইটী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। (১২অ—৬খ—১সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি বস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ।
৩ ২ ৩ ১র ২র ৩
অভি চন্দ্রা ভর্ত্তবে নো
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
হিরণ্যান্যভ্যশ্বান্রথিনো দেব সোম॥ ২ ॥

***

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'বস্ত্রা' (বস্ত্রাণি, আচ্ছাদকানি, পাপাচ্ছাদকানি, পাপনাশকানি) 'সুবসনানি' (শোভনধনানি, পরমধনানি) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ, অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'সুদুঘাঃ' (সুষ্ঠু পয়সঃ দোগ্ধ্রীঃ, অমৃতদায়কান্ ইত্যর্থঃ) 'ধেনূঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'অভি' (অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ); 'দেব' (হে পরমদেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ভর্ত্তবে' (ভরণায়, পোষণায়, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রা' (চন্দ্রাণি, আনন্দদায়কানি) 'হিরণ্যানি' (হিতরমণীয়ানি ধনানি, মঙ্গলপ্রদানি ধনানি) তথা 'রথিনঃ' (রথযুক্তান্, সৎকর্ম্মসমন্বিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অশ্বান্' (ব্যাপকজ্ঞানানি, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অভি'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের ঊনপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ - অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং লভেমহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১২অ - ৬খ - ১সূ - ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পাপনাশক পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন; পবিত্রকারক আপনি অমৃতদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ প্রদান করুন; হে পরমদেব! আমাদিগের ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তির জন্য আনন্দদায়ক মঙ্গলপ্রদ ধন এবং সৎকর্ম্মসমন্বিত পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরমধন লাভ করি।) ॥ (১২অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং অস্মাকং 'সুবসনানি' সুপরিধানানি 'অভি' গময়। যদ্বা, সুবসনানি শোভনবস্ত্র-সহিতানি 'বস্ত্রা' বস্ত্রাণ্যাচ্ছাদকানি ধনানি 'অভি' গময়। কিঞ্চ 'পূয়মানঃ' পবিত্রেণ ত্বং 'সুদুঘাঃ' সুষ্ঠু পয়সো দোগ্ধ্রীঃ 'ধেনূঃ' নবপ্রসূতিকা গাঃ 'অভি' প্রাপয়। অপিচ 'চন্দ্রা' চন্দ্রাণি আহ্লাদকানি 'হিরণ্যানি' 'ভর্ত্তবে' ভরণায় পোষণায় 'নঃ' অস্মাকং 'অভি' গময়। তথা হে 'দেব' স্তোতব্য! হে 'সোম'! 'রথিনঃ' রথবতঃ অশ্বান্ অস্মাকং 'অভি' প্রাপয় ॥ ২ ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৪২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে পাপনাশক ধনলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনাংশের সার মর্ম্ম এই যে, আমাদের পাপ যেন বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, আমরা যেন পাপজয়ী হইতে পারি। পাপনাশক ধনের অর্থ—পাপনাশক শক্তি, যাহা দ্বারা মানুষ পাপের বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সেই বস্তুকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম—অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানলাভ। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে পারে, সেই জন্যই জ্ঞানকে 'সুদুঘাঃ' বলা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে জ্ঞানকেই অমৃত বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনে অভেদত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অংশেও মোক্ষপ্রাপ্তির সাধনভূত পরাজ্ঞান ও সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহাতে আমরা পরমমঙ্গলের অধিকারী হইতে পারি, প্রার্থনায় তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর কি ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়োদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি এস, সেই সঙ্গে উত্তম উত্তম পরিধানীয় বস্ত্র আনয়ন কর, তুমি শোধিত হইতেছ, অনায়াসে দোহন করা যায়, এই প্রকার গাভী লইয়া আইস। মনের আহ্লাদদায়ী প্রচুর সুবর্ণ লইয়া আইস, এবং রথযুক্ত অশ্ব আনয়ন কর।" (১২ঋ - ৬খ—১সূ - ২সা)॥ ০

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২উ
অভী নো অর্ষ দিব্যা বসূন্যভি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বা পার্থিবা পূয়মানঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১
অভি যেন দ্রবিণমশ্নুবামাভ্যার্ষেয়ং

২ ৩ ১ ২
জমদগ্নিবন্নঃ ॥ ৩ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'পূয়মানঃ' (পবিত্রকারকঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দিব্যা' (দিব্যানি, মোক্ষদায়কানি) 'বসূনি' (পরমধনানি) 'অভ্যর্ষ' (প্রযচ্ছ) তথা 'পার্থিবা' (পার্থিবানি — জগতঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি—ধনানি ইতি যাবৎ) 'অভি' (অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ); 'যেন' (যেন সামর্থ্যেন, যথা শক্ত্যা) বয়ং 'দ্রবিণং' (পরমধনং) 'অশ্নবাম' (উপভোগায় সমর্থাঃ ভবামঃ, লভামহে ইত্যর্থঃ) তাং শক্তিং অস্মভ্যং 'অভি' (অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ); 'জমদগ্নিবৎ' (জমদগ্নিঃ যথা, প্রোজ্জ্বলজ্ঞানঃ, পরাজ্ঞানসম্পন্নঃ সাধকঃ যথা) 'আর্ষেয়ং' (ঋষিযোগ্যং,

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের পঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সাধকভোগ্যং ইত্যর্থঃ) পরমধনং লভতে, 'নঃ' (অস্মভ্যং) তদ্ধনং 'অভি' (অভ্যর্ষ, প্রযচ্ছ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! পবিত্রকারক আপনি আমাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমধন প্রদান করুন, এবং জগতের সকল ধন প্রদান করুন; যে শক্তির দ্বারা আমরা পরমধন লাভ করি সেই শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; পরাজ্ঞানসম্পন্ন সাধক যেমন সাধক-ভোগ্য পরমধনলাভ করেন, আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান এবং পরমধন যেন লাভ করি।)। (১২অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! পবিত্রেণ 'পূয়মানঃ' ত্বং 'দিব্যা' দিব্যানি দিবি ভবানি 'বসূনি' ধনানি 'নঃ' অস্মাকং 'অভ্যর্ষ' অভিগময় তথা 'পার্থিবা' পার্থিবানি পৃথিব্যাং ভবানি 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্বাণি ধনান্যভিগময়। তথা 'যেন' ত্বদীয়েন সামর্থ্যেন 'দ্রবিণং' ধনং 'বয়ং' 'অশ্নবাম' অভি ব্যাপ্নয়াম তৎ সামর্থ্যং 'অভি' গময়। কিঞ্চ 'আর্ষেয়ং' ঋষীণামৃষিপুত্রাণাং যোগ্যং ধনং 'জমদগ্নিবৎ' জমদগ্নের্যথা ত্বং প্রাপয় এবং 'নঃ' অস্মাকমপি অভ্যর্ষ। যদ্বা, আর্ষেয়ং, ঋষীণাং যোগ্যং মন্ত্রং জমদগ্নেঃ স্বভূতং মন্ত্রং যথা স্বাদুতমং অকার্ষীঃ এনমস্মাকং তাদৃশং মন্ত্রং স্বাদুতমং কুর্ব্বিতি মন্ত্রদ্রষ্টা স্তোতা কুৎসো নামর্ষিঃ প্রার্থয়তে। (১২অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব বোধগম্য হইবে। অনুবাদটী এই,—"স্বর্গীয় নানাবিধ সম্পত্তি আমাদিগের দিকে লইয়া এস। শোধিত হইতেছ, সর্ব্বপ্রকার পৃথিবীর ধন আহরণ কর। যাহাতে আমরা জমদগ্নির ন্যায় ঋষিজনোচিত ধন প্রাপ্ত হই, সেইরূপ আইস।"

প্রচলিত এই ব্যাখ্যারও অনেক অংশই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় 'সোম'কে অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদকার সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। মন্ত্রের প্রথম অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত

আমাদের ভাবগত কোন পার্থক্য নাই। দ্বিতীয় অংশকে অনুবাদকার পার্থিবধনের প্রার্থনা-মূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও আমাদের ব্যাখ্যার সহিত পার্থক্য ঘটিয়াছে, তথাপি ঐ ব্যাখ্যাকে অসঙ্গত বলা যায় না। কারণ মানুষ তাহার ইহলৌকিক পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের জন্য ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। আবার ইহলোকের কর্ম্মক্ষেত্রে না থাকিলে পরলোকের জন্য সাধনা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং যে কোন জিনিষের জন্যই হউক না কেন, মানুষ একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে? সুতরাং এই দিক দিয়া পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, যদিও বেদের কোথাও গরু ঘোড়া ধন-দৌলতের জন্য প্রার্থনা নাই।

মন্ত্রের শেষ অংশে 'জমদগ্নি' শব্দে এতন্নামক ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যাদির মর্ম্ম। কিন্তু পুনঃপুনঃ বলিয়াছি যে অপৌরুষের নিত্য বেদে অনিত্য ব্যক্তির, স্থানের বা বস্তুর নাম নাই এবং থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান স্থলে 'জমদগ্নি' শব্দে প্রজ্ঞানসম্পন্ন সাধককেই লক্ষ্য করিতেছে। (১২অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥ ৹

———०———

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ . ১র ২ ১ . ২৩৪৫ ১ ১
ও ৩ হো. ৩ হোয়ি। অভিবায়ুম্। বী ৩ তিঅ। র্ষাগৃণানাঃ। অভিমিত্রা।

২ ১ র ২৩৪৫ ২র১ ৩ ১ ২ ৩৪৫ ২ ১
বরুণা। পূয়মানাঃ। অভীনরাম। ধী ৩ জব. নও রথেষ্ঠাম্। অভি-

২২ ১ ২ ৪ ২ ১
ইন্দ্রাম্। বৃষণম। বা ৩ ৪ ৩। জ্রা ৩ বা ৫ হু ৬ ৫ ৬ ম। অভিবস্ত্রা।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১র ২১র ২৩৪৫ ২ ১
সুবস। নানিয়র্ষা। অভিধেনূঃ। সুদুঘাঃ। পূয়মানাঃ। অভিচন্দ্রা।

২ ১র ২৩৪৫ ২ ১ ২১ ২ ২ ৪
ভর্ত্তবম। নোহিরণ্যা। অভিয়শ্বান্। রথিনঃ। দা ৩ ৪ ৩ য়ি। বা ৩ সো

২র১র ২ ১. ২৩৪৫ ২ ১ ২
৫ মা ৬ ৫ ৬। অভীনোআ। যা ৩ দিবি। যাবসূনী। অভিবিশ্বা। পা ৩

১ ২ ২৩৪৫ ২ ১র ২১ ২৩৪৫ ২ ২ ২
র্থিবা। পূয়মানাঃ। অভিযেনা। দ্রবিণম। অশ্নু,বামা। ঔ ৩ হো ৩ হোয়ি।

১র ২ ১ ২ ২ ৪
অভ্যর্ষ। যা ৩ অমৎ। আ ৩ ৪ ৩। গা ৩ য়িঁগা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ॥ ১.২।৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের একপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"পার্থম্।"

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ১২ ৩১২
যজ্জায়থা অপূৰ্ব্ব্য মঘবন্বৃত্রহত্যায়।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১র ২র
তৎপৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপূৰ্ব্ব্য' (পূর্ব্বরহিত, হে অনাদিদেব !) 'মঘবন' (হে ধনবন, হে পরমধনদাতঃ !) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'বৃত্রহত্যায়' (পাপনাশায়) 'জায়থাঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ ভবসি, প্রবৃত্তঃ ভবসি ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (তদানীমেব) 'পৃথিবীং' (বিশ্বং ইতি ভাবঃ) 'অপ্রথয়ঃ' (পাপবিমুক্তং দৃঢ়ং করোসি) ; 'উত' (অপিচ), 'তৎ' (তদা) 'দিবং' (দ্যুলোকং) 'অস্তভ্না' (ধারয়সি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি পাপনাশকঃ ভবতি, ত্বৎকৃপয়া লোকাঃ মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১২অ—৬খ-২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অনাদিদেব ! হে পরমধনদাতা ! আপনি যখন পাপনাশের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন অর্থাৎ প্রবৃত্ত হয়েন তখনই বিশ্বকে পাপবিমুক্ত দৃঢ় করেন ; অপিচ, তখন দ্যুলোককে ধারণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই পাপনাশক হয়েন। তাঁহার কৃপাতেই লোকসমূহ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।) ॥ (১২অ—৬খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অপূৰ্ব্ব্য' ত্বত্তো ব্যতিরিক্তেন পূর্ব্বেণ বর্জ্জিত ! হে 'মঘবন্' মংহনীয়-ধনবন্ ! 'ইন্দ্র !' 'বৃত্রহত্যায়' বৃত্রহননায় 'যৎ' যদা ত্বং 'জায়থাঃ' উৎপন্নঃ প্রাদুর্ভূতোঽসি 'তৎ' তদানীমেব 'পৃথিবীং' প্রথমানাং ভূমিং 'অপ্রথয়ঃ' প্রথিতাং দৃষ্টামকরোঃ। 'উত' অপিচ 'তৎ' তদানীমেব 'দিবং' দ্যুলোকং অন্তরিক্ষেণ 'অস্তভ্নাঃ' নিরুদ্ধামকার্ষীঃ। এতাদৃশং বীর্য্যং ত্বদন্যস্য ন সম্ভবতীত্যর্থং দ্যোতয়তি অপূৰ্ব্ব্যেতি পদং॥ 'উতোদিবং'—'উতদ্যাং'—ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৪২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভগবানই কৃপা করিয়া পাপবিনাশের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েন। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" দুষ্কৃতের বিনাশের অর্থ—পাপের বিনাশ। মানুষের মধ্য হইতে যখন পাপ অসুর পলায়ন করে, তখন সেই হৃদয়াসন পবিত্র হয়, ভগবানের উপযুক্ত হয়। সেই পাপের বিনাশ সম্ভবপর হয়—ভগবানের আবির্ভাবে। বিশ্ব যখন পাপভারাক্রান্ত হয় তখনই ভগবান অবতীর্ণ হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বৃত্রাসুরের উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র! তুমি বৃত্রহননার্থ যখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছ তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছ এবং দ্যুলোককে নিরুদ্ধ করিয়াছ।" ভাষ্যকার প্রভৃতি 'অস্তভ্না' পদে নিরুদ্ধ করা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ ধারণ করাও হয়। ভগবান্ দ্যুলোক ধারণ করেন, অর্থাৎ মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি তাহাদিগকে মোক্ষপ্রাপ্ত করান। মোটের উপর মন্ত্রটীতে ভগবানের মহিমা-খ্যাপন দেখিতে পাই। (১২অ—৬খ—২সূ—১দা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয় সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

তত্তে যজ্ঞো অজায়ত তদর্ক উত হস্কৃতিঃ।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

তদ্বিশ্বমভিভূরসি যজ্জাতং যচ্চ জন্ত্বম্॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! যদা ত্বং জগতি প্রাদুর্ভূতঃ অসি 'তৎ' (তদা) 'তে' (তব, তবার্থং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'অজায়ত' (উৎপন্নং ভবতি, লোকাঃ সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'তৎ' (তদা) 'হস্কৃতিঃ' (হাসকারী, প্রীতিদায়কঃ, পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অর্কঃ' (জ্ঞানকিরণঃ, জ্ঞানং ইত্যর্থঃ) উৎপন্নং ভবতি ইতি শেষঃ,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উননবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

লোকাঃ জ্ঞানপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ ; 'যৎ' 'জাতং' (উৎপন্নং) 'চ' (তথা) 'যৎ' 'জন্ত্বং' (জনিতব্যং, উৎপস্যমানং) 'তৎ বিশ্বং' (তৎ সর্ব্বং) ত্বং 'অভিভূঃ অসি' (অভিভূতবান অসি, তেষাং সর্ব্বেষাং অধীশ্বরঃ ভবসি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি সৎকর্ম্মণঃ তথা জ্ঞানস্য মূলকারণং ; সঃ হি বিশ্বাধিপতিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১২অ—৬খ-২সূ-২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন আপনি জগতে প্রাদুর্ভূত হয়েন তখন আপনাকে পাইবার জন্য সৎকর্ম্ম উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন ; অপিচ, তখন পরমানন্দদায়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ লোকসমূহ জ্ঞান-পরায়ণ হয়েন ; যাহা উৎপন্ন এবং যাহা উৎপাস্যমান তাহা সমস্তই আপনি অভিভূত করেন অর্থাৎ সেই সকলের অধীশ্বর হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সৎকর্ম্ম এবং জ্ঞানের মূলকারণ। তিনিই বিশ্বাধিপতি হয়েন।)॥ (১২অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' যদা ত্বং অজায়থাঃ তদানীং 'তে' ত্বদর্থং 'যজ্ঞঃ' অগ্নিষ্টোমাদিঃ 'অজায়ত' সোম-পানার্থমভূৎ। 'উত' অপিচ 'তৎ' তদানীং 'হস্কৃতিঃ'। হস হসনে (ভ্বা° প°) হাসকারী প্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণো হর্ষ-সূচকো দ্বিতীয়-মন্ত্রোঽপি অজায়ত। কিঞ্চ তদা 'যৎ' 'জাতং' ভূতজাতং 'যচ্চ' 'জন্ত্বং'। কৃত্যার্থে ত্ব-প্রত্যয়ঃ। জনিতব্যং বিশ্বমস্তি 'তৎ' বিশ্বং সর্ব্বং 'অভিভূঃ অসি' স্ব-মহিম্না অভিভূতবানসি। (১২অ—৬খ—২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

যখন বসন্ত আসে তখন জগৎ আপনা হইতেই জাগরিত হয়, আলস্য জড়তা, দুঃখ দৈন্য মানুষ ভুলিয়া যায়, নবজীবনের নূতন প্রেরণায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, কোকিলঝঙ্কারে মানবের প্রাণে নূতন শক্তির সাড়া জাগাইয়া দেয়। কেহ না বলিয়া দিলেও মানুষ আপনা হইতেই বসন্তের আগমন অনুভব করিতে পারে, কারণ তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। ঠিক তেমনিভাবে ভগবান যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন—প্রকট হয়েন তখন জগতের সর্ব্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত হয়। মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে, জ্ঞানপরায়ণ হয়।

যখনই যে অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে তখনই জগতে ধর্ম্মপ্লাবন ঘটিয়াছে, পাপের বিনাশ ও পুণ্যের জয় হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ঘটনা। মন্ত্রে ভগবানের আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক এই বিষয়গুলিই বিবৃত করিয়াছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মন্ত্রের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, হাস্তকর অর্চ্চনামন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছ। (১২অ—৬খ ২সূ - ২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
আমাসু পক্কমৈরয় আ সূর্য্যং রোহয়ো দিবি।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
ঘর্ম্মং ন সামং তপতা সুবৃক্তিভির্জ্জুষ্টং
১ ২ ৩ ২
গির্ব্বণসে বৃহৎ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'আমাসু' (অপক্কেষু, অজ্ঞানেষু, অস্মাসু ইত্যর্থঃ) 'পক্কং' (পরিপক্কং জ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঐরয়ঃ' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'দিবি' (দ্যুলোকে, দ্যুলোক-প্রাপ্তয়ে, মোক্ষলাভায় ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানদেবং, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'আরোহয়ঃ' (স্থাপিতবান, অস্মাসু প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'গির্ব্বণসে' (গীর্ভির্ব্বননীয়ায় দেবায়, পরমারাধনীয়ং দেবং প্রাপ্তয়ে) যূয়ং 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'জুষ্টং' (প্রীতিকরং, ভগবৎ-প্রীতিসাধকং) 'ঘর্ম্মং ন' (জ্যোতিঃস্বরূপং, পরমজ্যোতির্ম্ময়ং) 'সাম' (সাম-মন্ত্রং, স্তোত্রং — উচ্চারয়ত ইতি শেষঃ) তথা 'সুবৃক্তিভিঃ' (শোভনস্তুতিভিঃ) 'তপত' (আরাধয়ত - তং পরমদেবং ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি; বয়ং আরাধনাপরায়ণাঃ ভবেম - ইতি ভাবঃ। (১২অ—৬খ—২সূ ৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উননবতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি অজ্ঞান আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন; মোক্ষলাভের জন্য পরাজ্ঞান আমাদিগের মধ্যে প্রদান করুন; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! পরমারাধনীয় দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য তোমরা মহৎ ভগবৎপ্রীতিসাধক পরম জ্যোতির্ম্ময় স্তোত্র উচ্চারণ কর এবং শোভনস্তুতিদ্বারা সেই পরম দেবতাকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমরা যেন আরাধনাপরায়ণ হই।)॥ (১২অ—৬খ—২সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'আমাসু' অপক্কাসু গোষু 'পক্কং' পয়ঃ 'ঐরয়ঃ' প্রেরয়। তথা চ মন্ত্রঃ—আমাসু-চিদ্দধিষে পক্কমন্তঃ ইতি। কিঞ্চ 'দিবি' দ্যুলোকে 'সূর্য্যং' 'আরোহয়শ্চ'। পূর্ব্বং পণয়োনামাসুরা অঙ্গিরসাং গা অপহৃত্যান্ধকারাবৃতে কস্মিংশ্চিৎ পর্ব্বতে স্থাপিতবন্তঃ, ততোঽঙ্গিরসঃ ইন্দ্রং স্তুত্বা গাঃ পুনরপ্যাহরেতি তৈরুক্তং ইন্দ্রো গবাং স্থানং তমসাবৃতং দৃষ্ট্বা তত্র গো-প্রদর্শনায় দ্যুলোকে সর্ব্বপ্রকাশকং সূর্য্যমারোহিতবান্। স্থাপিতবানসি। ছান্দসোলোপে বিভাষা (৮।১।৬২) ইতি পূর্ব্বস্য ঐরয় ইত্যস্য ন নিঘাতঃ। অথ পরোক্ষতোঽর্দ্ধর্চ্চঃ—হে স্তোতারঃ! 'সুবৃক্তিভিঃ' শোভনাভিঃ স্তুতিভিঃ 'ন তপত' ইন্দ্রং তীক্ষ্ণীকুরুত। ইন্দ্রং স্তুতিভিঃ যথা তপন্তি তদ্বৎ। ততঃ 'গির্ব্বণসে' গীর্ভির্ব্বননীয়ায়েন্দ্রায় 'জুষ্টং' প্রীতিকরং পর্য্যাপ্তং বা 'বৃহৎ' মহৎ বৃহদাখ্যং বা 'সাম' গ য়ত॥ (১২অ—৬খ-২সূ ৩সা)॥

তৃতীয় (১৪২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভগবান্ আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমরা যেন তাঁহার পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। মন্ত্রের প্রথম অংশে পরাজ্ঞানলাভের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং শেষের দুই অংশে আত্মোদ্বোধন আছে।

কিন্তু এই মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র! তুমি অপক্ক (গোসমূহে) পক্ক দুগ্ধ প্রেরণ করিয়াছ, দ্যুলোকে

সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ। সাম দ্বারা প্রবর্গোর ন্যায় শোভন স্তুতিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর। স্তুতিভোগী ইন্দ্রের জন্য প্রীতিকর বৃহৎ সাম গান কর।" এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুসারী। ভাষ্যে 'আমাসু' পদের অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—"অপক্কাসু গোষু" এবং 'পক্কং' পদের অর্থ 'পয়ঃ'। কিন্তু 'আম' শব্দের 'অপক্ক' অর্থ গৃহীত হইলেও তাহা 'গো' শব্দের বিশেষণরূপে কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। 'অপক্কাসু গোষু' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশিত হয়? 'অপক্ক গো' কোন বস্তু? 'পক্কং' পদের 'পয়ঃ' অর্থ গৃহীত হওয়াতে মনে হয় যে, অনুৎপন্নবতী গাভীই 'অপক্ক' শব্দের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহা হইতে আমরা কি সুষ্ঠু ভাব পাইতে পারি? আমরা মনে করি, 'অপক্ক' শব্দে এখানে অপক্কমতি মানুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন - ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের দ্বারা এই মতই সমর্থিত হইতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ "সূর্য্যং আরোহয়ঃ দিবি" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উদিত হউক। উহা প্রথম অংশেরই অনুবৃত্তি।

সাধক প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি জানেন যে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, তাঁহার কৃপালাভের জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু সেই সাধনার জন্য – সাধনশক্তিলাভের জন্য তাঁহারই শরণগ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্যই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (১২অ—৬খ—২সূ—৩সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২৩ ১ ২
মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব

৩ ১র ২র
হরিবো মৎসরো মদঃ।

১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষা তে বৃষ্ণ ইন্দুর্ব্বাজী সহস্রসাতমঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (পাপহারিণীশক্তিযুত হে দেব!) 'তে' (তব) 'মহঃ' (মহান্) 'মৎসরঃ' (তৃপ্তিদায়কঃ) 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দপ্রদঃ—যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পাত্রস্য ইব' (অস্মাকং হৃদ্‌পাত্রস্য ইব, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, তং শুদ্ধসত্ত্বং 'অপায়ি' (পিব, পীত্বা, গৃহীত্বা) 'মৎসি' (মাদয়, প্রীতঃ ভব); হে দেব! 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টদায়কস্য) 'তে' (তব) 'বাজী' (শক্তিদায়কঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) অস্মান্ প্রতি 'সহস্রসাতমঃ' (অপরিমিতদাতৃতমঃ, পরমধনদায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারিণীশক্তিযুক্ত হে দেব! আপনার মহাতৃপ্তিদায়ক পরমানন্দপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে সেই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া প্রীত হউন; হে দেব! অভীষ্টদায়ক আপনার শক্তিদায়ক অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের প্রতি পরমধনদায়ক হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (১২অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'হরিবঃ' হরিভ্যাং তদ্বন্নিন্দ্র! 'মহঃ' মহান্ পূজ্যোঽয়ং সোমঃ 'পাত্রস্যেব' পাত্রেণেব সোমপাত্রেণ যথা ধার্য্যতে সোমঃ, তৎসদৃশেন ত্বয়া। তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী (৫।১।১৮৫)। যদ্বা, 'পাত্রস্য' 'তে' তব স্বভূতঃ 'মহঃ' মহান্ সোমইতি বা যোজনা। 'অপায়ি' পীতঃ। আশংসায়াং বিবক্ষিতার্থত্বাৎ ভূতেঽর্থে প্রয়োগঃ। যতঃ পিব অতো 'মৎসি' মাদ্যসি মাদয়স্ব বা। 'মৎসরঃ' মদ-সাধনঃ, 'মদঃ' তর্পয়িতা; 'বৃষা' বর্ষিতা, 'ইন্দুঃ' ক্লেদয়িতা আহ্লাদকারীত্যর্থঃ, 'বাজী' অন্নবান্ অন্নকার্য্য-তৃপ্তি-সদ্ভাবাৎ অন্নবানিত্যুচ্যতে, 'সহস্রসাতমঃ' অপরিমিত-দাতৃতমঃ সহস্র-পুরুষ-সম্ভজন-পর্য্যাপ্ত-শক্ত্যতিশয়ো বা এবং মহানুভাবঃ সোমঃ সম্পাদিতস্ত্বং পিবেত্যর্থঃ। (১২অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উভয় অংশেই প্রার্থনা আছে। 'হরিবঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'হরিভ্যাং তদ্বন্নিন্দ্র' অর্থাৎ হরিনামক অশ্বসংযুক্ত, যাহার হরি-

নামক অর্থ আছে। একটী হিন্দী ব্যাখ্যাতে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'পাপহারিণী শক্তিওয়ালে ইন্দ্র'। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত এবং আমরাও এইরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক সেই পরমদেবতার নিকটেই প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—তিনি যেন আমাদের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। মানুষের ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ- হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। মন্ত্র জপ তপ পুষ্প বিল্বদল প্রভৃতি পূজার বাহ্য উপকরণ মাত্র। ভগবান্ যখন মানুষের অন্তরের পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধকের সাধনা সফল হয়। তাই সেই সফলতাপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, তিনি যেন কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ—ধন্য করেন ইহাই মন্ত্রের ভাব।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে হরিবাহন ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী আহ্লাদকারী, এবং অপরিমিত দানবিশিষ্ট ও মহানুভব সোম যেরূপ পাত্রে স্থাপিত হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া পান করিয়া (ধারণ কর), এবং অত্যন্ত হর্ষিত হও।" (১০অ ৬খ—৩সূ—২সা ।।*

— : —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　　　৩ ২উ　　৩　২ ৩　১ ২

আ নস্তে গন্তু মৎসরো বৃষা মদো বরেণ্যঃ।

৩ ১ ২　　　৩ ১　২　৩ ১র ২র

সহাবাঁ৺ ইন্দ্র সানসিঃ পৃতনাষাড়মর্ত্ত্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'তে' (তব) 'মৎসরঃ' (মদকরঃ, তৃপ্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ) 'সহাবান্' (সহায়বান্, মোক্ষলাভায় সাহায্য-দাতা) 'সানসিঃ' (সম্ভজনীয়ঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ঃ) 'পৃতনাষাট্' (শত্রুনাশকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ, অমৃতত্বদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'আগন্তু' (আগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্তাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভগবন্! ত্বৎকৃপয়া. বয়ং অমৃতত্বপ্রাপকং পরমানন্দদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি -ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ - ৬খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনার তৃপ্তিদায়ক, অভীষ্টবর্ষক, বরণীয় মোক্ষলাভে সাহায্যদাতা, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়, শত্রুনাশক, অমৃতত্বদায়ক, পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমরা যেন অমৃতত্বপ্রাপক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (১২অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং 'মৎসরঃ' মর্ষণ-সাধনঃ সোমঃ 'আগন্ত' আগচ্ছতু। কীদৃশোঽয়ং? 'বৃষা' বর্ষকঃ 'মদঃ' তর্পয়িতা, 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ, 'সহাবান্' সহায়বান্ অস্মদত্তেন সোমেন সহায়বান্ সন্ 'সানসিঃ' অস্মাভিঃ সম্ভজনীয়ঃ, 'পৃতনাষাট্' শত্রুসেনায়া অভিভবিতা অমর্ত্যশ্চ ভবেতি॥ (১২অ ৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব 'বরেণ্যঃ', 'সানসিঃ'। সকলেই এই পরমবস্তু লাভ করিতে চায়। মানুষ এই পরম বস্তুর সাহায্যে আপনার জীবনের চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। যাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য, যাহা তাহার জীবনকে রমণীয় করিয়া তুলে, সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই জাগরিত হয়—তাই শুদ্ধসত্ত্ব 'সানসিঃ'। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ - "অস্মাভিঃ সম্ভজনীয়ঃ" অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তৃক আকাঙ্ক্ষিত। অপিচ, সেই বস্তুই মানুষের মোক্ষলাভের প্রধান সহায়, তাই উহা 'সহাবান্'। ইহা অপেক্ষা মানুষের সাহায্যকারী আর কিছুই থাকিতে পারে না। মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা মোক্ষলাভ। যাহা দ্বারা মানুষ তাহার সেই চরম ও পরম কামনা পূর্ণ করিতে পারে, যাহার সহায়তায় মানুষ এই মরজগতের "ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ং" অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বলাভ করিতে পারে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর উপকারী সাহায্যকারী আর কি হইতে পারে? তাই সত্ত্বভাবই প্রকৃত 'সহাবান্'—সাহায্যদাতা।

শুদ্ধসত্ত্ব—'পৃতনাষাট্' অর্থাৎ শত্রুনাশক। যে সাধকের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হয় তিনি রিপু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। সত্ত্বভাবের প্রাধান্যে রিপুগণ হীনশক্তি হইয়া পরাজিত হয়। রিপুকবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে মানুষ অমৃতের অধিকারী হইতে পারে। অমৃতত্বই মানবের চরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। রজঃ-তমঃজনিত দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া সাধক পরমানন্দ লাভ করেন। তাই সেই পরম আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই প্রচলিত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! হর্ষকর অভীষ্টবর্ষী, তর্পয়িতা, বরণীয়, সহায়বান্ শত্রুসৈন্য-বিনাশক, অবিনাশী সোম তোমার নিকট আগমন করুক।" এই ব্যাখ্যায় সোমরস অধ্যাহৃত হইয়াছে—যদিও মন্ত্রে সোমের উল্লেখ নাই। অধিকন্তু ভাষ্যে ষষ্ঠ্যন্ত '৫ঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'ধাঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখানে বিভক্তি ব্যত্যয়ের কোনই প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং এখানে এই বিভক্তি-ব্যত্যয়ের জন্য মন্ত্রের ভাব বিকৃত হইয়াছে। মন্ত্রের সোমার্থক অর্থ কল্পনার জন্যই ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটান হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে! মন্ত্রের পদসমূহের অন্বয় অর্থের আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১২অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥ •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২উ　৩　১ ২　৩ ২ ৩　১ ২ ৩　১ ২
ত্ব৺ হি শূরঃ সনিতা চোদয়ো মনুষো রথম্।
৩ ২ ৩ ১ ২　৩২উ　৩　২ ৩　২　৩ ১ ২
সহাবান্দস্যুমব্রতমোষঃ পাত্রং ন শোচিষা॥ ৩॥

• •
•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ত্বং হি' (ত্বমেব) 'শূরঃ' (বীরঃ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইতি ভাবঃ) তথা 'সনিতা' (পরমধনদাতা) ভবসি ইতি শেষঃ; 'মনুষঃ' (মনুষ্যস্য, প্রার্থনাকারিণঃ মম, প্রার্থনাকারিণে

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্তাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মহৎ ইত্যর্থঃ) 'রথং' (মোক্ষসাধনভূতং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'চোদয়' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'সহাবান্' (সাহায্যকারী, মোক্ষলাভায় সহায়ঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'পাত্রং ন শোচিষা' (অগ্নিঃ যথা স্বতেজসা তদাধারভূতং পাত্রং দহতি তদ্বৎ) ত্বং অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ সন্ 'অব্রতং' (অকর্ম্মাণং, সৎকর্ম্মরহিতং, সৎকর্ম্মবিরোধিনং) 'দস্যুং' (রিপুশত্রুং) 'ওষঃ' (দহ, বিনাশয়)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়, তথা অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১২অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনিই সর্ব্বশক্তিমান্ এবং পরমধনদাতা হয়েন; প্রার্থনাকারী আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন; মোক্ষলাভে সহায় হইয়া, অগ্নি যেমন স্বতেজে তাহার আধারভূত পাত্রকে দহন করে, সেইরূপভাবে আপনি আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া, সৎকর্ম্মবিরোধী রিপুশত্রুকে দহন করুন—বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন।)। (১২অ—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বং' 'হি' খলু 'শূরঃ' শৌর্য্যোপেতঃ 'সনিতা' দাতাসি। অতঃ 'মনুষঃ' মনুষ্যস্য মে 'রথং' বৃংহণং সাধনং মনোরথং বা স্বর্গ-গমন-সাধনং যজ্ঞার্থং রথং বা 'চোদয়ঃ' প্রেরয়। কিঞ্চ ত্বং 'সহাবান্' ভূত্বা 'দস্যুং' উপক্ষয়িতারং 'অব্রতং' অকর্ম্মাণং অননুষ্ঠায়িনং 'ওষঃ' দহ। কিমিব? 'শোচিষা' দীপ্ত্যা জ্বালয়া অগ্নিঃ 'পাত্রম্' স্বাধারং পাত্র-বিশেষমিব যাগাধিকারী সন্ যো ন যজতে, তং দহেত্যর্থঃ। (১২অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

ইতি দ্বাদশস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

• • •

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য ধুরন্ধরেণ-সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থ-প্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

* * *

তৃতীয় (১৪৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে ভগবন্মহিমাকীর্ত্তন এবং প্রার্থনা উভয়ই আছে। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহারই শক্তিবলে জগৎ বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার শক্তিই জগতের রক্ষাবিধান করিতেছে। তিনিই মানুষকে পরমধন প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তাই তিনি 'সবিতা'—পরমদাতা।

সেই পরমদাতার নিকট কি প্রার্থনা করা হইয়াছে?—রথং। ভাষ্যকার এবার 'রথ' শব্দে লৌহকাষ্ঠাদি নির্ম্মিত রথনামক যানবিশেষকে লক্ষ্য করেন নাই। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ—"রথং রংহণং স্যন্দনং মনোরথং বা স্বর্গগমনসাধনং যজ্ঞার্থং রথং বা"। 'রথ' শব্দে বিকল্পে দুই তিনটী অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তাহা 'স্বর্গগমনসাধনং যজ্ঞার্থং রথং' অর্থাৎ যাহাদ্বারা স্বর্গলাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে তাহাই 'রথ' শব্দ-বাচ্য। তাহা কি? 'যজ্ঞার্থং রথং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মরূপ যে রথ। রথের কার্য্য কি? মানুষকে তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায়। কোথায় বহন করিয়া লইয়া লইয়া যায়? তাহার উত্তরে ভাষ্যকার রথের স্বরূপবর্ণনায় বলিতেছেন—'স্বর্গগমনসাধনং' অর্থাৎ রথ স্বর্গে যাইবার উপায়স্বরূপ। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভাষ্যের মতেও 'রথ' স্বর্গপ্রাপক। কিন্তু ভাষ্যকার আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন—'যজ্ঞার্থং রথং'। যজ্ঞের অর্থাৎ সৎকর্ম্মের সহিত রথের সম্বন্ধ সূচিত করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বাপরই 'রথ' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য'। রথ যেমন মানুষকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, সৎকর্ম্মও মানুষকে সেইরূপ ভগবৎপদ প্রাপ্ত করায়। মানুষের জীবনের চরম আশ্রয়স্থল—ভগবচ্চরণ, যাহা মানুষকে সেই পরম আশ্রয়স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহাই যথার্থ 'রথ' পদ-বাচ্য। আমরা এই অর্থেই 'রথ' শব্দে 'সৎকর্ম্ম' অথবা 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। উপমার যে প্রচলিত ভাষ্যাদি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে ব্যাখ্যাকারগণ কাষ্ঠাদি দহনকারী অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। উপমাটী এই—'পাত্রং ন শোচিষা।' ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—'শোচিষা' দীপ্ত্যা জ্বালয়া অগ্নিঃ 'পাত্রম্' স্বাধারং পাত্র-বিশেষং ইব যাগাধিকারী সন্ যো ন যজতে, তং দহ ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ যাগাধিকারী হইয়াও যে যজ্ঞাদি করে না তাহাকে দগ্ধ কর। কিরূপ ভাবে? 'অগ্নি যেমন আপনার আধার-বিশেষকে দগ্ধ করে, সেইরূপভাবে দগ্ধ কর।' কিন্তু এই উপমার সহিত মন্ত্রের মূলভাবের বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না। প্রথমতঃ "অগ্নি যেমন স্বাধারভূত পাত্রকে দগ্ধ করে" এই বাক্যাংশের মধ্যে দুইটী ভাব আছে। একটী এই যে,—অগ্নির একটী আধার আছে, এবং দ্বিতীয়টী অগ্নি সেই পাত্রকেই দগ্ধ করে। এখন দেখা যাউক, যজ্ঞহীন শত্রুর প্রতি এই দুইটী বিষয় প্রযুক্ত হইতে পারে কি না। আধার-সম্বন্ধীয় ভাব যজ্ঞবিহীনের প্রতি প্রযুজ্য নয়, কারণ তাহার আবার আধার কি? অগ্নি, অগ্নি

তাহার আধারকে ভস্মীভূত করে—ইহাদ্বারাই বা কি ভাব পাওয়া যায়? অগ্নি স্বাধারকে যে ভস্মীভূত করিবেই তাহারও কোন অর্থ নাই। যাহা হউক, আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের একটী হিন্দী ব্যাখ্যাও নিম্নে প্রদত্ত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয় শূর হ্যায় আউর দানদেনেওয়ালা হ্যায়, ইস্ কারণ মুঝ মনুষ্যকে মনোরথ কো বা স্বর্গগমনকে সাধনকো প্রেরণা কর আউর সহায়তা যুক্ত হোকর জ্যায়সে অগ্নি অপনি জ্বালাসে অপনে আধারভূত পাত্রকো জলাদেতা হ্যায়, ত্যায়সে ধোখা দেনেওয়ালে অর্থাৎ যজ্ঞকে অধিকারী হোকর ভী যজ্ঞ ন করনেওয়ালে কো ভস্ম কর।" অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রের যে প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, –"হে ইন্দ্র! তুমি শূর, তুমি দাতা, আমি মনুষ্য, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি সহায়বান, অগ্নি যেমন শিখা দ্বারা পাত্রকে দগ্ধ করে, তুমি সেইরূপ ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ কর।" (১২অ—৬খ—৩সূ–৩সা)। •

—•—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ২র ১ ২র১ ২ ৩ ২র১ ২ ৩র ২
মৎসিয়া ৩ পায়িতেমহাঃ। পাত্রাস্তেবা। হুয়িবোমা ২ ৩। ৎসয়োময়া ৩ ঃ।

১ র র র ২ ২ ১র ৩ ২ n ২n
বা ২ ৩ ৪। বাস্তেবৃষ্ণে। আ ৩ য়িন্দূঃ। বাজায়িদহো। বা ৩ ৪ ৩ ও

৫ ৪ ৫র ২ ৪৫৪ ৫ ২১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১
৩ ৪ বা। স্রসা ৫ তমাঃ। আনস্তে ৩ গন্তমৎসরাঃ। বৃষামদো। বরেণিয়া

২ ১ ৫S ২ ২ ১ ৩র ২
২ ৩ঃ। সহা ৩। বা৺ ২ ৩ ৪। ইন্দ্রসা। না ৩ সাস্নিঃ। পৃত্তনাষৌ।

২n ৫ ৪ ৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫ ২র১ ২র ১
বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। অমা ৫ র্ত্তিয়া ঃ॥ তুব৺হী ৩ শূরঃসনিতা। চোদায়োমা।

৩ ৩র২১ ২ ১ ৫ ২ ১র
নুষোরথা ২ ৩ ন্। সহা ৩। বা ২ ৩ ৪ ন। দস্যুম। ব্রা ৩ তান্। ওষাঃ।

৩র ২র n ২n ৫ ৪ ৪
পাত্রো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। নশো ৫ চিষা। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১।২।৩॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

• এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"বালেয়ম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—————০:✻:✻:০—————

উত্তরার্চ্চিকে—ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

——— ✻ ———

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং।

✻ ✻ ✻

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২   ৩ ২উ   ৩   ২ ৩ ২   ৩ ১র   ২র
পবস্ব বৃষ্টিমা সু নোঽপামূর্ম্মিং দিবস্পরি।
৩   ১   ২ ৩ ১র   ২র
অযক্ষ্মা বৃহতীরিষঃ॥ ১॥

✻ ✻ ✻

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্লোকাৎ) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'বৃষ্টিং' (ধারাং, অমৃতধারাং) 'পবস্ব' (বর্ষয়) তথা 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (আ পবস্ব, প্রযচ্ছ); অপিচ, 'অযক্ষ্মাঃ' (অনাময়াঃ, আধিব্যাধিবর্জ্জিতাঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীঃ, মহতীং) 'ইষঃ' (পরাসিদ্ধিং) প্রদেহি-ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতযুতাং পরাসিদ্ধিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—১খ—১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! স্বর্লোক হইতে সুষ্ঠুরূপে অমৃতধারা বর্ষণ করুন এবং আমাদিগকে অমৃতপ্রবাহ প্রদান করুন; অপিচ, আধিব্যাধিরহিত মহতী পরাসিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতযুত পরাসিদ্ধি প্রদান করুন।)॥ (১০অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'নঃ' অস্মাকং 'সু' সুষ্ঠু 'আ পবস্ব' সমন্তাৎ ক্ষর। এতদেব দর্শয়তি —'অপাং' উদকানাং 'উর্ম্মিং' তরঙ্গং দিবঃ 'পরি' আপবস্ব। অপিচ 'অযক্ষ্মাঃ' যক্ষ্ম-রহিতানি অনাময়ানি 'বৃহতীঃ' মহান্তি 'ইষঃ' অন্নানি আপবস্ব। ১।

* * *

প্রথম (১৪৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও পরিস্ফুট। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই ব্যাখ্যার ভাব পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিবারি বর্ষণ কর। নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র জলের তরঙ্গ আনয়ন কর। অক্ষয় অন্নের মহাভাণ্ডার উপস্থিত কর।" এই ব্যাখ্যাতে সোমরসকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার ভাবের সহিত সোমরসের কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা যায়। মন্ত্রের পদসমূহের যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই যদি সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তথাপি তাহাতে ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় না। কারণ সোম কিরূপে বৃষ্টিবারি বর্ষণ করিবে? শুধু তাই নয়, অক্ষয় অন্ন দান করিবার জন্যও সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা মনে করি, এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ভাবের কোনই সঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

'অপাং উর্ম্মিং' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুযায়ী অর্থ জলের তরঙ্গ, আমরা এই দুইপদে পূর্ব্বে অমৃত-প্রবাহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং এখানেও এই অর্থে সঙ্গতি লক্ষিত হয়। এখানে সোমকে অধ্যাহার করিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃত-লাভের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১৩অ—১খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের উনপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২   ৩ ১ ২ ৩   ২ ৩   ১ ২   ৩ র ২র

তয়া পবস্ব ধারয়া যয়া গাব ইহাগমন্।

১ ২   ৩   ২   ৩ ২

জন্যাস উপ নো গৃহম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যয়া' (যেন প্রকারেণ) 'ইহ জন্যাসঃ' (ইহজাতানি, জগতি বিদ্যমানং ইত্যর্থঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণানি, জ্ঞানং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গৃহং' (স্থানং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'উপাগমন্' (উপাগচ্ছতি—প্রাপ্নোতি) 'তয়া' (তেন প্রকারেণ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যে প্রকারে জগতে বিদ্যমান জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকারে প্রভূতপরিমাণে আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (১৩অ—১খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'তয়া' তাদৃশ্যা 'ধারয়া' 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশ্যেতাত্রাহ—'যয়া' যাদৃশ্যা ত্বদীয়য়া ধারয়া 'জন্যাসঃ' জন্যাঃ শত্রু-জনপদ-ভবাঃ 'গাবঃ' 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নঃ' অস্মাকং লব্ধান্ধি 'গৃহং' 'উপ আ গমন্' উপাগচ্ছন্তি ॥ (১৩অ—১খ—১সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (১৪৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার সারমর্ম্ম—শুদ্ধসত্বলাভ, পরাজ্ঞান-প্রাপ্তি। একটী অন্যটীর পরিপূরক। জ্ঞান আসিলে হৃদয় পবিত্র হয়, শুদ্ধসত্ব সমুৎপাদিত হয়, আবার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ব উৎপাদিত হইলে পরাজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞান ও বিশুদ্ধ সত্বভাব এক-সূত্রে গাঁথা। একটী থাকিলে অন্যটীও আগমন করে। সাধক আপনার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সাধনার বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেন। কেহ বা প্রথমে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হয়েন, কেহ বা কর্ম্মমার্গে আপনাকে পরিচালিত করেন, কেহ বা প্রথমে ভক্তির সুবিমল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি যে পথ অবলম্বনেই অগ্রসর হউন না কেন, চরমে তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে। সে অবস্থা—নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ।

বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। সাধক জ্ঞানমার্গের সাহায্যেই আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্যবিধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি সেই ধারাতে ক্ষরিত হও, যাহাতে বিপক্ষ দেশজাত গোধন সকল অস্মদ্ভবনে আসিয়া উপনীত হয়।" (১৩অ ১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঘৃতং পবস্ব ধারয়া যজ্ঞেষু দেববীতমঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অস্মভ্যং বৃষ্টিমা পব॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ব। 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'দেববীতমঃ' (দেবকামঃ, দেবত্বপ্রাপকঃ) ত্বং 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'ঘৃতং' (অমৃতং) 'পবস্ব' (ক্ষর, বর্ষয়); 'অস্মভ্যং' 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'আ পব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং অমৃতং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—১খ -১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মসাধনে দেবত্বপ্রাপক আপনি প্রভূতপরিমাণে অমৃত বর্ষণ করুন; আমাদিগকে অমৃতধারা প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)। (১৩অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোম! 'যজ্ঞেষু' 'দেববীতমঃ' অতিশয়েন দেবকামঃ ত্বং 'অস্মভ্যং' স্তোতৃভ্যঃ 'ঘৃতং' উদকং 'ধারয়া' 'পবস্ব' ক্ষর; 'বৃষ্টিং' বর্ষঞ্চ 'আ পব'। (১৩অ—৭খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'যজ্ঞেষু দেববীতমঃ' শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মসাধনে দেবত্বপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু সেই সৎকর্ম্মসাধনের পশ্চাতে সাধকের বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন। শুদ্ধ সৎকর্ম্মসাধন করিলেই হইবে না, সেই সৎকর্ম্মপ্রেরক যে মনোবৃত্তি তাহা নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র কার্য্যের দ্বারাই তাহার ফল নির্ণীত হয় না। সেই কার্য্যের পশ্চাতে বিশুদ্ধ হৃদয় থাকা প্রয়োজন। কোন কর্ম্ম সৎ কি অসৎ তাহা মনোবৃত্তির দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র বাহ্য আবরণ দেখিয়াই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, এবং এরূপ-ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াও থাকে বটে, কিন্তু সেইজন্যই মানুষের বিচারে ভুলভ্রান্তি সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু ভগবান্ কেবল বাহ্য আবরণ দেখিয়াই বিচার করেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। যখন সেই হৃদয় হইতে প্রার্থনা উত্থিত হয়, যখন পবিত্র হৃদয়ের বশে মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার কর্ম্ম সাফল্যমণ্ডিত হয়। নতুবা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামকীর্ত্তন করিলেও তাহা ফলোপধায়ক হয় না। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন কোনও লোক সারাজীবন বাহ্যপূজায় নিরত থাকিয়াও শেষদিনে জীবনগ্রন্থের হিসাবে জমার ঘরে কিছুই দেখিতে পায় না। জীবনভরা ব্যর্থ সাধনার—পণ্ডশ্রমের ব্যথা বহিয়াই তাহাকেই ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নয়—তাহার কারণ এই যে, সে মিথ্যা পূজায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া বাহ্যিক আড়ম্বরের দাসত্ব করিয়া জমার ঘরে কেবলমাত্র শূন্যই যোগ দিয়া যাইতেছিল। সে যে পূজা আরাধনা করিয়াছে তাহা তাহার হৃদয়ের পূজা নয়, সুতরাং তাহার নিজের পূজা নয়, কেবলমাত্র

যন্ত্রের ন্যায়ই সে বাহ্য আড়ম্বরের দালন্ত করিয়াছে - জগৎকে ভুলাইয়াছে, হয়তো বা নিজকেও ফাঁকি দিয়াছে। এ বড় শক্ত জায়গা, এখানে অন্ধ মানুষকে ভুলান যায়, কিন্তু সেই অন্তর্যামী সেই পরমদেবতাকে ভুলান যায় না। তাই জীবনের হিসাবনিকাশের দিন সাধক আপনার দৈন্য অনুভব করিতে পারিয়া বলেন -"মনে থেকে মন দেখ মা, তাইতে দেখা দাওনা আমার।" ওগো, আমি যে চিরদিনই ভূতের বোঝা বহিয়া আসিয়াছি!

অপরপক্ষে কেবলমাত্র হৃদয়ের পবিত্রতার ও সাধনার ঐকান্তিকতার জন্য সাধক মুহূর্ত্তের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। একটী প্রচলিত আখ্যায়িকার সাহায্যে আমরা বিষয়টী পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। আখ্যায়িকাটী এই,—একদা দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে শ্রীহরি সন্নিধানে গমন করেন ও সেখানে বহুকারুকার্যখচিত একটী সুন্দর প্রাসাদ প্রস্তুত হইতেছে দেখিতে পান। কাহার জন্য এই অনুপম প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করায় শ্রীহরি উত্তরে তাঁহার একজন প্রিয় ভক্তের নামোল্লেখ করিলেন। দেবর্ষির মহা কৌতূহলের উদ্রেক হইল। এমন কে ভক্ত আছেন, যাঁহার জন্য বৈকুণ্ঠনাথ নিজে তাঁহার আবাস-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য এত ব্যস্ত? সেই ভক্তের দর্শনলাভ করিতে হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি মর্ত্ত্যলোকে সেই ভক্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ভক্ত তখন বাড়ীতে ছিলেন না, পরিবার প্রতিপালনের জন্য কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতেছিলেন। ভক্ত বাড়ীতে আসিয়া অতিথি দর্শন করিয়া পরম সমাদরে তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং নিজেও আহারাদি করতঃ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় স্বকার্য্যে গমন করিলেন। দেবর্ষি নারদ দিন কয়েক তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ভক্তের সাধন ভজনের কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। এমন কি দিনান্তেও ভগবানের নামোচ্চারণ করিতেও শুনিলেন না। নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। একদিন ভক্ত যখন কৃষিকর্ম্মে রত আছেন তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা আপনি দিনান্তেও একবার ভগবানের নাম স্মরণ করেন না কেন? আপনি কি জানেন না যে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ সম্ভবপর নয়?"

ভক্ত বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"মুক্তিলাভ করিলে আমার পরিবারবর্গের কি উপায় হইবে, মুক্তি তো আমার করতলগত, ইচ্ছা করিলেই আমি মুক্তিলাভ করিতে পারি; কিন্তু আমার কর্ত্তব্যের বোঝা নামাইব কিরূপে?" নারদ তাঁহার পরিবারবর্গের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। তখন ভক্তপ্রবর ঐকান্তিকভাবে স্মরণ করিলেন—'শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ'। অমনি তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীহরি-চরণে উপনীত হইল।

উক্ত আখ্যায়িকা দ্বারা ইহা বলা হইতেছে যে, সাধন ভজনের মূলবস্তু - হৃদয়ে পবিত্রতা ও ঐকান্তিকতা। বর্ত্তমান মন্ত্রেও তাই বলা হইতেছে—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধতম পবিত্র ভাবই সৎকর্ম্মে মানুষকে দেবত্ব প্রদান করে। "যজ্ঞেষু দেববীতমঃ" মন্ত্রের ইহাই সারমর্ম্ম॥ (১৩অ -১খ ১সূ -৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং : চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ১২ ৩১২ ৩ ১২
স ন ঊর্জ্জে ব্যাংঽব্যয়ং পবিত্রং ধাব ধারয়া।
৩১ ২ ৩২৩ ১ ২
দেবাসঃ শৃণবন্ হি কম্॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊর্জ্জে' (ঊর্জ্জায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং' (বিশুদ্ধং) 'অব্যয়ং' (নিত্যং জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'বি ধাব' (প্রাপয় – অস্মান্ ইতি শেষঃ); 'দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'কং' (মঙ্গলং, জ্ঞানং,—ত্বৎ প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'শৃণবন্' (শৃণ্বন্তু, গৃহ্নন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেমহি; শুদ্ধসত্ত্বেন বয়ং যৎ জ্ঞানং লব্ধুং শক্নুমঃ তেন জ্ঞানেন বয়ং দেবভাবান্ লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—১খ-১সূ—৪সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগের আত্মশক্তিলাভের জন্য বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞান প্রভূতপরিমাণে আমাদিগকে প্রাপ্ত করান; সকল দেবতা নিশ্চিতরূপে আপনার প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করি; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন দেবভাবসমূহ লাভ করি।)॥ (১৩অ—১খ—১সূ—৪সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সুতঃ' অভিষুতস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'ঊর্জ্জে' অন্নায় 'অব্যয়ং' অবিময়ং 'পবিত্রং' ধারয়া সম্পাতেন 'বি ধাব' প্রাপ্নুহি 'দেবাসঃ' দেবা অপি 'হি কং শৃণবন্' গমন-বেলায়ামুৎপন্নং ত্বদীয়ং শব্দং শৃণ্বন্তু। (১৩অ—১খ—১সূ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১৪৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ অধিগত হয়, জ্ঞানের বলেই রিপুগণ বিধ্বস্ত হয়। জ্ঞানলাভ করিলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি স্বতঃই স্ফুর্ত্তি লাভ করে। তাই আত্মশক্তি লাভের জন্য জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাব একটু জটিল। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে মানুষের মধ্যে একটা পবিত্রতা আসে। সেই পবিত্রতার দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ দেবত্ব লাভ করিতে পারে। 'দেবাসঃ শৃণবন্' দেবতারা শ্রবণ করেন অর্থাৎ গ্রহণ করেন। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের মধ্যে যে জ্ঞানের সঞ্চার করে, সেই জ্ঞান দেবতারা অর্থাৎ দেবভাবসমূহ গ্রহণ করেন। সেই দেবভাব আমাদের মধ্যে উপজিত হইলেই তাহা সত্তবপর হয়। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বজনিত জ্ঞান আমাদের মধ্যে যেন দেবভাব উৎপাদন করে।'

কিন্তু মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের ভাব অন্যরূপ। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম। তুমি নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, এক্ষণে ধারারূপে ক্রমাগত কুশময় পবিত্রের দিকে বহমান হও, তাহাতেই আমাদিগের অন্ন হইবে। তোমার ক্ষরণের ধ্বনি দেবতারা শ্রবণ করুন।" (১৩অ—১খ-১সূ—৪সা)।

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমানো অসিষ্যদদ্রক্ষা৺স্যপজঙ্ঘনৎ।
৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২
প্রত্নবদ্রোচয়ন্ রুচঃ ॥ ৫ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'রক্ষাংসি' (রাক্ষসান, রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অপজঙ্ঘনৎ' (বিনাশয়ন্); 'প্রত্নবৎ' (পুরাণবৎ, চিরবর্ত্তমানং, নিত্যং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'রুচঃ' (জ্যোতিঃ) 'রোচয়ন' (দীপয়ন, বিকাশয়ন্, প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) নঃ 'অসিস্যদৎ' (স্যন্দতে, আবির্ভবতু অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। শুদ্ধসত্ত্বঃ রিপুনাশকঃ ভবতি; জ্যোতির্ম্ময়ঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১৩অ—১খ-১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব রিপুগণকে বিনাশ করেন; চিরবর্তমান, নিত্য জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব রিপুনাশক হয়; জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১৩অ—১খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রক্ষাংসি' রাক্ষসান্ 'অপজঙ্ঘনৎ' 'রুচঃ' আত্মীয়া দীপ্তীঃ 'প্রত্নবৎ' পুরাণবৎ 'রোচয়ন্' দীপয়ন 'পবমানঃ' সোমঃ 'অসিস্যদৎ' স্যন্দতে। (১৩অ ১খ-১সূ-৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১৪৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান আলোচ্য-মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। নিত্যসত্যের মূলভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা রিপুনাশ হয়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয় তখন তাঁহার মন হইতে অপবিত্রতা, অন্ধকার দূরীভূত হয়। অন্ধকারই পাপের লীলাভূমি। অপবিত্রতা, অজ্ঞানান্ধকার হইতেই সর্ব্ববিধ অকল্যাণের জন্ম হয়। সেই অকল্যাণ, সেই পাপ বিনাশ করা যায়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের, দিব্যজ্যোতিঃর আধার। আমরা যেন তৎসাহায্যে সেই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়া ধন্য হই ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নেদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"এই সোম ক্ষরিত হইতে হইতে প্রবাহিত হইলেন, রাক্ষসবর্গকে বিনাশ করিলেন, তাঁহার চিরপরিচিত জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।" মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোমরসের সহিত মন্ত্রার্থ জড়িত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে 'সোম' অধ্যাহার

করায় অর্থের কোনও সৌষ্ঠব সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, আমাদের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। (১৩অ—১খ-১সূ—৫সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
প্রতস্মৈ পিপীষতে বিশ্বানি বিদুষে ভর।
৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
অরঙ্গমায় জগ্ময়েঽপশ্চাদধ্বনে নরঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'পিপীষতে' (সত্ত্বভাবৈঃ সহ মিলিতুমিচ্ছতে) 'বিশ্বানি বিদুষে' (সর্ব্বাণি বস্তূনি জানতে সর্ব্বজ্ঞায়) 'অরঙ্গমায়' (মোক্ষপ্রাপকায়) 'জগ্ময়ে' (সৎকর্ম্মণি গমনশীলায় সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্রে) 'অপশ্চাদধ্বনে' (সর্ব্বেষাং অগ্রগামিনে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়) 'তস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'নরঃ' (নরায়, সৎকর্ম্মণাং নেতৃস্থানীয়ায় দেবায়) 'প্রতি ভর' (হৃদি সত্ত্বভাবং আহর, সঞ্চারয় ইত্যর্থঃ); অহং ভগবদনুসারী ভবেয়ং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—১খ—২সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! সত্ত্বভাবের সহিত মিলিতে ইচ্ছুক, সর্ব্বজ্ঞ, মোক্ষ-প্রাপক, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয় সেই দেবতার জন্য হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার কর; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবদনুসারী হই।)। (১৩অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যো! 'নরঃ' নেতা যজ্ঞানাং ত্বং 'তস্মৈ' ইন্দ্রায় 'প্রতি ভর' অভিভর সোমং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। কীদৃশায়েন্দ্রায়? 'পিপীষতে' পাতুমিচ্ছতে 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি বেদ্যানি 'বিদুষে'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ঊনপঞ্চাশত্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক; প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

জানতে 'অরঙ্গমায়' পর্য্যাপ্ত-গমনায় 'অগ্ময়ে' যজ্ঞেষু গমন-শীলায় 'অপশ্চাদধ্বনে'। দধি-র্গতিকর্ম্মা। (নিঘ০ ২।১৪।৬২) অপশ্চাদ্গমনায় সর্ব্বোগামগ্রগামিনে। 'নরঃ'—'নরে'—ইতি পাঠৌ॥ (১৩অ—১খ—২সূ—১সা)।

প্রথম (১৪৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধন-মূলক এই মন্ত্রটীতে সাধক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চিত্তবৃত্তি সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—ভগবান সৎস্বরূপ। সৎস্বরূপকে যদি পাইতে চাও, তোমরাও সত্ত্বসম্পন্ন হও। তিনি কেমন দেবতা? তিনি আমাদিগের সহিত মিলিতে ইচ্ছুক। শুধু মানুষই যে তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করে তাহা নয়, তিনিও মানুষকে পাইতে ইচ্ছুক। পাপী হউক, পুণ্যাত্মা হউক, মানুষকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সন্তানই শুধু মায়ের দিকে ধাবিত হয় না, মাও তাহার সন্তানকে বুকে লইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ভগবান পাপী মানুষের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক, যদি সে সেই মিলনের অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হয়!

কিন্তু এই বাণীর মধ্যেই মহান সত্য নিহিত আছে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈতের সাড়া পাওয়া যায়, সসীমের মধ্যে যে অসীমের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই আমাদিগকে আমাদিগের গৌরবময় অধিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি যে আমাকে চাহেন, এই সত্যই আমাদের কর্ণে গুঞ্জরিত হয়। তাই সাধক কবি গাহিয়াছেন 'আমায় না হ'লে তোমার প্রেম হয় যে মিছে।' ভগবান আপনার মহিমায় আপনি যদি বিভোর থাকেন, তাঁহার সঙ্গে যদি আমার সংসারের কোনও সম্পর্ক না থাকে, তবে তিনি অস্তিত্ব-মাত্রেই পর্য্যবসিত হন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—তিনি এই জগতের কথাও চিন্তা করেন। এই জগতে, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য, তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল—এই মহতী আশার বাণীই আমরা এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-প্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সাধারণ লৌকিক ন্যায়ের সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। একজন সাধারণ লোক কোনও জিনিষ প্রস্তুত করিলে, সে তাহার প্রস্তুত দ্রব্য-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই জানে। কোথায় কি আছে, কোন অংশ কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা যন্ত্র-নির্ম্মাতা জানে। এই বিশ্বস্রষ্টা ভগবানও তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বের সমস্তই জানেন। কিন্তু লৌকিক ন্যায়ের অপেক্ষাও গভীর সত্য এই যে, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ; তাঁহা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তিনিই মানুষকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞানের বলেই মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে, মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তাই তিনি মোক্ষপ্রাপক।

তাঁহার শক্তি হইতে মানুষ শক্তিলাভ করে। সৎকর্ম্ম-সাধনের শক্তিও তাঁহা হইতে আসে। তিনি মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করেন তাই তিনি সৎকর্ম্মের নেতৃস্থানীয়।

সেই পরম দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল তো হইবেই! মোহ-মায়াবশে মানুষ মুগ্ধ না থাকিলে চিরদিনই তাঁহার অনুসরণ করিত। এই পাপ মোহের মধ্যে থাকিয়াও মানুষের মধ্যে ভগবানের অনুভূতি যে জাগে. ইহা তাঁহারই কৃপা। এই মন্ত্রে আমরা তাঁহার সেই কৃপারই পরিচয় পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে যে অনৈক্য লক্ষিত হইবে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই জানা যাইবে। মন্ত্রের 'নরঃ' পদে বিবরণকারের মতে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছি। "নরঃ প্রথমৈক বচনমিদং চতুর্থ্যেকবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্য"— ইতি বি। (১৩অ-১খ-২সূ-১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
এমেনং প্রত্যেতন সোমেভিঃ সোমপাতমম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অমত্রেভির্ঋজীষিণমিন্দ্র৺ সুতেভিরিন্দুভিঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'সোমেভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বৈঃ) 'সোমপাতমং' (সোমস্য পাতারং, শুদ্ধসত্ত্বাধিপতিং ইত্যর্থঃ) 'প্রত্যেতন' (প্রতিগচ্ছত, আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'অমত্রেভিঃ' (প্রভূতপরিমাণৈঃ) 'সুতেভিঃ' (বিশুদ্ধৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (সত্ত্বভাবৈঃ) 'ঋজীষিণং' (বলবন্তং, সর্ব্বশক্তিমন্তং) 'এনং' (প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (সর্বৈশ্বর্য্যাধিপতিং দেবং) 'আং' (সর্ব্বতোভাবেন) আরাধয়ত ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ সন্তঃ ভগবন্তং আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ। (১৩অ—১খ ২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ - ১খ— ৩সূ ১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বাধিপতিকে আরাধনা কর; প্রভূতপরিমাণে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি।)॥ (১০অ—১খ—২সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! 'সোমেভিঃ' সোমৈঃ করণভূতৈঃ 'সোমপাতমং' অতিশয়েন সোমস্য পাতারং 'এনং' ইন্দ্রং 'আ' অভিমুখং 'প্রত্যেতন' প্রতিগচ্ছত। 'ঈং' – ইতি নিপাতোঽনর্থকঃ। কীদৃশমিন্দ্রং? 'অমত্রেভিঃ' অমত্রৈঃ সোমপাত্রৈঃ গ্রহ-চমসাদিভিঃ 'ঋজীষিণং' ঋজীষং শত্রূণামুপার্জ্জকং বলং, তদ্বন্তং। যদ্বা, ঋজীষিণমিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধনীয়ং, 'সুতেভিঃ' অভিষুতৈঃ 'ইন্দুভিঃ' সোমৈঃ, 'ঋজীষিণং' গতসারঃ সোমঃ ঋজীষঃ তদ্বন্তং। অথবা অমত্রৈঃ অপরিমিতৈরভিষুতৈঃ সোমৈঃ ঋজীষিণং। ঋজৈর্গত্যর্থাদ্দোণাদি-সাধন ঋজীষ-শব্দঃ, ততো মত্বর্থীয়ইতি সঙ্গতমিত্যর্থঃ। এবংবিধমিন্দ্রং প্রতি গচ্ছতেত্যাধ্বরঃ। অন্য আহ অমত্রেভিঃ গ্রহচমসাদিভিঃ গতৈঃ সোমৈঃ ঋজীষিণং বলবন্তমিন্দ্রং প্রতি গচ্ছতেতি। (১৩অ—১খ—২সূ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৪৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা প্রথমেই আলোচ্য-মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"(হে ঋত্বিকগণ!) তোমরা সোমরসের সহিত নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরস (পরিপূর্ণ) পাত্র-সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও।" এই ব্যাখ্যায় সোমরসের দ্বারা ইন্দ্রের পূজার জন্য উদ্বোধনা আছে। সেই উদ্বোধনের পাত্র—ঋত্বিকগণ। কিন্তু কে উদ্বোধিত করিতেছেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ঋত্বিকগণই জনসাধারণকে সৎকর্ম্মে ভগবৎপূজায় উদ্বোধিত করেন, কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারাই উদ্বোধিত হইতেছেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, মন্ত্রে উদ্বোধন আছে বটে, কিন্তু সেই উদ্বোধন আত্মপক্ষেই করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধক নিজের মনকেই উদ্বোধিত করিতেছেন—যেন মন ভগবানের আরাধনায় রত হয়। আরাধনার প্রকৃষ্ট উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে, তাহা—হৃদয়ের পবিত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত, আবার এই বিশুদ্ধ ভাবোপচারের দ্বারাই ভগবানের প্রকৃত পূজা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাই বলা হইয়াছে – শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বাধিপতিকেই আরাধনা কর। ভগবান তো মানুষের

নিকট হইতে পূজা পাইবার জন্য ব্যাকুল নহেন। পূজা, আরাধনা, হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব প্রভৃতি মানুষেরই, পরমমঙ্গল সাধন করে। তাই জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গল দেখিলে প্রীত হয়েন (তাই তাঁহাকে প্রীত করিবার জন্যই এই উদ্বোধনা) ॥ (১৩অ -১খ—২সূ—২সা) ॥

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যদী সুতেভিরিন্দুভিঃ সোমেভিঃ প্রতিভূষথ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র

বেদা বিশ্বস্য মেধিরো ধৃষত্তন্তমিদেষতে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'যদী' (যদি) যূয়ং 'সুতেভিঃ' (বিশুদ্ধৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (নির্ম্মলৈঃ, পবিত্রৈঃ) 'সোমেভিঃ' (সত্ত্বভাবৈঃ) 'প্রতিভূষথ' (প্রতিগচ্ছথ, আরাধয়থ— ভগবন্তং ইতি শেষঃ) তদা 'মেধিরঃ' (মেধাবী, প্রাজ্ঞঃ) 'বিশ্বস্য বেদা' (সর্ব্বস্য জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ধৃষৎ' (শত্রূণাং ধর্ষকঃ, রিপুনাশকঃ সঃ দেবঃ) 'তং তং ইৎ' (তমেব সর্ব্বং, যুষ্মাকং সর্ব্বং অভীষ্টং ইত্যর্থঃ) 'এষতে' (প্রাপয়তি, প্রযচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ আরাধনাপরায়ণস্য সাধকস্য সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তি—ইতি ভাবঃ ॥ (১৩অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! যদি তোমরা বিশুদ্ধ পবিত্র সত্ত্বভাব দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর, তাহা হইলে প্রাজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, রিপুনাশক সেই দেবতা তোমাদের সেই সকল অভীষ্ট প্রদান করিবেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ আরাধনাপরায়ণ সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেন।) ॥ (১ অ—১খ—২সূ—৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! 'সুতেভিঃ' অভিষুতৈঃ 'ইন্দুভিঃ' উন্দনশীল-দীপ্তৈর্ব্বা 'সোমেভিঃ' সোমৈঃ 'যদি প্রতিভূষথ' ইন্দ্রং প্রতি যদি যূয়ং গচ্ছথ। ভূ প্রাপ্তৌ (ভ্বা০উ০) – ইত্যস্মৈতদ্রূপং। তদানীং 'মেধিরঃ' মেধাবী। মেধো যজ্ঞঃ (নিঘ০ ৩১৭৪) তদ্বান্ বা। স ইন্দ্রঃ 'বিশ্বস্য' বিশ্বং সর্ব্বং ত্বদীয়ং কামং 'বেদ' বেত্তি জানাতি জ্ঞাত্বা চ 'ধৃষৎ' শত্রূণাং ধর্ষকঃ সন্ 'তমিৎ' তং তং কামমেব 'এষতে' প্রাপয়তি। (১৩অ – ১খ – ২য় – ৬সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও বিদ্যমান আছে। সেই উদ্বোধনের ভাব এই যে, যদি আমরা ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে ভগবান্ আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। কিন্তু মন্ত্রের এই বাহ্যভাব দেখিয়া ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা তো একপ্রকার চুক্তি বা ব্যবসায় মাত্র। আমরা ভগবানের আরাধনা করিব, আর ভগবান্ তার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে আমাদের অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন। আমাদের অভীষ্টবস্তুর দাম—ভগবদারাধনা। অপরপক্ষে ভগবানও যেন মানুষের নিকট হইতে স্তবস্তুতি ইত্যাদি পাইবার জন্য লালায়িত, তাহাদের নিকট হইতে একটুখানি প্রশংসা বা স্তুতি পাইলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহাকে সকল কাম্য বস্তুই প্রদান করেন।

কিন্তু বাস্তবিক কি তাই। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে কি এই ব্যবসাদারের সম্পর্ক? বাস্তবিকই পূজা আরাধনা, মুক্তি মোক্ষ প্রভৃতি ক্রয়বিনিময়ের বস্তু? একটু ধীরভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

মানুষ ভগবানের আরাধনা করে কেন? কেন মানুষ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে? একি কেবলমাত্র ভগবানের নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায়? কিন্তু সে কি বস্তু—যাহার আকাঙ্ক্ষায় ভোগৈশ্বর্য্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াও মানুষ সাংসারিক ভিক্ষুক সাজে, কি সে মহান বস্তু,—যাহার লোভে মানুষ অনায়াসে রাজত্ব ধন মান সম্পদ, পুত্রকলত্র আত্মীয়স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, পথের ভিখারী হয়? নিশ্চয়ই তাহা অপার্থিব স্বর্গীয় এমন কোন 'জ নয যাহা ইহলোকের সুখভোগ বিলাস-ব্যসনের অপেক্ষা মহত্তর, উচ্চতর সেই পরম আনন্দময় বস্তুলাভ করিবার জন্যই মানুষ ইহলোকের সুখভোগে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে জলাঞ্জলি দেয়।

কিন্তু তাহা কি ভগবদারাধনার বিনিময়ে লাভ হয়? আমরা বলি, এখানে ক্রয়বিনিময়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। ভগবদারাধনা করা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহার চরণে সমস্ত অর্পণ করাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। যদি পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ করিতে হয়, যদি জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয় তবে মানুষকে এই পথ ভগবদারাধনার পথ গ্রহণ করিতেই হইবে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিন্তু তবুও সমস্যার সমাধান হয় নাই। মানুষ ভগবদারাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ করে কিরূপে? আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ভগবদারাধনার অর্থ কি, এবং তাহা কিরূপে সম্পন্ন হয় এবং ইহার পরিণতিই বা কি? ভগবদরাধনার মোটামোটী অর্থ ভগবানের গুণরাজির অনুসরণ, আমাদের হৃদয়ে তাহাদের বিকাশ সাধন। আমাদের মধ্যে সর্ববিধ উচ্চ ও মহৎ ভাবসমূহ বর্ত্তমান আছে। তাহাদের উপযুক্ত বিকাশ সাধন করিলেই আমরা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব। যখন আমাদের মধ্যে সেই শক্তি বিকাশ লাভ করিবে তখন আপনা হইতেই আমাদের সর্ববিধ অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবৎসাধনার দ্বারা অভীষ্টলাভের ইহাই তাৎপর্য্য। (১৩অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

—— ০ ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩১ ২৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্মা অস্মা ইদন্ধসোঽধ্বর্য্যো প্র ভরা সুতম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কুবিৎ সমস্য জেন্যস্য শর্দ্ধতোঽভিশস্তেরবস্বরৎ ॥৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (হে সৎকর্ম্মসাধনে সহায়ভূত মম মনঃ) ত্বং 'অস্মা অস্মা ইৎ' (অস্মৈ এব, ভগবতে এব, ভগবল্লাভায় এব) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'সুতং' (বিশুদ্ধং - রসং ইতি যাবৎ) 'প্রভর' (প্রযচ্ছ, তস্মৈ দেবায় ইতি শেষঃ); 'সমস্য' (সর্ব্বস্য) 'জেন্যস্য' (জেতব্যস্য) 'শর্দ্ধতঃ' (শত্রোঃ) 'অভিশস্তেঃ' (অভিশংসনাৎ, বিনাশাৎ, বিনাশং কৃত্বা) 'কুবিৎ' (জ্ঞানবান, সর্ব্বজ্ঞঃ সঃ দেবঃ) 'অবস্বরৎ' (অস্মান্ পালয়তু ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপূজাপরায়ণাঃ ভবেম; নঃ পরমদেবঃ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি ভাবঃ। (১৩অ—১খ—২সূ—৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে সৎকর্ম্মসাধনে সহায়ভূত আমার মন! তুমি ভগবল্লাভের নিমিত্তই শুদ্ধসত্ত্বের বিশুদ্ধরস সেই দেবতাকে প্রদান কর; সকল জেতব্য

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

শত্রুর বিনাশ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সেই দেবতা আমাদিগকে পালন করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সেই পরমদেব আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।)॥ (১৬অ—১খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্মাঅস্মাইৎ' অস্মাএবেন্দ্রায় নান্যস্মৈ, হে অধ্বর্য্যো! ত্বং 'অন্ধসঃ' সোম-লক্ষণস্যান্নস্য 'সুতং' অভিষুতং রসং 'প্র ভর' প্রহর প্রযচ্ছেতি যাবৎ। স চেন্দ্রঃ 'সমস্য' সর্ব্বস্য বেতব্যস্য 'শর্দ্ধতঃ' উৎসহমানস্য শত্রোঃ 'অভিশস্তেঃ' অভিশংসনাৎ তৎকৃতাৎ হিংসনাৎ 'কুবিৎ' বহুশঃ 'অবস্বরৎ' অস্মান্ পালয়ত্বিত্যর্থঃ। 'অবস্বরৎ'-'আস্বরদ্'—ইতি পাঠৌ॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (১৪৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আত্মোদ্বোধন আছে, এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

আত্মোদ্বোধনের মূলভাব এই যে,—আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানকে অর্পণ করি, অর্থাৎ হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব দ্বারা আমরা যেন ভগবানের আরাধনা করি। ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্রভাব। ভগবান আমাদের হৃদয়ের সেই ভাবকুসুমগুলিই গ্রহণ করেন। হৃদয়ের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। সেই পূজার দ্বারাই ভগবানের প্রীতি সাধন হয়। মানুষের হৃদয় যখন উন্নত হয়, পবিত্র হয়, হৃদয়ের সদ্ভাবরাজি যখন বিকশিত হয় তখনই মানুষ ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে। হৃদয় উন্নত পবিত্র না হইলে পূজা সার্থক ও সফল হয় না। তাই হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মন্ত্রের প্রথমভাগে সেই উপকরণের সাহায্যেই যাহাতে আমরা ভগবৎপূজা সমাপন করিতে পারি সেই জন্যই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা আছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতানৈক্যের কারণ—'অধ্বর্য্যো' সম্বোধন পদ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উক্ত পদের অর্থ ঋত্বিক্, যিনি যাগযজ্ঞাদি করেন। আমরা মনে করি, সৎকর্ম্মসাধনে সহায় মনকেই উক্তপদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। নতুবা ঋত্বিক্‌কে উদ্বোধনা দিবে কে? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা। মানুষ চারিদিকেই রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। তাহাকে সেই জন্য ভগবানের ভগবৎশক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়। এখানেও সেই প্রবল পরাক্রান্ত রিপুগণের প্রাবল্যনাশের জন্য, তাহাদের বিনাশের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও প্রার্থনার ভাব অব্যাহত আছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে,—"হে ঋত্বিক্! তুমি একমাত্র ইন্দ্রকেই (সোমরূপ) অন্নের অভিযুত রস প্রদান কর, এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্বেষ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করেন।"

'কুবিৎ' শব্দের ভাষ্যার্থ "বহুশঃ"। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'কুবিৎ' কু-শব্দেন পৃথিব্যভিধীয়তে, তস্যা বিৎ'। অর্থাৎ পৃথিবী বা পৃথিবীজাত সমস্ত বস্তু যিনি জানেন। কিন্তু এই অর্থও খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষণপদটী ভগবৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ভগবান পৃথিবীকে বা পৃথিবী-সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুকে জানেন—এই অর্থ করিলে ভাবের কোনই পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না। আমরা প্রচলিত আভিধানিক ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। 'কু' শব্দে বেদ অথবা জ্ঞান বুঝায়, সুতরাং 'কুবিৎ' পদের অর্থ জ্ঞানবান্, সর্ব্বজ্ঞ। আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। (১৩অ—১খ—২সূ—৪সা)। *

—•—

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩৪ ৫র ৪৫র ৩২ ১ র ৫ র ৪ ৫
১। প্রত্যস্মৈপিপী। ষতা ৩ য়ি। বা ২ ৩ ৪ য়ি। খানিবিক্তুষে। ভারা।

৪ ৩র৪৫ ৩ ৫ ১ ২১ ২ ১ ৫ ৪
অরঙ্গমায়জ। গ্ময়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। আপশ্চাদা। ধ্বনো ২ ৩ ৪ বা। না ৫

৫ ৩রর২৫৪ ৫র ৩ ২ ১ র ৫ র র
রো ৬ হায়িঃ। এমেনম্প্রত্যে। তনা ৩। সো ২ ৩ ৪। মেভিঃসোমপা।

৪ ৫ ৩ ৪৩র ৪ ৫র ৩ ৫ ৪ র ৩ ৪ ৫র ৩
তামাম্। অমত্রেভিঋজী। যিণো ২ ৩ ৪ হায়ি। অমত্রেভির্ঋজী। যিণো

৫ ১ ২ ১২ ১ ৪ ৪ ৫
২ ৩ ৪ হায়ি। আয়িন্দ৺সুতায়ি। ভিরো ২ ৩ ৪ বা। দূ ৫ ভো ৬ হায়ি।

৩৪র ৩র ৪৫ ৩২ ১ র ৫ র ৪৫
যদীসুতেভিরি। দুভা ৩ য়িঃ। সো ২ ৩ ৪। মেভিঃপ্রতিভূ। ষাপা।

৩র৪র৩৪৫ র ৩ ৫ ৪ র র ৩ ৪ ৫র৩ ৫ ১ ২
বেদাবিশ্বস্যমেধিরো ২ ৩ ৪ হায়ি। বেদাবিশ্বস্যমেধিরো ২ ৩ ৪ হায়ি। দার্ধ-

১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
ত্ত৺তাম। ইদো ২ ৩ ৪ বা। যা ৫ তো ৬ হায়ি॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিচত্বারিংশত্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ৩২ ৪র৫ ১র ১ ২
২। প্রতি। অস্যা ৩ য়ি। পিপীষতাবি। বিশ্বানিবিদ্বুষেভরা ২ ৩। আরঙ্গমা

৪ ১ র২ ৪ ৫ ৪
৩ ১ ২ ৩। যজ্ঞা ৫ য়্যায়ি। আপখাদা ৩ ১ ২ ৩। ধ্বনোবা। না ৫ য়ো ৬

৫ ৫রর ৩২ ৪র৫ ১রর র র
হায়ি। এষে। নস্ত্রা ৩। তিষেতনা। সোমেভিঃসোমপাতমা ২ ৩ ম্।

১ র২ ৪ ১ ২
আমন্ত্রেভা ৩ ১ ২ ৩ য়িঃ। ঋজা ৫ য়িবিশাম। আগ্নিব্রৎ স্থতা ৩ ১ ২ ৩ য়ি।

৪ ২ ৪ ৫ ৫র ৩২ ৩ ৫
ভিরোবা। দূ ৫ ভো ৬ হায়ি। যদী। স্থতা ৩ রি। ভিরিন্দুভারিঃ।

১রর র ১ র ২ ৪
সোমেভিঃপ্রতিভূষথা ২ ৩। বাজিদাবিশ্বা ৩ ১ ২ ৩। স্মাগা ৫ য়িধিয়াঃ।

১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
ধার্ষ্বত্তম্বা ৩ ১ ২ ৩ ম। ইদোবা। সা ৫ ভো ৬ হায়ি। ১:২।৩৪।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমঃ সূক্তঃ। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বভ্রবে নু স্বতবসেঽরুণায় দিবিস্পৃশে।

১ ২ ৩ ১ ২
সোমায় গাথমর্চ্চত ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'বভ্রবে' (পালকায়, রিপুকবলাৎ রক্ষকায়) 'স্বতবসে' (স্ববলায়, শক্তিসম্পন্নায়, পরমশক্তিশালিনে) 'অরুণায়' (অরুণবর্ণায়, জ্যোতির্ম্ময়ায় ইত্যর্থঃ)

---

* এই সূক্তান্তর্গত চারিটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে ;—(১) "নানদম্" এবং (২) "গৌরীবিতম্।"

'দিবিস্পৃশে' (দ্যুলোকপ্রাপকায়, মোক্ষদায়কায়) 'সোমায়' (শুদ্ধসত্ত্বায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'তু' (শীঘ্রং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'গাথং' (স্তুতিরূপাং বাচং, প্রার্থনাং) 'অর্চ্চত' (উচ্চারয়ত)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বলাভায় প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ-২খ-১সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা রিপুকবল হইতে রক্ষাকারী, পরমশক্তিশালী, জ্যোতির্ম্ময়, মোক্ষদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য নিত্যকাল প্রার্থনা উচ্চারণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।)। (১৩অ—২খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতারঃ! 'বভ্রবে' বভ্রু-বর্ণায় 'স্বতবসে' স্ব-বলায় 'অরুণায়' কদাচিদরুণবর্ণায় 'দিবিস্পৃশে' দিবং স্পৃশতে সোমায় 'গাথং' স্তুতিরূপাং বাচং 'অর্চ্চত' উচ্চারয়তেত্যর্থঃ॥ ১॥

প্রথম (১৪৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যানুযায়ী যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"তোমরা, বভ্রুবর্ণ, স্ববলভূত, অরুণবর্ণ, স্বর্গস্পৃক্, সোমের উদ্দেশে শীঘ্র গাথা উচ্চারণ কর।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমরসার্থকরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের দুইটী বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে। 'বভ্রবে' এবং 'অরুণায়' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতি যথাক্রমে 'পিঙ্গলবর্ণ' এবং 'অরুণবর্ণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু একটী বস্তুই একসময়ে এক অবস্থায় কিরূপে দুইটী বিভিন্ন বর্ণ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। পিঙ্গলবর্ণ ও অরুণবর্ণ এক প্রকার নহে, অথবা একটীর সহিত অন্যটীর সাদৃশ্যও নাই। তবে এক সঙ্গে সোমের দুইটী বর্ণ হইবে কিরূপে? শুধু তাই নয়, অন্যত্র সোমকে শুভ্রবর্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের বর্ণ চারিপ্রকার। যথা,—পিঙ্গলবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, অরুণবর্ণ, হরিদ্বর্ণ। যাঁহাদের বর্ণ-সম্বন্ধে একটুও জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, একজিনিষই এরূপ বিভিন্ন বর্ণ হওয়া কিরূপে অসম্ভব। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তাহাদের ব্যাখ্যার এই ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াছেন, তাই কৈফিয়ৎ-স্বরূপ ভাষ্যকার লিখিতেছেন—'কদাচিদরুণবর্ণায়' অর্থাৎ কখন কখন অরুণবর্ণ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ৎ দ্বারা জটিলতা দূরীভূত হয় না। কারণ সকলবর্ণ সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে—'কখন

কখন অমুক বর্ণ।' কিন্তু সেই বিশিষ্ট বর্ণ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ না করিতে পারিলে এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোন বিশিষ্ট বর্ণের উল্লেখ নাই। সোমরসনামক কোনরূপ তরলদ্রব্যেরও প্রসঙ্গ নাই। এই সকল জটিলতার মূল ঐখানে। মন্ত্রের মধ্যে ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসের কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে এই জটিলতার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই। 'বভ্রবে' পদে 'বভ্রু' বা পিঙ্গলবর্ণকেও বুঝাইতেছে না। 'বভ্রু' শব্দ ভরণার্থক, পালনার্থক 'ভৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন। 'বভ্রু' শব্দের অর্থ, যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন। পূর্ব্বেও আমরা অন্যত্র এই অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, বর্ত্তমান স্থলেও এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

'অরুণায়' পদের অর্থ 'অরুণবর্ণায়'। এখানে কোন বর্ণ-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। 'অরুণ' শব্দে কেবলমাত্র জ্যোতিঃকেই লক্ষ্য করিতেছে, তাই আমরা 'অরুণায়' পদের অর্থগ্রহণ করিয়াছি 'জ্যোতির্ম্ময়ায়'। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা দেখিলেও আমাদের কথারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। মন্ত্রান্তর্গত 'সোমায়' পদের একটা বিশেষণ 'দিবিস্পৃশে', উহার ভাষ্যার্থ—'দিবং স্পৃশতে'। আচ্ছা 'সোম' শব্দে যদি সোমরস নামক তরল-দ্রব্যকে বুঝায় তাহা হইলে তাহা স্বর্গ স্পর্শ করিবে কিরূপে? এই স্বর্গস্পর্শ করা নিশ্চয়ই রূপক। কিন্তু মাদকদ্রব্য সোমরসের পক্ষে কি রূপকার্থ হইতে পারে? মদ্য কি মানুষকে সে স্বর্গপ্রাপ্ত করায়? এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, মন্ত্রে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের কোনই প্রসঙ্গ নাই। আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিস্ফুট হইয়াছে। (১৩অ—২খ—১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

হস্তচ্যুতেভিরদ্রিভিঃ সুতং সোমং পুনীতন।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মধাবা ধাবতা মধু॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ) 'হস্তচ্যুতেভিঃ' (হস্তাভ্যাং সাধনৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পুনীতন' (পবিত্রং

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

কুরুত, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়ত ইত্যর্থঃ); ততঃ 'মদো' (মধুময়ে, আনন্দময়ে, পরমানন্দদায়কে দেবে ইতি ভাবঃ) 'মধু' (অমৃতং, হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'আধাবত' (প্রযচ্ছত)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তৎসহায়েন পরমানন্দদায়কং ভগবন্তং আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ - ২খ - ১সূ - ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পাষাণকঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর অর্থাৎ তারপর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার কর; পরমানন্দদায়ক দেবতায় হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভ করিয়া তাহার সাহায্যে পরমানন্দদায়ক ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি।)। (১৩অ—২খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'হস্তচ্যুতেভিঃ' হস্ত-প্রচ্যুতৈঃ 'অদ্রিভিঃ' অভিষব-গ্রাবভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পুনীতন' পবিত্রে পাবয়ত। অপিচ 'মদো' মদকরে সোমে 'মধু' গব্যং পয়ঃ 'আধাবত' প্রক্ষিপত। (১৩অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের ভাব – সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন উৎপাদন করিতে পারি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনই যথেষ্ট নয়, কারণ তাহা প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। সেই উদ্দেশ্য কি? তাহা—ভগবদারাধনা, ভগবৎ-প্রাপ্তি। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে—সেই হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা যেন ভগবানের আরাধনা করিতে পারি, তাঁহাকে যেন সমস্ত সমর্পণ করিতে পারি। ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধি করুন। অনুবাদটী এই,—"হস্তস্থিত অভিষব প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পূত কর, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর।"

মন্ত্রের প্রচলিত ভাব গ্রহণ করিয়াই এই ব্যাখ্যাটীর আলোচনা করা যাউক। 'হস্তচ্যুতেভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'হস্তপ্রচ্যুতৈঃ' অর্থাৎ হস্ত হইতে যাহা পতিত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদকার অর্থ করিলেন—'হস্তস্থিত'। কিন্তু 'হস্তচ্যুত' শব্দের অর্থ 'হস্তস্থিত' কিছুতেই হইতে পারে না। 'চ্যুত' এবং 'স্থিত' শব্দাংশ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবমূলক। সুতরাং

অনুবাদকার যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষ্যের অর্থ-দৃষ্টে ইহাই মনে হয় যে, প্রস্তরের দ্বারাই সোমরসকে অভিষুত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রস্তরের দ্বারা তো সোমরস অভিষুত হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারেই ব্যাখ্যাতে অসঙ্গতি দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, এখানে মন্ত্রের পদসমূহ বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। 'হস্তচ্যুতেভিঃ অদ্রিভিঃ' পদদ্বয়ে কঠোরসাধনজাত সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিতেছে। 'হস্তচ্যুতেভিঃ' পদের অর্থ এই যে, হস্তদ্বারা যাহা সম্পন্ন করা যায়, অর্থাৎ সৎকর্ম্ম। 'অদ্রিভিঃ' বিশেষণে কর্ম্মের কর্ম্মসাধনের কঠোরতারই পরিচয় দিতেছে অর্থাৎ কঠোরসৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়। সেই সত্ত্বভাব-সাহায্যেই ভগবানের আরাধনা করিতে হয়। মন্ত্রের মধ্যে—এই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবৎস্বরূপও প্রকটিত হইয়াছে। কোথায় আমাদের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে? 'মধৌ' অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ভগবানে। কি নিবেদন করিতে হইবে—'মধু' অর্থাৎ আনন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব। তাহাই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ উপচার। সেই উপচারই ভগবানকে নিবেদন করিতে হইবে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১৩অ—২খ—১সূ ২সা)। ০

—— ० ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
নমসেদুপ সীদত দধ্নেদভি শ্রীণীতন।

২ ৩ ১ ২
ইন্দুমিন্দ্রে দধাতন ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'নমসেৎ' (নমস্কারেণৈব, ভক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'উপসীদত' (উপগচ্ছত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি যাবৎ) তথা 'দধ্নেৎ' (দধ্নৈব, দানেনৈব, আত্ম-সমর্পণেনৈব ইত্যর্থঃ) 'অভিশ্রীণীতন' (শ্রীযুতং কুরুত, অলঙ্কুরুত, তং পূজয়তঃ ইত্যর্থঃ; যদ্বা মিশ্রীণীত, তেন সহ সম্মিলিতা ভবত); 'ইন্দ্রে' (ইন্দ্রদেবে, ভগবতি, ভগবতে ইত্যর্থঃ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'ইন্দুং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'দধাতন' (ধারয়ত, প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভক্তিসাধনেন ভগবতি আত্মলীনাঃ ভবেম – ইতি ভাবঃ ॥ (১৩অ – ২খ—১সূ - ৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভক্তির সহিত ভগবানকে আরাধনা কর এবং আত্মসমর্পণের দ্বারাই তাঁহাকে পূজা কর (অথবা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও); ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভক্তিসাধনের দ্বারা ভগবানে আত্মলীন হইতে পারি।) ॥ (১৩অ—২খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ। 'নমসেৎ' নমস্কারেণৈব 'উপ সীদত' সোম-মুপগচ্ছত 'দধ্নেৎ' দধ্নৈব 'অভি শ্রীণীতন' সোমমভি শ্রীণীত চ। 'ইন্দ্রে' 'ইন্দুং' সোমং 'দধাতন' ধত্তে চ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১৪৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহার ভাব নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"নমস্কারের সহিত তাহার নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর।" ব্যাখ্যাদির ভাব হইতে ইহাই মনে হয় যে, সোমকেই নমস্কার করা হইয়াছে, এবং তাহার সহিত দধিমিশ্রণ করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সোমরস যে কিরূপ নমস্কারের বস্তু তাহা বুঝা শক্ত। সাধারণতঃ দুগ্ধই সোমরসের সহিত মিশ্রিত করা হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেখিতেছি, দধিও মিশ্রিত করিবার উল্লেখ আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের সহিত দধি অথবা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেবতার নিকট অর্পণ করা হইত।

কিন্তু আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমাদের মতে 'নমসেৎ' পদের লক্ষ্য ভগবান্। নমস্কারের সহিত অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তের সহিত তাঁহার চরণেই প্রণত হইতে হইবে। তাঁহার চরণই মানুষের মোক্ষলাভের সেতু। তাই বলা হইয়াছে—'নমসেৎ উপসীদত' ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা কর।

'দধ্নেৎ' পদের ভাষ্যার্থ 'দধ্নৈব' উহার বঙ্গানুবাদ দধির সহিত। কিন্তু 'দধ্ন' অথবা 'দধি' শব্দ দানার্থক দা-ধাতুনিষ্পন্ন। সুতরাং উহার সাহর্থ 'দানেনৈব' অর্থাৎ দানের দ্বারা। আমরা

মনে করি, এই অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয়। দানের দ্বারা অর্থাৎ ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের দ্বারাই পরমগতি লাভ হয়। মানুষ যখন আপনার সমস্ত ভগবানে সমর্পণ করে, যখন তাহার আর নিজের বলিতে কিছু থাকে না, তখন ভগবানই তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই নির্ব্বাণ, ইহাই জন্মজরামরণজনিত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সেই পরমধামে শোক নাই, দুঃখ নাই, পাপজ্বালাসন্তাপ নাই। মানুষ তাই সেই নিত্যানন্দময় অবস্থালাভ করিবার জন্য ব্যাকুল।

বর্ত্তমান মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে এই আত্মলীন হওয়ার ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। 'অভিশ্রীণীতন' পদের অর্থ মিশ্রিত হওয়া। তাই 'দধ্বেৎ অভিশ্রীণীতন' পদদ্বয়ের ভাব এই যে,—আত্মসমর্পণের দ্বারা তাঁহাকে পূজা কর, তাঁহাতে আত্মলীন হও। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য॥ (১৩অ-২খ-১সূ-৩সা)। *

——*——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
অমিত্রহা বিচর্ষণিঃ পবস্ব সোম শং গবে।
৩ ১ ২ ৩ ২
দেবেভ্যো অনুকামকৃৎ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অমিত্রহা' (রিপূণাং হন্তা, রিপুনাশকঃ) 'বিচর্ষণিঃ' (বিদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'অনুকামকৃৎ' (অভীষ্টস্য কর্ত্তা, অভীষ্টপ্রাপকঃ) ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ, দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'গবে' (জ্ঞানায়, পরাজ্ঞানলাভায়) 'শং' (সুখং, পরমমঙ্গলং, পরমধনং) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—২খ—১সূ—৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! রিপুনাশক, সর্ব্বজ্ঞ, অভীষ্টপ্রাপক আপনি দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য, পরাজ্ঞান-লাভের জন্য পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব এবং পরমমঙ্গল প্রদান করুন।)॥ (১৩অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অমিত্রহা' 'বিচর্ষণিঃ' বিদ্রষ্টা 'দেবেভ্যঃ' 'অনুকামকৃৎ' অভীষ্ট-কর্ত্তা ত্বং 'গবে' অস্মাকং পশবে 'শং' সুখং 'পবস্ব' ক্ষর। (১৩অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১৪৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনমূলক। প্রার্থনার মূলভাব পরমধন-প্রাপ্তি। ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ভাব প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পাওয়া যায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিলাষপ্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে ক্ষরিত হও।" এই অনুবাদ অনেকাংশে ভাষ্যানুযায়ী হইলেও কোন কোনও স্থলে ভাষ্যের সহিতও অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'শং পবস্ব' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সুখে ক্ষরিত হও'; কিন্তু 'শং' পদ এখানে দ্বিতীয়ান্ত, উহা 'পবস্ব' ক্রিয়াপদের কর্ম্ম। সুতরাং 'গবে শং পবস্ব' পদসমূহের 'গাভীদিগকে অথবা গাভীদিগের জন্য সুখ প্রদান কর' অর্থই সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও মনে করিতে হইবে যে, গাভীদিগকে সোমরস সুখ প্রদান করে, গাভীও সোমরস পান করে। সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তের হাত এড়াইবার জন্যই অনুবাদকার 'শং' পদকে ক্রিয়াবিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু 'শং' পদ বিশেষ্য, উহার ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে ব্যবহার সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই সকল জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র সোমরসের সম্পর্কে। কারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মাদকদ্রব্য সোমরসের সংশ্রব প্রমাণিত করিতে গিয়াই এই সকল জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে

মন্ত্রে 'সোমের' যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মন্ত্রের ভাব অধিগত হইতে পারে। সোম—অমিত্রহা, অর্থাৎ রিপুবিনাশক। সোম যদি মদ্য হয়, তবে তাহা মানুষের রিপুনাশ করিবে কিরূপে? সোমরস নিজেই যে মানুষের মহা অনিষ্টকর শত্রু! আবার 'সোম' বিচর্ষণি অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ। যাহার প্রভাবে মানুষ জ্ঞানহারা হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বজ্ঞ, বিদ্রষ্টা হইবে কিরূপে। মদ্যের প্রভাবে মানুষ তাহার সাধারণ জ্ঞানও নষ্ট করিয়া ফেলে! তাই বলিতেছিলাম—সোমের বিশেষণগুলির আলোচনা করিলেই তাহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইবে।

মন্ত্রের প্রার্থনার অংশেও দেখা যায়—'দেবেভ্যঃ ক্ষর' পদদ্বয় আছে, অর্থাৎ দেবতাদিগের জন্য, দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য ক্ষরিত হও। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষের রিপুনাশক এবং সর্ব্বদ্রষ্টা। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে দেবভাব-প্রাপ্তির উপযুক্ত করিতে পারে। আবার এই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবেই মানব পরাজ্ঞানের অধিকারী হয়। তাই মন্ত্রে ভগবৎশক্তি এই শুদ্ধসত্ত্বের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১৩অ-২খ ১সূ—৪সা)॥ ঃ

—•—

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২৩ ১ ২
ইন্দ্রায় সোমপাতবে মদায় পরি ষিচ্যসে।
৩ ১র ২র৩ ১
মনশ্চিন্মনসস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মনশ্চিৎ' (মনসঃ জ্ঞাত, অন্তর্যামী) 'মনসস্পতিঃ' (মনসঃ অধিপতিঃ, হৃদয়াধীশঃ) ত্বং 'ইন্দ্রায় পাতবে' (ইন্দ্রস্য পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) তথা 'মদায়' (পরমানন্দায়, অস্মাকং পরমানন্দলাভায়) 'পরিষিচ্যসে' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবদারাধনায় পরমানন্দলাভায় চ শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ-২খ-১সূ-৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অন্তর্যামী হৃদয়াধীশ আপনি ভগবানের গ্রহণের জন্য এবং আমাদের পরমানন্দলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা ভগবদারাধনার জন্য এবং পরমানন্দলাভের জন্য যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৩অ—২খ—.সূ—.সা:).

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'ইন্দ্রায়' 'সোমপাতবে' 'মদায়' 'পরিষিচ্যসে' পরিতঃ পাত্রেষু সিচ্যসে ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (১৪৪৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটীও পূর্ব্বমন্ত্রের স্থায় প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনাও ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ—'মনশ্চিৎ' অর্থাৎ যিনি মনকে জানেন—অন্তর্যামী। অন্যটী 'মনসস্পতি' মনের অধিপতি অর্থাৎ হৃদয়াধীশ। এই উভয় বিশেষণেরই সার্থকতা আছে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে, মানুষের মনের সমস্ত খবরই সে জানে, মনের আনাচে কানাচে যদি কোনও মলিনতা থাকে, তাহাও তাহার অজ্ঞাত থাকে না। তাই তো সত্ত্বভাব মানবের মনকে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে। আবার সত্ত্বভাব হৃদয়ের অধিপতিও বটে। মানবের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয় তখন তাহার মধ্যে কোন অপবিত্রতা, মলিনতা, পাপ থাকিতে পারে না। সাধকের সমগ্র সত্তা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অনুস্যূত হয়, তিনি শুদ্ধসত্ত্বের প্রেরণায় সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। মিথ্যা, অসত্য, হীনতা তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।

তাই পরমানন্দলাভের জন্য, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। আমরা যেন হৃদয়ে সেই পরমসত্ত্ব লাভ করিতে পারি, তাহার প্রভাবে যেন আমাদের জীবন পরিচালিত হয়। তাহার প্রেরণায় আমরা যেন ভগবৎপূজায় নিরত থাকিয়া চরমে সেই পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি, যে অবস্থায় মানুষ সর্ব্ববিধ দুঃখদৈন্যের হাত হইতে নিস্তার লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যেন আমরা ভগবচ্চরণ লাভে সমর্থ হই—ইহাই মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

কিন্তু মন্ত্রের প্রচলিত ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মনের ঈশ্বর, ইন্দ্র পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া তুমি পরিষিক্ত হইয়া থাক।" মন্ত্রের এই ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইন্দ্রের পানের জন্য, ইন্দ্রকে প্রমত্ত করিবার জন্য সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সোমের স্তুতি করা হইয়াছে। 'মদায়' পদের লক্ষ্য যেন ইন্দ্রদেব। কিন্তু 'মদায়' পদের অর্থ 'পরমানন্দদানের জন্য'। যিনি আনন্দময় তাঁহাকে কে আনন্দ দিতে পারে? ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'প্রমত্ত করা' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের দৃষ্টি 'সোম' নামক মাদকদ্রব্যের উপর। সুতরাং তদনুরূপ অর্থও কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। যদি মন্ত্রে সোমরসের প্রতিই লক্ষ্য থাকিবে তাহা হইলে 'মনশ্চিৎ' এবং 'মনসস্পতি' পদদ্বয়ের সার্থকতা থাকে কি? মাদকদ্রব্য সোম কি মানুষের হৃদয়ের অধিপতি, অন্তর্যামী প্রভু? তাহা হইলে যে সমস্ত জগৎটাই যে একটা উন্মত্তাবাস হইয়া

দাঁড়াইত। কিন্তু জগৎ তাহা নয় এবং মন্ত্রের স্বভাবও তাহা নয়। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে যে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং তাহার বঙ্গানুবাদের অনুসরণেই পরিদৃষ্ট হইবে॥ (১৩অ—২খ—১সূ—৫সা)।

——•——

মষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবমান সুবীর্য্যং রয়িং সোম রীরিহি ণঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দরিন্দ্রেণ নো যুজা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'রীরিহি' (প্রদেহি); 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মান) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা সহ) 'যুজ' (সংযোজয়, সম্মিলিতান্ কুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ বয়ং ভগবতি আত্মলীনাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ ·২খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক পরম-ধন প্রদান করুন; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমরা যেন ভগবানে আত্মলীন হইতে পারি।)॥ (১৩অ—২খ— সূ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' ক্লিদ্যমান 'পবমান' সোম! ত্বং 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মাকং সর্ব্বাঙ্গিনং 'ইন্দ্রেণ' 'যুজা' সহায়েন 'নঃ' অস্মভ্যং 'রীরিহি' দেহি॥ ৬॥

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ষষ্ঠ (১৪৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে নির্ব্বাণ লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই জন্মজরামরণসঙ্কুল পার্থিব সত্তার বিলোপ সাধন করিতে না পারিলে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যে পর্য্যন্ত পৃথক সত্তার অনুভূতি থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হইবে; সুতরাং তজ্জনিত দুঃখভোগও অনিবার্য্য। কিন্তু যদি এই যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়, যদি জন্মমৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয় তাহা হইলেই এই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার লাভ করা যায়।

কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? তাহা সম্ভবপর হয় কেবল সত্তার বিলোপসাধন দ্বারা। অনন্ত বিশ্বসত্তায় আপনার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সত্তাকে নিমজ্জিত করিতে পারিলে, বারিবিন্দুকে অনন্ত মহাসমুদ্রে বিলীন করিলে তখন আর এই সান্ত পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। যাঁহা হইতে মানব আসিয়াছে, তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করে। সুতরাং সান্ত অসম্পূর্ণ জীবনের জন্য আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। এই যে আত্মবিসর্জ্জন, বিশ্বসত্তায় ক্ষুদ্রসত্তার মিলন, তাহাই নির্ব্বাণ। এই সুখদুঃখাতীত অবস্থালাভের জন্যই মানবাত্মা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে—'জীবনের জলন্ত শ্মশান, কোনদিন হইবে নির্ব্বাণ?'

এই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ প্রাপ্তিই মানবের চরম লক্ষ্য—চরম পরিণতি। মানুষকে একদিন সেই মহাসমুদ্রে আত্মলীন হইতে হইবে। কার্য্যরূপে পরিব্যক্ত এই জগৎ একদিন মহাকারণে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই শুভদিন না আসে, যে পর্য্যন্ত না মানব আপনহারা হইতে পারে ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, জাগতিক সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। মানুষ জীবনের এই জলন্ত শ্মশান হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চায়, তাই কাতরভাবে প্রশ্ন করে 'জীবনের এই বোঝার কবে পরিসমাপ্তি ঘটিবে, কবে সব চাওয়া-পাওয়ার অবসান ঘটিবে, কবে আসিবে সেই নির্ব্বাণ?'

মন্ত্রে সেই পরমাকাঙ্ক্ষিত নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু এমন সরলভাবযুক্ত মন্ত্রটীরও বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল—"হে ক্লেদবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর বীর্য্যযুক্ত ধনদান কর।" 'ইন্দো' পদের অর্থ করা হইয়াছে ক্লেদবিশিষ্ট, যদিও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেই উক্ত পদের বিশুদ্ধ, পবিত্র ইত্যাদি অর্থ গৃহীত হয়। আবার ইন্দ্রের সহিত ধনদান করারই বা অর্থ কি? যাহাহউক, যথা স্থানেই আমাদের মত বিবৃত হইয়াছে। (১৩অ—২খ—১সূ—৬সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩১র ২র
উদ্ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভং নর্য্যাপসম্।

১ ২
অস্তারমেষি সূর্য্য ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব) ত্বং 'শ্রুতামঘং' (বিখ্যাতধনং, যদ্বা — সত্ত্বভাবরূপং পরমধনযুক্তমিতি ভাবঃ) 'বৃষভং' (যাচমানানাং ধনবর্ষিতারং, সদাদানধর্ম্মপরায়ণং ইত্যর্থঃ) 'নর্য্যাপসং' (নরহিতকর্ম্মাণং, জনাহতরতমিতি ভাবঃ) 'অস্তারং' (ঔদার্য্যবন্তং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, প্রতি ইত্যর্থঃ) তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ 'উদেষি' (উদিতো ভবসি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ — হে দেব! কিমভূতং যদি ত্বং সৎকর্ম্মশীলানাং জনানাং হৃদি উদিতো ভবসি! অস্মৎসদৃশানাং অকৃতিনাং হৃদি যদি ত্বং স্বপ্রকাশো বর্ত্তসে তদা তে মহিমঃ জানীমঃ। অতঃ প্রার্থনা—হে দেব! ত্বং পাপাত্মনঃ মম হৃদি প্রতিষ্ঠিতো ভব, মামুদ্ধারয়। (১৩অ—২খ - ২সূ—১সা)।

অথবা,

'সূর্য্য' (হে তেজোময় স্বপ্রকাশ দেব!) 'শ্রুতাং' (শ্রু'তসম্পন্নতাং, সৎকর্ম্মণামিতি শেষঃ) 'অস্তারং' (নিক্ষেপকারিণং, লঙ্ঘনকারিণং, উন্মার্গগামিনামত্যর্থঃ) তেন 'নর্য্যাপসং' (নর্য্যস্য নরহিতকর্ম্মণঃ অপসং, বিনাশকং) তস্মাৎ 'অঘং' (পাপিনং) 'বৃষভং' (অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নং) এবম্ভূতং মাং ইতি শেষঃ; 'অভি' (অভিতঃ, প্রতি ইত্যর্থঃ) মম হৃদি ইতি ভাবঃ 'উদেষি' (উদ্গতো ভবসি, উদিতো ভব, জ্ঞানালোকদানেন মামুদ্ধারয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ— হে তেজোময় দেব! শ্রুতিবাক্যলঙ্ঘনেন পরাপকারেণ চ পাপান্ধতমসাচ্ছন্নং ক্রোধান্ধমজ্ঞানং মাং জ্ঞানালোকদানেন সৎপথং প্রদর্শয়। (১৩অ—২খ - ২সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব! বিখ্যাতধনযুক্ত (অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত) যাচ্ঞাকারীদিগের প্রতি ধনবর্ষণকারী (অর্থাৎ সদা-দান-ধর্ম্মপরায়ণ), জনহিতরত ও ঔদার্য্যগুণবিশিষ্ট সৎকর্ম্মকারীর প্রতি (তাঁহাদিগের হৃদয়ে) আপনি উদিত হয়েন (ভাব এই যে,—সৎ-

কর্ম্মশীল জনের হৃদয়ে আপনি উদিত হইবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের ন্যায় অকৃতী জনগণের অন্তরে যদি আপনি স্বপ্রকাশ হইয়া অবস্থান করিতে পারেন, তবেই আপনার মহিমা বুঝিব। অতএব প্রার্থনা—হে দেব! এই পাপাত্মা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (১৩অ—২খ—২সূ—১সা)॥

অথবা,

হে তেজোময় দেব! শ্রুতি-স্মৃত-বাক্য-নিক্ষেপকারী অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী, (সেইজন্য) নরের হিতকর কর্ম্মের বিনাশক, অতএব পাপী এবং বৃষতুল্য (অর্থাৎ অজ্ঞান ও ক্রোধান্ধ),—এইরূপ যে আমি, আমার প্রতি (আমার হৃদয়ে) উদিত হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানালোক দান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রের ভাব এই—হে তেজোময় দেব! শ্রুতিবাক্য-লঙ্ঘনে ও পরের অপকার করিয়া, পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন ক্রোধান্ধ ও অজ্ঞান হইয়াছি, আমাকে জ্ঞানালোক দান করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন।)॥ (১৩অ—২খ—২সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সূর্য্য'! দ্বাদশসু ভানুষু ইন্দ্রোঽপি সূর্য্যাত্মনা পঠিতঃ। তস্মাৎ। সূর্য্যাত্মক! সুবীর্য্য! হে ইন্দ্র! 'শ্রুতামঘং' সর্ব্বদা দেবত্বেন বিখ্যাত-ধনং, অতএব 'বৃষভং' যাচমানানাং ধনস্য বর্ষিতারং 'নর্য্যাপসং' নর-হিতং নর্য্যং নর হিত-কর্ম্মাণং 'অস্তারং' দানশৌণ্ডং ঔদার্য্য-যুক্তমেতাদৃশং স্তোতারং "অভি" লক্ষ্য 'উদেষি।' ঈদবধারণে। যমেব তস্য যজ্ঞে সূর্য্যাত্মনা উদ্গাতাসি। 'ষ'-ইতি প্রসিদ্ধৌ॥ (১৩অ—২খ—২সূ ১সা)।

• • •

প্রথম (১৪৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। সাধক কহিতেছেন,—যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী, যাঁহারা দানধর্ম্মরত, যাঁহারা সত্ত্বভাবসমন্বিত, তাঁহারা যে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যাগ-যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম, পরোপকার, আর্ত্তের দুঃখমোচন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, দরিদ্রের দারিদ্র্য-

ভজন—এ তো ভগবানেরই কর্ম্ম! যাঁহারা তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, ভগবান তো তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই কৃপাপরায়ণ রহিয়াছেন! শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।'

অর্থাৎ,—'হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে সমদর্শী, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

কিন্তু অকৃতী আমরা; ভগবানকে ধারণা করিতে পারি, তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী হই,—সে সামর্থ্য আমাদের নাই। সামর্থ্যহীন আমরা; তিনি যদি স্বয়ং কৃপা করেন, তিনি যদি নিজে আসিয়া হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশ হন, তবেই সুফল লাভের আশা আছে। তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব! আপনার শরণ লইলাম; অজ্ঞান আমরা; আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করুন। আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া, আমরা যেন সংসার সমুদ্র তরিয়া যাই। ভজন জানি না - সাধন জানি না আমরা। শিখাইয়া দাও প্রভু! তুমি না শিখাইয়া দিলে, কিরূপে শিখিব প্রভু! জানাইয়া দাও দেব! তুমি না জানাইয়া দিলে, কেমন করিয়া জানিব দেব! আপনার মহিমা আপনি প্রকাশ না করিলে, আমাদের সাধ্য কি যে, তাহা বুঝিতে পারিব! তোমার মহিমা—তোমার স্বরূপ বুঝিতে না পারিলে আমাদের যে উদ্ধারের আশা নাই! তাই ডাকি দেব! এস - হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! আমরা সংসার-সমুদ্রে তরিয়া যাই! প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রার্থনার সেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এখানেও অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানালোক-লাভে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন দিক্ দিয়া যদিও এ মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা মনে করি - সাধক যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, যখন তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যখন তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, সেই অবস্থায় সাধক বলিতেছেন 'হে দেব! আমি বুঝিতে না পারিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। শ্রুতিবাক্য অমান্য করিয়াছি—পরের কত অপকার করিয়াছি। আমি ঘোর মহাপাপী। আমি মহান্ অজ্ঞান। অন্ধকারে পড়িয়া আছি· ইষ্টপথ দেখিতে পাইতেছি না। হে তেজোময় দেব! আমাকে রক্ষা কর,—পরিত্রাণ কর, জ্ঞানালোক দিয়া আমাকে সৎপথ দেখাও। এই মধুর ভাব! এই সুন্দর কথা! এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত।

এক্ষণে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার এই সামমন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সে অর্থ,—'সুর্য্যাত্মক অর্থাৎ হে সুবীর্য্য ইন্দ্র! সর্ব্বদা দান করেন বলিয়া বিখ্যাত ধনশালী, যাচকদিগের ধনবর্ষণকারী, নরের হিতকর কর্ম্মকারী, দানশৌণ্ড এবং ঔদার্য্যযুক্ত এতাদৃশ মহানুভবের প্রতি তুমি উদিত হইতেছ, অর্থাৎ তুমি তাদৃশ ব্যক্তির যজ্ঞে সূর্য্যরূপে উদিত হইতেছ। মন্ত্রের ঘ-শব্দ প্রসিদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার

এ মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। ভাষ্যকারের ভাব—সূর্য্যরূপধারী ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্র! তুমিই তাদৃশ (দাতৃত্ব-ঔদার্য্যাদিগুণযুক্ত) ব্যক্তির যজ্ঞে সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া থাক।' এ ব্যাখ্যায়, অধ্যাহৃত ব্যক্তিবিশেষ বিশেষ্য, আর 'মন্ত্রস্থ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদগুলি তাহার বিশেষণ। কিন্তু আমরা এস্থলে 'মাং' (দ্বিতীয় অন্বয়) পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রস্থ ঐ দ্বিতীয়ান্ত পদগুলি তাহার বিশেষণ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাতে দ্বিতীয়ান্ত পদগুলির অর্থ—ভাষ্যকারের গৃহীত অর্থ হইতে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষ্যকার 'শ্রুতামঘ' শব্দে 'সর্ব্বদা দেয় বলিয়া 'বিখ্যাতধন', 'বৃষভ' শব্দে 'যাচমানকে ধনবর্ষণকারী', 'নর্য্যাপস' শব্দে 'নরহিতকর কর্ম্মকারী' এবং 'অস্তারং' পদে 'দানশৌণ্ড' ও 'ঔদার্য্যযুক্ত' এই একটা স্বকপোল-কল্পিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সকল শব্দের অধুনা-প্রচলিত কোনও ব্যাকরণ অনুশাসন বা অভিধান (মূল) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা 'শ্রুতামঘং' এই অংশকে 'শ্রুতাং' ও 'অঘং'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 'শ্রুতা' শব্দে 'শ্রুতিসম্মত বাণী' এবং 'অঘ' শব্দে 'পাপী' অর্থ প্রকট করিয়াছি। যে ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'শ্রুতি' শব্দে বেদমন্ত্র বুঝায় তাদৃশ ব্যুৎপত্তি দ্বারা (শ্রূয়তে যা সা শ্রুতা বাণী) শ্রুতা শব্দে শ্রুতিসম্মত বাণী ও বাক্য বুঝা যায়। এই 'শ্রুতাং' পদটী 'অস্তারং' পদের কর্ম্ম। 'অস্ ক্ষেপে'-এই ক্ষেপার্থক অস ধাতুর উত্তর 'তৃন' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'অস্তৃ'-শব্দে ক্ষেপণকর্ত্তা প্রতীত হয়। ইহাতে অর্থ আসিল—শ্রুতিসম্মত বাক্য ক্ষেপণকর্ত্তা অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য-লঙ্ঘনকর্ত্তা। এ দুই শব্দ একই ভাব দ্যোতনা করে। অঘ শব্দের পাপ অর্থ প্রসিদ্ধ। 'অঘ (পাপ) আছে যাহার' এই অর্থে তাহাতে 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত করিয়া অঘ-শব্দে পাপীকেও প্রতীত হয়। তাহার তাৎপর্য্য 'শ্রুতিবাক্য লঙ্ঘন করা পাপ' ইহাই ব্যক্ত হয়। তারপর আলোচ্য—'নর্য্যাপসং' ও 'বৃষভং' এই দুইটী পদ। 'নর্য্য' শব্দের 'নরহিত কর্ম্ম' অর্থ ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন। 'নর্য্যং অপস্তি নাশয়তি' অর্থাৎ 'নরহিত-কর্ম্ম নাশ করে যে' এই অর্থে 'নর্য্য+অপ' পূর্ব্বক নাশার্থক 'সো' ধাতুর উত্তর ড (অ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিবেচনা করিয়া 'নর্য্যাপস' শব্দ হইতে 'নরের হিতকর কর্ম্ম-নাশক' এইরূপ ভাব একটা আনা অসঙ্গত হয় না। 'বৃষ ইব ভাতি'—'যে বৃষের মত দীপ্তি পায়' এই অর্থে "বৃষভ" শব্দটী বৃষতুল্য অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে 'বৃষভ' বলিতে বৃষের মত 'অজ্ঞান' ও 'ক্রোধী' এই অর্থ লওয়াই সঙ্গত বিবেচনা হয়। ইহা ব্যতীত কোন্ অর্থ সঙ্গতভাবে গৃহীত হইতে পারে? এই সকল আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, মন্ত্রে যেন দ্যোতনা করিতেছে—'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এই সকল শাস্ত্রবাণী লঙ্ঘন করিও না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'পরের হিতসাধন কর। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে বশীভূত কর।' এই শাস্ত্রবাক্য মান্য কর; নতুবা পাপসাগরে মগ্ন হইবে, কামী ও ক্রোধী হইয়া কেবল পরের অপকার করিবে। ফলে, শেষে অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

উক্তরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞে, 'হে সূর্য্য! (ইন্দ্র!) তুমিই উদিত হইয়া থাক',—এইরূপ উক্তি একদেশদর্শীর মুখেই শোভা পায়। 'আমি পাপান্ধকারে মগ্ন হইয়াছি,

আমার নিকট সূর্য্যদেব তুমি উদিত হও, আমায় এই পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।' পাপীর এইরূপ কাতরোক্তিতে বিনীতভাবে, ভগবান কি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না? পাপীর পরিত্রাণের উপায় কি নাই? (১৩অ -২খ -২সূ -১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ১ ২৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ক ২র
নব যো নবতিং পুরো বিভেদ বাহ্বোজসা।
১ ২ ৩ ১ ২
অহিং চ বৃত্রহাবধীৎ ॥ ২ ॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ ২খ ২দ -১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূর্য্য' পদ ইন্দ্রের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু "বায়ুর্ব্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানং সূর্য্যো দ্যুস্থঃ' এই নিরুক্ত-বচনে (৭।২।১) সূর্য্যের এবং ইন্দ্রের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সেই সংশয়-নিরসনার্থ 'দ্বাদশাবত্যাদি' প্রমাণ প্রদর্শিত হয়। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে (২।১।২) আছে,—'অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ' ইত্যাদি; অর্থাৎ অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি।

৩। মন্ত্রের শ্রুতামঘং পদে 'অচোহতঃ' (৬।১।১৩৭) এই সূত্রমতে যোগভাগ-হেতু দীর্ঘ হইয়াছে।

৪। মন্ত্রে 'অস্তারং' পদ আছে। সায়ণ-মতে ঐ পদের অর্থ—'দানশৌণ্ডং ঔদার্য্যবন্তং'। বিবরণকার ঐ পদের অর্থ লিখিয়াছেন,—'ক্ষেপ্তারং শত্রূণামিতি'। উভয় অর্থ-ই সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। ভগবান যেমন দানশৌণ্ড উদার, তেমনি তিনি শত্রুসংহারকারী। অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু-নাশে এবং পরমাশ্রয়-দানে তাঁহার তুল্য কে আর আছে?

৫। বিবরণকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত 'ঘা' ও 'ইৎ' পাদপূরণে ব্যবহৃত। ভাষ্যকার 'ঘ ইতি প্রসিদ্ধৌ' বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

৬। মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে সূর্য্য (ইন্দ্র)! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নরাহিতকর কর্ম্মযুক্ত, ঔদার্য্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দ্দিকে উদিত হও।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ পরমদেবঃ) 'বাহ্বোজসা' (স্ববলেন) 'নবনবতিং' (অসংখ্যান্) 'পুরঃ' (আশ্রয়-স্থানান্ - রিপূণাঃ ইতি যাবৎ) 'বিভেদ' (ভিনত্তি, ধ্বংসয়তি) সর্ব্বান্ রিপূন্ বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ, 'চ' (তথা) 'বৃত্রহা' (জ্ঞানাবরকশত্রুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ যঃ দেবঃ) 'অহিং' (কেনাপি অহন্তব্যং, দুর্দ্দান্তং রিপুং) 'অবধীৎ' (বিনাশয়তি) সঃ দেবঃ অস্মাকং রিপূন্ বিনাশয়তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মাকং অজ্ঞানতাদীন্ রিপূন্ বিনাশয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ ২খ ২সূ—২সা।)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পরমদেব স্ববলে অসংখ্য রিপুদিগের আশ্রয়স্থান ভেদ করেন—ধ্বংস করেন অর্থাৎ সকল রিপু বিনাশ করেন এবং অজ্ঞানতানাশক যে দেবতা দুর্দ্দান্ত রিপুকে বিনাশ করেন, সেই দেবতা আমাদের রিপুগণকে বিনাশ করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের অজ্ঞানতাদি রিপুগণকে বিনাশ করুন।)॥ (১৩অ—২খ—২সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' ইন্দ্রঃ 'নবতিং' নবতি-সংখ্যাকাঃ ততঃ নব-সংখ্যাকাঃ একোনশত-সংখ্যাকাঃ শম্বরস্য 'পুরঃ' পুরীঃ 'বাহ্বোজসা' বাহু-বলেনৈব 'বিভেদ' দিবোদাসায় ভিনত্তি স্ম। তথাচ মন্ত্রান্তরে—দিবোদাসায় নবতিঞ্চ নবেন্দ্রঃ পুরোব্যৈরচ্ছম্বরস্য—ইতি। স চ 'বৃত্রহা' বৃত্রাসুরস্য হন্তা। স ইন্দ্রঃ 'অহিং চ' কেনাপ্যহন্তব্যং মেঘমপামাবরকং বৃত্রাসুরং বা অবধীৎ। স ইন্দ্রোঽস্মাকং ধনং দদাত্বিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। (১৩অ—২খ - ২সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৯৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সায়ণভাষ্যে দ্রষ্টব্য। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এই যে,—ইন্দ্রদেব দিবোদাসনামক রাজার কল্যাণের জন্য শম্বর নামক অসুরের নিরনব্বইসংখ্যক পুরী বিনাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে শম্বর বা দিবোদাসের কোন উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার অন্য একটী মন্ত্রের সাহায্যে উক্ত আখ্যায়িকার বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মন্ত্রের এতদ্রূপ ব্যাখ্যা-দৃষ্টে কোন কোনও

ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মন্ত্রে একটী প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, শম্বর নামক কোনও অনার্য্য দলপতি খুব পরাক্রান্ত ছিল এবং দিবোদাস নামক কোনও ধার্ম্মিক আর্য্য নরপতির সহিত তাহার বিরোধ চলিতেছিল। এই বিবাদে দিবোদাস অনার্য্য দলপতি শম্বরের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া তখনকার সার্ব্বভৌম সম্রাট অথবা পরাক্রমশালী রাজা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েন। ইন্দ্র শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য দিবোদাসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শম্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার অসংখ্য দুর্গ ধ্বংস করেন।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমিত হইবে যে, ঐতিহাসিকদিগের মতে ইন্দ্র যেন এক-জন পার্থিব রাজা এবং শম্বর, দিবোদাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের কাহিনী ঐতিহাসিক গ্রন্থ বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য মন্ত্রে শম্বর দিবোদাস প্রভৃতির উল্লেখ নাই, এবং যেখানে এই সকল পদের উল্লেখ আছে আমরা তত্তংস্থলে তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনাদিবেদে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা স্থানের নাম নাই, এবং তাহাদের কোন কাহিনীরও উল্লেখ বেদে নাই। পবিত্র সনাতন বেদ-গ্রন্থ আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ, উহাতে সাংসারিক কোনও বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রে আমরা যে ভাবে যে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি তাহার আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'নবনবতিং' পদ আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি। এই পদে যে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না তাহাও দেখিয়াছি। এরূপ সংখ্যাবাচক শব্দ বহ্বর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, 'নবনবতিং' পদের 'অসংখ্য' অর্থই এখানে সঙ্গত। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। 'অহি' 'বৃত্রহা' প্রভৃতি পদ-সম্বন্ধেও পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং তাহার বঙ্গানুবাদ-দৃষ্টেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। (১৩অ ২খ—২সূ—২সা)। *

———*———

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
স ন ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবদ্গোমদ্যবমৎ।

৩ ১ ২
উরুধারেব দোহতে ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিবঃ' (মঙ্গলস্বরূপঃ) 'সখা' (বন্ধুভূতঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতি-দেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যঃ) 'অশ্ববৎ' (ব্যাপকজ্ঞানযুতং) 'যবমৎ' (অন্নযুতং, শক্তিযুতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'গোমৎ' (পরাজ্ঞানযুতং) পরমধনং ইতি যাবৎ, 'উরুধারেব' (প্রভূতধারাবৎ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (দদাতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—২খ - ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলস্বরূপ বন্ধুভূত প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা আমাদিগকে ব্যাপকজ্ঞানযুক্ত, আত্মশক্তিদায়ক, পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন)। (১৩অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' পূর্ব্বোক্ত-গুণ-বিশিষ্টঃ 'শিবঃ' কল্যাণতমঃ 'সখা' যষ্টৃযষ্টব্য-স্তোতৃস্তোতব্য-লক্ষণেন সম্বন্ধেন 'নঃ' অস্মাকং মিত্রভূতঃ এতাদৃশ ইন্দ্রঃ 'অশ্ববৎ' অশ্বযুক্তং 'গোমৎ' পশ্বাদি-সহিতং 'যবমৎ'। অযবাদিভ্যঃ—ইতি প্রতিষেধাৎ মতুপো বত্বাভাবঃ। যব ইতি ধান্য-বিশেষঃ। ধান্যযুক্তং ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'দোহতে' দোগ্ধুং দদাতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'উরুধারেব' দোহনকালে প্রভূত-পয়োধারা যথা বহূনাং পোষয়িত্রী গৌঃ যথা বৎসস্য পয়ো দোগ্ধি তথা প্রভূতধনং অস্মাকং দোগ্ধুং দদাতু। দুহেলেটাড়াগমঃ। (৩।৪।৯৪)॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৪৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্ত্রে ভগবানকে সখা-রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি মানবের সখা, পরম হিতকারী বন্ধু। তাঁহাপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু নাই। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, তিনিই মানুষকে আশ্রয় দান করেন, সান্ত্বনা দেন, তাঁহাদের সুখে আনন্দিত হয়েন। পার্থিব বন্ধু হয় তো দুঃখ বিপদের সময় মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান বিশেষভাবে বিপদের কাণ্ডারী, অসময়ের বন্ধু। মানুষ যখন দুঃখদৈন্য দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া পরিত্রাহি ডাকে, মানুষ যখন জন্মজরামরণসঙ্কুল এই জীবনের তিক্ত হলাহল পানে জর্জ্জরিত হয়, তখন কেবলমাত্র ভব-পারের কাণ্ডারী ভগবানই মানুষের একমাত্র সহায়। তাঁহার কৃপাবারি সিঞ্চনে তাপিত

মানবের দুঃখজ্বালা প্রশমিত হয়। তাঁহার অপার করুণায় মানব এই দুঃখময় জীবনেও পরমানন্দ লাভ করে। এমন যে মহান দেব তাঁহার অপেক্ষা মানবের হিতকারী বন্ধু আর কে হইতে পারে?

কিন্তু মন্ত্রের 'সখা' শব্দের অর্থ আরও বিস্তৃত। 'সমপ্রাণঃ সখাসতঃ' অর্থাৎ যাঁহারা অভিন্নহৃদয়, একাত্মভাবাপন্ন, তাঁহারাই পরস্পর পরস্পরের সখা। এখানে সাধক আপনাকে ভগবানের সহিত সমপ্রাণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন অথবা অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। ভগবান আমার সখা, আমি তাঁহার প্রিয়পাত্র—এই ভাবই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে। তিনি পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় সত্তাস্বরূপ, আমাকেও তাঁহারই গুণে গুণান্বিত তাঁহারই ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। এই পবিত্র ধারণা মানুষকে মোক্ষলাভের উপযোগী করে।

মানুষ তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার ধারণায় শান্তি পায়, সাহস পায়। তিনি কিরূপ? উত্তরে বেদ বলিতেছেন—'শিবঃ সঃ' তিনি মঙ্গলস্বরূপ ভয় কি মানব! মানুষের পরম বন্ধু, হৃদয়ের সখা যিনি, তিনি যে মঙ্গলস্বরূপ, পরমকল্যাণ-নিলয়। তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার চিন্তায় মানুষ পরমমঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। তাঁহার চরণের পবিত্র স্পর্শে অমঙ্গল পাপ তাপ দূরীভূত হয়। সুতরাং মানুষ ভগবচ্চিন্তা, ভগবৎবন্দনার দ্বারা পরাশান্তির অধিকারী হয়—'শিবঃ' বিশেষণে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

সেই পরমকল্যাণদাতা দেবতার নিকট পরাজ্ঞান-পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। গো ও অশ্ব শব্দদ্বয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যথাক্রমে জ্ঞান ও ব্যাপক জ্ঞান বুঝায়। 'যব' শব্দ অন্নার্থক, অর্থাৎ শক্তিবাচক। তাই 'যবমৎ' পদে আমরা 'আত্মশক্তি-দায়ক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে গরু ঘোড়া ও ধান যব অর্থই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সেই কল্যাণকর বন্ধু ইন্দ্র, আমাদিগের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত গোযুক্ত যবযুক্ত ধন প্রভৃতি পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন।" (১৩অ—২খ—২সূ—৩সা)। *

———•———

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২ র   র   ২   ৪ ৩৪৫র   ১   ৩   ৫   ১২   ২
উৎঘেদভিশ্রুতামা ৩ ঘাম্। বৃষভমর্ধ্যা। হুম্। পা ২ ৩ ৪ দাম্। আত্তা ৩ উবা।

র ১   ২১   ৫   র   ৫   ২ র   ২
রামায়ি। যিন্ ২ ৩ ৪ বা। য়া ৫ মো ৬ হায়ি। নবয়োনবভিস্পূ ৩ রাঃ।

৪ ৩র৪৫রে র   ১   ৩   ৫   ১২   ২   ১   ২১
বিভেদগাহ্বোবা। হুম। আ ২ ৩ ৪ দা। আহা ৩ উবা। চন্থ। দ্রমো

* এই সাম মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের দ্বাষষ্ঠিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্। ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ৪ ৫ ২ ২র ৩৪র ৩র ৪৫র
২ ৩ ৪ বা। বা ৫ থো ৬ হায়ি। সন ইন্দ্রঃ শিবঃ সা ৩ খা। অশ্বাবদ্‌গোমন্তা।

১ ৩ ৫ ১ ২ ২ র ১র ২ ১ ৫
হ্বম। বা ২ ৩ ৪ মাৎ। অরা ৩ উবা। ধারে। বদো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
হা ৫ ভো ৬ হায়ি॥ ১।২।৩। ০

—— • ——

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
বিভ্রাড়্‌বৃহৎ পিবতু সোম্যং

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মধ্বায়ুর্দ্দধদ্‌যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বাতজূতো যো অভিরক্ষতি ত্মনা

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
প্রজাঃ পিপর্ত্তি বহুধা বি রাজতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিভ্রাট্' (বিশেষেণ দীপ্যমানঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ দেবঃ) 'যজ্ঞপতৌ' (সৎকর্ম্মসাধকে, সৎকর্ম্মসাধকায় ইত্যর্থঃ) 'অবিহ্রুতং' (নিষ্কণ্টকং) 'আয়ুঃ' (সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং) 'দধৎ' (প্রযচ্ছতি); সঃ অস্মাকং হৃদয়াস্থিতং 'বৃহৎ' (মহান্তং) 'সোম্যং' (সত্ত্বভাবময়ং) 'মধু' (অমৃতং) 'পিবতু' (গৃহ্লাতু); ভগবান অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উৎপাদ্য তং গৃহ্লাতু—ইতি

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"বারসৌপর্ণম্।"

ভাবঃ; 'বাতজূতঃ' (বায়ুবেগসম্পন্নঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ) 'যঃ' (যঃ, ভগবান ইত্যর্থঃ) 'ত্মনা' (আত্মনা, আত্মশক্ত্যা) 'প্রজাঃ' (লোকান্) 'অভিরক্ষতি' (সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি) তথা 'পিপর্ত্তি' (পালয়তি) অপিচ, সঃ 'বহুধা' (বহুবিধেন, বিশেষরূপেণ) 'বিরাজতি' (দীপ্যতে, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রযচ্ছতি—লোকেভ্যঃ ইতি যাবৎ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকানাং রক্ষকঃ তথা পালকঃ ভবতি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৩খ - ১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমজ্যোতির্ম্ময় দেব সৎকর্ম্মসাধককে নিষ্কণ্টকে সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করেন; তিনি আমাদিগের হৃদয়স্থিত মহান্ সত্ত্বভাবময় অমৃত গ্রহণ করুন; (ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করিয়া তাহা গ্রহণ করুন); আশুমুক্তিদায়ক ভগবান আত্মশক্তিদ্বারা লোকদিগকে রক্ষা করেন এবং পালন করেন; অপিচ, তিনি বিশেষরূপে লোকদিগকে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের রক্ষক এবং পালক হয়েন।)। (১৩অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিভ্রাট্' বিভ্রাজমানঃ বিশেষেণ দীপ্যমানঃ সূর্য্যঃ 'বৃহৎ' পরিবৃঢ়ং 'সোম্যং' সোমময়ং 'মধু' 'পিবতু'। কিং কুর্ব্বন্? 'যজ্ঞপতৌ' যজমানে 'অবিহ্রুতং' অকুটিলং 'আয়ুঃ' 'দধৎ' কুর্ব্বন 'যঃ' সূর্য্যঃ 'বাতজূতঃ' বাতেন মহাবায়ুনা প্রের্য্যমাণঃ সন 'ত্মনা' আত্মনা স্বয়মেব 'অভিরক্ষতি' সর্ব্বং জগদভিপশ্যন পালয়তি। রাশিচক্রস্য বায়ু-প্রের্য্যত্বাৎ সূর্য্যস্যাপি তৎপ্রের্য্যত্বং। স সূর্য্যঃ 'প্রজাঃ' 'পিপর্ত্তি' বৃষ্ট্যাদি-প্রদানেন পালয়তি 'বহুধা বি রাজতি' বিশেষেণ দীপ্যতে চ। 'পিপর্ত্তিবহুধা'—'পুপোষপুরুধা'—ইতি পাঠৌ। (১৩অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভগবান সাধককে তাঁহার অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। যিনি সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করেন, একান্তভাবে আপনাকে সৎপথে পরিচালন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন, ভগবান তাঁহাকে তদনুরূপ শক্তিও প্রদান করেন। মন্ত্রের প্রথমভাগে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবান্ অপার করুণাবশে আমাদিগের হৃদয়ে সদ্ভাব প্রদান করেন, আবার তিনিই সেই সদ্ভাব গ্রহণব্যপদেশে আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার জিনিষই তিনিই গ্রহণ করেন। আমাদিগের নিজস্ব বলিতে তো কিছুই নাই। তাই সাধক বলিয়াছেন,—

"আপনি পাতিয়া কান শুন আপনারি গান,
আপনা আপনি আলাপন।"

তিনি এই বিশ্বকে আত্মশক্তিতে রক্ষা করেন—তিনিই পালন করেন। মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রদান করিয়া তাহাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করেন তাঁহার প্রদত্ত জ্যোতিঃলাভ করিয়া মানুষ অজ্ঞানতা মোহ প্রভৃতির হাত হইতে উদ্ধার লাভ করে। ভগবান সাধককে নিষ্কণ্টকে সাধনশক্তি প্রদান করেন। সাধনশক্তি যাহাতে রিপুর আক্রমণে ম্লান না হয়, তিনি তদনুরূপ বিধান করিয়া থাকেন অর্থাৎ সাধককে রিপুর আক্রমণ হইতেও রক্ষা করেন। তাঁহার রক্ষাশক্তির মহত্ত্ব এইখানে পরিস্ফুট। মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। (১৩অ—৩খ—১সূ—১সা)॥ *

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২   ৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২ ৩
বিভ্রাড়্ বৃহৎ সুভৃতং বাজসাতমং
১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১র ২র
ধর্ম্মং দিবো ধরুণে সত্যমর্পিতম্।
৩   ১   ২ ৩ ১   ২র ৩ ১ ২ ৩
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহন্তমং
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
জ্যোতির্জ্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা॥ ২॥

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তত্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪প — ৬দ ৫খ - ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বৎকৃপয়া অস্মাকং হৃদি 'বিভ্রাট্' (বিভ্রাজমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'সুভৃতং' (শোভনপোষকং, আত্মোন্নতিবিধায়কং) 'বাজসাতমং' (আত্মশক্তি-দায়কং) 'ধর্ম্মন্' (ধারকং, পাপাৎ রক্ষকং) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'ধরুণে' (ধারকে, স্থানে, আশ্রয়ে) 'অর্পিতং' (স্থাপিতং) স্বর্গজাতং ইত্যর্থঃ, 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং) 'অমিত্রহা' (রিপুনাশকং) 'বৃত্রহা' (জ্ঞানাবরকশত্রুনাশকং, অজ্ঞানতানাশকং) 'দস্যুহন্তমং' (জ্ঞানাপহারকশত্রুঘাতকং) 'অসুরহা' (সৎকর্ম্মবিঘাতকানাং নাশকং) 'সপত্নহা' (শত্রূণাং ঘাতকং) 'জ্যোতিঃ' (পরাজ্ঞানং) 'জজ্ঞে' (উৎপন্নং ভবতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমমঙ্গলদায়কং পরাজ্ঞানং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদের হৃদয়ে যেন জ্যোতির্ম্ময়, মহৎ, আত্মোন্নতিবিধায়ক, আত্মশক্তিদায়ক, পাপ হইতে রক্ষাকারী, দ্যুলোকের আশ্রয়ে স্থাপিত অর্থাৎ স্বর্গজাত, সত্যস্বরূপ, রিপুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, জ্ঞানাপহারকশত্রুঘাতক, সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের নাশক, শত্রুদিগের ঘাতক পরাজ্ঞান উৎপন্ন হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমমঙ্গলদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৩অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিভ্রাট্' বিভ্রাজমানং, 'বৃহৎ' প্রৌঢ়ং, 'সুভৃতং' সুপুষ্টং, 'বাজসাতমং' বাজস্যান্নস্য বলস্য বা দাতৃতমং, 'ধর্ম্মন্' ধর্ম্মণি বায়ুনা ধারয়িতব্যে 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ধরুণে' ধারকে সূর্য্যমণ্ডলে 'অর্পিতং' নিক্ষিপ্তং, 'সত্যং' অনশ্বরং 'অমিহা' অমিত্রাণামপ্রিয়াণাং হন্তৃ, 'বৃত্রহা' আবৃণ্বতাং হন্তৃ, 'দস্যুহন্তমং' দস্যূনামুপক্ষপয়িতৄণাং হন্তৃতমং, 'অসুরহা' অসুরাণাং ক্ষেপ্তৄণাং ঘাতকং 'সপত্নহা' সপত্নানাং শত্রূণামপি ঘাতকং, ঈদৃগ্ভূতং 'জ্যোতিঃ' সৌরং তেজঃ 'জজ্ঞে' প্রাদুর্ভবতি॥ (১৩অ-৩খ—১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে পরাজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের যে স্বরূপ প্রকটিত করা হইয়াছে তাহাই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। পরাজ্ঞান— আত্মোন্নতিবিধায়ক এবং আত্মশক্তিদায়ক। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানের বলেই মানুষ প্রকৃত

উন্নতি সাধন করিতে পারে। মানুষ জ্ঞানালোকে আপনার গন্তব্যপথ যেমন দেখিতে পায়, ঠিক তেমনিভাবে নিজের দুর্ব্বলতা ত্রুটি বিচ্যুতিও দেখিতে পারে। জ্ঞানের সঙ্গে তাহার মধ্যে শক্তিরও আবির্ভাব হয়, সুতরাং অনায়াসেই সে আপনার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। অপিচ, মানুষের প্রকৃত উন্নতিলাভের, জীবনের চরম পরিণতিলাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন পরাজ্ঞান প্রভাবে মানুষ তৎসমুদয়ই লাভ করিতে পারে।

পরাজ্ঞান শত্রুনাশক। যিনি দিব্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন অজ্ঞানতামোহাদি রিপুগণ তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং রিপুগণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সাধক পরমানন্দে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'জ্যোতিঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে সূর্য্য; সুতরাং সমগ্র মন্ত্রের ভাবই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে ব্যাখ্যার ভাব পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"সূর্য্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থ উদয় হইতেছে; ইহা প্রকাণ্ড অতিদীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত, ইহার মত অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের বধকারী, বিপক্ষদিগের সংহারকারী।" (১৩অ—৩থ -১সূ—২সা)॥০

—॰—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ইদ৺ শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমং
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বজিদ্ধনজিদুচ্যতে বৃহৎ।
৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
বিশ্বভ্রাড্‌ভ্রাজো মহি সূর্য্যো দৃশ উরু
২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পপ্রথে সহ ওজো অচ্যুতম্॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রেষ্ঠং' (উত্তমং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'ইদং' (ইদং পরাজ্ঞানং) 'উত্তমং' (মঙ্গলদায়কং) 'বিশ্বজিৎ' (বিশ্বস্য জেতৃ, বিশ্বাধিপতি) 'ধনজিৎ' (পরমধনসম্পন্নং, পরমধনদাতৃ ইত্যর্থঃ) তথা 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (সর্ব্বজ্যোতিষাং আশ্রয়ভূতং প্রকাশকং) 'উচ্যতে' (অভিহিতং ভবতি) ; 'ভ্রাজঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'বিশ্বভ্রাট্' (বিশ্বস্য প্রকাশয়িতা) 'উরু সহ' (বিস্তীর্ণ-তমোনাশকঃ. অজ্ঞানতানাশকঃ) 'মহি' (মহান) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'দৃশে' (দর্শনায়, অস্মাকং দিব্যদৃষ্টিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'অচ্যুতং' (চ্যুতিরহিতং, অবিনাশং, নিত্যং) 'ওজঃ' (বলং, শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পপ্রথে' (বিস্তারয়তু, প্রযচ্ছতু – অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা দিব্যশক্তিং প্রদেহি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৩খ - ১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উত্তম মহৎ এই পরাজ্ঞান, মঙ্গলদায়ক বিশ্বাধিপতি পরমধনদাতা এবং সর্ব্বজ্যোতির আশ্রয়ভূত প্রকাশক (বলিয়া) অভিহিত হয়েন ; জ্যোতির্ম্ময়, বিশ্বের প্রকাশক, অজ্ঞানতানাশক, মহান্ জ্ঞানদেব আমাদের দিব্যদৃষ্টি-লাভের জন্য নিত্যশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং দিব্যশক্তি প্রদান করুন।)॥ (১৩অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইদং' সৌরং তেজঃ 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'জ্যোতিষাং' অন্যেষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনামপি 'জ্যোতিঃ' প্রকাশকং অতএব 'উত্তমং' উৎকৃষ্টং 'বিশ্বজিৎ' বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জেতৃ 'ধনজিৎ' ধনস্য জেতৃ 'বৃহৎ' প্রভূতমুচ্যতে এবংগুণবিশিষ্টমিতি সর্ব্বৈরভিধীয়তে অপিচ 'বিশ্বভ্রাট্' বিশ্বস্য প্রকাশয়িতা 'ভ্রাজঃ' ভ্রাজমানঃ 'মহি' মহান্ 'সূর্য্যঃ' 'দৃশে' দর্শনায় 'উরু' বিস্তীর্ণং 'সহঃ' তমসোঽভিভবিতৃ 'অচ্যুতং' চ্যুতি-রহিতং অবিনাশং 'ওজঃ' তেজোরূপং বলং 'পপ্রথে' বিস্তারয়তি। (১৩অ—৩খ – ১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ। তাই বেদ বলিতেছেন,—'ইদং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'। অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই সর্ব্ববিধ জ্যোতির উৎপত্তি। সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ কেমন?—বিশ্বজিৎ, ধনজিৎ। জ্ঞানের প্রভাবে বিশ্ব জয় করা যায়, পরমধন অধিগত হয়। জ্ঞানের বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে। জ্ঞানের বলেই বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বই অবগত হওয়া

যায়, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে বস্তুর উপরে আধিপত্য লাভ করা যায়। 'অগ্নি' সম্বন্ধে আমরা যত বেশী জানিতে পারি, ততই বেশী পরিমাণে অগ্নিকে আমাদের কার্য্যে খাটাইতে পারি; অগ্নির উপর আধিপত্য করিতে পারি। অগ্নির রূপান্তর বিদ্যুৎ আজ দাসীর ন্যায় মানুষের সেবা করিতেছে। কিন্তু এই জ্ঞানও বাহ্যজ্ঞান। বস্তুর প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলে সেই বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হয়।

ইহা ব্যতীত জ্ঞানের অন্যদিকও আছে। কোনও একটী বস্তুকে জানিতে হইলে তাহার কারণ জানা আবশ্যক। সেই কারণের কারণ, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ইত্যাদির অনুসন্ধানে আরোহণ-প্রথায় আমরা অবশেষে সেই কারণাতীত মূল কারণে পৌঁছিতে পারি। আবার সেই পরমকারণস্বরূপকে জানিতে পারিলে জগতের সমস্ত বস্তুই জানিতে পারা যায়। সুতরাং জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্ব জানা যায়—বিশ্বজয় হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে পরাজ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য, ঘোরান্ধকার দুর্গম সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্য যে জ্যোতির প্রয়োজন সেই জ্যোতিঃ পরাজ্ঞান। সুতরাং মানুষ আপনার জীবনের পরম অভীষ্টসাধনের জন্য সেই জ্যোতিঃলাভের প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই পরম বস্তুই মানুষকে প্রকৃত শক্তি দিতে পারে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী সূর্য্যার্থসূচক-রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যার্থরূপে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে মন্ত্রের ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয় বলিয়া মনে করা যায় না। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"এই সূর্য্য সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য; ইনি সকলি জয় করেন, ধন জয় করেন; ইঁহাকে প্রকাণ্ড কহে; ইনি সকল বস্তু আলোকযুক্ত করেন; অত্যন্ত দীপ্তিশালী; ইনি দৃষ্টির সুবিধার জন্য বিস্তারিত হইয়াছেন; ইনি বলস্বরূপ ও অবিচলিত তেজস্বরূপ।" (১৩অ—৩খ—১সূ—৩সা) : *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিক্ষাণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি
৩ ১র ২র
জীবাঃ জ্যোতিরশীমহি ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ক্রতুং' (প্রজ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বা) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পিতা' (জনকঃ) 'পুত্রেভ্যঃ' (স্বসন্তানেভ্যঃ, তেষাং সুখসাধনায় ইতি ভাবঃ ধনং বিদ্যাং চ দদাতি তদ্বৎ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শিক্ষ' (সৎপথপ্রদর্শনেন পরমধনং পরাজ্ঞানং চ প্রদদ ইতি ভাবঃ); 'পুরুহূত' (হে সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়!) 'যামনি' (ত্বদর্থং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'জীবাঃ' (প্রাণশক্তেরভিলাষিণঃ বয়ং) 'জ্যোতিঃ' (প্রাণশক্তিস্বরূপং জ্ঞানকিরণং ইত্যর্থঃ) 'অশীমহি' (প্রতিদিনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন! পিতেব ত্বং অস্মান্ সৎপথি সমানয়, প্রজ্ঞানোদ্ভাসিতেন সদ্ভাবমণ্ডিতেন চিত্তেন যথা বয়ং পরমধনং লভেমহি, তৎ বিদধস্ব॥ (১৩অ-৩খ—২সূ—১সা)॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে ভূতানাং প্রকাশক, সর্ব্বভূতাত্মন ভগবন ইন্দ্রদেব) 'পিতা পুত্রেভ্যঃ যথা' (যথা পিতা স্বসন্তানানাং মঙ্গলকামনার্থং তান সৎপন্থানং প্রদর্শয়তি, বিদ্যাং ধনং চ প্রযচ্ছতি তদ্বৎ ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মাকং মঙ্গলার্থং ইত্যর্থঃ) 'ক্রতুং' (পরমজ্ঞানং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'শিক্ষ' (সৎপথি সমানয়, ব্রহ্মবিদ্যাং চ প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); হে 'পুরুহূত' (বহুভিরাহূত, সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়!) 'যামনি' (সর্ব্বৈঃ অভিলষিতে প্রাপ্তব্যে বা) 'অস্মিন্' (প্রকৃত্যাং, ব্রহ্মণি, ত্বয়ি নিবসন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'জীবাঃ' (জীবনীশক্তেরভিলাষিণঃ বয়ং) 'জ্যোতিঃ' (ভগবৎসম্বন্ধিনং প্রজ্ঞানরশ্মিং, পরাজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অশীমহি' (সেবেমহি, প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনায় সাধকঃ উদ্বুদ্ধঃ ভবতি। যেন কর্ম্মণা, যেন জ্ঞানেন বা আত্মতত্ত্বঃ ভগবত্তত্ত্বঃ অধিগতঃ ভবতি তৎ পরাতত্ত্বং পরাজ্ঞানং চ লাভায় সাধকঃ অত্র প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে সর্ব্বভূতাত্মন! ত্বং পিতেব মাং সৎপথি সমানয়, আত্মজ্ঞানং পরাজ্ঞানং চ প্রদেহি। তেনাহং পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনায় সমর্থঃ ভবানি॥ (১৩অ—৩খ—২সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদিগকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অথবা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন; অপিচ, যে প্রকারে পিতা পুত্রগণের নিমিত্ত অর্থাৎ তাহাদের মঙ্গলের জন্য বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা পরমধন ও পরাজ্ঞান প্রদান করুন! হে সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় ইন্দ্রদেব! আপনার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা যেন প্রাণশক্তি-স্বরূপ জ্ঞানকিরণকে প্রাপ্ত

হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পিতার ন্যায় আপনি আমাদিগকে সৎপথে লইয়া চলুন; প্রজ্ঞানোদ্ভাসিত সত্ত্বাবমণ্ডিত চিত্তের দ্বারা যাহাতে আমরা পরমধন লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা বিধান করুন। (১০অ—২খ—২সূ—১সা)॥

অথবা,

হে ভূতগণের প্রকাশক, সর্ব্বভূতাত্মন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পিতা যেমন আপনার সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, বিদ্যা এবং ধন প্রদান করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে পরমজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। সকলের পূজনীয় বা সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য প্রকৃতিতে-ব্রহ্মে অর্থাৎ আপনাতে স্থিত জীবনীশক্তির অভিলাষী আমরা যেন অহরহ প্রজ্ঞানরশ্মি অর্থাৎ পরম-জ্যোতি সেবা করি অর্থাৎ প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এখানে পরমাত্মায় আত্মসম্মিলন জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। যে কর্ম্মের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হয়, সেই পরাজ্ঞান ও পরাতত্ত্ব লাভের জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সর্ব্ব-ভূতাত্মন্! আপনি পিতার ন্যায় আমাকে সৎপথে লইয়া চলুন এবং আমাকে আত্মজ্ঞান পরাজ্ঞান প্রদান করুন। তাহা হইলেই আমি পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইব।)॥ (১০অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'নঃ' অস্মভ্যং 'ক্রতুং' কর্ম্ম প্রজ্ঞানং বা 'আ ভর' আহর। অপিচ 'যথা' 'পিতা' 'পুত্রেভ্যঃ' প্রযচ্ছতি তথা 'নঃ' অস্মভ্যং 'শিক্ষ' ধনং দেহি। হে 'পুরুহূত' বহুভি-রাহূত! 'যামনি' যজ্ঞে 'জীবাঃ' বয়ং 'জ্যোতিঃ' সূর্য্যং 'অশীমহি' প্রতিদিনং প্রাপ্নয়াম॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৪৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, দ্বিবিধ অন্বয়ে, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"হে ইন্দ্র! আমাদের কর্ম্ম আহরণ কর, পিতা পুত্রকে যেরূপ দান করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ধনদান কর ; হে পুরুহূত! আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।"

এখানে কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—'ক্রতুং' পদ, দ্বিতীয় -'পিতা পুত্রেভ্যো যথা' উপমা বাক্য ; তৃতীয় 'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয় ; চতুর্থ—'অশ্মিন্' প্রভৃতি। ঐ সকল পদের ব্যাখ্যার ইতরবিশেষে, মন্ত্রের ও ভাবের পার্থক্য ঘটিয়া যায়। সেই জন্যই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-প্রসঙ্গে উহাদের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব প্রকাশিত, তাহা যেন লৌকিকতা-পূর্ণ।

'ক্রতুং' পদের নানাবিধ পর্য্যায় নিরুক্ত-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কর্ম্ম ও প্রজ্ঞান অন্যতম। 'ক্রতুং ন আভর' মন্ত্রাংশের অর্থ হয় –'আমাদের জন্য কর্ম্ম বা প্রজ্ঞান আহরণ করুন।' ভগবানকে এরূপ বাক্য বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কি এই নয় –'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন ; অথবা, আপনার অনুগ্রহ-বলে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই এবং পরাজ্ঞান লাভ করি। আপনি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' কিরূপ ভাবে? 'পিতা পুত্রেভ্যোঃ যথা'—এই উপমা-বাক্যে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'পিতা যেমন সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন সৎশিক্ষা-সদুপদেশ-দানে তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান ; পুত্র কুসংসর্গে কুপথে পরিচালিত হইলে, পিতা যেমন তাড়না করিয়া, সদুপদেশ দিয়া, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া, তাহাকে সংশোধিত করেন ; সেইরূপ ভাবে সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে মতিমান হইয়া কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর অসৎ সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এবং তাহাদের প্রভাব নষ্ট করিয়া, ভগবান পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করুন, সজ্জ্ঞান-প্রদানে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের সামর্থ্য প্রদান করুন ;—উপমা-বাক্যে এই ভাবই দ্যোতিত হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই উপমা-বাক্যে 'শিক্ষাণঃ' অংশেও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। 'শিক্ষা' পদ নানা ভাবের দ্যোতনা করে। বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা, কর্ম্ম শিক্ষা, সদাচার শিক্ষা, সত্যধর্ম্ম শিক্ষা—শিক্ষার অবধি আছে কি? ঐ এক 'শিক্ষা' পদের মধ্যে এ সকলই নিহিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন, শিক্ষার সময়, সৎশিক্ষা লাভ-কালে বিবিধ পরীক্ষা বিবিধ তিতীক্ষা, বিবিধ তাড়না যে সহ্য করিতে হয় এবং শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে তাহার সুফল-লাভ, অর্থ-বিত্তাদি প্রাপ্তি ঘটে ;—এ সকলই ঐ এক 'শিক্ষা' পদে দ্যোতনা করিতেছে। পিতা যেমন পুত্রকে শিক্ষাদান-কালে পূর্ব্বোক্ত নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া পুত্রের মঙ্গল-সাধন করেন, ভগবানও সেইরূপ করুন,—এতৎ প্রার্থনাই 'শিক্ষাণঃ' অংশে দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে করি।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ-ভাবের মধ্য দিয়া, ভগবানকে দর্শন -এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান লক্ষ্য! পুত্রের আপদে-বিপদে, পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? পিতার স্নেহদৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত হইয়া আছে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে

গৌরবান্বিত হন ; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন ; সুখে-দুঃখে তেমন সহানুভূতি সংসারে আর কাহারও আছে কি ? এই মন্ত্রের উপমার তাৎপর্য্য এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য হন। এই মন্ত্রের উপমার অভিপ্রায় এই যে,—তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র ? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌঁছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল সুধীর সত্যপরায়ণ পিতার নিকট পৌঁছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেরূপ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইতে আনন্দ অনুভব করেন। দেবতার সহিত যখন পিতা-পুত্রের এই নিকট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেবতা আর দূরের বস্তু নহেন। তখন দেবতা অতি নিকটেই বিদ্যমান থাকেন। মন্ত্রের প্রথম অংশ তাই উপদেশ দিতেছেন,—'তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন ;—তবেই তিনি পিতার ন্যায় বলিয়া তোমাকে পরমধন পরমজ্ঞান প্রদান করিবেন। হও—গুণময়, হও—সচ্চরিত্র, হও—সৎকর্ম্ম-পরায়ণ, হও—সদাচারসম্পন্ন, হও—সত্যতায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানজ্যোতিঃতে তোমায় মণ্ডিত করিবেন।' দ্বিতীয় অন্বয়েও মন্ত্রের এবম্বিধ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়,—'যজ্ঞে জীবাঃ বয়ং।' তদনুসারে ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'আমরা যজ্ঞের জীব।' এরূপ অর্থে কোনও সদ্ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করি না। 'যামনি' পদের 'যজ্ঞ' অর্থ গ্রহণ করিলে, আমরা মনে করি, উহার অর্থ হওয়া উচিত,—'ত্বদর্থং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি।' আমরা যে যজ্ঞ করি, তাহা ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নহে কি ? ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত সামগ্রী প্রদান করিবেন,—সকল যজ্ঞের—সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য তাহাই। সেই জন্যই প্রথম অন্বয়ে আমরা পূর্ব্বোক্ত 'ত্বদর্থং অনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এতদর্থে 'জীবাঃ' পদেরও সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইয়াছে,—'প্রাণশক্তেরভিলাষিণঃ বয়ং।' তাহাতে 'যামনি জীবাঃ' পদত্রয়ের অর্থ হয়,—'আপনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা।' এখানে, আমরা মনে করি, সৎকর্ম্মশীল জীবনীশক্তি লাভের প্রার্থনা আছে। বাঁচিবার সুখের জন্য প্রাণশক্তি চাই না ; ভোগসুখের জন্যও প্রাণ-শক্তি-লাভের কামনা করি না। তবে কিসের জন্য প্রাণশক্তি চাই ? প্রাণশক্তি চাই—ভগবানের প্রীতির জন্য ; প্রাণশক্তি চাই—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, প্রাণশক্তি চাই বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া অতীন্দ্রিয় তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য। এই তো মানুষের মত প্রার্থনা ! এই তো সাধকের মত প্রার্থনা !

দ্বিতীয় অন্বয়ে 'যামনি জীবাঃ' পদদ্বয়ের অর্থের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ভাষ্যে ঐ পদের আর এক অর্থ আছে,—'সর্ব্বৈঃ প্রাপ্তব্যো।' নিরুক্তে 'যামি' পদের 'যাচ্ঞা' অর্থ-জ্ঞাপক এক ব্যুৎপত্তি আছে। ঐ 'যাচ্ঞা' অর্থ হইতে আমরা 'যামনি' পদের অর্থ

করিয়াছি, 'সর্বৈঃ অভিলষিতে প্রাপ্তব্যে বা।' ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা কে না করিয়া থাকে? কে না তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? ঐ পদের সহিত 'অস্মিন্' পদের অন্বয় আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমবিধ অন্বয়ে ভাষ্যকার 'অস্মিন্' পদের কোনও অর্থ করেন নাই। দ্বিতীয় অন্বয়ে উহার অর্থ করিয়াছেন, 'প্রকৃত্যাং ব্রহ্মণি।' আমরাও 'অস্মিন্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে,—'প্রকৃত্যাং ব্রহ্মণি ত্বয়ি নিবসন্তঃ ইত্যর্থঃ' ইহাতে 'জীবাঃ' পদের সহিত অন্বয়ে এক সুন্দর ভাবের বিকাশ হইয়াছে। 'জীবাঃ' পদের প্রথম অন্বয়ের ব্যাখ্যাই আমরা অব্যাহত রাখিয়াছি। এইরূপে 'যামনি অস্মিন্ জীবাঃ' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সকলের অভিলষিত বা প্রাপ্তব্য পরব্রহ্ম আপনাতে স্থিত প্রাণশক্তির অভিলাষী আমরা।' আমরা কি চাই আপনার সম্বন্ধীয় 'জ্যোতিঃ' অর্থাৎ প্রজ্ঞান।

গীতায় যে ভগবান বলিয়াছেন,—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্।"

ভগবান্ যে অন্যত্র আবার বলিয়াছেন,—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।"

সে সকলই এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার 'অস্মিন্' পদের যে 'প্রকৃত্যাং ব্রহ্মণি' অর্থ করিয়াছেন, গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

অর্থাৎ—'জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অনুষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই।

পক্ষান্তরে 'যজ্ঞে' জীবাঃ' পদদ্বয়ে আরও এক ভাব উপলব্ধ হইতে পারে। 'যজ্ঞে জীবিত অথবা যজ্ঞের দ্বারা জীবিত'—এ ভাবও আসিতে পারে। "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"। কীর্ত্তিই মানুষকে জীবিত রাখে। সৎকর্ম্মপরায়ণ সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির নাম মৃত্যুর পরও বিলুপ্ত হয় না। ইহাতে ভাব এই হয় যে,—"আমরা যেন এমন সৎকর্ম্মপর-এমন সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন হইতে পারি, যাহাতে আমাদের স্মৃতি মৃত্যুর পরও সংরক্ষিত থাকে। যদিও ইহা লৌকিক কামনা, তথাপি এ ভাবও যে 'যজ্ঞে জীবাঃ' পদদ্বয়ে আসিতে পারে, এস্থলে তাহাই ব্যক্ত করা হইল মাত্র।

'জ্যোতিঃ' পদের সর্ব্বত্রই 'সূর্য্যং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'যামনি জ্যোতিঃ অশীমহি' অংশের তাই অর্থ হয়,—'আমরা প্রতিদিন যেন সূর্য্যকে প্রাপ্ত হই।'

এই হইতে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের কেহ কেহ আর্য্যগণের উত্তরমেরুবাসের সিদ্ধান্ত

করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—সেখানে ছয় মাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে; সূর্য্যের কিরণ আদৌ লক্ষিত হয় না। সেই জন্যই তাঁহাদের এই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল।'

আমরা কিন্তু এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। আমরা বলি, এখানে 'জ্যোতিঃ' পদে 'জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেন আমাদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে।' অন্তরস্থ শত্রুর তাড়নায় মানুষ অহরহঃ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, পরমার্থতত্ত্ব ভুলিয়া যায়। যদিচ, কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানের রশ্মি বিকাশ পাইবার উপক্রম হয়, অমনই অজ্ঞানতার ঘোর কুয়াসা-জাল আসিয়া সে ক্ষীণ-রেখাকে ডুবাইয়া দেয়। তাই মোক্ষেচ্ছু সাধক কাতরে জানাইতেছেন;—'হে ভগবন! আমাদের মধ্যে যেন আপনার বিষয়ক দিব্যজ্ঞান কদাচ বিলুপ্ত না হয়; অজ্ঞানতা আসিয়া যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে। আমাদের জ্ঞান যেন প্রতিদিনই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আপনি আমাদিগের প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।'

মন্ত্রের যে প্রার্থনার ভাব, আমাদের প্রকাশিত ত্রিবিধ অম্বয়ে এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রার্থ আলোচনা-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় বিশদীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার আর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১৩অ—৩থ—২সূ—১সা)।

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মা নো অজ্ঞাতা বৃজনা দুরাধ্যো৩

১ ২ ৩ ১ ২
মশিবাসোঽব ক্রমুঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
ত্বয়া বয়ং প্রবতঃ শশ্বতীরপোঽতি

শূর তরামসি ॥ ২ ॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তের ষড়বিংশ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—৩দ ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। বিবরণ-মতে 'শক্তি'ও ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়; যথা,—"শক্তিরিন্দ্রমাহ ইতি।"

৩। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র হমৈ কর্ম্ম বা জ্ঞান দো। ঔর জৈসে পিতা পুত্রোংকো ধন দেতা হৈ তৈসে হমৈ ধন দো। হে ইন্দ্র! বজ্রমে হম জীব সূর্য্যকো প্রতিদিন প্রাপ্ত হো।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অজ্ঞাতাঃ' (অজ্ঞাতশীলাঃ, লুকায়িতাঃ, অন্তর্নিহিতাঃ) 'বৃজনাঃ' (হিংসকাঃ) 'দুরাধ্যঃ' (দুষ্টাভিসন্ধয়ঃ) 'অশিবাসঃ' (অমঙ্গলসাধকাঃ—রিপবঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা' (ন) 'অবক্রমু' (অবচক্রমু, পরাজয়েযুঃ); 'শূর' (হে সর্ব্বশক্তিমন্ দেব!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'ত্বয়া' (ত্বৎকৃপয়া ইত্যর্থঃ) 'প্রবতঃ' (রক্ষিতাঃ সন্তঃ) 'শশ্বতীঃ' (বহুন, প্রভূতপরিমাণং, যদ্বা, নিত্যং) 'অপঃ' (অমৃতান্, অমৃতপ্রবাহং) 'অতিতরামসি' (অতিতরাম, লভেমহি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম; ত্বৎকৃপয়া অমৃতং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন! লুকায়িত অন্তর্নিহিত হিংসক দুষ্টাভিসন্ধিসম্পন্ন অমঙ্গলসাধক রিপুগণ আমাদিগকে যেন পরাজয় না করে; হে সর্ব্বশক্তিমন্ দেব! প্রার্থনাকারী আমরা আপনার কৃপায় রক্ষিত হইয়া যেন প্রভূতপরিমাণ (অথবা নিত্য) অমৃতপ্রবাহ লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুজয়ী হই; আপনার কৃপায় অমৃত লাভ করি।)। (১৩অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'অজ্ঞাতাঃ' অজ্ঞাত-গমনাঃ 'বৃজনাঃ' হিংসকাঃ 'দুরাধ্যঃ' দুষ্টাভিসন্ধয়ঃ 'নঃ' অস্মান 'মা অব ক্রমুঃ' মাবচক্রমুঃ। হে 'শূর'! ত্বয়া বয়ং' স্তোতারঃ 'প্রবতঃ' প্রবণকাঃ সন্তঃ 'শশ্বতীঃ' বহ্বীঃ 'অপঃ' 'অতি তরামসি' অতিতরামঃ। (১৩অ ৩খ-২সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রিপুকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা আছে। রিপুগণের একটী বিশেষণ 'অজ্ঞাতাঃ' অর্থাৎ লুকায়িত। রিপুগণ যখন প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করে, তখন মানুষ তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সতর্ক হয়, তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু গোপনশত্রুই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। মানুষ তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিতে পারে না, অনেক সময় ভ্রমবশতঃ তাহাদিগকে মিত্র বলিয়া কল্পনা করে। তাহারা গোপনে অতর্কিতভাবে মানুষকে আক্রমণ করে, তাহাদের সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মানুষ পরাজিত হয়, তাহাদের কবলে আত্ম-

বিসর্জ্জন করে। আবার সেই গোপনশত্রু আমাদের হৃদয়েই বাস করে। তাহাদিগকে 'দুরাধ্যঃ' অর্থাৎ দুষ্টাভিপ্রায়সম্পন্ন বলা হইয়াছে। অমঙ্গলসাধক এই সয়তানের অনুচরগণ মানুষের অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদাই তৎপর। বিভিন্ন সাধক তাহাদিগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন 'সয়তান' কেহ বলিয়াছেন 'মার'। প্রত্যেক সাধককেই কোন না কোনও সময়ে ইহাদের সম্মুখীন হইতে হয়। যিনি জ্ঞানী, যিনি ভগবৎ-পরায়ণ, তিনি তাহাদের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাদিগকে পরিহার করেন এবং জ্ঞানবলে দিব্যশক্তিবলে এই রিপুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু সাধারণ মানব তাহাদের স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া অনেক সময় তাহাদের কবলে আত্মবিসর্জ্জন করে। যাহাতে সেই রিপুগণের আক্রমণ হইতে উদ্ধারলাভ করা যায় সেই জন্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা আছে। এই প্রার্থনার বিশেষত্ব দুইটী পদের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই দুই পদ 'ত্বয়া প্রবতঃ' অর্থাৎ আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া। মানুষ দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগেই রিপুগণ মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তাহাদের আক্রমণে বিব্রত হইয়া মানুষ অমৃতলাভে সমর্থ হয় না। সাধক এই অক্ষমতার বিষয় স্মরণ করিয়াই ভগবৎসমীপে নিবেদন করিয়াছেন 'ত্বয়া প্রবতঃ অপঃ অতিতরামসি'— হে ভগবন্! আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া যেন আমরা অমৃতলাভে সমর্থ হই। আমরা দুর্ব্বল, আমরা শক্তিহীন। আপনার কৃপাকণা না পাইলে আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা রিপুগণকে পরাজিত করিয়া অমৃতলাভে সমর্থ হই। অপার করুণাময়, আঁপনার করুণাকণা লাভ করিয়া যেন আমরা ধন্য হইতে পারি। মন্ত্রের শেষাংশে এই দীনতা ও প্রার্থনার ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র! হিংসক, দুষ্প্রসাধ্য, অমঙ্গলময় (শত্রু) যেন অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আক্রমণ না করে। হে শূর! আমরা তোমার নিকট নম্র হইয়া অনেক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইব।" (১৩অ-৩খ ২সূ ২সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

১ ২ ১ ১র ১২ র২র ১২ ১২
১। ইন্দ্রক্রতোহায়ি। নআভরোবা। পায়িতাপুত্রে। ভিয়োবা ১ থা ২ ৩। হোবা

২ ৩১র২র ১ ২র ১২ ২২ ২
৩হায়ি। শিক্ষাণো অস্মিনপুরুহূ। তয়ামা ১ নী ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১র ২ ১২ ২ ১র ৩
জীবাজ্যো ১ তা ২ ৩ রিঃ। হোবা ৩ হারি। অশী। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৫রর ১রর ২র ১ ২ র ১২ ১ ২র ২ ২
ঔহোবা॥ জীবাজ্যোজ্যোহারি। অশীমহোবা। জারিনাজ্যোতিঃ। অশারিমা

১২ ২ ১র ২র ১ ১ ২র ১২র ১২
১ হা ২ ৩ যি। হোবা ৩ হারি। মানোঅজ্ঞা তাবৃজনাঃ। ক্রুরাধা ১ মা ২ ৩ঃ।

১ ২ ৩ ১র ২ ১২ ২ ১ n ৩
হোবা ৩ হারি। মাশারিবা ১ সা ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হারি। অব। ক্রা ২ মূ

৫র র ১ ২২র ১ ২ ১২ ১ ১র ১২
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ মাশিবাসোহারি। অবক্রমমোবা। মাশিবানঃ। অবাক্রা

১২ ২ ১ র২১ ১১ ২ ১ ২ ১ ২
১ মূ ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হারি। ত্বমাবয়প্রবতঃশ। শ্বতারিরা ১ পা ২ ৩ঃ।

১২ ১ ২ ১২ ২ ১র n ৩
হোবা ৩ হারি। অভারিশূ ১ রা ২ ৩। হোবা ৩ হারি। ভরা। মা ২ দা

৫র র ৩ ৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। দী ২ ৩ ৪ শাঃ॥

• • •

৪৩ ৪ ৫র ৩২ ৩র৪র ৫ ১ র২ র ১৭
২। ইন্দ্রক্রতুরমা। ভরা ৩ ৪ ঔহোবা। পারিতাপুত্রে। ভিয়োযথা ২ ৩ ৪।

৫ ৫ ১ র২র ১ ২ ২ ১ n ৩ ৫
ও ৬ হা। শিক্ষাণো অস্মিন্। পুরু ২ ৩ হু। ত্বমা ২। মা ২ ৩ ৪ নী।

১রর র ২ ২ ১ n ৫র র ৪র৩র
জীবাজ্যোতারিরা ৩ শা। হুম্মারি। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ জীবা-

২ ৪ ৫র ৩২ ৩র৪র৫ ১ র২র ১৭
জ্যোতিরশী। মহা ৩ ৪ ঔহোবা। জারিনাজ্যোতিঃ। অশারিমহা ২ ৩ ৪ রি।

৫ ৫ ১রর ১ র২র ১ ২ ১ n ৩ ৫
ও ৬ হা। মানোঅজ্ঞাতাঃ। বার্জ্জা ২ ৩ নাঃ। হুরা ২। ধা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১র র ২ ২ ১ n ৩ ৫র র ৩র ৪ র৩র ৪৫
মাশিবা লোআ ৩ বা। হুম্মারি। ক্রা ২ মূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মাশিবাসো অব-

২ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১৭ ৫ ৫ ১র২১ ২
ক্রিমূ ৩ ৪ ঔহোবা। মাশিবাসঃ। অবাক্রমূ ২ ৩ ৪ঃ। ও ৬ হা। ত্বমাবয়ম্মা।

১ ২ ১ ৷৷ ৩ ৫ ১ র ২ ২
বাতা ২ ৩ : শা। শংতা ২ য়ি :। আ ২ ৩ ৪ পাঃ। অতিশূরাতা ৩ রা।

১ ৷৷ ৩ ৫র র ৩ ৫
হুম্মায়ি। মা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ ম্বু।

* * *

১ ৫ ৫র ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২ ২
৩। আ ২ ৩ ৪ য়ি। ঈন্দ্রক্রতুন্নআ। ভারা। পিতাপুত্রে। ভী ৩ য়োযা ৩ থা।

১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ ২৷৷৩ ৫ ১
শা ২ ৩ রিক্ষা। ণোঅস্মিন। পুরু। হু। তায়ামা ২ ৩ ৪ নী। জা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ৫ ৩ ৫ ১ র র ৫
য়িবাঃ। জ্যোতিরশো ২ ৩ ৪ শামা ২ ৩ ৪ হী। জা ২ ৩ ৪ য়ি। বাজ্যোতি-

র ৪ ৫ ২র১র র ২ ১ ২ ২ ১ ২
রশী। মাহায়ি। জীবাজ্যোতায়িঃ। আ ৩ শায়িমা ৩ হায়ি। মা ২ ৩ নো।

১ র ২র ১২ ১ ২^৩ ৫ ১ ২ ১ র
আজ্ঞাতাঃ। বৃজ। নাঃ। দুরাধা ২ ৩ ৪ য়াঃ। মা ২ ৩ শায়ি। বাসো-

২ ১ ৫ ৩ ৫ ৫ ৫র৪র ৫
অবো ২ ৩ ৪ বা। ক্রা ২ ৩ ৪ মু। মা ২ ৩ ৪। শিবাসোসব। কামুঃ।

৪ ১ র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
মাশিবাসো। আ ৩ বাক্রা ৩ মুঃ। ত্বা ২ ৩ য়া। বায়স্প্র। বতঃ। শা।

২^ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৩ ৫
শ্বাতায়িরা ২ ৩ ৪ প্রাঃ। আ ২ ৩ তা য়ি। শূরতয়ো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩ ৪ সী।

০ ০ ০

৫ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ র ২ র ১র ২
৪। ইন্দ্রক্র। তুন্না ৩ ৪ ঔহোবা। আভরে। পিতাপুত্রে। ভিয়োযা ২ ৩ থা।

১র ২ ১র র র ২ ১র
শিক্ষাণোআ। স্মিন্নুরু ২ ৩ হু। তয়ামনায়ি। জীবাজ্যো ২ ৩ তীঃ। অশীমা

৫র৪র৫র র ২ ৩র৪র৫ ১
২ ৩ ৪ ৫ হা ৬ ৫ ৬ য়ি। জীবাজ্যো। তিরা ৩ ৪ ঔহোবা। শায়িমহি।

র ১র র ২১র ২ র ১র ২ ২
জীবাজ্যোতিঃ। অশীমা ২ ৩ হায়ি। মানোঅজ্ঞা। তাবৃজা ২ ৩ নাঃ।

১র র ২ ১ ৫র ৪৫
তরাধিয়া। মাশিবা ২ ৩ সাঃ। অবক্রা ২ ৩ ৪ ৫ মু ৬ ৫ ৬ :। মাশিবা।

৩র ২　৩র৪র৫　১ ২　১র ২র　১　২　১র
লোআ ৩ ৪ ঔহোবা। বাক্রমুঃ। মাশিবাসঃ। অবক্রা ২ ৩ মু ঃ। স্বরাবরাম্।

২ ১র　২ র ২র
প্রবতা ২ ৩ ঃ শাঃ শ্বতীরপাঃ। অতিশূ ২ ৩ রা। ভরাম ২ ৩ ৪ ৫ দা

১২ ১১১১১
৬৫৬রি। দক্ষা ৩ রা ২ ৩ ৪ ৫।

* . ০

২　২n ৩　৫　২ ৩　৫　১ র ২ র
৫। ইন্দ্রক্রতুম্। নআভা ২ ৩ ৪ রা। নআমা ২ ৩ ৪ রা। পারিভাপুত্রে।

১২　১র　র ২　১ ৭ ২　১ n ৩
ভিয়োয়া ১ থা ২। শি। ক্ষা। ণোঅ। স্মারিনপুরুহুত। ভয়া ২ মা

৫ ১র ২র র ১　১ n ৩　৫র র　৩　৫
২ ৩ ৪ নীয়া জীবাজ্যোতা ২ ৩ মি ঃ। আ ২ শা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ হী।

২র র র　র ৩　৫　২n ৩ ১　৫　১ র
জাবাজ্যোতায়িঃ। অশীমা ২ ৩ ৪ হায়ি। অশায়িমা ২ ৩ ৪ হায়ি। জায়িবা-

২র　১ ২　র　১　২র　১ ৭ ২
জ্যোতিঃ। অশায়িমা ১ হা ২ য়ি। মা। নঃ। অজ্ঞা। তাবৃজনা ৩ ঃ।

১ n ৩　৫　১র ২ র ১　১ n ৩　৫ র
দুরা ২ ধা ২ ৩ ৪ য়াঃ। মাশিবাসা ২ ৩ ঃ। আ ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩　৫　২র র　৩　৫　২ n ৩　৫
ক্রা ২ ৩ ৪ মুঃ। মাশিবাসাঃ। অবক্রা ২ ৩ ৪ মুঃ। অবাক্রা ২ ৩ ৪ মু ঃ।

১ ২র　১ ২ —　২র　২　১ ৭　২　১ n
মাশিবাসঃ। অবাক্রা ১ মু ২ ঃ স্ব। রা। বরম্। প্রাব ত ঃ শা ৩। শ্বতা ২

৩　৫　১ ২ ২ ১　১ ৩　৫র র　৩　৫
রিরা ২ ৩ ৪ পাঃ। অতিশূরা ২ ৩। ভা ২ রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ দী।

* * *

২　১ ২　৫ র ২ র র র　১ ২
৬। ইন্দ্রক্রতুম্। নআভা ১ রা ২। পারিভাপুত্রেভ্যোষণা। শিক্ষাণো ১ আ ২।

১　২র　১ ২ ৩　১র ২　১ n ৩
স্মারিনপুরুহু। ভয়ামা ১ নী ২। জীবাজ্যো ১ ভা ২ ৩ মিঃ। আ ২ শা ২ ৩ ৪

৫র র　৩　৫　২র র র　১ ২
ঔহোবা। মা ২ ৩ ৪ হী। জীবাজ্যোতিভায়িঃ। অশায়িমা ১ হা ২ য়ি।

১ র ২র　র　১র　২　১ ২র　১ ২ —
জায়িবাজ্যোতিরশীমহি। মানোআ ১ জ্ঞা ২। তাবৃজনাঃ। দুরাধা ১ রা ২ ঃ।

১র ২ ১ ৷৷ ৩ ৫র র ৩ ৫
যাশারিবা ১ সা ২ ৩ ঃ। অা ২ বা ২ ৩ ৬ ঔহোবা। ক্রা ২ ৩ ৪ সূঃ।

২র র ১ ২ ১ ২র র ১ ২
যাশিবাদা। অবাক্রা ১ মূ ২। যাশিগাসোঅবক্রমুঃ। যয়াবা ১ য়া ২ প।

১ ২ ১ ২ — ১ ২ ১ ৷৷ ৩
প্রাবতঃশ। শ্বতাযিরা ১ বা ২ ঃ। অতাযিশূ ১ য়া ২ ৩। ত্তা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। যা ২ ৩ ৪ দী। ১২ ॥ ০

—— • ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অদ্যাদ্যা শ্বঃশ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
বিশ্বা চ নো জরিতৄন্ৎসৎপতে অহা দিবা

১ ২
নক্তং চ রক্ষিষ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব!) 'অদ্য অদ্য শ্বঃ শ্বঃ পরে চ' (অদ্যকল্য-পরশ্বঃ ইত্যাদিভিঃ শব্দৈঃ উপলক্ষিতং কালং, সর্ব্বকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান) 'ত্রাস্ব' (পরিত্রায়স্ব); 'চ' (তথা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'অহা' (অহানি) 'দিবা চ নক্তং' (রাত্রিন্দিবং) সর্ব্বকালং ইত্যর্থঃ 'জরিতৄন' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষিষঃ' (রক্ষয়—সর্ব্ববিপদাৎ ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ সর্ব্বকালং পরিত্রায়স্ব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৩খ—৩সূ—১সা)।

• এই সূক্তান্তর্গত ছুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "মহাবৈষ্টভম্", (২) "শুভম্", (৩) "সৌধনম্", (৪) "পৌরুমীঢ়ম্", (৫) "মানবান্তম্" এবং (৬) "ভারদ্বাজম্।"

বঙ্গানুবাদ।

ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! নিত্যকাল আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; এবং সকল দিনে, রাত্রিদিনে অর্থাৎ সর্ব্বকাল প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সর্ব্ব-বিপদ হইতে সর্ব্বকাল পরিত্রাণ করুন।)। (১অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অদ্যাদ্য' যদদ্য শব্দ-বাচ্যমহরস্তি, তত্র সর্ব্বত্র, হে 'ইন্দ্র'! 'শ্বঃ শ্বঃ' শ্ব-শব্দ-বাচ্যং চ যৎ, তত্র সর্ব্বত্র, ত্বং 'ত্রায়স্ব' অস্মান্ রক্ষ। তথা 'পরে চ' 'পরস্মিন' তৃতীয়েঽহনি চ ত্রায়স্ব। হে 'সৎপতে' সতাং পালকেন্দ্র! 'বিশ্বা চ' সর্ব্বাণ্যপি 'অহা' অহানি সর্ব্বেষপ্যহঃসু 'নঃ' অস্মান্ 'জরিতৃন' স্তোতৃন্ 'রক্ষিষঃ' রক্ষসি। তথা 'দিবা নক্তং চ' রক্ষিষঃ রক্ষসি। ১।

* * *

প্রথম (১৪৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রটীর একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে সাধুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা কর।" এই অনুবাদে একটু ত্রুটী আছে। 'বিশ্বা দিবা নক্তং চ' পদসমূহের মধ্যে 'নক্তং' পদের অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত হয় নাই। 'নক্তং' শব্দের অর্থ 'রাত্রি'। সুতরাং 'দিবা নক্তং' পদদ্বয়ে 'রাত্রিদিন' বুঝায়। তাহার সঙ্গে 'বিশ্বা' বিশেষণ সংযোজিত হওয়ায় উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সকল দিন রাত্রি অর্থাৎ সর্ব্বকাল, নিত্যকাল। আবার, মন্ত্রের প্রথম পাদে যে কয়েকটী কালবাচক পদ রহিয়াছে, তাহাদের অর্থও নিত্যকালেই পর্য্যবসিত হয়। 'অদ্য অদ্য শ্বঃ শ্বঃ পরে চ' পদসমূহের অর্থ 'অদ্য কল্য পরশু প্রভৃতি দিনে'। 'পরে চ' পদে সীমাবিহীন কাল বুঝায়। সুতরাং বিচ্ছিন্ন কালবাচক 'অদ্য শ্বঃ' প্রভৃতি পদসমূহ একত্রে অনন্তকালকেই লক্ষ্য করিতেছে। এখানে কোনও গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হয়তঃ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সসীম বস্তুর যোগ দ্বারা অসীমকে পাওয়া যায় না। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে মানুষ সসীম, সসীম ধারণার মধ্য দিয়াই সে, অসীমকে পাইতে চায়। মানুষের মানসিক পরিণতির পদ্ধতি ঠিক গণিতশাস্ত্রের নিয়মানুসারে পরিচালিত হয় না। সে যাহা হউক, মোটের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে মন্ত্রে নিত্যকালের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু নিত্যকালের জন্য না হইয়া যদি কেবলমাত্র অদ্য কল্য বা নির্দ্দিষ্ট কোন কোনও দিনের জন্য প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে

সেই প্রার্থনা কি ভাব প্রকাশ করিতে পারে? প্রার্থনার বিষয় অনুধাবন করিলেই আমাদের মন্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

প্রার্থনার মূল ভাব দুইটী পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে। একটী 'ত্রাস্ব' অন্যটী 'রক্ষিষঃ'। উভয় পদের অর্থ ই—রক্ষা কর। এখন যদি অদ্য কল্য বা নির্দ্দিষ্ট কোন্ দিনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে এই প্রার্থনার কোন সাময়িক কারণ আছে বলিয়া মনে করিতে হয়। কিন্তু এরূপ কোন কারণেরই উল্লেখ নাই। সুতরাং মন্ত্রের অর্থ ও ভাব একই দিক নির্দ্দেশ করিতেছে।

অনন্তকাল, নিত্যকাল সেই পরম পুরুষের রক্ষাশক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা যেন নিত্যকাল রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই। ভগবান যেন দুর্ব্বল আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করতঃ চিরকালই তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দান করেন—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম॥ (১৩অ—৩থ ৩সূ - ১সা)। •

—০—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২
প্রভঙ্গী শূরো মঘবা তুবীমঘঃ সম্মিশ্লো

৩ক ২র ৩ ২
বীর্য্যায় কম্।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
উভা তে বাহু বৃষণা শতক্রতো নি যা

২র ৩ ১ ২
বজ্রং মিমিক্ষতুঃ॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রভঙ্গী' (প্রভঞ্জনশীলঃ, শত্রুনাশকঃ) 'শূরঃ' (বীর্য্যবান, সর্ব্বশক্তিমান্) 'মঘবা' (ধনবান, প্রভূতধনসম্পন্নঃ) 'তুবীমঘঃ' (বহুধনোপেতঃ, পরমধনদায়কঃ ইতি ভাবঃ) পরমদেবঃ ইতি যাবৎ, 'বীর্য্যায় কং' (বীর্য্যকৃতায়, শক্তিপ্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'সম্মিশ্লঃ' (সম্মিলিতঃ, অস্মাকং সহ সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'শতক্রতো' (হে বহুসৎকর্ম্মশালিন, হে সৎকর্ম্মশক্তিদাতঃ

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দেব !) 'তে' (তব) 'যা' (যৌ) 'বাহূ' (হস্তৌ) 'বৃষণা' (অভীষ্টবর্ষকৌ) 'উভা' (তৌ উভৌ হস্তৌ ইতি যাবৎ) 'বজ্রং' (আয়ুধং, রিপুনাশকং রক্ষাস্ত্রং) 'নি মিমিক্ষতুঃ' (পরিগৃহ্লীতঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ শক্তিদানায় অস্মাকং সহ সম্মিলিতঃ ভবতু, অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৩অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশক, সর্ব্বশক্তিমান্, প্রভূতধনসম্পন্ন, পরমধনদায়ক পরমদেব শক্তিপ্রদানের জন্য আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন; হে সৎকর্ম্মশক্তিদাতা দেব ! আপনার যে হস্তদ্বয় অভীষ্টবর্ষক সেই উভয় হস্ত রিপুনাশক রক্ষাস্ত্র পরিগ্রহণ করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ শক্তিদানের জন্য আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন, আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন।)। (১৩অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'মঘবা' ধনবান্, ইন্দ্রঃ, 'প্রভঙ্গী' প্রভঞ্জনশীলঃ, 'শূরঃ' বিক্রান্তঃ, 'তুবীমঘঃ' প্রভূত-ধনঃ 'সম্মিশ্লঃ' সম্যক্ মিশ্রয়িতা। কিমর্থং ? 'বীর্য্যায়' বীর্য্যকরণায় 'উভা' উভৌ 'বাহূ' 'বৃষণৌ' কামানাং বর্ষকৌ 'যা' যৌ বাহূ 'বজ্রং' আয়ুধং 'নি মিমিক্ষতুঃ' পরিগৃহ্লীতঃ। (১৩অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

ইতি ত্রয়োদশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১৪৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক বর্ত্তমান মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদিগকে শক্তিদান করিবার জন্য সেই পরমদেবতা আমাদের সহিত মিলিত হউন, আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব না ঘটিলে দুর্ব্বল মানুষ ভীষণ রিপুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাই মন্ত্রের শেষ ভাগে প্রত্যক্ষভাবে রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম ভাগে ভগবন্মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি 'প্রভঙ্গী শূরঃ' অর্থাৎ

শত্রুগণের বিনাশক মহাশক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষ। শুধু শক্তিশালী নহেন, পরমধনসম্পন্নও বটেন। কুবেরের ভাণ্ডার তাঁহারই পদতলে ন্যস্ত। তিনি বিশ্বাধিপতি। বিশ্বের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু মহান্ সমস্তই তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। তিনি অপার করুণা-বলে মানবকে সেই ধনদান করিয়া কৃতার্থ করেন। 'মঘবা তুবীমঘঃ' পদদ্বয় প্রধানতঃ একার্থবাচক হইলেও বর্ত্তমানস্থলে মন্ত্রের সাধারণ ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের সাধারণ ভাব—প্রার্থনা। তাই ধনদাতার প্রতি ধনলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'তুবীমঘঃ' পদে তাই আমরা 'পরমধনদাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে,—"এই মঘবান্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের সহিত মিলিত হন। হে শতক্রতু! তোমার সেই দুই অভিলাষপ্রদ বাহু বজ্র গ্রহণ করুক।" (১৩অ—৩খ - ৩সূ—২সা)। *

—•—

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জনীয়ন্তো ন্বগ্রবঃ পুত্রীয়ন্তঃ সুদানবঃ।

১ ২
সরস্বন্তং হবামহে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জনীয়ন্তঃ' (জননং কুর্ব্বন্তঃ শক্ত্যুৎপাদনং কুর্ব্বন্তঃ, শক্তিকামিনঃ) 'অগ্রবঃ' (উপগন্তারঃ, ভগবদাশ্রয়প্রার্থিনঃ) 'পুত্রীয়ন্তঃ' (সুপুত্রমিচ্ছন্তঃ, সৎকর্ম্মসাধকপুত্রমিচ্ছন্তঃ, যদ্বা—মোক্ষকামিনঃ) 'সুদানবঃ' (শোভনদানাঃ, আত্মোৎসর্গকামাঃ) বয়ং 'সরস্বন্তং' (জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং) 'নু' (শীঘ্রং, অদ্য, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়াম, আরাধয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। আত্মশক্তিং তথা ভগবদাশ্রয়ং প্রাপ্তুং বয়ং প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৪খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিকামী ভগবদাশ্রয়প্রার্থী সৎকর্ম্মসাধক পুত্র কামনাকারী (অথবা মোক্ষকামী) আত্মোৎসর্গকামী আমরা জ্ঞানাধিষ্ঠাতা দেবতাকে নিত্যকাল যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আত্মশক্তি এবং ভগবদাশ্রয় প্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনা-পরায়ণ হই)॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জনীয়ন্তঃ'। জায়ন্ত আত্মনজায়ামিচ্ছন্তি জনয়ঃ জায়াঃ তা ইচ্ছন্তঃ 'পুত্রীয়ন্তঃ' পুত্রান্ কাময়মানাঃ, 'সুদানবঃ' শোভন দানাঃ অগ্রবং উপগন্তারো বয়ং 'সু' অদ্য 'সরস্বন্তং' তং দেবং মধ্যমস্থানং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। ১৩অ—খ ১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার অন্তর্গত কয়েকটী পদ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম পদ 'পুত্রীয়ন্তঃ'—উহার প্রচলিত ব্যাখ্যা পুত্রকামনাকারী। আমরাও মনে করি এক অর্থে উহাতে পুত্রের কামনা আছে কিন্তু 'পুত্র' শব্দের অর্থ কি প্রথমে তাহাই দেখিতে হইবে। পুন্নাম নরক হইতে যে ত্রাণ করে সেই পুত্র। অর্থাৎ যাহা দ্বারা মানুষ অধঃপতন হইতে রক্ষা পায় তাহাকে 'পুত্র' বলা হইয়াছে। 'পুত্র' শব্দে যদি প্রচলিত অর্থে গৃহীত মানুষ-বিশেষকে লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয়। যিনি অন্যকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই শক্তিশালী সৎকর্ম্মসম্পন্ন সাধক। নতুবা তাঁহার দ্বারা উদ্ধার লাভ করা সম্ভবপর নয়। তাই 'পুত্রীয়ন্তঃ' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মসাধকপুত্রমিচ্ছন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত পদের আরও একটী অর্থ—'মোক্ষকামিনঃ'। প্রথমোক্ত অর্থ হইতেই দ্বিতীয় পদ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যিনি সুপুত্র, সাধকপুত্র ইচ্ছা করেন, তাঁহার সেই ইচ্ছার গূঢ়ার্থ এই যে, তিনি অধঃপতন হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাহেন। এই উদ্ধারলাভের ইচ্ছা ও মোক্ষলাভেচ্ছা সমজাতীয় অধঃপতন হইতে তাহা। পতন হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিলেই মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে উদ্ধারলাভ করে তাই 'পুত্রীয়ন্তঃ' পদে তাহার গূঢ়ার্থ অবধারণে আমরা মোক্ষকামিনঃ' অর্থও গ্রহণ করিয়াছি।

'সু' পদের ভাষ্যার্থ 'অদ্য'। 'শীঘ্র' অর্থেও উহা ব্যবহৃত হয়। উহার মর্ম্মার্থ এই যে,—যখনই যে সাধক প্রার্থনা করিবেন তখনই তিনি বলিবেন, 'অদ্য' 'শীঘ্র'। অনন্তকাল যাবৎ এইরূপ প্রার্থনা উচ্চারিত হইতেছে, তাই 'সু' পদে 'নিত্যকাল' অর্থ সিদ্ধ হয়।

শুধু 'স্থ' নয়, কালবাচক সকল শব্দই এই দিক দিয়া অনন্তকালবাচক। অন্যান্য 'শব্দের' আলোচনার সময় তাহা পরিব্যক্ত হইবে।

'সরস্বন্তং' পদে আমরা 'জ্ঞানাধিষ্ঠাতারং দেবং' অর্থগ্রহণ করিয়াছি। এতৎসম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম মণ্ডল, তৃতীয় সূক্ত, দশমী ঋক্) দ্রষ্টব্য।

'সুদানবঃ' পদে যে দানের ইঙ্গিত আছে তাহা আত্মদান মাত্র। আত্মোৎসর্গের দ্বারাই মানুষ দাতাকার শক্তিলাভ করে! অর্থাৎ যখন সাধক আপনার ক্ষুদ্র সত্তা সেই অনন্ত বৃহৎ সত্তায় সম্মিলিত করেন তখনই তিনি ঐশী অনন্তশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবের দিকে লক্ষ্য বলিয়া 'সুদানবঃ' পদের 'আত্মোৎসর্গকামাঃ' অর্থই সঙ্গত মনে হয়। অন্যান্য পদের অর্থ-সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য॥ (১৩অ—৪থ—১সূ—১সা)।*

—— * ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উত নঃ প্রিয়ো প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।

১ ২ ৩ ১ ২

সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্তস্বসা' (সপ্তভগিনীঃ, সপ্তভগিনীরূপাণি গায়ত্র্যাদীনি সপ্তছন্দাংসি—তৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুজুষ্টা' (সুষ্ঠু সেবিতা, সম্যক্‌রূপেণ সাধকৈঃ আরাধিতা) 'উত' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রিয়াসু' (সর্ব্বাপ্রিয়াণাং মধ্যে অপি) 'প্রিয়া' (প্রিয়তমা) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) 'স্তোম্যা' (আরাধিতাঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'ভূৎ' (ভবতু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমকল্যাণদায়িকাং জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রীং দেবীং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৪থ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সপ্তভগিনীরূপ গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধকগণকর্তৃক আরাধিতা, অপিচ, আমাদের সর্ব্বাপ্রিয়ের মধ্যেও প্রিয়তমা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দেবী আমাদের কর্ত্তৃক আরাধিতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়িকা জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আরাধনা করি।)॥ (১৩অ—৪থ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রিয়াসু' প্রিয়াণাং মধ্যে 'প্রিয়া' প্রিয়তমা 'সপ্তস্বসা' গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত ছন্দাংসি স্বসারো যস্যাস্তাদৃশী নদীরূপয়া স্তুত্যা গঙ্গাস্তাঃ সপ্ত নদ্যঃ স্বসারঃ 'সুজুষ্টা' সুষ্ঠু পুরাতনৈর্ঋষিভিঃ সেবিতা, এবম্ভূতা 'সরস্বতী' দেবী 'স্তোম্যা' ভূৎস্তোতব্যা 'ভূৎ' ভবতু। (১৩অ—৪থ—২সূ—১সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"(সপ্তনদীরূপ) সপ্তভগিনীসম্পন্না (প্রাচীন ঋষিগণকর্ত্তৃক) সম্যক্‌রূপে সেবিতা, আমাদিগের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদিগের স্তুতিভাজন হয়েন।" বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ ব্যাখ্যাকারগণ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারদিগের নানাবিধ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। 'সপ্তস্বসা' পদে ভাষ্যকার গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার নদীর সহিত তাহার তুলনাও করিয়াছেন। অপিচ, সপ্তনদীর প্রসঙ্গ আনিয়া গঙ্গানদী প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর এই সমস্ত ব্যাখ্যার ফলে মন্ত্রার্থ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 'সরস্বতী' পদ সম্বন্ধেও নানাবিধ গবেষণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কাহারও মতে 'সরস্বতী' নদীবিশেষ, কাহারও মতে 'সরস্বতী একজন দেবী। আবার অন্য এক শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে 'সরস্বতী' প্রথমে পাঞ্জাবের নদীর নামই ছিল বটে, পরে অর্থান্তর ঘটিয়া 'সরস্বতী' দেবীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। গবেষণার অন্ত নাই, মতবাদেরও শেষ নাই। তাই একই মন্ত্রে একই ব্যাখ্যাকারের নিকট হইতে আমরা নানাবিধ ব্যাখ্যার, নানাবিধ মত-বাদের অবতারণা দেখি কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যার বেড়াজালে পড়িয়া মূল লক্ষ্য হারাইয়া ফেলাই সম্ভবপর এবং অনেকস্থলে হইয়াছেও তাই। যাহা হউক, আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই পরিদৃষ্ট হইবে॥ (১৩অ—৪থ—২সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একষষ্টীতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩১র ২র৩ ১ ২ ৩১ ২
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানস্য প্রেরকো যঃ সবিতৃদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধীঃ, কর্ম্মাণি) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় নিযোজয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'দেবস্য' (দ্যোতমানাত্মকস্য। 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ব্রহ্মণো) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, জগদ্ব্যাপ্যং) 'ভর্গঃ' (সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জনসমর্থং তেজোমণ্ডলং দুরিতনাশকং জ্যোতিঃ) বয়ং 'ধীমহি' (ধ্যায়াম)। সর্ব্বপাপানাং নাশকঃ সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তিবর্দ্ধকো যঃ সবিতৃদেবঃ তস্য পরমং তেজঃ সদা বয়ং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১৩অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদিগের বুদ্ধিকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান্ জ্ঞানপ্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা যেন ধ্যান করি। (ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদিগের চিত্ত নিযুক্ত নিরত হয়)। (সর্ব্বপাপের নাশক সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি-বর্দ্ধক যে সবিতৃদেব, তাঁহার পরম তেজ আমরা যেন সদা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখি মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক)। (১৩অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

---

* মন্ত্রটী গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত বলিয়া উহার নাম 'গায়ত্রী' হইয়াছে। এই মন্ত্রের 'গায়ত্রী' নামের অন্য কারণও আছে, যথা—"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা" অর্থাৎ '(মন্ত্র) গানকারীকে ত্রাণ করেন বলিয়া আপনি গায়ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ'—ইত্যাদি। নিত্য-পাঠের সময় প্রথমে প্রণব (ওঁ) তৎপর 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই তিন মহাব্যাহৃতি উচ্চারণ-পূর্ব্বক মূল গায়ত্রী মন্ত্র পাঠান্তে প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্যঃ, এই সপ্তব্যাহৃতির মধ্যে প্রথম তিনটীকে মহাব্যাহৃতি বলে। সাধারণতঃ এই তিন মহাব্যাহৃতিই উচ্চারিত হয়। গায়ত্রী ছন্দে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর হয়; কিন্তু বাংলাদেশে যে ভাবে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করা যায়, তাহাতে মাত্র ত্রয়োবিংশতি অক্ষর হয়। প্রকৃতপক্ষে 'বরেণ্যং' পদটী 'বরেণীয়ং' রূপে উচ্চারিত হইবে। এইরূপে 'যো' পদটী 'ইয়ো' রূপে উচ্চারণ করাই শাস্ত্রসম্মত—'যো' উচ্চারণ অশাস্ত্রীয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সবিতা দেবঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি, ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়েৎ, 'তৎ' তস্য 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য 'সবিতুঃ' সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং' সৎস্বরূপতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' অবিদ্যা তৎকার্য্যয়োর্ভর্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ং জ্যোতিস্তেজঃ পরব্রহ্মাত্মকং 'ধীমহি' বয়ং ধ্যায়ামঃ। যদ্ ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তদ্ ধ্যায়াম ইতি সমন্বয়ঃ। যদ্বা, যঃ সবিতা সূর্য্যঃ 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি, তস্য 'সবিতুঃ' সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ 'দেবস্য' দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য 'তৎ' সর্ব্বৈর্দর্শনীয়তয়া প্রসিদ্ধং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'ভর্গঃ' পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং 'ধীমহি' ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম। যদ্বা, ভর্গ-শব্দেনান্নমভিধীয়তে. 'যঃ' সবিতা দেবঃ 'ধিয়ঃ' প্রচোদয়তি, তস্য 'দেবস্য' প্রসাদাৎ 'তদ্ ভর্গঃ' অন্নাদিলক্ষণং ফলং 'ধীমহি'। ধারয়ামঃ তস্যাধারভূতা ভবেমেত্যর্থঃ। ভর্গ-শব্দস্যান্ন-পরশ্চৈনমাথর্ব্বণিকবেদচ্ছন্দসি—সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য কবয়োঽন্নমাহুঃ, কর্ম্মাণি ধিয়স্তদুতে প্রব্রণীমীতি প্রচোদয়াৎ সবিতা যাভিরেতীতি। ভর্গঃ—ভ্রস্জ পাকে (তু° উ°) অসুন ভ্রস্জোরোপধয়োরমন্যতরস্যাং (৬।৪।৪৭) ইতি রোপধয়োর্লোপো রমাগমশ্চ, ন্যঙ্ক্বাদি-পাঠাৎ কুত্বং (৭।৩।৫৩)। ধীমহি ধ্যায়তের্লিটি বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৬) ইতি সম্প্রসারণং, বাত্যয়েনাত্মনেপদং; যদ্বা দীঙ্ আধারে (দি° আ°) লিটি বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি বিকরণস্য লুক্। প্রচোদয়াৎ—চোদয়তের্লেটি আডাগমঃ, যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ, আগমস্যানুদাত্তত্বে ণিৎস্বরঃ। (১৩অ ৪খ-৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

———— ° ————

আলোচ্য-মন্ত্রটী আর্য্যহিন্দুর অবশ্য নিত্যপাঠ্য, সেই, প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। মন্ত্রটী গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত বলিয়া উহা 'গায়ত্রী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে. আবার উহার দেবতা সবিতা (সবিতৃ) বলিয়া উহা সাবিত্রী মন্ত্র বলিয়াও পরিচিত। কোন কোনও পৌরাণিক ব্যাখ্যা এই যে, গায়ত্রী মন্ত্র 'সবিতৃ' (সূর্য্য দেবতার শক্তি বলিয়া উহা 'সাবিত্রী' মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই মন্ত্র প্রত্যেক দ্বিজকে—ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ উচ্চারণ করিতে হয়। শুধু উচ্চারণ করা নয়—এই মন্ত্রের বিষয় সম্বন্ধে ধ্যান করিতে হয়। মন্ত্রান্তর্গত 'ধীমহি' ক্রিয়া পদের দ্বারাই ধ্যানের বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে: মন্ত্রের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার একাংশ—'জ্যোতিকে ধ্যান করি।' সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ মন্ত্র কেবলমাত্র জপ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উহার মূল বিষয়-সম্বন্ধে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান না করিলে বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু পরমব্রহ্ম অথবা পরমব্রহ্মের জ্যোতিঃ। তাঁহার ধ্যান দ্বারাই মানুষ তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ অবগত হইতে পারে, নতুবা শুধু তোতা পাখীর মত 'ওঁ ব্রহ্ম' অথবা 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং'

অথবা 'হরেকৃষ্ণ রাম' ইত্যাদি উচ্চারণ করিলেই সাধনা হয় না—সিদ্ধি তো দূরের কথা। তাই মন্ত্রের মধ্যেই সেই ধ্যানের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কিবা প্রাচ্যে, কিবা পাশ্চাত্যে, এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে, বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত রহিয়াছেন; স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা, মহীধরের ব্যাখ্যা—এ সকল ব্যাখ্যা তো আছেই। পরন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে পণ্ডিত যখনই ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যার প্রতি তখনই তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। সুতরাং এ মন্ত্রের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তজ্জন্য আমরা এই গায়ত্রী-মন্ত্রের কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম।—শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা—

অথ সর্ব্বদেবাত্মনঃ সর্ব্বশক্তেঃ সর্ব্বাবভাসকতেজোময়স্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বদ্যোতনার্থং সর্ব্বাত্মকত্বপ্রতিপাদকগায়ত্রীমহামন্ত্রস্যোপাসনপ্রকারঃ প্রকাশ্যতে। তত্র গায়ত্রীং প্রণবাদিসপ্তব্যাহৃত্যুপেতাং শিরঃসমেতাং সর্ব্ববেদসারামিতি বদন্তি। এবং বিশিষ্টা গায়ত্রী প্রাণায়ামৈরুপাস্যা সপ্রণবব্যাহৃতিত্রয়োপেতা প্রণবান্তা গায়ত্রীজপাদিভিরুপাস্যা। তত্র শুদ্ধগায়ত্রী প্রত্যক্‌ব্রহ্মৈক্যবোধিকা ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ যঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েদিতি সর্ব্ববুদ্ধিসংজ্ঞান্তঃকরণপ্রকাশক সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মেত্যুচ্যতে। তস্য প্রচোদয়াচ্ছব্দনির্দ্দিষ্টস্যাত্মনঃ স্বরূপভূতং পরং ব্রহ্ম তৎসবিতুরিত্যাদিপদৈর্নির্দ্দিশ্যতে। তত্র ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি। তচ্ছব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে। সবিতুরিতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণকস্য সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সমস্তদ্বৈতবিভ্রমস্যাধিষ্ঠানং লক্ষ্যতে। বরেণ্যমিতি সর্ব্ববরণীয়ং নিরতিশয়ানন্দরূপং। ভর্গ ইত্যবিদ্যাদিদোষভর্জ্জনাত্মকজ্ঞানৈকবিষয়ত্বং। দেবস্যেতি সর্ব্বদ্যোতনাত্মকাখণ্ডচিদেকরসং। সবিতুর্দ্দেবস্যেত্যত্র ষষ্ঠার্থো রাহোঃ শিরো বদৌপচারিকঃ। বুদ্ধ্যাদিসর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিলক্ষণং যন্মে স্বরূপং তৎসর্ব্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্তসমস্তানর্থরূপং স্বপ্রকাশচিদাত্মকং ব্রহ্মাত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম। এবং সতি সহ ব্রহ্মণা স্ববিবর্ত্ত জড়প্রপঞ্চেন রজ্জুসর্পন্যায়েনাপবাদ সামানাধিকরণ্যরূপমেকত্বং। সোঽয়মিতি ন্যায়েন সর্ব্বসাক্ষিপ্রত্যগাত্মনো ব্রহ্মণা সহ তাদাত্ম্যরূপমেকত্বং ভবতীতি সর্ব্বাত্মকব্রহ্মবোধকোঽয়ং গায়ত্রীমন্ত্রঃ সম্পদ্যতে। সপ্তব্যাহৃতীনাময়মর্থঃ ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে॥ ১॥ ভুব ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে॥ ২॥ সুব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈর্ব্রিয়মাণ সুখস্বরূপমুচ্যতে॥ ৩॥ মহ ইতি মহীয়তে পূজ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বাতিশয়ত্বমুচ্যতে॥ ৪॥ জন ইতি জনয়তীতি জনঃ সকল কারণত্বমুচ্যতে॥ ৫॥ তপ ইতি সর্ব্বতেজোরূপত্বং॥ ৬॥ সত্যমিতি সর্ব্ববাধারহিতং॥ ৭॥ এতদুক্তং ভবতি—যৎ লোকে সদ্রূপং তদোঙ্কারবাচ্যং ব্রহ্মৈব। আত্মনোঽস্য সচ্চিদ্রূপস্য ভাবাদিতি। অথ ভূরাদয়ঃ সর্ব্বলোকা ওঁকারবাচ্য ব্রহ্মাত্মকাঃ ন তদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীতি। ব্যাহৃতয়োঽপি সর্ব্বাত্মকব্রহ্মবোধিকাঃ। গায়ত্রী-

শিরসোঽপ্যয়মেবার্থঃ আপইত্যাপ্নোতীতি ব্যুৎপত্ত্যা ব্যাপিত্বমুচ্যতে। জ্যোতিরিতি প্রকাশরূপত্বং রস ইতি সর্ব্বাতিশয়ত্বং অমৃতমিতি মরণাদিসংসারনির্ম্মুক্তিত্বং। সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বপ্রকাশকসর্ব্বোৎকৃষ্টনিত্যমুক্তমাত্মরূপং সচ্চিদানন্দাত্মকং যদোঙ্কারবাচ্যং ব্রহ্ম তদহমস্মীতি গায়ত্রীমন্ত্রস্যার্থঃ। গুহাশয় ব্রহ্মহংতাশনোঽহং কর্ত্তেদমংশাখ্য হবিস্থ তৎ সৎ। বিলীয়তে নেদমহং ভবানীত্যেব প্রকারস্তু বিভিন্নতেন্ত্র। যদস্তি যস্মাৎ তদাত্মরূপং নান্যত্ততো ভাতি ন চান্যদস্তি। স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলাগ্রাহ্যং গৃহীতেতিমৃষৈব কল্পনা॥

এই ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থঃ—'প্রণবাদি সপ্তব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী সকল বেদের সার। প্রাণায়ামপূর্ব্বক প্রণব ব্যাহৃতিযুক্ত ও অন্তে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রীর উপাসনা করিবে। 'তৎ সবিতুঃ' ইত্যাদি পদসমূহের দ্বারা পরমব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে' শঙ্করাচার্য্য প্রত্যেক পদের এবং 'ভূ' প্রভৃতি সপ্ত ব্যাহৃতির ও প্রণবের ব্যাখ্যা এই ভাষ্যে প্রদান করিয়াছে।

দ্বিতীয়।—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা; "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্। চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম; —"পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চতুর্ব্বিংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিংশ।"

তৃতীয় —তন্ত্রের ব্যাখ্যা। গায়ত্রী তন্ত্রে আছে,—"অগ্নির্বায়ুঃ সূর্য্যবিদ্যুৎযমবরুণ এব চ। বৃহস্পতিঃ পর্জ্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব্ব এব চ। পূষা মিত্রশ্চ ত্বষ্টা চ বাসবশ্চ মরুত্তথা। সোমাঙ্গিরা বিশ্বেদেবা অশ্বিনী চ প্রজাপতিঃ। সর্ব্বদেবশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তু দেবতাঃ। জপকালে চিন্তনীয়াস্তাসাং সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—"গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নিদেবতা, ২য় অক্ষর বায়ুদেবতা, ৩য় সূর্য্যদেবতা, ৪র্থ বিদ্যুৎদেবতা ৫ম যমদেবতা, ৬ষ্ঠ বরুণ, ৭ম বৃহস্পতি, ৮ম পর্জ্জন্য, ৯ম ইন্দ্র, ১০ম গন্ধর্ব্ব, ১১শ পূষা, ১২শ মিত্রাবরুণ, ১৩শ ত্বষ্টা, ১৪শ বাসব, ১৫শ মরুত, ১৬শ সোম, ১৭শ আঙ্গিরস, ১৮শ বিশ্বদেব, ১৯শ অশ্বিনীকুমার, ২০শ প্রজাপতি, ২১শ সর্ব্বদেবতা, ২২শ রুদ্র, ২৩শ ব্রহ্মা, ২৪শ বিষ্ণু।"

চতুর্থ বিষ্ণুকর্ত্তৃক গায়ত্রীর গুপ্ত ব্যাখ্যা;—"যস্তথাভূত ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসামৃতভূরাদি লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচরস্বরূপ-ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর সূর্য্যাদি নানাদেবতাময়পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি-সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।

পঞ্চম। তন্ত্র-সম্মত অপর ব্যাখ্যা,—'যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততঃ। সবিতুর্দ্দৈবতস্যাসূর্য্যাসি তদ্ভর্গমব্যয়ং। বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বাসূর্য্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং। এবমর্থযুতং মন্ত্রং জপ্যং নিত্যং জপেন্নরং। বিনাঽন্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপাস্যপদং মতং। মন্ত্রত্রয়েন নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং।"

ষষ্ঠ।—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা,—"ত্র্যক্ষরাত্মকভারেণ (ওঁকারেণ) পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে। পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবাস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ। জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীপ্যতে বিভোঃ। অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ। ধ্যায়েমঃ তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপিসনাতনম্॥ যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেণয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥"

সপ্তম।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, (সংক্ষেপে)—"দেবস্য সবিতুস্তৎভর্গরূপং অন্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায়োপাসনীয়ং ধীমহি। পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।"

তাঁহার ব্যাখ্যা—আহ্নিক-তত্ত্বে; যথা,—"গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমাপিচৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তাদ্বনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথা চ ভগবদ্গীতায়াং। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানীতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষাৎ চেতঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।"

অষ্টম।—সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের একাংশ;—"যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

অতঃপর বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা,—

(9) "Let us adore the supremacy of that divine sun, the Godhead who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, to whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat."—Sir William Jones.

(10) Let us meditate on the adorable sight of the divine ruler Savitri; may it guide our intellects."—Colebrooke,

(11) "We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites."—Wilson.

(12) "We contemplate the excellent splendour of the brilliant Savitri that he may inspire our devotion."—বেদার্থযত্ন

(13) "May we attain that excellent glory of Savitri the God: So may we stimulate our prayers."—Griffith.

বঙ্গদেশের অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা,—

(১৪) "আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।"—সত্যব্রত সামশ্রমী।

(১৫) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

(১৬) "যিনি আমাদিগের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"—রমেশচন্দ্র দত্ত।

(১৭) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—রমানাথ সরস্বতী।

এখানে মহীধরকৃত ভাষ্যও নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১৮) বিশ্বামিত্রদৃষ্টা সাবিত্রী গায়ত্রী জপে বিনিয়োগঃ। তদিতি ষষ্ঠ্যর্থে তস্য দেবস্য দ্যোতনাত্মকস্য সবিতুঃ প্রেরকস্যান্তর্যামিণো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য বা আদিত্যান্তরপুরুষস্য বা ব্রহ্মণো বরেণ্যং বরণীয়ং সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং ভর্গো সর্ব্বপাপানাং সর্ব্বসংসারস্য চ ভর্জ্জনসমর্থং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদিবেদান্তপ্রতিপাদ্যং বয়ং ধীমহি ধ্যায়ামঃ। ছান্দসং সম্প্রসারণং। যথা মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃ শব্দবাচ্যং। ভর্গো বীর্য্যং বা। বরুণোক্তবা অভিষাবচানান্তর্গোহপচক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গ ইতি শ্রুতেঃ (৫।৪।৫।১)। তস্য কস্য। যঃ সবিতা নোহস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধিঃ কর্ম্মাণি বা প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। যদ্বা বাক্যভেদেন যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধ্যায়ামঃ। যশ্চ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তং চ ধ্যায়ামঃ স সবিতৈব। লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ ভর্গো দীমহি যো যৎ ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি।

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। মহীধর এবং তিনি নানা প্রকারে অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সবিতা দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাখ্যায় নানা প্রতিবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ', যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাষায় তাঁহার কি কোনও পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সবিতা দেবতা বলিতে, কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে—তাহাই বুঝাইতে গিয়া, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। যিনি নাম রূপের অতীত, অথচ যাঁহার নাম-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সবিতা-দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে পরব্রহ্মই বলুন,

হিরণ্যগর্ভই বলুন, আর সবিতা দেবতাই বলুন—বিশ্বরূপে বিদ্যমান্ বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য। সবিতা দেবতা পদে কেহ বা সূর্য্যদেব অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বলিতে, সূর্য্যের-রশ্মি মাত্র তাঁহাদিগের কল্পনায় আসে। ইহাতে সূর্য্যের জ্যোতিঃধারক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই জ্যোতির মধ্য দিয়াই তাঁহার যে পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবেন, রূপের অনুধ্যানেই যে রূপময়ের কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহারই আশা করা যায়। সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া, সদ্বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার সন্ধানে ফিরিলেই রূপের মধ্যেই অরূপের সাক্ষাৎকার মিলিবে। গায়ত্রীমন্ত্র সেই সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য তোমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

কোন অনাদি কাল হইতে আর্য্যগণ যে এই মহামন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কারণ এই মন্ত্রের আদি নির্দ্দেশ করিতে হইলে বেদেরও আদি নির্দ্দেশ করিতে হয়—তাহা করা অসম্ভব। উক্ত মন্ত্রের ঋষি (অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা) বিশ্বামিত্র। কিন্তু কবে কোন স্মরণাতীতকালে যে এই মহাজ্ঞান ঋষির অন্তরে উদিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না—পারা সম্ভবপরও নয়।

এই মন্ত্রটী যেরূপে দৈনন্দিন উপাসনায় জপ করা হয় তাহা এই,—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। 'ওঁ' কে প্রণব বলে, উহা ব্রহ্মাত্মক শব্দ। 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি। উহা দ্বারা ত্রিলোক, ত্রিকাল, ইত্যাদি বিশ্বপ্রপঞ্চকে লক্ষ্য করে। সপ্রণব ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে বিশ্বাত্মক, বিশ্বাতীত পরমব্রহ্মের উপাসনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

আজকাল অনেকেই একটা প্রশ্ন করেন—পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন জাতি বাঁচিয়া নাই, কেবলমাত্র হিন্দু ও হিন্দু-সভ্যতা বাঁচিয়া আছে—ইহার অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা গায়ত্রী মন্ত্রকে নির্দ্দেশ করিতেছি। হিন্দু-সভ্যতা যে ধারাবাহিকভাবে অনাদিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহার অন্য বহুতর প্রমাণ আছে। কিন্তু এখানে কেবল মাত্র একটী বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছি তাহা গায়ত্রী মন্ত্র। গায়ত্রী মন্ত্র বেদের ন্যায় অনাদি। বিশ্বামিত্র কবে এই মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে গায়ত্রী জপ—গায়ত্রীর ধ্যান করেন। গায়ত্রীহীন ব্রাহ্মণ পতিত; ব্রাহ্মণ নামের অযোগ্য। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি অন্য কোন জাতি আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ অনাদিকালবাহি সভ্যতার ধারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন? কিন্তু হিন্দু গৌরবের সহিত বলিতে পারেন—মানবস্মৃতির পূর্ব্বে আমি যে হিন্দু ছিলাম—যে ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতাম, আজও আমি সেই হিন্দুই আছি—আজও আমি তেমনিভাবে ব্রহ্মোপাসনা করি—গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করি। এই গৌরব কেবলমাত্র হিন্দুরই প্রাপ্য। (১৩অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশী কণ্ডিকায় প্রাপ্তব্য।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২৩ ১২
সোমানা৺ স্বরণম্ ০ ॥ ১ ॥

॰ ॰ ॰

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! সোমানাং (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং, প্রার্থনাকারিণং মাং ইত্যর্থঃ) 'স্বরণং' (দেবানুগ্রহপ্রাপণসমর্থং, ভবানুগ্রহলাভসমর্থং ইত্যর্থঃ) কুরু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া প্রার্থনাকারিণং মাং উদ্ধারয়—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৪খ -৪সূ -১সা)॥

॰ ॰ ॰

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাকে আপনার অনুগ্রহলাভসমর্থ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা-পূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাকে উদ্ধার করুন।)॥ (১৩অ—৪খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্রপর্ব্বের অন্তর্গত একটী মন্ত্রের প্রথম পাদ মাত্র। মূলমন্ত্রটী এই,—"সোমানাং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ"। মন্ত্রের মূলভাব 'সোমানাং স্বরণং' এই পদদ্বয়ের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য অংশের মধ্যে 'কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ' পদসমূহ একটা উপমা মাত্র। 'ব্রহ্মণস্পতে' ভগবৎসম্বোধন-সূচক পদ। 'কৃণুহি' পদের দ্বারা পাদের অর্থ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'সোমানাং স্বরণং' পদদ্বয়ের দ্বারাই মন্ত্রের মূলভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভাব পরমব্রহ্মের নিকট তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য প্রার্থনা। 'সোমানাং' পদের ভাষ্যার্থ -'অভিষবস্য কর্ত্তারং মাং অনুষ্ঠাতারং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত আমাকে। এখানে সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবানের কৃপাকণা লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, যেন তাঁহার অনুকম্পায় সাধক সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্যান্য অংশের ব্যাখ্যার জন্য সামবেদ-সংহিতা (২অ—২প—৩খ—৫সা) দ্রষ্টব্য। (১৩অ—৪খ—৪সূ—১সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২
অগ্ন আয়ূꣳষি পবসে০ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'আয়ূꣳষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৩অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করুন।) ॥ (১৩অ—৪খ—৫সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতি চতুর্থ-পঞ্চম-সূক্তাত্মৈকয়োর্দ্বয়োর্ঋচোঃ প্রতীকে; তে চান্যত্রাম্নাতে (ছং আং—৪প ৬অ—৫খ—১সা) চতুর্থ খণ্ডে ৪৪২ পৃষ্ঠাঙ্কং দ্রষ্টব্যং। (১৩অ ৪খ—৫সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১৪৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধনশক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমে শক্তিলাভ, তারপর সিদ্ধি। হৃদয়ে শক্তির উন্মেষ না হইলে, শক্তির অনুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)। যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায় দ্রষ্টব্য। ছন্দার্চ্চিকে ও (২অ—২প—৩খ—৫সা) মন্ত্রটী প্রাপ্তব্য।

করিলে, সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। ভগবান্ আমাদিগকে সিদ্ধি বা মোক্ষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেইজন্য মানুষকে সাধনা করিতে হয়। তিনি মানুষের হৃদয়ে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনবলে' তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া, তাঁহার চরণে ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিবেদন না করিয়া, শুধু মুখের কথায় মোক্ষ লাভ হয় না। তাই সাধক নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গাহিয়াছেন—

"ডাকলাম না ডাকার মত গুরু যাতে শুনতে পায়
মুখের কথায় ডাকি তাঁরে সে কথা কি তাঁর কাণে যায়।"

শক্তি লাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন। মুক্তি লাভের জন্য শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সেই শক্তিও তিনিই মানুষকে প্রদান করেন। তাই এই শক্তিও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে না। হাজার বৎসর বাঁচিয়াও যে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহার জীবনমৃত্যু সকলই সমান—মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার আয়ুষ্কাল আছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু, বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমদ্শঙ্করাচার্য্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাই 'আয়ুংষি' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৩অ—৪খ—৫সূ—১সা)॥ ০

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠঃ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২
তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য০ ॥ ১ ॥
* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ. জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধিনং, সৎকর্ম্মসম্বন্ধিনীং ইত্যর্থঃ) 'শক্তং' (আত্মশক্তিং) প্রযচ্ছতম ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ - প্রার্থনামূলকশ্চ। ভগবান্ অস্মভ্যং জ্ঞানভক্তিযুতাং আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতু —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৪খ—৬সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪প—৬অ—৫খ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগকে সৎকর্ম্মসম্বন্ধিনী আত্ম-শক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে জ্ঞানভক্তিযুত আত্মশক্তি প্রদান করুন। (১৩অ—৪থ—৬সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতি প্রথমায়া ঋচ প্রতীকমিদং সা চান্যত্র (উ০ ৭।২।১৩) আম্নাতা । ১॥

* * *

প্রথম (১৪৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকেরই একটী মন্ত্রের অংশবিশেষ। নিম্নে সমগ্র মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইল,—

"তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।
মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু।"

সমগ্র মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—"তাহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে—সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন,—তাই তিনি মহামহিমান্বিত। (১৩অ—৪থ-৬সূ—১সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা উত্তরার্চ্চিকেও (৮অ—৩খ-২সূ-৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ঋতমৃতেন সপন্তেষিরং দক্ষমাশাতে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অদ্রুহা দেবৌ বর্দ্ধেতে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতেন' (সত্যেন, যদ্বা সৎকর্ম্মণা) 'ঋতং' (সত্যং, যদ্বা সৎকর্ম্ম) 'সপন্তা' (স্পৃশন্তৌ, মিলনকারকৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষং ইষিরং' (শক্তিমন্তং ইচ্ছন্তং, শক্তিকামযমানং ইতি ভাবঃ) সাধকং ইতি যাবৎ 'আশাতে' (ব্যাপ্নুথঃ, প্রাপয়থঃ); 'অদ্রুহা' (দ্রুহরহিতৌ, মঙ্গলসাধকৌ) 'দেবৌ' (হে দেবৌ!) যুবং 'বর্দ্ধেতে' (বর্দ্ধয়তং, প্রবর্দ্ধয়তং—অস্মান ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! সত্যপ্রাপকঃ ত্বং অস্মান প্রবর্দ্ধয়; জ্ঞানভক্ত্যাদিশক্তিসমন্বিতান কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৩অ—৪খ—৬সূ—২সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের দ্বারা (অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা) সত্যকে (অথবা সৎকর্ম্মকে) মিলনকারী দেবদ্বয় শক্তিকামনাকারী সাধককে প্রাপ্ত হয়েন; মঙ্গলসাধক হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সত্যপ্রাপক আপনি আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন; জ্ঞানভক্ত্যাদিশক্তিসমন্বিত করুন।) ॥ (১৩অ—৪খ—৬সূ—২সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতেন' উদকেন নিমিত্ত-ভূতেন 'ঋতং' যজ্ঞং 'সপন্তা' স্পৃশন্তৌ 'ইষিরং' এষণবন্তং 'দক্ষং' প্রবৃদ্ধং যজমানং হবির্ব্বা 'আশাতে' ব্যাপ্নুতঃ 'অদ্রুহা' অদ্রোগ্ধারৌ 'দেবৌ' দ্যোতমানৌ মিত্রাবরুণৌ 'বর্দ্ধেতে' প্রবৃদ্ধৌ ভবত। (১৩অ—৪খ—৬সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (১৪৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রকটিত হইয়াছে। উহার ভাব এই যে,- সাধনাপরায়ণ, শক্তিলাভেচ্ছুক সাধককেই ভগবান প্রাপ্ত হয়েন। 'ঋত' শব্দের দুইটী অর্থ গৃহীত হয়,—এক অর্থ 'সত্য', অন্য অর্থ সৎকর্ম্ম সত্যের দ্বারা সত্যকে মিলিত করার অর্থ এই যে,—যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি ভগবানের কৃপায় সত্যকে লাভ করেন। সেইরূপ ভাবে যিনি সৎকর্ম্ম সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ করেন, ভগবান্ তাঁহার সেই সৎসঙ্কল্প পূর্ণ করেন। সৎসঙ্কল্পপরায়ণ সেই সাধককে ভগবান্ আপনার কোলে আশ্রয় দেন—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। পরমমঙ্গলদায়ক ভগবান্ আমাদের হৃদয়স্থিত শক্তি-বীজসমূহকে বিকশিত করিয়া প্রবর্দ্ধিত করুন, আমাদিগকে মহান উন্নত করুন,—ইহাই প্রার্থনাংশের মর্ম্ম। 'অক্রুহা' পদে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে,-"তাঁহারা বৃষ্টিদ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন করিয়া সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়! তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর।" দেবগণকে মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে,—ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যার বিশেষত্ব। (১৩অ—৪খ—৬সূ—২সা)। ০

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। ষষ্ঠং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২

বৃষ্টিদ্যাবা রীত্যাপেষস্পতী দানুমত্যাঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

বৃহন্তং গর্ত্তমাশাতে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষ্টিদ্যাবা' (বৃষ্টিবর্ষকা, অমৃতবর্ষকং, দ্যৌ দ্যুলোকং যয়োঃ তৌ, অমৃতবর্ষীদ্যুলোক-প্রাপকৌ) 'রীত্যাপ' (রীতিঃপ্রাপ্তিঃ সৈব আপ্তিঃ, অভিমতফলপ্রাপ্তিঃ, যাভ্যাং অভিমতফল-দাতারৌ ইতি ভাবঃ) 'দানুমত্যাঃ ইষঃ' (দানযোগ্যায়াঃ শক্ত্যাঃ, পরমশক্ত্যাঃ) 'পতী'

০ এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

(স্বামিনৌ, অধিপতী দেবৌ) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'গর্ত্তং' (গরণীয়ং, ভজনীয়ং, গ্রহণীয়ং — পরমধনং ইতি যাবৎ) 'আশাতে' (ব্যাপ্নুতঃ, প্রাপয়তঃ - সাধকেভ্যঃ ইতি শেষঃ)। নিত্য-সত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অভীষ্টবর্ষকঃ অমৃতপ্রাপকঃ ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি -- ইতি ভাবঃ। (১৩অ - ৪খ—৬সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতবর্ষী দ্যুলোকপ্রাপক অভিমতফলদাতা পরমশক্তির অধিপতি দেবদ্বয় মহান্ গ্রহণীয় পরমধন সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। (ভাব এই যে,—অভীষ্টবর্ষক, অমৃতপ্রাপক ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন। (১৩অ—৪খ— সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষ্টিদ্যাবা' বৃষ্ট্যর্থা দ্যৌঃ স্তুতির্যয়োস্তৌ বৃষ্টিদ্যাবা অথবা বৃষ্টি-বর্ধিকা দ্যৌরন্তরিক্ষং যাভ্যাং তৌ তাদৃশৌ, 'রীত্যাপ'। রীগতি-রেষণয়োঃ (ক্র্যা০ প০)। রীতিঃ প্রাপ্তিঃ সৈব আপ্তিরভিমতপ্রাপ্তির্যয়োস্তৌ তাদৃশৌ, 'ইষঃ' অন্নস্য 'পতী' স্বামিনৌ। বৃষ্টিপ্রদত্বাৎ স্বামিত্বং। 'দানুমত্যাঃ' দানমত্যাঃ দাতুমুচিতায়া ইত্যর্থঃ। এতদ্বিশেষণং এবম্মহানুভাবৌ মিত্রাবরুণৌ 'বৃহন্তং' মহান্তং 'গর্ত্তং' রথং 'আশাতে' ব্যাপ্নুতঃ অধিতিষ্ঠতো যাগার্থং। ৩।

* * *

তৃতীয় (১৪৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী একটু জটিল-ভাবাপন্ন। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার জন্য ভাষ্যকার প্রভৃতিকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। কয়েকটী পদের সংস্থান এমনভাবে করা হইয়াছে যে, সহজে তাহাদের অর্থ নিষ্কাশন করা শক্ত।

প্রথম পদ 'বৃষ্টিদ্যাবা'। ভাষ্যকার উহার দুইটী অর্থ প্রদান করিয়াছেন। প্রথমটি—'বৃষ্ট্যর্থা দ্যৌঃ স্তুতির্যয়োঃ তৌ'। এখানে 'দ্যৌঃ' পদে 'স্তুতিঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এরূপ অর্থব্যত্যয় করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যার্থ এই যে, — বৃষ্টির জন্য যাঁহাদিগকে স্তুত করা হয় তাঁহারা প্রচলিত মতানুসারে মন্ত্রের দেবতা মিত্রাবরুণ। অন্য অর্থ — 'বৃষ্টিবর্ধকা দ্যৌঃ অন্তরিক্ষং যাভ্যাং তৌ' অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা অন্তরিক্ষ বৃষ্টি বর্ষণ করে। এখানে বৃষ্টিপাতের কথাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই দুইটীর কোন অর্থই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 'বৃষ্টি' শব্দে অমৃতধারাকে লক্ষ্য করে, যে ধারাপ্রভাবে অভিষিক্ত হইয়া মানব নবজীবন, উন্নতজীবন লাভ করে। 'দ্যাবা' পদে

দ্যুলোককে বুঝায়। অমৃতবর্ষীদ্যুলোক যাঁহাদের অথবা যাঁহাদের কৃপায় দ্যুলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই দেবদ্বয়কে বৃষ্টিদ্যাবা পদের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা মিত্র ও বরুণ। যিনি আমাদের অভীষ্টবর্ষণ করেন, অমৃতধারা বর্ষণ করেন তিনিই বরুণ, আবার তাঁহার চেয়ে মিত্র, পরমবন্ধু কে হইতে পারে? এক দেবতারই দুই স্বরূপকে মিত্র ও বরুণ বলা হইয়াছে। তাই এখানে দ্বিবচনান্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

'রীত্যাপ' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির কোনও অনৈক্য হয় নাই। যাঁহারা অভিমত ফল প্রদান করেন, তাঁহারাই রীত্যাপা। এই পদও পূর্ব্বপদের অনুসারী, উভয়ত্রই একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 'দানুমত্যাঃ ইষঃ পতী' পদত্রয়ে পরমধনদাতা দেবদ্বয়কেই বুঝায়। যাঁহারা পরমশক্তির অধিপতি, যাঁহারা সাধককে সেই পরমধন প্রদান করেন উক্ত পদত্রয়ে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে।

'গর্ত্তং' পদেরও এক অভিনব ব্যাখ্যা ভাষ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। 'গর্ত্তং' পদের ভাষ্যার্থ—'রথং'। কিন্তু কি সূত্রে কি ভাবে ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে তাহার কোনও আভাষ ভাষ্যে প্রদত্ত হয় নাই। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'গরণীয়ং'। ভক্ষণার্থক 'গৃ' ধাতু হইতে 'গর্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমরা উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'ভক্ষণীয়ং, গ্রহণীয়ং'। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও বদান্য হব্যদাতার প্রতি অনুকূল দেবদ্বয় আপনাদিগের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন।" (১৩অ ৪খ—৬সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরি তস্থুষঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২
রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ব্রধ্নং' (মহান্তমাদিত্যরূপং) 'অরুষং' (অহিংসকং, যদ্বা—হিংসারহিতং, হিংসকরহিতং অগ্নিরূপং) 'চরন্তং' (সর্ব্বতঃ প্রসরন্তং, যদ্বা সর্ব্বত্রচরণশীলং বায়ুরূপং) ত্বাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'পরিতস্থুষঃ' (স্বর্গ-মর্ত্ত্যাদিলোকবাসিনঃ) 'যুঞ্জন্তি' (সংবন্ধং কুর্ব্বন্তি, অর্চ্চয়ন্তীতি যাবৎ); 'দিবি' (দ্যুলোকে) 'রোচনাঃ' (প্রকাশস্বভাবাদ্দীপ্তিমন্নক্ষত্রাদি) 'রোচন্তে' (প্রকাশন্তে, ভবত এব মহিমাং প্রকাশন্ত ইত্যর্থঃ)। অগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিরূপেণ ভগবান্ সর্ব্বত্র সম্পূজিতো ভবতি। নক্ষত্রাদয়ঃ তস্য মহিমাং প্রকাশন্তে—ইতি ভাবঃ। (১৩অ—৪খ—৬সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন! আপনি মহান্ সূর্য্যরূপে প্রকাশমান্ রহিয়াছেন; আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান্ আছেন; আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; সেই আপনাকে স্বর্গমর্ত্ত্যাদি সর্ব্বলোক অর্চ্চনা করেন। দ্যুলোকে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান্ হইয়া আপনারই মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে। (ভাব এই যে,—অগ্নি বায়ু-সূর্য্যাদি-রূপে ভগবান্ সর্ব্বত্রে সম্পূজিত হয়েন। নক্ষত্রগণ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করে।)। (১৩অ—৪খ—৭সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রো হি পরমৈশ্বর্য্য-যুক্তঃ পরমৈশ্বর্য্যং চাগ্নিবায়্বাদিত্য-নক্ষত্ররূপেণাবস্থানাৎ উপপদ্যতে 'ব্রধ্নং' আদিত্যরূপেণাবস্থিতং, 'অরুষং' হিংসারহিতাগ্নিরূপেণাবস্থিতং, 'চরন্তং' বায়ুরূপেণ সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রং 'পরি তস্থুষঃ' পরিতোঽবস্থিতা লোকত্রয়বর্ত্তিনঃ প্রাণিনো 'যুঞ্জন্তি' স্বকীয়ে কর্ম্মণি দেবতাত্বেন সম্বন্ধং কুর্ব্বন্তি। তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্ত্তিবিশেষাণি 'রোচনা' নক্ষত্রাণি 'দিবি' দ্যুলোকে 'রোচন্তে' প্রকাশন্তে। অস্য মন্ত্রস্যোক্তার্থপরং ব্রাহ্মণান্তরে ব্যাখ্যাতং যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমিত্যাহ—অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নঃ আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি। অরুষমিত্যাহ—অগ্নির্ব্বা অরুষঃ অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি। চরন্তমিত্যাহ—বায়ুর্ব্বৈ চরন্ বায়ুমেবাস্মৈ যুনক্তি। পরিতস্থুষ ইত্যাহ—ইমে বৈ লোকাঃ পরিতস্থুষঃ ইমানেবাস্মৈ লোকান্ যুনক্তি। রোচন্তে রোচনা দিবীত্যাহ—নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়তীতি। (১৩অ—৪খ—৭সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন অভিনব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সূর্য্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ নিশ্চল জড় পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য ঘোটকারোহণে ভ্রমণ করেন, তাৎকালিক জনসাধারণের সেইরূপ ধারণা ছিল,—ব্যাখ্যায় সে ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা হইতে প্রতিপন্ন হয়, আদিত্য, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্রপুঞ্জ সকলকেই দেবতার আসনে বসাইয়া স্তাবকগণ তাঁহাদের পূজা উপাসনা করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, বৈদিক মন্ত্র-সমূহকে 'কৃষকের গান—

অসভ্য বর্ব্বর জাতির জড়োপাসনা' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যার অবতারণা, তাহা বলাই বাহুল্য। * এ সকল ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে কোনই তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয় না, স্থূল দৃষ্টিতেই তাহা প্রতীয়মান হয়।

যত কিছু গোলযোগ -'অরুষ' শব্দ লইয়া। তাঁহারা 'অরুষ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন— ঘোটক। কিন্তু হিংসার্থ 'রুষ' ধাতু হইতে 'অরুষ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহার হিংসা নাই, অথবা যাঁহার হিংসক নাই, তিনিই 'অরুষ'। ধাত্বর্থ ধরিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে, 'অরুষ' শব্দে ঘোটক অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। 'সূর্য্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন'—এ বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু 'অরুষ' শব্দে হিংসক-রহিত বা হিংসারহিত অগ্নিদেবরূপে সেই ব্রহ্মের অন্যতম অভিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিলে, মন্ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই অর্থ-ই সমীচীন,—সেই অর্থ-ই শাস্ত্রসম্মত।

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—"চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রের সহিত) হিংসকরহিত (অগ্নি) ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্রগণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে।" টীকায় তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"এই মন্ত্রের অর্থ অতিশয় অপরিষ্কার। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে এবং সে অর্থের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে, সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও নক্ষত্রগণ কেবল ইন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ। কিন্তু মূলে ইন্দ্রের বা সূর্য্যের বা অগ্নির বা বায়ুর রূপ নাই, কেবল বিশেষণগুলি আছে। সায়ণ অনুমান করিয়া দেবগণের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। যথা, মূলে 'অরুষ' শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন - 'হিংসারহিত।' হিংসকরহিত কে? সায়ণ অনুমান করেন, অগ্নিকে বুঝাইতেছে। এরূপ অর্থ করায় Max Muller সম্মত নাহেন, সুতরাং তিনি এ সূক্তের একেবারে ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন; যথা, 'Those who stand around him, while he moves on, harness the bright red steed; the lights of heaven shine forth.' তিনি বলেন, 'অরুষের' আদি অর্থ লোহিতবর্ণ, এবং 'অরুষ' বিশেষ্য হইয়া ব্যবহৃত হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। Max Muller আরও বলেন,— এই সূর্য্যের লোহিতবর্ণ অশ্ব 'অরুষ' গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'Eros' নাম ধারণ করিয়া (Cubid in Latin)) প্রেমের দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। Chips from a German Workshop, Vol. II (1867) P. 28 to 140 সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম—হরিৎ। সেইজন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। Max Muller বিবেচনা করেন, এই 'হরিৎ'গণ গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন। Science of Language (1882) Vol. II. 405 to 412.

একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এ মন্ত্রে এক উচ্চ-আদর্শের কল্পনা হইতে পারে। বুঝা যায়, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, নক্ষত্র সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝা যায়, তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতে সেই ভাব পূর্ণ পরিব্যক্ত দেখি। ভীত চকিত অর্জ্জুন তাঁহার স্তবে বলিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।"

অর্থাৎ,—তোমার দেহে দেবগণ, প্রাণিসমূহ, দিব্য, ঋষিগণ, সর্পগণ, এবং কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার বহু বাহু, বহু উদর, বহু বদন, বহু নেত্র— অনন্তরূপে তোমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। কিন্তু তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই দেখিতেছি না। তুমি কিরীটী, গদচক্রধারী, প্রচণ্ডপ্রভাবিশিষ্ট, অপ্রমেয়-রূপ; তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। তুমি অক্ষর পরমব্রহ্ম; তুমি বেদিতব্য; তুমি বিশ্বের প্রধান আশ্রয়স্থান; তুমি শাশ্বত, সনাতন ধর্ম্মের পালক, চিরন্তন পুরুষ। তুমি আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্তবাহু। সূর্য্যচন্দ্র তোমার নেত্রদ্বয়, দীপ্ত হুতাশন তোমার বদন; আপন তেজে বিশ্বসন্তাপক তুমি। সমুদায় স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দিক্-সমূহ তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার বিশ্ব-রূপ-দর্শনে ত্রিলোক সন্ত্রস্ত। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্য ও দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ সকলেই তোমার দেহে বিরাজমান। ইত্যাদি।

শ্রুতিতেও (কঠোপনিষদে) আছে,—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥"

অর্থাৎ – যেমন ভুবনপ্রবিষ্ট অগ্নিদেব এক হইয়াও প্রতিরূপ (যে রূপকে আশ্রয় করেন, সেইরূপ) প্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) পৃথক হইয়াও প্রতিরূপে বিরাজিত হন। ভুবন-প্রবিষ্ট বায়ুদেব যেমন এক হইয়াও বহুরূপ আশ্রয় করতঃ বহুরূপে প্রতিভাত হন; সেইরূপ এই এক পরমাত্মা বিভিন্ন আধারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন, সূর্য্যদেব সকল লোকের চক্ষুঃ হইয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লিপ্ত হয়েন না; সেইরূপ এই এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা (ব্রহ্ম) লোক-দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বশী (ব্রহ্ম) এক হইয়াও এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হয়েন; সেই আত্মা ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বত-সুখলাভের অধিকারী। অন্য কেহ সে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অনিত্য-সমূহের মধ্যে যিনি চেতনা, যিনি এক হইয়াও বহুর কাম্য ধারণ কিম্বা পোষণ করিতেছেন; সেই আত্মস্থ ব্রহ্মকে যে ধীরগণ দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তিলাভের অধিকারী। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সে শান্তি-সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।'

এ মন্ত্রে, একের সেই বহু রূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ইন্দ্রদেব বলিতে পরমেশ্বরকেই দ্যোতনা করিতেছে। সূর্য্যরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি কি ইন্দ্রদেব নামে পরিচিত সেই পরব্রহ্ম নহেন? ফলতঃ, এই মন্ত্রে সেই পরব্রহ্মের রূপ-গুণেরই ব্যাখ্যান হইয়াছে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধি হয়; ভক্ত সাধক সেই ভাবেই এ মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। (১৩অ ৪খ ৭সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।
১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্য' (দেবস্য, ভগবতঃ) 'রথে' (আগমনোপযোগিনি যানে, আত্মনাঃ মনোরথে ইতি ভাবঃ) 'বিপক্ষসা' (বিভিন্নে পক্ষসী যয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ, সদসৎকর্ম্মণোঃ) 'কাম্যা' (কাময়িতব্যৌ, সুন্দরৌ) 'ধৃষ্ণূ' (ধর্ষণশীলৌ, প্রগল্‌ভৌ) 'শোণা' (বিচিত্রবর্ণৌ, ক্ষিপ্রগামিনৌ) 'নৃবাহসা' (নরবহনকারিণৌ) 'হরী' (অশ্বৌ, জ্ঞান-ভক্তি-রূপৌ বাহকৌ) 'যুঞ্জন্তি' (যোজয়ন্তি, সংযুক্তং কুর্ব্বন্তি) সাধব ইতি শেষঃ। জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেন সাধুজন আত্মনো মনসি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ—৪খ ৭সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(সাধুগণ) সেই ভগবানের আগমনোপযোগী রথে (আপনাদিগের মনোরথে) দুই পার্শ্বে (সদসৎ দ্বিবিধ কর্ম্মে) কামনার উপযোগী, দমনশীল, ক্ষিপ্রগামী (বিচিত্রবর্ণ), জনবাহক, জ্ঞান-ভক্তিরূপ অশ্বদ্বয়কে (জ্ঞানভক্তির জ্যোতিঃ) যোজনা করেন। (জ্ঞানভক্তিপ্রভাবেই সাধুগণ ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই ভাবার্থ)। (১৩অ—৪খ—৭সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্য' ব্রহ্মাদি-শব্দ-প্রতিপাদ্যত্বাদিত্যাদি-মূর্ত্তিভিস্তত্র তত্রাবস্থিতস্যেন্দ্রস্য 'রথে' 'হরী' এতন্নামানৌ স্বাবশ্বৌ সারথয়ো 'যুঞ্জন্তি'। ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্হরিনামত্বং 'হরী ইন্দ্রস্য'—'রোহিতোঽগ্নেঃ' (নিঘ॰ ১।১৫।১২) ইতি পঠিতত্বাৎ। কীদৃশৌ হরী? 'কাম্যা' কাময়িতব্যৌ 'বিপক্ষসা' বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বে যয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ রথস্য যয়োঃ পার্শ্বয়োর্যোজিতাবিত্যর্থঃ, 'শোণা' রক্তবর্ণৌ, 'ধৃষ্ণূ' প্রগল্‌ভৌ, 'নৃবাহসা' নৃণাং পুরুষাণামিন্দ্র-তৎসারথি-প্রমুখাণাং বোঢ়ারৌ। (১৩অ—৪খ—৭সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণতঃ এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন করা হয়,—'ইন্দ্রের রথের উভয় পার্শ্বে সারথিগণ (লোকগণ) অশ্বযোজনা করেন ; সে অশ্ব কমনীয় কান্তি, বিচিত্রবর্ণ-(রক্তবর্ণ)-বিশিষ্ট, প্রগল্‌ভ বা শত্রুধর্ষণশীল এবং নরগণের (ইন্দ্রের ও তাঁহার সারথি-প্রমুখ পুরুষগণের) বাহক।' ভাষ্যকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই এই অর্থের অনুসরণ করেন।

কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ সাধারণ অর্থের অন্তভূত যে এক নিগূঢ় অর্থ আছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনের দৃষ্টি নিপতিত হয়। দেহধারী সাকার-দেবতা-রূপে যখন ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করা হয়, তখন তাঁহার অশ্বাদির বিষয় ঐরূপভাবে পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু রূপ দেখিতে দেখিতে, গুণের বিষয় অনুধ্যান করিতে করিতে, যখন তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তখন ঐ মন্ত্রের আর এক অনুপম আধ্যাত্মিক অর্থ হৃদয়ে বিকাশ পায়।

মন্ত্রের অন্তর্গত "হরী" শব্দ এবং তাহার বিশেষণ কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই ভাব-রাজ্যের নূতন স্তরে উপনীত হইতে হয়। 'হরী' শব্দে 'কিরণ' বা 'জ্যোতিঃ' অর্থ সঙ্গত হয়। 'সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে সূর্য্যদেব বিচরণ করেন'—এরূপ স্থলে 'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব প্রকাশমান হন' - অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'কিরণ বা জ্যোতিঃ' অর্থ বুঝাইতে দ্বিবচনান্ত 'হরী' শব্দ প্রযুক্ত হইল কেন? তাহারও কারণ আছে। আমরা মনে করি, এখানে 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' - এই দুইয়ের জ্যোতিঃ বুঝাইতেছে। 'রথে'—কিনা 'মনোরথে'। অর্থাৎ তোমার আমার মনোরথে যখন জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ সংযুক্ত হইবে, তখনই ইন্দ্রদেব আসিবেন বা সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। রথে অশ্ব-সংযোগ বা মনোরথে জ্ঞান-ভক্তির জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিবে কে বা কাহারা? সারথিগণ। সারথিগণ বলিতে এখানে আমাদের 'সৎকর্ম্মনিবহ'—অর্থ সূচিত হইতেছে। সৎকর্ম্মের অন্ত নাই ; এই জন্যই বহুবচনান্ত 'যুঞ্জন্তি' ক্রিয়াপদ রহিয়াছে। তবেই বুঝা যায়, আমরা আমাদের সৎকর্ম্মনিবহ দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তির দিব্য জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত করিতে পারিলেই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের (ইন্দ্রের) অধিষ্ঠান হয়। সারথিগণ কর্ত্তৃক রথের উভয় পার্শ্বে অশ্বযোজনার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এখন এক একটী বিশেষণের বিষয় অনুধাবন করুন। তাহাতেও ঐ অর্থই বিশদীকৃত হইয়া আসিবে। দেখুন—সেই যে 'হরী' (অশ্বদ্বয়) তাহারা কেমন? তাহারা 'কাম্যা' অর্থাৎ কামনার বস্তু। জ্ঞান ও ভক্তি কাহার না কামনার সামগ্রী? জ্ঞানের অন্বেষণে, ভক্তির অনুসরণে, সারা সংসার বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে না কি? সুতরাং উহার বিশেষণ হইয়াছে—'কাম্যা'। আর বিশেষণ - 'বিপক্ষসা'। ঐ শব্দের অর্থ বিভিন্ন পক্ষে বা পার্শ্বে সংযুক্ত। 'বড় সমীচীন সুসঙ্গত বিশেষণ—'বিপক্ষসা'। জ্ঞান ও ভক্তি যে বিভিন্ন পাশি বা বিভিন্ন পক্ষ - এ সাক্ষ্য, জ্ঞানবাদীদিগের এবং ভক্তি-মার্গীদিগের বিতণ্ডার মধ্যে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত হয়। অপিচ, দুইয়ের সমন্বয়-সংযোগে রথ চলে—মুক্তি অধিগত হয়। ফলতঃ

সৎকর্ম্মনিবহদ্বারা জ্ঞান ভক্তি দুইকে মনোরথে সংযুক্ত কর, তোমার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে,—এই মন্ত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর অপর তিনটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখুন। সেই 'হরী' (অশ্বদ্বয়) আর কেমন? তাহারা 'শোণা' অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। জ্ঞান ও ভক্তির বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিষয় নিত্য-পরিদৃষ্ট নহে কি? কত রূপে, কত ভাবে, কত দিক্ দিয়া, জ্ঞানের ও ভক্তির স্ফূর্ত্তিলাভ হয়;—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? জ্ঞান-ভক্তির যে নানা অঙ্গ, নানা প্রকার ভেদ আছে, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। 'ধৃষ্ণূ' শব্দের অর্থ শত্রুধর্ষণশীল। কামক্রোধাদি রিপুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু। হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির উদয়ে তাহারা বিমর্দ্দিত হয়। সেই অর্থেই 'ধৃষ্ণূ'-শব্দের সার্থকতা। শেষ বিশেষণ—'নৃবাহসা' অর্থাৎ নরগণের বহনকারী। জ্ঞান-ভক্তিই যে মানুষকে ভগবৎ-সমীপে বহন করিয়া লইয়া যায় এখানে সেই ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে।

ফলতঃ, মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'তোমার সৎকর্ম্মনিবহ-রূপ সারথিগণদ্বারা তোমার মনোরথের উভয় পার্শ্বে জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ হরিদ্বয় (অশ্বদ্বয়) সংযোজিত কর। তদ্দ্বারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে, তুমি ভগবৎপাদপদ্মে সংবাহিত (উপনীত) হইবে।' ইহাই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ। (১৩অ ৪খ-৭সূ—২সা)॥ ০

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। সপ্তমং সূক্তং তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ০১২ ৩২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩১ ২

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।

২৩১ ২

সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥ ৩ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মর্য্যাঃ' (হে মরণধর্ম্মাণঃ মনুষ্যাঃ, হে অস্তগমনরূপমরণধর্ম্মশীল সূর্য্যাত্মক-ইন্দ্রদেব,—অত্র ব্যত্যয়েনৈকবচনং, হে জ্যোতির্ম্ময়) 'অকেতবে' (রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞান-রহিতায় প্রাণিনে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নানাং জনানাং) 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্) 'অপেশসে' (রাত্র্যন্ধকারাবৃতত্বেনানভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় অরূপায় ইত্যর্থঃ) 'পেশঃ কৃণ্বন্' (রূপং প্রকাশয়ন্, প্রান্তবন্ধকারানিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্) 'উষদ্ভিঃ' (উষঃকালৈঃ) 'সম্ অজায়থাঃ' (সমুদিতবান্)। (১৩অ-৪খ—৭সূ ৩সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

অথবা,

হে ভগবন্! বয়ং 'মর্য্যাঃ' (মনুষ্যাঃ, অজ্ঞানতানিবন্ধনাৎ জন্মজরামরণাধীনা ইতি যাবৎ); 'অকেতবে' (অস্মাকং অস্মৈ অজ্ঞানাবস্থায়ৈ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞানং) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন, দত্বা ইতি যাবৎ।) 'অপেশসে' (মায়য়া বিজৃম্ভিতায় পরিদৃশ্যমানায় অস্মৈ রূপায়, বিকৃতায় অস্মৈ দেহায়) 'পেশঃ' (রূপং, তৎস্বারূপ্যং সত্বভাবযুতং ইতি যাবৎ) কৃণ্বন্ 'উষদ্ভিঃ' (জ্ঞানোন্মেষৈঃ সহ) 'সম্ অজায়থাঃ' (অস্মন্মধ্যে, সম্যগধিষ্ঠিতো ভব)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধনাৎ বয়ং জন্মজরামরণমধ্যগতাঃ, মায়য়া বিকৃত-ভাবাপন্নাশ্চ; সজ্‌জ্ঞানদানেন অস্মান্ ত্রায়স্ব। (১৩অ - ৪থ - ৭সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতির্ম্ময় ইন্দ্রদেব! আপনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন জনের জ্ঞান দান করিয়া, অরূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া, প্রতি উষায় প্রকাশমান হয়েন॥ (১৩অ—৪থ—৭সূ—৩সা)॥

* * *

অথবা,

হে ভগবন্! অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা জন্মজরামরণের অধীন হইয়া আছি; আমাদিগের এই অজ্ঞানাবস্থায় প্রজ্ঞান দান করিয়া মায়াবিজৃম্ভিত আমাদিগের এই বিকৃত রূপকে সত্ত্বভাবযুত করিয়া, আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে সম্যগ্‌রূপে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আমরা জন্মজরামরণ-মধ্যগত এবং মায়ার দ্বারা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া আছি; সজ্‌জ্ঞান বিতরণ দ্বারা আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১৩অ—৪থ—৭সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যাঃ! ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যতেত্যধ্যাহারঃ। কিমাশ্চর্য্যং ? ইতি তত্রোচ্যতে—আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্রঃ 'উষদ্ভিঃ' দাহকৈঃ রশ্মিভিঃ প্রতিদিনমুষঃকালে বা সহ 'অজায়থাঃ' উদপদ্যত। অথবা সূর্য্যস্তৈবাস্তময়ে মরণমুপচর্য্য বাত্যয়েন বহুবচনং কৃত্বা সম্বোধনং ক্রিয়তে—হে মর্য্য! প্রতিদিনং জন্মজায়থা ইতি যোজ্যং। কিং কুর্ব্বন ? 'অকেতবে' রাত্রাবভিভূতত্বেন প্রজ্ঞান-রহিতায় প্রাণিনে 'কেতুং কৃণ্বন্' প্রাতঃ প্রজ্ঞানং কুর্ব্বন 'অপেশসে'

রাত্র্যন্ধকারাবৃতত্বেনাভিব্যক্তত্বাৎ রূপ-রহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকার-নিবারণেন 'পেশঃ'। রূপনামৈতৎ (নিঘ০৩৭।১০)। রূপমপি যজমানং কুর্ব্বন। অকেতবে, অপেশসে ইতি চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যৌ। (১৩অ—৪খ—৭সূ—৩সা)।

ইতি ত্রয়োদশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৪৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের আমরা বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম প্রকারের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত; কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের অর্থ-ই অধিকতর সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—

এই মন্ত্র যেন মনুষ্যগণকে (মর্য্যাঃ) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; সাধারণতঃ এই-রূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তদনুসারে মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে মনুষ্যগণ! এই আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্যরূপ ইন্দ্রদেব, রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া, নিদ্রায় সংজ্ঞা দান করিয়া, অন্ধকারাবৃত অদৃশ্য সুতরাং রূপরহিত পদার্থে রূপ দান করিয়া প্রতি উষাকালে রশ্মিমান হইয়া উদিত হন।' এ অর্থে, রাত্রির অন্ধকার দূর করায়, তাঁহার জগৎপ্রকাশ ভাব ব্যক্ত হইতেছে; আর স্তবকর্ত্তা যেন তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

আর এক ব্যাখ্যায় দেখি,—ইন্দ্রদেবকে একজন যোদ্ধপুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে স্থলে 'উষদ্ভিঃ' পদে 'আগ্নেয়াস্ত্রধারিভিঃ', 'কেতুং' পদে 'পতাকা' এবং 'পেশঃ' পদে 'সৌন্দর্য্য' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া, বলা হইতেছে,—তিনি আগ্নেয়াস্ত্রাদি দ্বারা বিজয়-পতাকা উড্ডীন-পূর্ব্বক 'অকেতবে' অর্থাৎ অপ্রধানকে প্রধান এবং 'অপেশসে' অর্থাৎ কুৎসিৎকে সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন; এবং তাহাতে তাঁহার অপ্রতিহত-প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। এ ক্ষেত্রে 'মর্য্যাঃ' পদ, সম্বোধন না বলিয়া উহাকে 'মর্য্যান' (মানুষকে) অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদ-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এ মন্ত্রের অর্থ অতি উচ্চ। এখানে শ্রুতির (কঠোপনিষদের) সেই অমূল্য বাণী স্মৃতিপথে জাগরূক হয়। মনে পড়ে,—

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।'

এই বিশ্ব, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ, সকলকে জ্যোতিষ্মান্ রাখিয়াছে।

অজ্ঞান-অন্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য লোপ পাইয়াছে। সাধক তাই কাতর-কণ্ঠে ডাকিতেছেন,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন। আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে একবার জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হউক। আঁধারে তুমি রূপ লুকাইয়া অরূপ হইয়া আছ; তোমারই আলোকে তোমার স্বরূপ একবার

আমার দেখাইয়া দাও। উষার সঙ্গে সঙ্গে জগজ্জীবনের বিকাশে জগৎ যেমন প্রকাশ পায়, আমারও হৃদয়ে সেইরূপ উষার আলোক-রূপে উদয় হইয়া তুমি সকল অন্ধকার দূর কর। জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক, আমার ন্যায় অরূপকে কুৎসিৎকে পাপীকে পরিত্রাণ (সুরূপ সুন্দর) কর, ইহাই এ মন্ত্রের ফলিতার্থ। (১৩অ—৪খ—৭সূ ৩সা)।

——०——

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩১র ২র ৩ ১ ২ ৩
অয়ং সোম ইন্দ্র তুভ্যং সুন্বে
১ ২ ৩ ১ ২
তুভ্যং পবতে ত্বমস্য পাহি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩২উ
ত্বং হ যং চকৃষে ত্বং ববৃষ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দুং মদায় যুজ্যায় সোমম্ ॥ ১ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'তুভ্যং' (তদার্থং ত্বাং প্রাপ্তয়ে) 'সুন্বে' (স্রয়তে, অস্মাকং হৃদি বিশুদ্ধঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) ; 'তুভ্যং' (তবার্থং, ত্বাং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু) ; 'ত্বং' 'অস্য' (অমুং, অস্মাকং হৃদস্থিতং অমুং—শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (পিব, গৃহাণ) ; 'ত্বং' (ত্বং) 'যং' (যং শুদ্ধসত্ত্বং) 'চকৃষে' (করোষি, উৎপাদয়সি, প্রযচ্ছসি) তং 'ইন্দুং সোমং' (বিশুদ্ধং সত্ত্বভাবং) 'মদায়' (পরমানন্দায়, অস্মাকং পরমানন্দপ্রাপ্তয়ে) তথা 'যুজ্যায়' (সহায়ায়, মোক্ষপ্রাপ্তেঃ সহায়ায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বং হ' (ত্বং এব) 'ববৃষ' (বৃতবানসি, গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! ত্বৎপ্রদত্তং শুদ্ধসত্ত্বং ত্বমেব গৃহাণ, অকিঞ্চনানাং অস্মাকং অন্যৎ কিঞ্চিদপি পূজোপকরণং নাস্তি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ হউক; আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়ে আবির্ভূত হউক ; আপনি আমাদিগের হৃদ্স্থিত এই শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন ; আপনি যে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদের পরমানন্দপ্রাপ্তির জন্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ের জন্য আপনিই গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই গ্রহণ করুন, অকিঞ্চন আমাদিগের অন্য কোনও পূজোপকরণ নাই।)॥ (১০অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! যঃ সোমঃ ইন্দ্রায় 'তুভ্যং' 'সুষে' সূয়তে। সুনোতেঃ কর্ম্মার্থে লটি 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭।১।৪১)'—ইতি লোপঃ। 'তুভ্যং' ত্বদর্থমেব 'পবতে' পূয়তে। ত্বঞ্চ 'অস্য' অমুং 'পাহি' পিব 'ত্বং হ' 'যং' 'ইন্দুং' 'সোমং' চকৃষে' করোষি 'ত্বং' চ যং 'ববৃষে' বৃতবানসি। কিমর্থং? 'মদায়' মদার্থং 'যুজ্যায়' সহায়ায়। সোম ইন্দ্রায় বলকরত্বাৎ সহায় ইতি প্রসিদ্ধং। যমেবং করোষি ত্বং তং পাহীতি সমন্বয়ঃ (১৩অ ৫খ ১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৪৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই সোম প্রস্তুত করিতেছি। তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে। তুমি ইহা পান কর। তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ। তুমি তাহাকে মনোনীত করিয়াছ এই অভিপ্রায় যে, সে তোমার সাহায্য করিবে, সে তোমাকে মত্ত করিবে" এই ব্যাখ্যার মধ্যে একটা স্বোক্তিবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে বলা হইয়াছে,—'তোমার জন্য সোম প্রস্তুত করিতেছি'; কিন্তু তাহার একটু পরেই বলা হইতেছে—'তুমি তাহাকে প্রস্তুত করিয়াছ' এই উভয় অংশ আপাততঃ স্বোক্তি-বিরোধ বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। তবে ব্যাখ্যার দোষে এইরূপই প্রতীত হয় বটে।

ভগবানই মানুষকে পরমধনের অধিকারী করেন। তিনি কৃপা না করিলে মানুষ কিছুই লাভ করিতে পারে না। তাই মানবের কল্যাণার্থ তিনিই তাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রদান করেন, আবার তাহার পরমমঙ্গলের জন্য তিনিই তাহা গ্রহণ করেন। ভগবানের কৃপালাভ করিতে না পারিলে মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে—"ত্বং যং চকৃষে, ত্বং চ ববৃষ" অর্থাৎ 'আপনি যে সত্ত্ব আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, আপনিই তাহা গ্রহণ করুন।' কারণ অভাজন আমাদিগের তো নিজের বলিতে কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই আপনার। আপনার দেওয়া বস্তুর দ্বারা আপনারই পূজা

করিতেছি। তুমি ব্যতীত জগতে যে আর কেহই নাই, কিছুই নাই, আদি তুমি—অন্ত তুমি। তোমাতেই উৎপত্তি, তোমাতেই লয়। তুমি স্তোতা, তুমি স্তুত,—'আপনি পাতিয়া কাণ শুন আপনারই গান আপনাআপনি আলাপন।' মন্ত্রের মধ্যে পরমঅদ্বৈত ভাবের এই আভাষ পাওয়া যায়। এই দিক হইতে আমরা প্রচলিত বঙ্গানুবাদে যে অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা দূরীভূত হয়। (১৩অ ৫খ-১সূ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স ঈং রথো ন ভূরিষাড়যোজি
৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১২
মহঃ পুরূণি সাতয়ে বসূনি।
২ ৩ ১ ২ ৩ক২র ৩ ১ ২ ৩
আদীং বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা স্বর্ষাতা
১২ ৩১ ২
বন ঊর্দ্ধা নবন্ত॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরূণি' (বহূনি, প্রভূতপরিমাণং) 'বসূনি' (ধনানি, পরমধনং ইত্যর্থঃ) 'সাতয়ে' (দানায়, অস্মভ্যং দানার ইত্যর্থঃ) 'ভূরিষাট্' (ভূরিভারস্য বোঢ়া, প্রভূতভারবহনক্ষমঃ, বহুপাপনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'রথঃ ন' (সৎকর্ম্ম ইব) 'মহঃ' (মহান্) 'সঃ ঈং' (সোহয়ং, প্রসিদ্ধঃ অয়ং—শুদ্ধসত্বঃ ইতি যাবৎ) 'অযোজি' (যোজ্যতে, অস্মাভিঃ সর্ব্বৈঃ সহ মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদীং' (তদনন্তরং শুদ্ধসত্বং লব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) 'জাতা' (জাতানি, উৎপন্নাঃ ইহজগতি বর্ত্তমানাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বে) 'নহুষ্যাণি' (মনুষ্যাঃ) 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে) 'স্বর্ষাতা' (স্বর্ষাতে, স্বর্গলাভযুক্তে সংগ্রামে, মোক্ষপ্রাপকে রিপুসংগ্রামে) 'ঊর্দ্ধা' (ঊর্দ্ধং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'নবন্ত' (গচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সর্ব্বে পাপনাশকং শুদ্ধসত্বং লভেমহি; বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে লোকাঃ শুদ্ধসত্বপ্রভাবেণ মোক্ষং লভন্তাং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৫খ-১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্স্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতপরিমাণে প্রমধন আমাদিগকে দান করিবার জন্য বহুপাপনাশক সৎকর্ম্মতুল্য মহান্ প্রসিদ্ধ এই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের সকলের সহিত মিলিত হউন; তারপর, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া উৎপন্ন অর্থাৎ ইহজগতে বর্ত্তমান সকল মনুষ্য জ্যোতির্ম্ময় মোক্ষপ্রাপক রিপুসংগ্রামে ঊর্দ্ধগতি-প্রাপ্তির জন্য গমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সকলে যেন পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করি; বিশ্ববাসী সকল লোক শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে মোক্ষলাভ করুন।)॥ (১০অ—৫খ—.সূ—২সা).

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স ঈং' সোঽয়ং 'ভূরিষাট্' ভূতস্য ভারস্য সোঢ়া 'রথো ন' রথইব 'অযোজি' যুজ্যতে, কীদৃশঃ সঃ? 'মহঃ' মহান্। কিমর্থমযোজি? 'পুরূণি' বহূনি 'বসূনি' ধনানি 'সাতয়ে' অস্মভ্যং দাতুং 'আদীং' যোগানন্তরং 'বিশ্বা' বিশ্বানি কর্ম্মাণি 'নহুষ্যাণি' নহুষো মনুষ্যাঃ তেষাং সম্বন্ধীনি 'জাতা' জাতানি অস্মদ্বিরোধীনি 'উর্দ্ধা' উন্মুখানি 'বনে' বননীয়ে 'স্বর্ষাতা' স্বর্ষাতে। সংগ্রামনামৈতৎ স্বর্গলাভ-যুক্তে সংগ্রামে 'সবন্ত' গচ্ছন্তু। সবতির্গতি-কর্ম্মা (২·১৪।২।৯)। যথা, সোঽয়ং সংগ্রামে যুদ্ধার্থিনঃ সজ্জচ্ছন্তি। (১৩অ-৫খ--১৭--২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা আলোচ্য-মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই;—"যেরূপ বিস্তরভারবহনক্ষম রথকে লোকে যোজনা করে, তদ্রূপ সোমকে যোজনা করা হইল, কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন। পরে তাবৎ ব্যক্তি বাস্তসমস্ত হইয়া স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ সংগ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের পার্থক্য আছে। আমাদের মন্ত্রের সহিতও ঐক্য নাই। 'ভূরিসষাট্ রথঃ' বলিতে ভাষ্যাদিতে 'প্রভূতভার-বহনক্ষমঃ রথঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'রথঃ ন' পদদ্বয়ে যে উপমার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাতে প্রকাশিত হয় নাই; অথবা ব্যাখ্যাতে উপমার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। বিস্তরভারবহনক্ষম রথের সহিত সোমের কিংসাদৃশ্য আছে? পরের অংশে

বলা হইয়াছে—'তিনি প্রভূত ধন দিবেন।' কিন্তু ভারবহনের সহিত ধনদানের কি সাদৃশ্য আছে? 'ভূরিষাট্' পদে 'প্রভূতভারবহনক্ষমঃ' অর্থই প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু সেই ভার কি? আমাদের হৃদয়ে, আমাদের মধ্যে যে আবর্জ্জনা মলিনতা ও পাপ রহিয়াছে, তাহাই এই 'ভার'। আমাদের জীবনকে এই পাপরূপ মহাভারই দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলে। যাহা আমাদের এই পাপভার বহন করিতে পারে, যাহা দ্বারা আমাদের পাপরাশি দূরীভূত হয়, আমাদিগকে যাহা মোক্ষমার্গে—মুক্তির চরম সীমায় লইয়া যায়, সেই বস্তুকেই 'ভূরিষাট্' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বস্তু কি? মন্ত্রেই আছে—সেই বস্তু 'রথঃ' অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক, স্বর্গে বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত যান—সৎকর্ম্ম। তাই 'ভূরিষাট্ রথঃ' পদদ্বয়ে 'পাপনাশক সৎকর্ম্মকেই' লক্ষ্য করিতেছে। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারাই মানুষ পাপনাশ করিতে পারে, আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। 'ভূরিষাট্ রথঃ' পদদ্বয় ব্যবহারের ইহাই সার্থকতা। সৎকর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য কি? মোক্ষ অথবা মুক্তিলাভ। তাই পাপনাশক সৎকর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে,—'পুরূণি বসূনি সাতয়ে' —আমরা যাহাতে প্রভূতপরিমাণে পরমধন প্রাপ্ত হই, সেইজন্য আমাদিগকে সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও আছে—"কেন না তিনি প্রভূত ধন দিবেন।" মন্ত্রে অবশ্য সোমরসকে লক্ষ্য করিয়াই এবিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ পাই নাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে পাপনাশক সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব এই উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যমূলক তুলনা করা হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্ম যেমন পরমধনদান করিতে সক্ষম, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও তেমনি পরমধন লাভ হয়। আমরা যেন সেই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটা বিশ্বজনীন প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার ভাব এই যে,— বিশ্ববাসী সকল লোক যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারে। মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'জাতা' পদের ভাষ্যার্থ 'জাতানি অস্মদ্বিরোধীনি।' কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'জাত' হইলেই যে তাহা আমাদের বিরোধী হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। 'জাত' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 'উৎপন্ন', যাহা জগতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'বিশ্বা জাতা' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—'ইহজগতে উৎপন্ন লোক অথবা প্রাণী।' তাই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে, 'বিশ্ববাসী সকলেই যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে? উত্তরে বলা হইতেছে 'স্বর্ষাতো বনে ঊর্দ্ধং নবন্ত' মোক্ষদায়ক রিপুসংগ্রামে গমন করিতে হইবে—রিপুজয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঊর্দ্ধগমন—ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভবপর। মন্ত্রে এই বিশ্বজনীন মুক্তিলাভের প্রার্থনাই পরিলক্ষিত হয়। (১৩অ—৫খ ১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১
শুষ্মী শর্দ্ধো ন মারুতং পবস্বা
২ ৩২উ ৩ ২
নভিশস্তা দিব্যা যথা বিট্।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আপো ন মক্ষু সুমতির্ভবা নঃ
৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাড় ন যজ্ঞঃ॥ ৩

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'দিব্যাঃ' (পবিত্রাঃ, মুমুক্ষবঃ) 'বিট্' (প্রজাঃ, জনাঃ, সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'অনভিশস্তাঃ' (অনিন্দিতাঃ, সদ্ভাবান্বিতাঃ ইত্যর্থঃ) তদ্বৎ সদ্ভাবান্বিতাঃ 'শুষ্মী' (বলবান্, দিব্যশক্তিসম্পন্নঃ) ত্বং 'মারুতং ন' (বিবেকশক্তিতুল্যং) 'শর্দ্ধো' (বলং, দিব্যশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ); 'মক্ষু' (শীঘ্রং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আপঃ ন' (অমৃততুল্যা, অমৃতদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'সুমতিঃ' (সদ্বুদ্ধিঃ, সৎপ্রবৃত্তিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ভবা' (ভবতু); 'সহস্রাপ্সাঃ ন' (বহুরূপঃ, বিশ্বরূপতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃতনাষাট্' (শত্রুনাশকতুল্যঃ) ত্বং 'যজ্ঞঃ' (যজনীয়ঃ, আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং দিব্যশক্তিং প্রদেহি; বয়ং সদ্বৃত্তিসম্পন্নাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৫খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মুমুক্ষু সাধকগণ যেমন সদ্ভাবসমন্বিত হয়েন, সেইরূপ সদ্ভাবসমন্বিত, দিব্যশক্তিসম্পন্ন আপনি বিবেকশক্তিতুল্য দিব্যশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; নিত্যকাল অমৃততুল্য অর্থাৎ অমৃতদায়ক সদ্প্রবৃত্তি আমাদিগের হউক; বিশ্বরূপতুল্য শত্রুনাশক আপনি আরাধনীয় হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দিব্যশক্তি প্রদান করুন; আমরা যেন সদ্বৃত্তি-সম্পন্ন হই।)॥ (১৩অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'শুষ্মী' বলবাংস্তং 'শর্দ্ধো ন মারুতং' মরুতাং বলমিব 'পবস্ব'। তত্র দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—'যথা' 'দিব্যাঃ' 'বিট্' প্রজাঃ 'অনভিশস্তাঃ' অভিশস্তা নিন্দিতাঃ আনন্দিতাঃ পবন্তে। মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ'—ইতি হি ব্রাহ্মণং। কিঞ্চ 'আপো ন' উদকানীব 'মক্ষু' ক্ষিপ্রং পবমানস্ত্বং 'সুমতিঃ ভব' 'নঃ' অস্মাকং। কিঞ্চ, 'সহস্রাপ্সাঃ'। অপ্স ইতি রূপনাম (নিঘ০ ৩।৭।৬)। বহুরূপস্ত্বং' পৃতনাষাট্ ন' পৃতনানামভিভবিতেন্দ্র ইব 'যজ্ঞঃ' যষ্টব্যো ভবসীতি॥ (১৩অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৪৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলভাব—দিব্যশক্তিলাভ ও সদ্বৃত্তির উন্মেষ। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব স্বতন্ত্র। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! তুমি বায়ুর ন্যায় প্রবলবেগে বহমান হও; স্বর্গের অতি সুন্দর প্রজার ন্যায় (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় বহমান হও। জলের ন্যায় বেগে ক্ষরিত হও। আমাদিগকে সুমতি দাও। বহুসৈন্য বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যায় তুমি আমাদিগের যজ্ঞভাগের অধিকারী। সহস্রদিক্ দিয়া তোমার গতি।" এই ব্যাখ্যাতে এবং ভাষ্যেও সোমকে প্রথমে বায়ুর সহিত এবং পরে ইন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যে বস্তু ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত তুলনীয়, যে বস্তু মানবের যজ্ঞভাগের অধিকারী, সেই বস্তু কি? তাহা কি মানবের সর্ব্বনাশকারী মদ্য? আবার প্রার্থনার ভাব দেখুন—"আমাদিগকে সুমতি দাও।' মদ মানুষকে কি সুমতি দিতে পারে—না দিবার শক্তি আছে? এখানে এই প্রশ্নের দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথম—সোম শব্দে মদ্য ব্যতীত অন্য কোনও পরম কল্যাণদায়ক স্বর্গীয় বস্তুকে লক্ষ্য করে। (বর্ত্তমান মন্ত্রে 'সোম' শব্দ নাই, ভাষ্যাদিতে উহা অধ্যাহৃত হইয়াছে। আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যার অবলম্বনেই আলোচনা করিতেছি।) দ্বিতীয় মন্ত্রে সোম নামক মদ্যের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এখন দ্বিতীয় ভাব গ্রহণ করিলে কি ফল দাঁড়ায়, দেখা যাউক। মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—সুমতিলাভের জন্য। কাহার নিকট?—সোমের নিকট। শুধু তাই নয়, সোমকে ইন্দ্র-বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন পবিত্র বেদে মদকে অভীষ্টদেবতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে কি না—তাহাই জিজ্ঞাস্য। যদি তাই হয়, অর্থাৎ যদি মদেরই প্রশংসা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে বৈদিক ঋষিগণ পাঁড় মাতাল ছিলেন, তাঁহাদের হিতাহিত

জ্ঞান তো দূরের কথা, অতি সাধারণ জ্ঞানও ছিল না নতুবা তাঁহারা মদকে ইন্দ্রাদির সহিত তুলনা করিতেন না। হয় এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা বলিতে হইবে, প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই দুই মতের মধ্যে একটীকে অপরিহার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করুন। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১৩অ—৫খ—১সূ—৩সা)। *.

—*—

প্রথম-সূক্তের গেয়গান।

১র২র৴৩র২ ১ ৳২ ১ র ২১ ২ ৩৫
ওঁহোবাহা ৩ হোম্নি। ইহা। অয়৺্সোমাঃ। ইন্দ্রতু। ভ্য৺্সুষাম্নি।

২১ ২ ১ ২৩৪৫ ২১ ২১র ২৩
তুভ্যাম্পবা। ভা ৩ য়িতুবম। অস্তপাতৌ। তুব৺্হয়াম্। চক্রুষে। যংব-

৪৫ ২১ ২ ১ ২ ২ ৪
বুষাম্নি। ইন্দুম্মদা। য়া ৩ যজি। য়া ৩৪৩। যা ৩ সোপমা ৬৫৫ম্।

২:র ২১ ২n৩৪৫ ২১ ২১র ২র ৩৪৫
সঙ্গৈ৺্রথো। নভুরি। ষাডযোজী। মহঃপুরূ। ণীতনাত। য়াম্নিবস্থনী।

২র১র ২১ ২র ৩৪ ৫ ২'১ ২১র ২
আদীবিখা। নহুষি। ষাণিনাভা। সুবর্ষাভা। বনউ। ধ্বা ৩৪৩।

২ ৪ ২১র ২১র ২'৩৪৫ ২১
না ৩ বা ৫ স্তা ৬৫৬। শুষ্মীশুর্দ্ধো। নমারু। তম্পবষা। অনভিশা।

২ ১ ২র৩৪৫ ২র ১র ২ ১ ২৩৪৫
স্তা ৩ যিথি। য়াষথাবীট্। আপোনমা। ক্ষ, ৩ সুম। ভির্জ্জবানাঃ।

১র২র৴৩র২ ১ ৩২ ১র ২১র ২
ওঁহোবাহা ৩ হোম্নি। ইহা। সহস্রাপ্সাঃ। পৃতনা। যা ৩৪৩ ট্।

২ ৪
না ৩ য়া ৫ জা ৬৫৬ঃ। ১।২।৩। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা;—"ইহবদ্বাসিষ্ঠম্"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দেবেভির্মানুষে জনে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'ত্বং বিশ্বেষাং' (ত্বমেব সর্ব্বেষাং) 'যজ্ঞানাং' (সৎকর্ম্মণাং) 'হোতা' (আহ্বাতা, প্রবর্ত্তকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; 'মানুষে জনে' (অস্মিন জন্মজরামরণশীলে লোকে, প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং পক্ষে ইত্যর্থঃ। 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ, সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ আগত্য, অস্মান্ সর্ব্বান দেবভাবান প্রাপয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'হিতঃ' (মঙ্গলপ্রদঃ, অস্মাকং হিতসাধকঃ) ভব ইতি শেষঃ। জ্ঞানপ্রভাবেণ অস্মাকং সকলং মঙ্গলং সর্ব্বং সাধিতং ভবতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)॥ (১৩অ—৫খ ২সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন; এই জন্মজরামরণশীল লোকে, প্রার্থনাকারী আমাদিগের পক্ষে, সকল দেবভাবের সহিত আসিয়া অর্থাৎ আমাদিগকে সকল দেবভাবের অধিকারী করিয়া, আপনি আমাদিগের হিতসাধক মঙ্গলপ্রদ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের সকলপ্রকার মঙ্গল সর্ব্বথা সাধিত হউক।)। (১৩অ—৫খ—২সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'ত্বং' 'বিশ্বেষাং' সর্ব্বেষাং সপ্তসংস্থারূপেণ ভিন্নানাং 'যজ্ঞানাং' 'হোতা' হোমনিষ্পাদকোঽসি। যদ্বা, যজ্ঞানাং সম্বন্ধী দেবানামাহ্বাতা ভবসি। কুতঃ? ইত্যত আহ— যস্মাৎ ত্বং 'মানুষে' মনোঃ সম্বন্ধিনি মনুষ্যে 'জনে' যজমানে 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ 'হিতঃ' হোতৃত্বেন নিহিতোঽসি তস্মাদিত্যর্থঃ। (১৩অ ৫খ—২সূ—১সা)।

প্রথম (১৪৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মনে হয়, অগ্নি যেন একজন ঋত্বিবিশেষ, তিনি যেন হোম-সম্পাদন করিয়া দেবগণকে আহ্বান করেন। তাহাতে 'বিশ্বেষাং যজ্ঞানাং' পদদ্বয়ে অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিষয় মনে আসে। অর্থাৎ, যত প্রকার যজ্ঞ আছে, সেই সকল যজ্ঞ-সম্পাদনে অগ্নি যেন হোতার আসন গ্রহণ করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের উক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর শেষাংশের অর্থ হয়,—মনুষ্যগণের যজ্ঞাদির জন্য তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সায়ণাদি এইরূপ অর্থ-ই নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 'হিতঃ' শব্দে 'নিহিতঃ' অর্থাৎ 'গার্হপত্যাদিরূপেণ সংস্থাপিতঃ'—এই অর্থই প্রচলিত আছে।

ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে একটু বিঘ্ন উপস্থিত হয় না কি? যদি তিনি হোমনিষ্পাদনশীলই হইলেন,-তবে আবার তিনি গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে কেমন করিয়া অবস্থিত হইবেন? একদিকে মনুষ্যোচিত ক্রিয়া, অন্যদিকে অমানুষিক-ভাবে (অগ্নিরূপে) অবস্থান; দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এখানে অগ্নি-উপলক্ষে অগ্নির অতীত অন্যের প্রতিই লক্ষ্য আছে উপলব্ধ হয়। তাহাতে এক ভগবানের প্রতি দৃষ্টি আসে; আর দৃষ্টি আসে—তাঁহার বিভূতির অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি। ভগবৎসম্বন্ধে 'অগ্নি' শব্দ প্রযুক্ত হইলে, লৌকিক ও অলৌকিক উভয় ব্যাপারই তৎকর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে। হোম নিষ্পাদনও করেন—তিনি, আবার অগ্নিরূপে বিদ্যমানও আছেন—তিনি। দুই বিপরীত ভাবই তাঁহাতে সম্ভব হয়। জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই ভাব। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'আপনি দেবগণের দ্বারা অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি গুণে প্রকাশমান হইয়া, অর্থাৎ মনুষ্যদিগকে তত্তদ্গুণে গুণান্বিত করিয়া, তাহাদের মঙ্গল-সাধন করুন।' (১৩অ—৫খ—২সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২

স নো মন্দ্রাভিরধ্বরে জিহ্বাভির্যজামহঃ।

১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২

আ দেবান্বক্ষি যক্ষি চ॥ ২॥

* এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকে (১অ—১দ—১দ - ২সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'মন্দ্রাভিঃ' (পরমানন্দদায়কৈঃ স্বদীয়ৈঃ) 'জিহ্বাভিঃ' (শিখাভিঃ, জ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) 'মহঃ' (মহতঃ মহদ্ভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'যজ' (তর্পয়, অস্মাকং হৃদি সমুৎপাদয় ইত্যর্থঃ); তথা 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আবক্ষি' (আবহ, আহ্বয়) 'চ' (তথা) 'বক্ষি' (যজ, অস্মাকং হৃদি সমুৎপাদয় ইতিভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! জ্ঞানেন বয়ং পরমানন্দদায়কান্, দেবভাবান্ লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ-৫খ ২সূ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! প্রসিদ্ধ আপনি আমাদিগের সৎকর্ম্মে আপনার পরমানন্দদায়ক জ্যোতিঃদ্বারা মহদ্ভাবসমূহকে আমাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করুন; এবং দেবভাবসমূহকে আহ্বান করুন ও আমাদিগের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! জ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দদায়ক দেবভাবসমূহ লাভ করি)। (১৩অ—৫খ —২সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'মন্দ্রাভিঃ' মদকরীভিঃ স্তুতিভির্ব্বা 'জিহ্বাভিঃ' কালাদিভিঃ 'মহঃ' মহতঃ দেবান্ যজ হবির্ভিস্তর্পয় চ। কথং তৎ? ইতি চেৎ, উচ্যতে—'দেবান্' যষ্টব্যানিন্দ্রাদীন্ 'আ বক্ষি' আবহ ততো 'যক্ষি চ' যজ চ হবীংষি তেভ্যো দেহীত্যর্থঃ। (১৩অ—৫খ—২সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (১৪৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। জ্ঞানদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থিত বস্তু— দেবভাব, মহদ্ভাব। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ হীনতা কালিমা দূরীভূত করিয়া আপনাকে পবিত্র মহদ্ভাবের অধিকারী করিতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ পবিত্রতার পথে মহত্ত্বের পথে, অগ্রসর হইতে পারে না। আবার হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রজ্বলিত হইলে মানুষ স্বতঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যে জ্ঞান বিশ্বে ওতোপ্রোতঃ ভাবে বিরাজমান, যে জ্ঞান ভগবৎশক্তিরূপে মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। সেই জ্ঞান-

জ্যোতিঃ যাহাতে পরিস্ফুট হইয়া আমাদিগকে পরমকল্যাণের দিকে লইয়া যাইতে পারে, মন্ত্রে সেই জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কিন্তু মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ একটু ভিন্নভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় শিখালমূহদ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর।" মন্ত্রের ব্যাখ্যা এখানে প্রচলিত যজ্ঞার্থক। প্রচলিত মত এই যে, যজ্ঞে যে হব্যাদি প্রদান করা হয়, অগ্নিদেব তাহা গ্রহণ করেন এবং দেবতাগণের জন্য তাহা বহন করিয়া লইয়া যান। ভাষ্যে এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। কিন্তু আমরা প্রজ্বলিত যে অগ্নি দেখিতে পাই, তাহাই কি দেবতার নিকট মানুষের হব্য বহন করিয়া লইয়া যায়? এই পার্থিব অগ্নির সহিত দেবতাদের কি সম্বন্ধ?

আমাদের ধারণা, মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। আমাদের অন্তরে যে জ্ঞানবীজ আছে, তাহা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইলে মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়, আবার দেবত্ব আসিলে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ স্বতঃই সাধিত হয়। এখানে জ্ঞানের সাহায্যে দেবভাব প্রাপ্তির প্রার্থনার মধ্যে জ্ঞানবিকাশের প্রার্থনাও নিহিত আছে। মোটের উপর জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে হৃদয় পবিত্র করিয়া দেবত্বলাভই প্রার্থনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা মনে করি। (১৩অ—৫খ—২সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বেত্থা হি বেধো অধ্বনঃ পথশ্চ দেবাঞ্জসা।
১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে যজ্ঞেষু সুক্রতো ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বেধঃ' (বিধাতঃ, যদ্বা—সর্ব্বজ্ঞ) 'সুক্রতো' (সৎকর্ম্মসাধক) 'দেব' (দ্যুতিমন্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'অঞ্জসা' (অধুনা, বেগেন, স্বশক্ত্যা ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মণি, অস্মাকং ভগবৎসাধনে ইত্যর্থঃ) 'অধ্বনঃ পথশ্চ' (সর্ব্ববিধান মার্গান, জ্ঞানকর্ম্মভক্ত্যাদীন সর্ব্বান সাধনমার্গান ইত্যর্থঃ) 'বেত্থ' (জ্ঞাপয়,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অস্মান্ ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মান্ জ্ঞানকর্ম্ম-ভক্তিযুতান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৩অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিধাতঃ! (অথবা সর্ব্বজ্ঞ) সৎকর্ম্মসাধক দ্যুতিমন্ হে জ্ঞানদেব! আপনিই স্বশক্তিদ্বারা আমাদের ভগবৎসাধনে জ্ঞানকর্ম্ম-ভক্ত্যাদি সর্ব্বসাধনমার্গ আমাদিগকে জ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানকর্ম্ম-ভক্তিযুত করুন।)॥ (১৩অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বেধঃ' বিধাতঃ! 'সুক্রতো' শোভন-কর্ম্মন্! 'দেব' দানাদি-গুণ-যুক্ত অগ্নে! ত্বং 'যজ্ঞেষু' দর্শপৌর্ণমাসাদি-যাগেষু 'অধ্বনঃ' মহামার্গান্ 'পথশ্চ' ক্ষুদ্রমার্গান্ চ 'অঞ্জসা' আর্জবেন 'বেথ' জানাসি 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ যজ্ঞ-মার্গাৎ ভ্রষ্টং যজমানং পুনস্তং মার্গং প্রাপয়েত্যর্থঃ॥ (১৩অ-৫খ—২সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৪৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"হে স্রষ্টিকারক, সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছ।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা-দ্বারা কোন ভাবই পরিষ্কারভাবে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার করিয়াছেন। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে বিধাতঃ! কর্ম্মকো শ্রেষ্ঠ করনেওয়ালে দানাদিগুণযুক্ত অগ্নে! তুম যজ্ঞোমে বড়ে মার্গে আউর ছোটে মার্গোকো ভী জানতে হো, ইসকারণ যজ্ঞমার্গসে চুকে হুএ যজমানকো ঠীক মার্গ বতাও।" অর্থাৎ ভাষ্যাদির মতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। জ্ঞানদেব (অগ্নি) মার্গসকল অবগত আছেন, ইহা দ্বারা বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হয় না।

মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের গৃহীত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'বেধঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'বিধাতঃ'; কিন্তু ইহা ব্যতীত উহার সর্ব্বজ্ঞ অর্থও গৃহীত হইতে পারে। অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানদেবতাকে 'সুক্রতো' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয় তখনই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানই সৎকর্ম্মসাধনের

প্রকৃত নিয়ামক। জ্ঞানের বলে মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ের হীনতা কালিমা দূরীভূত হয়, সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই অসৎ সংশ্রব হইতে দূরে থাকে, সৎকর্ম্মে, সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে। তাই জ্ঞানদেবতাকে 'সুক্রতো' সম্বোধন করা হইয়াছে।

'যজ্ঞেষু' পদে একটা বিশিষ্টভাবের দ্যোতনা আছে। মানুষ যখন ভগবৎসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চায়, যখন সে ভগবানের চরণে আপনার সমস্ত সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন প্রকৃত সাধনমার্গে আপনাকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষকে সাধনার সেই বিভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করে, অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার কৃপায় মানুষ সেই সকল সাধনমার্গের সম্যক্ পরিচয় লাভ করে। তাই বলা হইয়াছে—"অগ্নে! অধ্বনঃ পথশ্চ বেথা' হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সর্ব্ববিধ সাধনমার্গ পরিজ্ঞাপন করুন।" আমরা মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনার প্রধান ভাব বলিয়া মনে করি। (১৩অ—৫খ—২সূ—৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১' ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

হোতা দেবো অমর্ত্ত্যঃ পুরস্তাদেতি মায়য়া।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা' (সৎকর্ম্মনিষ্পাদকঃ) 'অমর্ত্ত্যঃ দেবঃ' (মরণরহিতঃ দেবঃ, অমৃতস্বরূপঃ দেবঃ) 'বিদথানি' (বেদিতব্যানি, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'প্রচোদয়ন্' (প্রেরয়ন্, প্রযচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'মায়য়া' (স্বশক্ত্যা সহ) 'পুরস্তাৎ এতি' (পুরতঃ আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। [প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছন্ অস্মান্ প্রাপ্নুহি—] ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১২অ—৫খ—৩সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মনিষ্পাদক অমৃতস্বরূপ দেব, পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া স্বশক্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক পরাজ্ঞান প্রদান করতঃ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (১৩অ—৫খ—৩সূ—১সা।)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হোতা' হোম-নিষ্পাদকঃ 'অমর্ত্ত্যঃ' মরণ-রহিতঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'বিদথানি' বেদিতব্যানি কর্ম্মাণি 'প্রচোদয়ন্' সোঽগ্নিঃ 'মায়য়া' কর্ম্ম-বিষয়াভিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন্ 'পুরস্তাৎ' কর্ম্ম-প্রারম্ভ-কালেহ্যেব 'এতি' অস্মানাগচ্ছতি॥ (১৩অ—৫খ—৩সূ—১সা।)॥

• • •

প্রথম (১৪৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত মতে মন্ত্রের দেবতা 'অগ্নি' অর্থাৎ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাতে যে কোন অসদর্থ হয়, তাহা নয়। কিন্তু আমাদের মতে ভগবদর্থেই মন্ত্রের ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'হোতা'। প্রচলিত মত এই যে, প্রচলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়—অগ্নিই যজ্ঞসম্পাদক, অথবা অগ্নি না হইলে যজ্ঞসম্পন্ন হয় না।। ঋত্বিক যখন যজ্ঞ করেন তখন দেবোদ্দেশে হব্যাদি প্রচলিত অগ্নিতেই প্রদত্ত হয়। অগ্নি সেই হব্য দেবতাদিগের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান, তাই তিনি যজ্ঞের হোতা যজ্ঞনিষ্পাদক। ইহা হইল—প্রচলিত মত। কিন্তু যদি মন্ত্রের লক্ষ্য 'অগ্নি'ই হয় তাহা হইলে এই বাহ্য জগতে প্রকাশমান জ্যোতিঃর পশ্চাতে যে অনন্ত জ্যোতিঃ আছেন, তাঁহার প্রতিই লক্ষ্য আসে না কি? যাঁহার প্রভাব কণিকামাত্র লাভ করিয়া পার্থিব অগ্নি জ্যোতিষ্মান, সেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপের চিন্তা মনে আসে না কি? তার পর 'অগ্নি' বলিতে যদি প্রজ্জলিত অগ্নিকেই মাত্র লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে প্রার্থনার সার্থকতা থাকে কি? অগ্নি কি আমাদিগকে 'বিদথানি'—পরাজ্ঞান দান করিতে পারে? তাই আমরা মনে করি, অগ্নি শব্দে পরম অগ্নি, সেই দিব্যজ্যোতিঃ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়।

কিন্তু আলোচ্য মন্ত্রে অগ্নির কোন উল্লেখ নাই। জ্ঞানাগ্নি অর্থে যদিও মন্ত্রের অর্থ সম্পাদিত হইতে পারে, তথাপি আমাদের ধারণা—ভগবদর্থেই মন্ত্রার্থ, মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভগবান্ মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি প্রদান করেন। তিনিই মানবের হৃদয়ে বিবেকরূপে, জ্ঞানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মসাধনে প্রবর্ত্তিত করেন। এই দিক হইতে তাঁহাকে 'হোতা' বলা যায়।

'অমর্ত্ত্যঃ' পদ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। যিনি মরণরহিত, যিনি জন্মজরামৃত্যুর অতীত, অথবা যিনি মর্ত্ত্যের অতীত, তাঁহাকেই অমর্ত্ত্য বলা যায়। এই বিশেষণ, ভগবৎ-সম্বন্ধে অথবা জ্ঞানসম্বন্ধে সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞান ভগবানেরই

শক্তি; সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত সর্ব্ববিধ বিশেষণ তদীয় শক্তি জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

প্রার্থনার মূলভাব পরাজ্ঞানলাভ—ভগবৎপ্রাপ্তি। 'বিদথানি প্রচোদয়ন্' পদদ্বয়ের প্রচলিত অর্থও—'জ্ঞাতব্য বিষয় সকল প্রদান করিয়া'। কিন্তু কে প্রদান করিবে? প্রদান করার সঙ্গে দানকারী একজনের সম্বন্ধ সূচিত হয় না কি? আমরা তাই মন্ত্রটীকে ভগবদর্থেই গ্রহণ করিয়াছি॥ (১৩অ—৫খ—৩সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্রণীয়তে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রঃ' (জ্ঞানী, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'সাধনঃ' (উপায়স্বরূপঃ) 'বাজী' (পরমশক্তিসম্পন্নঃ, আত্মশক্তিদায়কঃ জ্ঞানদেবঃ ইতি যাবৎ) 'বাজেষু' (সংগ্রামেষু, রিপুসংগ্রামে) 'ধীয়তে' (স্থাপ্যতে,—সাধকৈঃ তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ), তথা 'অধ্বরেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'প্রণীয়তে' (প্রক্ষিপ্যতে, হৃদি উৎপাদিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ পরাজ্ঞানেন রিপুজয়িনঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ-৫খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানদায়ক সৎকর্ম্মের উপায়স্বরূপ আত্মশক্তিদায়ক জ্ঞানদেব, রিপুসংগ্রামে সাধকগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থাপিত হয়েন, এবং সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে উৎপাদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানের দ্বারা রিপুজয়ী হয়েন)॥ (১৩অ—৫খ—৩সু—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান্ অগ্নিঃ 'বাজেষু' যুদ্ধেষু 'নীয়তে' দেবৈঃ শত্রুহননার্থং নিধীয়তে। কিঞ্চ 'অধ্বরেষু' অগ্নি-হোত্রাদিষু 'প্রণীয়তে' অধ্বর্য্বাদিভিঃ প্রকর্ষেণাহবনীয়াদি-স্থানেষু প্রক্ষিপ্যতে। অতএব 'বিপ্রঃ' মেধাবী সন্নগ্নিঃ 'যজ্ঞস্য' অগ্নিহোত্রাদেঃ 'সাধনঃ' সাধকো ভবতি। ২।

দ্বিতীয় (১৪৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণ জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাদের অভীষ্টলাভ করেন, ইহাই মন্ত্রের মূলভাব। কিরূপে তাঁহারা অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয়েন? হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উপজন দ্বারা। কি জন্য পরাজ্ঞানের প্রয়োজন? 'বাজেষু' অর্থাৎ রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য এবং 'অধ্বরেষু' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য। দুইটী প্রধান বিষয়ের জন্য সাধকগণ জ্ঞানের সাহায্যলাভ প্রার্থনীয় মনে করেন। প্রথম—রিপুজয়ের জন্য। দস্যু-তস্করাদির প্রাদুর্ভাব অন্ধকারেই সমধিকপরিমাণে হয়। যখন জ্ঞানের জ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে, তখন সেই জ্ঞানালোকের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া রিপুগণ পলায়ন করে। মানবের অন্তরস্থ চির-শত্রুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মন্ত্রে এই সত্যই পরিবর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিষয়—সৎকর্ম্মসাধন। জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইলে মানুষের প্রবৃত্তি সৎ হয়, কর্ম্মপ্রচেষ্টা পবিত্র হয়। সাধকগণ তাহা অবগত আছেন। সেই জন্যই সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত জ্ঞানের সাহায্য লাভ প্রার্থনীয় মনে করেন—মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত দেখি। (১৩অ—৫খ—৩সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১   ২ ৩   ১ ২   ৩ ২ ৩   ২ ৩ ১ ২
ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে।

১ ২   ৩ ২ ৩ ১ ২
দক্ষস্য পিতরন্তনা ॥ ৩ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরেণ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ঃ) যঃ জ্ঞানদেবঃ 'ধিয়া' (সদ্বুদ্ধ্যা, যদ্বা —সৎকর্ম্ম-সাধনেন) 'চক্রে' (ক্রিয়তে, সাধকানাং হৃদি আবির্ভূতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) 'ভূতানাং' (সর্ব্বজীবানাং) 'গর্ভং' (স্বাত্মানং গর্ভরূপতয়া ধারকং, বীজশক্তিরূপং ইত্যর্থঃ) তং 'পিতরং' (পালকং, বিশ্বপোষকং জ্ঞানদেবং) 'দক্ষস্য' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'তনা' (তনয়া, আত্মশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদধে' (ধারয়তি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ দীশক্ত্যা বিশ্বপালকং পরাজ্ঞানং লভতে ইতি ভাবঃ। (১৩অ-৫খ ৩সূ-২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রার্থনীয় যে জ্ঞানদেব সদ্বুদ্ধির (অথবা সৎকর্ম্মসাধনের) দ্বারা সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, সর্ব্বজীবের বীজশক্তিরূপ সেই বিশ্বপোষক জ্ঞানদেবকে সৎকর্ম্মসাধকের আত্মশক্তি ধারণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক দীশক্তিদ্বারা বিশ্বপালক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)। (১৩অ—৫খ—৩সূ—৩সা।)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোঽগ্নিঃ 'ধিয়া' আধান-পবমানেষ্টিরূপেণ কর্ম্মণা 'চক্রে' আহবনীয়রূপতয়া কৃতোঽভূৎ অতএব 'বরেণ্যঃ' সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ কর্ম্মাঙ্গত্বেন বরণীয়ঃ যথাগ্নিঃ 'ভূতানাং' স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানাং ভূতজাতানামস্তঃ 'গর্ভং' স্বাত্মানমেব গর্ভরূপতয়া 'আ দধে' সর্ব্বত্র দধার 'পিতরং সর্ব্বস্য জগতঃ পালকং তমিমমগ্নিং 'দক্ষস্য' দক্ষ প্রজাপতেঃ 'তনা' তনয়া বেদিরূপা ভূমির্দ্দর্শপৌর্ণমাসাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসিধ্যর্থং ধারয়তি। ভূমের্দ্দক্ষদুহিতৃত্বে মন্ত্রবর্ণঃ অদিতির্হ্যজনিষ্ঠদক্ষস্তদুহিতা তব—ইতি॥ (১৩অ—৫খ—৩সূ—৩সা।)॥

ইতি ত্রয়োদশস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। ১।

* * *

তৃতীয় (১৪৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— — • — —

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে, সাধকগণ সদ্বুদ্ধি পরিচালিত সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাকার কোন কোনও পদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের মূলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই আমাদের সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নাই। মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের আলোচনা হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। 'ধিয়া' পদের ভাষ্যার্থ,—'আধান-পবমানেষ্টিরূপেণ কর্ম্মণা'। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় দুইটী প্রচলিত

যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর ভাব—সৎকর্ম্ম, ভগবৎসাধনোপায়। আমরাও এইরূপ অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। 'ধিয়া' পদের দ্বারা ধীশক্তি, সদ্বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাহাও সঙ্গত মনে করি। সুতরাং 'ধিয়া চক্রে' পদদ্বয়ের অর্থ হয়—সদ্বুদ্ধির দ্বারা, সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আবির্ভূত হয়েন। সমগ্র মন্ত্রের ভাব হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মন্ত্রের লক্ষ্য জ্ঞানদেব। সুতরাং উক্ত পদদ্বয়ের ভাব এই যে, সাধকগণ সদ্বুদ্ধির দ্বারা, সৎকর্ম্মের দ্বারা পরাজ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এই দুই পদই মন্ত্রের মূলভাব প্রকাশ করিতেছে। সেই জ্ঞান কিরূপ? 'বরণীয়ঃ' অর্থাৎ সকলের প্রার্থনীয়। সকলেই পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনা করে, ইচ্ছা করে। 'বরণীয়' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

সেইজ্ঞান সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বলা হইতেছে,—'ভূতানাং গর্ভং', 'পিতরং' অর্থাৎ জ্ঞানদেব সকল প্রাণীর অন্তরেই বীজশক্তিরূপে বর্ত্তমান আছেন, সর্ব্বভূতের পালক ও রক্ষক তিনি। ইহা দ্বারাই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান আপনার শক্তি জ্ঞানকে প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন, সেই শক্তি-বলেই মানুষ আপনার প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয়, ভগবৎসাধনে প্রেরণা লাভ করে।

কে এই পরমমঙ্গলদায়ক বস্তু লাভ করিতে পারে? উত্তরে বলা হইয়াছে—'দক্ষস্য তনা'—সৎকর্ম্মসাধকের আত্মশক্তি। অর্থাৎ আত্মশক্তিসম্পন্নসাধক পরাজ্ঞান লাভে সমর্থ হয়েন। ভাষ্যকার কিন্তু এখানে 'দক্ষস্য তনা' পদের এক পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানে 'দক্ষ' শব্দে দক্ষ প্রজাপতিকে বুঝাইতেছে। 'তনা' পদের অর্থ 'তনয়া' অর্থাৎ আত্মোদ্ভূত শক্তি। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে উক্ত দুই পদে দক্ষ প্রজাপতির পুত্রী বেদীরূপা ভূমি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বেদে কোন ব্যক্তি-বিশেষের আখ্যায়িকার স্থান নাই। (১৩অ-৫খ-৩দ-৩সা)। *

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ১ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১২
আ সুতে সিঞ্চত শ্রিয়৺ রোদস্যোরভিশ্রিয়ম্।
৩ ১ ২ ৩ ২
রসা দধীত বৃষভম্॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের নবমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে বিশ্বদেবাঃ ! যূয়ং 'সুতে' (বিশুদ্ধে, পবিত্রহৃদয়ে, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা অস্মাসু ইতি ভাবঃ) 'শ্রিয়ং' (পরমমঙ্গলং) 'আ সিঞ্চত' (অভিষিঞ্চত) ; 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, দ্যুলোকস্য ইতি ভাবঃ) 'রসা' (রসেন, অমৃতেন সহ) 'বৃষভং' (অভীষ্ট-বর্ষকং) 'অভিশ্রিয়ং' (পরমমঙ্গলং) 'দধীত' (ধারয়ত—অস্মভ্যং প্রযচ্ছত) । প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতদায়কং পরমমঙ্গলং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ । (১৩অ - ৬খ — ১সূ — ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে বিশ্বদেবগণ ! আপনারা আমাদিগের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া আমাদিগের মধ্যে পরমমঙ্গল অভিষিঞ্চন করুন ; দ্যুলোকের অমৃতের সহিত অভীষ্টবর্ষক পরমমঙ্গল আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতদায়ক পরমমঙ্গল প্রদান করুন।) ॥ (১৩অ—৬খ—১সূ—১সা ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'সুতে' দুগ্ধে-গো-পয়সি 'শ্রিয়ং' শ্রয়ণমাজ্যং পয়ঃ 'আসিঞ্চত' আসিঞ্চন্ । কীদৃশ-মাজ্যং ? 'রোদস্যোঃ'। কর্ম্মণি ষষ্ঠী । দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অভিশ্রিয়ং' অভিশ্রয়ন্তং অগ্নি-সংযোগাৎ ভাবৎ পর্য্যন্তং প্রবৃদ্ধমিত্যর্থঃ । অথবা তাৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে (নিরু॰ দৈ॰ ৬।১)—ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ অশ্বিনোরভিশ্রিয়মিত্যর্থঃ । সেচনানন্তরং 'রসা' রসে আজ্যে পয়সি 'বৃষভং' বর্ষকমগ্নিং 'দধীত' ধারয়েৎ । অজায়া আগ্নেয়ীত্বাৎ ক্ষীরস্থাপ্যগ্নি-সংযোজনমুচিতং আগ্নেয়ী বা এষা যদজা ইতি হি ব্রাহ্মণং ॥ (১৩অ - ৬খ — ১সূ — ১সা) ॥

* * *

প্রথম (১৪৭৮) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতে উহা আজ্যোদ্বোধক। কিন্তু ব্যাখ্যায় যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার সহিত মূল-মন্ত্রের খুব কম সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অধ্বর্য্যুগণ ! দুগ্ধ দোহন করা হইলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং মিশ্রণযোগ্য দুগ্ধ সেক কর। অনন্তর অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন কর।" এই ব্যাখ্যা হইতে যে কোনও সুষ্ঠু ভাব অধিগত হয়, তাহা মনে করি না। 'দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত এবং মিশ্রণযোগ্য দুগ্ধ' যে কি পদার্থ তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে

পারি নাই। তারপর 'অজাদুগ্ধ' যে কোথা হইতে আসিল তাহাও বুঝা যায় না। অজাদুগ্ধের কোনও প্রসঙ্গ মূলে নাই। আবার অজাদুগ্ধে অগ্নিকে স্থাপন করা যায় কিরূপে? বক্তৃতার সমগ্র ব্যাখ্যাই একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। আমরা মনে করি, বিশ্বের সর্ব্বদেবতাকে অর্থাৎ বিশ্বে অনুস্যূত ভগবানের বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত বহুবচনান্ত 'আসিঞ্চত' ও 'দধীত' ক্রিয়াপদ দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইতেছে। 'রসা' পদের বিবরণকারসম্মত অর্থ—রসেন, তাহা হইতে অমৃতের ভাব আসে। বিভক্তি-ব্যত্যয় করিয়া 'রোদস্যোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত অর্থ করার কোনও সার্থকতা দেখি না। মন্ত্রের মূলভাব ষষ্ঠ্যন্ত পদেই রক্ষিত হয়। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৩অ—৬খ—১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২
তে জানত স্বমোক্যাহ৩ং সং

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩
বৎসাসো ন মাতৃভিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মিথো ন সন্ত জামিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তে' (সাধকাঃ) 'স্বং' (আত্মনঃ, তেষাং স্বকীয়ানাং ইত্যর্থঃ) 'ওক্যাং সং' (নিবাসং, আশ্রয়স্থানং, পরমাশ্রয়ং) 'জানত' (জানন্তি); 'বৎসাসঃ ন মাতৃভিঃ' (বৎসাঃ যথা তেষাং জননীভিঃ সহ মিলিতাঃ ভবন্তি, জননীং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ) তদ্বৎ তে সাধকাঃ 'জামিভিঃ' (বন্ধুভিঃ, বন্ধুভূতাভিঃ সৎপ্রবৃত্তিভিঃ) 'মিথঃ' (প্রত্যেকং, স্বকীয়ানাং) 'নসন্ত' (প্রাপ্নুবন্তি—পরমাশ্রয়ং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ স্বতমেব সদ্বৃত্তিপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ ৬খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ তাঁহাদের স্বকীয় আশ্রয়স্থান জানেন; বৎস যেমন তাহাদের জননীকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপভাবে সেই সাধকগণ বন্ধুভূত সদ্‌প্রবৃত্তিদ্বারা স্বকীয় পরমাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ স্বতঃই সদ্বৃত্তিপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন.)॥ (১৩অ—৬থ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তে' তা গাবঃ 'জানন্ত' জানন্তাঃ। অথবা সামান্যাকারেণ তে ইতি পুন্নির্দ্দেশঃ। কিং? 'স্বং' স্বকীয়ং 'ওকঃ' নিবাসং মহাবীরং তত্র দোগ্ধুমগমনিত্যর্থঃ। তদেবাহ 'বৎসাসো ন' যথা বৎসাঃ 'মাতৃভিঃ' জননীভিঃ সহতয়া সঙ্গচ্ছন্তে জামিভির্ব্বন্ধুভি সহিতা গাবঃ 'মিথঃ' প্রত্যেকং 'নসন্ত' সঙ্গচ্ছন্তে মহাবীরং। (১৩অ—৬থ—১সূ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১৪৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাষ্যাদিতে 'তে' পদে 'গো' অর্থ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এখানে গরুর কোন সংশ্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। 'বৎসাসঃ ন মাতৃভিঃ' উপমা হইতে সম্ভবতঃ গরুর কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত উপমা দ্বারা কেবলমাত্র প্রেমের আকর্ষণের তীব্রতামাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বৎসগণ যেমন স্নেহভরে তাহাদের মাতার নিকট যায়, সাধকগণ তেমনি প্রেমভরে, তেমনি তীব্র আকর্ষণের সহিত ভগবানের দিকে গমন করেন, তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। সাধকের স্বাভাবিক পরিণতি এই উপমা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিরূপে তাহারা ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হয়েন? উত্তরে বলা হইয়াছে -'মিথঃ নসন্ত জামিভিঃ' অর্থাৎ বন্ধুভূত সদ্বৃত্তিসমূহের সাহায্যে। মানুষের মধ্যে যখন সদ্বৃত্তির বিকাশ হয় তখন তাহাদের কর্ম্মসমূহ ভগবৎ-প্রাপ্তির দিকে প্রধাবিত হয়। তখন মানুষের প্রবৃত্তিই মানুষের পরমবন্ধুস্বরূপ হয়। 'জামিভিঃ' পদে সেই সদ্বৃত্তিসমূহকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'ওক্যাংসং' পদে সেই পরমাশ্রয়কেই বুঝায়—যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মানুষের আর কোন ভয় থাকে না। কিন্তু প্রচলিত মন্ত্রাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে,—"তাহারা আপনাদিগের নিবাসস্বরূপ আশ্রয়কে জানিয়াছে। বৎস যেমন জননীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ গোসকল আপন বন্ধু জনের সহিত মিলিত হইতেছে।" (১৩অ - ৬থ - ১সূ - ২সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, যোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
উপ প্রক্ষেষু বপ্সতঃ কৃণ্বতে ধরুণং দিবি।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ২র
ইন্দ্রে অগ্না নমঃ স্বঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রক্ষেষু বপ্সতঃ' (শিখাসু দহতঃ, জ্যোতির্ভিঃ পাপং দহতঃ ইত্যর্থঃ) জ্ঞানাগ্নেঃ ইতি যাবৎ 'ধরুণং' (ধারকঃ, ধারণশক্তিঃ, রক্ষাশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, দ্যুলোকং ইত্যর্থঃ) 'উপ কৃণ্বতে' (উপকুরুতে, প্রাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ ; হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। যূয়ং 'ইন্দ্রে অগ্না' (ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ, বলাধিপতিদেবে তথা জ্ঞানদেবে) 'স্বঃ' (স্বর্গং, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'নমঃ' (নমস্কারং, ভক্তিযুতাং আরাধনাং - প্রেরয়ত ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবদারাধনাপরায়ণাঃ ভবেম ; জ্ঞানদেবঃ সাধকান্ স্বর্গং প্রাপয়তি—ইতি ভাবঃ। (১৩অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতিঃ দ্বারা পাপদহনকারী জ্ঞানাগ্নির রক্ষাশক্তি সাধকদিগকে দ্যুলোক প্রাপ্ত করায় ; হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা বলাধিপতি-দেবতাতে এবং জ্ঞানদেবে ভক্তিযুত আরাধনা প্রেরণ কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদারাধনাপরায়ণ হই ; জ্ঞানদেব সাধকদিগকে স্বর্গ প্রাপ্ত করান।)॥ (১৩অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহাবীরস্ত 'প্রক্ষেষু' 'বপ্সতঃ' জ্বালয়া ভক্ষয়তোঽগ্নেঃ 'নমঃ' অন্নং 'ধরুণং' 'ইন্দ্রে' 'অগ্না'—ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইন্দ্রাগ্ন্যোর্ধারকমন্নং 'দিবি' অন্তরিক্ষে 'উপ কৃণ্বতে' উপ কুর্ব্বতে ঋত্বিজঃ যদাগ্নির্মহাবীরং দহতি তদা তস্যোপর্য্যুপযমনীস্থং ক্ষীরং আসেচয়ন্তীতি শেষঃ॥ (১৩অ - ৬খ ১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৪৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই জটিলভাবাপন্ন। আপাতঃদৃষ্টিতে মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের মধ্যে কোনও ব্যাকরণগত বন্ধন আছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি দুই এক স্থলে আমাদিগকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের আলোচনা করা প্রয়োজন। 'স্রাকেষু বপ্সতঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ,—'জ্বালয়া ভক্ষয়তঃ অগ্নেঃ'। জ্বালা অর্থাৎ জ্যোতিঃ দ্বারা অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানদেব কি ভক্ষণ করেন—ভস্মীভূত করেন? মানুষের মধ্যে যে পাপ আবর্জ্জনা আছে, তাহাই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞান উপজিত হয়, তখন তাহার হৃদয়স্থ সমস্ত পাপকালিমা, অসদ্বৃত্তি প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। 'স্রাকেষু 'বপ্সতঃ' পদদ্বয়ের ইহাই ভাবার্থ।

'ধৃ' ধাতুমূলক 'ধরুণং' পদের অর্থ ধারক, যাহা ধারণ করে, জ্ঞানাগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় উক্তপদে 'রক্ষাশক্তি' অর্থই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। 'নমঃ' পদে, 'নমস্কার' অর্থই সূচিত হয়, কিন্তু ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'অন্ন'। কিন্তু এই অর্থের দ্বারা যে কি ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা দুষ্কর। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম, "শিখা দ্বারা ভক্ষণকারী (অগ্নির) অন্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) পোষণ করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান করে।" (১৩অ—৬খ—১সূ ৩সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
তদিদাস ভুবনেষু জ্যেষ্ঠং
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যতো জজ্ঞ উগ্রস্ত্বেষনৃম্ণঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ৩ ২ ৩
সত্তো জজ্ঞানো নিরিণাতি শত্রূননু
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
যং বিশ্বে মদন্ত্যুমাঃ ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যতঃ' (যস্মাৎ) 'উগ্রঃ' (উদ্গূর্ণবলঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'ত্বেষনৃম্ণঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ — দেবভাবসমূহঃ—ইতি যাবৎ) 'জজ্ঞে' (উৎপন্নঃ) 'তৎ' (সঃ পরমদেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'ভুবনেষু' (সর্ব্বলোকেষু, সমগ্রে বিশ্বে) 'জ্যেষ্ঠঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, আদিভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'আস' (বর্ত্ততে, ভবতি); 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'ঊমাঃ' (জনাঃ, লোকাঃ, সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং দেবং) 'অনুমদন্তি' (হৃষ্যন্তি, প্রীতং কুর্ব্বন্তি, আরাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ) সঃ দেবঃ 'জজ্ঞানঃ সদ্যঃ' (জাতমাত্রমেব, বিশ্বে প্রাদুর্ভূতঃ ভূত্বা এব) 'শত্রূন্' (রিপূন্) 'নিরিণাতি' (বিনাশয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবতঃ এব নিখিলচরাচরঃ উৎপন্নঃ, সঃ পরমদেবঃ সর্ব্বলোকানাং রিপুনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১৩অ—৬খ—২সূ—১সা।) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহা হইতে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন, জ্যোতির্ম্ময় দেবভাবসমূহ উৎপন্ন, সেই পরমদেবতাই সমগ্রবিশ্বে আদিভূত হয়েন; সকল সাধক যে দেবতাকে আরাধনা করেন, সেই দেবতা বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াই রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ হইতেই নিখিলচরাচর উৎপন্ন, সেই পরমদেবতা সর্ব্বলোকের রিপুনাশক হয়েন।)॥ (১৩অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তৎ' জগৎকারণত্বেন সর্ব্ববেদান্ত-প্রসিদ্ধং 'ইৎ'। শব্দোহবধারণে। 'ভুবনেষু' ভূ সত্তায়াং (ভ্বা০ প০)। সৎসু পৃথিব্যাদিষু লোকেষু মধ্যে তৎ জগৎকারণং ব্রহ্ম 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'আস' বভূব, তস্য পরমার্থ-সত্তাৎ তদ্ব্যতিরিক্তানাং ব্যাবহারিক-সত্ত্বাৎ। যদ্বা, জ্যেষ্ঠং বৃদ্ধতমং জগৎকারণত্বেন সর্ব্বেষামাদিভূতং বভূব। অস্তেলিটি ছন্দস্যুভয়থা (৩।৪।১১৭) ইতি সার্ব্বধাতুকত্বাদ্ অস্তের্ভূঃ (২।৪।৫২) ইতি ভূ-ভাবাভাবঃ। যদ্বা, বৃদ্ধং তদেব ব্রহ্ম স্বপ্রকাশতয়া সন্দীদীপে। অস গতি দীপ্ত্যাদানেষু (ভ্বা০ উ০)। অস্মাল্লিটি রূপং। 'যতঃ' উপাদান-ভূতাৎ যস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণঃ ত্বেষনৃম্ণঃ প্রদীপ্ত-বলঃ সূর্য্যাত্মক ইন্দ্রঃ 'জজ্ঞে' জাতো বভূব। শ্রূয়তে হি—চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত—ইতি, 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইতি চ। জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ (১।৪।৩০) ইতি প্রকৃতেরপাদান-সংজ্ঞায়াং যত ইতি পঞ্চমী। জজ্ঞে ইতি গমহনেত্যাদিনোপধা-লোপঃ (৬।৪।৯৮) দ্বির্ব্বচনেঽচি (১।১।৫৯)—ইতি তস্য স্থানিবত্ত্বাৎ দ্বির্ব্বচনাদি, যদ্বৃত্তান্নিত্যং (৮।১।৬৬) ইতি নিঘাত-প্রতিষেধঃ। স চ 'জজ্ঞানঃ' জায়মানঃ 'সদ্যঃ' শীঘ্রং 'শত্রূন্' শাতয়িতৄন্ সন্দেহাদীন্ রাক্ষসান্ 'নি রিণাতি' নিহন্তি যদ্বা, উপাসকানাং পাপরূপান শত্রূন নিহন্তি। যথা চ সদ্যো হ্যেব জাতঃ পাপ্মানমপহত ইতি অজ্ঞান ইতি জনেলেটঃ কানচি রূপমেতৎ। রিণাতি—রীগতি-রেষণয়োঃ ক্র্যাদিকঃ (প০),

প্রাদীনাং স্তুপঃ (৭।৩।৮০) ইতি হ্রস্বত্বং। 'বিশ্বে' সর্ব্বে জনাঃ। অব্যান্ত রক্ষন্তীতি। 'উমাঃ' প্রাণিনঃ। অবতেরৌণাদিকো মন্ প্রত্যয়ঃ জ্বরত্বরেত্যাদিনা (৬।৪।২০) বকারোপধয়োঃ স্থানে ঊঠ্। সর্ব্বে প্রাণিনঃ 'যং' সূর্য্যাত্মকমুৎপন্নমিন্দ্রং 'অনু' লক্ষ্য মদন্তমনুভবাৎ ইতি 'মদন্তি' হৃষ্যন্তি। মদী হর্ষে (দি০ প০) বাহুলকেন শপ্ (৩।১।৮৫); তথা চ ব্রাহ্মণং ভূতানি বৈ বিশ্বউমাস্তএনমনুমদন্তি উদগাদুদগাদিতি - ইতি। তৈত্তিরীয়কশ্চ তথাংসর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি ইতি। যদ্বা, যং স্তুত্যাদিকর্ম্ম দৃষ্ট্বমনুপশ্চাৎ সর্ব্বে প্রাণিনঃ অভীষ্ট-প্রাপ্ত্যা হৃষ্যন্তি অনুর্লক্ষণে (১।৪।৮৫)—ইতি অনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বাৎ কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া (২।৩।৮) স ইন্দ্রো জজ্ঞে ইত্যন্বয়ঃ। (১৩অ-৬খ-২সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১৪৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ভগবান হইতেই নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। দেবগণ তাঁহা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছেন। ভগবানই জগতের আদিভূত কারণ। তিনিই মানবের শত্রুকুল ধ্বংস করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের এই ভাবই গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"যাঁহা হইতে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ বয়োধিক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ছিল না। তিনি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ শত্রু ধ্বংস করেন। তাবৎ দেবতা তাঁহাকে অভিনন্দন করে।" কোন কোনও স্থলে আমাদের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও অনেক স্থলেই মিল দেখা যাইবে। আমাদের মনে হয়, ভাষ্যকার মন্ত্রের মূলভাব বহুপরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা নিম্নে মোটামোটীভাবে ভাষ্যের মর্ম্মার্থ প্রদান করিতেছি—"তৎ' জগৎকারণহেতু সর্ব্ব-বেদান্তপ্রসিদ্ধ; ভুবনেষু' পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বলোকে সেই জগৎকারণ ব্রহ্মই প্রশস্ততম হয়েন; তাঁহার পরমার্থ-সত্তা হইতে তদ্ব্যতিরিক্ত ব্যবহারিক সত্তা হইতে (অথবা জগৎ-কারণহেতু) সকলের আদিভূত হয়েন। উপাদানভূত যে ব্রহ্ম হইতে উদ্‌গূর্ণ প্রদীপ্তবল সূর্য্যাত্মক ইন্দ্র জাত হয়েন তিনি জাত হইয়া শীঘ্র কষ্টদায়ক সন্দেহাদি রাক্ষসদিগকে নিহত করেন। (অথবা উপাসকদিগের) পাপরূপ শত্রু নিহত করেন।......সকল প্রাণী সূর্য্যাত্মক যে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হয়, সেই ইন্দ্র জাত হয়েন।"

ভাষ্যে ব্যাখ্যার সমর্থন-কল্পে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, বাহুল্য-বোধে তাহা প্রদত্ত হইল না। ভাষ্যে সূর্য্যাত্মক ইন্দ্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূলে তাহা নাই। তবে সর্ব্বদেবতা যে একাত্মক, ভাষ্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। (১৩অ—৬খ—২সূ—১সা)।*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের বিংশত্যধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)

দ্বিতীয়ঃ সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ৩ ২ ৩
বাবৃধানঃ শবসা ভূর্য্যোজাঃ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শত্রুর্দ্দাসায় ভিয়সং দধাতি।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ সস্নি সং তে

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নবন্ত প্রভৃতা মদেষু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শবসা' (বলেন) 'বাবৃধানঃ' (বর্দ্ধমানঃ, প্রবৃদ্ধঃ) মহাশক্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ, 'ভূর্য্যোজাঃ শত্রুঃ' (বহুবলশত্রুনাশকঃ, দুর্দ্ধর্ষরিপুনাশকঃ, পরমদেবঃ ইতি যাবৎ) 'দাসায়' (রিপবে, শত্রূণাং ইত্যর্থঃ) 'ভিয়সং' (ভয়ং, ভীতিং) 'দধাতি' (ধারয়তি, উৎপাদয়তি); হে দেব! 'অব্যনচ্চ ব্যনচ্চ' (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি) 'প্রভৃতা' (প্রভৃতানি, সর্ব্বভূতজাতানি) ত্বৎকৃপয়া 'সস্নি' (স্নাতানি, পবিত্রাণি ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'তে' (তব) 'মদেষু সংনবন্তে' (পরমানন্দে সঙ্গচ্ছন্তু, পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তু ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকানাং রিপুনাশকঃ ভবতি; সর্ব্বে লোকাঃ পরমানন্দং লভধ্বং —ইতি ভাবঃ॥ (১৩ ৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ মহাশক্তিসম্পন্ন, দুর্দ্ধর্ষ রিপুনাশক পরমদেব শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন করেন; হে দেব! স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতজাত আপনার কৃপায় পবিত্র হইয়া আপনার পরমানন্দ প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকদিগের রিপুনাশক হয়েন; সকল লোক পরমানন্দ লাভ করুক।)॥ (১৩অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শবসা' বলেন 'বাবৃধানঃ' বর্দ্ধমানঃ, অতএব 'ভূর্য্যোজাঃ' 'শক্রঃ' শাতয়িতা ইন্দ্রঃ 'দাসায়' উপক্ষয়-কারিণে শত্রবে 'ভিয়সং' ভীতিং 'দধাতি' বিদধাতি করোতি 'অব্যনৎ চ ব্যনৎ চ'। বিবিধমনিতি শ্বসিতীতি ব্যনৎ, স-প্রাণকং জঙ্গমং, তদ্বিলক্ষণমব্যনৎ স্থাবরং। তদুভয়মপি 'সস্নি' সংস্নাতং ইন্দ্রেণ সম্যক্ শোধিতং ভবতি। স্নাতেঃ আদৃগমহনঃ (৩।২।১৭১)—ইতি ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কিন প্রত্যয়ঃ। যদ্বা, অন্তর্ণীত-ণ্যর্থাৎ কর্ত্তর্য্যেব কিন, বৃষ্ট্যাদিনা সম্যক্ স্নাপয়িত্বা শোধয়িতা ভবতি; 'ন লোকাব্যয় (২৩।৬৯) ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাঃ প্রতিষেধঃ। শিষ্টঃ পাদঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ—হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'মদেষু' হর্ষেষু হবিষা স্তুত্যা চ জন্তেষু সংস্থ 'প্রভৃতা' প্রভৃতানি প্রকর্ষেণ ধৃতানি পোষিতানি বা সর্ব্বাণি ভূতজাতানি 'সন্নমন্ত' সঙ্গচ্ছন্তে স্তোতুং হবীংষি চ দাতুং সমুৎসুকা ভবন্তীত্যর্থঃ। নমতির্গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।২৯)। প্রভৃতা—প্রপূর্ব্বাৎ বিভর্ত্তেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা, শে-ছন্দসি বহুলং (৬।১।৭০)—ইতি শে-লোপঃ, গতিরনন্তরঃ (৬।২।৪৯)—ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। (১৩অ—৬খ—২সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৪৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"সেই অতি তেজস্বী শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র বিশিষ্ট বলে বলী হইয়া দাসজাতির হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়া দেন। স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূতকে তুমি সোমপানের আনন্দে সুখী কর, তাহাদিগকে শোধন কর; তখন তাহারা তোমাকে স্তব করে।" এই ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার সোমরসের কথা উত্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'মদেষু' 'সংনমন্ত' পদদ্বয় হইতে সোমরসের কথা আসিতে পারে না, ভাষ্যকারও সোমরসের কোন কথা উত্থাপন করেন নাই, ইহা অনুবাদকারের উদ্ভাবন।

'দাসায়' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "উপক্ষয়কারিণে শত্রবে"; এখানে দাস বা দস্যুজাতির উল্লেখ নাই। আমরাও 'দাস' পদে রিপুদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা আমাদিগকে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যাহারা আমাদের মুক্তিলাভের অন্তরায়, সেই রিপুগণকেই 'দাস' শব্দে লক্ষ্য করে। দেখা যাইতেছে যে, ভাষ্যকার তাঁহার প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এখানে মন্ত্রের মূল ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদকার 'দাসজাতি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের মতে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বিশ্বজনীন প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে। স্থাবরজঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর জন্য, তাঁহাদের পরমকল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। স্থাবরজঙ্গম বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা সমস্তের মধ্যেই চৈতন্য-সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে, প্রত্যেকেই মুক্তিলাভের অধিকারী। সুতরাং ভগবানের কৃপায়

যাহাতে সকলই মুক্তিলাভ করিতে পারে, মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। (১৩অ ৬খ—২সূ ২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে
২র৩ ২উ ৩ ১ ২
দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ
স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদুনা সৃজা সমদঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুমধু মধুনাভিযোধীঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যদ্' (যস্মাৎ) 'এতে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'ঊমাঃ' (সর্ব্বে লোকাঃ) 'ভবন্তি' (উৎপাদিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ) তস্মিন্ 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে লোকাঃ) 'দ্বিঃত্রিঃ অপি ক্রতুং' (সর্ব্বং এব সৎকর্ম্ম) 'বৃঞ্জন্তি' (সমাপয়ন্তি, সমর্পয়ন্তি ইতি ভাবঃ); হে দেব! ত্বং 'স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ' (মধুরাৎ মধুরঃ, মধুরতমঃ অভীষ্টং ইত্যর্থঃ) 'স্বাদুনা' (মধুরেণ, অমৃতেন) 'সংসৃজ' (সংযোজয়); তথা 'মধু অদঃ' (অমৃততুল্যঃ ভক্ষণীয়ং, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'মধুনা' (অমৃতেন) 'সু' (সুষ্ঠু) 'অভিযোধীঃ' (অভিতঃ মিশ্রয়, সম্মিলিতং কুরু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৩অ—৬খ—২সূ-৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যাঁহা হইতে পরিদৃশ্যমান সকল লোক উৎপাদিত হয়, সেই আপনাকে সকল লোক সর্ব্বসৎকর্ম্মই সমর্পণ করে; হে

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের বিংশত্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

দেব! আপনি মধুর হইতে মধুর অর্থাৎ মধুরতম অভীষ্ট অমৃতের সহিত সংযোজিত করুন; এবং পরমাকাঙ্ক্ষণীয় অমৃত অমৃতের সহিত সুষ্ঠুরূপে সম্মিলিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)। (১৭অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বে' ত্বয়ি সুপাংসুলুক (৭।১।৩৯) ইতি সপ্তম্যেকবচনস্য শে আদেশঃ। 'বিশ্বে' সর্ব্বে যজমানাঃ 'ক্রতুং' অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম 'বৃঞ্জন্তি' সমাপয়ন্তি 'অপি'। শব্দা ব্রাহ্মণোক্তঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বমনসাং সমুচ্চয়ার্থঃ সর্ব্বাণি পৃথিব্যাদিনী ভূতানি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মনাংসি সর্ব্বে যজ্ঞক্রতবশ্চ প্রাপ্তে ত্বয্যেব যজমানৈঃ পরিসমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং — 'ত্বয়ীমানি সর্ব্বাণি ভূতানি মনাংসি সর্ব্বে ক্রতবোঽপি বৃঞ্জনীত্যেতদাহ—ইতি। 'যদ্' যস্মাৎ 'এতে' 'উমাঃ' তর্পকাঃ। অবতেস্তর্পণার্থাদৌণাদিকো মন্ প্রত্যয়ঃ, জ্বরত্বরেত্যাদিনা (৬।৪।২০) বকারোপধয়োরূঠ্। ঈদৃশা যজমানাঃ পূর্ব্বমেকাকিনঃ সন্তঃ পশ্চাৎ 'দ্বিঃ' দ্বিবারং স্ত্রীরূপেণ পুংরূপেণ চ জাতাঃ সন্তঃ পুনরপত্যেন সার্দ্ধং 'ত্রিঃ' ত্রিবারং জন্মভাজো ভবন্তি। এক এবাত্মা স্ত্রীপুংরূপেণ জায়তে অর্দ্ধো বা এষ যৎ পত্নীতি শ্রুতেঃ। পুত্রোঽপ্যাত্মৈব —আত্মা বৈ পুত্রনামাসি—ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমেতেঽভিবৃদ্ধা ভবন্তি, ততো বা সমাতে ত্বয্যেবানুষ্ঠিতং সর্ব্বং কর্ম্ম পরিসমাপয়ন্তীতি; তথা চ ব্রাহ্মণং দ্বৌ দ্বৌ সন্তৌ মিথুনৌ প্রজায়েতে প্রজাপত্যৈ ইতি। হে ইন্দ্র! ত্বঞ্চ 'স্বাদোঃ' প্রিয়াদ্ গৃহধনাদেরপি 'স্বাদীয়ঃ' স্বাদুতরং প্রিয়তরমপত্যং 'স্বাদুনা' স্বাদুভূতেন মাতাপিত্রাত্মকেন 'সংসৃজ' সংযোজয়। যদ্বা, 'স্বাদুনা' মিথুন-ভাবেনোৎপন্নং তদপত্যমপি সংযোজয়। এতদেবাহ 'অদঃ' অপত্যং 'মধু' মধুরং 'মধুনা' মদ-হেতুনা মিথুনান্তরেণ পৌত্রেণ বা 'সু' সুষ্ঠু 'অভি যোধীঃ' অভিযোধয় অভিতঃ ক্রীড়য়। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ যুধ্যতিরত্র ক্রীড়ার্থে বর্ত্ততে। মিথুনং বৈ স্বাদু প্রজা স্বাদু—ইত্যাদি ব্রাহ্মণমত্রানুসন্ধেয়ং। (১৩অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১৪৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে,—মানুষ প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই ভগবান্ হইতে আসিয়াছে, তাঁহাতেই সাধকগণ আপনাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল সমর্পণ করেন। 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া সাধকগণ

আপনাদের কর্ম্মাকর্ম্মের পাপপুণ্যের ভার তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কর্ম্মের প্রারম্ভে 'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' বলিয়া সাধক যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন সেই কর্ম্ম আরম্ভাবধিই ভগবানে সমর্পিত হয়।

আলোচ্য মন্ত্রাংশে কর্ম্মযোগের একটী কৌশল বিবৃত হইয়াছে। মানুষ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের অধীন থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহার মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। অথচ মানুষের পক্ষে একেবারে অর্থাৎ কায়েনমনসাবাচা নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বনও অসম্ভব। মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে এই কর্ম্মবন্ধন হইতে কি মুক্তি লাভের উপায় নাই? উপায় মন্ত্রাংশেই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কর্ম্ম কর, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। ভগবানের যন্ত্ররূপে আপনার কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ কর, কর্ম্মফল তোমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'— কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই। অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিলে তোমাকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে না। ইহাই মন্ত্রাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। প্রার্থনার সারমর্ম্ম এই যে, ভগবান যেন আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করেন। অমৃতের সহিত অমৃত সংযুক্ত হউক, আমাদের পরম প্রার্থনীয় অমৃততুল্য অভীষ্ট ভগবানের অমৃতময় করুণায় মিলিত হউক—আমাদের জীবন অমৃতময় ধন্য হউক,—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"দেবতাদিগের তৃপ্তি-সম্পাদনকারী যজমানগণ যখন এক হইতে দুই হয়, (অর্থাৎ দার পরিগ্রহ করে), পরে যখন তিন হয়, (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করে), তখন তোমার উপরেই সকল যজ্ঞকার্য্য সমাপন করে, অর্থাৎ তুমি নহিলে যজ্ঞ হয় না। যাহা সুস্বাদু আছে, তাহার সহিত তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু বস্তু তুমি মিলন করিয়া দাও। এই চমৎকার যে মধু আছে, তাহার সহিত আরও মধু মিলন কর। (অর্থাৎ সৌভাগ্যের উপর আরও সৌভাগ্য বিধান কর)।" এই ব্যাখ্যার কোন কোনও অংশ আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। 'দ্বিঃ ত্রিঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদিতে দার-পরিগ্রহ, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু 'ত্রিঃ' বলিতে স্বামী-স্ত্রী এবং একটী মাত্র সন্তান, এই তিন জন বুঝাইবে কেন, সন্তান একের স্থলে বহু হইবে না কেন, তাহার কোনও উত্তরই ব্যাখ্যায় নাই। ভাষ্যকার আবার এই ব্যাখ্যাপেক্ষাও একটু অগ্রসর হইয়াছেন। ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ হইতে ভাষ্যের ভাব উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুম্হারে বিষৈ সকল যজমান অনুষ্ঠানযোগ্য কর্ম্মকো সমাপ্ত করতে হ্যায়, পৃথিবী আদি সকল ভূত সকল প্রাণিয়োঁকে মন আউর সকল যজ্ঞ তুম্হারে বিষৈ হী সমাপ্ত কিয়ে জাতে হ্যায়; কোঁকি যহ (ইয়াহ) তুম্হে তৃপ্ত করনেওয়ালে যজমান পহিলে একাকী হোতে হুএ ফির স্ত্রী আউর পুরুষরূপসে উৎপন্ন হোকর দো বার আউর তদনন্তর সন্তান সহিত তীনবার জন্ম ধারণ করনেওয়ালে হোতে হ্যায়। হে ইন্দ্র! তুমপ্যারে ঘর ধন আদিকী অপেক্ষা ভী পরম প্রিয় সন্তানকো প্রিয়রূপ মাতা পিতাকে মিথুনসে সংযুক্ত

করো; ইস প্রিয় সন্তানকো হর্ষকে হেতু অন্য পৌত্ররূপ সন্তানসে ভলেপ্রকার ক্রীড়া করাও।" ভাষ্যকার 'স্বাহ্না' পদে 'স্বাত্মভূতেন মিথুনেন', এবং 'অপি' পদে 'সর্ব্বাণি পৃথিব্যাদীনি' ইত্যাদি অর্থই বা কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক, আমাদের মত যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৩অ—৬খ ২সূ—৩সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৩র৪ ৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ৫ ২ র র ১ ৭
তদিদাসভুব। নেষূ ৩ ৪ ঔহোবা। জ্যায়িষ্ঠং যতো জজ্ঞ উগ্রঃ। ত্বেষানৃম্ণা

৫ ৫ ২র ১ ২ ১ ন
২৩৪ঃ। ও ৬ হা। সদ্যোজজ্ঞানঃ। নায়িরা ২ ৩ য়িণা। ত্তিশা ২।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ন৩ ৫র র
ত্র, ২৩৪ না। স্থঃ িখায়িয়া ৩ দা। হুম্মায়ি। ত্যা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

৪র র ৩ ৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ র২র র র ১ ২
বাবৃধানঃ শব। সাভূ ৩ ৪ ঔহোবা। রাওজাঃ শক্রর্দ্দাসায়ভিয়। সন্দাধা ১

৫ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ন
ভা ২ ৩ ৪ য়ি। ও ৬ হা। অব্যনচ্চব্য। নাচ্চা ২ ৩ সা। ম্মিনা ২ মৃ।

৩ ৫ ১ ২ ২ র ন ৩ ৫র র
তা ২ ৩ ৪ য়িনা। বস্ত্র।ভার্ত্তা ৩ মা। হুম্মায়ি। দা ২ য়িষূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

৩র ৪৩৪৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র র র ১ ২
ত্বেক্রতুমপির। অন্তা ৩ ৪ ঔহোবা বায়িশ্বেবির্যাদেতেত্রির্ভ। বস্তাউ ১ মা

৫ ৫ ২ ১র র ২ র১ র ২ ১ ন
২৩৪ঃ। ঔ৬হা। স্থঃ নাঃ স্বাদীয়ঃ স্বাদু। নাদা ২ ৩ র্জ্জা। সমা ২।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ন৩ ৫র র
দা ২ ৩ ৪ ঃ স্থ। মধু মধুনা ৩ ভা। হুম্মায়ি। যো ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

৩ ৫
বা ২ ৩ ৪ স্থ ॥ ১২৩ ॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের বিংশত্যাধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"ঐশতায়ম।"

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মঃ
৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তৃম্পৎ সোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র
স ঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরু৺
২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
সৈন৺ সশ্চদ্দেবো দেব৺ সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিকদ্রুকেষু' (কর্ম্মভক্তিজ্ঞানসমন্বয়েষু, কর্ম্মভক্তিজ্ঞানানাং সমন্বয়সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'মহিষঃ' (মহিমান্বিতঃ) 'তুবিশুষ্মঃ' (বহুবলঃ, সর্ব্বশক্তিমান) 'তৃম্পৎ' (তৃপ্যন্, আত্মতৃপ্তঃ ভগবান) 'বিষ্ণুনা' (সাধকেন, সাধকস্য হৃদি স্থিতং বা) 'সুতং' (বিশুদ্ধং, সুসংস্কৃতং) 'যবাশিরং' (পোষণশক্তিসম্পন্নং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'যথাবশং' (যথাবিহিতং, যথাযথরূপেণ, যথানুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) 'অপিবৎ' (পিবতি, গৃহ্ণাতি ইত্যর্থঃ); ভগবান্ সাধকস্য শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা তৎসহ সম্মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'সঃ' (সঃ ভগবান্) 'মহি' (মহৎ) 'উরুং' (বিস্তীর্ণং, সাধকস্য মঙ্গলসাধনভূতং) 'ঈং' (প্রসিদ্ধং) 'কর্ম্ম' (পতিতোদ্ধাররূপং কর্ম্ম) 'কর্ত্তবে' (কর্ত্তুং) 'মমাদ' (আনন্দং লভতে); 'সত্যঃ' (সত্যপ্রাপকঃ) 'দেবঃ (দীপ্তিযুক্তঃ) 'সঃ ইন্দুঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং) 'দেবং' (দীপ্তিমন্তং, দ্যোতনাদিগুণযুক্তং) 'মহাং' (মহত্ত্বসম্পন্নং) 'এনং' (সর্ব্বব্যাপিনং, সর্ব্বত্র প্রকাশমানং) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং) 'সশ্চৎ' (ব্যাপ্নোতি)। ভগবান্ সত্যস্বরূপঃ সত্ত্বভাবময়ঃ ভবতি ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মভক্তিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিবার জন্য, মহিমান্বিত সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মতৃপ্ত ভগবান্ সাধকের হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ অর্থাৎ সুসংস্কৃত পোষণশক্তিসম্পন্ন সত্ত্বভাব যথানুক্রমে (যথাযথরূপে) গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত

হয়েন); আর সেই ভগবান্ মহৎ, সাধকের মঙ্গলসাধনভূত, প্রসিদ্ধ পতিতোদ্ধাররূপ কর্ম্ম করিতে আনন্দ লাভ করেন; (তাই) সত্যপ্রাপক দীপ্তিযুক্ত সেই সত্ত্বভাব, সত্যস্বরূপ দীপ্তিমন্ত মহত্ত্বসম্পন্ন সর্ব্বত্র প্রকাশমান পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সত্যস্বরূপ সত্ত্বভাবময়।)॥ (১০অ—২খ—৩সূ—১সা)।

°　°

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যঃ 'তুবিশুষ্মঃ' বহু-বলঃ 'তৃম্পৎ'। তৃপ প্রীণনে তুদাদিঃ (প০)। তৃপ্যন্ ইন্দ্রঃ 'ত্রিকদ্রুকেষু' জ্যোতির্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকেষু আভিপ্লবিকেষ্বহঃসু 'সুতং' অভিষুতং 'যবাশিরং' যবময়সক্তুভির্মিশ্রিতং। অাংপূর্ব্বস্ত শ্রীণাতেঃ ক্বিপি 'অপস্পৃধেথাং (৬।১.৩৬) ইত্যাদিনা 'শিরইত্যাদেশঃ' তং 'সোমং' 'বিষ্ণুনা' সহ 'অপিবৎ' 'যথাবশং' অবশং পূর্ব্বং যথা তং সোমং তথা অপিবৎ। বশ কান্তৌ (অদা০ প০) বহুলঙ্ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুগ-ভাবঃ। পীতঃ 'সঃ' সোমঃ 'মহাং' মহান্তং 'উরুং' তেজসা বিস্তীর্ণং 'ঈং' এনং ইন্দ্রং 'মমাদ' অমাদয়ন্। কিমর্থং? 'মহি' মহৎ বৃত্র-হননাদি-লক্ষণং কর্ম্ম কর্ত্তবে কর্ত্তুং 'সত্যঃ' 'ইন্দুঃ' স্রবন্ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'সঃ' সোমঃ 'সত্যং' যথার্থভূতং 'দেবং' সোমং কাময়মানং 'ঈং' এনং 'ইন্দ্রং' 'সশ্চৎ'। সশ্চতির্ব্যাপ্তি কর্ম্মা। ব্যাপ্নোতু। 'তৃম্পন্' 'তৃম্পৎ' ইতি পাঠৌ, 'সত্যইন্দুঃসত্যমিন্দ্রং' 'সত্যমিন্দ্রংসত্যইন্দুঃ' ইতি অস্মিন্নৃচে প্রত্যেকমৃগবসানে ব্যত্যয়েন পাঠৌ॥ (১৩অ-৬খ ৩সূ ১সা)॥

°　°

প্রথম (১৪৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়, সত্য স্বরূপ এই সত্য ও সত্ত্বভাবের মধ্য দিয়া তিনি সাধকের সহিত মিলিত হয়েন। সাধকের হৃদয়স্থিত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, তাহা সাধককে ভগবানের সমীপে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, সকল-মহিমার আধার। তাঁহার শক্তিতে জগৎ শক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানে জগৎ আলোকিত। যে সত্ত্বভাবের দ্বারা সাধক আপনাকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইতে পারেন, যে সত্ত্বভাব সাধকের আত্মার পোষণকারী, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবও তাঁহারই দান। তাঁহার জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। সমুদ্র যেমন জগৎকে সুশীতল বারিধারা দানে তৃপ্ত করিয়া পুনরায় সমস্ত জলরাশি নিজেই গ্রহণ করে; সেইরূপ ভগবান আপনার শক্তি জগতে বিকীর্ণ করিয়া দিয়া, জগৎবাসীকে পরম সম্পদের পথ প্রদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে জ্ঞান শক্তিদানে ধন্য করিয়া, সেই শক্তি তিনি নিজেই আবার গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাঁহাতেই আবার তাহার বিলয় সাধিত হয়।

তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য কিছু নাই। তিনি আত্মতৃপ্ত। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি কর্ম্ম করেন। সেই কর্ম্ম—পতিতোদ্ধার। পরমানন্দের সহিত তিনি সেই মহৎ কর্ম্মে আপনাকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার সন্তানগণ যাহাতে তাহাদের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধন করিতে পারে, তিনি সেইরূপভাবে আপনার সত্ত্বভাব, জ্ঞান-শক্তি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। মানুষ, তাঁহার প্রদত্ত সেই শক্তি-বলেই আপনাকে উন্নত পবিত্র করে;—আপনাদের জীবনের চরম অভীষ্ট সাধন করে। এখানেই ভগবানের মহত্ত্বের পরিচয়। ভগবানের মহিমাই এই মন্ত্রমধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১৩অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥ ০

———০———

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১র ১র ৩ ১র ২র
সাকং জাতঃ ক্রতুনা সাকমোজসা ববক্ষিথ
৩ ২ ৩ ২ ৩ক ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
সাকং বৃদ্ধো বীর্য্যৈঃ সাসহির্ম্মৃধো বিচর্ষণিঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দাতা রাধ স্তুবতে কাম্যং বসু প্রচেতন সৈনং
৩ ২ ৩২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
সশ্চদ্দেবো দেবং সত্য ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্॥ ২॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'বিচর্ষণিঃ' (বিশেষেণ দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ) ত্বং 'ক্রতুনা' (সৎকর্ম্মণা, যদ্বা—প্রজ্ঞয়া) 'সাকং' (সহ) 'জাতঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'ওজসা' (শক্ত্যা, দিব্যশক্ত্যা) 'সাকং' (সহ) 'ববক্ষিথ' (বিশ্বং বোঢ়ুমিচ্ছসি, বিশ্বং ধারয়সি ইত্যর্থঃ); বীর্য্যৈঃ' (আত্মশক্ত্যা) 'সাকং' (সহ) 'বৃদ্ধঃ' (প্রবৃদ্ধঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'মৃধঃ' (মৃধান্, হিংসকান্—রিপূণাং ইতি ভাবঃ) 'সাসহিঃ' (অভিভবিতা, বিনাশকঃ—ভবসি ইতি শেষঃ); 'প্রচেতন' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'স্তুবতে' (প্রার্থনাকারিণে) 'রাধঃ' (ইষ্টসাধকং ধনং) 'কাম্যং বসু' (প্রার্থনীয়ং পরমধনং) ধনস্য ইতি ভাবঃ 'দাতা' ভবসি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ, অস্মাকং হৃন্নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'সত্যঃ' (সত্যভূতঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতনশীলঃ, জ্যোতি-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—১২খ—১২দ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

র্ম্ময়ঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'এনং' (প্রসিদ্ধং) 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং) 'দেবং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'সশ্চৎ' (ব্যাপ্নোতু, প্রাপ্নোতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দিব্যশক্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বজ্ঞঃ দেবঃ সাধকানাং রিপূন্ বিনাশ্য তেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি; সঃ দেবঃ অস্মাকং হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পূজোপচারং গৃহ্ণাতু—ইতি ভাবঃ॥ (১৩অ ৬খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি সৎকর্ম্মের (অথবা প্রজ্ঞার) সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন, দিব্যশক্তির সহিত বিশ্বকে ধারণ করেন, আত্মশক্তির সহিত প্রবৃদ্ধ হয়েন, রিপুদিগের বিনাশক হয়েন; প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারীর প্রতি ইষ্টসাধক ধনের, প্রার্থনীয় পরমধনের দাতা হয়েন; আমাদের হৃন্নিহিত সত্যভূত জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—দিব্যশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ দেব সাধকদিগের রিপুবিনাশ করতঃ তাঁহাদিগকে পরমধন প্রদান করেন; সেই দেবতা আমাদিগের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ পূজোপচার গ্রহণ করুন। (১৩অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'ক্রতুনা' কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা 'সাকং' সহ 'জাতঃ' 'সাকং' 'ওজসা' বলেন 'ববক্ষিথ' বিশ্বং বোঢুমিচ্ছসি। বহেঃ সন্নন্তস্য লিটি মন্ত্রত্বাদাং ন ভবতি। কিঞ্চ হে 'প্রচেতন' প্রকৃষ্ট-জ্ঞানেন্দ্র। ত্বং 'বীর্য্যৈঃ' শত্রু-হননাদিলক্ষণৈঃ পরাক্রমৈঃ 'সাকং' 'বৃদ্ধঃ' প্রবৃদ্ধঃ 'মৃধঃ' হিংসকান্ সংগ্রামান্ বা 'সাসহিঃ'। ন লোকাব্যয়েতি (২।৩।৬৯) ষষ্ঠী-প্রতিষেধঃ। তেষামভি-ভবিতা 'বিচর্ষণিঃ' পুণ্যকৃতোঽপুণ্যকৃতশ্চ বিশেষেণ দ্রষ্টা 'স্তুবতে' স্তোত্রং কুর্ব্বাণায় যজমানায় 'রাধঃ' সাকং 'কাম্যং' প্রার্থনীয়ং 'বসু' ধনং 'দাতা' সন্ ববক্ষিথেতি সমন্বয়ঃ। দৈনমিতি পরোক্ষ-নির্দ্দেশঃ সিদ্ধার্থঃ। 'প্রচেতন'—ইতি ছন্দোগানাং বিশেষ-পাঠঃ। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী বহু অংশে বিভক্ত। প্রথম কয়েক অংশে নিত্যসত্য অথবা ভগবৎ-মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে, শেষাংশে ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে। আমরা প্রথমাংশের ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনেরই আলোচনা করিব।

প্রথম অংশ—'ক্রতুনা সাকং জাতঃ'। 'জাতঃ' শব্দে জন্মগ্রহণ অর্থ গৃহীত হয় না, হইতে পারে না, কারণ ঐ পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত পদের অর্থ আবিভূর্ত, প্রাদুর্ভূত'। 'ক্রতুনা সাকং' পদদ্বয়ের অর্থ সৎকর্ম্মের অথবা প্রজ্ঞার সহিত। তাই এই বাক্যাংশের অর্থ হয় সৎকর্ম্ম অথবা প্রজ্ঞার সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন। ভগবান্ যখন প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন জগতে সৎকর্ম্মের প্রবাহ, জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়। মানুষ পুণ্যকার্য্যে রত হয়, সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে। জগতে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাবে জগৎ পবিত্র হয়। মন্ত্রাংশে ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বকে ধারণ করেন। জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহারই শক্তিতে বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে। তিনি আপনার শক্তিতেই শক্তিমান, আপনার মহিমাতে আপনি অবস্থিত স্বস্থ। কিন্তু আত্মস্থ থাকিয়াও জগতের মঙ্গলে উদাসীন নহেন দুঃখতাপজর্জ্জরিত মানব তাঁহারই অপার করুণালাভ করিয়া ধন্য হয়, দুর্দ্দান্ত রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অথবা ভগবানই মানুষের রিপুকুল ধ্বংস করেন; তাই বলা হইয়াছে,—"মৃধঃ সাসহিঃ"। (১৩অ ৬খ—৩সূ-২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অধ ত্বিষীমা৺ অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধা-

২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ভবদা রোদসী অপৃণদস্য মজ্মনা প্র বাবৃধে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অধত্তান্যং জঠরে প্রেমরিচ্যত প্র চেতয়

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২র ২র
সৈন৺ সশ্চদ্দেবো দেব৺ সত্যইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রম্ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বিষীমান' (দীপ্তিমান, জ্যোতির্ম্ময়ঃ দেবঃ) 'যুধা' (যুদ্ধেন) 'ক্রিবিং' (অসুরং, পাপং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যভবৎ' (অভিভবৎ, অভিবতি, বিনাশয়তি); 'অধ' (অথ, তদনন্তরং) 'ওজসা'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

(স্বশক্ত্যা) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) 'অপৃণৎ' (সমন্তাৎ পূরয়তি, ব্যাপ্নোতি); 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য অস্য দেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'মজ্মনা' (শক্ত্যা) 'প্রবাবৃধে' (প্রবর্দ্ধতে—বিশ্বঃ ইতি শেষঃ); সঃ দেবঃ ঈং' (জ্ঞানং) 'জঠরে' (মধ্যে, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'আধত্ত' (ধারয়তু) তথা 'অন্ধং' (অন্নঃ পরমধনং অপি, শুদ্ধসত্ত্বং অপি ইত্যর্থঃ) 'প্রারিচ্যত' (প্রযচ্ছতু); হে দেব! ত্বং 'প্রচেতয়' (সম্যক্ জ্ঞাপয়, অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (প্রসিদ্ধ, অস্মাকং হৃন্নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ) 'সত্যঃ' (সত্যভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'এনং (প্রসিদ্ধং) 'দেবং' (দ্যোতমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'সশ্চৎ' (ব্যাপ্নোতু — প্রাপ্নোতু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি লোকানাং পাপনাশকঃ ভবতি; সঃ পরমদেবঃ অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু, অস্মাকং পূজোপহারং গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ। (১৩অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় দেব যুদ্ধের দ্বারা পাপকে বিনাশ করেন; তদনন্তর স্বশক্তিতে দ্যুলোকভূলোক ব্যাপ্ত করেন; ভগবানের শক্তিতে বিশ্ব প্রবর্দ্ধিত হয়; সেই দেবতা জ্ঞানকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করুন এবং শুদ্ধসত্ত্বও প্রদান করুন; হে দেব! আপনি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমাদিগের হৃন্নিহিত দ্যোতমান সত্যভূত শুদ্ধসত্ত্ব, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগের পাপনাশক হয়েন; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমাদিগের পূজোপহার গ্রহণ করুন)। (১৩অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধ' অথ সোমপানাদনন্তরং 'ত্বিষীমান্' ইন্দ্রঃ 'ওজসা' বলেন 'ক্রিবিং' ক্রিবি-নামাসুরং 'যুধা' যুদ্ধেন 'অভ্যভবৎ' অভিভূতবান্। কিঞ্চ স ইন্দ্রঃ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'আ অপৃণৎ' স্ব-তেজসা সমন্তাৎ পূরয়ামাস। তথা 'অস্য' পীতস্য সোমস্য 'মজ্মনা' বলেন 'প্রবাবৃধে' প্রকর্ষেণ বর্দ্ধতে। যদ্বা, 'অস্য' ক্রিবেঃ অসুরস্য 'মজ্মনা' সারেণ 'রোদসী' অপূরয়ৎ। স ইন্দ্রঃ সোমং দ্বিধা বিভজ্য 'অন্যং' ভাগং স্বকীয়ে 'জঠরে' 'অধত্ত'। 'ঈং' এনং অপরং ভাগং দেবেভ্যঃ 'প্রারিচ্যত' প্রারেচয়ৎ। এতেনার্দ্ধমিন্দ্রায় অর্দ্ধমন্যেভ্যোঽপি দেবেভ্য ইত্যুক্তং ভবতি। তথা চ তৈত্তিরীয়কং—যৎ সর্ব্বেষামর্দ্ধমিন্দ্রঃ প্রতি তস্মাদিন্দ্রো দেবতানাং

ভূরিষ্ঠভাক্তমঃ—ইতি। হে ইন্দ্র! ত্বং 'প্রচেতস্ব' এবম্ভূতং সোমং দেবাংশ্চ সম্যক্ জ্ঞাপয় প্রাপয়েত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। 'প্রচেতয়'—ইতি বিশেষ-পাঠঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রয়োদশস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

—*—

তৃতীয় (১৪৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমান মন্ত্রটীও অনেক অংশে বিভক্ত। প্রথম তিনটী অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ভগবন্মহিমা প্রকটিত হইয়াছে। ভগবানই মানবের রিপুনাশ করেন, তাঁহার কৃপাতেই মানব রিপুকুলের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সমর্থ হয়। তিনিই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন, বিশ্ব তাঁহাতেই বিধৃত আছে। বিশ্ব ব্যাপিয়া তিনিই বিরাজ করিতেছেন। মন্ত্রে ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে। প্রার্থনার মর্ম্ম—পরাজ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তি। শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সেই পূজোপকরণ লাভের জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। গঙ্গাজল ব্যতীত গঙ্গাপূজার উপায় নাই, তাঁহার দেওয়া বস্তু ভিন্ন মানুষের স্বতন্ত্র নিজস্ব তো কিছুই নাই! সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিবার উপকরণ তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা করিয়া লইতে হইবে। এই মন্ত্রটীর 'সৈনং সশ্চদ্দেবঃ দেবং সত্যঃ ইন্দুঃ সত্যমিন্দ্রং' অংশটী পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। ঐ অংশের বিশেষ ব্যাখ্যার জন্য উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের মর্ম্মার্থ দ্রষ্টব্য।

নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ কি ভাবে মন্ত্রটী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"পরে দীপ্তিমান্ ইন্দ্র নিজ বলে ক্রিবিকে যুদ্ধ দ্বারা অভিভব করিয়াছিলেন, তিনি নিজ তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সমস্তাৎ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সোমের বলে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র একভাগ নিজ জঠরে ধারণ করিয়া অন্যভাগ (দেবগণকে) প্রদান করিলেন, সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।" (১৩অ—৬খ – ৩সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের অষ্টাবিংশ ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকে—চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং। ১৪।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২   ৩   ১ ২   ৩ ২
অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ্চ যথা বিদে।
৩ ২   ৩ ২ ৩   ১ ২
সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'গোপতিং' (জ্ঞানকিরণানাং পালকং রক্ষকং বা, পৃথ্বীপতিং) 'সত্যস্য সূনুং' (সত্যাৎ উৎপন্নং, সত্যস্য অঙ্গীভূতং, সৎকর্ম্মণা জাতং) 'সৎপতিং' (সতাং পালকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'অর্চ্চ' (পূজয়); এবং 'যথা' (তস্য প্রকৃতং স্বরূপং) 'বিদে' ('বিদ্ধি, জানীহি); যদ্বা—'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'বিদে' (স জানাতি তদ্বৎ পূজয় ইতি শেষঃ)। ভগবতঃ স্বরূপং বিদিত্বা প্রকৃষ্টরূপেণ তস্য পূজায়াং ব্রতী ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনাং মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি। (১৪অ-১খ-১সূ-১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তুমি সেই পৃথ্বীপতি (অথবা জ্ঞানকিরণসমূহের পালক বা রক্ষক), সত্য হইতে উৎপন্ন (সত্যের অঙ্গীভূত অথবা সৎকর্মের দ্বারা জাত), সজ্জনগণের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া, স্তুতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা কর; এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও; অথবা, যে প্রকারে তিনি জানিতে পারেন, সেইরূপ পূজা কর। (ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার পূজায় ব্রতী হও—মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ করিতেছে।)॥ (১৪অ—১খ—, সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'গোপতিং' গবাং স্বামিনং 'ইন্দ্রং' 'অভি প্র অর্চ্চ' প্রকর্ষেণ পূজয় 'গিরা' স্তুত্যা 'যথা বিদে' স যথা স্বাত্মানং স্তুতপ্রকারং জানাতি, যথা বা যাগং প্রভৃতিগন্তব্যমিতি জানাতি তথার্চ্চেতি। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সত্যস্য' যজ্ঞস্য বা 'সূনুং' পুত্রং। তত্রাগুরক্তত্বাৎ সূনুরিত্যুপচর্য্যতে। 'সৎপতিং' সতাং পালকং। (১৪অ—১খ ১সূ—১সা)॥

প্রথম (১৪৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পদ সমস্যা-সঙ্কুল। "যথা বিদে" বাক্যাংশে সে সমস্যা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতে কি ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে, বুঝিয়া দেখুন।

প্রথম 'গোপতিং' পদ। ঐ পদের সাধারণ প্রচলিত অর্থ - গোসমূহের স্বামী। ভাষ্যান্তর্গত 'গবাং স্বামিনং' প্রতিবাক্যেই তাহা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করার উপদেশ আছে। 'অর্চ্চয়' ক্রিয়াপদে কেহ যেন কাহাকেও অর্চ্চনা করিতে বলিতেছেন—এই ভাব ব্যক্ত দেখি। তাহা হইতে যজমানকে বা ঋত্বিক্‌কে সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যে ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করিতে বলা হইয়াছে, তিনি যে কেমন, 'গোপতিং' পদে এবং "সূনুং সত্যস্য সৎপতিং" বাক্যাংশে তাহাই প্রখ্যাত আছে। উহার 'গোপতিং' পদে 'গোসমূহের পতি পালক বা রক্ষক' অর্থ গ্রহণ করা হয়; এবং 'সত্যস্য সূনুং' পদদ্বয়ে তাঁহাকে 'যজ্ঞের পুত্র' (যজ্ঞস্য পুত্রং), আর 'সৎপতিং' পদে তাঁহাকে 'সাধু যজমানগণের পালক' (সতাং যজমানানাং পালকং) বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি। এতদনুসারে 'যথা বিদে' বাক্যাংশে, তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন আপনার

স্তুতির পদ্ধতি জানেন অথবা তিনি যেমন যজ্ঞের প্রতি গন্তব্য বিষয় অবগত আছেন—এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে যজমান বা ঋত্বিক! তুমি সেই গোসমূহের অধিপতি, যজ্ঞের পুত্র, সাধু যজমানগণের পালক, ইন্দ্রের প্রতি স্তুতির দ্বারা পূজা কর; সে পূজা যেন 'যথা বিদে' হয় অর্থাৎ তিনি যেন জানিতে পারেন।'

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'গো' শব্দে বেদে প্রায়ই জ্ঞানকিরণ বা পৃথিবী অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। যাঁহাকে ভগবান বলিয়া অভিহিত করা হয়, গোটাকতক গরুর অধিস্বামী বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে যে কিছু বলা হয়, তাহা আমরা মনে করি না। তিনি পৃথিবীর পতি। তিনি জ্ঞানের অধিস্বামী। আমরা মনে করি, তাই তিনি 'গোপতিং' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ 'সত্যস্য সূনুং' পদদ্বয়ে আমরা অভিন্ন ভাবমূলক বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তিনি সত্যের অঙ্গীভূত, সত্য হইতেই তাঁহার বিকাশ, সৎস্বরূপই তাঁহার পরিচায়ক। এই প্রকার অর্থে 'সত্যস্য সূনুং' বাক্যাংশে দেবতাকে ভগবানের অংশ, অঙ্গীভূত, অথবা বিভূতি-রূপেই গণ্য করা যায়; আর, সেই ভাব গ্রহণেই মন্ত্রার্থের সর্ব্বথা সঙ্গতি দেখি। আর এক অর্থ সৎকর্ম্মের দ্বারা তিনি উৎপন্ন অর্থাৎ মনুষ্যের নিকট প্রকাশমান। ভাষ্যে যে 'যজ্ঞস্য পুত্রং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যাগাদিরূপ সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভগবান যে মানুষের অধিগত হন, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই অর্থেই ঐ বাক্যাংশ প্রয়োগের সার্থকতা দেখি। 'সৎপতিং' পদের অর্থ-বিষয়ে মতান্তর নাই। তিনি যে সাধুগণের পালক, তদ্বিষয়ে কি আর সংশয় আছে? যেমন যে ইন্দ্রদেব, সেই ইন্দ্রদেবকে স্তবের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা করিতে বলা হইয়াছে। যেখানে যে ভাবে এই মন্ত্রের প্রযুক্তি দেখি, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। পরন্তু প্রার্থনাকারী যে আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

উপসংহারে "যথা বিদে" বাক্যাংশের বিষয় অনুধাবন করা যাইতেছে। ঐ বাক্যাংশে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ 'বিদে' ক্রিয়াপদে 'অনুগত হও' (বিদ্ধি, জানীহি) অর্থ গ্রহণ করি। তদনুসারে ঐ অংশও যথাপূর্ব্ব আত্মোদ্বোধক। অথবা, ভাষ্যের অনুসারী হইয়াই 'বিদে' পদে 'জানেন' (স জানাতি) অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত উহার সম্বন্ধ সিদ্ধ করা যায়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায়, -'যেরূপ অর্চ্চনা করিলে তিনি জানিতে পারেন সেইরূপ অর্চ্চনা কর, অর্থাৎ যথাযোগ্য প্রকৃষ্ট অর্চ্চনা কর।' ফলতঃ, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের পূজায় ব্রতী হওয়ার জন্যই এই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১৪অ—১খ—১সূ—১সা)।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একোনসপ্ততিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—১খ—১দ—৪সা) দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ হরয়ঃ সসৃজ্রিরেঽরুষীরধি বর্হিষি।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

যত্রাভি সন্নবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধিবর্হিষি' (আস্তৃতে দর্ভে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'অরুষীঃ' (আরোচমানানি, জ্যোতির্ম্ময়াণি) 'হরয়ঃ' (পাপহারকানি জ্ঞানভক্ত্যাদীনি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সসৃজ্রিরে' (সৃজাম, উৎপাদয়াম); 'যত্র' (যত্র,হৃদি, অস্মাকং হৃদি - প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) বয়ং 'অভিসন্নবামহে' (অভিসংস্তুমঃ, আরাধয়ামঃ—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদয়ে জ্ঞানভক্তী লভেমহি, ভগবন্তং চ প্রাপ্নুয়াম— ইতি ভাবঃ। (১৪অ ১খ—১সূ—২সা)।

২। বিবরণকার 'গোপতিং' পদ-উপলক্ষে গো-শব্দে সোম অর্থ গ্রহণ করেন। 'অভি-অর্চ্চ' পদ-বিষয়ে তিনি মধ্যম-পুরুষের স্থলে উত্তম-পুরুষ কল্পনা করেন। তাঁহার মতে ঐ দুই পদের অর্থ—'আভিমুখ্যেন স্তৌমি।' এতদনুসারে 'যথা বিদে' পদের অর্থে 'যথা জানামি' প্রতিবাক্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের সায়ণ-ভাষ্যে 'বিদে' পদে উত্তম পুরুষের একবচনের অর্থ গ্রহণ করিতে দেখি। কিন্তু আমাদিগের মতে, সম্বোধন অনুসারে, এখানে মধ্যম পুরুষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'সত্যস্য সূনুং' বাক্যাংশ-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি - "ত্রৈবিদ্যলক্ষণং ব্রহ্ম সত্যং তেন (ব্রহ্মনামকেন ঋত্বিজা) যানি হবীংষি হূয়ন্তে তৈর্জ্জায়তে যস্মাৎ, তস্মাৎ সত্যস্য সূনুঃ। অথবা সত্যমন্নং হবির্লক্ষণং তেন সঞ্জায়তে আপ্যায়তে বা তস্মাৎ সত্যস্য সূনুং"।

৩। এই মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী অনুবাদ (একটী বাঙ্গালা ও একটী হিন্দি) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিয়া দেখুন। যথা,—

"ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপে স্তুতি-বাক্যের দ্বারা অর্চ্চনা কর।"

"গোকেঁ স্বামী, যজ্ঞকে পুত্র, যজমাননোঁকে পালক, ইন্দ্রকো স্তুতিসে পূর্ণরীতিসে পূজো জৈসে কি বহ হমারে স্তুতি করনেকো ঔর যজ্ঞমেঁ অবশ্য জানা চাহিয়ে ইস্ বাতকো জানজায়।"

বঙ্গানুবাদ ।

আমাদিগের হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় পাপহারক জ্ঞানভক্ত্যাদি যেন সর্ব্বতোভাবে উৎপাদন করিতে পারি; আমাদিগের হৃদয়ে প্রাপ্তির জন্য আমরা ভগবানকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি লাভ করিতে পারি, এবং ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই)॥ (১৪অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ অশ্বাঃ 'অরুষীঃ' অরোচমানাঃ 'অধিবর্হিষি'। অপীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। বর্হিষ্যাস্তৃতে 'আ সস্থজ্রিরে' আসৃজন্তু, 'যত্র' যস্মিন্ বর্হিষি স্থিতমিন্দ্রং 'অভি সন্নবামহে' অভিসংস্তুমঃ॥ (১৪অ – ১খ – ১সূ - ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৮৮) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। হৃদয়ে জ্ঞানভক্ত্যাদি লাভ করিবার জন্য সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। মন্ত্রান্তর্গত 'বর্হিষি' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত সামবেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্র দ্রষ্টব্য। 'হরয়ঃ' পদে ভাষ্যকার 'হরিৎবর্ণ অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র ভাষ্যেই 'হরী' শব্দের পাপহারক অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আরও একটী কথা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এই পদের অর্থ করা হয়, ইন্দ্রের হরিৎবর্ণ অশ্ব। 'হরি' শব্দ কখনও দ্বিবচনান্ত, কখনও বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রের হরিৎবর্ণ (অথবা মতান্তরে হরিৎ নামক) অশ্ব কয়টী? যদি দুইটী হয় তবে উক্ত 'হরি' শব্দ সর্ব্বত্রই দ্বিবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কখনও এই শব্দ দ্বিবচনান্ত কখনও বহুবচনান্তরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। এই দুই দিক হইতে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া স্বাভাবিক যে, 'হরি' শব্দে বস্তুতঃ কোনও অশ্বকে বুঝায় না। ভাষ্যকার অন্যত্র যে 'পাপহারক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সঙ্গত অর্থ।

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মাদি প্রসঙ্গে উক্ত শব্দ তিন বচনেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কখনও জ্ঞান-ভক্ত্যাদির মধ্যে কোনও একটীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়, কখনও বা দুইটী, অথবা কখনও সকল সদ্বৃত্তিই উক্ত পদের লক্ষ্যস্থল থাকে। আর জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি অথবা সদ্বৃত্তি-নিচয়ই মানুষের পাপনাশ করিতে সমর্থ এবং তাহাদের প্রসঙ্গেই 'হরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও প্রদান করিতেছি, তাহা হইতেই উহার যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা অবধারণ করা যাইবে। অনুবাদটী এই,—"হরিনামক

অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হইয়া কুশোপরি (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করিব " (১৪অ—১খ ১সূ—২সা)। *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় গাব আশিরং দুদুহ্রে বজ্রিণে মধু।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যৎ সীমুপহ্বরে বিদৎ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকঃ 'যৎ মধু' (যৎ অমৃতং) 'উপহ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি, সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'বিদৎ' (লভতে) 'বজ্রিণে' (রক্ষাস্ত্রধারিণে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) তৎ 'আশিরং' (পয়াদিকং, অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞান-কিরণাঃ, জ্ঞানাৎ ইতি ভাবঃ) 'সীং' (সর্ব্বতোভাবেন) 'দুদুহ্রে' (দুহতে, লভতে - সাধকঃ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং অমৃতং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (১৪অ ১খ - ১সূ—৩সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সাধক যে অমৃত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা লাভ করেন, রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য সেই অমৃত জ্ঞান হইতে সাধক লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অমৃত লাভ করেন।) ॥ (১৪অ—১খ—১সূ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দ্রায়' 'গাবঃ' 'আশিরং' আশ্রয়ণ-সাধনং পয় আদিকং 'মধু' মদকরং 'দুদুহ্রে' দুহতে। কীদৃশায়? 'বজ্রিণে' বজ্রযুক্তায়েন্দ্রায় 'যৎ' যদা 'উপহ্বরে' সমীপে বর্ত্তমানং 'মধু' সোমরসং 'সীং' সর্ব্বতঃ 'বিদৎ' লভতে তদা। (১৪অ—১খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৪৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা যে অমৃত লাভ সম্ভবপর হয়, সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সেই পরম বস্তুই লাভ হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য, অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে হৃদয়ে লাভ করিবার জন্য হৃদয়কে অমৃতসিঞ্চনে অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিরূপে তাহা সম্ভব হয়? তাহার উত্তরস্বরূপ দুইটী পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—একটী জ্ঞানমার্গ, অন্যটী কর্ম্মমার্গ। জ্ঞানমার্গ দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ করা যায়, কর্ম্মমার্গের অনুসরণেও সেই ফললাভই সম্ভবপর। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই ভিন্নপথে একস্থানে উপনীত হয়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। একটীর সমাগমে অন্যটীও উপস্থিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'উপহ্বরে' পদের ভাষ্যার্থ—সমীপে। কিন্তু বিবরণকার উক্ত পদে 'যজ্ঞে', অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বিবরণকারের অর্থ-ই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ অমৃতলাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব অধ্যাহার করা হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ও বাংলা অনুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই, "গৌএঁ বজ্রধারী ইন্দ্রকে লিয়ে মধুর দুগ্ধাদিকো দেতী হ্যায় ঔর সমীপমেঁ বর্ত্তমান সোমরসকো সব ওরসে পীতা হ্যায়।" বঙ্গানুবাদটী যথা,—"ইন্দ্র যখন চারিদিক হইতে সমীপস্থিত মধু লাভ করেন, তখন গোসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।" (১৪অ ১খ ১সূ ৩সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ নো বিশ্বাসু হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ৩ ১ ২
উপ ব্রহ্মাণি সবনানি বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'বিশ্বাসু' (সর্ব্বাসু) 'সমৎসু' (কামক্রোধাদিরিপুভিঃ সহ যুদ্ধেষু) 'আহবাং' (সাধকৈরাত্মরক্ষার্থমাহ্বাতব্যং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপং দেবং উদ্দিশ্য)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনসপ্ততিতম (বালখিল্যসূক্তবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তম) সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'নঃ' (অস্মাকং হৃদ্দেশে) 'ব্রহ্মাণি' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্) 'উপ ভূষত' (সঞ্চিনুত)। 'ঋচীষম' (হে স্তুত্য) 'পরমজ্যা' (হে শোষণধনুর্বাণশালিন, শত্রুঘাতক ইত্যর্থঃ) 'বৃত্রহন্' (হে পাপবিধ্বংসিন্) 'সবনানি' (অস্মাকং ত্রৈকালিককর্ম্মাণি সত্ত্বসমন্বিতানি কুরুত ইতি যাবৎ)। হে দেব! অস্মাকং অনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি দোষরহিতানি কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ-১খ-২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, কামক্রোধাদি রিপুসমূহের সহিত সকল প্রকার যুদ্ধে, সাধকগণ কর্তৃক আত্মরক্ষার্থ আহ্বানযোগ্য বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করিয়া, আমাদিগের হৃৎপ্রদেশে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকলকে সঞ্চয় কর। হে স্তবনীয়, হে শত্রুঘাতক, হে পাপবিধ্বংসিন্! আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক কর্ম্মসমূদয়কে সত্ত্বসমন্বিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূদয়কে দোষশূন্য করুন)। (১৪অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বিশ্বাসু' সর্ব্বাসু 'সমৎসু' অসুর-যুদ্ধেষু 'হব্যং' সর্ব্বৈর্দেবৈরাত্মরক্ষার্থমাহ্বাতব্যমিন্দ্রমুদ্দিশ্য 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি হবীরূপাণ্যন্নানি বা, তথা 'সবনানি' প্রাতঃসবনাদীনি ত্রীণি সবনানি চ 'উপ আভূষত' উপসমীপে সমাগচ্ছত। হে বৃত্রহন্!' বৃত্রস্যাসুরস্য পাপস্য বা হন্তঃ। 'পরমজ্যাঃ' যুদ্ধেষু শত্রু-জননার্থং পরমা অবিনশ্বরী জ্যা যৌর্ব্বী যস্য স তথোক্তঃ। যদ্বা পরমান্ বলেন প্রকৃষ্টান্ শত্রূন্ জিনাতি হিনস্তীতি পরমজ্যাঃ। হে 'ঋচীষম' স্তুতিভিরভিমুখীকরণীয়। এবম্ভূতেন্দ্র! ত্বং অস্মদভিলষিতানি প্রযচ্ছেতি শেষঃ। 'হব্যমিন্দ্রং সমৎসু ভূষত'—'হব্যইন্দ্রঃ সমৎসুভূষতু—ইতি পাঠৌ, 'বৃত্রহন্ পরমজ্যা ঋচীষম'—'বৃত্রহা পরমজ্যা ঋচীষমঃ' ইতি চ পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১৪৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা যে কোনরূপ সদনুষ্ঠান করিতে যাই না কেন, প্রত্যেক কর্ম্মই বিঘ্নময়। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র যেরূপ বিঘ্নযুক্ত, আভ্যন্তর যজ্ঞসমূহও তেমনই বিঘ্ন বহুল। কামাদি রিপুবৃন্দ সর্ব্বদাই যজ্ঞধ্বংসী রাক্ষসের ন্যায় অন্তরের শুভানুষ্ঠানসমূহকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বীভৎসরূপে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃৎপ্রদেশে উপচিত কিরূপে হইতে পারে? তাই সাধক ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ-কামনায় স্বীয় চিত্তবৃত্তি-

সমূহকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন;—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানই যে পণ্ড হইতেছে! কামাদি অসুরকুল সর্ব্বদাই দুর্দ্দান্ত প্রতাপে তোমাদিগকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিতেছে! তোমরা আত্মত্রাণার্থ ইন্দ্রদেবের শরণাপন্ন হও। যদি অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শত্রুকুলের সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রার্থনা কর। তিনি 'বিশ্বাসু সমৎসু সাহবাং' সর্ব্বপ্রকার অসুরযুদ্ধে আহ্বানযোগ্য। তিনি বল ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র নায়ক এবং অতিশয় যুদ্ধনিপুণ। তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব উপচিত করিতে হইবে। তাঁহার অর্চ্চনার্থ শুদ্ধসত্ত্বচন্দনমিশ্রিত জ্ঞান-কুসুমরাশি আহৃত কর। তাহা হইলেই তিনি আসিবেন। তোমরা ধন্য হইবে।' মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সুমহান ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

অনন্তর তিনি ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াংশে বলিতেছেন,—'হে শোভনধন্য পাপহারী সর্ব্বার্হ ইন্দ্রদেব! আপনি আমাদের যজ্ঞকর্ম্মসকলকে দোষশূন্য করুন।' মন্ত্রে আছে—'সবনানি' পদ। সবন-শব্দ যজ্ঞাঙ্গীভূত স্নানের দ্যোতক। স্নানে মলসমূহ বিধৌত হয়। যজ্ঞ বলিতে কি বুঝি? জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ প্রভৃতি অনেক প্রকার যজ্ঞই শ্রুতি-প্রতিপন্ন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচরে, ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তৎসমস্তই যজ্ঞ। সৎকর্ম্মমাত্রই যখন যজ্ঞ, 'সবন' পদ সৎকর্ম্মেরই দ্যোতক। সাধক এক দিকে চিত্তবৃত্তিনিবহকে উদ্বোধিত করিতেছেন, অন্যদিকে আবার কাতরভাবে যজ্ঞপতি ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছেন। সাধকের লক্ষ্য—কোন্ উপায়াবলম্বনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উদ্দীপিত হইবে। তন্নিমিত্তই প্রথমাংশে সাধক চিত্তবৃত্তিনিবহকে বলিতেছেন,—'তোমরা শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চিত কর'; এবং দ্বিতীয়াংশে ইন্দ্রদেবকে প্রার্থনা জানাইতেছেন—'হে প্রভো! আমার কর্ম্মাবর্ত্তনের মালিন্যরাশি বিদূরিত করুন। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সংস্কৃত হইয়া চিরস্থায়ী হইবে, আমিও ভবদীয় কৃপালাভে সমর্থ হইয়া পরিত্রাণ পাইব।' (১৪অ-১প—২খ-১সা)।

— — * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ত্বং দাতা প্রথমো রাধসামস্যসি সত্য ঈশানকৃৎ।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তুবিদ্যুম্নস্য যুজ্যা বৃণীমহে পুত্রস্য শবসো মহঃ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ ১খ—৪দ ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'ত্বং' 'রাধসাং' (পরমধনানাং) 'প্রথমঃ' (সর্ব্বেষাং মুখ্যঃ, শ্রেষ্ঠতমঃ) 'দাতা' 'অসি' (ভবসি), 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) 'ঈশানকৃৎ' (পরমধনদাতা – সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); 'তুবিদ্যুম্নস্য' (বহুধনবতঃ, প্রভূতঐশ্বর্য্যসম্পন্নস্য) শবসঃ পুত্রস্য' (বলস্য পুত্রস্য, সর্ব্বশক্তিময়স্য) 'মহঃ' (মহতঃ দেবস্য ইতি যাবৎ) 'যুজ্যা' (যোগ্যানি ধনানি, প্রার্থনীয়ানি ধনানি) 'বৃণীমহে' (সম্ভজামহে, প্রাপ্নুয়াম বয়ং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ হি পরমধনদাতা, ভবাত; বয়ং তস্য পরমাকাঙ্ক্ষণীয়ং ধনং লভেমহি – ইতি ভাবঃ॥ (১৪অ—১খ—২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি পরমধনের শ্রেষ্ঠতম দাতা হয়েন, সত্যস্বরূপ সাধকদিগের পরমধনদাতা হয়েন; প্রভূতঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিময় মহান্ দেবতার প্রার্থনীয় ধন আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই পরমধনদাতা হয়েন; আমরা যেন তাঁহার পরমাকাঙ্ক্ষণীয় ধন লাভ করিতে পারি।)॥ (১৪অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ইন্দ্র! 'প্রথমঃ' সর্ব্বেষাং মুখ্যস্ত্বং 'রাধসাং' ধনানাং 'দাতা' 'অসি'। যদ্বা, ধন-দাতৄণাং মধ্যে ত্বং প্রথম আদিমো ভবসি তথা ঈশানকৃৎ' তব স্তোতৄন ঈশানান ঐশ্বর্য্য-যুক্তান্ কুর্ব্বন ত্বং 'সত্যঃ' সত্যকর্ম্মাসি যথার্থ-কর্ম্মা ভবসীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ বয়ং 'তুবিদ্যুম্নস্য' বহু-ধনবতো বহুযশসো বা 'শবসঃ' বলস্য 'পুত্রস্য' শত্রুবধার্থং বলকরণেনোৎ-পন্নত্বাৎ বলপুত্রস্য অতএব 'মহঃ' মহতঃ তব 'যুজ্যা' যোগ্যানি ধনানি 'আ বৃণীমহে' সম্ভজামহে॥ (১৪অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৪৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি গাহিতেছেন,—'ত্বং রাধসাং প্রথমঃ দাতা' হে পরমদেবতা! আপনিই পরমধনের শ্রেষ্ঠতম দাতা হয়েন। ইহাপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কি হইতে পারে? জগতের শ্রেষ্ঠতম ধনভাণ্ডার তাঁহার করতলগত, অনন্তকুবেরভাণ্ডার তাঁহার পদতলে। তাঁহার প্রিয়সন্তানগণের জন্যই তিনি সেই ধনভাণ্ডার বিতরণ করেন। তাই তো সাধকগণ তাঁহাকে 'ঈশানকৃৎ' পরমধনদাতা বলিয়াছেন। 'ঈশানকৃৎ' পদের প্রকৃত অর্থ যিনি

(সাধককে) ধনদান করেন। সুতরাং উক্তপদে কেবলমাত্র ধনদান করা ব্যতীত ধনরক্ষা করাও বুঝায়। তিনি শুধু সাধককে ধনদান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, যাহাতে সাধক সেইধন রক্ষা করিবার শক্তিলাভ করিতে পারেন, তিনি তাহারও উপায় বিধান করেন। সেই জন্যই মন্ত্রে তাঁহাকে 'রাধসাং দাতা' এবং 'ঈশানকৃৎ' এই উভয় বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের পরমধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি সাধককে ধন দান করেন সত্য, কিন্তু আমাদের এমন কি ভাগ্য আছে যে তাঁহার সেই করুণা-লাভ করিতে সমর্থ হইব? তাই ভো প্রার্থনা—"হে ভগবন্! আমরা কি আপনার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইব? আমরা অজ্ঞান, অধম, সাধন-ভজন-হীন অভাজন; কৃপাবিতরণে আমাদিগকে আপনার কৃপালাভের অধিকারী করুন, আমরা কৃতার্থ হই, ধন্য হইয়া যাই।" মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই প্রার্থনার ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহাতেও অনেকাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র! তুমি সকলের মুখ্য-ধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি (স্তোতাগণকে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত কর। তুমি বহুধনবিশিষ্ট, এবং বলের পুত্র। তুমি মহান, তোমার যোগ্যধন সম্ভজনা করি" (১৪অ—১৭—২৭ ২সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

৩র ৪র ৩৪র৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১৭

১। আনোবিশ্বাসু। হব্যা ৩ ৪ ঔহোবা। আরিন্দ্রৰ্ সম। ৎসুভূষতা ২ ৩ ৪।

৫ ৫ ১২১২র ১ ২ ১ n ৩ ৫

ও ৬ হা। উপব্রহ্মাণি। সাপ২ ৩ না। নিবা ২। জা ২ ৩ ৪ তান।

১ ২ ২ ১ n ৩ র৫র ৪ ৩র ৪৫র

পরমজ্যা৩ৰ্চা। হুম্মায়ি। মা২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ পরমজ্যাঋচী।

৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ৭ ৫ ৫ ১২র১র২

মমা ৩ ৪ ঔহোবা। পারমজ্যাঃ। ঋচাম্বিমা ২ ৩ ৪। ও ৬ হা। ইন্দ্রা৩প্র।

১ ২ ৫ n ৩ ৫ ১ ২ ২ ১

থামো ২ ৩ রা। ধসা ২ ম। মা ২ ৩ ৪ সী। অসিসতা ঈ ৩ শা। হুম্মায়ি।

n ৩ ৫র র ৩ ৪ ৩৪র৫র ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২

না ২ কৌ ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ অসিসত্যঈশা। নকা ৩ ৪ ঔহোবা। আসিসত্যঃ।

র ১ ৭ ৫ ৫ ২ ১২ ১ ২ ১ n

ঈশানকা ২ ৩ ৪। ও ৬ হা। তুবিজাতস্য। বৃজা ২ ৩ য়া। বৃণা ২ স্মি।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১ n ৩

মা ২ ৩ ৪ হায়ি। পুত্রস্তশাবা ৩ সাঃ। হুম্মায়ি। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৩র র ৩ ৫

ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ স্‌॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনাশী তত্তম (বালি সাহস্রকসহিত একাশীতিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র র র র র র ২ র র র ২ ১ ২ ১ ২র
৫। আনোবিশ্বাসুহবামোহা ওহা ৩ এ। ঔহোঔহো ৩ বা। ইন্দ্র৺ সমৎসুভূষত।
২ ১২১২র ১২র n ২ ১ ২ —
ও ৩ হা। উপব্রহ্মাণিসবনোনিবৃত্রহন। ও ৩ হা। পরামা ১ জ্যা ২ ঃ।
২ ১ ২ ২ ৩ n ২ ২ ১র n
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ। ঔ হা ৩ এ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ঋচী। বা ২ বা
৫র র ২ র র র র র ২ র র র ২ ২ ১র
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ পরমজ্যাঋচীষমও৩াও৩া ৩ এ। ঔ৩াঔহো ২ বা। পরমজ্যা
২র ৪ ২ ১২র১র ২ ১র র ২র ১ ২ ১ ২
ঋচীষম। ও ৩ হা। ত্বন্দাতা প্রথমোরাধসামসি। ও ৩ হা। অসামিসা ১
— ৩ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
জ্যা ২ঃ। ঔ ৩ হা। ঔ ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩ হোয়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।
র১র n ৩ ৫র র ২ র র র র র ২
ঈশা। মা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ আসিনস্তঈশানকৃদোহাওহা ৩ এ।
র র র ২ ১ ২ র র ১ ১ ২ ১২১র ২র র
ঔহাঔহো ৩ বা। অসিনস্তঈশানকৃৎ। ও ৩ হা। তুবিদ্যুম্নস্যযুজ্যাবৃণীমহে।
১ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২
ও ৩ হা। পুত্রাস্যা ২ শা ২। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩ হোয়ি।
১ ২ ২ ১ n ৩ ৫র র
ঔ ৩ হো ৩ বা। বসঃ। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
সদো'বশী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। ১।২ . ৩ *

• • •

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ক ২র
প্রত্নং পীযূষং পূর্ব্ব্যং যদুক্থ্যং
৩ ২ ৩ ১ ৩ র ২র
মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রমভি জায়মান৺ সমস্বরন্ ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। উহাদের নাম যথা;—"শৈৎহ্য", "সদোবশীয়ম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'পীযূষং' (অমৃতং) 'প্রত্নং' (পুরাতনং, নিত্যং) 'উক্থ্যং' (প্রার্থনীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পূর্ব্ব্যং' (অপূর্ব্বং) 'যৎ' (যং শুদ্ধসত্ত্বং) 'নিরধুক্ষত' (দুহন্তি, লভন্তে—সাধকাঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং অভি' (ভগবন্তং অভিলক্ষ্য, ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মহঃ' (মহতঃ) 'গাহাৎ' (গাহনাৎ, নিগূঢস্থানাৎ, দ্যুলোকাৎ ইত্যর্থঃ) 'জায়মানং' (উৎপন্নং) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'আ' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'সমস্বরন্' (সংস্তুমঃ, প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দিব্যং অমৃতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ

দ্যুলোকের অমৃত, নিত্য, আকাঙ্ক্ষণীয় অপূর্ব্ব যে শুদ্ধসত্ত্বকে সাধকগণ লাভ করেন, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য মহান্ দ্যুলোক হইতে উৎপন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দিব্য অমৃত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)॥ (৪অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

* • *

সায়ণ ভাষ্যং।

'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ তত্র স্থিতৈর্দ্দেবৈঃ পীযূষং' পাতব্যং 'প্রত্নং' পুরাণং 'যৎ' সোমরূপমন্নং 'উক্থ্যং' প্রশংসমর্হতি 'পূর্ব্ব্যং' পুরাতনং তৎ সোমরূপমন্নং মহঃ' মহতঃ গাহাৎ' গাহনাৎ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'নিরধুক্ষত' আভিমুখ্যেন নির্দুহন্তি। ততঃ দুগ্ধং মিত্রং 'ইন্দ্রং' 'অভি' লক্ষ্য 'জায়মানং' তং সোমং 'সমস্বরন্' স্তোতারঃ সংস্তুবন্তি'॥ 'প্রত্ন' 'দিবঃ' ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* • *

প্রথম (১৪৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

— • —

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সাধকলভ্য পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব 'প্রত্নং'—পুরাতন, অর্থাৎ নিত্য। ভগবৎ-শক্তি অক্ষয় অব্যয়, চিরবর্ত্তমান। সেই স্বর্গের ধন লাভ করিতে, মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার উপায়লাভ করিতে কে না আগ্রহান্বিত হয়?

'পীযূষং' পদের ভাষ্যার্থ 'পাতব্যং'। কিন্তু এরূপ দূরার্থ কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। 'পীযূষ' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 'অমৃত'। এই অর্থেই মন্ত্রের ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'নিরধুক্ষত' পদের অর্থ দুহন্তি'। তাহা হইতে প্রাপ্তির ভাবই অধ্যাহৃত হয়।

সাধকগণ যে অমৃত লাভ করিয়া ধন্য হয়েন, আমরা সেই অমৃতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। ভগবান্ কৃপা করুন, আমরা যেন সেই পীযূষ লাভ করিয়া ধন্য হই।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে প্রচলিত মত সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"প্রশংসিত সোম প্রাচীনকাল হইতে দেবতাদিগের পেয় বস্তু হইয়াছেন। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সঙ্গে একটা টীকা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল, "সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে, ইত্যাদি বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং সমুদ্র হইতে অমৃতমন্থনস্বরূপ পৌরাণিক গল্প অনায়াসে উৎপন্ন হইল।"

আমরা এই টীকা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিব না। বৈদিক গবেষণার একটা নমুনার জন্য ইহা প্রদত্ত হইল। বৈদিক সময়ে আকাশকে জলীয় স্বরূপ মনে করিত বলিয়া আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই। তবে ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে একটা কথা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা এই যে, সোম ও অমৃত অভিন্ন পদার্থ। আমরা পূর্ব্বাপরই অমৃতময় ভগবানের শক্তিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে অমৃততুল্য বলিয়া আসিতেছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাতাও প্রকারান্তরে তাহাই বলিতেছেন। যাহা হউক, আমাদের ভাব যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে॥ (১৪অ—১খ ৩সূ ১সা)। *

—— ০ ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আদীং কেচিৎ পশ্যমানাস আপ্যং

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ক ২র

বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২

দিবো ন বারং সবিতা ব্যূর্ণুতে॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সবিতা' (জগৎপ্রেরকঃ, বিশ্বস্য সৎকর্ম্মপ্রেরকঃ দেবঃ) যদা 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'ন বারং' (অবারং, অনাচ্ছাদকং, জ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃর্ণুতে' (প্রকাশয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ) 'আৎ' (অনন্তরং, তদা) 'পশ্যমানাসঃ' (পশ্যন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'কেচিৎ' (সর্ব্বে ইত্যর্থঃ) 'বসুরুচঃ' (জ্যোতিঃধনসম্পন্নাঃ) 'দিব্যাঃ' (দিব্যভাবযুতাঃ সাধকাঃ) 'আপ্যং' (বন্ধুভূতং, যদ্বা অমৃততুল্যং) 'ঈং' (পরমধনং) 'অভ্যানূষত' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভগবৎকৃপয়া দিব্যজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধকাঃ পরমধনং লভন্তে ইতি ভাবঃ । (১৪অ—১খ—৩সূ ২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বিশ্বের সৎকর্ম্মপ্রেরক দেবতা যখন স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রদান করেন তখন জ্ঞানবান্ সকল জ্যোতিঃধনসম্পন্ন দিব্যভাবযুক্ত সাধকগণ বন্ধুভূত (অথবা অমৃততুল্য) পরমধন প্রার্থনা করেন । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক । ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ পরমধন লাভ করেন ।) ॥ (১৪অ—১খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'আৎ' অনন্তরং 'পশ্যমানাসঃ' এনং পশ্যন্তঃ 'দিব্যাঃ' দিবি ভবাঃ 'বসুরুচঃ' নাম কেচিৎ 'আপ্যং' বন্ধুষু সাধুং 'ঈং' এনং সোমং অভ্যানূষত অভ্যস্তুবন্ । কস্মাদনন্তরং ? উচ্যতে— 'দিবঃ' । 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'সবিতা' সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যঃ 'বারং' আবরকং অন্ধকারং 'ন বৃর্ণুতে' নাপগময়তি । তদা এনমস্তুবন্ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাগেব হি সোমং স্তুবন্তি খলু । 'দিবো ন বারং'—'বারমদেবঃ'—ইতি পাঠৌ । (১৪অ—১খ—৩সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১৪৯৩) সামের মর্ম্মার্থ ।

আলোচ্য মন্ত্রান্তর্গত 'সবিতা' পদে ভাষ্যকার 'সর্ব্বস্য প্রেরকঃ' 'সূর্য্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 'দিবঃ' পদের ভাষ্যার্থ 'দেবঃ' 'দ্যোতমানঃ' । সুতরাং 'দিবঃ সবিতা' পদদ্বয় একত্র গ্রহণ করিয়া অর্থ করা হইয়াছে—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য । 'সবিতা' পদের 'সূর্য্য' অর্থ অসঙ্গত নয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বত্রও দেখিয়াছি যে, উক্তপদের ব্রহ্ম অর্থই অধিকতর সঙ্গত । প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রেও 'সবিতুঃ' পদ আছে, তাহাতে ভাষ্যকারই উক্তপদের দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্ম এবং সূর্য্য এই উভয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে ।

'সবিতৃ' শব্দ প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন । যিনি বিশ্বকে প্রসব করেন, তিনিই সবিতা । উহার সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ এই যে, যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । তাই

'সবিতা' পদের অর্থ করা হইয়াছে—সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে'—সর্ব্বলোক প্রসবের জন্য তাঁহাকে সবিতা বলা হয়। ইহাই স্বাভাবিক অর্থ। কিন্তু ব্যাখ্যাদিতে উহার একটী দূরার্থ কল্পনা করা হইয়াছে। সেই অর্থ এই যে,—সূর্য্য তাঁহার আলোক দ্বারা জগৎকে প্রসব করেন অর্থাৎ সূর্য্যালোকে অন্ধকার দূরীভূত হইলে জগৎ দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হওয়াকেই ব্যাখ্যাকারগণ প্রসবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা যে অত্যন্ত দূরার্থক এবং কষ্টকল্পনামূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সূর্য্যার্থই অনেক স্থলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতাকে সূর্য্য বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। তাই পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতের মতে গায়ত্রী মন্ত্রে উপাসনাকারীগণ জড় সূর্য্যোপাসক বলিয়া অভিহিত হয়েন। এই জন্য আমরাও অনেক পরিমাণে দায়ী। কারণ আমরাই বেদ-মন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রেও সূর্য্য অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের পরিগৃহীত ভগবদর্থেই মন্ত্রার্থের সৌষ্ঠব সাধিত হয়, ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—যখন ভগবান মানুষের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করেন, যখন তিনি মানুষের হৃদয়ে 'দিবঃ ন বারং' স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রদান করেন, তখনই তিনি আপনার প্রকৃত মঙ্গল চিনিয়া লইতে পারেন, নিজের জীবনের কিরূপে চরম সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা অনুভব করিতে পারেন। জ্ঞানালোকের সাহায্যে তিনি আপনার গন্তব্য পথ দেখিতে পান, জীবনের চরমলক্ষ্য চিনিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—যখন সেই দিব্য জ্যোতিঃ প্রদান করেন তখন সাধক পরমধন প্রার্থনা করেন। কারণ তখনই কেবল তাঁহার হৃদয়ে সত্য ও অসত্য, 'সু' ও 'কু' সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রতিভাত হয়। তিনি বুঝিতে পারেন, পরমধন লাভ করাই মানবজীবনের চরমসার্থকতা। তাই জ্ঞানবলে তাহা অনুভব করিয়া তাহা প্রাপ্তির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। মন্ত্রে এই সত্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১৪অ—১খ—৩সূ—২সা)।*

———০———

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অধ যদি মে পবমান রোদসী
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
৩ ২উ ৩ ১ ৩ ৩ ১র ২র
যূথে ন নিষ্ঠা বৃষভো বিরাজসি ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক হে দেব!) 'যূথে' (প্রাণিবর্গে, সর্ব্বভূতেষু ইত্যর্থঃ) 'বৃষভঃ ন নিষ্ঠঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ যথা অধিষ্ঠিতঃ ভবতি) তদ্বৎ ত্বং 'যৎ' (যদা) 'ইমে রোদসী' (পরিদৃশ্যমানৌ দ্যুলোকভূলোকৌ) 'চ' (তথা) 'ইমা' (ইমানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'ভুবনা' (ভুবনানি) 'মজ্মনা' (স্বশক্ত্যা) 'অভি' (অভিভূতবান্ অসি, অভিভবসি ইত্যর্থঃ) 'অধ' (ততঃ, তদা) 'বিরাজসি' (বিশেষেণ রাজসি, জ্যোতির্ম্ময়ঃ ভবসি; ত্বং বিশ্বে দিব্যজ্যোতিঃ বিতরসি ইত্যর্থঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ বিশ্বাধিপতিঃ ভবতি, বিশ্ববাসিভ্যঃ দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছতি চ—ইতি ভাবঃ। (১৪অ—১খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেব! সর্ব্বভূতে অভীষ্টবর্ষক দেব যেমন অধিষ্ঠিত হয়েন, সেইরূপ আপনি যখন পরিদৃশ্যমান দ্যুলোকভূলোক এবং এই সকল ভুবনকে স্বশক্তিতে অভিভূত করেন, তখন আপনি বিশ্বে দিব্যজ্যোতিঃ বিতরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বাধিপতি হয়েন, এবং বিশ্ববাসীদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন।)॥ (১৪অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' সোম! 'অধ' অনন্তরং 'যৎ' যদা 'ইমে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ইমা' ইমানি 'বিশ্বা' বিশ্বানি 'ভুবনা' ভূতজাতানি 'চ' 'মজ্মনা' বলেন 'যূথেন' 'নিষ্ঠা' 'বৃষভঃ' যথা কশ্চিৎ 'বৃষভঃ' গবাং 'যূথে' বৃন্দে 'নিষ্ঠাঃ' নিষ্ঠিতঃ বর্ত্ততে। তদ্বৎ যূথস্থানীয়েষু ভূতজাতেষু নিষ্ঠিতো ভবসি। স ত্বং তথা কুর্ব্বন্ 'বিরাজসি' বিশেষেণ রাজসি। 'ভুবনাভিজ্মনা'—'ভুবনেষু বিতিষ্ঠসে'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ—১খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৪৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই প্রচলিত মত বুঝা যাইবে—"হে ক্ষরণশীল। এই যে দ্যুলোক ও ভূলোক, এই যে প্রাণীবর্গ তুমি নিজবলে সকলের উপর আধিপত্য কর। যেমন যূথের উপর বৃষ আধিপত্য করে, তদ্রূপ তুমি করিয়া থাক।" সোম সমস্ত প্রাণীর উপরে কিরূপে আধিপত্য করেন তাহা বুঝা দুষ্কর। আমরা মনে করি মন্ত্রে সোমের [illegible]নও উল্লেখ

নাই। 'পবমান' শব্দে পবিত্রকারক দেবতাকে বুঝায়। যিনি সমগ্র বিশ্বের পবিত্রতা সম্পাদন করেন, যিনি বিশ্বের উপর আধিপত্য করেন, তিনি কি সোমনামক মাদকদ্রব্য? বেদে কি তাহারই গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে? আমাদের মন্তব্য এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুত্র প্রকাশ করা হইয়াছে, এখানে সে সকলের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই বলিলেই হইবে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রে একটী সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই যে, বিশ্বাধিপতি ভগবানই জ্ঞান-জ্যোতির আধার ও উৎপত্তিস্থল। তিনি যখন বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন, প্রকাশিত হয়েন, তখন বিশ্ববাসী পবিত্র হয়, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়।

উপরোক্ত বঙ্গানুবাদ হইতে ভাষ্যার্থ একটু বিভিন্ন। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে সোম! ইসকে অনন্তর জব ইন দ্যাবাপৃথিবীকে বিষৈঁ ইন সকল প্রাণিয়োঁমে তী বল করকৈ গৌওঁকে সমূহ মে বিরাজমান বৃষভকী সমান বিরাজমান হোতে হায়"। (১৪অ—১খ—৩সূ ৩সা)।

—— ০ ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ২ ২ ৪র ৫ ২ন ৩ ৫ ১ ২ ১ ন

১॥ প্রত্না ৩ ১ য্। পী ১ যূ। ষম্। পূর্ব্ব্যা ২ ৩ ৪ যাৎ। যাদূ ৩। ক্ষিন্না ২ য।

৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১র ন

মহো ৩ ৪ ৫। গা ২ ২ ৩ ৪ হাৎ। দিবা ৩ নাবিঃ। অ। ধুক্ষতা ২।

৩ ২ ৩ ৫ ২র — ১ ন ৩ ২

ইন্দ্রং ৩ ৪ ৫ ম্। অ ২ ৩ ৪ ভী। ঝায়া ২। মানা ২ য। সমা ৩ ৪ ৫।

৩ ৫ ৩র২ ২ ৪ ৫ ২ন৩ ৫

স্বা ২ ৩ ৪ রাম্। আদ্দ ৩ ১ যিস্। কা ৩ য়চিৎ। প। শ্যামা ২ ৩ ৪ না।

১ ২ ১ ন ৩ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২১ ২

নাআ ৩। পিয়া ২ য্। বস্থ ৩ ৪ ৫। ন্না ২ ৩ ৪ চাঃ। দিপ্যা অভ্যাহ্নি। অ।

১র ন ৩ ২ ৩ ৫ ২ — ১ ন

নূষতা ২। দিবো ৩ ৪ ৫। না ২ ৩ ৪ বা। রুষ্ভসা ২। বিভা ২।

৩২ ৩ ৫ ২ ২ ২ ৪ ৫র ২ন৩

বিব্‌ ৩ ৪ ৫। প্‌ ২ ৩ ৪ তে॥ অথা ৩ ১। বা ৩ দি। মে। পাবা

৫ ১ ২ ১ ন ৩ ২ ৩ ৫

২ ৩ ৪ মা। নারো ৩। দসী ২। ইমা ৩ ৪ ৫। চা ২ ৩ ৪ বাযি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র১২১ ২ ১ ন ২র২ ৩ ৫ ২র
স্বাভবনা। ভি। মজ্মনা ২। যুধে ৩ ৪ ৫। না ২ ৩ ৪নীঃ। স্বগা ২।

১ ন ৩২ ৩ ৫
বস্তো ২। বিরা ৩ ৪ ৫। জা ২ ৩ ৪ নী।

* * *

৫ ২ ৪র ৫র ২১ ২ — ১ র২
২। প্রত্নস্পী ৩ যূষস্পূর্বিয়াম্। বদূকথা ১ য়া ২ ন। মহো ২ ৩ গাহর।

১র২১ ২ ২র ন ১১১
দিবাপনাগ্নিঃ। অধূ ২ ৩ ক্ষত্তাউ। বা ৩। স্তৌসেঃ ৩ ৪ ৫।

* * *

২ ১২ ১২ন৩ ৫ ২১২১ ৭র ন ৩ ৫
৩। ইন্দ্রমহোবা। জায়ামা ২ ৩ ৪ নাম। সমাস্বরান্। আদা ২ বিদ্বা ২ ৩ ৪ য়িবীহ।

১ — ২ ১২র ১ ৪৫ ৪
পা ২ শ্যা। ষা ২ ৩ না। দাআপিয়াম। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৩২ র র ৫ ৫ ১র র — ১ —
৪। বস্তু ৩ ৪। রুচেভিদ্যাভ। ভো ৬ বা। অনূসত্তদিবোভা ২ বা। রা ২

১ — ২ ১S ২রন ৩র২ন ১
ষ্পা। বা ২ ৩ মিভা। বিযৌ ৩ হো। বাভা ৩ ৪ ৩ ম্রি। পূ ২ ৩ ৫

৫ ৫
জো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র রররর ২ ররর ২ ১র ২র১র২
৫। অধযদিভেপবমাভ্রহাভ্রহা ৩ এ। ঔহোঔহো ৩ বা। নরোদসীইমাচনাদ্রি

১ ২ র১২র১২১র২র১র২ ২ ২ র১র —
ও ৩ হা। স্নাভুবনাভিমজ্মনাযূধেননাম্নি। ও ৩ হা। স্বাবার্যা ১ ভা ২ ঃ

র ২ ৪ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১র
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ। ঔ ৩ হোম্নি। ঔ ৩ হো ৩ বা। বিরাঃ অ

৩ ৫র র ২র১৩ ১১১
সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। নরোবিশা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

৪৩ ৪র৩র৪র ৩ ৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ২ ১র র
৬। প্রত্নম্পীযূষম্পূর্ব্ব্যংযদু। কৃথিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। মহোগাহাহ্ ২ ৎ। হা ৩ ১

২ন ৫ ৩ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ১ ২
উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। দিবা ৩ অনা। ঔহোবাহায়ি। আধুক্ষতা। ইন্দ্রমাভি

২ন ৫ ৩র২ ৪র ৫র ৪ ৫ ৩ ২
হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। জায়া ৩ মানম্। ঔহোবাহায়ি। সমা ও

৪ ৩র৪র৩র৭ ৩৪ঃরর র ৩ ২ ৩র৪র৫
স্বা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্। আদীঙ্কেচিৎপশ্যমানা। সআ। পিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২ন ৫ ৩ ২ ৪ ৫র ৪
বয়ুরুচোহ্ ২। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। দিব্যা ৩ অভা। ঔহোবা-

৫ ১ ২ ১ ২ র ১ ২ ২ন ৫ ৩ ২
হায়ি। আনুষতা। দিবোনাগা। হা ৩ ১ উা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। রপ্দা

৪ ৫র ৪ ৫ ৩২ ৪ ৩ ৪৩ ৪৫র ৪৫র
৩ বিত্তা। ঔহোবাহায়ি। নিযূ ৩ র্ণ্ ৫ ভা ৬ ৫ ৬ য়ি। অধ্যদিমেপবমা।

র ৩ ২ ১ ৩র৪র৫ ২১র ২ন
নয়ো। দসা ৩ ৪ ঔহোবা। উমাচনাহ্ ২ য়ি। হা ৩ ১ উবা ২ ৩। উ ৩ ৪

৫ ৩র২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২ ১ ২র র ১ ২
পা। স্বাভূ ৩ বনা। ঔহোবাহায়ি। ভায়িমঞ্জুনা। যৎেমানি। হা ৩ ১

২র ৫ ৩র ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ৩ ২ ৪
উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। স্থাবা ৩ র্হ্রুঃ। ঔহোবাহায়ি। বিয়া ৩ আ ৫ সা

৩ ১ ১ ১ ১
৬ ৫ ৬ য়ি। উ ২ ৩ ৪ ৫। ১ ২ ৩।

———•———

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইমমূ যু ত্বমস্মাকঁ সনিং গায়ত্রং নব্যাঁসম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "যৌধাজয়", (২) "আমহীয়বম্", (৩) "ঐড়দৌপর্ণম্", (৪) "সত্রাসাহীয়ম্", (৫) "সদোবিশীয়ম্" এবং (৬) "উৎসেধম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব!) 'ত্বং' 'অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং) 'সনিং' (আহবনীয়ং, হবিঃ) তথা 'নব্যাংসং' (চিরনূতনং) 'গায়ত্রং' (স্তোত্রং) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষু) 'সু' (সুষ্ঠু-রূপেণ, অস্মাকং সুমঙ্গলার্থং) 'প্র বোচঃ' (প্রব্রূহি, প্রাপয় ইতি যাবৎ)। অস্মদভীষ্টপূরণার্থং অস্মাকং পূজাং সর্ব্বান্ দেবান্ প্রাপয় ইতি প্রার্থনা। (১৪অ—১খ—৪২—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা) এবং চিরনূতন গায়ত্রী স্তোত্র, সকল দেবতার নিকট আমাদের সুমঙ্গলার্থ প্রাপ্ত করান। আমাদের অভীষ্টপূরণার্থ আমাদের পূজা সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন—ইহাই প্রার্থনা। (১৪অ—১খ— সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বং' 'অস্মাকং' অস্মৎসম্বন্ধিনং 'ইমং উ ষু' পুরোদেশেঽবস্থীয়মানমপি 'সনিং' হবির্দ্দানং 'নব্যাংসং' নবতরং 'গায়ত্রং' স্তুতিরূপং বচোঽপি 'দেবেষু' দেবানামগ্রে 'প্র বোচঃ' প্রকর্ষেণ ব্রূহি। (১৭—১খ ৪সূ ১সা)।

* . *

প্রথম (১৪৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——— .:‡ * ‡:. ———

এ মন্ত্রের 'নব্যাংসং' এবং 'প্র বোচ' পদ দুইটী উপলক্ষে নানা মতান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। 'নব্যাংসং' পদে 'নবরচিতং' অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদবিদ্বেষিগণ কহেন,—'এই দেখুন, বেদ যে অপৌরুষেয় নহে, বেদের মন্ত্রগুলি যে সেদিন নূতন রচিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার প্রমাণ দেখুন'। কিন্তু তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না যে,—গায়ত্রীমন্ত্র চিরনূতন, আর সেই ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। 'প্র বোচ' পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'মানুষ-রূপ দেবতা অগ্নি, অন্যান্য মানুষরূপ দেবতাকে যেন এই মন্ত্র-রচনার ও হবির্দ্দানের কথা ভাল ক'রয়া বুঝাইয়া বলেন; সেই ভাব এখানে ব্যক্ত হইয়াছে' পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, মন্ত্র তাঁহার চক্ষে সেই ভাবই প্রকটিত করিবে। এখানেও তাই। নিত্য সনাতন এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনিই একমাত্র অগ্নিরূপে জ্যোতি-রূপে পরিদৃশ্যমান; অন্য দেবগণ দৃষ্টির অতীত। তাই আপনারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—

আমার পূজা-অর্চনা আপনিই সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকম্পার অধিকারী করুন।' (১৪অ—১খ—৪সূ—১সা)।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ।

৩ ২ ৩ ১ ২

সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্ররশ্মিযুত হে দেব!) 'ঊর্ম্মৌ' (ঊর্ম্মিঃ, তরঙ্গঃ) 'উপাকে' (সমীপে, অভ্যন্তরে) 'সিন্ধোঃ' (সিন্ধুঃ, অর্ণবঃ) 'আ' (ইব) যথা 'বিভক্তা' (বিভিন্নভূতে অবস্থিতা) 'অসি' (ভবসি); 'দাশুষে' (হবির্দ্দত্তবতে, প্রার্থনাকারিণে) 'সদ্যঃ' (অবিলম্বেন) 'ক্ষরসি' (করুণাবর্ষণং করোষি)। ত্বং হি অর্ণবঃ জীবো হি তরঙ্গঃ; অহং করুণাং যাচে; মংপ্রতি সদয়ো ভব, ত্বয়া কৃপাং কুরু—ইতি প্রার্থনা ॥ (১৪অ—১খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিচিত্ররশ্মিযুত হে দেব! তরঙ্গের মধ্যে যেমন অর্ণবের বিস্তার, বিভিন্ন দেহে আপনি সেইরূপ বিস্তৃত বিভক্ত হইয়া আছেন। প্রার্থনাকারীকে অবিলম্বে করুণাধারা বর্ষণ করেন। আপনিই অর্ণব, জীবই তরঙ্গ; আমি করুণা যাচ্ঞা করি; মৎপ্রতি সদয় হউন, ত্বরায় কৃপা করুন—ইহাই প্রার্থনা। (১৪অ—১খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'চিত্রভানো' বিচিত্র-রশ্মি-যুক্তাগ্নে! 'বিভক্তা' বিশিষ্টস্য ধনস্য প্রাপয়িতা 'অসি' ভবসি। তত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে আকারউপমার্থীয়ঃ। যথা 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'উপাকে'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সমীপে 'ঊর্ম্মা' ঊর্ম্মিং। তরঙ্গোপলক্ষিতং কুল্যাদিরূপং প্রবাহং বিভক্তাসি ভবং। 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'সদ্যঃ' সদা তাদেব 'ক্ষরসি' কর্ম্ম-ফল ভূমৌ বৃষ্টিং করোষি। (৪অ - ১খ - ৪সূ -- ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১৪৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

— — • — —

সিন্ধুতে ও ঊর্ম্মিতে যে সম্বন্ধ জগদীশ্বরে ও জীবে সেই সম্বন্ধ। ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে জীবসত্ত্ব তরঙ্গ মাত্র। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই তত্ত্ব পরিব্যক্ত দেখি। এ অংশ ভগবানের মহিমা-পরিজ্ঞাপক। মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানের করুণা কণা-প্রার্থনামূলক। তবে এ মন্ত্রের উপমান উপমেয় পদাবলি কিছু জটিলভাবাপন্ন, সুতরাং মন্ত্রটীর অর্থ বিষয়ে নানা মতান্তর দেখিতে পাই 'ন' অব্যয় পদ উপমা-অর্থ-জ্ঞাপক। 'ঊর্ম্মৌ' ও 'সিন্ধোঃ' পদদ্বয়ে বিভক্তি ব্যত্যয় মান্য করিতে হয়। 'বিভক্তা অসি' পদদ্বয়ে যাঁহার প্রতি লক্ষ্য আছে, তাঁহাকে সিন্ধুস্থানীয় মনে না করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না। অতএব, 'তরঙ্গের অভ্যন্তরে যেমন সিন্ধুর প্রভাব বা বিস্তার',—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সায়ণ যে ভাবে উপমার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে উপমান-উপমেয় অনুসন্ধানে স্বতঃই বিভ্রম আনয়ন করে। ঊর্ম্মির সমীপে সিন্ধু, কি সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মি? কোন্ উপমা সঙ্গত? অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এ ক্ষেত্রে নানারূপ কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছেন। * আমাদের ব্যাখ্যা সাদাসিধা-ভাবেই সম্পন্ন হইল। (১৪অ—১খ—৪সূ—২সা)। †

---

* সায়ণের ভাব তাঁহার ভাষ্যে ও ভাষ্যানুবাদে দেখুন। তাঁহার ভাষ্যাবলম্বনে যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—"হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি! সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মির ন্যায় তুমি ধনের বিভাগকর্ত্তা; হব্যদাতাকে তুমি সদ্য কর্ম্মফল বর্ষণ কর।" একজন অনুবাদক এখানেও আবার সোমরসের সম্বন্ধ লক্ষ্য করেন। তাঁহার অনুবাদ,—"হে বিচিত্র-প্রভাবিশিষ্ট অগ্নিদেব, বিন্দু বিন্দু করিয়া সোমলতা হইতে নিষ্কাশিত সোমরস প্রবাহের সমীপে (অর্থাৎ প্রভূত সোমরস পান দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া) আপনি যজমানকে ধন প্রদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।" ইংরাজীতে অনুবাদ আর এক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। যথা,—"O God, with bright splendour, thou art the distributor. Thou instantly flowest for the liberal giver in the wave of the river, near at hand."

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'নঃ' (অস্মান) 'পরমেষু' (উৎকৃষ্টেষু, পরমার্থসম্বন্ধিষু) 'বাজেষু' (মোক্ষরূপ-ধনেষু) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'ভজ' (প্রাপয়); 'মধ্যমেষু' (স্বর্গাদিলাভরূপেষু বাজেষু প্রাপয় ইতি শেষঃ); 'অন্তমস্য' (অন্তিকস্য, ইহসংসারসম্বন্ধিনঃ) 'বস্বঃ' (ধনানি সৎকর্ম্ম-সহযুতানি জ্ঞানস্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'শিক্ষ' (দেহি)। অস্মান্ সৎকর্ম্মসহযুতান্ কুরু, অস্মাকং স্বর্গাদিসুখকামনাং যজ্ঞপ্রবৃত্তিঞ্চ দেহি, অন্তিমেঽপি মোক্ষং প্রাপয়—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১৪অ—১খ—৪সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমাদিগকে পরমার্থ-সম্বন্ধীয় মোক্ষরূপ ধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন; স্বর্গাদিলাভরূপ যজ্ঞে যেন প্রাপ্ত করান; ইহসংসার-সম্বন্ধী সৎকর্ম্মসহযুত জ্ঞানস্বরূপ ধন সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মসহযুত করুন, আমাদিগের স্বর্গাদিসুখ-কামনা এবং যজ্ঞপ্রবৃত্তি দান করুন, অন্তিমে মোক্ষ প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনার ভাব। (১৪অ—১খ—৪সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'পরমেষু' উৎকৃষ্টেষু দ্যুলোক-বর্ত্তিষু 'বাজেষু' অন্নেষু 'নঃ' অস্মান 'আ ভজ' সর্ব্বতঃ প্রাপয়। 'মধ্যমেষু' অন্তরিক্ষ-লোকবর্ত্তিষু বাজেষু আভজ। 'অন্তমস্য' অন্তিকতমস্য ভূ-লোকস্য সম্বন্ধীনি 'বস্বঃ' বসূনি 'শিক্ষ' দেহি। (১৪অ—১খ—৪সূ—৩সা)।

তৃতীয় (১৪৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রে মানুষের ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রকটিত দেখি। মানুষ ইহসংসারে সুখ-সম্পদ কামনা করে। সৎকর্ম্মসংযুত জ্ঞানরূপ ধন সে সুখের শ্রেষ্ঠ-সুখ। স্বর্গাদি কামনায় প্রধানতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গসুখ মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষার বিষয়। সে সুখলাভকে মধ্যম সুখলাভ বলা যাইতে পারে। সেই সুখ-লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, স্বর্গসুখ-প্রাপ্তি-পক্ষে চেষ্টা করিতে করিতে, মোক্ষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়· মোক্ষই উৎকৃষ্ট। তাই 'পরমেষু বাজেষু' বলা হইয়াছে। ইহলোকের কর্ম্ম একান্ত শিক্ষণীয়; তাই 'অন্তমস্য বস্বঃ' প্রসঙ্গে 'শিক্ষ' ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করিতেছি। এ সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায়, — 'হে ভগবন্! আমরা যেন ইহসংসারে থাকিয়া সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে অভ্যস্ত হই, — আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মের পন্থ প্রদর্শনে শিক্ষা দান করুন। সৎকর্ম্মেই জ্ঞান সঞ্জাত হয়। জ্ঞানই সংসারের পরমধন। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—আমরা যেন কামনাপরবশ হইয়াও যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। থাকুক কামনা, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—কামনা যদি সৎসম্বন্ধ প্রযুক্ত হয়। স্বর্গাদি কামনা করিয়াই আমরা যেন যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। হে ভগবন্! সে শক্তিও আমাদিগকে দেও। চরম প্রার্থনা, - এই সকল কর্ম্মের মধ্য দিয়া, নানারূপ আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়া, আমাদিগকে সেই পরম-সুখ মুক্তি প্রদান করুন। সংসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের শিক্ষা পাইতে পাইতে, স্বর্গাদি-মূলক যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠধন লাভ হউক।' * মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১৪অ—১খ ৪সূ—৩সা)॥

---

* এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই দুর্ব্বোধ্য। প্রার্থনাকারী কি ধন চাহিতেছেন, তাহাতে তাহা বোধগম্য হয় না। তিনটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) "পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর।" (২) "হে অগ্নিদেব আপনি আমাদিগকে স্বর্গলোকস্থিত উৎকৃষ্ট ধন, অন্তরিক্ষলোকস্থিত মধ্যম ধন এবং ভূলোকস্থিত অধম ধন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি প্রদান করুন।" (৩) ইংরাজী অনুবাদ; যথা,— "Let us partake of all booty that is highest and that is middle (i, e, that dwells in the highest and in the middle world); help us to the wealth that is nearest." এ সকল অর্থে, স্বরূপ-পক্ষে কোন্ ধন লক্ষীভূত, তাহা বুঝা যায় কি?

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২উ ৩১র ২র ৩২৩১২ ৩১২
অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।
৩১র ২র
অহং সূর্য্য ইবাজনি॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতুঃ' (লোকানাং পালকস্য রক্ষকস্য বা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'মেধাং' (স্বরূপশক্তিং—প্রজ্ঞানাত্মিকাং ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অহং ইৎ' (অহমেব) 'জগ্রহ' (হৃদি ধারয়ামি পোষয়ামি বা, পুষ্ণামি ইতি ভাবঃ); 'হি' (তর্হি) 'অহং' (হৃদি সত্যভাবপোষণকারী) 'সূর্য্য ইব' (সূর্য্যবৎ প্রকাশমানঃ, স্বপ্রকাশঃ) 'অজনি' (প্রাদুর্ভবেয়ং)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ স্বরূপশক্তিধারণয়া সহ ভগবদ্বিভূতিলাভেন আত্মপ্রকাশো ভবতি॥ ১৪অ ১খ ৫সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের পালক বা রক্ষক সৎস্বরূপ ভগবানের প্রজ্ঞানরূপ স্বরূপশক্তিকে আমি হৃদয়ে পোষণ করি; তাহা হইলে, হৃদয়ে সত্য-ভাব-পোষণকারী আমি সূর্য্যবৎ প্রকাশমান হইতে পারি। (ভাব এই যে,—ভগবানের স্বরূপশক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিভূতি লাভের দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয়)। (১৪অ—১খ—৫সূ—১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পিতুঃ' পালকস্য 'ঋতস্য' 'সত্যস্য' অবিতথস্য ইন্দ্রস্য 'মেধাং' অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং 'অহমিৎ' অহমেব 'পরিজগ্রহ' পরিগৃহীতবান্ 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ 'অহং সূর্য্যইবাজনি' সূর্য্যো যথা প্রকাশমানঃ সন্ প্রাদুর্ভবতি তথাহমপি প্রাদুরভূবং॥ 'জগ্রভ' 'জগ্রাহ'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ-১খ—৫সূ-১সা)॥

প্রথম (১৪৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা আত্মোদ্বোধক মন্ত্র বলিয়া মনে করি। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি (মেধা) লাভের জন্য এখানে সাধকের প্রচেষ্টার বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন,—সত্যের মেধা লাভ করিতে পারিলেই আপনিও সত্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন, সত্যের সহিত মিলিত হইলেই সৎস্বরূপত্ব অধিগত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যাতেই সে নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। সেই মেধা বা স্বরূপশক্তি কাহার? তাঁহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—'ঋতস্য পিতুঃ'; অর্থাৎ, সত্যের পালক বা রক্ষক বা উৎপাদয়িতা। যাঁহা হইতে সত্য উৎপন্ন হয়, যিনি সত্যকে রক্ষা করেন এবং সত্য যাঁহার দ্বারা পরিপুষ্ট, তাঁহারই মেধা অর্থাৎ প্রজ্ঞান-শক্তি লাভের জন্য এখানে আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশমান। আমি সেই মেধা যদি লাভ করিতে পারি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ-শক্তির যদি অধিকারী হই, তাহা হইলে ঐ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ হইতে পারি; অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন আপনি প্রকাশ হইয়া জগৎকে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমিও তাহাই হই; নিজে উদ্ধার পাই এবং জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হই। আকাঙ্ক্ষা—সেই মেধা-লাভ; লক্ষ্য—তদ্দ্বারা আপনার ও জগতের হিতসাধন। এই মর্ম্ম, এই অর্থই আমরা এই মন্ত্রে লক্ষ্য করি। (১৪অ-১খ ৫সূ-১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩২
অহং প্রত্নেন জন্মনা গিরঃ শুম্ভামি কণ্বৎ।

২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
যেনেন্দ্রঃ শুষ্মমিদ্দধে॥ ২॥

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দশমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। পার্থক্য মাত্র—সেখানে 'জগ্রভ' স্থলে 'জগ্রভ' পাঠ দেখি। ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৪খ—৪দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

২। এই সাম-মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছি।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কণ্ববৎ' (কণ্বঃ ইব, ক্ষুদ্রশক্তিঃ জনঃ ইব, হীনশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'প্রত্নেন জন্মনা' (চিরন্তনেন জন্মনা, চিরজীবনং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (বাক্যানি) 'শুম্ভামি' (অলঙ্করোমি, প্রার্থনাযুক্তানি করবাণি ইতি ভাবঃ); 'যেন' (যেন স্তোত্রেণ, তয়া প্রার্থনয়াঃ—প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'শুষ্মং' (রিপুনাশকং বলং) তথা 'ইৎ' (পরাজ্ঞানং) 'দধে' (প্রযচ্ছতু—মহ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং নিত্যকালং প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি ; ভগবান্ মহ্যং দিব্য-শক্তিং দিব্যজ্ঞানঞ্চ প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—১খ—৫সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হীনশক্তি প্রার্থনাকারী আমি যেন নিত্যকাল বাক্যসমূহকে প্রার্থনাযুক্ত করি; সেই প্রার্থনাদ্বারা প্রীত হইয়া বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা রিপুনাশক বল এবং পরাজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন নিত্যকাল প্রার্থনাপরায়ণ হই ; ভগবান্ আমাকে দিব্যশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (১৪অ—১খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কণ্ববৎ' কণ্বইব অহমপি 'প্রত্নেন' চিরন্তনেন 'জন্মনা' 'গিরঃ' ইন্দ্র-বিষয়াণি স্তোত্রাণি 'শুম্ভামি' অলঙ্করোমি। যেন স্তোত্র-সমূহেন 'ইন্দ্রঃ' 'শুষ্মং' শত্রূণাং শোষকং 'দধং' দত্ত এব ধারয়ত্যেব যৎ স্তোত্রমিন্দ্রে ঈদৃশং বলমবশ্যং জনয়তি তৎ স্তোত্রমলঙ্করোমীত্যর্থঃ। 'জন্মনা' - মন্মনা - ইতি পাঠৌ। (১৪অ—১খ - ৫সূ - ২সা)॥

"মৈঁ নে হী পালনকর্ত্তা সত্যস্বরূপ ইন্দ্রকী অনুগ্রহরূপা বুদ্ধিকো গ্রহণ কিয়া হৈ ঐসা হোনেকে কারণ হী জৈসে সূর্য্য প্রকাশ করতা হুয়া প্রকট হোতা হৈ বৈসে হী মৈঁ ভী প্রকট হুয়া হুঁ।"

৩। এই মন্ত্রের 'পিতুঃ' শব্দ উপলক্ষে বিবরণকার 'কণ্বস্য সকাশাৎ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'ইৎ' ও 'হি' পদদ্বয়, তাঁহার মতে, পাদপূরকরূপে ব্যবহৃত আছে।

দ্বিতীয় (১৪৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'কণ্বৰৎ' পদসম্বন্ধেই প্রধানতঃ ভাষ্যাদির সহিত আমাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, 'কণা' হইতে উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কণা' অর্থ ক্ষুদ্র, হীন। 'কণ্ব' পদে তাই হীনশক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। আলোচ্য-মন্ত্রে প্রার্থনাকারী নিজকে 'কণ্ববৎ' বলিয়াছেন। একজন অনুবাদকার উহার অর্থ করিয়াছেন - 'কণ্বের ন্যায়'। সমগ্র মন্ত্রটীরই প্রচলিত বাংলা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, - "আমি কণ্বের ন্যায় নিত্য স্তোত্র দ্বারা বাক্যসমূহ অলঙ্কৃত করি, উহা দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন।" এই অনুবাদ হইতে ইহা বুঝা যায় যে, 'কণ্ব' নামে কোন ভগবৎভক্ত পুরুষ ছিলেন, প্রার্থনাকারী তাঁহারই ন্যায় স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, - বেদে কোনও ব্যক্তি বা স্থানবিশেষের নাম নাই। 'কণ্ব' বলিয়া সাধক এখানে নিজের দুর্ব্বলতা অক্ষমতাই ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়াছেন। বিবরণকার বলিতেছেন, 'কণ্বঃ অস্য মন্ত্রস্য দ্রষ্টা'। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'কণ্ব' নামক ঋষিই এই মন্ত্রের ঋষি। কিন্তু তাই যদি হয় তবে ব্যাখ্যাকারগণের 'কণ্বের ন্যায়' অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কেহ কি নিজের সঙ্গে নিজের তুলনা দেয়? বস্তুতঃ মন্ত্রেও প্রকৃতপক্ষে কোনও তুলনা দেওয়া হয় নাই।

মন্ত্রের শেষাংশ সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ অনিবার্য্য। উপরে উদ্ধৃত অনুবাদে আছে,— উহা দ্বারা ইন্দ্র বল ধারণ করেন, অর্থাৎ প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন, তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা ইন্দ্র শক্তিলাভ করিবেন। কোন ভক্তের পক্ষে, প্রার্থনাকারীর পক্ষে তাহা বলা কি সম্ভবপর—না উহা দ্বারা কোন সুষ্ঠু ভাব প্রকাশিত হয়? যাহা হউক, আমাদের মত যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে॥ (১৪অ - ১খ—৫সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুর্ঋষয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ।
১র ২র ৩ ১ ২
মমেদ্বর্দ্ধস্ব সুষ্টুতঃ॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের একাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব !) 'যে' (যে জনাঃ) 'ত্বাং ন তুষ্টুবু' (ত্বাং ন আরাধয়ন্তি — তে বিনষ্টাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ), 'চ' (তথা) 'যে ঋষয়ঃ' (যে সত্যদ্রষ্টারঃ, যে জ্ঞানিনঃ) ত্বাং 'তুষ্টুবু' (আরাধয়ন্তি - তে মুক্তিং বা পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি শেষঃ); হে দেব ! ময়া 'সুষ্টুতঃ' (আরাধিতঃ সন) 'মমেৎ' (মম জ্ঞানং) 'বর্দ্ধস্ব' (প্রবুদ্ধং কুরু)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ মোক্ষং লভন্তে—সাধনহীনাঃ বিনশ্যন্তি ; হে ভগবন ! কৃপয়া মহ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি ভাবঃ ॥ (১৪অ -১খ ৫সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব ! যে সকল ব্যক্তি আপনাকে আরাধনা না করে তাহারা বিনষ্ট হয়, এবং যে সকল জ্ঞানীব্যক্তি আপনাকে আরাধনা করেন তাঁহারা মুক্তি (অথবা পরাজ্ঞান) লাভ করেন ; হে দেব ! আমা-কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া আমার জ্ঞানকে প্রবুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন, সাধনহীনগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ; হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (১৪অ—১খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র' ! 'যে' জনাঃ 'ত্বাং' 'ন তুষ্টুবুঃ' ন স্তুবন্তি 'যে চ ঋষয়ঃ' মন্ত্রাণাং দ্রষ্টারঃ জনাঃ 'তুষ্টুবুঃ' ত্বাং স্তুবন্তি উভয়েষাং মধ্যে 'মমেৎ' মমৈতৎস্তোত্রেণ 'সুষ্টুতঃ' শোভনং স্তুতঃ সন্ 'বর্দ্ধস্ব' বৃদ্ধো ভব। (১৪অ—১খ—৫সূ—৩সা)।

ইতি চতুর্দ্দশস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১৫০০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তৃতীয় অংশে আছে - প্রার্থনা। মন্ত্রের প্রথম অংশ - যে তোমাকে ভজনা না করে, সে বিনষ্ট হয় ; দ্বিতীয় অংশ — যিনি ভজনা করেন তিনি রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন, মুক্তিলাভ করেন। এখন একটা সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি ভগবান কেবলমাত্র মানবের আরাধনার জন্য লালায়িত ? ইহা কি একটা ব্যবসায়-মাত্র ? অর্থাৎ যে তাঁহার আরাধনা ভজনা করিবে, সে

তাঁহার প্রশংসাগীতি গাহিবে, সেই মুক্তি পাইবে, আর যে তাঁহার স্তুতিবাদ করিবে না, সে পতিত থাকিবে। ভগবান্ কি তোষামোদপ্রিয়?

এই সকল প্রশ্ন উঠিতে পারে, এবং একশ্রেণীর নাস্তিক অথবা অর্দ্ধনাস্তিক পণ্ডিত এই সকল প্রশ্নও তুলিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ধীরভাবে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাউক, ভগবানের সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ এবং আরাধনার প্রকৃত অর্থ কি?

বিশ্ব ভগবান্ হইতেই আসিয়াছে এবং তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। মায়ার ঘোরে, অবিদ্যার প্রেরণায় সে আপনাকে সসীম ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে। সেই সসীমত্ব ক্ষুদ্রত্ব প্রভৃতির ধারণা অজ্ঞানতার ফল। ত্রিবিধ দুঃখে মানুষ জর্জ্জরিত হইতেছে, কিন্তু সেই দুঃখের কারণ—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার বশে মানুষ সত্যদর্শন করিতে পারে না, মোহের ঘোরে আপনার স্বরূপাবস্থার বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু জীবনের, তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে সেই পূর্ব্বস্মৃতির রেশ বর্ত্তমান থাকে। সে যে মহান ছিল, পবিত্র ছিল, সেই ধারণা কিছুতেই তাহার মন হইতে দূরীভূত হয় না। ক্ষীণ স্মৃতি সর্ব্বদাই তাহাকে একটা অনির্দ্দেশ্য অস্বস্তিতে পূর্ণ করিয়া দেয়। সেই অস্বস্তি পূর্ব্বস্মৃতির স্পন্দন-মাত্র। একটা অতৃপ্তি মাঝে মাঝে মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে, কি যেন ছিল, কি যেন কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে, এমনই একটা ভাব মনের মধ্যে অবিরত সঞ্চরণ করিতে থাকে। সেই ভাব মানুষকে সচেতন করিয়া দেয় যে, তুমি হীন পতিত নও মানব, তুমি উন্নত পবিত্র 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং', মায়ার ঘোরে, মোহের ছলনায় আপনাকে হীন দুর্ব্বল মনে করিয়া পতনের দিকে চলিতেছ কেন? তুমি যে সেই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছ, তুমি যে ব্রহ্মস্বরূপ। মায়ামোহ পরিত্যাগ কর, উঠ জাগরিত হও, আপনার স্বরূপ অবগত হও।

কিন্তু কিরূপে সেই স্বরূপ অবস্থা লাভ করা যায়? তাহার উত্তর দিতে হইলেই উপাসনা আরাধনার প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ণাৎ পূর্ণতর সেই পরমপুরুষের অনুধ্যানে—আরাধনায় রত হইলে, তাঁহার গুণকীর্ত্তন, মহিমা প্রখ্যাপন করিলে মন আপনা-আপনি তাঁহার ভাব ও শক্তি লাভ করে। মানুষ যাহা ছিল, আবার তাহাই হওয়া মানবজীবনের উদ্দেশ্য—মানবজীবনের চরম পরিণতি। পূর্ণশক্তির, পূর্ণজ্ঞানের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিলে, আপনাকে সমাহিত করিতে পারিলে, মানুষ ক্রমশঃ আপনার স্বরূপ অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই—প্রার্থনা, আরাধনার মর্ম্ম। প্রার্থনার অর্থ ভগবানকে তোষামোদ করা নয়, মানবের প্রার্থনায় তাঁহার কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। তিনি অবিচলিত নিত্যপ্রাজ্ঞ স্বরূপস্থ। তাঁহার অনুধ্যানে মানুষ সেই অবস্থাই লাভ করিতে পারে।

তাই যিনি সৌভাগ্যবশতঃ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন, ভগবদারাধনায় রত হয়েন, তিনি ক্রমশঃ আপনার অভীষ্টসাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। অন্যথায় মানব ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের ইহাই সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের নিকট পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সমগ্র মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত

বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র! যাহারা তোমাকে স্তুতি করে না ও যে ঋষিগণ তোমাকে স্তুতি করে (এই সকলের মধ্যে) আমার (স্তোত্র) সুন্দররূপে স্তুত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।" (১৪অ–১খ ৫সূ–৩সা)॥ ০

—— ০ ——

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে বিশ্বেভিরগ্নিভির্জ্জোষি ব্রহ্ম সহস্কৃত।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে দেবত্রা য আয়ুষু তেভির্নো মহয়া গিরঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (সহসা, বলেন কৃত, আত্মশক্ত্যুৎপন্ন) 'অগ্নে' (জ্ঞানদেব, অস্মাকং হৃন্নিহিত হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরমব্রহ্মং) 'জুষস্ব' (প্রাপ্নোহি); হে অস্মাকং মনঃ! 'যে দেবত্রা' (যে জ্ঞানকিরণাঃ দেবেষু বর্ত্তমানাঃ) তথা 'যে আয়ুষু' (যে জ্ঞানকিরণাঃ মর্ত্ত্যেষু, মনুষ্যেষু বর্ত্তমানাঃ) 'তেভিঃ' (তৈঃ) 'বিশ্বেভিঃ' (বিশ্বৈঃ, সর্ব্বৈঃ) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গিরঃ' (বাচঃ, স্তোত্রাণি) 'মহয়' (পূজয়, সমলঙ্কৃতানি কুরু ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানযুতেন স্তোত্রেণ বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম–ইতি ভাবঃ॥ (১৪অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্ত্যুৎপন্ন, আমাদের হৃন্নিহিত হে জ্ঞানদেব! আপনি পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হউন; হে আমাদের মন! যে জ্ঞানকিরণ দেবতায় বর্ত্তমান এবং যে জ্ঞানকিরণ মনুষ্যে বর্ত্তমান সেই সকল জ্ঞানকিরণের দ্বারা তুমি আমাদের স্তোত্রসমূহকে সমলঙ্কৃত কর। (মন্ত্রটী

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই। (১৪অ—২খ—১সূ—১সা)।

॰ ॰ ॰

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সহস্কৃত' সহসা বলেন কৃত উৎপাদিত হে অগ্নে! 'বিশেভিঃ' বিশৈঃ সর্ব্বৈর্ষষ্টবাতরা স্থিতৈরগ্নিভিঃ সহ 'ব্রহ্ম' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং স্তোত্রং হবীরূপমন্নং বা 'জোষি' জুষস্ব কিঞ্চ 'যে দেবত্রা' যে অগ্নয়ঃ দেবেষু বর্ত্তন্তে। দেবমনুষ্যেতি (৫।৪।৫৬) সপ্তম্যর্থে ত্রা প্রত্যয়ঃ। 'য আয়ুষু' যে বায়বো মনুষ্যেষু বর্ত্তন্তে 'তেভিঃ' তৈঃ সর্ব্বৈঃ অগ্নিভিঃ সহ 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতিলক্ষণা বাচঃ 'মহয়' পূজয়। (১৪অ—২খ—১সূ—১সা)।

॰ ॰ ॰

প্রথম (১৫০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই জ্ঞান-কিরণ কোনও না কোনও রূপে বিদ্যমান আছে। কাহারও হৃদয়ে বা তাহা পরিস্ফুট, কাহারও মধ্যে বা তাহা বীজাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। কিন্তু জলে স্থলে ব্যোমে সর্ব্বত্রই সেই মহাচৈতন্যের লীলা চলিয়াছে, সকলের মধ্যেই সেই দিব্যশক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি আপনার হৃন্নিহিত সেই দিব্যশক্তির জ্ঞানবীজের বিকাশ সাধন করিতে পারেন, আপনার জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই জ্ঞানাঙ্কুর বিকাশের পরিণতি কি? মানবের চরম পরিণতি ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহাতে আত্মলীন হওয়া। তাই মন্ত্রের প্রথম অংশেই আত্মোদ্বোধন দেখিতে পাই—আমাদের হৃন্নিহিত জ্ঞান যেন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ভাগবতী শক্তি, সুতরাং স্বভাবতঃই ইহা ভগবন্মুখীন। কিন্তু সেই জ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ সাধন করিতে না পারিলে উন্নতিলাভ অসম্ভব। জ্ঞান যখন পূর্ণ বিকশিত হয় তখনই মোক্ষলাভ বা নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি ঘটে। আলোচ্য মন্ত্রের প্রথমাংশেই সাধক আপনার হৃদয়স্থিত জ্ঞান-বীজ যাহাতে বিকশিত হয় সেই জন্য নিজকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

জ্ঞানকিরণ যে বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, তাহা মন্ত্রের শেষাংশ হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। 'যে দেবত্রা, যে আয়ুষু' পদসমূহে বিশ্বব্যাপক জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বস্থিত সেই মহাজ্ঞান আমাদের বাক্যকে, প্রার্থনাকে আশ্রয় করুক, আমাদের প্রত্যেক বাক্য জ্ঞানময় হউক—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অন্যভাব গৃহীত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত একটী হিন্দী অনুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। হিন্দী অনুবাদটী এই,—"হে বলসে উৎপন্ন কিয়ে হুয়ে অগ্নিদেব! সকল পূজনীয় অগ্নিয়োঁ সহিত হমারে দিয়ে হুয়ে হবিকো সেবন করো; জো অগ্নি দেবতাওঁমে হ্যায়, জো অগ্নি মনুষ্যোঁমে হ্যায় উন অগ্নিয়োঁকে সহিত হমারী স্তুতিরূপা বাণীয়োঁকে পূজো।" (১৪অ—২খ—১সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র স বিশ্বেভিরগ্নিভিরগ্নিঃ স যস্য বাজিনঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
তনয়ে তোকে অস্মদা সম্যক্ বাজৈঃ পরীবৃতঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

বয়ং 'যস্য বাজিনঃ' (যস্য বলবতঃ, পরমশক্তিসম্পন্নস্য যস্য দেবস্য - পূজাপরায়ণাঃ ভবামঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বাজৈঃ পরিবৃতঃ' (শক্ত্যা সহ, আত্ম-শক্ত্যা সহ ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'অস্মৎ' (অস্মাসু, অস্মাকং হৃদি) 'আ' (আগচ্ছতু); অপিচ, 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞান-কিরণৈঃ সহ) 'সম্যক্' (সম্যকরূপেণ) 'তনয়ে তোকে' (অস্মাকং পুত্রেষু পৌত্রেষু চ, অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু সর্ব্বেষু, পুত্রপৌত্রাণাং সর্ব্বেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) আবির্ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানং লভেমহি; ভগবান্ অস্মাসু সর্ব্বেষু আবির্ভূতঃ ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ ২খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমরা পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবতার পূজাপরায়ণ, প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানদেব আত্মশক্তির সহিত প্রকৃষ্টরূপে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; অপিচ, ভগবান্ সকল জ্ঞানকিরণের সহিত সম্যক্‌রূপে আমাদের পুত্রপৌত্রাদি সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরা-জ্ঞান লাভ করি; ভগবান্ আমাদের সকলের মধ্যে আবির্ভূত হউন)॥ (১৪অ—২খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যস্য বাজিনঃ' যস্যাগ্নের্ব্বাজিনঃ হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ অনেকে বষ্টারঃ সন্তি 'সঃ অগ্নিঃ' 'বিশ্বেভিঃ' বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্যষ্টব্যতয়া স্থিতৈরগ্নিভিঃ 'সঃ'। একস্তচ্ছন্দোঽনুবাদঃ। 'অস্মৎ'—ইতি অস্মাসু। সুপাং সুলুক্ (৭।১।৩৯) ইতি সপ্তম্যা লুক্, আঙোরুপসর্গয়োঃ শ্রবণা-স্থূচিত-ক্রিয়াধ্যাহারঃ। 'আ' গচ্ছতু। 'সম্যক্' যথাবৎকালাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। কথন্তূতঃ? 'বাজৈঃ পরিবৃতঃ' বাজৈরন্নস্যাং দাতব্যৈরন্নৈঃ পরিবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ সহিত ইত্যর্থঃ। ন কেবলমস্মাস্বেব যজ্ঞাদি-সিদ্ধ্যর্থমন্নৈঃ পরিবৃতোঽগ্নিরাগচ্ছতু কিন্তুহি? 'তনয়ে' অস্মৎপুত্রে

আগচ্ছতু। ন কেবলং পুত্রে 'তোকে' পুত্র-পুত্রে দাতৈর্বীরৈঃ পরিবৃতোঽগ্নিরাগচ্ছতু। ইতি পরোক্ষ-বৃত্ত্যা অগ্নিঃ স্তূয়তে অস্মদ্বংশে চাগ্নি-সাধ্য-ক্রিয়ানুপরমঃ প্রার্থ্যতে। ২।

* * *

দ্বিতীয় (১৫০২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'যস্য বাজিনঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—'যস্যাগ্নের্ব্বাজিনঃ হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ অনেকে যষ্টারঃ সন্তি'। অর্থাৎ 'যস্য' পদকে ষষ্ঠ্যন্তরূপে এবং 'বাজিনঃ' পদকে প্রথমান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, 'যস্য' ও 'বাজিনঃ' উভয় পদই ষষ্ঠ্যন্ত। এই ভাবে অর্থ করিলে মন্ত্রের একটা সুষ্ঠু ভাব পাওয়া যায়। অধিকন্তু পরবর্ত্তী 'বাজৈঃ' পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। উক্ত দুই পদের অর্থ—পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবতার আমরা আরাধনা করি। 'বাজিনঃ' পদে শক্তিসম্পন্ন দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, মানুষকে নয়। অবশ্য অন্য দিক দিয়া সাধকের শক্তির প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে। জ্ঞানদেবতার বা ভগবানের উপাসনা করিয়া সাধক শক্তিসম্পন্ন হয়েন। মন্ত্রে এই ভাবও আনয়ন করা যায়, এবং ভাষ্যকার এই অন্বয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই অন্বয় যে অত্যন্ত দুরার্থক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ "বাজৈঃ পরিবৃতঃ" পদদ্বয়ের অর্থ লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

"বাজৈঃ পরিবৃতঃ" পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—"বাজৈরন্নবদ্ভিঃ দাতৈর্বীরৈঃ পরিবৃতঃ পরিবেষ্টিতঃ সহিত ইত্যর্থঃ।" এখানে 'বাজৈঃ' পদ 'সঃ' পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে। 'যস্য বাজিনঃ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছি, এই ভাষ্যার্থ দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইতেছে।

মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে কেবলমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করা হয় নাই—প্রার্থনাকারীর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশের সকলে যাহাতে ভগবৎপরায়ণ হয়, সকলে যাহাতে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে, মন্ত্রে তাহার জন্যও প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। পিতা-মাতা আপনার সন্তানসন্ততির জন্য ইহাপেক্ষা আর মঙ্গলকর প্রার্থনা কি করিতে পারেন? ভাষ্যকারও একটু ভিন্নভাবে এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। (১৪অ—২খ ১সূ ২সা)।

— ০ —

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্দ্ধয়।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং নো দেবতাতয়ে রায়ো দানায় চোদয়॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে ব্রহ্ম' (জ্ঞানস্বরূপ হে পরমব্রহ্ম।) 'ত্বং' 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ স্বদীয়েন পরাজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'বর্দ্ধয়' (প্রবর্দ্ধিতং কুরু, সমলঙ্কৃতং কুরু ইতি ভাবঃ); 'দেবতাতয়ে' (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) 'চ' (তথা) 'রায়ঃ দানায়' (তব পরমধনদানায়, অস্মাকং পরমধনপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মান্) 'চোদয়' (প্রেরয়, উদ্বুদ্ধান্ কুরু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং জ্ঞানবলেন সৎকর্ম্ম সম্পাদয়াম; পরমধনপ্রাপ্তয়ে বয়ং উদ্বুদ্ধান্ ভবাম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—২খ ১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে পরমব্রহ্ম! আপনি আপনার পরাজ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের সৎকর্ম্মকে সমলঙ্কৃত করুন; দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য এবং আমাদের পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আপনি আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানবলে সৎকর্ম্ম সম্পাদন করি; পরমধনপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হই।)। (১৪অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'ত্বং' 'অগ্নিভিঃ' স্ববিভূতিভিঃ ভূতৈরন্যৈরগ্নিভিঃ সার্দ্ধং 'নঃ' অস্মাকং 'ব্রহ্ম' স্তোত্রং 'যজ্ঞং চ' 'বর্দ্ধয়'। তথা 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'দেবতাতয়ে'। যজ্ঞনামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৭।১০) যাগার্থং 'রায়ঃ' ধনস্য 'দানায়' প্রদানায় 'চোদয়' দাতৄন্ প্রেরয়।৩।

* * *

তৃতীয় (১৫০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। উহা দুই অংশে বিভক্ত; উভয় অংশেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রহ্ম' শব্দের 'স্তোত্রং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে—'হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদের স্তোত্র ও সৎকর্ম্মকে বর্দ্ধিত করুন।' এই ভাব যে অসঙ্গত তাহা মনে করা যায় না। অবশ্য অগ্নি বলিতে আমরা জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। নতুবা কাষ্ঠোদ্ভূত্ক অগ্নি আমাদের স্তোত্র বা কর্ম্মকে বর্দ্ধিত করিতে পারে না। জ্ঞান

আমাদের কর্ম্ম বা স্তোত্রকে বর্দ্ধিত করিতে—পবিত্র বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই সমস্তই সত্য, কিন্তু এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'স্তোত্র' অর্থ গ্রহণ করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ 'ব্রহ্ম' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করায় আমরা কি ভাব প্রাপ্ত হই, দেখা যাউক। 'ব্রহ্ম' শব্দ সম্বোধনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অগ্নি' বলিতে জ্ঞান বা জ্ঞানদেবতাকে বুঝায়। সুতরাং 'অগ্নে ব্রহ্ম' পদদ্বয়ে সেই এক জ্ঞানময় পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—ভগবান যেন আমাদের কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানমণ্ডিত করেন। মন্ত্রে 'অগ্নে' এবং 'অগ্নিভিঃ' পদ আছে। 'অগ্নিভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'তাবভূতিভিঃ' অর্থাৎ অগ্নির বিভূতিসমূহের দ্বারা। আমরাও এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্ম তাঁহার বিভূতি পরাজ্ঞানের দ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গলসাধন করেন। তাঁহার সেই অনুগ্রহলাভের জন্যই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রার্থনা আছে।

দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনা শক্তিলাভের—আত্মচৈতন্যলাভের জন্য। ভগবানের অমূল্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু ভ্রান্তি-বশে, শক্তিহীনতার জন্য মানুষ সেই পরমধন-লাভে বঞ্চিত হইয়া আছে। ভগবান কৃপা করিয়া যাহাতে আমাদের আলস্য-জড়তা, হীনতার অবসাদ দূর করিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন, মন্ত্রে সেই জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে॥ (১৪অ ২খ—১সূ—৩সা)॥

— ০ —

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　　৩২　৩　১　২　　৩　১র
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে

২র　৩　১　২　৩　১　২
বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।

১র　　২র　　৩ক　২র
স ত্বং নো বীর বীর্য্যায় চোদয়॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের একচত্বারিংশাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'প্রথমাঃ' (শ্রেষ্ঠাঃ) 'বৃক্তবর্হিষঃ' (ন্যস্তহৃদয়াঃ, ভগবতি সমর্পিতহৃদয়াঃ—সাধকাঃ ইতি যাবৎ) 'মহে' (মহতে, পরমায়) 'শ্রবসে' (মঙ্গলায়) তথা 'বাজায়' (শক্তিলাভায়) 'তে' (ত্বয়ি) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং) 'দধুঃ' (ধারয়ন্তি, ন্যস্তাং কুর্ব্বন্তি) ; 'বীর' (শক্তিসম্পন্ন হে দেব !) 'সঃ' (এবম্বিধঃ, যস্মিন্ সর্ব্বে সাধকাঃ ন্যস্তহৃদয়াঃ ভবন্তি এবম্বিধঃ) 'ত্বং' 'বীর্য্যায়' (আত্মশক্তয়ে, আত্মশক্তিলাভায়) 'নঃ' (অস্মান) 'চোদয়' (প্রেরয়, উদ্বুদ্ধান কুরু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকাশ্রয়ঃ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অস্মান্ আত্মশক্তিসম্পন্নান্ করোতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ-২খ-২সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! শ্রেষ্ঠ, ভগবানে সমর্পিতহৃদয় সাধকগণ পরমমঙ্গল ও শক্তিলাভের জন্য আপনাতে বুদ্ধি ন্যস্ত করেন ; শক্তিসম্পন্ন হে দেব ! যাঁহাতে সকল সাধক ন্যস্তহৃদয় হয়েন, এবম্বিধ আপনি আত্মশক্তি লাভের জন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে আত্মশক্তিসম্পন্ন করুন।)। (১৪অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম' ! 'প্রথমাঃ' পুরাতনাঃ। যদ্বা, ষষ্টব্যত্যেন সর্ব্বেষাং জনানাং মুখ্যাঃ 'বৃক্তবর্হিষঃ' বৃক্তং ছিন্নং এভির্বৈর্হিস্তার্থমিতি বৃক্তবর্হিষঃ যজমানাঃ 'মহে' মহতে 'বাজায়' বলায় 'শ্রবসে' অন্নায় চ 'ধিয়ং' বুদ্ধিং 'তে' ত্বয়ি 'দধুঃ' নিহিতবন্তঃ, তস্মাৎ হে 'বীর' সমর্থ সোম ! তাদৃশঃ 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকমপি সংগ্রামে 'বীর্য্যায়' সামর্থ্যায় 'চোদয়' প্রেরয় ! যদ্বা, 'বীর্য্যায়' বীরে পুত্রে ভবায় 'নঃ' অস্মান্ প্রেরয় ॥ (১৪অ—২খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৫০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ যাঁহারা আপনাদের পরমমঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি পরমমঙ্গলাধার, সর্ব্বসুখপ্রদ। যিনি তাঁহার চরণে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন, তিনি বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী হইতে পারেন। সমস্ত বিলাইয়া দিলেই প্রকৃত পাওয়া সম্ভবপর হয়। ক্ষুদ্র ক্ষীণবুদ্ধি মানব কতটুকু জানে, কতটুকু ধারণা করিতে পারে ? যদি সে

আপনার যা কিছু আছে, তাহা সেই পরম প্রভুর চরণে বিলাইয়া দিতে পারে, আপনাকে তাঁহার অসীম সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে, তবেই সেই প্রকৃত অমৃতের অধিকারী হয়। ক্ষুদ্র নদী যখন আপনার তরঙ্গভঙ্গে কুলুকুলু স্বরে গান গাহিয়া আপন মনে আপনার সত্তার গর্ব্বে মোহিত হইয়া চলে, তখন সে আপনাকে কতটুকু উপভোগ করিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সুখের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, প্রকৃত বিমল সত্তা বা আনন্দের অনুভবও করিতে পারে না। কিন্তু যখন সে অসীম সাগরে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেয়, আপনাকে সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে বিলীন করিয়া দেয়, তখনই বুঝিতে পারে, প্রকৃত আনন্দ কি, অসীমের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া, অসীমের সহিত একাত্ম হইয়া সে অসীম আনন্দের অধিকারী হয়। ক্ষুদ্র সসীম মানব যখন সেই অসীম সত্তা ভগবানের মধ্যে লীন হইয়া যায়, তখন ক্ষুদ্রজগতের তথোধিক ক্ষুদ্র সুখ ও আনন্দ তাঁহার নিকট উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। তুচ্ছ হীন কামনা বাসনা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বিশাল বিমল শান্তি সে হৃদয়ে অনুভব করে। ইহাই ক্ষুদ্রকে বিসর্জ্জন দিয়া বৃহৎকে পাওয়া, অল্পকে ত্যাগ করিয়া ভূমাকে লাভ করা। যাঁহারা বুদ্ধিমান্, যাঁহারা জ্ঞানবলে আপনাদের চরম অভীষ্টের সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবৎচ্চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেই প্রার্থনার সহিত প্রথমাংশের আত্ম-বিসর্জ্জনের সম্বন্ধ আছে। 'সঃ' পদের দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের মধ্যে ঐক্য রক্ষিত হইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ 'সোম'—প্রচলিত অর্থ সোমরস। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, সাধকগণ সোমরসেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি ন্যস্ত করেন। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে ভাবটী পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম কুশচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রচুর অন্ন ও বললাভের জন্য তোমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অতএব তুমি আমাদিগকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর।" একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, 'অতএব' এই অব্যয়পদ দ্বারা মন্ত্রার্থের দুই অংশকে সংযোজনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোনও সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। "তাঁহারা...ধ্যান করিতে লাগিলেন, অতএব আমাদিগকে বীরত্ব প্রকাশের জন্য প্রেরণ কর"—এই দুই অংশের 'তাঁহারা' ও 'আমাদিগকে' এই দুই পদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ সূচিত হয় কি? আমাদের মতে ভাষ্যকার ইহাপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদের অর্থ যজমান অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। ইহাই সঙ্গত অর্থ। তারপর 'সঃ' পদের অর্থ 'এবম্বিধঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে তথাবিধ। এই অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হয়। আমরা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। (১৪অ—২খ-২সূ-১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২র ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অভ্যাভি হি শ্রবসা ততর্দ্দিথোৎসং

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
ন কং চিজ্জনপানমক্ষিতম্।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
শর্য্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা :

হে ভগবন্! ত্বং 'ন কঞ্চিৎ জনং' (যথা কঞ্চিৎ সাধকং) 'অক্ষিতং পানং' (অক্ষয়ং অমৃতং—প্রযচ্ছতি ইতি যাবৎ) তদ্বৎ 'শ্রবসা' (অন্নেন, মঙ্গলেন সহ) 'উৎসং' (অমৃত-প্রবাহং) 'অভ্যাভি' (উপর্য্যুপরি, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'ততর্দ্দিথঃ' (বিদারয়—অস্মভ্যং দানায় ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ ; 'গভস্ত্যোঃ' (গভস্ত্যঃ', রশ্ময়ঃ, জ্ঞানকিরণাঃ) 'ন' (যথা) 'শর্য্যাভিঃ' (সৎকর্ম্মণা) 'ভরমাণঃ' (পূর্ণাঃ ভবন্তি) তদ্বৎ ত্বং অস্মান্ পরমমঙ্গলেন পূর্ণান্ কুরু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ ২খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি যেমন কোনও সাধককে অক্ষয় অমৃত প্রদান করেন, সেইরূপভাবে মঙ্গলের সহিত অমৃতপ্রবাহ নিত্যকাল নিশ্চিতভাবে আমাদিগকে প্রদান করুন; জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন সৎকর্ম্মের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগকে পরমমঙ্গলের দ্বারা পূর্ণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।) ॥ (১৪অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'শ্রবসা' অন্নেন হেতুনা 'অভ্যাভি ততর্দ্দিথ হি' পবিত্রমভিতৃণৎবানসি। তত্র দৃষ্টান্ত-দ্বয়ং—'উৎসং ন' যথা 'কঞ্চিৎ' 'জনপানং', অস্মিন্ জনা উদকং পিবন্তি, তং 'অক্ষিতং' অক্ষীণং কঞ্চিৎ কঞ্চন 'উৎসং' উৎসরণশীলং বাপ্যাদিকমভিতৃণন্তি যথা বা কশ্চিৎ 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'শর্য্যাভিঃ' অঙ্গুলীভিঃ 'ভরমাণঃ' উদকং সম্ভরন্ কঞ্চিদভিতৃণত্তি তদ্বৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে দুইটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় উপমা দ্বারা প্রার্থনার বিষয় পরিস্ফুট করা হইয়াছে। প্রথম উপমায় সাধক কিরূপে ভগবানের করুণালাভ করেন, সাধকের উপর কিরূপে ভগবৎকরুণা বর্ষিত হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপমায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ-সূচনার মধ্য দিয়া অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রথম উপমায় বলা হইয়াছে ভগবান্ যেমনভাবে সাধককে অক্ষয় অমৃত দান করেন তেমনভাবে যেন আমাদিগকে নিত্যকাল অমৃত প্রদান করেন, অর্থাৎ অমৃত লাভ করিয়া যেন নিত্যত্ব প্রাপ্ত হই। সেই দানের স্বরূপ কথিত হইতেছে,—"উৎসং তত্‌র্দ্দিথ" অমৃতপ্রবাহ বিদারণ করুন, অমৃতভাণ্ড যেন আমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন। নামে সুখশান্তি - অল্পলাভ করিলে চলিবে না—ভূমানন্দ চাই, অমৃতসাগরে নিমজ্জিত হওয়া চাই—আত্মবিসর্জ্জন করা চাই। অমৃতলাভ করিলে অমৃত হয়। সেই অমৃত হইবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা।

দ্বিতীয় উপমা দ্বারাও সেই এক প্রার্থনাই প্রকারান্তরে করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব বিভিন্ন। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই প্রচলিত মত বুঝা যাইবে ব্যাখ্যাটী এই,—"যেরূপ কোন ব্যক্তি জলপানের নিমিত্ত অক্ষয় জলপূর্ণ জলাধার খনন করে, কিম্বা যেমন কেহ দুই হস্তের অঞ্জলি দ্বারা জল ভরিতে থাকে, তদ্রূপ তুমি অন্ন দিবার নিমিত্ত পবিত্র স্বেদ ক্ষরিয়া যাইয়া থাক " কিন্তু এই ব্যাখ্যা কত দুরার্থ-প্রকাশক, তাহা সায়ণভাষ্য-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১৩অ ২খ—২৭ ২সা)।*

তৃতীয়ং সাম

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । তৃতীয়ং সাম ।)

১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ৩
অজীজনো অমৃত মর্ত্ত্যায়

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কমৃতস্য ধর্ম্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (অমৃতস্বরূপ হে দেব !) ত্বং 'চারুণঃ' (পরমমঙ্গলস্বরূপস্য) 'অমৃতস্য ঋতস্য' (অমৃতদায়কস্য সত্যস্য) 'ধর্ম্মন্' (ধারকং, প্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'কং' (সূর্য্যং, জ্ঞানদেবং পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্ত্যায়' (মনুষ্যহিতায়, অস্মাকং কল্যাণায় ইত্যর্থঃ) 'অজীজনঃ' (জনয়সি, উৎপাদয়সি) ; স'নষ্যদৎ' (সনিষ্যদন, দেবান্ সম্ভজন্, দেবত্বপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'বাজং অচ্ছ' (বলং অভিলক্ষ্য, শক্তিং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) ত্বং অস্মান্ 'সদা' (নিত্যকালং) 'অসরঃ' (গময়, প্রেরয়, উদ্বুদ্ধান কুরু ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ লোকহিতার্থং তেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ; সঃ পরমদেবঃ অস্মান শক্তিলাভায় উদ্বুদ্ধান্ করোতু—ইতি ভাবঃ। (১৪অ—২খ ২সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ হে দেব ! আপনি পরমমঙ্গলস্বরূপ অমৃতদায়ক সত্যের ধারক, অর্থাৎ প্রাপক পরাজ্ঞানকে আমাদের কল্যাণের জন্য উৎপাদন করেন ; দেবত্বপ্রাপক শক্তিপ্রাপ্তির জন্য আপনি আমাদিগকে নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ লোকহিতের জন্য তাহাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন ; সেই পরমদেবতা আমাদিগকে শক্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।)। (১৪অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণধর্ম্মরহিত ! সোম ত্বং 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য 'চারুণঃ' কল্যাণস্য 'অমৃতস্য' উদকস্য 'ধর্ম্মন্' ধারকেঽন্তরিক্ষে 'কং' সূর্য্যং 'মর্ত্ত্যায়' মনুষ্যার্থং 'অজীজনঃ' কিঞ্চ 'সনিষ্যদৎ' গচ্ছন্ দেবান্। স ত্বং 'বাজং অচ্ছ' সংগ্রামং অভিলক্ষ্য 'সদা' 'অসরঃ' সরসি গচ্ছসি। 'মর্ত্ত্যায়কং'—'মর্ত্ত্যেষু'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ-২খ—২সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৪০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে আছে—প্রার্থনা। আমরা দুই অংশেরই আলোচনা করিতেছি

মন্ত্রে 'অমৃত'কে সম্বোধন করা হইয়াছে ভাষ্যকার 'অমৃত' পদের অর্থ করিয়াছেন,— 'মরণধর্ম্মরহিত সোম'। 'অমৃত' শব্দে মরণধর্ম্মরহিতকে বুঝায় সত্য, কিন্তু তাহা যে 'সোমের'

বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইবে এমন কি কোন নিয়ম আছে? এখানে 'অমৃত' পদে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা—অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটান ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'সোম' মরণধর্ম্মরহিত, ইহার অর্থ কি? লক্ষণা দ্বারা না হয় সোমপানকারী ব্যক্তিকে মরণধর্ম্মরহিত বলা যায়। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় দুইটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে,—এখানে লক্ষণা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ এখানে অমৃতকেই সম্বোধন করা হইয়াছে, উহা কোন পদের বিশেষণ নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, লক্ষণা গ্রহণ করিলেও কোন সঙ্গত অর্থ হয় না, কারণ সোমরসপানের দ্বারা মানুষ অমৃতত্বলাভ করিতে পারে না। অবশ্য 'সোম' শব্দে যদি আমাদের গৃহীত 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ করা যায়, তাহা হইলে ভাষ্যার্থ সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্য হইতে এ সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই।

'চারুণঃ', 'ধর্ত্তা', 'অমৃতস্ত' পদত্রয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের সহিত আমাদের কোনও বিশেষ মতভেদ নাই। ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, সোমই অন্তরীক্ষে সূর্য্যকে উৎপাদন করিয়াছেন। 'সোম' ও 'সূর্য্য' পদদ্বয়ের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে যে কোনও ভাব পরিস্ফুট হয়, আমাদের এ ধারণা নাই। সোমরস নামক তরল মাদকদ্রব্য কি প্রকারে সূর্য্যকে অন্তরীক্ষে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতে ভাষ্যকারের ভাব অনেকটা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যাটী এই,—"হে অমৃততুল্য সোম! অমৃততুল্য চমৎকার বৃষ্টিবারির আধারভূত আকাশের উপর মানুষদিগের উপকারের নিমিত্ত তুমি সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছ অন্ন ভাগ করিয়া দিতে দিতে তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে যাইয়া থাক।" যাহা হউক, আমাদের মত যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৪অ—২খ—২সূ—৩সা)। *

— — * —

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

৩ ২   ২ ৪   ৫ ২n৩   ৫ ১ ২   ১ n
১। ভুবে৩১। সো৩গ। প্র। থামা২৩৪বা। ক্কাবা৩। হিবো২।

৩ ২   ৩   ৫ ২১২১   ২   ১ n   ৩ ২
মতে৩৪৫। বা২৩৪জা। স্রশ্রাবর্সায়। ধি। স্রন্ধধূ২ঃ। সত্বা

৩   ৫   ২ —   ১ n   ৩ ২   ৩
৩৪৫। নো২৩৪বী। রবা২পি। রিয়া২। যচো৩৪৫। দা২

৫   ৩ ২   ২   ৪   ৫   ২n৩   ৫   ১ ২
৩৪য়া। অভা৩১রি। আ৩ভি। হ। শ্রাবা২৩৪সা। তাতা৩।

১   n   ৩ ২   ৩   ৫   ২১২১   ২   ১
দিধা২। উৎসা৩৪৫ম। না২৩৪কাগ। চিজ্জানপা। নম। অক্ষিতা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দশাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

র   ৩২   ৩   ৫২ ‥ ১ র   ৩২
২ম্। শর্য্যা ৩ ৪ ৫। ভা ২ ৩ ৪ য়ির্ণাভরা ২। মাণা ২ ঃ। গভা ৩ ৪ ৫।

৩   ৫   ৩২   ২   ৪   ৫   ২র ৩   ৫
স্তী ২ ৩ ৪ য়োঃ। অজা ৩ ১ য়ি। জা ৩ নো। অ। মার্ত্তা ২ ৩ ৪ মা।

১ ২   ১ র   ৩২   ৩   ৫   ২১২১   ২
ভীয়া ৩। য়কা ২ ম্। ঋতা ৩ ৪ ৫। ন্যা ২ ৩ ৪ ধা। মন্নামৃতা। স্যা।

১র ·র   ৩২   ৩   ৫   ২র ‥   ১ র
চারুণা ২ ঃ। নদা ৩ ৪ ৫। সা ২ ৩ ৪ রাঃ। বাজা ২ ম্। আছা ২।

৩২   ২   ৫
সনা ৩ ৪ ৫ য়ি। স্যা ২ ৩ ৪ দাৎ।

° ° °

২র র   র র র র র র   ২   ১ ‥ র ১ র — র   ৪
২। যেসোমপ্রথমাবুদোহাবুগোহাওহা ৩ এ। ক্রুবা ২ হিঁযোমহেনা ২ জা। ও ৩

র ·৪ র- ২   ৩২   ৩২   ১ ২   ১র ২   ৪
হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। য়শ্রা ৩ ৪ বসায়ি। ধায়িন্দ। ধুঃসাম্বয়োবায়ি ৩ ও ৩

২ ৪ ২ ২   ৩২   ৩২   ২১ ৫   ৪
হা। ও ৩-হা ৩ এ ৩·৪। য়বা ৩ ৪ য়িরিয়া৩। যচো ২ ৩ ৪ না। দা ৫

৫   ২   র র র র   ২   ১ ‥ র ১ — র
যো ৬ হায়ি। অভ্যভিহি শ্রবসাওহাওহা ৩ এ। ততা ২ র্দিথোৎসন্না ২ কা।

৪ ২ ৪ ২ ২   ৩২   ৩২ ১ ২   ১র ২
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। চিচ্ছা ৩ ৪ নপা। নামক্ষি। ভৰ শার্য্যাভির্না।

S ২ ৪ ২ ২   ৩২   ৩র২   ২১   ৫
ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। ভরা ২ ৪ মাণা ৩ ঃ। গভো ২ ৩ ৪ না।

৪   ৫   ২ র র   র র র   ২   ১ — ১ —
স্তা ৫ যো ৬ হায়ি। অভীজনোঅমৃতমওহাওহা ৩ এ। ভিয়া ২ য়ক্ষমৃতস্যা ২

র ৪ ২ S ২ ·২   ৩২   ৩২   ১র২
ধা। ও ০ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। মন্না ৩ ৪। মৃতা। স্যাচারু। ণঃ

১র২   ৪ ২   ৪ ২ ২   ৩র ২   ৩২   ২১
সাদাসরাঃ। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪। বাজা ৩ ৪ মচ্ছা ৩। সনো

৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। স্যা ৫ দো ৬ হায়ি। ১।২।৩।

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের দুইটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথা,—(১) "সৌধাজযম্" এবং (২) "দৈর্ঘশ্রবসম্।"

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত পিবাতি সোম্যং মধু।
১র ২র ৩ ২
প্র রাধাꣳসি চোদয়তে মহিত্বনা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'ইন্দ্রায়' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতয়ে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দুং' (সত্ত্বভাবং) 'আ সিঞ্চত' (অভিক্ষরত, হৃদি উপজয়ত) ; সঃ তঃ 'মধু' (অমৃতোপমং) 'সোম্যং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'পিবাতি' (পিবতু, গৃহ্লাতু) তথা 'মহিত্বনা' (স্বমহত্ত্বেন, কৃপয়া) 'রাধাংসি' (ধনানি, পরমধনং) যুষ্মভ্যঃ 'প্রে চোদয়তে' (প্রকর্ষেণ চোদয়তু, প্রযচ্ছতু) ; ভগবান্ কৃপয়া মহ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ ২খ—৩সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপজন কর; তিনি সেই অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণ করুন এবং কৃপা করিয়া তোমাদিগকে পরমধন প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাকে পরমধন প্রদান করুন।)। (১৪অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'ইন্দুং' স্যন্দনশীলং সোমং 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'আ সিঞ্চত' আশ্রয়ণ-দ্রব্যেণা-সেচনং কুরুত অভিষুণুতেত্যর্থঃ। ততঃ 'সোম্যং' সোমময়ং 'মধু' মদকরঃ সোমরসং 'পিবাতি' পিবতু। পীত্বা চ স ইন্দ্রঃ মহিত্বনা স্ব-মহত্ত্বেনৈব 'রাধাংসি' ধনানি স্তোতৃভ্যঃ 'প্র চোদয়তে' প্রকর্ষেণ চোদয়তে প্রেরয়তি। 'প্ররাধাংসি 'প্ররাধসা' ইতি পাঠৌ, 'চোদয়তে'—'চোদয়াতে'—ইতি চ॥ (১৪অ—২খ-৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক ও আত্মোদ্বোধক মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধন-মূলক এবং শেষাংশে প্রার্থনা আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন হইলে তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। ভগবানের সহিত

মানুষের মিলন হয়—শুদ্ধ-সত্বভাবের মধ্য দিয়া। তিনি সত্বভাবের আধার। তাই, তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে সত্বভাবের সঞ্চার করা চাই। সমতার মধ্য দিয়াই মিলন সম্ভবপর হয়। মানুষ যতই ভগবানের ভাবে ভাবান্বিত হইবে, ততই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। মানুষের হৃদয় যখন সত্বভাবে পূর্ণ হয়, তখন ভগবান সাধক-হৃদয়ের সেই সত্বভাব গ্রহণ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ সাধকের সহিত মিলিত হয়েন মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনা ছলে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোক্ষ বা মুক্তি লাভের অর্থই স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া। যে শুদ্ধসত্বভাব হইতে মানুষ আসিয়াছে, সেই পূর্ব্বভাবে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার মুক্তি। মুক্তি বলিলেই বন্ধনের অবস্থা মনে আসে। সেই বন্ধন, মায়া মোহ অজ্ঞানতা ইত্যাদি—যাহা মানুষকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে সেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াই মুক্তি হৃদয়ে সত্বভাবের উদয় হইলে বন্ধনসমূহ একে একে দূরীভূত হয়, মানুষ আপনার স্বরূপ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। তখন ভগবানের সহিত মানুষের মিলন হয়, অথবা মানুষ শুদ্ধ-সত্বরূপ কারণাবস্থাতে বিলীন হয়। যে পর্য্যন্ত না সে সেই সত্বভাব লাভ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত অসাম্য হেতু কারণাবস্থাতে আত্মলীন করিতে পারে না—সুতরাং তাহার মুক্তি লাভও হয় না। মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ সেই সত্বভাব যাহাতে লাভ করিতে পারেন, সেই জন্য সাধক নিজকে সচেষ্ট করিতে যত্ন করিতেছেন: ভাষ্যে, 'ইন্দুং', 'সোম্যং', 'মধু' প্রভৃতি পদে মাদকতা-গুণবিশিষ্ট সোমরস অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদিগের মতের ও ভাষ্যের পার্থক্য—ভাষ্য ও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে॥ (১৪অ-২থ ৩সূ-১সা)॥ *

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ . ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপো হরীণাং পতিং রাধঃ পৃঞ্চন্তমব্রবম্।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
নূনং শ্রুধি স্তুবতো অশ্ব্যস্য॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরীণাং' (পাপহারকানাং জ্ঞানভক্ত্যাদীনাং) 'পতিং' (স্বামিনং) 'রাধঃ পৃচন্তং' (পরমধনং স্তোতৃষু সংযোজয়ন্তং, স্তোতৃভ্যঃ পরমধনদায়কং—ভগবন্তং ইতি যাবৎ) অহং 'উপো অব্রবম্' (স্তোত্রৈঃ স্তবাণি, আরধয়ানি ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! 'অশ্ব্যস্য' (অশ্বায়, ব্যাপক-

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৪দ—৪খ—৬সা) পরিদৃষ্ট হয়।

জ্ঞানায়, পরাজ্ঞানপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'স্তবতঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) প্রার্থনাং 'নূনং' (নিশ্চয়ং, নিশ্চিতমেব) 'শ্রুধি' (শৃণু, গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং ত্বৎপরায়ণাঃ ভবেম, ত্বং কৃপয়া অস্মভ্যং সাধনশক্তিং প্রদেহি--ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

০ ০ ০

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারক জ্ঞানভক্ত্যাদির স্বামী, স্তোতাদিগকে পরমধনদাতা ভগবানকে আমি যেন আরাধনা করি; হে ভগবন্! পরাজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাকারী আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন, গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন ত্বৎপরায়ণ হই; আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সাধনশক্তি প্রদান করুন।)॥ (১৪অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরীণাং' হরিত-বর্ণানাং অশ্বানাং 'পতিং' পালয়িতারং 'রাধঃ' ধনং 'পৃচন্তং'। পৃচী সম্পর্কে (অদা° আ°) স্তোতৃষু সংযোজয়ন্তং দদতমিত্যর্থঃ। এতাদৃশমিন্দ্রং 'উপো অব্রবং' অতিশয়েনাহং স্তোত্রং করবাণি 'অশ্ব্যঃ' অশ্বো নামর্ষিরশ্ব-শব্দেনোচ্যতে তস্য পুত্রস্য 'স্তবতঃ' স্তোত্রং কুর্ব্বতঃ মম সম্বন্ধিনীং হে ইন্দ্র! স্তুতিং 'নূনং' সম্প্রতি 'শ্রুধি' শৃণু। 'রাধঃ' —'দক্ষং'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ—২খ—৩সূ—২সা)॥

* ০ *

দ্বিতীয় (১৫০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'হরীণাং' পদের ভাষ্যার্থ "হরিতবর্ণানাং অশ্বানাং"; একজন হিন্দী ব্যাখ্যাকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'পাপহারী অশ্বোঁকে' অর্থাৎ তিনি 'বর্ণ' ত্যাগ করিয়া 'পাপহারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা অনুবাদকার সহজ পন্থা গ্রহণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—'হরিগণের'। তিনি 'বর্ণ' ও 'অশ্ব' এই উভয় বিষয়ই বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দ্বারাই প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দী ব্যাখ্যাকার যদিও 'পাপহারী' অর্থ করিয়াছেন, তথাপি তাহার সহিত আবার 'অশ্ব'কে জুড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, অশ্বই পাপহারক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অশ্ব যে পাপনাশ করিতে পারে তাহা আমরা জানি না—অবশ্য যদি প্রচলিত অর্থে 'অশ্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে 'হরি' শব্দ পাইয়াছি, এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, উক্ত

পদের 'পাপহারক' অর্থই সঙ্গত। আমরা বর্ত্তমান স্থলেও এবম্বিধ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পাপ হরণ করে কে? তাই বলা হইয়াছে—'পাপহারকানাং জ্ঞানভক্ত্যাদীনাং'। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি-নিচয় মানবের পাপনাশ করিতে সমর্থ। এই জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতির স্বামী কে? —ভগবান্ স্বয়ং নিজে। তিনি যে কেবল জ্ঞানভক্তির অধিপতি, তাহা নহে, তিনি মানুষকে পরমধনও প্রদান করেন। তিনি -'রাধঃ পৃচন্তং'। এমন যে মানবের মঙ্গলকারী পরমদেবতা —তাঁহাকে যেন ভজনা করিতে পারি, তাঁহার চরণে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিবার শক্তিলাভ করিতে পারি—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম।

প্রথমাংশের এই প্রার্থনার সহিত দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনারও সামঞ্জস্য আছে। প্রথমভাগে ভগবদারাধনা করার শক্তিলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে, এবং দ্বিতীয় ভাগে তাহারই অন্য অংশ বিবৃত হইয়াছে। ভগবদারাধনা করিলেই হয় না, ভগবচ্চরণে সেই প্রার্থনা পূজা পৌঁছিল কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। শুধু তাই নয়, ভগবান্ আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন কি না—তাহাই বিশেষভাবে দেখা চাই। যাহাতে ভগবান্ আমাদের ক্ষীণকণ্ঠের প্রার্থনা, অকিঞ্চনের পূজা গ্রহণ করেন,—মন্ত্রের শেষাংশে সেই প্রার্থনাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তব করি। তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী বাভ্র ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ কর।" অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন,—ব্যাখ্যাকার 'বাভ্র ঋষির পুত্র' প্রভৃতি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? কোথা হইতে পাইলেন তাহা ব্যাখ্যাকারই জানেন, আমরা কোথায়ও 'বাভ্র ঋষি' প্রভৃতির কোন প্রসঙ্গ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। (১৪অ—২খ—৩সূ—২সা)। ০

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ন হ্যাঽঙ্গ পুরা চ ন জজ্ঞে বীরতরস্ত্বৎ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
ন কী রায়া নৈবথা ন ভন্দনা॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গ' (পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেব!) 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ) 'বীরতরঃ' (অধিকশক্ত্যুপেতঃ, শক্তিসম্পন্নতরঃ ইত্যর্থঃ) 'ন জজ্ঞে' (ন জাতঃ, ন উৎপন্নঃ, কোঽপি বর্ত্তমানঃ ন ভবতি) 'চ'

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

(তথা) 'পুরাহি' (পুরাকালং, অতীতে অপি) 'ন' (ন অভবৎ); ত্বত্তঃ 'রায়া' (ধনেন সমর্থঃ, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'ন কিঃ' (ন কশ্চিদপি বর্ত্ততে) 'এবথা' (স্তোতৃণাং রক্ষকঃ) 'ন' (ন কোঽপি বর্ত্ততে) 'ভন্দনা' (স্তোতাঃ, আরাধনীয়ঃ) 'ন' (কোঽপি বর্ত্তত)। ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান হি ত্রিকালাতীতঃ, পরমধনদাতা, সর্ব্বারাধনীয়ঃ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (১৪অ—২খ—৩সূ ৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেব! আপনার হইতে অধিকশক্তিসম্পন্ন কেহই বর্ত্তমান নাই এবং অতীতেও ছিল না; আপনার হইতে পরমধনদাতা কেহই বর্ত্তমান নাই, স্তোতৃদিগের রক্ষকও কেহ নাই, আরাধনীয়ও কেহ নাই। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবানই ত্রিকালাতীত, পরমধনদাতা, সর্ব্বারাধনীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়েন।)॥ (১৪অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'ত্বৎ' ত্বত্তঃ 'পুরা' পূর্ব্বং 'বীরতরঃ' সামর্থ্যবান কশ্চিৎ 'ন হি জজ্ঞে' ন জাতঃ খলু: 'অঙ্গ'। প্রসিদ্ধৌ ত্বমেব সামর্থ্যবান জাত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বত্তোঽপি 'রায়া' ধনেন সমর্থঃ 'ন কিঃ' ন কশ্চিদস্তি। তথা 'এবথা' শত্রুপুরাণি সংগ্রামং বা প্রতিগমনেন ত্বত্তোঽধিকো ন জাতঃ। যদ্বা, এবথা—অব রক্ষণাদিষু (ভ্বা০ প০) অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ, ঔণাদিকস্থা-প্রত্যয়ঃ, শরণাগতানাং স্তোতৃণাং বা অবনে ত্বত্তোঽধিকো নাস্তি। কিঞ্চ 'ভন্দনা'। ভন্দতিঃ স্তুতি-কর্ম্মা (নিঘ০ ৩।১৪।১৯)। স্তুতাশ্চ ত্বদধিকো ন জাতঃ ন বাস্মদ্রক্ষকঃ স্তুতাশ্চ ত্বত্তোঽন্যো জজ্ঞইতি॥ (১৪অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

তৃতীয় (১৫০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভগবানই যে বিশ্বের অধিপতি, তিনিই যে বিশ্বকে পরিপালন করিতেছেন, তাঁহাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ যে আর কেহ নাই—ইহাই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও প্রায় এই মতই পোষণ করিয়াছেন। নিম্নে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। একটী বঙ্গানুবাদ এই,—"হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান সামর্থ্যবান আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেহ জন্মে নাই।" এই ব্যাখ্যায় বর্ত্তমান কালের বিষয় উল্লেখ নাই, কিন্তু মন্ত্র হইতে বর্ত্তমান কালের বিষয়ও ধারণা করা যায়। অবশ্য মন্ত্রের ভাব

াত্রকাল-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উপরোক্ত ব্যাখ্যায় "স্তুতিনিমিত্ত" শব্দটী ঠিক উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। মূল শব্দ 'ভন্দনা' অর্থাৎ স্তোত্য, আরাধনীয়। ভাষ্যকার এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতেই মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয়। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! তুমসে পহিলে কোনই উৎপন্ন নহীঁ হুআ, হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমসে অধিক বীর ভী কোই নহীঁ হুআ, ধনমে ভী তুমসে অধিক কোই নহীঁ হ্যায়, সংগ্রামমে চড়াই করনেওয়ালা ভী তুমসে অধিক কোই নহীঁ হ্যায়, স্তুতিযোগ্য ভী তুমসে অধিক কোই নহীঁ হ্যায়, স্তুতিযোগ্য ভী তুমসে অধিক কোই নহীঁ হ্যায়।"

ভগবানই বিশ্বের জনয়িতা, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কে হইতে পারে? তিনিই আদি তিনিই অন্ত, বিশ্ব তাঁহা হইতে আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বেও কেহ ছিল না, তাঁহার পরেও কেহ থাকিবে না। তিনি বিশ্বাধিপতি, বিশ্বের অক্ষয় ভাণ্ডার তাঁহারই চরণতলে ন্যস্ত, সুতরাং তাঁহাপেক্ষা পরমদাতা আর কে হইতে পারে? জগতের পালক বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য তিনি, তাঁহার চরণেই মানব আপনার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে। মন্ত্রে এই ভগবন্মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে॥ (১৪অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥ *

—— ০ ——

তৃতীয় সূক্তের গেয় গান।

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ — র ১ ২ ১র
এ ২ ৫ তুমি। ত্রা ৩ য়া ৩ দিক্ষতা। পিবা ২ তিসোম্যাস্মধু। প্রয়াধা ২ ৩

২ ১র ২ ২ ১ ২ ৪৫ ৩ র
৮সী। চোদতয়াম্নিয়া ৩ হী। স্তনা। ঔ ৩ হোবা॥ উ ২ ৫ পো ২।

৪ ২ ৪ ৫ ১র ১ ২ র১ ২ ১ র
য়া ৩ য়িণা ৩ স্পভাযিম্। য়াধা ২ ঃ পৃক্ষন্তস্ত্রয়ষ। নূন৮শূ ২ ৩ ধী। স্তবতো-

২ ৩ ১ ২ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪র৫
আশ্বী ৩ য়া। ভা। ঔ ৩ হোবা॥ নাহ ৫ হিষ। গা ৩ পূ ৩ য়াচনা।

১ — র১ ২১ র ২ ১র ২ ২ ১ ২
জঙ্গে ২ বীরতরস্তৎ। নকীয়া ২ ৩ য়া। নেবথানা ৩ ভা। দনা। ঔ ৩

৪ ৫ ৪
হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১।২।৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ সূক্তের পঞ্চদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা,—"মারুতম।"

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
নদং ব ওদতীনাং নদং যোযুবতীনাম্।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পতিং বো অঘ্ন্যানাং ধেনূনামিষুধ্যসি ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'ওদতীনাং' (উষসঃ, জ্ঞানোন্মেষিকাণাং দেবীনাং, জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীনাং ইত্যর্থঃ) 'নদং' (উৎপাদকং) তথা 'যোযুবতীনাং' (চন্দ্রকিরণানাং, শান্তস্নিগ্ধজ্যোতিষাং ইত্যর্থঃ) 'নদং' (উৎপাদকং, মূলীভূতকারণং) ভগবন্তং ইতি যাবৎ 'বঃ' (যূয়ং) আরাধয়ত ইতি শেষঃ ; 'বঃ' (যূয়ং) 'অঘ্ন্যানাং' (অহন্তব্যানাং, অমরণধর্ম্মাণাং, অমৃতস্বরূপাণাং) 'ধেনূনাং' (জ্ঞানকিরণানাং) 'পতিং' (স্বামিনং, অধীশ্বরং ভগবন্তং) আরাধয়ত ইতি শেষঃ ; হে মম মনঃ! ত্বং 'ইষুধ্যসি' (অন্নমিচ্ছসি, পরাশক্তিলাভায় প্রার্থয় ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানদায়কং অমৃতাধিপতিং ভগবন্তং আরাধয়াম —ইতি ভাবঃ ॥ (১৪অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥

° . °

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তিসমূহের উৎপাদক এবং শান্তস্নিগ্ধজ্যোতিঃসমূহের মূলীভূতকারণ ভগবানকে তোমরা আরাধনা কর ; তোমরা অমৃতস্বরূপ জ্ঞানকিরণসমূহের অধীশ্বর ভগবানকে আরাধনা কর ; হে আমার মন! তুমি পরাশক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানদায়ক অমৃতাধিপতি ভগবানকে আরাধনা করি।) ॥ (১৪অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥

° . °

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ওদতীনাং' ওদত্যঃ উষসঃ। 'ওদতী'—'ভাস্বতী'—ইতি তন্নামসু পাঠাৎ (নিঘ০ ১৮ ৩-৪); তাসাং 'নদং' উৎপাদকমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রেণ হি উষস উৎপদ্যন্তে ইন্দ্রস্যৈব সূর্য্যত্বাৎ, দ্বাদশাদিত্যমধ্যে ইন্দ্রঃ পঠিতঃ। তাদৃশমিন্দ্রং হে যজমানাঃ! 'বঃ' যুষ্মদর্থং আহ্বয়ামি 'অঘ্ন্যানাং' অহন্তব্যানাং গবাং 'পতিং' আহ্বয়ে। অথ প্রত্যক্ষকৃতঃ—হে যজমানাঃ! 'বঃ' ত্বং 'ধেনূনাং' ক্ষীরাদিনা প্রীণয়িত্রীণাং গবাং 'ইষুধ্যসি' অন্নমিচ্ছসি ॥ (১৪অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥

প্রথম (১৫১০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান কর), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ, (গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করিতেছেন।" মন্ত্রের 'ওদতীনাং' পদটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। উহার ভাষ্যার্থ 'উষসঃ'—বাংলা অনুবাদ 'উষাগণের'। উষা বহু নয়, উক্ত পদে প্রভাতের পূর্ব্বসময়কে লক্ষ্য করা হইলে, উষা এক বচনান্তরূপেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত পদে উষা ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে বুঝাইতেছে। সেই বস্তু—জ্ঞানোন্মেষিকা সদ্বৃত্তিরাজী। উষার অরুণালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জগৎ এক মনোহর নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ মানবের মধ্যেও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। হৃদয়ের প্রগাঢ় তিমির দূরীভূত হইয়া এক দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব হয়, মানুষ আপনাকে নূতন জীব বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছেন—সেই পরমপুরুষ। তাই তাঁহাকে 'ওদতীনাং নদং' বলা হইয়াছে। এই কিরণ, এই জ্যোতিঃ শুধু পাপ তাপ দগ্ধ করে না, মানবের হৃদয়কে শান্তস্নিগ্ধও করে। যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানের বিমল জ্যোতির উন্মেষ হয় তিনি পরাশান্তি লাভ করেন তাই যাহাতে সেই শান্তিদাতার কৃপালাভ করিতে পারা যায় সেই জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা আছে। 'অঘ্ন্যানাং' পদে ভাষ্যাদিতে 'গরু' অর্থ গৃহীত হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের ধারণা, মরণধর্ম্মরহিত, অমৃতদায়ক, অমৃতস্বরূপ অর্থে জ্ঞানের বিশেষণরূপে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানেই আমরা আমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছি॥ (১৪অ - ২খ—৪সূ ১সা)। *

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

১ — ৱ ১ ২১ ২ৱ১ ২ ৱ ১ ২ৱ১ ৱ২ৱ ৱ ৱ ৱ
নদংবঙ ২ দ। তীনোবা। নদংযোযূ। বতীনাম। পতিংবোঅঘ্ন্যানাঙ্কেনূনামি।

২ ১ৱ — ১ ২ ১
যু, ২ ৩। ধাসাউবা। শ্রাধিয়া ২। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩

৪ ৫ ঈ। ডা॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

—এই সূক্তান্তর্গত একটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। উহার নাম যথা,—"শ্রধ্যম্"।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মদীয়ং নিবাসস্থানভূতঃ) 'পূর্ণাং' (সদ্ভাবপূর্ণং) 'আসিচং' (ভক্তিরসেনাসিক্তঞ্চ হৃৎপ্রদেশং) 'দ্রবিণোদাঃ' (ধনপ্রদঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানো জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিবষ্টু' (কাময়তাং); তং দেবং 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' (ভক্তিরসেন সম্যক্ সিঞ্চধ্বং) 'উপপৃণধ্বং বা' (সদ্ভাবেন সম্যক্ পূরয়ত); 'আদিৎ' (অনন্তরমেব) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'ওহতে' (মোক্ষং বা অভিলষিতং স্থানং প্রাপয়তি)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং হৃদয়ঃ সদ্ভাবসমন্বিতো ভক্তিপ্লুতো ভবতু; তেন বয়ং মোক্ষং অভীষ্টঞ্চ প্রাপ্নুয়ামঃ। (১৪অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সদ্ভাবপূর্ণ ও ভক্তিরসাপ্লুত (আমার) হৃৎপ্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্-রূপে সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা সম্যক্-রূপে পূর্ণ কর; অনন্তর (তাহা হইলে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদিগকে অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করিবেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সদ্ভাব-সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হউক; তদ্দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ যেন প্রাপ্ত হইতে পারি।)॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্রবিণোদাঃ' ধনানাং দাতা 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মদীয়াং 'পূর্ণাং' হবিষা 'আসিচং' 'আসিক্তং স্রচং 'বিবষ্টু' কাময়তাং 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' সোমেন পাত্রং, 'উপ পৃণধ্বং বা' সোমং। বা শব্দো

সমুচ্চয়ার্থে। স্রুব-গ্রহণে হোতৃ-চমসং পূরয়ত চ অগ্নয়ে সোমং যচ্ছত বেত্যর্থঃ। 'আদিৎ' অনন্তরমেব 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মান্ 'ওহতে' বহতি। 'বিবষ্টু'—'বিবষ্টি'—ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* ৹ ·

প্রথম (১৫১১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই 'স্রুক্' এবং "সোমরসের" জ্ঞাপক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না। একমাত্র 'পূর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদ-দৃষ্টে স্রুক্ শব্দ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'স্রুক্' থাকিলেই হবনীয়ের প্রয়োজন; তাই, সোমরস-হবনীয়ের অবতারণা। অপিচ, "উদ্বাসিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বং" অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।' এইরূপে ভাষ্যকারের মতে, এই সাম-মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'ধনসমূহের দানকর্ত্তা অগ্নিদেব, যুষ্মদীয় হবিঃপূর্ণ ও আসিক্ত (ভিজা) স্রুক্ কামনা করুন। অতএব, সোমের দ্বারা পাত্র সিঞ্চন কর, এবং পূর্ণ কর। (এখানে, 'বা'-দ্বয়ের অর্থ-সমুচ্চয় অর্থাৎ সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।) অনন্তর অগ্নিদেব. তোমাদের আহুতি পৌঁছাইয়া দেবেন।' আমরা কিন্তু মন্ত্রমধ্যে মাদক সোমরসাদির প্রসঙ্গ দেখি না। আমরা পূর্ব্বাপর বেদমন্ত্রকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্রেরও সেইরূপেই অর্থ-পরিগ্রহ করিলাম।

এই মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। পরমার্থপ্রদ দেবতা যে বস্তু কামনা করিবেন, যে বস্তু তাঁহার পরমপ্রীতিপ্রদ, সেই বস্তু কি কখনও মাদক সোমরস-রূপ হবিঃপূর্ণ স্রুক্ হইতে পারে? দেবতার আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—রিপুশত্রুর উপদ্রবরহিত সদ্ভাবপরিপূর্ণ সাধকের হৃদয়। ভক্ত সাধকই দেবতার প্রাণস্বরূপ নির্ম্মল ভক্তহৃদয়ই তাঁহার কামনা-যোগ্য। যখনই সাধকের হৃৎপ্রদেশ কামক্রোধাদিকৃত-উপদ্রব-পরিশূন্য হইবে, যখনই সাধকের চিত্তবৃত্তিনিবহ সদ্ভাবে পরিপূরিত হইয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইবে; তখনই সেই সাধক-হৃদয় ভগবানের পরমপ্রীতিপ্রদ হইবে, তখনই ভগবান্ তাহা নিজেই কামনা করিবেন; তখনই তাহা তাঁহার নিত্যধামস্বরূপ হইবে।

এখানে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে বলিতেছেন, 'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা আমার হৃদয়কে ভক্তিরসাপ্লুত ও সদ্ভাবপূর্ণ কর - যাহাতে তাহা জ্ঞান-দেবতার বাঞ্ছনীয় হয়।' শেষাংশে প্রকাশ,—'তাহা হইলেই জ্ঞানদেব তোমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু হইবেন।' মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই, - 'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের আধারস্বরূপ আমার হৃৎপ্রদেশকে এরূপ ভক্তিমিশ্রিত ও সদ্ভাব-পূর্ণ কর, যাহাতে তাহা দেবতার কামনীয় হয়। দেবতাকে সুনির্ম্মিত ভক্তিরসের দ্বারা সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা পূর্ণ কর। এরূপ করিলে, তোমাদের অনন্ত কল্যাণ সংসাধিত হইবে।' (১৪অ - ৩খ—১সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র ৬দ - ১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
তং৺ হোতারমধ্বরস্য প্রচেতসং

১ ২ ৩ ১ ২
বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
দধাতি রত্নং বিধতে সুবীর্য্যমগ্নির্জ্জনায় দাশুষে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'অধ্বরস্য বহ্নিং' (সৎকর্ম্মণঃ বোঢ়ারং, সৎকর্ম্মপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'হোতারং' (ভগবতঃ আহ্বাতারং, ভগবৎপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'প্রচেতসং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অকৃণ্বত' (কুর্ব্বন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'বিধতে' (পরিচরতে, পূজাপরায়ণায়) 'দাশুষে' (হবিষাং প্রদাত্রে, প্রার্থনাকারিণে ইত্যর্থঃ) 'জনায়' (সাধকায়) সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রত্নং' (পরমধনং) 'দধাতি' (প্রযচ্ছতি) ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবেন সাধকাঃ পরাজ্ঞানং তথা পরাজ্ঞানেন পরমধনং লভন্তে—ইতি ভাবঃ ॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহ সৎকর্ম্মপ্রাপক, ভগবৎপ্রাপক, প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্ত হয় ; জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ প্রার্থনাকারী সাধককে আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা সাধকগণ পরাজ্ঞান এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা পরমধন লাভ করেন।) ॥ (১৪অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দেবাঃ' 'প্রচেতসং' প্রকৃষ্টমতিং 'তং' অগ্নিং 'অধ্বরস্য' যজ্ঞস্য 'বহ্নিং' বোঢারং 'হোতারং' চ 'অকৃণ্বত' অকুর্ব্বন্ কিমর্থমিত্যত্রাহ — স চ 'অগ্নিঃ' 'বিধতে' পরিচরতে 'দাশুষে' হবিষাং প্রদাত্রে 'জনায়' 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'দধাতি' দধাতীতি ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় (১৫১২) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এই মন্ত্রটীর মধ্যে সাধনার একটী ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যখন দেবভাব উপজিত হয়, তখন মনের গতি-প্রবৃত্তি ভগবদভিমুখী হয়, পরাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। আবার, সেই পরাজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার জীবনের চরম অভীষ্টসাধনে—পরমধনলাভে সমর্থ হয়। আমরা ক্রমশঃ এই সাধনপ্রণালী ও সিদ্ধিলাভের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

'অধ্বরস্য বহ্নিং' পদদ্বয়ের অর্থ—'সৎকর্ম্মের বাহক'। ভাষ্যকারও 'বহ্নিং' পদে 'বোঢ়ারং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিসের—বাহক? উত্তরে বলা হইয়াছে,—'অধ্বরস্য' অর্থাৎ সৎকর্ম্মের। দেবভাব সৎকর্ম্মের বাহক, সৎকর্ম্ম-প্রাপক। মানুষের মন হইতে যখন পার্থিব হীন কামনা বাসনা দূরীভূত হয়, যখন হৃদয় পবিত্র হয়, তখন মানুষ আপনাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করেন, সৎকর্ম্মসাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সৎকর্ম্মসাধনার দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে থাকেন। কর্ম্মাগ্নিতে হৃদয়ের পাপ মলিনতা নষ্ট হয়। সৎকর্ম্ম করিতে করিতে মানুষের মধ্যে সৎকর্ম্ম ও সচ্চিন্তার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মে, সেই আকর্ষণের ফলে মানুষের মন সৎ ব্যতীত অসৎ কোনও বিষয়ে প্রধাবিত হয় না। তাহার ফলে ক্রমশঃ বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে।

হৃদয়ে যখন জ্ঞানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক জ্ঞানালোক প্রভাবে আপনার অভীষ্ট গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন এবং সৎকর্ম্মজনিত শক্তিপ্রভাবে সেই পথানুসরণে চলিতেও সমর্থ হয়েন। অবশেষে সেই শ্রেয়ঃমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধক আপনার জীবনের চরমাভীষ্ট মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম। (১৭অ—৩খ—১সূ—২সা)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র ৪ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ২ ১২ ২
১। দেবোহ ৫ বঃ। দ্রা ৩ বা ৩ য়িণোদাঃ। পূর্ণাংবিবা। ষ্টু ৩ আসী ৩ চাম্।

১ — ১ র ২ ১ ২ ২ ১ র র
উদ্বা ২ সিঞ্চধ্বমুপ। বাপা ২ ৩ র্ণা। মস্মারি। থূ ৩ বাম্। আদিদ্বোদেবও

ন ৩ ২ ১ ২ ১ ২ ১২ ২ ১ —১র
২ হভাউ। আদায়িৎ। বোদায়ি। বা ৩ ওহা ৩ ভায়ি। ত৮ হো ২ ভায়-

২ ১ ২ ২ ১ র র ন ৩ ২
মধ্বর। স্তপ্রা ২ ৩ চে। হস্মায়ি। ভা ৩ সাম্। বহ্নিন্দেবাঅক্র ২ এর্ষ্বভাউ।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ — ১ র
বাহ্বীম্। দ্বাম্নিনাঃ। আ ৩ কাণ্বং ৩ তা। দধা ২ তিরয়িবিব। তেত্ন ২ ৩
২ ১ ২ ২ ১ র ৫ ৩ ২
বা। হুন্মাগ্নি। য়া ৩ য়াম্। আগ্নির্জনায়দা ২ শুষাউ॥

* * *

২র র ১র ২ র ১ ২র ১র ২ ১ ২ ২. র র
২॥ দেবোবোদ্রবিণোদাঃ। পূর্ণাংবিবা। ষ্টু ৩ আসী ও চাম্। উদ্বাসিঞ্চধ্বমুপবা-
৩ ৫র ২র ১ ৫ ২ ১ ২
পৃণধ্বা ২ ৩ ৪ ম্বৈহী। আদিদ্বো ২ ৩ ৪ দে। বও ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩।
২ ৩ ২ ২র ১র২র১র২১ ২ ১ ২ ২
২ ত আ॥ আদিদ্বোদেবওহত্যাগ্নি। তা ৩ ৮ হোতা ৩ য়াম্। অধ্বরস্ত-
র ৩ ৫র ২ ১ ৫ ২ ২
প্রচেতসা ২ ৩ ৪ ম্বৈহী। বহ্নিন্দ্বা ২ ৩ ৪ ম্নিবাঃ। অবা ৩ ১ উয়া ২ ৩। এ ৩।
২ ৩ ২ ২র ১র১র১ ২ ১ ২ ১২ ২ র র ৩
এবস্তআ॥ বাহ্নিন্দেবাঅকৃধ্বতা। দা ৩ ধত্তা ৩ ম্নিবা। স্তুং বিধন্তেসুবীর্য়্যা
৫র ২ ১ ৫ ২
২ ৩ ৪ ম্বৈহী। অগ্নির্জ্জা ২ ৩ ৪ ম্না। যদা ৩ ১ উবা
২ ২ ৩ ২
২ ৩। এ ৩। শুষস্মা॥ ১।২॥

—— ০ ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
উপো ষু জাতমার্য্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং
২ ৩ ১ ২
নক্ষন্ত নো গিরঃ॥ ১॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথা,—(১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" এবং (২) "কণ্বরথন্তরম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন্' (জ্ঞানাগ্নৌ—সঞ্জাতে ইতি শেষঃ) 'ব্রতানি' (সর্ব্বসৎকর্ম্মাণি) 'আদধুঃ' (আহিতবন্তঃ, সাধকাঃ সাধয়িতুং সমর্থঃ ভবেয়ুঃ), 'গাতুবিত্তমঃ' (শ্রেষ্ঠসৎকর্ম্মবেত্তা সঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'অদর্শি' (দৃষ্টোঽভূৎ, সাধকানাং হৃদ্দেশে প্রাদুর্ভবতি); এবম্বিধ 'সুজাতং' (সুষ্ঠু প্রাদুর্ভূতং) 'আর্য্যস্য' (ধর্ম্মস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'বর্দ্ধনং' (বর্দ্ধয়িতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নঃ' (অস্মাকং, অর্চ্চনাকারিণাং) 'গিরঃ' (স্তুতিরূপা বাচঃ) 'উপনক্ষন্তু' (উপগচ্ছন্তু, জ্ঞানাগ্নিং প্রাপ্নুবন্তু)। জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মসম্বন্ধযুতং। সাধকঃ তজ্জ্ঞানং পশ্যন্তি প্রাপ্নুবন্তি চ। অস্মাকং স্তোত্রকর্ম্মাণি তজ্জ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১৪অ—৩খ ২দ্—১সা)।

ঃঃঃ

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, (সাধকগণ) সৎকর্ম্ম-সমূহ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন; সৎকর্ম্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্তৃক দৃষ্ট হয়েন (সাধকগণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন); এবম্বিধ সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞান সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। সাধকগণ তাহা বুঝিতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদিগের স্তোত্রকর্ম্ম-সমূহ প্রাপ্ত হউক। (১৫অ—৩খ—২দ্—১সা)।

ঃঃঃ

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যস্মিন' অগ্নৌ 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি 'আ দধুঃ' যজমানাঃ আহিতবন্তঃ 'গাতুবিত্তমঃ' অতিশয়েন মার্গাণাং জ্ঞাতঃ; সোঽগ্নিঃ 'অদর্শি' প্রাদুরভূৎ। কিঞ্চ 'সুজাতং' সম্যক্ প্রাদুর্ভূতং অস্য 'আর্য্যস্য' উত্তম-বর্ণস্য 'বর্দ্ধনং' বর্দ্ধয়িতারং 'অগ্নিং' 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতি-রূপা বাচঃ 'উপো নক্ষন্তু' উপগচ্ছন্তু। নক্ষ গত্যাবিতি (ভ্বা০ প০) ধাতুঃ। 'নক্ষন্ত'—'নক্ষন্ত'—ইতি পাঠৌ। ১॥

ঃঃঃ

প্রথম (১৫১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে সাধারণতঃ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, অগ্রে তাহারই পরিচয় দিতেছি; যথা,—'যজমানগণ, যে অগ্নিতে কর্ম্মসমূহ আহিত (স্থাপন)' করেন, অতিশয়রূপে পথজ্ঞ সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সম্যক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত, উত্তমবর্ণসমূহের বর্দ্ধক (সেই) অগ্নিদেবকে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক।' এরূপ অর্থ-পক্ষে মন্ত্রমধ্যস্থিত পদগুলি যে অর্থ দ্যোতনা করিতেছে, ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহা বোধগম্য হইবে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। মন্ত্রের প্রথমেই 'যস্মিন' একটী পদ

আছে। ভাষ্যকার, এই সপ্তমী বিভক্তির আধার-অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে যে অগ্নিতে। আমরা ঐ সপ্তমী বিভক্তিকে ভাবে সপ্তমী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়—'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ সর্ব্বসৎ-কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়।' 'গাতুবিত্তমঃ' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকর্ত্তা 'গাতু' শব্দে 'পথ' অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভাষ্যের অন্যস্থলে আবার, এই 'গাতু' শব্দেরই অর্থ 'যজ্ঞ' বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। 'পথ' অর্থ পরিগ্রহ করিলেও যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, তাহা বলি না। তবে আমরা ঐ শব্দের 'পথ' অর্থ অপেক্ষা যজ্ঞ(সৎকর্ম্ম-রূপ অর্থেরই সমীচীনতা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করি। 'যজ্ঞ' অর্থ-পক্ষে জ্ঞানাগ্নি যে যজ্ঞবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ সহায়, তাহাই বুঝা যায়। 'পথ' অর্থ কল্পনা করিলেও, জ্ঞানাগ্নি শ্রেষ্ঠ-পথজ্ঞ ভাব আসে। কোন পথে পরিচালিত হইলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা যায়, কোন পথে গমন করিলে অধঃপতিত হইতে হয়, জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবেই মানুষ তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয়।

অতঃপর, মন্ত্রমধ্যস্থিত 'অদর্শি' ক্রিয়াপদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই ক্রিয়াপদের অর্থ—দৃষ্ট হয়েন বা প্রাদুর্ভূত হয়েন। কিন্তু, কোথায় দৃষ্ট হয়েন—কোন জন কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন—মন্ত্রমধ্যে তাহার জ্ঞাপক কোনও পদই নাই। ভাষ্যকারও তাহার কোনরূপ আভাষ দেন নাই। আমরা জ্ঞানাগ্নি পক্ষে—সাধকের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন বা সাধক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন—অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নির বিশেষণদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, জ্ঞান হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হইলে সত্ত্বভাব বা ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিনি সুযাত, এইজন্যই তিনি আর্য্য-ধর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের পরিবর্দ্ধক। 'আর্য্যস্য বর্দ্ধনঃ' পদে ভাষ্যকার বলেন 'উত্তম বর্ণের বর্দ্ধক'। ইহাতে, দেবতার পক্ষপাতিত্ব-রূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে। এইজন্যই ভাব গ্রহণে আমরা ঐ 'আর্য্যস্য' পদের অর্থ করিয়াছি—'ধর্ম্মস্য' বা 'সত্ত্বভাবস্য'। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, ধর্ম্মের অথবা সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক। ইহাতে ঐরূপ দোষ দূরীভূত হয়। পরন্তু, অর্থের ও ভাবের উৎকর্ষতা উপলব্ধ হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়, 'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ বহু সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়; যিনি সৎকর্ম্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধক-গণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই উত্তমরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞান-স্বরূপ দেবকে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক।'

এখানে সাধক সুদৃঢ় আশাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন। মন্ত্র উপদেশ প্রদান করিতেছে—'জ্ঞানাগ্নি, সাধকদিগের হৃৎপ্রদেশে দৃষ্ট হয়েন। তুমি সাধনা কর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। দৃঢ়-প্রযত্ন হও. তাঁহার আরাধনায়; অবশ্যই তিনি, তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন।' এই উপদেশ-বাণী অনুধ্যান করিয়া সাধক প্রার্থনার ভাবে বলিতেছেন,—'জ্ঞানস্বরূপ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আমার এই স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হউক।' আমরা বলি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১৪অ-৩খ ২সূ—১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৬দ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যস্মাদ্রেজন্ত কৃষ্টয়শ্চর্কৃত্যানি কৃণ্বতঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সহস্রসাং মেধসাতাবিব ত্মনাগ্নিং ধীভির্নমস্যত ॥২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'যস্মাৎ' (যতঃ) 'চর্কৃত্যানি' (কর্ত্তব্যানি, সৎকর্ম্মাণি) 'কৃণ্বতঃ' (কুর্ব্বাণঃ, সাধয়ন্তঃ) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষশালিনঃ সাধকাঃ) 'রেজন্ত' (রাজন্তে, শোভন্তি, উর্দ্ধগমনং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ) ততঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ। যূয়ং 'মেধসাতৌ' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণ, সৎকর্ম্ম-সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বয়মেব) 'ধীভিঃ' (সদ্বৃত্তিভিঃ, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সহস্রসাং' (সংস্রস্য দাতারং, প্রভূতধনদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'নমস্যত' (আরাধয়ত)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন, পরমধনদাতারং জ্ঞানস্বরূপং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৪অ-৩খ-২সূ-২সা)॥

বঙ্গানুবাদ ।

যেহেতু সৎকর্ম্মসাধনকারী আত্মোৎকর্ষশালী সাধকগণ উর্দ্ধগমন প্রাপ্ত হয়েন; সেইজন্য হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য স্বয়ংই সদ্বৃত্তিদ্বারা (অথবা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা) প্রভূতধনদাতা জ্ঞানদেবকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা পরমধনদাতা জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আরাধনা করি।) ॥ (১৪অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যস্মাৎ' কারণাৎ 'চর্কৃত্যানি' কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি 'কৃণ্বতঃ' কুর্ব্বাণান্ মনুষ্যান্ 'কৃষ্টয়ঃ' ইতর-মনুষ্যাঃ 'রেজন্ত' কম্পন্তে, তস্মাদিদানীং হে মদীয়া জনাঃ। যূয়ং 'সহস্রসাং' বহূনাং ধনানাং সহস্রস্য দাতারমগ্নিং 'মেধসাতৌ' যজ্ঞে 'ধীভিঃ' কর্ত্তব্যৈঃ কর্ম্মভিঃ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'নমস্যত' পরিচরত। 'নমস্যত'—সপর্য্যতি—ইতি পাঠৌ ॥ (১৪অ-৩খ-২সূ-২সা)॥

দ্বিতীয় (১৫১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মার্থ আলোচনায় প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটি এই,—"কর্ত্তব্যকর্ম্মকারী মনুষ্যগণের নিকট ইতর-মনুষ্যগণ (কম্পিত হয়), অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্বারা আপনি পরিচর্য্যা কর।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতভেদের প্রধান কারণ—'কৃষ্টয়ঃ' ও 'রেজন্ত' পদদ্বয়। কর্ষণার্থক 'কৃষ্' ধাতু হইতে 'কৃষ্টয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি আত্মোৎকর্ষ-সাধনে তৎপর তিনিই 'কৃষ্টি' শব্দ-বাচ্য। কিন্তু ভাষ্যকার উক্ত পদের ঠিক বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত পদের অর্থ—"ইতর-মনুষ্যাঃ"। ভাষ্যকার হয়তো 'অন্য' অর্থে 'ইতর' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদকার প্রচলিত 'হীন' অর্থেই ইতর-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করায় মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই,—তোমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; কেন করিবে না, কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে অন্য লোকসমূহ তোমাদের ভয়ে কম্পিত হইবে। অর্থাৎ অন্য লোককে কম্পিত করাতেই যেন কর্ত্তব্য-কর্ম্মের সার্থকতা! কিন্তু আমাদের গৃহীত অর্থে কি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখুন। 'হে আমার মন! তুমি সৎকর্ম্মে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ কর। কারণ সৎকর্ম্ম করিলে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে।' মানুষ সাধনা করে আপনার উন্নতির জন্য, পরকে ভয় দেখাবার জন্য নয়। অন্য লোক কে কি বলিল, কে কি করিল, তাহা দ্বারা সাধকের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সাধকের কারবার—দেনা-পাওনা, তাঁহার সাধ্যের সঙ্গে—ভগবানের সঙ্গে। সুতরাং 'ইতর-লোকে' তাঁহাকে ভয় করে, কি ভক্তি করে তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। 'রেজন্ত' পদে বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'রাজন্তেতোনং দ্রষ্টব্যং।" আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন; আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে॥ (১৪অ—৩খ—২সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ২
প্র দৈবোদাসো অগ্নিং॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দৈবঃ' (দেবভাবপোষকঃ) 'দানঃ' (দানশীলঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্র' (প্রযচ্ছতু— অস্মভ্যং পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া বয়ং পরমধনং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবপোষক দানশীল জ্ঞানদেব আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের কৃপায় আমরা যেন পরমধন লাভ করি।) (১৪অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দৈবোদাসঃ' দিবোদাসেনাহূয়মানোঽগ্নিঃ 'মাতরং' সর্ব্বদা ধারণত্বাৎ পৃথিবীং 'অচ্ছ' প্রতি 'ন' 'প্র বিবাবৃত্তে' দেবান প্রতি হবির্ব্বোঢ়ুং বিশেষেণ ন প্রবর্ত্তয়তি, তস্মাদেনমগ্নিং দিবোদাসো 'মজ্মনা' বলেন আহূতবান। তস্মাদয়মগ্নিঃ 'নাকস্য' স্বর্গস্য 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'ইন্দ্রঃ' পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ 'শর্ম্মণি' গৃহে যাগভবনে এব 'তস্থৌ' অতিষ্ঠৎ। (১৩অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৫১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের আগ্নেয় পর্ব্বান্তর্গত একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ। মূল-মন্ত্রটী এই,—

"প্র দৈবোদাসো অগ্নির্দেব ইন্দ্রো ন মজ্মনা।
অনুমাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি।"

আমরা সমগ্র মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করিতেছি। তদ্দ্বারা মূলমন্ত্র কি ভাব দ্যোতনা করিতেছে, এবং মূলমন্ত্রের সহিত এই অংশেরই বা কি সম্বন্ধ তাহা পরিস্ফুট হইবে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।—'দৈবঃ' (দেবভাবপোষকঃ) 'দাসঃ' (দানশীলঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ) 'ইন্দ্রো ন' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ইব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'মাতরং' (মাতৃস্বরূপাং) 'পৃথিবীং' (অনন্তাস্পদস্বেনাতিবিস্তৃতাং সাধকস্য হৃৎস্বরূপাং ভূমিং) 'অনু প্র বিবাবৃতে' (অর্চ্চকানাং হিতার্থায় বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি); অসৌ জ্ঞানাগ্নিঃ 'মজ্মনা' (বলেন, সত্ত্বভাবেন বর্দ্ধিতঃ সন্নিত্যর্থঃ) 'নাকস্য' (স্বর্গস্য) 'শর্ম্মণি' (কল্যাণে) 'তস্থৌ' (তিষ্ঠতি, সাধকস্য পরমকল্যাণং সাধয়তি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন নরঃ সৎকর্ম্মণি প্রবুদ্ধো ভবতি। তদা তস্য আত্মনঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং চ শ্রেয়ো ভবতি ইতি ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ বলিয়া অভিবিস্তৃত সাধকের হৃৎ-স্বরূপ ভূমিকে, অর্চ্চনাকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হয়েন (অর্থাৎ সাধকের পরমকল্যাণ সংসাধিত করেন)। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মনুষ্য সৎকর্ম্মে প্রবুদ্ধ হয়। তাহাতে তাহার আপনার এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে)।

এ মন্ত্রটীর অর্থ কল্পনা-পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্যকার 'দৈবোদাসঃ' পদ দৃষ্টে ইহার মধ্যে দিবোদাস ঋষির সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ঐ 'দৈবোদাসঃ' পদের অর্থ, তাঁহার মতে দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূয়মান। 'ইন্দ্র' পদটীকে তিনি অগ্নিদেবের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'মজ্মনা' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে আবার সেই দিবোদাস ঋষিকেই টানিয়া আনিয়াছেন। শুধু দিবোদাসকে আনা নয়; পরন্তু 'এনং' এবং 'আজুহাব' এই পদদ্বয় অধ্যাহার করিয়া, ঐ 'মজ্মনা' পদে একটী অংশ কল্পনা করিয়াছেন। 'ইন্দ্রঃ' পদের পরবর্ত্তী 'ন' পদের অন্বয় মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। পরিশেষে 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশে ভাষ্যকার বলেন,—'যে হেতু দিবোদাস ঋষি ইঁহাকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই অগ্নি এই স্বর্গের গৃহে (নিজের আয়তনে) স্থিত হইয়াছিলেন।' এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, ভাষ্য-মতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'দ্যোতমান, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত, দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূয়মান অগ্নিদেব (এই অংশে মূলস্থিত 'ন' এর অর্থ বাদ পড়িয়াছে) সকল লোককে ধারণ করেন বলিয়া পৃথিবী—মাতা, সেই মাতা পৃথিবীকে, দেবগণের নিকট হবির্ব্বহনার্থ বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। যেহেতু, এই অগ্নিকে দিবোদাস ঋষি, বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন,—সেই হেতু এই অগ্নি, স্বর্গের গৃহে (স্বীয় আয়তনে) অবস্থিত হইয়াছিলেন।' মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা আবার এইরূপ,—"দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূত অগ্নি মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থান করিলেন।" এ সকল অর্থে যে কোন ভাব দ্যোতনা করে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রটীর পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিলাম তাহার একটু আলোচনা প্রয়োজন। জ্ঞানাগ্নি যে ভগবানের প্রতিকৃতি, তাহা এ মন্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নির একটী উপমা আছে—'ইন্দ্রো ন'; অর্থাৎ 'জ্ঞানাগ্নি' পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের ন্যায়। 'দৈবোদাসঃ' পদকে আমরা দুইটী পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যে বা যাস্ক-নিরুক্তে দেখি,—'মজ্মন' শব্দ—বলের পরিচায়ক। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের সত্ত্বভাব-রূপ বল অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ইহার ভাবার্থ এই সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা জ্ঞানাগ্নির বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এবম্ভূত জ্ঞানাগ্নি (মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশের ভাব) সাধকের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের তৃতীয় পদের ('অনু' হইতে 'বাবৃতে' পর্য্যন্ত অংশের) ভাবার্থ এই—সাধকের হৃৎপ্রদেশ জ্ঞানাগ্নির

মাতৃস্থানীয়। তাহাকে পৃথিবী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, - সাধক-হৃদয়, অনন্তের আস্পদ বলিয়া পৃথিবীর ন্যায় অতি বিস্তৃত। জ্ঞানাগ্নি সেই হৃদয়ে প্রবর্ত্তিত করেন;—অর্থাৎ, ভগবদারা-ধনাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়, -'দেবভাবের পোষক, দানশীল, পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রতুল্য এই জ্ঞানাগ্নি, অনন্তের আস্পদ বলিয়া অতি-বিস্তৃত সাধকের হৃদয়রূপ স্বীয় জন্মভূমিকে বিশেষরূপে সৎকর্ম্মাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের পরম কল্যাণ সংসাধিত করেন।" আমরা বলি, মন্ত্র-মধ্যে এইরূপ মহদ্ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১৪অ ৩খ ২সূ - ৩সা)। ০

—— ০ ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১২ ২

১। অদাহ ৫ র্শি। গা ৩ তু ৩ বিস্তায়াঃ। যাঁ'স্মনব্রতা। নী ০ আদা ৩ ধূঃ।

১ — ১র র ২ ১ ২ ২ ১

উপো ২ ষুজাতমা। র্য সা্য ২ ৩ বা। হুম্মা য়। ধা ৩ নাব্‌। আগ্নিরক্ষস্তনো

n ৩২ ১২ ১র র ২ ১ ২ ১ --

২ গিরাউ। হায়া। স্যাস্ত্রেজস্থকু'ঃয়শ্চক্রুত্যা। নী ৩ কার্য্যা ৩ তা। সহা ২

১র র র র ২ ১ ২ ২ ১ র n ৩

প্রসাস্মেধসা। ভাষা ২ ৩ য়িবা। হুম্মাঁয়ি। স্মা ৩ না। আগ্নির্দ্বীপ্তির্ম্মা ২ সা

২ ১২ ১র র র র র ২ ১২ ২ ১ —

ভাউ। ভাপ্রা। দৈবোদাসোঅগ্নির্দ্দেবইন্দ্রো। না ৩ মাম্মা ৩ না। অনূ ২

র ১ র ২ ১ ২ ২ ১ র

মাতরম্পৃথি। বীবা ২ ৩ য়িবা। হুম্ম য়ি। বা ৩ র্ত্তায়ি। তাস্থো-

র n ৩২ ১১১

নাকস্যশা ২ র্ম্মণাউ। বা ৩ ৪ ৫॥

* * *

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১২ ২

২। প্রৈদিহ ৫ বঃ। দা ৩ লো ৩ আগ্নয়িঃ। দাগ্নিবইন্দ্রো। না ৩ মাপ্‌ ৩ না।

১ — র ১ র ২ ১ ২ ২ ১ র র

অনু ২ মাতরম্পৃথি। বীংবা ২ ৩ পিপা। হুম্মাৱি। বা ৩ র্ত্তায়ি। তাস্থোনা-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দশম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১৩—১প্র—৫দ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

৮ ৩ ২ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ ২
কত্বশ। ২ র্ষণাউ। পায়া। স্মাত্রেজন্তকুইয়শ্চকৃ`ত্যা। নী ৩ কার্ষা ৩ ত্যাঃ।

১ — ১ র র র র ২ ১ ২ ২ ১ র
সত্যা ২ স্তপাংমেধদা। তোবা ২ ৩ য়িবা। হুম্ ম্রি। স্মা ৩ না। আগ্নিদ্ধৗভন্নমা

৮ ৩ ২ ১ ২ ১ র র ২ ১ ২ ২ ১
২ স্তভাউ। ভাআ। দর্শিগাতুবস্তমোর্ষাস্মগব্রতা। নী ৩ আদা ৩ ধূঃ। উপো

— ১ ২ র ২ ১ ২ ২ ১ ৮
২ যুস্মাভমা। র্ষাস্তা ২ ৩ খা। হুম্মাস্রি। ধা ৩ নাম্। আগ্নিন্নকস্তনো .২

৩ ২ ১ ১ ১
গিরাউ। বা ৩ ৪ ৫।

* ০ *

২র ১ ২ ১ ২ ১ ২৮ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
৩। ঔহোহোহায়ি। আয়িহী। আদা। শী ২ ৩ ৪ গা। ভুাস্তা ২ ৩ ৪ মাঃ।

২ ৩ ৫ ২র ১র ২র ১ ৩ ৫ ২ ৮ ৩
বাম্মিনত্রা ২ ৩ ৪ ভা। নীয়াদধূঃ। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। উপোব্

৫ ২ ৮ ৩ ৫ ২র১ ২র ১ ৩
২ ৩ ৪ জা। ভাষারী ২ ৩ ৪ য়া। স্মাবর্দ্ধনাম্। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২
য়িহী। আগ্নিয়া ২ ৩ ৪ ক্ষা। ভুনো ৩ গো ৫ য়িরা ৬ ৫ ৬ ঃ। ঔহোহোহায়ি।

১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ২৮ ৩ ৫ ২৮৩
আয়িহী। যাম্মাং। রে ২ ৩ ৪ জা। ভারুষ্টী ২ ৩ ৪ য়াঃ। চার্ক ২ ৩ ৪

৫ ২র১ ২র ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
স্তা। নীক্বগ্নভাঃ। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। গাহস্র ২ ৩ ৪ দাম।

২ ৮ ৩ ৫ ২র১ ২র ১ ৩ ৫ ১ ৩
মায়িষাস। ২ ৩ ৪ ভাউ। ঈগস্মনা। ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। আগ্নিদ্ধী

৩ ৩ ২ ৪ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২
২ ৩ ৪ ভীঃ। নমা ৩ স্তা ৫ তা ৬ ৫ ৬। ঔহোহোহায়ি। আয়িহী। প্রাদৈ।

৩ ৫ ২৮ ৩ ৫ ২ ৮ ৩ ৫ ২র১
বো ২ ৩ ৪ দা। লোআ ২ ৩ ৪ গ্রায়িঃ। দায়িবাআ ২ ৩ ৪ য়িত্রো। নামস্মনা।

২র ১ ৩ ৫ ২ ৮ ৩ ৫ ২ ৮ ৩ ৫
ঔহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। আনুমা ২ ৩ ৪ ভা। রাম্পধী ২ ৩ ৪ বীম্।

২র১র ২র ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ৩.২
বীবাবৃত্তায়ি। ঊহোয়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িহী। ভাস্থোনা ২ ৩ ৪ বা। সুশ্যা ৩

৪
শ্যা ৫ ণা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ ১।২।৩॥

— * —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২
অগ্ন আয়ূ৺ংষি পবসে০ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'আয়ূংষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবসে' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করুন।)। (১৪অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইতি প্রতীকমিদং। সা চাস্যত্রাম্নাতা॥ ১॥

° ° °

প্রথম (১৫১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

— ০ —

আলোচ্য-মন্ত্রটী আরণ্যকপর্ব্বের অন্তর্গত একটী মন্ত্রের অংশ-বিশেষ। সমগ্রমন্ত্রটী এই,—
"অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুব উর্জ্জম্ ইষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাম্।"
আমরা এখানে পাঠকগণের সুবিধার জন্য সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি নিম্নে প্রদান করিতেছি।

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (২) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (৩) "অভিনিধনংকাণ্বম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'আয়ূংষি' (প্রাণশক্তিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'পবসে' (ক্ষর, প্রযচ্ছ) 'চ' (তথা) 'উর্জ্জং' (বলকরং, শক্তিপ্রদায়কং) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'আসুব' (অভিমুখেন প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'দুচ্ছুনাং' (রিপূন্) 'আরে' (দূরে, অত্যন্তঃ দূরে—প্রেরয় ইতি যাবৎ) তথা তান্ 'বাধস্ব' (বিনাশয়); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্, কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ তথা সৎকর্ম্মসমর্থান্ কুরু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

বঙ্গানুবাদ। –হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন এবং শক্তিপ্রদায়ক সিদ্ধি প্রদান করুন; রিপুদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে প্রেরণ করুন এবং তাহাদিগকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,–হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী এবং সৎকর্ম্মসমর্থ করুন)।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সাধনশক্তিলাভ ও রিপুজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমে শক্তিলাভ, তারপর সিদ্ধি। হৃদয়ে শক্তির উন্মেষ না হইলে, শক্তির অনুযায়ী সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে, সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ভগবান আমাদিগকে সিদ্ধি বা মোক্ষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেইজন্য মানুষকে সাধনা করিতে হয়। তিনি মানুষের হৃদয়ে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, উপযুক্ত সাধনবলে তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। কর্ম্ম না করিয়া, তাঁহার চরণে ঐকান্তিক ভাবে আত্মনিবেদন না করিয়া, শুধু মুখের কথায় মোক্ষ লাভ হয় না। তাই সাধক নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া গাহিয়াছেন—

"ডাকলাম না ডাকার মত গুরু যাতে শুনতে পায়।
মুখের কথায় ডাকি তাঁরে সে কথা কি তাঁর কাণে যায়।"

শক্তিলাভের জন্য সাধনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন। মুক্তিলাভের জন্য শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। সেই শক্তিও তিনিই মানুষকে প্রদান করেন। তাই, এই শক্তি ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। সৎকর্ম্ম সম্পাদনে, সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন মানুষের অন্তরস্থ রিপুগণ। তাই তাহাদের বিনাশের জন্য, সাধনমার্গ সুগম করিবার জন্য, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষের আয়ু অথবা জীবনীশক্তির পরিমাণ সময়ের উপর নির্ভর করে না। হাজার বৎসর বাঁচিয়াও যে আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাজেই জীবন কাটাইয়া দেয়, তাহার জীবনমৃত্যু সকলই সমান—মুহূর্ত্তমাত্রও তাহার আয়ুষ্কাল আছে বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু, বত্রিশ বৎসর মাত্র পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রীমদ্শঙ্করাচার্য্য অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাই 'আয়ূংষি' পদে আমরা 'সৎকর্ম্মশক্তিং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (১৪অ–৩খ–৩সূ—১সা)*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৬প্র, ৩অ—৪খ—১সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ।
১ ২ ৩ ২
তমীমহে মহাগয়ম্ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

যঃ 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'পাঞ্চজন্যঃ' (চতুর্ব্বর্ণানুর্গতাঃ যে জনাঃ তদতিরিক্তঃ অপি চ যে জনাঃ তে পঞ্চজনাঃ, পঞ্চজনানাং হিতসাধকঃ যঃ সঃ পাঞ্চজন্যঃ, সর্ব্বলোকানাং কল্যাণদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'পুরোহিতঃ' (পুরস্থ হিতসাধকঃ, সর্ব্বেষাং হিতসাধকঃ) তথা 'ঋষিঃ' (সত্যদ্রষ্টা, পরাজ্ঞানদায়কঃ ইতি ভাবঃ, ভবতি—ইতি যাবৎ) অস্মাকং হৃদি আবির্ভাবায় 'মহাগয়ং' (মহদ্ভিঃ গান্তব্যং, সাধকৈঃ আরাধনীয়ং) 'তং' (প্রসিদ্ধং তং দেবং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে জ্ঞানস্বরূপ পরমদেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেব পবিত্রকারক সর্ব্বলোকের কল্যাণদায়ক, সকলের হিতসাধক এবং পরাজ্ঞানদায়ক হয়েন, আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভাবের জন্য সাধকগণ কর্ত্তৃক আরাধনীয় প্রসিদ্ধ সেই দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানস্বরূপ পরমদেব! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পাঞ্চজন্যঃ' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ, যদ্বা, গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবাঃ অসুরাঃ রক্ষাংসীত্যেতৎ পঞ্চজনাঃ, অথবা দেব-মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সর্পাঃ পিতর ইতি ব্রাহ্মণাভিহিতাঃ পঞ্চজনাঃ। গম্ভীরাৎ ঞ্যঃ (৪৩।৫৮) ইত্যত্র বহির্দ্দেব পঞ্চজনেভ্য ইতি বক্তব্যং '(ভা০ বা০)—ইতি বচনাৎ ঞ্য-প্রত্যয়ঃ। তেষাং তত্তদভীষ্ট-প্রদানেন স্বভূতঃ 'ঋষিঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টা 'পবমানঃ' পবমান-রূপঃ 'অগ্নিঃ' পুরোহিতঃ' কর্ম্মার্থমৃত্বিগ্‌ভিঃ পুরতো নিহিতঃ, 'তং'

পূর্ব্বোক্তলক্ষণং 'মহাগয়ং' মহদ্ভিরপি দেবাদিভির্গাতব্যং। মহান্তি প্রভূতানি যজ্ঞ-গৃহাণি যস্য বা স তথোক্তঃ, তং। 'ঈমহে' যাচামহে। (১প্র—৩অ ৩খ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৫১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত 'পাঞ্চজন্যঃ' পদ-সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সায়ণাচার্য্য নিজে একাধিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম অর্থ 'নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারঃ বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এবং নিষাদ এই পঞ্চম বর্ণ; এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষকে 'পঞ্চজন' শব্দে বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় অর্থ গন্ধর্ব্ব পিতৃগণ দেবগণ অসুর ও রাক্ষস এই পঞ্চজন। তৃতীয় অর্থ, দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সর্প ও পিতৃগণ ব্রহ্মণোক্ত এই পঞ্চজন। এরূপভাবে গণনা করিলে অসংখ্য পঞ্চজন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চজনের এই সকলের মধ্যে বিশ্বের সকল প্রাণীকে গ্রহণ করিবার ভাব বর্ত্তমান আছে, যদিও শব্দের দ্বারা সেই ভাব সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্ব্বর্ণ এবং নিষাদ এই পঞ্চবর্ণ দ্বারা সমস্ত মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নিষাদ বলিতে চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত একটী বিশেষ শ্রেণীকে মাত্র বুঝায়, সকলকে বুঝায় না। বিশেষতঃ আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মান্তর্গত সকল মানুষই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত, 'নাস্তি পঞ্চমঃ' এই মনুবাক্যই তাহার প্রমাণ। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত এবং চতুর্ব্বর্ণ-বহির্ভূত এই সকল লোককেই 'পঞ্চজনাঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ 'পঞ্চজনাঃ' পদে সকল মানুষকেই বুঝায়। এই দিক দিয়া ভাষ্যকারের তিনটী ব্যাখ্যাই একদেশবাচক বলিয়া আমরা মনে করি। বিবরণকারও উহার একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা,—'চত্বারঃ মহর্ত্বিজঃ পঞ্চমঃ যজমানঃ।' কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা ভাষ্যের ন্যায় একদেশবাচক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও 'পঞ্চজনঃ' পদে অনেক গবেষণার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের মতে 'পঞ্চজনঃ' পদে পাঁচ দেশান্তর্গত পাঁচটী জাতিকে বুঝায়। আবার এই পাঁচ জাতির নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কাহারও মতে পঞ্চসিন্ধুর অন্তর্গত পাঁচ জনপদের পাঁচটী জাতি, কাহারও মতে অন্য বিভিন্ন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বেদে উক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের মত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। কোন বিশেষ স্থানের বা কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। উক্ত পদে সমগ্র মানব জাতিকেই বুঝাইতেছে।

'পাঞ্চজন্যঃ' পদের অর্থ—যে দেবতা পঞ্চজনের অভীষ্ট সাধন করেন। 'পঞ্চজন' শব্দে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পাঁচ শ্রেণীর মানুষ বা প্রাণীকেই বুঝায়, তবে অবশিষ্ট অন্য সকল প্রাণীর মধ্যে এই বিশিষ্ট পঞ্চজাতির অভীষ্টসাধন করিবার অভিপ্রায় থাকিতে পারে, অথবা তাহা দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'অগ্নি' এই পাঁচজাতীয় প্রাণীর উপকার করেন। কিন্তু এই পাঁচজাতি যে কি সে সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যাকারের পরিষ্কার ধারণা নাই। তাই একজন ব্যাখ্যাকারই নানা অর্থ প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা

মনে করি, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধক অর্থেই 'পাঞ্চজন্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কিরূপে এই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

ভগবানই মানবের পরম মঙ্গলবিধাতা, তিনিই মানুষকে চরম কল্যাণের পথে লইয়া যান, তাঁহার চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে। তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে অভীষ্টপথে মোক্ষমার্গে অগ্রসর করিয়া দেন ইহাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম। এ স্থলে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি, "অগ্নি ঋষি, তিনি পবিত্র, তিনি পঞ্চজনের হিতকারী, তিনি পুরোহিত। সেই যশস্বী অগ্নিকে আমরা আশ্রয়রূপে গ্রহণ করি।" (১৪অ ৩থ-৩সূ-২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যম্।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

দধদ্রয়িং ময়ি পোষম্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'স্বপাঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) ত্বং 'অস্মে' (অস্মভ্যং) "সুবীর্য্যং" (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ, জ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং) 'পবস্ব' (প্রদেহি); 'ময়ি' (মম হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পোষং' (আত্মপোষকং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'দধৎ' (ধারয়, প্রদেহি ইতি ভাব)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং আত্মশক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ-৩থ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সৎকর্ম্মসাধক আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন; আমার হৃদয়ে আত্মপোষক পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মোৎকর্ষদায়ক পরাজ্ঞান পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১৪অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'স্বপাঃ'। সোর্ম্মনসী (৬।২।১১৭) - ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শোভন-কর্ম্মা ত্বং 'অস্মে' অস্মাসু 'সুবীর্য্যং' শোভন-বীর্য্যোপেতং 'বর্চ্চঃ'। বর্চ্চ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০)। তেজঃ 'পবস্ব' আ-গময়। তথা ভবান্ 'রয়িং' ধনং পুত্রং বা 'পোষং'। ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। গবাং পুষ্টিং যদ্বা গবাদিকং 'ময়ি' 'দধৎ' দধাতু করোত্বিত্যর্থঃ। দধাতের্লেটি অডাগমে ষোর্লোপো লেটি বা (৭।৩।৭০) - ইত্যাকার-লোপঃ॥ (১৪অ - ৩খ - ৩সূ - ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৫১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত স্থলবিশেষে আমাদের অনৈক্য ঘটিলেও মূলভাবের সহিত অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার কার্য্য অতি সুন্দর; তুমি আমাদিগকে তেজস্বী ও বীর্য্যবান্ কর। তুমি আমাকে হৃষ্টপুষ্ট গোধন বিতরণ কর।" 'পোষং' পদের ভাষ্যার্থ "গবাং পুষ্টিং, যদ্বা গবাদিকং" অর্থাৎ 'গরুর পুষ্টি অথবা গবাদি পশু'। কিন্তু 'পোষং' পদে যে গরুর পুষ্টিই বুঝাইবে কেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই পদে যে আবার 'গবাদি পশু' অর্থ হইতে পারে, তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। 'পোষং' পদে পুষ্টি—আত্মপুষ্টিই অথবা 'আত্মপোষক' অর্থ প্রকাশ করে। যাহা দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, কল্যাণ হয়, তাহাই আত্মপোষক। আত্মোন্নতিবিধায়ক সেই পরমধনের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বপাঃ' পদের ভাষ্যার্থ—"শোভনকর্ম্মা" অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়। জ্ঞানের জ্যোতিঃতেই মানুষ আপনার গন্তব্যপথ, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানাগ্নিই মানুষের অন্তরস্থ কালিমা আবর্জ্জন দগ্ধ করিয়া মানুষকে পবিত্র করে, সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি প্রদান করে। তাহাতেই জ্ঞানের 'স্বপাঃ' বিশেষণের সার্থকতা।

উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটি এই, "হে অগ্নে! শ্রেষ্ঠকর্ম্মওয়ালে তুম্ হমেঁ তেজ দো, মেরে বিষয়ে ধন আউর পুষ্ট গোআদিকো স্থাপন করো।" (১৪অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌ষষ্টিতম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (পবিত্রকারক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'রোচিষা' (স্বদীপ্ত্যা, স্বতেজসা) 'মন্দ্রয়া' (পরমানন্দদায়িকয়া) 'জিহ্বয়া' (শিখয়া, জ্যোতিষা ইত্যর্থঃ; 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আ বক্ষি' (আবহ, অস্মাকং হৃদ সমুৎপাদয়) চ' (তথা) 'যক্ষি' (তান্ যজ, তান্ দেবভাবান্ যত্নেন রক্ষ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং জ্ঞান-প্রভাবেন হৃদি দেবভাবান্ লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! স্বতেজে পরমানন্দদায়ক জ্যোতির দ্বারা দেবভাবসমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে সমুৎপাদিত করুন এবং সেই দেবভাবসমূহকে যত্নের সহিত রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবসমূহকে লাভ করি)॥ (১৪অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পাবক' শোধক! 'রোচিষা' স্বদীপ্ত্যা 'মন্দ্রয়া' দেবানাং মাদয়িত্র্যা 'জিহ্বয়া' চ, হে 'দেব' দ্যোতমানাগ্নে! 'দেবান্' 'আ বক্ষি' আবহ, যজ্ঞার্থং 'যক্ষি চ' তান্ যজ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১৫১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম এই যে,—আমরা যেন দেবভাবের অধিকারী হইতে পারি। সেই দেবভাব লাভের উপায়—পরাজ্ঞান। জ্ঞান-বলেই মানুষ দেবতায় পরিণত হয়, জ্ঞানের দ্বারাই হৃদয়ে দেবভাবের উপজন সম্ভবপর। তাই ভগবৎশক্তি জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মানুষ ও দেবতায় প্রভেদ কি? মানুষ পার্থিব হীন কামনা বাসনার দাস, দেবতা এই সকল হীনতা হইতে মুক্ত, কালিমা, পাপ দেবতার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ যখন আপনার হৃদয় হইতে পাপের কালিমা, বাসনার দুর্দ্দমনীয় তীব্রতা দূর করিয়া দিতে পারে, যখন মানুষ কামনার দাস না হইয়া কামনার প্রভু হয় তখন মানবই দেবতা হয়। মানুষ যখন ভগবদারাধনায় নিজকে নিয়োজিত করে, আপনার পার্থিব কামনা বাস। - এমন কি অস্তিত্ব ভুলিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু সেই সাধনার পথ প্রদর্শন করে কে? জীবনের চরম অভীষ্টসাধক মোক্ষলাভের উপায় প্রদর্শন করে—জ্ঞান। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, তাই জ্ঞানের নিকট প্রার্থনা ও ভগবৎসমীপে প্রার্থনা একই কথা।

মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মন্ত্রের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে দীপ্তিমান্ পবিত্রতা-বিধায়ক অগ্নি! তুমি নিজ দীপ্ত ও প্রীতিকরী জিহ্বা দ্বারা দেবগণকে এ স্থানে আনয়ন কর এবং পূজা কর।" (১৪অ ৩খ ৪সূ ১সা)॥ *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থঃ সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১　২　　　　　৩　১ ২　　　৩ ১ ২
তং ত্বা ঘৃতস্নোমীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্।

৩ ২উ　　　৩ ১ ২
দেবাঁ আ বীতয়ে বহ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতস্নোঃ' (ঘৃতস্য প্রেরক, অমৃতদায়ক!) 'চিত্রভানো' (চিত্রা বিচিত্রাঃ ভাঃ যস্য, বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং, সর্ব্বজ্ঞং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); ত্বং 'বীতয়ে' (পূজাপরায়ণেভ্যঃ অস্মভ্যং, অস্মাকং কল্যাণায় ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'আ বহ' (প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! অস্মাকং কল্যাণায় দেবভাবান্ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১০অ ৩খ ৪সূ-২সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্বিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতদায়ক বিচিত্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! সর্ব্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা আরাধনা করিতেছি। আপনি পূজাপরায়ণ আমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কল্যাণের জন্য দেবভাবসমূহকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে অমৃতপ্রাপক পরমদেব! আমাদিগের কল্যাণের জন্য দেবভাব প্রদান করুন।) ॥ (১৪অ—৬খ—৪সূ—২সা) ॥

০ ০ ০

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ঘৃতস্নো' ঘৃতস্য প্রেরক। যদ্বা, ঘৃতেন জনিত! হে 'চিত্রভানো'! চিত্রা নানাবিধা ভানবো দীপ্তয়ো রশ্ময়ো যস্যাসৌ চিত্রভানুস্তস্য সম্বোধনং। 'স্বর্দৃশং' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং 'ত্বং' 'ত্বা' ঋাং 'ঈমহে' যাচামহে, অতো 'বীতয়ে' হবিষাং ভক্ষণায় 'দেবান্' 'আ বহ'॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১৫২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকটই দেবত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী যে অর্থে গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি ঘৃত হইতে উৎপন্ন হও, তোমার দীপ্তিসকল অতি বিচিত্র, তুমি স্বর্গদর্শী, আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি হব্যভোজনের জন্য দেবগণকে আহ্বান কর।"

'ঘৃতস্নঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—'ঘৃতেন জনিত' অথবা 'ঘৃতস্য প্রেরক'; বাংলা অনুবাদ—'ঘৃত হইতে উৎপন্ন'। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির লক্ষ্য—'অগ্নি'। তাই ঘৃত হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয়, অথবা ঘৃতের দ্বারা অগ্নি বর্দ্ধিত হয়—এই ভাবই 'ঘৃতস্নঃ' পদে গৃহীত হইয়াছে। বিবরণকার অন্য একটী অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই,—"ঘৃতেন স্নাপ্যতে যঃ অসৌ ঘৃতস্নুঃ, তস্য সম্বোধনং হে ঘৃতস্নো" অর্থাৎ যিনি ঘৃতে স্নান করেন, অথবা যাঁহাকে ঘৃত দ্বারা স্নান করান হয়, তিনিই 'ঘৃতস্নুঃ' পদবাচ্য। কিন্তু 'ঘৃত' শব্দ অমৃতবাচক। সুতরাং 'ঘৃতস্নো' পদের অর্থ নিরূপণের সময় এই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা ভাষ্যার্থানুসরণেই উক্ত পদের অর্থ করিয়াছি—"ঘৃতস্য প্রেরক, অমৃতদায়ক।"

'চিত্রভানো' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ মতবৈষম্য ঘটে নাই। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী হিন্দী অনুবাদও প্রদত্ত হইতেছে। অনুবাদটী এই "হে ঘৃতসে উৎপন্ন হুএ আউর

নানা প্রকারকী দীপ্তিওয়ালে অগ্নিদেব। সবকে দ্রষ্টা তিন ভুবনে তাম যাচনা করতে হুঁয়ে, হি হবিভক্ষণঃ করনেকে লিয়ে দেবতাওকো আবাহন কর।" (১৪অ—৩খ—৪সূ—২সা) ॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।

১ ২ ৩১২ ৩ ২

অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব।) 'বীতিহোত্রং' (প্রিয়যজ্ঞং, সৎকর্ম্মসাধকং ইত্যর্থঃ) বয়ং 'দ্যুমন্তং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (সৎকর্ম্মণি, সৎকর্ম্মসাধনে) 'সমিধীমহি' (সমিদ্ধং করবাম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন অস্মাকং হৃদি পরাজ্ঞানং পূর্ণরূপেণ লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৪অ - ৩খ ৪সূ - ৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধক, জ্যোতির্ম্ময়, মহান, আপনাকে সৎকর্ম্মসাধনে সমিদ্ধ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাবার্থ,—হে ভগবন! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞানকে পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি।)। (১৩অ—৩খ—৪সূ—৩সা) ॥

* • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তদর্শিন। 'অগ্নে'! 'বীতিহোত্রং' ক্রান্ত-যজ্ঞং যদ্বা প্রিয়যজ্ঞং, 'দ্যুমন্তং' দীপ্তিমন্তং 'বৃহন্তং' মহান্তং, 'ত্বা' ত্বাং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'সমিধীমহি' সমিন্ধঃ সন্দীপয়ামঃ ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্দ্দশস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্বিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১৫২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে যজ্ঞার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এক দিক দিয়া এই ব্যাখ্যা খুবই সত্য, কিন্তু ব্যাখ্যা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভাষ্যাদিতে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে আমাদের মন্তব্যের ভাব পরিস্ফুট হইবে বলিয়া মনে করি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হব্যভোজা, দীপ্তিমান ও মহৎ, আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বালিত করি।" এই ব্যাখ্যা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্যাখ্যাকার কাষ্ঠাদি দাহনশীল অগ্নিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু সেই অগ্নি জ্ঞানসম্পন্ন হয় কিরূপে? আমরা মনে করি, জ্ঞানাগ্নিই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। তাহাই 'বীতিহোত্রং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক। জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম্মসাধন সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তাই জ্ঞানকে 'বীতিহোত্রং' বলা হইয়াছে।

অপিচ, মন্ত্রের অপরাংশ হইতেও উপরোক্ত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অধ্বরে' পদের অর্থ যজ্ঞে' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে। তাই 'ত্বা অধ্বরে সমিধীমহি' পদত্রয়ের অর্থ হয়, 'সৎকর্ম্মসাধনে যেন আমরা আপনাকে সম্বদ্ধ করিতে পারি; অর্থাৎ আপনার দিব্যজ্যোতিঃ-বলে যেন আমরা আমাদের জীবনের মহান কর্তব্য সাধনে সমর্থ হইতে পারি। আপনার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন আমাদিগকে পরম মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়, যেন সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিতে সমর্থ হই।' এখানেও কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। নিম্নে একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারাই ভাষ্যের মর্ম্ম অধিগত হইবে,—"হে অন্তর্ভাগী অগ্নিদেব! যজ্ঞকে প্রেমী আউর দীপ্তিমান মহান্ তুঝকো যজ্ঞমে প্রজ্বলিত করতে হ্যায়।" (১৪অ—৩খ-৪দ্ব ৩সা)॥

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি।

১ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষড়্বিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বাসু' (সর্ব্বেষু) 'ধীষু' (কর্ম্মসু, জ্ঞানিষু) 'বন্দ্য' (স্তুত্য, যদ্বা—জ্ঞানিনাং অনুসরণীয় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'গায়ত্রস্য' (গায়ত্রীছন্দস্কস্য মন্ত্রস্য ইতি যাবৎ) 'প্রভর্ম্মণি' (সম্পাদনে প্রযুক্তৌ বা নিমিত্তভূতে সতি) তব 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ পালনৈঃ বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব' (রক্ষ, পালয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মদুচ্চারিতেন মন্ত্রেণ সহ মিলিতঃ সন্ অস্মান্ পরিরক্ষ। (৪অ-৪খ ১সূ—১সা)।

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

সকল কর্ম্মসমূহের মধ্যে স্তুত হইয়া (অথবা জ্ঞানিগণের অনুসরণীয়) হে জ্ঞানদেব ! গায়ত্রীছন্দোযুক্ত মন্ত্রের সম্পাদনে বা প্রযুক্তিতে নিমিত্তভূত হইয়া, আপনার রক্ষণের বা পালনের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১৪অ—৪খ—সূ—১সা)।

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিশ্বাসু ধীষু' সর্ব্বেষু কর্ম্মসু 'বন্দ্যঃ' স্তুত্যঃ হে 'অগ্নে' ! 'গায়ত্রস্য' গায়ত্র-সাম্নঃ গায়ত্রীছন্দস্কস্য বা 'প্রভর্ম্মণি' প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূতে সতি 'নঃ' অস্মান 'ঊতিভিঃ' ত্বদীয়ৈঃ পালনৈঃ 'অব' রক্ষ। দ্বাচোঽত্তিঙঃ (৬৩১৩৫)—ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং ॥ ১ ॥

° ° °

প্রথম (১৫২২) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

আমরা যেন জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারি ; আমরা যেন অজ্ঞানের ন্যায় অযথা-ভাবে মন্ত্রের প্রয়োগ না করি ; আমাদিগের কর্ম্ম যেন জ্ঞানসমন্বিত হয় ; আমরা যেন অজ্ঞানোচিত কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই—এই মন্ত্রের প্রার্থনায় এইরূপ ভাবেরই দ্যোতনা আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। ভাষ্যেরও মর্ম্মানুধাবন করিলে, এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাবের একটু বিপর্য্যয় দেখিতে পাই। তাহাতে প্রকাশ, জ্বলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি ! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিপ্রিয়, অতএব আমরা তোমায় গায়ত্রীছন্দে স্তুতি করিতেছি, তুমি

আমাদিগকে রক্ষা কর।' যাহা হউক, আমরা জ্ঞান-পক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (১৪অ ৪খ—১সূ—১সা)॥

— ০ —

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরম্ ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সত্রাসাহং' (দারিদ্র্যনাশকং, সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকং) 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'বিশ্বাসু পৃৎসু' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু -রিপূণাং প্রলোভনরূপেষু প্রাধান্যভূতেষু বা ইতি যাবৎ) 'দুস্তরং' (রিপুভিঃ তরীতুং অশক্যং, অনতিক্রম্যং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'আ ভর' (সম্যক্ প্রযচ্ছ)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া অস্মাসু পরমার্থসমাবেশঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৪খ—১সূ ২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে দারিদ্র্যনাশক (সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তক) বরণীয়, রিপুগণের প্রলোভন-রূপ বা প্রাধান্যভূত সকল সংগ্রামে অনতিক্রম্য অর্থাৎ অজেয় পরমার্থ-রূপ ধন সম্যক্ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমাদিগের মধ্যে পরমার্থের সমাবেশ হউক।)॥ (১৪অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' প্রযচ্ছ। কীদৃশং? 'সত্রাসাহং' সত্রা সহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকং 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং 'বিশ্বাসু পৃৎসু' সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু 'দুষ্টরং' শত্রুভিস্তরীতুমশক্যং। (১৭অ ৪খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় (১৫২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে দুই একটী পদ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'সত্রাসাহং' পদে যাগাদি সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তনার ভাব আসে। জ্ঞানের অধিকারী হইলে, মানুষ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সে ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ দারিদ্র্য নাশক। তাহাতেও বেশ সঙ্গতি দেখি। তার পর, 'বিশ্বাসু পৃৎসু' পদ-দ্বয়ের ভাব অনুধাবনীয়। যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার ভাবে ঐ পদে পারিপার্শ্বিক যজ্ঞবিঘ্নকারী দস্যুগণকে বা মনুষ্য-শত্রুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আমরা মনে করি, হৃদয়ের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের যে সংগ্রাম অহরহঃ চলিয়াছে, এখানে সেই সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়। এখন বুঝুন, সেই 'রয়িং' বা ধন কি প্রকার? উত্তর—'বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরং', অর্থাৎ বিশ্বের সকল সংগ্রামে অজেয়—সকল শত্রুকর্ত্তৃক অনতিক্রমণীয়। ভাব এই যে,—সেই ধনের অধিকারী হইতে পারিলে, কোনও শত্রুই হিংসা করিতে পারে না। অপিচ, তদ্দ্বারা সকল প্রকার দুঃখই দূরীভূত হয়। 'রয়িং' পদে যে পরমার্থরূপ ধনের প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। জ্ঞানের সাহায্যে যে, সে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এখানে প্রখ্যাত দেখি। কিন্তু সাধারণতঃ এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন; যেন আমরা রাক্ষসাদির সহিত যুদ্ধে জয়ী হই, এবং যেন আমাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ নাশ প্রাপ্ত হয়।' বলা বাহুল্য, এ সম্বোধনেও জ্বলন্ত অনলের অতীত সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য আসে। (১৪অ—১খ ১সূ—২সা)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসম।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মার্ডীকং ধেহি জীবসে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নঃ' (অস্মাকং) 'জীবসে' (জীবনায় রক্ষণায় বা) 'সুচেতুনা' (শোভনজ্ঞানেন যুক্তং, চৈতন্যসংশ্লিষ্টং, চৈতন্যময়স্য সম্বন্ধবিশিষ্টং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বায়ু-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনাশীতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্। (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পোষসং' (সর্ব্বপ্রাণিপ্রতিপালকং, জগদ্ব্রহ্ম ইতি ভাবযুতং) 'মার্ডীকং' (সুখহেতুভূতং) 'রয়িং' (ধনং,—পরমার্থরূপং) 'আ দেহি' (সমন্তাৎ স্থাপয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। ভগবদনুকম্পয়া চৈতন্যসম্বন্ধযুতং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি জ্ঞানরূপং পরমসুখকরং ধনং অস্মাসু প্রতিষ্ঠিতং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৪খ ১সূ ৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের জীবনের বা রক্ষণের জন্য শোভনজ্ঞানযুত অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিপালক (জগৎব্রহ্ম—এতদ্ভাবজ্ঞাপক), পরমসুখকর, পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন—আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—আপনার অনুকম্পায় চৈতন্যসম্বন্ধযুত সর্ব্বব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমসুখকর ধন আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (১৪অ—৪খ—.সূ— স.)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নঃ' অস্মাকং 'জীবসে' জীবনায় 'সুচেতুনা' শোভনেন জ্ঞানেন যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'আ ধেহি' আস্থাপয়। কীদৃশং? 'মার্ডীকং' মৃডীকং সুখং তদ্ধেতু-ভূতং 'বিশ্বায়ুপোষসং' সর্ব্বস্মিন্নায়ুষি দেহাদেঃ পোষকং যাবজ্জীবমস্মদুপভোগ-পর্য্যাপ্তমিত্যর্থঃ. ৩॥

* * *

তৃতীয় (১৫২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

চৈতন্যময়ের সম্বন্ধযুত হইয়া, জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করিয়া, জনসেবায় আত্মনিয়োগ-পূর্ব্বক, অশেষ সুখের হেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধনকে যেন আমরা প্রাপ্ত হই। এই মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। আমাদিগের জ্ঞানপ্রভাবে আমরা যেন সেইরূপ ধনকে (রয়িং) লাভ করিতে পারি,—এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি জানি না জ্বলন্ত অগ্নির অতীত সামগ্রীকে 'অগ্নে' সম্বোধনে সম্বোধন না করিলে, ঐ প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যায় কি না।

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদ বহুভাবদ্যোতক। 'জীবসে' পদে সাধারণতঃ আয়ুঃ বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখানে নবীন জীবনের অভিনব রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। মন্ত্রে 'সুচেতুনা' পদ আছে। তাহা হইতে 'সুন্দরজ্ঞানযুক্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, 'চেতুনা' পদের সহিত সু-পদের সংযোগে এখানে

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অর্থাৎ চৈতন্যময়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়। 'বিশ্বায়ুপোষসং' পদে আপনার আয়ুঃ-পুষ্টির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে 'পোষসং' পদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। বিশ্বের আয়ুর পোষণ-রূপ যে ধন, এখানে সেই অর্থেরই প্রাধান্য দেখি। সকল প্রাণীর প্রতিপালক, 'জগদ্‌ব্রহ্ম' এতত্ত্বাবে অনুপ্রাণিত করে এমন যে ধন,—'বিশ্বায়ুপোষসং' পদে, আমরা বলি, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। দুঃখনাশক সুখসাধক যে ধন, তাহাই 'মার্ডীকং' পদের লক্ষ্য। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সেই ধনের প্রার্থনা করিতেছেন,—যে ধন তাঁহাকে বিশ্ব-হিতে ব্রতী ও পরম সুখে সুখী করিতে পারে। (১৪অ-৪খ-১সূ ৩স.)।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং হিন্বন্তু নো ধিয়ঃ সপ্তিমাশুমিবাজিষু।

১২ ৩ ১ ২
তেন জেষ্ম ধনং ধনম্ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্তিং আশুং ইব আজিষু' (যোদ্ধারঃ যথা সংগ্রামে যুদ্ধজয়ায় শীঘ্রগামিনং যুদ্ধাশ্বং প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ। 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি, সদ্বৃত্তয়ঃ বা) 'অগ্নিং' (পরাজ্ঞানং) 'হিন্বন্তু' (প্রেরয়ন্তু, হৃদি উদ্বোধয়ন্তু ইতি ভাবঃ) 'তেন' (তেন পরাজ্ঞানেন) বয়ং 'ধনং ধনং' (পরম-ধনং মোক্ষং ইত্যর্থঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, লভেমহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনেন পরাজ্ঞানং লভেমহি; ততঃ পরাজ্ঞানেন মোক্ষং প্রাপ্নুয়াম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ-৪খ ২সূ-১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যোদ্ধাগণ যেমন সংগ্রামে যুদ্ধজয়ের জন্য শীঘ্রগামী যুদ্ধাশ্ব প্রেরণ করেন, সেইরূপভাবে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ (অথবা সদ্বৃত্তিসমূহ) পরাজ্ঞানকে প্রেরণ করুক অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বোধিত করুক; সেই

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের উনাশীতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পরাজ্ঞানের দ্বারা আমরা যেন পরমধন—মোক্ষ লাভ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি; তার পর পরাজ্ঞানের দ্বারা যেন মোক্ষ প্রাপ্ত হই।)। (১৪অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি স্তুতয়ো বা 'অগ্নিং' 'হিন্বন্তু' প্রেরয়ন্তু যাগার্থমুদ্যোজয়ন্তু বর্দ্ধয়ন্তু বা। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'আজিষু' সংগ্রামেষু 'আশুং' শীঘ্রগামিনং 'সপ্তিং ইব' সর্পণশীলমশ্বং যথা যোদ্ধারঃ প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ, 'তেন' অগ্নিনা 'ধনং ধনং' সর্ব্বং ধনং 'জেষ্মং' বয়ং জয়েম। (১৪অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৫২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে সাধনারও একটা ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কর্ম্মের দ্বারা নিজকে পবিত্র বিশুদ্ধ করিতে হইবে। পবিত্রতার ফলে, হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়, সেই নির্ম্মলহৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হীনতা দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর সাধক মোক্ষলাভের জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং পরিশেষে জ্ঞানযুক্ত সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনের একটী ভাব বিদ্যমান আছে। সেই ভাব এই যে,—আমরা যেন জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষলাভ করিতে পারি, আমরা যেন মোক্ষলাভের উপযোগী কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিতে সমর্থ হই—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম্ম।

নিম্নে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে প্রচলিত মতের আভাষ পাওয়া যাইবে।

প্রথম বাংলা অনুবাদ,—"যেরূপ আজিতে, অর্থাৎ ঘোটক ধাবনস্থানে শীঘ্রগামী ঘোটককে ধাবিত করা হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্তবগুলি অগ্নিকে ধাবিত করিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন যাবতীয় ধন জয় করি।"

দ্বিতীয় হিন্দী অনুবাদ,—"হমারে কর্ম্ম বা স্তুতিয়েঁ অগ্নিকো হমারে যজ্ঞকে লিয়ে উদ্যত করেঁ; জৈসে কি যোদ্ধা সংগ্রামোঁমে শীঘ্রগামী ঘোড়েকো উদ্যত করতে হ্যায়, উস অগ্নিকে দ্বারা হমে সকল ধনোঁকো জীতেঁ।" (১৪অ ৪খ ২সূ—১সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যয়া গা আকরামহৈ সেনয়াগ্নে তবোত্যা।
১ ২ ৩ ১ ২
তাং নো হিন্ব মঘত্তয়ে ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'সেনয়া' (সেনারূপয়া, রিপুসংগ্রামে সহায়ভূতয়া ইত্যর্থঃ) 'তব' 'যয়া' (প্রসিদ্ধয়া যয়া) 'উত্যা' (রক্ষয়া, রক্ষাশক্ত্যা) বয়ং 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণান্, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আ করামহৈ' (আভিমুখ্যেন করবামহে, লভামহে) 'মঘত্তয়ে' (পরমধনপ্রাপ্তয়ে) 'তাং' (তাং রক্ষাশক্তিং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'হিন্ব' (প্রেরয়, প্রদেহি অস্মান্ সর্ব্ববিপদাং রক্ষ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু তথা সর্ব্ববিপদাং রক্ষতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ-৪খ-২সূ-২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! রিপুসংগ্রামে সহায়ভূত আপনার প্রসিদ্ধ যে রক্ষাশক্তি দ্বারা আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি, পরমধন প্রাপ্তির জন্য সেই রক্ষাশক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন অর্থাৎ আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন এবং সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন)। (১৪অ—৪খ—২সূ—২সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'সেনয়া' ইনেন সহ বর্ত্তমানয়া, সেনারূপয়া বা 'যয়া' 'তব' 'উত্যা' রক্ষয়া 'গাঃ' 'আ করামহৈ' আভিমুখ্যেন করবামহে লভামহে ইত্যর্থঃ। 'তাং' ঊতিং 'নঃ' অস্মান্ 'হিন্ব' গময়। কিমর্থং? 'মঘত্তয়ে' ধনস্য দানার্থং অস্মাকং ধনলাভায়েত্যর্থঃ। 'করামহৈ'—'করামহে'—ইতি পাঠৌ। (১৪অ-৪খ—২সূ ২সা)।

দ্বিতীয় (১৫২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ চারিদিকে দুর্দ্দান্ত রিপুগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত আছে। তাহাদের আক্রমণে মানুষ সর্ব্বদাই বিব্রত। মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণই সৎকর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। মানুষ যখনই সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে চায় তখনই শয়তানের অনুচর রিপুগণ নানাবিধ প্রলোভনে মানুষকে পথ ভুলাইয়া দেয়, মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে অধঃপতনমূলক নানাবিধ আপাতঃমনোহর সুখের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখে। পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরূপে আসিয়া মানবের অন্তরে তাহারা আধিপত্য বিস্তার করে। স্বর্ণমৃগরূপে তাহারা মানবকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত করে, নানা কৌশলে তাহাকে আত্মরক্ষার শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনার আয়ত্তাধীন করে। আলেয়ার আলোর পশ্চাতে ছুটিয়া মানুষ গভীরতর পঙ্কে নিমগ্ন হয়, নিজশক্তিতে উদ্ধার লাভ করিবার তাহার কোনই শক্তি থাকে না. মৃগ-তৃষ্ণিকার মায়ায় মোহিত হইয়া মানুষ এই ভীষণ সংসারমরুতে মৃত্যুকে বরণ করে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে পাপী নয়, অথবা পাপের প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগও নাই, কিন্তু রিপুগণের আক্রমণে, মায়ার ছলনায় মানুষ আত্মবিস্মৃত ও শক্তিহীন হইয়া অধঃপতনের পথে পরিচালিত হয়। অবশেষে আত্মরক্ষার উপায় করিতে না পারিয়া পাপের হাতে আত্মসমর্পণ করে

কিন্তু মানুষের কি কোন উপায় নাই? পাপের আধিপত্যই কি প্রবল হইবে? পাপই কি পুণ্যের উপর চিরদিন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে?—না, চিরমঙ্গলময় ভগবানের রাজ্যে তাহা সম্ভবপর নয়। তিনি তাঁহার শক্তিদ্বারা তাঁহার ভক্ত সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছেন। মানুষ ভুল করিতে পারে, মোহের ঘোরে পাপকার্য্যে রত হইতে পারে, কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান্ তাহাকে সেই ভ্রান্তপথ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দেন। তাই তো মানুষ রক্ষা পায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের নিকট সেই রক্ষাশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই রক্ষাশক্তি কিরূপ? 'সেনয়া' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা যেরূপ সহায়স্বরূপ হয়, আমাদের মোক্ষযাত্রায়, মুক্তি-সংগ্রামে ভগবানের রক্ষাশক্তিও সেই সাহায্যকারিণী, সেই রক্ষাশক্তির প্রভাবেই আমরা মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারি, রিপুজয়ে সমর্থ হই। মন্ত্রে ভগবানের রক্ষাশক্তির এই মাহাত্ম্যও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবৎশক্তির প্রভাবেই আমরা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করি, পরাজ্ঞান লাভে সমর্থ হই। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে, "যয়া উত্যা গাঃ আকরামহৈ"—যে রক্ষাশক্তির প্রভাবে আমরা পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা সৎপথে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতঃ রিপুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করি, জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তাই প্রার্থনার সার মর্ম্ম এই যে,—"হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আপনার শক্তি প্রভাবেই আমরা আমাদের জীবনের চরম অভীষ্টলাভে যেন সমর্থ হই। আপনি আমাদিগকে নিত্যকাল আপনার সেই মঙ্গলময়ী শক্তি দ্বারা রক্ষা করুন।"

এই মন্ত্রটীর প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তোমার নিকট যেরূপ আশ্রয় পাইয়া আমরা গাভীদিগকে উপার্জ্জন করি, তোমার যে রক্ষা আমাদিগের সাহায্যকারিণী সেনাস্বরূপা, সেই রক্ষা আমাদিগকে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে আমরা ধন লাভ করিব।" (১৪খ - ৪থ—২সূ—২দা)॥ •

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
আ২গ্নে স্থূর৺ রয়িং ভর পৃথুং গোমন্তমশ্বিনম্।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২
অঙ্ধি খং বর্ত্তয়া পবিম্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) অস্মভ্যং 'স্থূরং' (স্থূলং, বৃদ্ধং, সমৃদ্ধিদায়কং) 'গোমন্তং' (পরাজ্ঞানযুতং) 'অশ্বিনং' (ব্যাপকজ্ঞানোপেতং) 'পৃথুং' (বিস্তীর্ণং, প্রভূতপরিমাণং) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ); অপিচ, 'অঙ্ধি' (স্বতেজসা) 'খং' (স্বর্গং, স্বর্গপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবিং' (পবিত্রকারকং ধনং) 'বর্ত্তয়' (প্রবর্ত্তয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ—৪থ—২সূ ৩দা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সমৃদ্ধিদায়ক পরাজ্ঞানযুত ব্যাপকজ্ঞানোপেত প্রভূতপরিমাণ পরমধন প্রদান করুন; অপিচ, স্বতেজে স্বর্গপ্রাপক পবিত্রকারক ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।)। (১৪অ—৪থ—২সূ—৩দা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'স্থূরং' স্থূলং বৃদ্ধং 'পৃথুং' বিস্তীর্ণং 'গোমন্তং' গোভির্যুক্তং 'অশ্বিনং' অশ্বোপেতং 'আ ভর' অস্মভ্যমাহর প্রযচ্ছ। কিঞ্চ 'খং' অন্তরিক্ষং 'অঙ্ধি' বৃষ্ট্যুদকৈঃ সিঞ্চ। যদ্বা আত্মীয়ৈস্তেজোভিঃ বাঞ্জয় প্রকাশয়। 'পবিং' আয়ুধং 'বর্ত্তয়' অস্মদ্বিরোধিষু প্রবর্ত্তয়। 'পবিং'—'পণিং' - ইতি পাঠৌ। (১৪অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১৫২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটিকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে মন্ত্রের প্রচলিত ভাব পরিস্ফুট হইবে। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহুসংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে। আকাশকে বৃষ্টিজলে অভিষিক্ত কর; বাণিজ্যকারীর বাণিজ্য কার্য্য প্রবর্ত্তিত কর।" মন্ত্রের একটা পাঠান্তর আছে। 'পবিং' স্থলে 'পণিং' পদও পরিদৃষ্ট হয়। অনুবাদকার এই 'পণিং' পাঠ গ্রহণ করিয়াই অর্থ করিয়াছেন। মোটের উপর তিনি অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনার দ্বারাই তাঁহারও ভাব বুঝা যাইবে।

ভাষ্যকার 'গোমন্তং' এবং 'অশ্বিনং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'গোভির্যুক্তং' এবং 'অশ্বোপেতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে গরু দাও, ঘোড়া দাও।' আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই গরু ও ঘোড়ার বিবরণ এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাই। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যহিন্দুগণ চাষী ছিলেন এবং নিপুণ যোদ্ধাও ছিলেন। কৃষিকার্য্যের জন্য গরুর এবং যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁহারা দেবতার নিকট গরু ও ঘোড়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মত এত বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১৪অ ৪খ - ২সূ - ৩সা)॥ *

—•—

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অগ্নে নক্ষত্রমজরমা সূর্য্যং রোহয়ো দিবি।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দধজ্জ্যোতির্জ্জনেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'জনেভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ, সর্ব্বলোকানাং ইত্যর্থঃ) 'জ্যোতিঃ দধৎ' (জ্যোতিঃ ধারয়ন্তঃ, জ্যোতিঃদায়কং ইত্যর্থঃ) 'নক্ষত্রং' (সমন্তাৎ গচ্ছন্তং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'অজরং' (জরারহিতং, নিত্যতরুণং) 'দিবি' (দ্যুলোকে —বর্ত্তমানং ইতি যাবৎ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানালোকং) 'আ রোহয়' (স্থাপয়, অস্মাকং হৃদি—ইতি শেষঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং বিশ্ববাসিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১৪অ ৪থ—২সূ ৪সা)।

*

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বলোকের জ্যোতিঃদায়ক, ঊর্দ্ধগতি-প্রাপক, নিত্যতরুণ, দ্যুলোকে বর্ত্তমান জ্ঞানালোককে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে—বিশ্ববাসী সকলকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১৪অ—৪থ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নক্ষত্রং'। নক্ষতি সমস্তাদ্গচ্ছতীতি নক্ষত্রঃ, নক্ষি গতৌ (ভ্বা০ প) অমি-নক্ষি (উ০ ৩।১০৫) -ইত্যাদিনা অত্রন্ প্রত্যয়ঃ। সততং গন্তারং 'অজরং' জরা-রহিতং 'সূর্য্যং' সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং 'দিবি' অন্তরিক্ষং 'আ রোহয়ঃ' উপর্য্যবস্থাপিতবানসি। যথা, নক্ষত্রং কৃত্তিকাদিকং সূর্য্যঞ্চ সমারোহয়ঃ। কিঙ্কুর্ব্বন্? 'জনেভ্যঃ' সর্ব্বেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ ব্যবহারার্থং 'জ্যোতিঃ' প্রকাশকং 'দধৎ' বিদধৎ কুর্ব্বন্, যথা সর্ব্বেষাং প্রকাশো ভবতি তথা উন্নতে দেশে সূর্য্যমগময় ইত্যর্থঃ ॥ (১৪অ—৪থ—২সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১৫২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা প্রথমেই মন্ত্রটীর একটা প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি,—"হে অগ্নি! যে সূর্য্য সর্ব্বদাই যাইতেছেন, যিনি লোকদিগকে আলোক দিতেছেন, তাঁহাকে আকাশে বসাইয়া দাও।" এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যানুসারী। সুতরাং এক-সঙ্গে ভাষ্যেরও আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমেই একটা কথা লক্ষ্য করা যায় যে, অগ্নি ও সূর্য্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অথচ পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রচলিত অধিকাংশ মতেই অগ্নি ও সূর্য্য অভেদ, অথবা সূর্য্য অগ্নিরই নামান্তর মাত্র। কোন কোনও মতে আকাশ-

স্থিত অগ্নিকেই সূর্য্য বলা হয়। এই মন্ত্রের সহিত আমাদের কোনও মতবৈষম্য নাই—অবশ্য অগ্নি ও সূর্য্য বলিতে আমরা প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ। জগতের সর্ব্বত্র একই আগুন একই জ্যোতির ক্রীড়া চলিতেছে, বিশ্বে একই পরম চৈতন্যসত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে। এক পরম জ্যোতির স্ফুলিঙ্গমাত্র বিশ্বে প্রকাশমান রহিয়াছে। সুতরাং অগ্নি ও সূর্য্যকে অভেদ বলিলে কোন অন্যায় হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, 'অগ্নি' ও 'সূর্য্য' এই উভয়পদেই বিশ্বজ্যোতির দ্যোতনা করিতেছে। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি।

'সূর্য্যং' পদের যে দুই একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। প্রথম বিশেষণ—'নক্ষত্রং'। ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—'সততং গন্তারং'। এই মত গ্রহণ করিয়া অনেকে বলেন যে, সূর্য্যের স্বীয় কেন্দ্রগতি প্রাচীন ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল, আবার অন্যপক্ষ বলেন যে, সূর্য্যের পরিদৃশ্যমান উদয়াস্ত গতিকে লক্ষ্য করিয়াই এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল গবেষণা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। যাহা সর্ব্বদাই মানুষকে, মানুষের অন্তরে থাকিয়া ঊর্দ্ধপথে পরিচালিত করিতেছে, যাহার বলে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে, 'নক্ষত্রং' পদে তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় পদ 'অজরং'। এ সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। জ্ঞান—দিব্যজ্যোতিঃ, নিত্যতরুণ, চিরনূতন। তাহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই। সুতরাং 'অজরং' পদ সূর্য্যের উপযুক্ত বিশেষণই হইয়াছে। আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মন্ত্রে বিশ্ববাসী সকলের জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে সকল লোক যাহাতে পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারে, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে—মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই আছে। বিশ্বজনীন ভাবই প্রার্থনার বিশেষত্ব। (১৪অ ৪৫—২৭—৪সা)। *

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অগ্নে কেতুর্ব্বিশামসি প্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ উপস্থসৎ।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২

বোধা স্তোত্রে বয়ো দধৎ ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'বিশাং' (জনানাং, সর্ব্বলোকানাং) 'কেতুঃ' (কেতয়িতা, জ্ঞাপয়িতা, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ, 'শ্রেষ্ঠঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ) 'প্রেষ্ঠঃ' (প্রিয়তমঃ) ভবান্ ইতি শেষঃ; ত্বং 'উপস্থসং' (নিষীদন, অস্মাকং হৃদি আবির্ভূতঃ সন্) 'বোধ' (অস্মাকং স্তোত্রং অবগচ্ছ, অস্মাকং পূজাং গৃহাণ) তথা 'স্তোত্রে' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'বয়ঃ' (বলং, দিব্যশক্তিং) 'দদৎ' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে প্রিয়তম পরাজ্ঞানদায়ক দেব! কৃপয়া অস্মভ্যং দিব্যশক্তিং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ—৬থ—২সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বলোকের জ্ঞানদায়ক হয়েন; অপিচ, শ্রেষ্ঠতম প্রিয়তম হয়েন; আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন এবং প্রার্থনাকারী আমাদিগকে দিব্যশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে প্রিয়তম পরাজ্ঞানদায়ক দেব! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দিব্যশক্তি প্রদান করুন।)॥ (১৪অ—৬থ—২সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

"হে 'অগ্নে'! 'বিশাং' প্রজানাং যজমানানাং 'কেতুঃ' কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা 'অসি' ভবসি। অতএব 'প্রেষ্ঠঃ' প্রিয়তমঃ 'শ্রেষ্ঠঃ' প্রশস্যতমশ্চ ভবসি স ত্বং 'উপস্থসং' উপস্থানে যজ্ঞগৃহে নিষীদন 'বোধ' অস্মদীয়ং স্তোত্রমবগচ্ছ। কিং কুর্ব্বন? 'স্তোত্রে' স্তুবতে জনায় 'বয়ঃ' অন্নং 'দদৎ' বিদধৎ কুর্ব্বন প্রযচ্ছন্ বা। (১৪অ—৬থ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১৫২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর দুই একটী ব্যাখ্যা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"হে অগ্নি! তুমি প্রজাদিগের অস্তিত্ব জানাইয়া দাও। অর্থাৎ তোমাকে দেখিলেই তথায় লোকালয় আছে এরূপ অনুমান হয়। তুমি প্রিয়তম; তুমি শ্রেষ্ঠ। তুমি যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর, স্তবের প্রতি কর্ণপাত কর; অন্ন আনিয়া দাও।" অনুবাদের প্রথম অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক। মূলে আছে—'বিশাং কেতুঃ' অর্থাৎ লোকগণের জ্ঞানবিধাতা। কিন্তু অনুবাদকার 'কেতুঃ' পদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা অনুবাদের প্রথম অংশ হইতে উপলব্ধ হইবে। তাহার ভাব এই যে,—লোকগণ অগ্নিদর্শন

করিয়াই মনে করে, সেখানে মানুষ আছে। এই বাক্যের সার্থকতা কি? শব্দার্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই অনুবাদ হইতে কি বুঝিতে পারা যায়? আগুন থাকিলেই সেখানে যে মানুষ থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? দাবাগ্নিও আগুন, আবার পর্ব্বতাদিতে অন্তকারণেও অগ্নির অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে কি মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করিতে হইবে? ব্যাখ্যাকার সম্ভবতঃ 'বহ্নিমান ধূমাৎ' ন্যায়শাস্ত্রের এই সূত্রটীকে রূপান্তরে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ধূমের সহিত বহ্নির যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত মানুষের সেই সম্বন্ধ নহে। তারপর 'কেতুঃ' পদের অর্থও তাহা নয়। উক্তপদের ভাষ্যার্থ জ্ঞাপয়িতা, যিনি জ্ঞান দান করেন। তাই আমরা উক্তপদে 'জ্ঞানদায়কঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই বিবৃত হইয়াছে। (১৪অ ৪খ—২সূ ৫সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।
৩ ১র ২র
অপাং রেতাংসি জিন্বতি॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দিব' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধা' (মস্তকস্বরূপঃ, শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ) 'ককুৎপতিঃ' (সত্ত্বপালকঃ) 'অয়মগ্নিঃ' (অসৌ জ্ঞানস্বরূপদেবঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (জগতঃ) 'অপাং রেতাংসি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি) 'জিন্বতি' (প্রীণয়তি)। দেবোঽসৌ জ্ঞানস্বরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়কঃ—ইতি ভাবঃ। (১৪অ ৪খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মধ্যে মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের পালক এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতদিগকে প্রীত করেন। ভাব এই যে,—এই দেব জ্ঞানরূপে সকলের প্রীতিদায়ক হয়েন।)। (১৪অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ষট্পঞ্চাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধা' দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ, 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ককুৎ' 'উচ্ছ্রিতঃ', 'পৃথিব্যাঃ' চ 'পতিঃ', 'অয়ং' 'অগ্নিঃ' অপাং' 'রেতাংসি' স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি ভূতানি 'জিন্বতি' প্রীণয়তি ॥ ১ ॥

প্রথম (১৫৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটিতেও জ্ঞানবহ্নির গুণ পরিবর্ণিত। সাধক, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে জ্ঞানাগ্নির গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। সেই জ্ঞান কিরূপ? না তিনি 'দিবো মূর্দ্ধা' অর্থাৎ—তিনি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—তাঁহার স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ে কোনও দেবভাবই অনুভব করা যায় না। বিশেষণ-কয়েকটীতে তাঁহার সেই স্বরূপ পরিবর্ণিত হইতেছে। তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি 'ককুৎপতি' হৃদয়ে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আবির্ভাবে হৃৎপ্রদেশ সত্ত্বগুণে পরিমার্জ্জিত হয়। অর্থাৎ, কামক্রোধাদিকৃত সন্তাপ-সমূহ কখনও হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। তিনি আর কেমন? না 'পৃথিব্যা অপাং রেতাংসি জিন্বতি।' অর্থাৎ,—পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতকে প্রীত করিতেছেন বাহ্য অগ্নিমূর্ত্তিতেই হউক, ব্যাপক তেজঃস্বরূপেই হউক, আর হৃদ্নিহিত জ্ঞানস্বরূপেই হউক, স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দৃষ্টিতেই দেখা যায়, তিনিই একমাত্র সমস্ত ভূতের প্রীতির কারণ। তিনিই বস্তুমাত্রকে প্রীতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অভাবে জগতের অস্তিত্বই থাকে না। তিনিই প্রাণশক্তিরূপে সৃষ্ট সংসারের প্রীতির কারণ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাই মন্ত্রের সার মর্ম্ম॥ (১৪অ ৪থ ৩দ—১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র
ঈশিষে বার্য্যস্য হি দাত্রস্যাগ্নে স্বঃপতিঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতা স্যাং তব শর্ম্মণি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'স্বঃপতিঃ' (স্বর্গাদিপতিঃ) ত্বং 'হি' (এব) 'বার্য্যস্য' (বরণীয়স্য) 'দাত্রস্য' (দাতব্যস্য ধনস্য, পরমধনস্য ইত্যর্থঃ) 'ঈশিষে' (ঈশ্বরঃ ভবসি); হে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশ সূক্তের ষোড়শী ঋক্। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (১অ ১প্র -৩দ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দেব! 'তব স্তোতা' (তদারাধনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'শর্ম্মণি' (পরমমঙ্গলে, পরমকল্যাণে ইত্যর্থঃ) 'স্যাম' (ভবেয়ং)। প্রার্থনামূলক অয়ং মন্ত্রঃ। হে পরমধনদাতঃ দেব! মাং পরমকল্যাণে স্থাপয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১৪অ-৪খ ৩সূ ২সা)॥

° ° °

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! স্বর্গাধিপতি আপনিই বরণীয় পরমধনের ঈশ্বর হয়েন; হে দেব! আপনার আরাধনাপরায়ণ আমি যেন পরমকল্যাণে থাকি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পরমধনদাতা দেব! আমাকে পরমকল্যাণে স্থাপন করুন।)॥ (১৪অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

° ° °

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'স্বপতিঃ' স্বর্গস্য স্বামী ত্বং 'বার্য্যস্য' বরণীয়স্য 'দাত্রস্য' দাতব্যস্য ধনস্য 'ঈশিষে' ঈশ্বরোঽসি 'শর্ম্মণ' সুখ-নিমিত্তে তব 'স্তোতা' 'স্যাং' ভবেয়ং। (১৪অ ৪খ-৩সূ—২সা)॥

° ° °

দ্বিতীয় (১৫৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে জ্ঞানদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। জ্ঞানদেবকে 'স্বঃপতিঃ'—স্বর্গাধিপতি বলা হইয়াছে। জ্ঞানই মানুষকে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান ভগবৎবিভূতি। যিনি সেই পরমবস্তু লাভ করিতে পারেন তিনি অনায়াসে ভগবৎসামীপ্য লাভে সমর্থ হয়েন। জ্ঞানই স্বর্গরাজ্যের নিয়ামক। সেইজন্যই জ্ঞানকে স্বর্গের অধিপতি বলা হইয়াছে।

তিনি কেবলমাত্র স্বর্গের অধিপতি নহেন, অক্ষয়কল্যাণরূপ পরমধনভাণ্ডারও তাঁহার করতলগত। তিনি 'বার্য্যস্য দাত্রস্য ঈশিষে'—বরণীয় পরমধনের রাজা। তাঁহার কল্যাণেই মানুষ পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই তাঁহার নিকটেই তাহা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রার্থনার অন্য অংশে কল্যাণলাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমি যেন পরমকল্যাণের মধ্যে অবস্থিত থাকি, কখনও যেন আপনার মঙ্গলময় বিধান হইতে বিচ্যুত হইয়া অমঙ্গলের করে আত্মসমর্পণ না করি। হে প্রভো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন" মন্ত্রে এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাবও আমাদের ব্যাখ্যা হইতে খুব ভিন্ন নয় তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই, "হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন সুখী হই" (১৪অ—৪খ ৩সূ-২সা)॥ ০

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুঃচত্বারিংশ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩   ১ ২ ৩ ১ ২   ৩ ১র   ২র

উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।

২ ৩   ১   ২   ৩ ১২

তব জ্যোতীংষ্যর্চ্চয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'তব' 'শুচয়ঃ' (নির্ম্মলাঃ পবিত্রাঃ) 'শুক্রাঃ' (শুক্লাঃ শুভ্রবর্ণাঃ, নির্ম্মলাঃ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (প্রভাঃ) 'তব' 'জ্যোতীংষি' (জ্ঞানকিরণানি) 'উদীরতে' (প্রেরয়ন্তু—অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং বিশুদ্ধং পরাজ্ঞানং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১৪অ ৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার পবিত্র নির্ম্মল দীপ্যমান প্রভা আপনার জ্ঞানকিরণসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন বিশুদ্ধ পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (১৪অ—৪খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'তে' তব 'শুচয়ঃ' নির্ম্মলাঃ 'শুক্রাঃ' শুক্লবর্ণাঃ 'ভ্রাজন্তঃ' দীপ্যমানাঃ 'অর্চ্চয়ঃ' প্রভাঃ 'তব' 'জ্যোতীংষি' তেজাংসি 'উদীরতে' প্রেরয়ন্তি ॥ ৩ ॥

ইতি চতুর্দ্দশস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক শ্রীবীর বুক্ক ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

তৃতীয় (১৫৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটীর সাধারণ অর্থ সরল হইলেও, আপাতঃদৃষ্টিতে একটু জটিল বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রে 'অগ্নি' অথবা জ্ঞানদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিসের জন্য প্রার্থনা? জ্ঞানকিরণ অথবা পরাজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য। কে সেই প্রার্থনা পূরণ করিবে?— অগ্নিদেব। কিরূপে তাহা পূর্ণ হইবে? জ্ঞানদেবের শক্তি আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে, তাহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই বিশ্লেষণের শেষের অংশ জটিলতার কারণ। জ্ঞানদেবের জ্যোতিঃ আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবে। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রে কোনও জটিলতা নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সুতরাং শক্তি যাহা প্রদান করিবে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিধরেরই দান। জ্ঞানশক্তির অধিপতি পরমদেবতা আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করিবেন ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেও এই জটিলতা দূরীভূত হয় নাই। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নি! তোমার নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।" এখানে ভাবও একই 'দীপ্তি সকল' 'জ্যোতিঃ' প্রকাশ করিতেছে কিন্তু এ স্থলেও যে মন্ত্রের জটিলতা নাই তাহাও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বুঝা যায়। মন্ত্রান্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। (১৪অ—৪খ -৩সূ—৩সা)। *

—— ○ ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ২ র র ৫ ৫ ১ র — ১ ১ — ১
অগ্না ৩ ৪ য়িঃ। মূর্দ্ধাদিবঃককুৎ। ও ৬ বা। পতিঃপৃথিব্যাআ ২ য়াম্। আ ২ য়াম্।
১ — ২ ১ S ২ র n ৩ র ২ ১
আ ২ য়াম্। রা ২ ৩ য়িতা। সিজো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। য়া ২ ৩ ৪
৫ ৫ ৩ র ২ র র ৫ ৫ ১ র র র
ভো ৬ হায়ি। ঈশা ৩ ৪ য়ি। যেবারিয়স্তহি। ও ৬ বা। দাত্রস্থায়েসুবঃপা ২
১ — ১ ২ ১ S ২ র n ৩ র ২
ভায়িঃ। ভো ২ ভা। স্থা ২ ৩ স্থা। যশো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি।
১ ৫ ৫ ৩ ২ র ৫ ৫ ১ র র
য়া ২ ৩ ৪ ঔ ৩ হায়ি॥ উদা ৩ ৪। তেশুচয়স্তব। ও ৬ বা। শুক্রাভ্রাজ-
র — ১ — ১ ২ ১ S ১ র n ৩ র ২
ন্তঈরা ২ তায়। বা ২ বা। জ্যো ২ ৩ তায়ি। যিশৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩
১ ৫ ৫
য়ি। চা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি। ১২৩। †

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুশ্চত্বারিংশ সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা— "সজ্ঞাসাহায়ম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———০ঃ*ঃ*ঃ০———

উত্তরার্চ্চিকঃ—সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

——— • ———

মন্ত্র-সূচী।

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

অ।

৮৩ — (৮৬)

——•——

আ।

ই।

ঈ।

উ।

— • —

ঋ।

— • —

এ।

— ০ —

মন্ত্র — পৃষ্ঠা

— • —

হ ॥

—— * ——

মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত ॥